উৎসব।

শ্রী নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } বৈশাখ, সন ১৩৩১ সাল। { ১ম সংখ্যা

প্রদীপ।

এ আঁধার হৃদয়ের মাঝে
জ্বলে ক্ষীণ যে প্রদীপ খানি,
নাহি নিভে যদি ঝঞ্ঝাবাতে
তবে প্রভু, আমি ধন্য মানি।

বাহিরের আলেয়া আলোক
নিভে যায় তাহে ক্ষতি নাই,
পরাণের নিভৃত প্রদেশে
যেন আলো দেখিবারে পাই।

হেথাকার ধুলা খেলা যদি,
দুদিনেতে সাঙ্গ হয় হো'ক,
মিলনের জোছনাতে যেন
উজলিয়া রহে ধ্যানলোক।

সাঝের কিরণ সম যদি
সব সুখ মিলাইয়া যায়,
পারি যেন রাখিতে বিশ্বাস
তবু তব করুণাতে হায়।

এ আঁধার পথে যেতে নাথ
নাহি নিভে যেন দীপখানি,
বাহিরে নীরব করি, মোরে
অন্তরেতে কহ শুধু বাণী।

(বি)

বর্ষারম্ভে প্রশ্ন।

ভগবানকে ছাড়, সুখী হইবে।

ভগবানকে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, ছাড়িয়া দেখ, তুমি কত সুখী হইবে,—এই কথা আজকাল অনেক লোক বলে।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরেই মানুষ উচ্ছন্ন যায়। যে যত ধার্ম্মিক হয়, তাহার তত সাংসারিক কষ্ট। যেখানে যত পূজা, পাঠ, ভগবানে ভক্তি, সৎকথা, পাপে ভয়, ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন, সেইখানেই যত দারিদ্র্য দুঃখ ও বিপদ। যে ব্যক্তি যত সৎভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই ব্যক্তিই তত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভগবানকে ধরিয়া সংসার করিলে মানুষের দুর্গতির চূড়ান্ত হইবে।—এই কথাই আজকাল চারিদিকে শোনা যায়।

পক্ষান্তরে দেখা যায় ও শোনা যায়, যে ব্যক্তি যত অন্যায় কার্য্য করিতেছে, অনাচার, অভক্ষ্য ভোজন, প্রকাশ্য ব্যভিচার, মিথ্যাচরণ করিতেছে, অসৎ উপায়ে নানা কৌশলে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, অর্থ উপায় করিতেছে, সেই ব্যক্তিই সংসারে ধনী, মানী ও সুখী হইতেছে।

এখন, যে ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যদি তাঁহার আশ্রিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরিদ্র, দুঃখী, বিপন্ন ও শ্রীহীন করেন, তবে বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই সেই ভগবান

হইতে দূরে থাকিবে। ভগবানকে ছাড়িলেই যদি সুখী হওয়া যায় তবে সকলেরই ভগবানকে ছাড়িতে প্রাণপণ করা উচিত।

এমন দেখা যাক কোন্ কথাটা সত্য।

ভগবানকে ছাড়িয়া কাহার আশ্রয় লইব ?—ইহার উত্তরে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, কলির প্রজা হও, সংসারের সকল সুখে সুখী হইবে।

কলির প্রজা হইলে কলির ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায়। সেই সার রত্ন কি ? তাহা—অর্থ, মান, প্রভুত্ব ইত্যাদি। এই গুলিকে শাস্ত্রে অবিদ্যার সম্পত্তি বলে। ইহাতে সংসারের অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু মনের শান্তি পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তিকে বুকে হাত দিয়া বলিতে বল, সে সুখী কি না। দেখিবে প্রায় সকলেই বলিবে সে মহাদুঃখী, মনের শান্তি কাহাকে বলে সে জানে না। সে অর্থের বিনিময়ে কুলিদের মনের শান্তি চায়।

ভগবানের শরণাগত প্রজা হইলে তাঁহার ভাণ্ডারের সার রত্ন পাওয়া যায়। সেই সার রত্ন কি ? তাহা—জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি মুক্তির ইচ্ছা ইত্যাদি। এগুলিকে শাস্ত্রে বিদ্যার সম্পত্তি বলে।

কলির প্রজারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না। যে কোন উপায়ে হউক, অর্থ উপায় করিতে হইবে,—এই তাহাদের লক্ষ্য। তাহারা অর্থের উপাসনা করে, পরমার্থ ছাড়িয়া দেয়। অর্থের যতটা ক্ষমতা আছে, ততটা সুবিধা তাহারা পায়। সংসারের তাপ, জ্বালা, শোক, মোহ এড়াইতে তাহারা পারেনা।

ভগবানের প্রজারা অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থ লক্ষ্য করে। তাহারা অস্থায়ী সুখ, শান্তি চায় না। তাহারা চায় স্থায়ী সুখ শান্তি, পরমার্থ চিন্তা। যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া কালে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই তাহারা কামনা করে। নির্ম্মল ভাবরাজ্যে থাকে বলিয়া দুঃখ দরিদ্র্যের মধ্যে, শত সাংসারিক অশান্তির মধ্যেও তাহারা শান্তি পায়, সেইজন্য দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি ও মনের বল পায়।

সকলেই যখন বলিতেছে যে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্যও ভগবানের উপাসনা ও চিন্তা ছাড়িয়া দেখ তোমার সৌভাগ্য কিরূপ হয়, তখন বন্ধুদের কথায় কালাপাহাড় হইয়া দেখিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তুমি অমর নও। মৃত্যুর সময় ও পরে একজনের আশ্রয় আবশ্যক। ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে তখন কোন্ দ্বিতীয় ব্যক্তি আশ্রয় দাতা হইতে পারে ?

এখন খুব ধীরভাবে বিচার কর, ভগবানকে ছাড়া যায় কি? তুমি কে? সেই ভগবানের প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব কি বিম্বকে ছাড়িতে পারে? ছাড়া সম্ভব কি? কেবল অজ্ঞানে তুমি ভগবানকে ভিন্ন জিনিষ মনে করিতেছ। জ্ঞানে যখন সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ, তখন, তুমি তোমার স্বরূপকে ছাড়িবে কেমন করিয়া? ভগবানকে ছাড়া যায় না বলিয়াই তুমি ছাড়িতে পারিবে না।

এখন সুখী দুঃখী হওয়ার কথা? কর্ম্মফলের ব্যবস্থা আছে মানিলেই গোল মিটিয়া যায়।

সকল দিক্ ভাবিয়া, এখন বর্ষপ্রবেশে বন্ধুদের কথায় বিচার করিয়া দেখ— কলির প্রজা হইয়া ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিবে কি?

লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করিয়া ধন্য হন, সেই ভগবানকে ধরিলে, মানুষ দরিদ্র ও বিপন্ন হয়, এই ভয়ানক বিশ্বাস কোন্ পাপে আজ আমাদের মনে স্থান পাইতেছে?

হায় ভগবান্, তুমি ভিন্ন এ আসুরিক ভাব নষ্ট করিতে আর কেহই পারিবে না।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।
বি, এল,

সাধিলে কোন্‌টি?

(১)

পড়িলে ত অনেক, শুনিলেও বহু, লোককে বলিলেও ত বিস্তর, কিন্তু সাধিলে কোন্‌টি—অভ্যাস করিলে কি তাই বল? দুদিনের অভ্যাস নয়, সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—এমন ভাবে কিছু সাধিলে কি? যদি এমন ভাবে সাধনা কিছু না কর তবে শুধু বচনে কি হইবে? কত বক্তৃতা শোনা হইল, কত চক্ষের জল পড়িল—কতবার ত বলিলে আহা বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! কিন্তু সুন্দরকে ধরিয়া রাখিলে কতক্ষণ? তাই বলি যদি জীবনকে সফল করিতে চাও তবে বচন

ছাড়—কর্ম্ম কর—অভ্যাস কর—সাধনা কর। কর্ম্ম ত অনেক কর কিন্তু শুধু বিলাতি কর্ম্মে আত্মহারা হইয়া দিশি কর্ম্মে তিলাঞ্জলি দিলে চলিবে কি? ভিতর হইতে সব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—কিন্তু শুধু এখান ওখান হইতে ফুল কুড়াইয়া আনিয়া শুষ্ক বৃক্ষে গুঁজিয়া দিলে কি বৃক্ষে ফুল ফুটিল বলিবে? বাহির হইতে যা আনিতে চাও আন কিন্তু ভিতর হইতে ফুটাইবার কি করিলে? ভিতর হইতে ফুটাইতে হইলে সাধনা চাই—তার কি হইতেছে বল?

(২)

যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগকেও বলি লোকহিতকর কর্ম্মটি কি আপনাদের মুখ্য না গৌণ? যদি বলা হয় জাতি রক্ষার কর্ম্মই মুখ্য আর সেই কর্ম্ম-সিদ্ধি জন্য ঈশ্বরের আশ্রয়—ইহা গৌণ—অর্থাৎ আমি যে ঈশ্বরকে ডাকি তাহা আমার মুখ্যকর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য—এইটিই ত বিষম ভ্রম! কর্ম্ম দ্বারা জীবন সফল হইবে না—যদি সেই কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য না করা হয়। জীবন সফল করিতে হইলে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য কর্ম্ম করা চাই। এই কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম। এইস্থানে লৌকিক কর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম উভয়ই থাকা চাই। বৈদিক কর্ম্মই মুখ্য আর লোকিক কর্ম্ম দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের সহায়তা—ইহাই হইল তপস্যা। আমি ঈশ্বরের ভৃত্য হইব—হইয়া প্রভুর সন্তোষের জন্য লোকহিতকর কর্ম্ম করিব ইহাই সাধু পথ—অন্ততঃ ভারতের এই পথ। ভারতের কল্যাণ হইবে এই পথে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ভারত ডুবে নাই, ঈশ্বর বাদ দিয়াই আজ ভারত এই দশায় আসিয়াছে। তাই বলিতেছি যাহা কিছু করিবে তাহাই যাহাতে ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে পার তাহারই চেষ্টা করি এস। দেখ কত বিষম ভুল শিক্ষা মানুষ ভারতকে দিতে আসিয়াছে? আজকালকার লোকে বলে রাম, কৃষ্ণ, শিব ইহারা মানুষ। ইহাদিগকে ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এই শিক্ষা ভারতের জন্য নহে। ঈশ্বরও মানুষ হয়েন, নিরাকারও নরাকার হয়েন এই শিক্ষাই ভারতের শিক্ষা। কেন বলিতেছি জান? যে জাতি পিতাকে জগৎপিতা বলিয়া ভক্তি করে, মাতাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা বলিয়া ভাবনা করে, পতিকে নারায়ণ ভাবিতে যে জাতি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে জাতি রাম, কৃষ্ণ, শিবকে যে ঈশ্বর বলিবে ইহা কি বড় বিচিত্র কথা? পিতা মাতা স্বামী হাড় মাংসের মানুষ হইয়াও ঈশ্বর—শুধু তাই কি? যে জাতির বেদ শিক্ষা দেন মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হইতেছে ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতের গতিশীল যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে সমস্তকে ঈশ্বর ভাবনা কর—পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সমস্তই

স্বরূপে ঈশ্বর—এই যে জাতির শিক্ষা তুমি সেই জাতিকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছ—সাক্ষাৎ নররূপ ধরিয়া যিনি জগতে আসিয়াছেন সেই অবতারও ঈশ্বর নহেন—তোমার এই কথা কলিকালেই প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে—অন্যকালে তোমার প্রতি ইহার ফল বড় বিষম হইত নিশ্চয়ই। লোকে ইহাও বলে যে তুমি দুই বৎসরের জন্য ঈশ্বর ছাড় দেখ তুমি কতধন উপার্জ্জন করিতে পার? এইরূপ লোককে আর কি বলা যাইবে? বলিতে গেলে বলিতে হয় বাতুল! অতুল ঐশ্বর্য্য ত কত লোকেই লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের সুখ কোথায়? তাহারাও এত হাহাকার করে কেন? তাহারও ত স্ত্রী পুত্র কন্যা কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না—নিজেকেও রক্ষা করিতে পারে না। ইহাদের সংসার রক্ষার জন্যও ঈশ্বর চাই। ঈশ্বর বাদ দিয়া যে অর্থ সে অর্থ ত অনর্থেরই হেতু। হায়! কবে ভারতবাসীর এই নাস্তিকতা যাইবে? কবে ঈশ্বর এই মূঢ় মানুষ সকলকে কৃপা করিবেন?

(৩)

বলিতেছিলাম সাধিলে কোন্‌টি। সাধনা করিবার একমাত্র বস্তু ঈশ্বর। ঈশ্বর চিন্তা কর—তোমার সমস্ত লাভ হইবে—তুমি দেখিবে এই লাভের নিকটে অন্য লাভ অকিঞ্চিৎকর।

ঈশ্বর চিন্তা করিতে অভ্যাস করি এস! কিরূপে অভ্যাস করিবে জান? ঈশ্বর নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। এইটি শাস্ত্র মুখে ও সাধু মুখে শুনিয়া, জানিয়া ঈশ্বর চিন্তা লইয়াই থাক। ঈশ্বর চিন্তা করিয়া করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও—শরীর দিয়া মন দিয়া, বাক্য দিয়া লোক হিতকর কর্ম্ম কর, সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম ঈশ্বর স্মরিয়া করিতে অভ্যাস কর তবেই জীবন সফল হইবে। যদি দেখ ঈশ্বর স্মরিয়া সুরা পান করা যায় না, ঈশ্বর স্মরিয়া মিথ্যা কথা কহিয়া বিষয় রক্ষা করা যায় না, ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে পরদার গ্রহণ করা যায় না—তবে ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন কর। যদি দেখ শূকর মুরগাদি, ডিম্ব পলাণ্ডু আদি, যার তার হস্তে খাওয়া আদি ব্যাপারে তোমার চিন্তা ঈশ্বর চিন্তা হইতে ফিরিয়া আইসে, যদি দেখ আচার শূন্য হইয়া, অমেধ্য ভক্ষণ করিয়া তোমার চিত্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইবার পথে আইসে না তবে ঐ সমস্ত ত্যাগ কর। আর ঐ যে বল—কেন যাহা তাহা খাইয়া, যার তার হাতে খাইয়া, যাহা তাহা ব্যবহার করিয়াও ঈশ্বর চিন্তা করা যায় তবে বলিব ঈশ্বর চিন্তা করিয়া মনকে ঈশ্বরে লাগান কি তাহা তুমি আদৌ ধরিতে পার নাই। "স্থির নয়ন জনু

ভৃঙ্গ আকার মধু মালত কিয়ে উড়ই না পার” ঈশ্বর চিন্তায় দেহ ছাড়িয়া, জগৎ ছাড়িয়া যে শান্তি ধামে বিশ্রাম করা যায় তাহার সংবাদ তুমি একবারেই পাও নাই। তুমি যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া, আচার পালন না করিয়া, নিত্য কর্ম্ম না করিয়া, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না মানিয়া, না করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করার কথা বল সে ঈশ্বর চিন্তাতে তোমার স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে তোমাকে পাগল করে, লোকের নিন্দাতে বা স্তুতিতে তোমাকে বিচলিত করে, সুখে তোমাকে বেঁহুস করে, দুঃখে তোমাকে জর্জ্জরিত করে, অধি ব্যাধিতে তুমি বিবশ হইয়া হা হুতাশ কর—তাই বলিতেছি তোমার ঈশ্বর চিন্তা কিরূপ যে ঈশ্বর চিন্তা তোমাকে সংসারের গোলমাল হইতে রক্ষা করে না, বিপদের সময় ধৈর্য্য দেয় না, শোকের সময়েও তোমাকে শান্তি দিতে পারেন না? তাই বলিতেছি তোমার ঈশ্বর চিন্তা ঈশ্বর চিন্তা নহে—উহা এক প্রকার বচন চাতুরী—উহা একপ্রকার লোক ভুলাইবার অঞ্জন মাত্র। যে ঈশ্বর চিন্তা তোমাকে শান্তি দেয় না—সে ঈশ্বর চিন্তার কথা তুমি কবির ভাষায় বলিয়া, না হয় গান বাঁধিয়া বলিয়া লোককে কি উপদেশ দিবে বল?

সত্য সত্য ঈশ্বর চিন্তা যেখানে হয় সেখানে মানুষ শত বিপদে পড়িয়া ধৈর্য্য হারায় না, মানুষ কিছুতেই বেঁহুস হয় না। যে ঈশ্বর চিন্তায় ডুবিতে পারিয়াছে তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে এমন কেহই নাই; সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। তাই বলি ঈশ্বর চিন্তাই তোমার অভ্যাসের বস্তু। আবার বলি ঈশ্বর নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। এই ঈশ্বরের নরাকার রূপ তুমি অবলম্বন কর এই অমূর্ত্ত ঈশ্বরের মন্ত্র মূর্ত্তি তুমি অবলম্বন কর—করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার লীলা, ভাবনা করিয়া করিয়া ধন্য হইয়া যাও এই ঈশ্বরকে একান্তে সাধনায় ভাবনা কর, ভজনা কর আবার লোক সঙ্গে কর্ম্ম দ্বারা এই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। স্বামীকে তৃপ্তি দিয়া, পিতা মাতাকে তৃপ্ত করিয়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, এমন কি যে কোন জীবকে তৃপ্ত করিয়া ঈশ্বর তৃপ্তি অনুভব কর আর ধন্য হইয়া যাও। ইহার জন্য ঈশ্বর বিমুখ যাহা, ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেনা যাহা সেই অজ্ঞানের প্রতি, অবিদ্যার প্রতি, বৈরাগ্য আন। ইহাই সাধনা।

কেহ যে কিছু সাধনা করেন না ইহা বলি না। এখনও মানুষ সন্ধ্যা আহ্নিকাদি নিত্য কর্ম্ম করে, জপ পূজা করে, শ্রাদ্ধ তর্পণ করে—কিন্তু যেরূপ সাধনা করিলে ভরিয়া যাওয়া যায়, যে ভাবে ডাকিলে তৃপ্ত হওয়া যায় তাহা

কতটুকু হয় তাহারই বিচার করিতে বলি। পূর্ণ হইয়া যাইবার মত কিছু হয় কি? হয় না। কেন হয় না? ডাকিতে ডাকিতে মানুষ ভরিত হইয়া উঠে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

সত্য বস্তু গ্রহণের জন্য যেমন তপস্যা চাই অসত্য বস্তু ত্যাগের জন্যও সেইরূপ তপস্যা চাই। প্রথম তপস্যা অভ্যাস দ্বিতীয় তপস্যা বৈরাগ্য। প্রথম তপস্যা লইয়া থাকিবার চেষ্টা কিছু কিছু দেখা যায় কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের তপস্যা কতটুকু হয়? বৈরাগ্যের সাধনা কতটুকু হয়? বৈরাগ্য বড়ই দুর্লভ বস্তু! ইঁহাকে না সাধিলে অভ্যাসের তপস্যাতে মানুষ ভরিত হইতেই পারে না। জপ তপ বেশ করে কিন্তু বৈরাগ্যের তপস্যা যদি না থাকে তবে বিষয়ের একটু বিশৃঙ্খলা হইলেই, শরীরের রোগ, সংসারের শোক, টাকা কড়ির অপ্রতুল ঘটিলেই আর ডাকা হয় না; কেন হয় না? সংসার যাহা দেখায় তাহা মিথ্যা—এইটি ভাল করিয়া ধরা হয় নাই বলিয়া। সংসার ত মায়াতেই হয়--মায়ারই কার্য্য। মায়া নিতান্ত দুরত্যায়া সত্য। কিন্তু ইহার ও প্রতীকার আছে। মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্যই ঈশ্বরের আশ্রয় লইতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয় না লইলে, মিথ্যা কখন মিথ্যা হইয়া যায় না। মিথাকে মিথ্যা অনুভব করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে বিচার চাই। এই বিচার, সত্য মিথ্যার বিচার। মিথ্যাকে মন হইতে তাড়াইতে হইলে—মিথ্যাকে অগ্রাহ্য করিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে একমাত্র সত্য বস্তু ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন যদি কিছু থাকে, তাহা মিথ্যা, তাহাই অগ্রাহ্যের বস্তু। এই জন্য ঋষিগণ ব্যবস্থা করিলেন ঈশ্বরই মায়ার সাহায্যে বহুরূপ ধারণ করেন। তুমি সৃষ্টির বিচিত্রতাকে মিথ্যার রঙ্গ বলিয়া অগ্রাহ্য কর আর সকল মিথ্যার কোলে কোলে যে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর আছেন তাহাই দেখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা—বৃক্ষ লতা জল স্থল সমস্তই-ঈশ্বরই সাজিয়াছেন। এই সাজার ভিতরে যিনি আছেন, তাঁহাকে যিনি একান্তে সাধনা করেন তিনিই সকলের জন্য বাহিরে কার্য্য করিয়াও ঈশ্বরের জন্য বাক্য, কর্ম্ম সকলই প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই বলিতেছি সংসার ছাড়িলেই সংসার ছাড়া হয় না—দেহটা ও মনটা প্রবল সংসার। ঈশ্বর চিন্তা করিয়া করিয়া মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে বসাও আর অন্যচিন্তা যাহা উঠিবে তাহাকেই বৈরাগ্য অগ্নিতে দগ্ধ কর। মনের ঘসর মসর মিটাইয়া সাধনা কর—সবই হইবে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ
শ্রীশ্রীসীতাপতি রামচন্দ্রায় নমঃ।
শ্রীশ্রীহনুমতে নমঃ।

মনের মরণ

শান্তি কি পাব না? আসক্তির হাতে কি নিস্তার হবে না?

হবেরে হবে।

বল বল কি করে, আমি শান্ত হব, বল বল কি করে, আমার সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হবে, তোমায় লইয়া দিবানিশি থাকিতে পারিব।

যেদিন তোর মনের মৃত্যু হবে।

মনের মৃত্যু কেমন করিয়া হবে, বলিয়া দাও, মনের মৃত্যুতে তোমায় পাব বলেছে, আজ আমি মনকে মারিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছি, উপায় বলিয়া দাও, শক্তি দাও, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতন ইহা স্থির করিয়া তোমার কাছে এসেছি।

পারবি?—তবে শোন

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বংচ ময়িপশ্যতি"—

বুঝ্লি।

কি বল্লে স্পষ্ট করে বল।

সর্ব্বত্র আমায় দেখ, এবং আমাতে সব দেখ, তাহা হইলেই শান্তি লাভ করতে পারবি, মনের মরণ হবে।

কিরূপে কোথায় দেখ্ব?

ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত আমি, এই পঞ্চভূতে আমায় দেখ, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ে আমায় দেখ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রে আমায় দেখ. প্রাণাদি বায়ুতে আমায় দেখ,—আমি তোমার সব কথা ধারণা করতে পারছি না।

দেখ যা দেখছিস্, সব আমি, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, নারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, অনিল, অনল, সব আমি, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ, অপদ, সব আমি, সমস্ত শব্দ সমস্ত রূপ আমি, শত্রু মিত্র তিরস্কার পুরস্কার সব আমি, রোগ শোক মান অপমান শান্তি অশান্তি হাসি

কান্না সব আমি, আমি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, কিরে তুই অবাক হয়ে রইলি ?

সব তুমি ওহো কি আনন্দ

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্ যৎ স্মর্য্যতে বা রঘুত্তম।
ত্বমেব সর্ব্ব মখিলং তদ্‌বিনান্যন্নকিঞ্চন ॥

শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ—

যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, সব তুমি, অখিল জগৎ সবই তুমি, তুমি ভিন্ন অন্য কিছু নাই, এখনও আমি সর্ব্বত্র তোমায় প্রত্যক্ষ করতে পারি নাই, তথাপি যেন শান্তির সাগরে ডুবে যাচ্ছি, সব তুমি সব তুমি সব তুমি।

হাঁ সব আমি, হাঁ সব আমি, সব আমি, নৈয়ায়িকের সপ্ত পদার্থ আমি, বৈশেষিকের বিশেষ আমি, সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আমি, পুরুষ আমি, পাতঞ্জলের যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি আমি, উপনিষদের ব্রহ্ম আমি, যোগীর পরমাত্মা আমি, বেদান্তের অদ্বয় জ্ঞান আমি, ভক্তের-ভগবান্ আমি, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ আমি, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বাদ আমি, জ্ঞান আমি, কর্ম্ম আমি, ভক্তি আমি, গৌরাঙ্গের গোপীভাব আমি, বিষয়ীর বিষয় আমি, পথ হারার নাম জপ আমি, মধ্বাচার্য্য নিম্বকাচার্য্য আমি, রাম কৃষ্ণ আমি, ভক্ত আমি, অভক্ত আমি, শাক্ত আমি, শক্তি আমি, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ আমি, রামায়ণের রাম আমি, দেবী ভাগবতের দেবী আমি, শৈবের শিব আমি, সৌরের সূর্য্য আমি, গাণপত্যের গণেশ আমি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু আমি, ওহো কি আনন্দ সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে—বল বল আরও বল।

আমি খ্রীষ্ট, আমি খ্রীষ্টান, আমি মহম্মদ, আমি মুসলমান, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি দেবতা, আমি পিশাচ, আমি পাপী, আমি পুন্যবান্, আমি জ্ঞানী, আমি মুর্খ, আমি শিষ্য, আমি গুরু, আমি শ্রোতা, আমি বক্তা, আমি সঙ্কল্প, আমি বিকল্প, আমি স্বর্গ, আমি নরক, আমি আঁধার, আমি আলো, আমি যোগ, আমি ভোগ, আমি মুক্তি, আমি বন্ধন, সব আমি, দেখ্ দেখ্ ভাল করে চেয়ে দেখ্, ভাল করে আমায় চেয়ে দেখ্‌রে, প্রতি অনু পরমাণুতে আমি আছি, রাগ দ্বেষ কার উপর করবি, সব যে আমি, আমি ছাড়া আর কিছু নাই, ছিলাম আমি, আছি আমি, থাকবো আমি, যার হিংসা করবি আমার হিংসা করা হবে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া একমাত্র আমিই আছি।

অহো কি আনন্দ—কি কর্‌ব বল—কি কর্‌লে এ ভাব আমার চির প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে বলে দাও।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

শ্রীভাগবত ১১।২।৪১

সবই আমার শরীর এই বোধে প্রণাম কর—কবি কথিত মনের মরণের উৎকৃষ্ট উপায়ই এই। প্রণাম কর প্রণাম কর

চৈতসৈবানিশং সর্ব্ব ভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীব রূপেন সংস্থিতম্॥

শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণ

জীবরূপে স্থিত শুদ্ধ চেতন আমাকে জানিয়া, চিত্তের দ্বারা সমস্ত ভূতকে সর্ব্বদা প্রণাম কর, এইরূপ প্রণাম কর্‌তে করতে যখন তুই আমার পরম ভক্ত হবি; তখন তুই দেহের দ্বারা প্রণাম কর্‌তে পার্‌বি—

বিসৃজ্যস্ময় মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেৎ দণ্ডবদাভূমা বাশ্বচাণ্ডাল গোখরং॥

শ্রীভাগবত ১১।২৯।১৬

বন্ধুগণ হাসে হাসুক আমি ব্রাহ্মণ এ চণ্ডাল এই দৈহিক দৃষ্টি ত্যাগ করে, কুকুর চণ্ডাল গো গর্দ্দভ সকলকে প্রণাম কর্‌তে পারবি। প্রণাম প্রণামই মনের মরণের একমাত্র উপায় এইরূপ প্রণামের দ্বারা যেদিন তুই আপনাকে হারাইয়া ফেল্‌বি সেইদিন দেখবি—

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণ কার্য্যজাতম্।

আমি হরি, এই সমস্ত জনার্দ্দন কারণ কার্য্য সমূহ তাহা হইতে অন্য নয়

ঈদৃঙ্‌মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বভাবা ভবন্তি॥

বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ ২২।৮৫

এইরূপ মন যার, তাহার আর সংসারোৎপন্ন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরোগ হয় না।

এতদিনে মনের মরণের ঔষধ পেয়েছি প্রণাম প্রণাম ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে প্রণাম প্রণাম হে রাম প্রণাম প্রণাম। আর একটু মনে রেখে প্রণাম কর্‌বি। কি জানিস্ রাম রাম করবি আর মনে মনে প্রণাম কর্‌বি। যা দেখ্‌বি, যা শুন্‌বি, যাতে আকৃষ্ট হ্‌বি বা যাতে বিরক্ত হবি, অবিচারে সকলে রাম রাম জপে দিবি আর জপিতে জপিতে প্রণাম কর্‌বি। করে দেখ হবেই রে।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত

প্রবোধ

ডুমুরদহ

নববর্ষে—করিষ্যে বচনংতব।

তুমি আছ—আমি তুমি রাম শ্যাম গোপাল সকলের মধ্যে আছ—আত্মা হইয়া আছ—জ্ঞান জ্যোতিতে ভরিত হইয়া আছ—সর্ব্বশক্তিমানরূপে আছ—ক্ষমাসার হইয়া আছ—শত অপরাধ করিলেও তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাওনা আর অপরাধ করিতে ইচ্ছা নাই বলিয়া শরণ লইলে তুমি সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লইতে আছ। শুধু নর নারীর মধ্যেই যে আছ তাহাই নয় তুমি সৃষ্ট সকল বস্তুর কোলে কোলে আছ—তুমিই জগৎ সাজিয়া আছ—জগতের কোন কিছুর তৃপ্তি দিতে পারিলে সে তৃপ্তি তোমাতে পৌঁছে। আত্মা হইয়া আছ—আত্মাত কখন ত্যাগ করেন না সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তিনি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাঁহার এই ক্ষমাসারত্ব কে না অনুভব করে।

অতি ক্ষীণ ভাবে ও এই বিশ্বাস যাহার আছে—বিপদের তাড়নে—প্রকৃতির নিষ্ঠুর কশাঘাতেও যাহার মুখ দিয়া বাহির হয়—হা ভগবান্—আমি আর পারিনা হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর—"অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ" "ত্বমেকা গতির্দেবি! নিস্তার দাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।" অনাথ, দীন, তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত, বদ্ধজীবের—হে দেবি! তুমিই একমাত্র গতি—তুমিই তাহাদের নিস্তারদাত্রী। মা জগত্তারিণি! তোমাকে প্রণাম করি। দুর্গে আমায় ত্রাণ কর। অতি বিপদের সময়েও যে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ডাকিয়া ফেলে দুর্গে! অন্য সময়ে কুযুক্তি অবলম্বনে সব উড়াইতে চাহিলেও

বিপদকালে যে অবুদ্ধিপূর্ব্বকও ডাকিয়া ফেলে তাহারও ভিতরে একটু বিশ্বাস আছে। দুর্গাই বলুক বা গোবিন্দই বলুক বা রঘুনাথই বলুক বা ভগবানই বলুক বা মাই বলুক বা বিশ্বাত্মনই বলুক বা ব্রহ্মই বলুক সে অন্তরের অন্তস্থলে সর্ব্ব-শক্তিমান্ তোমাকে অতিক্ষীণ ভাবেও বিশ্বাস করে—ইহাই মানুষের স্বভাব।

তোমার স্বভাব মানুষকে ক্ষমা করা আর মানুষের স্বভাব বিপদকালে তোমায় ডাকিয়া ফেলা। এই টুকু ধরিয়া তোমায় বলা হইতেছে তুমি আছ—সকলের জন্য আছ।

তুমি আছ—কি জানি কিসের যবনিকা টানিয়া সকলের মধ্যে তুমি আছ। আমরা তোমায় দেখিতে পাই না—তুমি কিন্তু সর্ব্বদা আমার সমস্ত দেখিতেছ। এই সহজ বিশ্বাসটী যিনি যত বাড়াইতে পারিলেন—তোমার অনুগ্রহে যাঁহার এই বিশ্বাস সম্বন্ধে মোহ নষ্ট হইল—যিনি গত সন্দেহ হইলেন তিনিই সহর্ষে বলিয়া উঠেন "করিষ্যে বচনং তব" যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।

শ্রীঅর্জ্জুনের মোহ নষ্ট করিবার জন্য তুমি—আত্মারূপী তুমি সখা সাজিয়া—কৃষ্ণরূপ ধরিয়া—উপদেশ করিয়াছিলে—আজ কিন্তু সে বেশে—সে সখা ভাবে তোমাকে আমরা এই স্থূল চক্ষে দেখিতে পাই না। তখন এক আধারে তোমার সমস্তরূপ, সমস্তগুণ, সমস্ত কর্ম্ম, তোমার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল এখন সেই সব একাধারে দেখিতে পাই না। না পাই এখনও ভিন্ন ভিন্ন আধারে তোমার এক একটি গুণ দেখিতে পাই; যাহার মধ্যে তোমার যে গুণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই আমার তৃপ্তি, তাহাতেই আমার প্রয়োজন, অন্য সমালোচনায় আমার আবশ্যক কি? আর তোমার রূপ তোমার গুণ যদি কেহ পূর্ণভাবে দেখিতে চায়, সে তাহা পাইবে তোমার শাস্ত্রে। গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতামে চোত্তমং গৃহং" আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গৃহ। আমি নারদ ধ্রুবাদি পার্ষদগণের সহিত তাহাদের সহায় হই যেখানে গীতা পঠন পাঠন শ্রবণবিচারাদি হয়। এইরূপ শ্রীভাগবতে আমি আছি—শ্রীভাগবতে কৃষ্ণ কথা যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় আমি শ্রবণের ভিতর দিয়া তাহার হৃদয়ে আসিয়া তাহাহার পাপরাশি বিধূনিত করিয়া হৃদয়ের রাজা হইয়া বসি। বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষান্ স্ত্রীন্ পুনাতিহি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদ সলিলং যথা। বাসুদেব কথাপ্রসঙ্গ পুরুষ স্ত্রীলোক সকলকে পবিত্র করে। বিষ্ণু পাদোদক গঙ্গা যেমন সকলকে পবিত্র করে সেইরূপ এইকথাও বক্তা প্রশ্নবার্ত্ত এবং শ্রোতা সকলকে পবিত্র করে। এইরূপ চণ্ডীর মধ্যেও আমি, রামায়ণের

মধ্যেও আমি আছি, উপনিষদের মধ্যেওআমি স্বরূপে আছি, সন্ধ্যা বন্দনাদি মধ্যেও আমি আছি মন্ত্রময় মূর্ত্তিতেও অমূর্ত্ত রূপী আমি আছি।

ইহা যদি শ্রীভগবানেরই বাক্য বল তবে আর ভয় কি রহিল? এই সমস্ত শ্রবণ করি এস, করিয়া গত সন্দেহ হইয়া বলি এস "করিষ্যে বচনং তব"।

বর্ষারম্ভে গীতার এই "নষ্টো মোহঃ" শ্লোকটী আলোচনা করিতে যাইতেছি। এই শ্লোকের আলোচনায় প্রতি মানুষের, প্রতি সমাজের, এমন কি মনুষ্য জাতির অতি জটিল সমস্যার সমাধান আছে—ইহাই আমরা দেখাইব। শ্রীঅর্জ্জুন নর স্থানীয় আর শ্রীভগবান নারায়ণ স্থানীয়। প্রতি নর নারীর জীবনের সমস্যা শ্রীভগবান্ সমাধান করিয়া দিতেছেন। গীতা ইহারই জন্য।

গীতায় সকল প্রকার মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান শুনাইয়া শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন অর্জ্জুন একাগ্র চিত্তে আমার কথা শ্রবণ করা হইল ত? "কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কচ্চিদজ্ঞান সংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়?" কেমন ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান জন্য মোহ নষ্ট হইল ত? শ্রীভগবান কতই ভালবাসেন। তিনি গুরুরূপী হইয়া শিষ্যকে সব শুনাইলেন—শুনাইয়া কত আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন তোমার সব সন্দেহ দূর হইল ত? এই ত গুরুর কার্য্য। এমন দয়া আর কার আছে? এত ভালবাসিতে আর কে পারে?

শ্রীভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩॥ ১৮ অধ্যায়।

আমার মোহ—বিপরীত জ্ঞান তোমার প্রসাদে হে অচ্যুত বিনষ্ট হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমার স্মৃতি—আমি যথার্থতঃ কি ইহা লাভ হইয়াছে, আমি সর্ব্বপ্রকার অবসাদ বিমুক্ত হইয়া—গত সন্দেহ হইয়া স্বস্থ—আপনাতে আপনি অবস্থিত হইয়াছি এখন যুদ্ধাদি কর্ত্তব্যতা বিষয়ক তোমার আজ্ঞা পালন করিব। অর্জ্জুনের মোহ কি আসিয়াছিল, কোন্ বিষয়ের স্মৃতি তাঁহার লাভ হইল, তিনি সন্দেহ শূন্য হইয়া কিসে অবস্থিত হইলেন—ইহার আলোচনা করিলে আমরাও দেখিব আমরা যে আজ "করিষ্যে বচনং তব" বলিতে পারি না—তাহার মূল কারণ আমাদের মোহ আমাদের স্বরূপের স্মৃতি বিস্মরণ, এবং বহু সন্দেহে আমাদের অবস্থান—গীতার উপদেশ শুনিলে মোহ, আত্মবিস্মৃতি, সন্দেহ সমস্ত দূর হয়।

কোন্ মোহ অর্জ্জুনের আসিয়াছিল? মোহটাই বা কোন্ বস্তু? স্বরূপের আবরণ যাহা তাহাই মোহ। যুদ্ধে লোক মরিবে ইহাই অর্জ্জুনের প্রধান মোহ আর দ্বিতীয় মোহ হইতেছে যুদ্ধ করিব না—ভিক্ষাটনে জীবন কাটাইব।

মানুষকে আমরা দেহ ভাবি—দেহটা নষ্ট হইলেই মানুষ মরিয়া গেল এই টাই প্রধান মোহ। দেহটাই আমি নই আমি চৈতন্য আমি আত্মা, ইহা বুঝিলেই, ইহা অনুভব করিলেই আমাদের মোহ নাই বুঝা যাইবে। মোহ দূর হইলেই স্বরূপের স্মৃতি জাগিল। "অজ্ঞানেনাবৃত জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" জ্ঞান বস্তুটি অজ্ঞানে আবৃত হইলেই শোক মোহ আসিবেই। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ বস্তু। তুমি, কল্পনায় ভাবিলে দেহটাই আত্মা এই মোহ। এই মোহ আসিলেই বিপরীত বুদ্ধি আসিবেই—এই বিপরীত বুদ্ধিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকিবে না—অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিবে। স্বধর্ম্মে থাকাই মানুষের কর্ত্তব্য আর পরধর্ম্ম গ্রহণই কর্ত্তব্যহীনতা। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়—অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ। ইহা ত্যাগ করিয়া ইনি ভিক্ষাটন রূপ পরধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ভগবান্ উপদেশ দিয়া এই মোহ দূর করিলেন, অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন "করিষ্যে বচনং তব" তুমি যে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিতেছ আমি তাহাই পালন করিব।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্ম যেমন যুদ্ধাদি সেইরূপ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য—বা স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্ম, বৈশ্যের স্বধর্ম্ম কৃষি বাণিজ্য গো-রক্ষা ইত্যাদিতে ধনার্জ্জন, আর শূদ্রের স্বধর্ম্ম সেবা। শ্রীভগবান্ জাতি চতুষ্টয়ের এই স্বভাবজ কর্ম্মকেই স্বধর্ম্ম বলিলেন—এক জাতির কর্ম্ম অন্য জাতিতে করিলেই তাহা পরধর্ম্ম হইল। ভগবান্ বলিতেছেন বরং স্বধর্ম্মে থাকিয়া মরাও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম কিছুতেই গ্রহণ করিও না। সমাজে কি মোহের কার্য্য কিছু চলিতেছে মনে হয়? শূদ্রে কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আচরণ করিতে ছুটিতেছে? ব্রাহ্মণও কি শূদ্রের ধর্ম্ম করিতেছে? সমস্ত জগতে আজ স্বধর্ম্ম পরধর্ম্মের বিচার নাই—এইজন্য জাতির মৃত্যুও বরং ভাল কিন্তু এইরূপ পরধর্ম্ম আচরণ করিয়া জীবিত থাকা শ্রেয় নহে। তুমি দ্বিজ কি শূদ্র ইহার প্রমাণত এখনও আছে। ভৃগুসংহিতা গ্রন্থ কত প্রাচীন। কোন শূদ্রের জন্মকুণ্ডলী ভৃগুসংহিতার নিকট লইয়া যাও দেখিবে সেখানে লেখা আছে এই ব্যক্তি দ্বিজ নহে ইহার চিত্রগুপ্ত বংশে জন্ম। দ্বিজ না হইলেই জানা গেল তুমি শূদ্র। তুমি যদি ইহা না মান ফলভোগ তুমিই করিবে। সমাজ আজ ধ্বংস পথেই ছুটিয়াছে। ব্রাহ্মণকে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করাও শূদ্রকে শূদ্রের

কর্ম্ম করাও—ইহাতেই "করিষ্যে বচনং তব" হইবে। মোহ দূর হইলে ত ইহা হইবে? গত সন্দেহ হইতে পারিলে তবেত ইহা হইবে? সন্দেহ ত বহু? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শুধু ভারতবর্ষেই দৃষ্ট হয়, জগতের অন্য দেশে দেখা যায় না। স্বধর্ম্মাচরণ শুধু ভরতেরই উপদেশ অন্য দেশে স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম সব একাকার, এই সন্দেহের উচ্ছেদ শ্রীভগবান করিয়াছেন তুমি যদি ইহা না মান—না মানিয়া শ্রীভগবানের কথা অন্যরূপে বুঝাইতে চেষ্টা কর তবে তোমায় মোহ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে বলিতে হয়।

এই লেখা পড়িয়াই যে কেহ মত পরিবর্ত্তন করিবে তাহা নিশ্চয়ই নহে। তবে এ সব লেখা কেন? কাহাকেও ক্লেশ দিবার জন্য ইহা লেখা নহে। কেহ চলুক বা না চলুক তজ্জন্য লেখক দায়ী নহে তবে সত্য কথা বলা উচিত—নতুবা সত্যধর্ম্ম প্রচার হয় না। আর যিনি স্বধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করেন উপকার হয় তাঁহার।

মোহ কাটিলেই স্মৃতি লাভ—আমি কি এই ভুলিয়াই মানুষ কষ্টে পড়ে। যে সমস্ত ভুল কল্পনায় আমিটা অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে শ্রীভগবানের গীতা উপদেশ শ্রবণে যখন আমিটি শুদ্ধ হয়—আর যে সমস্ত অসত্য কল্পনায় শ্রীভগবানের ধারণা অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যখন নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আমির শোধন হয় আর উপাসনার দ্বারা শ্রীভগবৎ ধারণার শোধন হয় তখন জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। জ্ঞান আসিলেই দেখা যায় আমিও সে ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। আমি কে শোধন কর "আমি তোমার" এই সাধনার কর্ম্ম করিয়া, তুমি কে শোধন কর স্বরূপের বিচার করিয়া করিয়া তবে বুঝিবে আমি তুমি এক কিরূপে?

গীতার এই তত্ত্ব বুঝিতে, গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রাণ পণ করিবে কি? বৈদিক লৌ ক কর্ম্ম যাহা কিছু কর তাহাই শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য করিতে কি অভ্যাস করিবে? যোগারূঢ়ের কর্ম্ম কি করিবে, করিয়া ভক্ত হইয়া জ্ঞানী কি হইবে। কর ভাল হইবে—না কর বুঝিবে যমরাজের রাজধানীর কোন্ পথে চলিতেছ।

চুক্তি ভঙ্গ।

"ডাকিতেছ কেন ?"

"শুনিতে পাইলে ? তবু ভাল !"

"শুনিতে পাইব না কেন ?"

"কি জানি ! আজ কতদিন ধরিয়া ডাকিতেছি,—তবু কোন সাড়া শব্দ নাই ; তাই ভাবিতেছি, বুঝি এ' যাবৎ শুনিতে পাও নাই।"

"যে মুহূর্ত্তেই যে ডাকে সে মুহূর্ত্তেই তাহার ডাক শুনিতে পাই।"

"তা' আর বিশ্বাস করি কি করিয়া ?"

"কেন ?"

"তাহা হইলে আমার ডাকের উত্তর আসিতে কি এত বিলম্ব হইত ?"

"বিলম্ব হইয়াছে না কি ?"

"হয় নাই ? ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত তবু উত্তর দাও না !"

"কেন উত্তর দিব ?"

"কেন ?"

"উত্তর দিয়া লাভ কি ?"

"খুব লাভ।"

"কি রকম ?"

"তোমার উত্তর পাইলে সেই মত চলিতে পারি। এই উত্তর না পাইয়া আজ কতদিন বসিয়া আছি।"

"উত্তর না পাইয়া বসিয়া আছ ?"

"হাসিলে যে ?"

"হাসিব না ?"

"কেন ? হাসিবার কথা কি বলিলাম ?"

"হাসিবার কথা কি বলিলে ? এই যে বলিলে 'উত্তর না পাইয়া বসিয়া আছ' ইহাই উপহাসের কথা।"

"ইহাতে উপহাসের কি আছে ?"

"হাসিবার নাই ?"

"বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝাইয়া দাও।"

"বুঝাইয়া দিলে কি বুঝিবে ?"

"বুঝিব না ?"

"তখন আবার সহজ কথার কত প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বসিবে।"

"তবুও বুঝাও ত দেখি।"

"শোন।"

"বল।"

"উত্তর না পাইয়া বসিয়া আছ' বলিলে বলিয়া হাসিলাম। কি জানিতে চাহ জিজ্ঞাসা কর। উত্তর শুনিলেই বুঝিতে পারিবে কেন হাসিয়াছি।"

"এখন আমি কি করিব ?"

"এ পর্য্যন্ত কি করিলে ?"

"এ পর্য্যন্ত যাহা করিলাম, যাহা চাহিলাম তুমি ত তাহার ফল দিলে। এখন ?"

"এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা চাহিলে আমি তাহা দিলাম ?"

"হাঁ। তোমার দয়া অসীম।"

"যদি তাহাই দিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি যাহা আমাকে দিবে বলিয়াছিলে তাহা এখন দাও"।

"সেই জন্যই ত তোমাকে ডাকিতেছি।"

"সেই জন্য আমাকে ডাকিতেছ ? আহা !"

"তবে দাও, দাও। আমি যে তাহার বড় কাঙ্গাল।"

"আমি তোমাকে ডাকিতেছি—"

"সে আর তোমাকে বলিতে হইবে না। আমার সে কথা মনে আছে। আমি যে তাহার লোভে দিন গননা করিয়া কাটাইতেছি! তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহা আমি তোমাকে দিলে তুমি আমাকে যাহা দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহা এখন আমাকে দিবে বলিয়া আমায় ডাকিতেছ।"

"ঠিক তাহা নহে।"

"তবে কি ?"

"এখন কি করিব তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"সে কথা নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার দরকার ত আর নাই। সেই সাত বৎসর পূর্ব্বে, বনাবৃত গিরি শিখরে, শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া, প্রভাত

সূর্য্যের পানে চাহিয়া যে দিন ভক্তিভরে বলিয়াছিলে "তুমি আমাকে তোমার নাম করিবার মত নিরুপদ্রব করিয়া দাও, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিব" সেই দিন ত আজ তুমি কি করিবে তাহার চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তবে আজ আর নূতন করিয়া সেই প্রশ্ন তুলিতেছ কেন?

"বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া প্রশ্ন তুলিতেছি।"

"বুঝিবার ত এমন আর কিছুই নাই। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে আমি তাহা দিয়াছি। আজি আমি আমার প্রাপ্য লইতে আসিয়াছি। এই হাত পাতিয়া দাঁড়াইলাম। তুমি যাহা দিবে বলিয়াছিলে তাহা দাও। তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, সাধক!"

"জিজ্ঞাসা করিতেছি—"

"কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। যাহা দিবে বলিয়াছিলে তাহা প্রথমে দাও, তাহার পর অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিও। আর তখন জিজ্ঞাসা করিবার ত তোমার কিছুই থাকিবে না,—তখন সকল সত্য তোমার নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন।"

"এই—"

"'এই' নহে। কোনও কথা শুনিব না।"

"এক কথা,—যাহা চাহিয়াছিলে তাহা দিয়াছি; যাহা দিবে বলিয়াছিলে তাহা দাও।"

"কথা বলিতে দাও।"

"কথা বলিবার ত কিছু আর নাহি।"

"বলিতেছি—"

"দেখ, আর আত্ম-প্রতারণা করিও না।"

"কি রকম?"

"কি রকম? এই রকম,—তুমি যাহা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে এখন তাহা দিতে তুমি আর ইচ্ছুক নহ। মনের এই ছলনা ঢাকিবার প্রয়াসে অন্য কথার অবতারণা করিতে চাহিতেছ। ইহা বুঝিয়াই তোমার কথা শুনিয়াই হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

"সত্যই কি আমি তবে ছলনা করিতে চাহিতেছি?"

"সত্যই তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিতে চাহ। কিন্তু তাহাতে পাপ আছে। সেই ভয়ে এখন নূতন কথার অবতারণা করিতে চাহিতেছ,—যদি কোন প্রকারে এই পাপ

ঢাকিতে পার। এই পাপের ফল তোমাকে জানাইয়া রাখি। তোমারা ত বলিয়া থাক আমি কুসুমকোমল আবার বজ্র কঠোর। তোমার প্রতি আমি কুসুম কোমলের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি কিনা তুমি তাহা শত সহস্র বার দেখিয়াছ। আমার এই প্রণয়ের বিনিময়ে তুমি যদি আজ প্রতারণা কর তাহা হইলে বজ্র-কঠোর হইব। যাহা দিয়াছি তাহা পলকে কাড়িয়া লইব। প্রতারক বজ্রের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। জীবন তাহার বিষময় হইবে। আমি যেমন সত্য আমার এই নিয়ম ও তেমনই অমোঘ। তোমায় ভালবাসি তাই সময় থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। সাধক, সাবধান!"

নিয়তি।

নেতা-হীন অভিনয় আসর জমেনা আর।
বেসুরা প্রাণের বীণা সাধিতেই ছেঁড়ে তার॥
নিভেছে দেউটি সারি আসর আঁধার ময়।
তথাপি এ রঙ্গমঞ্চে দিতে হবে অভিনয়॥
শ্রীগুরু চরণ তলে মন যে ঘুমাতে চায়।
কর্ত্তব্যের পরোয়ানা নিয়তি দেখায় হায়॥
কে আছ গো শক্তিমান্ এ ঘোর বিপদে মোরে।
নিয়তির গ্রন্থি ছিঁড়ে নিয়ে যাও হাতে ধরে॥

(ভ) ৺কাশীরাম

স্বর্গগত "রাজ মন্ত্র-প্রবীণ", "দেওয়ান বাহাদুর", কাব্যানন্দ

ডাক্তার জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী,

এম্ এ ; (পি, আর্, এস্,) ; পি, এচ, ডি ; এফ্, আর্, এ, এস্ ;

(যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট্ জেনারল্)

মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী-দৃষ্টান্ত (Example)দ্বারা

প্রত্যক্ষ দর্শন Practical Philosophy)

বিষয়ক কতিপয় উপদেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তোমার জন্য শোক না করা আমার পক্ষে অসম্ভব সত্য, কিন্তু উৎসব পত্রে আমার বর্ত্তমান মনোভাবকে অঙ্কিত করিবার প্রবৃত্তি হইল কেন? তোমার স্থুলরূপের অভাব যে আমাকে এইরূপ অধীর করিয়াছে, এই ভাবে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, এই পত্র দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য কি?

যে যে কারণবশতঃ আমি তোমাকে হারাইয়া শোকে অভিভূত হইয়াছি, উৎসব পত্র দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য।

কোন সমাচার পত্র দ্বারা কাব্যানন্দ ডাক্তার জ্ঞানশরণের স্থুলদেহের তিরোভাব জনিত শোক প্রকাশের প্রবৃত্তি আমার হয় নাই, সংবাদ পত্রে লিখিয়া তাঁহার শোক বিহ্বল আত্মীয়গণকে সমবেদন জানাইবার প্রয়োজনও আমি অনুভব করি নাই। পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সুকৃতি নিবন্ধন, আমি বহুদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম, বহুদিন ইহাঁর সঙ্গ করিয়া, আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ডাক্তার জ্ঞানশরণ অসাধারণ পুরুষ, যে সকল গুণ দেখিয়া ইদানীং সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষকে "মহাত্মা" বলিয়া গ্রহণ করা হয়, ৺জ্ঞানশরণে সেই সকল গুণ পূর্ণভাবে লক্ষিত না হইলেও, শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মহাত্মা বা সজ্জনের যে যে লক্ষণ অবগত হইয়াছি, সেই সেই লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলিই যে ইহাঁতে বিদ্যমান ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাব্যানন্দ ডাক্তার

জ্ঞানশরণ, সর্ব্ববিদ্যা কুশল হইলেও, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, বালকের ন্যায় সরল ও নিরভিমান ছিলেন, ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া কেহ বুঝিতে পারিতেন না, যে, ইনি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী সমুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, ইনি সংস্কৃতাদি বহু ভাষাতে সুব্যুৎপন্ন ছিলেন, গৃহস্থ হইলেও ইঁহার হৃদয় গৃহস্থ ছিল না, বিষয়াসক্তি ইঁহার অত্যল্পই ছিল, অতএব বলিতে পারি, গার্হস্থ্যে বিদ্যমান থাকিলেও, ৺জ্ঞানশরণ অন্তরে বৈরাগ্যবান্ ছিলেন, জীবন্মুক্তবৎ ছিলেন, পরোপকার ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কাব্যানন্দ ৺জ্ঞানশরণের কিরূপ বালকোচিত কোমল ও সরল, কিরূপ প্রেম বিগলিত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়, কিরূপ ঈশ্বরানুরাগ ছিল, তাঁহার স্বরচিত 'লোকালোক' নামক সুললিত কবিতা-সংগ্রহের "আমি" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন বলিয়া আমি এই স্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ৺কাব্যানন্দ যখন এম, এ, পাস করিয়াছেন, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার হইয়াছেন, পি, এচ্, ডি, দেওয়ান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিভূষিত হইয়াছেন, যখন সম্মানার্হ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, 'লোকালোক' সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

আমারে বোলোনা কিছু আমিত পাগল!
ছিনু যবে ছোট খোকা
দেখে মোরে হাবা বোকা
বাবা দে'ছে গরু নাম জান তো সকল!
এখনো মা বলে সদা
এত আছে সেই "গদা"
শিখিল না গৃহস্থালী কি করিব বল্,
সিদ্ধ পক্ক যাহা পায়
অম্লান বদনে খায়
স্নান করে মুছিলে গা অঙ্গে বহে জল!

* * * *

কেহ বা বালক প্রায়
পথেতে চুমিতে চায়
গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত বদন মণ্ডল!
এখনও দাঁড়ালে গিয়ে
নেটা বাস নেহারিয়ে

বউদিদি হেসে উঠে খল্ খল্ খল্
আমারে বোলোনা কিছু আমিত পাগল!
আমাকে বোলোনা কিছু আমিত পাগল!
বুদ্ধি নাই ঘট খালি
কি করিব গৃহস্থালী
যে কাজে পাঠাবে তাহে অনর্থ কেবল!
যে রেখেছে টাকা ফেলে
আদায় করিতে গেলে
চাহে সে আবার ধার আঁখি ছল্ ছল্
ফের কিছু দিয়ে তারে
শূন্য হাতে ফিরি ঘরে
লোকে হাসে দেখে মোর কাজের কৌশল!

* * * * *

আমাকে বোলোনা কিছু আমিত উন্মাদ!
অর্দ্ধ আয়ু কেটে যায়
বুঝিনু না তবু হায়
রজতের মোহকর মধুর আস্বাদ!
বুঝিনু না এর তরে
কেন নর এত করে
সুখ শান্তি নাশি সহে ক্লান্তি অবসাদ
কেন এর বিনিময়ে
মহামূর্খ অন্ধ হয়ে
বিকে প্রেম স্নেহ দয়া সৃজে বিসম্বাদ!

* * * *

আমারে বোলোনা কিছু আমি ক্ষেপা ছেলে!
গভীর নিশীথে যবে,
নিদ্রায় মগন সবে
খুঁজে ফিরি আমি কারে সুখ-শয্যা ফেলে!
কখনো দেখিনি তায়
শুধাইনি কারে হায়

দেখা যায় কি না যায় কি বা হয় পেলে
তবু যেন কার টানে
চলে প্রাণ যেন জানে
দেখিলে চিনিবে বুঝি শুধু গেছে ভুলে!
অনন্ত আকাশ গায়
ওই বুঝি তার ছায়
এই ধরা যায় যায়—কোথা গেল চলে?
এই বুঝি নামি আসি
লুকাইয়ে রূপ-রাশি
বিজনে হাসিছে বসি সুপ্ত শতদলে!
দুর্ব্বল এ ক্ষুদ্র চিত
করিছে সে উন্মথিত
তাহার আভাসে হৃদে কি যেন উথলে!
কিন্তু যেন স্বপ্নময়
স্থির ঘনীভূত নয়
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সত্তা শূন্যে জলে স্থলে!
নীল নভস্থলে রাখি
অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি
সেই সূক্ষ্ম সত্তা সুধা ভুঞ্জি কুতূহলে
ভেঙ্গোনা সে স্বপ্ন মোর আমি ক্ষেপা ছেলে!

* * * *

কিরূপ মধুমাখা বালকোচিত সরলভাবের, কিরূপ অকৃত্রিম প্রেম, করুণা ও বৈরাগ্যের, কিরূপ একান্ত ভগবৎ-অনুরাগের, কিরূপ অভিমানশূন্যতার আভাস এই কবিতাগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাঠক! একবার তাহা চিন্তা করুন।

৺জ্ঞানশরণকে আমি সাধুভূষণ বলিয়া মনে করিতাম কেন?

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যে সকল পুরুষ, তিতিক্ষু—দ্বন্দসহিষ্ণু (Those who calmly bear the opposites inherent in nature heat and Cold & etc.) করুণাশীল, যাঁহারা সর্ব্বদেহীর সুহৃদ (Well wishers of

all) ; যাঁহাদের কেহ শত্রু নাই, যাঁহারা শান্তচিত্ত, যাঁহারা পরহিতসাধনে সদারত, শাস্ত্রানুবর্ত্তি সুশীলতা যাঁহাদের ভূষণ, যাঁহারা ঈশ্বরে নিষ্কাম, অব্যভিচারিণী-ভক্তিমান্, যাঁহারা ভগবানের প্রীতির জন্যই সকল কর্ম্ম করেন, ভগবানের জন্য যাঁহারা অখিল অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এমন কি আবশ্যক হইলে, যাঁহারা স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন, (Those who forsake all ohter duties—their relations and friends for god's sake), যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যথার্থ সাধু, সর্ব্বদোষহর সর্ব্বকল্যাণহেতু এতাদৃশ সাধুসঙ্গ প্রার্থনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধুর যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ৺জ্ঞানশরণে সেই সকল লক্ষণের মধ্যে (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) অনেকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান ছিল, আমি এই নিমিত্ত, ইঁহাকে (যদিও ইনি বাহ্যতঃ সাধু বেশধারী ছিলেন না, তথাপি) যথার্থ সজ্জন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সাধুসঙ্গতির প্রশংসা, সাধুসঙ্গ দ্বারা কি উপকার হইয়া থাকে ?

মহামতি মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, সাধুসমাগম সংসার তরণে বিশিষ্ট উপকারী। বিদ্বজ্জনের সমাগমে শূন্য স্থানও জন সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, মৃত্যুও উৎসবের ন্যায় হয়, আপদ্ সম্পদের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। * সাধুসঙ্গতি সন্মার্গের সদাচারের দীপিকা, সাধুসঙ্গতি হৃদয়ের অন্ধকারহারি—জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ স্বরূপ, যে কোন উপায়ে হো'ক্ আত্মকল্যাণ প্রার্থীর সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদের উপদেশ—পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির পরিপাক বশতঃ সৎসঙ্গ হইয়া থাকে, সাধুসঙ্গ হইলে সদাচারে প্রবৃত্তি হয়, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা অবধারিত হইয়া থাকে, চিত্তমল বিধৌত হয়। ভক্তাবতার মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন—মহতের কৃপাই ঈশ্বর-

---

আর, ডবলিউ ট্রাইন অনেকতঃ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—

*"There are people all around us who are coutinually giving out blessings and comfort, persons whose mere presence seems to change sorrow into joy, fear into courage, despair into hope, weakness into power."—

In tune with the infinite P. 142

ভক্তিলাভের প্রধান উপায়; মহতের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য, কিন্তু অমোঘ ("মহৎ-সঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।"—ভক্তিসূত্র)। "মহতের সঙ্গ অগম্য", এই কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, মহাত্মাকে চেনা দুঃসাধ্য ব্যাপার ("The companionship of the saint is rare indeed, and it is extremely hard to recognise one, but its effect is infallible.)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, আমি ভক্তাধীন, সুতরাং আমি একরূপ পরাধীন, ভক্তবৃন্দ আমার প্রিয়তম, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। * * * * সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয় বন্ধন করিয়া, আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। সাধুরা আমার এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়, তাঁহারা আমা ছাড়া অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও সাধুগণ ব্যতীত কিছু জানিনা।* কেবল সৎসঙ্গ দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, শুদ্ধ সৎসঙ্গ প্রভাবে মূর্খ সদ্য বিদ্বান্ হয়, দুশ্চরিত্র অল্পকাল মধ্যে চরিত্রবান্ হয়, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হয়, বস্তুতঃ প্রকৃত সাধুগণের সত্য বা ধর্ম্মশীলতা দ্বারাই জগৎ ধৃত (upheld) হইয়া থাকে। মহাত্মাদিগ দ্বারাই যে, জগৎ ধৃত হইয়া থাকে, আমেরিকা দেশবাসী সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ব চিন্তক কবিশ্রেষ্ঠ আর, ডবলিউ, ইমার্শন্, মহৎব্যক্তির কার্য্যকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। মহাত্মারাই পৃথিবীর প্রকৃত উপকারী। মানুষ জ্ঞান ও প্রেম বা সমবেদন দ্বারাই মানুষের যথার্থ উপকার করিতে পারে, একজন সাধুর উপদেশ শত শত বৎসর ব্যাপিয়া মানুষের হিতাবহ হয়। মহাত্মাদিগের জীবনীর (Biography) ইহাই উপযোগীতা। † সাধুর জীবনই যে পৃথিবীর অজ্ঞান

---

* "ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশীকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"

* * *

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪

† "Nature seems to exist for the excellent. The world is upheld by the veracity of goodmen. * * * Men are helpful through the intellect and the affections. * * * A sage is the instructor of a hundred ages * * * This is the moral of biography."—Use of great men

প্রোৎসারিত করে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আপনোদন করে, পৃথিবীকে সর্ব্বথা শান্তিময়ী করে, মহতের জীবনই যে, মহত্ত্ব প্রাপ্তির একমাত্র হেতু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাঁহারা মহতের জীবনী লিখিয়া যান, তাঁহারা পৃথিবীর প্রকৃত উপকারক। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়, যে কোন প্রকটিত বিদ্যা হোক্, তাহা বিদ্বজ্জনের স্বানুভূতি বিলাস, মহাত্মাদিগের পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের প্রতিভার প্রব্যক্ত ভাব, প্রত্যেক গ্রন্থ, বিদ্বান্ মহতের জীবনী ভিন্ন আর কিছু নহে, প্রত্যেক সদুপদেশই মহতের সকাশ হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

সৎগ্রন্থই সৎসঙ্গ করিবার চিরস্থায়ী উপায়—

সৎসঙ্গের প্রশংসা সকলেই করেন, সৎসঙ্গের কার্য্যকারিতা প্রেক্ষাবান্ মাত্রেই স্বকীর করেন। যে সৎসঙ্গের এতাদৃশী উপযোগিতা, স্থায়িভাবে সেই সৎসঙ্গ করিবার উপায় কি? কোন মহাপুরুষ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে কতিপয় ভাগ্যবানের তাঁহার সঙ্গ লাভ হইতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গ পিপাসু, আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রের যাহাতে সৎসঙ্গ সুধাপান সুলভ হয়, এতাদৃশ উপায় কি? অত্যল্প চিন্তাতেই অনুভব হয়, মহতের জীবনীই তাদৃশ উপায়। মহাপুরুষের জীবন যদি গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়, সৎসঙ্গপ্রার্থি মাত্রেই, তাহা হইলে, সর্ব্বদা তদ্দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন। সুধীশ্রেষ্ঠ (Emerson) এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যাহা বলা হইল, তাহা হইতে, আমি যে কারণ সাধুপ্রবর ৺জ্ঞানশরণের সংক্ষিপ্ত জীবনী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দর্শন (Practical Philosophy) বিষয়ক কতিপয় কথা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। "প্রত্যক্ষ দর্শন" এই কথার অর্থ কি, কি নিমিত্ত উক্ত পদের ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা সময়ে তাহা উক্ত হইবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশেচ্ছা ও আমার লেখনী ধারণের অন্যতর উদ্দেশ্য।

মহাত্মা জ্ঞান শরণের সমীপে আমি অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ আছি। আমি বহুদিন পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের সঙ্গ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আমি বহু অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার জীবন বেদ তাঁহার কাছেই অধ্যয়ন করিবার অবসর ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন, তথাপি আমি বাবার স্বরূপ যথাযথভাবে দেখিতে পাই নাই, কি করিয়া আমি আমার করুণাময় জ্ঞানদাতার,

আমার পরম প্রেমময় নবজীবনদাতার কিঞ্চিৎ সেবা করিতে সমর্থ হইব, তাহা স্থির করিতে পারি নাই, আমার দেব প্রকৃতি দাদা ৺ জ্ঞানশরণ আমাকে বাবা শিবরামকিঙ্করের স্বরূপ দেখাইয়াছেন, কি করিয়া আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিতে সমর্থ হইব, তাহা বলিয়াদিয়াছেন। আমি এই নিমিত্ত দাদা জ্ঞানশরণের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।

সাধুভূষণ, যথার্থগুরু ভক্তিমান্ আরাধ্যপদ ৺জ্ঞানশরণ বাবা শিবরামকিঙ্করকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

বহুদিন স্বর্গগত জ্ঞানশরণের সঙ্গ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নানা বিষয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের অত্যল্প দিন পূর্ব্বে জানিতে পারিলাম, দাদা জ্ঞানশরণ বাবা শিবরামকিঙ্করকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, অনেকদিন হইতে তিনি গোপনে মনে মনে বাবাকে এই দৃষ্টিতেই দেখিতেন। অতিমাত্র বিস্ময়জনক কথা, এ জীবনে বাবার স্থূলরূপ তাঁহার নয়নে পতিত হয় নাই। দাদা কাহাকেও সহজে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতেন না। স্থূলদেহ ত্যাগের ৮।১০ দিন পূর্ব্বে ইনি বাবা শিবরামকিঙ্করের চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। বাবা শিবরামকিঙ্করকে আমি এই সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, মনে হইয়াছে, পাত্রকে তাহা জানান মনুষ্যোচিত। যাঁহারা গুরু-শিষ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, যাঁহারা সম্বন্ধতত্ত্ব বিবিদিষু, মরণের পর জীবের কর্ম্মানুসারে কিরূপ গতি হইয়া থাকে, যাঁহারা তাহা জানিতে উৎসুক, দাদা যাঁহাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত (প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও) কি প্রতি বন্ধক কারণ বশতঃ তিনি এই জীবনে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, যাঁহাদের এই সকল বিষয় জানিবার জন্য যথার্থ কৌতূহল হইবে, তাঁহাদের জন্য, এবং যাঁহারা বাবা শিবরামকিঙ্করের সহিত সহিত মিলিত হইয়াছেন, যাঁহারা বাবার প্রেমময়, জ্ঞানময় বালকোচিত ব্যবহার, বাবার পরার্থে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত ভূয়ো ভূয়ঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন বাবা দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহারাও বাবাকে ঠিক যে ভাবে দেখিতে পারেন নাই, পারেন না, দাদা জ্ঞানশরণ বাবার স্থূলরূপ না দেখিয়াও কিরূপে তাদৃশ পবিত্রভাবে বাবাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের তাহা জানিবার যথার্থ আকাঙ্ক্ষা

হইবে, এক কথায় যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধিৎসু আত্ম-পর হিত সাধনেচ্ছু তাঁহাদের উপকারার্থ আমি বাবা শিবরামকিঙ্করের শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, উৎসব পত্রে তাহা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা (Bias) বশতঃ কোন এক বস্তু বা কোন একব্যক্তি একজনের হৃদয়কে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে। ৺জ্ঞানশরণ অতিমাত্র ধীমান্ ও বিবিধ বিদ্যাপারদর্শী ছিলেন, সাধুচিত্ত ভূষণে বিভূষিত ছিলেন, তিনি সম্মানার্হ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বহু সজ্জনের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল, তথাপি তিনি কি কারণে বাবা শিবরামকিঙ্করের প্রতি (ইহাঁর স্থূলরূপ এজীবনে নয়নে পতিত না হইলেও) আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বাবা শিবরামকিঙ্করকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা শুনিয়াছি, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয়কে তাহা আনন্দে পরিপূর্ণ করিবে, আমার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। ৺জ্ঞানশরণের স্থূলদেহের তিরোধানের একাদশ দিনে বাবা শিবরামকিঙ্কর কতিপয় ব্রাহ্মণকে ৺জ্ঞানশরণের যাহা যাহা খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু খাইতে পান নাই, সেই সকল জিনিস খাওইয়াছিলেন, এবং আমাকে সেই দিনে একটী বেদমন্ত্র অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক জপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদুদ্দেশ্যে বাবা এইরূপ করিয়াছিলেন, বাবা শিব রামকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা বিদিত হইয়াছি, কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি। দাদা যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্য ভেষজ ব্যবস্থা করিবার সময়ে বাবা শিবরামকিঙ্কর সেই রোগ সম্বন্ধে শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সান্যাল এম্ এস্ সি, এম্, বি, কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাও চিকিৎসাতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর উপকারে আসিবে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করিব।

পবিত্রাত্মা ৺জ্ঞানশরণ যে মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক অমর হইয়াছেন, অবিনশ্বর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতিমাত্র আনন্দের সহিত জানাইতেছি যথার্থ আপ্তবচন দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

দাদা জ্ঞানশরণের স্থূলদেহের তিরোধান, পূজ্যপাদ বাবা শিবরাম কিঙ্করের প্রশান্ত প্রেমময় হৃদয়কে কিরূপ ব্যথিত ও বিচলিত করিয়াছিল, তাহা পূর্ণভাবে অন্যকে জানান অসম্ভব। বাবা শিবরামকিঙ্কর একদিন নিশীথে আমাকে বলিয়াছিলেন, দেখ, 'প্রিয়তম জ্ঞানশরণ যে, মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগপূর্ব্বক অমর হইয়াছে, চিরসুখী হইয়াছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অতএব

আমার তাহার জন্ত শোক করিবার কোন কারণ নাই, একটা বিষয় অনেক বিচার করিয়াও, আমি বুঝিতে পারিতেছিনা, আমি অই অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছি। জ্ঞানশরণ আমাকে একবার দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল; আহা! জ্ঞানশরণ বলিয়াছিল, 'মানুষকে দেখিবার জন্ত মানুষ এত পাগল হয়, আগে তাহা জানিতে পারি নাই।" জ্ঞানশরণের আমাকে দেখিবার ঔৎসুক্য এবং তাহার এই কথা, যখনই আমার মনে উদিত হয় তখনই আমার হৃদয় অতিমাত্র ব্যাকুলীভূত হয়, তখনই আমি অসহ্য ক্লেশ অনুভব করি। আমি বাবা শিবরামকিঙ্করের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকটে নিবেদন করি "আপনি যখন বলিয়াছেন যে, দাদা জ্ঞানশরণ দেহত্যাগান্তে অতি উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন. তখন আমার এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারেনা, তবে একটা কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার প্রয়াণ লগ্ন চক্র প্রস্তুত করিয়া ভৃগুসংহিতা জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। অপিচ আপনার এই সময়ের মনোভাব নির্দ্দেশক একটী প্রশ্ন চক্র ও প্রস্তুত করিয়া* পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। তাঁহার নিকটে যদি এই কুণ্ডলীদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, তাঁহার মরণোত্তর গতিবিষয়ক শ্রীভৃগুদেবের উক্তিগুলি জানিতে পারা যাইবে, এবং আপনার চিত্তেও অনেকটা শান্তি আসিবে।" আমার এইরূপ নিবেদন শ্রবণ করিয়া তিনি উক্তরূপ চক্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে আদেশ দেন। উত্তর যে সংবাদ আসিয়াছে তন্মধ্য হইতে এক্ষণে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম [পূর্ণ সংবাদ পরে নিবেদন করিব।] *:—

---

*পাঠকগণের মধ্যে অনেকে হয়ত প্রয়াণলগ্ন চক্র, প্রশ্নচক্র ইত্যাদি শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক একটু বিস্মিত হইবেন, অনেকের কর্ণেই উক্ত শব্দগুলি, বোধ হয়, অশ্রুতপূর্ব্ববৎ পতিত হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে নিবেদন করিব।

কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে যেমন তৎকালীন গ্রহগণের সন্নিবেশ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহার জন্মলগ্ন চক্র প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ কোন ব্যক্তির প্রয়াণ বা মৃত্যু হইলে, তাৎকালিক গ্রহগণের সন্নিবেশ অনুসারে তাহার প্রয়াণলগ্ন চক্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। জাতকের জন্মচক্রস্থ গ্রহগণের সন্নিবেশ ও পরস্পর—

[প্রয়াণকুণ্ডলী হইতে]

"শুকলগ্নোদয়ে মৃত্যুস্তথান্তে ভাস্করির্ভবেৎ
প্রশংসিতে কুলে জন্ম শুদ্ধবংশে বিলক্ষণঃ
ধর্ম্মাত্মা মৃত্যুকালে চ মহাত্মনস্তু ভক্তিতঃ
মহাভক্তি প্রভাবেণ তস্য মোক্ষোপি জায়তে।
মোক্ষরূপো ভবেদ্বালো যোগরূপো ভবেন্নরঃ
তস্য দর্শনমাত্রেণ তস্য ভক্তিপ্রভাবতঃ
কথং মোক্ষে ব্যথা শুক্র অবশ্যং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।

* * * *

প্রভোর্বৈ ভক্তিমাত্রেণ সংসারাচ্চ তরিষ্যতি
সংসারেঽপি ভয়ং নৈব মোক্ষসিদ্ধির্ভবিষ্যতি
ধর্ম্মাধীশঃ পঞ্চমে চ ধর্ম্মাত্মা যৌবনাৎ কবে
মহাত্মনস্তু ভক্ত্যা সংসারেঽপি কথং ভয়ং।

* * * *

লাভগেহে তমঃ প্রোক্তশ্চান্তে মোক্ষপ্রদা দশা
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে ভক্তিশ্চ মুক্তিদা।

দৃষ্টি বিচার পূর্ব্বক যেমন তাহার জীবনের ভাবিফল নিরূপণ করা যায়, সেইরূপ প্রয়াণলগ্ন চক্র হইতেও তাহার মরণোত্তর গতি প্রভৃতি বিষয়ক ফল জানিতে পারা যায়। এইরূপে কোন সময়ে কাহার মনে কোন প্রশ্নের উদয় হইলে, সেই সময়কে লগ্ন রূপে স্থির করিয়া একটী গ্রহকুণ্ডলী প্রস্তুত করিলে, তাহা হইতে উদিত প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, ভগবান্ ভৃগুদেব কেবল স্থূল জ্যোতিষের সাহায্যে এই সকল ফল বলিয়া যান নাই, স্থূল জ্যোতিষ দ্বারা এইরূপ ভাবে ফল বলা প্রায় অসম্ভব। কুণ্ডলীফল বর্ণনকালে তিনি স্থূল জ্যোতিষকে আধাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা স্বীয় ত্রিকালদর্শি যোগনেত্র দ্বারা দেখিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যোগ এবং জ্যোতিষ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী নহে। পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের যোগ ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশগুলি পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, যোগ সূক্ষ্ম জ্যোতিষ।

যোগিরাজস্য কৃপয়া সজ্জনস্যাপি দর্শনাৎ
পরিবারঃ পবিত্রং বৈ তেষাং মোক্ষোপি জায়তে।

* * * *

ইতি মন্ত্রজপং কৃত্বা মোক্ষলাভো ভবিষ্যতি
মহাত্মনিকটে বাসো রামলোকে সুখং কবে।

[প্রশ্নকুণ্ডলী হইতে]

"রবিপুত্রোদয়ে প্রশ্নস্তদীশো ব্যয়ভাবকে
দ্বিজবংশে মহাযোগী যেন প্রশ্নঃ কৃতঃ কবে॥
পরার্থং প্রশ্নং ভো শুক্র মোক্ষার্থং ভক্তহেতবে
মোক্ষরূপো ভবেদ্বালো ভক্তানাং মোক্ষদায়ক
তস্য মোক্ষে বাধা নৈব যোগিরাজস্য দর্শনাৎ॥
বিরক্তোঽপি ভবেদ্বালঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা
ভক্তার্থং ভবেৎ প্রশ্ন ভক্তানাং মোক্ষসিদ্ধয়ে
ভক্তানাং মোক্ষমাপ্নোতি জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং কবে।
ভক্তযুক্ত মহাপ্রাজ্ঞ রামলোকে গতঃ কবে
তস্য দর্শনমাত্রেণ ধ্যানমাত্রেণ ভো কবে
ভক্তিমাত্রেণ ভো শুক্র নামমাত্রেণ ভো কবে
ভক্তানাং সুখমাপ্নোতি তেষাং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ"
প্রশ্নসিদ্ধিঃ প্রকায়ন্তে প্রশ্নভাবফলস্তিদং॥"

[পরে এই সকল উক্তিগুলি যথাপ্রয়োজন বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হইবে।]

আমি প্রথমেই বলিয়াছি "তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সে কুল নিশ্চয়ই অতি পবিত্র, তোমার মত পুত্ররত্নকে প্রসব করিয়া তোমার জননী কৃতার্থ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, তোমার ভ্রাতা, ভগিনীগণ, তোমার সহধর্ম্মিনী, তোমার পুত্রকন্যারা, এক কথায়, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সুকৃতিনিবন্ধন তোমার সহিত কোন না কোন সম্বন্ধসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই, যে পুণ্যলোকে শোভন হৃদয়যুক্ত, সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষেরা আধিব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত, শোক তাপ দ্বারা দহ্যমান নশ্বরদেহ ত্যাগপূর্ব্বক নিত্যানন্দ ভোগ করেন, সেই পুণ্যলোকে গমন করিবেন, আস্তিক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত সেই সুখময় স্বর্গধামে যাইবা

তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন, আপাততঃ কিছুদিনে দুর্ব্বিষহ শোকানলে দগ্ধ হইলেও, তোমার অসামান্য সুকৃতিপ্রভাবে তাঁহারা সকলেই চিরদিন তোমার সহিত চিরশান্তি নিকেতনে বাস করিবেন।" যাহা অনুমান নেত্রে দেখিয়াছিলাম, তাহা যে সম্পূর্ণ সত্যভূমিক, করুণাসাগর ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ভৃগুদেবকৃত ৺জ্ঞানশরণের প্রশ্নাণ ও প্রশ্নকুণ্ডলীর ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক তাহা জানিতে পারিয়া, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।

'প্রত্যক্ষদর্শন' (Practical Philosophy)
এই পদের ব্যাখ্যা

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিব
শরণং
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলভ্যো নমঃ॥

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থরচয়িতা পরমারাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ পদকমলের উপদেশামৃত।

বিষ্ণু প্রণাম।

প্রশ্ন। 'নমো * ব্রহ্মণ্য দেবায় † গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥'

এই বিষ্ণুপ্রণাম-মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার মধ্যে 'গোব্রাহ্মণহিতায়' এই শব্দটীর অর্থই আমার বিশেষতঃ জ্ঞাতব্য; ভগবান্ কি কেবল গো এবং ব্রাহ্মণেরই হিতকারী?

---

* 'নমঃ' শব্দের অর্থ বিষয়ে পাঠক অন্যত্র (প্রার্থনাতত্ত্ব ও নমস্তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে) পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের উপদেশ দর্শন করিবেন।

† (১) ব্রহ্মণো ভাবঃ = ব্রহ্মণ্যং; ব্রহ্মণ্য এব দেবঃ = ব্রহ্মণ্যদেবঃ — পরব্রহ্মস্বরূপঃ।

অথবা

(২) ব্রহ্মণো ভাবঃ = ব্রহ্মণ্যং = বেদঃ।
ব্রহ্মণ্যস্য দেবঃ প্রভুঃ = ব্রহ্মণ্যদেবঃ = বেদপতিঃ; (
শব্দ দ্বারা অন্য দেবতা হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত করা (

উত্তর। তোমার প্রশ্নের উত্তর ত ইহার পরবর্ত্তী শব্দেই রহিয়াছে--'জগদ্ধিতায়', তিনি ত জগতের হিতকারী; তবে, জগতের হিতকারী হইতে গেলে গো এবং ব্রাহ্মণেরই বিশেষতঃ হিতকারী হইতে হয়। এখন সংক্ষেপে কিছু শুনিয়া রাখ।

ভগবানের ধর্ম্ম হইল, জগতের রক্ষা করা; জগতের পালনত্বই বিষ্ণুত্ব। বিষ্ণুই জগতের সংরক্ষণ শক্তি। সেই শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণশক্তি এবং গোশক্তি। জানা গেল, বিষ্ণুই পালন বা রক্ষা করেন; এখন দেখিতে হইবে, রক্ষা কি? কি হইতে রক্ষা করিবেন? কি করিয়া রক্ষা করিবেন? কেহ যদি কোন একটী ভাব বা অবস্থায় থাকে, তাহাকে সেই ভাব বা অবস্থায় রাখা, তাহাকে তাহা হইতে পড়িতে না দেওয়া, অথবা যদি পড়িয়া গিয়া থাকে, পুনরায় তাহাকে সেইস্থানে স্থাপিত করা, স্বপদচ্যুতকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই তাহার রক্ষা করা। সুতরাং স্বভাবে রাখাই রক্ষা। যে ভাবে রক্ষিত হইলে প্রকৃত রক্ষা হইবে, আর কখন পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না, তাহাই প্রধান রক্ষা। কি করিলে তাহা হয়? আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই তাহা হয় (তাহা হইলেই মিথ্যাজ্ঞান আর থাকিবে না, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি যত দোষ বা দুঃখ কিছুই আর থাকিবে না)। এ জ্ঞান হইবে কি করিয়া? দিবেন কে? ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ জ্ঞানময় তপোমূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ জাতমাত্রেই ধার্ম্মিক। কি সৎ, কি অসৎ, তাহা সকলে জানে না; কি হিতকর, কি অহিতকর, কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, সে জ্ঞান সাধারণের নাই; ব্রাহ্মণই তাহা জানেন, তিনিই এ বিষয় অন্যকে শিক্ষা দিতে পারেন ('ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ চিন্তনীয়)। সুতরাং ব্রাহ্মণ জগৎপালন বিষয়ে ভগবানের দক্ষিণ হস্ত (ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, তাহা চিন্তনীয়)। * অতএব ব্রাহ্মণের রক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, নচেৎ জগতের রক্ষা হইতে পারে না। সকল দেশেই এই নিয়ম। দেখ, পাশ্চাত্য দেশে ব্রাহ্মণ্য রক্ষার কত চেষ্টা, তাহাদের দেশের ব্রাহ্মণদিগকে তাহারা কেমন যত্নের সহিত রাখে (তথাকার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ—যাঁহারা সকলকে জ্ঞান দিতেছেন, নানাবিধ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিতেছেন, তাঁহারাই তথাকার ব্রাহ্মণ;

---

* ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ জানাইব।

তাঁহাদিগকে তাহারা অতি যত্নে রক্ষা করিয়া থাকে, কারণ, তাহারা জানে যে, তাঁহাদের উপরিই জগতের রক্ষা নির্ভর করিতেছে; রাজা তাহাদিগের সমস্ত ভার বহন করেন, তাঁহাদের সকল বাধা দূর করিয়া দেন, তাঁহাদের মহৎ কার্য্য যাহাতে কোনরূপে না বাধিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন)। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই ভগবানের ঈপ্সিত, জগতের মঙ্গলই তাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং যাহাকে রক্ষা করিলে অনেকের রক্ষা হইবে, তিনি তাহাকেই অগ্রে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাই ব্রাহ্মণের হিত তাঁহার প্রধান দ্রষ্টব্য।

বুঝা গেল, জ্ঞানলাভ হইলেই আমাদের প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অন্য কি কি বস্তুর প্রয়োজন আছে। মন এবং শরীর সুস্থ বা সবল না থাকিলে জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে পারে না। শারীরিক স্বাস্থ্য না থাকিলে, সাধারণতঃ মনের স্বাস্থ্য থাকে না। শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন। কি প্রকার আহার গ্রহণ করিলে আমাদের শরীর ও মনের ঈপ্সিত উন্নতিলাভ হইতে পারে? সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই তাহা হইতে পারে। ঘৃত, দুগ্ধ, তণ্ডুল, গম, যব ও অন্যান্য শস্যাদি এবং ফল মূল প্রভৃতিই সাত্ত্বিক আহারের মধ্যে পরিগণিত। অত্যল্প চিন্তাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গোজাতি দ্বারাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে আমরা এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, গোজাতিই আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের আকরস্বরূপ। যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে অন্ন হয়, অন্ন হইতেই লোকের জীবনরক্ষা হইয়া থাকে।* যে যজ্ঞের এত আবশ্যকতা, যাহা হইতেই আমরা অন্নলাভ করিয়া থাকি, তাহারই প্রধান উপকরণ হইল গো। সুতরাং তাহার রক্ষা যে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অতএব গো আর ব্রাহ্মণের হিত করা হইলেই জগতের হিত করা হইল ('জগদ্ধিতায়')। ভগবান্

---

* যজ্ঞ কি বস্তু, এবং যজ্ঞ করিলে কেন বৃষ্টি হয়, তাহা অবশ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বিষয়টী আজকাল বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের ধারণা, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাদির আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ। যজ্ঞ বস্তুতঃ তাদৃশ পদার্থ নয়। পাঠক এ বিষয়ে অন্যত্র পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের উপদেশ দর্শন করিবেন।

তাই গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী। গো এবং ব্রাহ্মণ, এই দুইটীর রক্ষা হইলে ব্রহ্মণ্যলাভ হইয়া থাকে। *

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং।
শ্রী১০৮ গুরুপাদপঙ্কজেভ্যো নমঃ ॥
শ্রী১০৮ সীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ ॥

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদিগ্রন্থরচয়িতা পরমারাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দপদকমলের উপদেশামৃত।

গঙ্গাতত্ত্ব। †

প্রশ্ন। "গঙ্গাধর"—ভগবান্ শঙ্করের এই নামটীর সার্থকতা কি ?

উত্তর। আরও সহজ ভাষায় বলিতে গেলে তোমার প্রশ্ন ইহাই হয় যে, 'শিবের মস্তকে গঙ্গা কেন ?' অতএব প্রশ্নটীর উত্তর জানিতে হইলে, তোমাকে শিব, কি, শিবের মস্তক কি, এবং গঙ্গাই বা কোন্ পদার্থ, তাহা জানিতে হইবে।

---

* 'কৃষ্ণায়'—'কৃষ্ণ' শব্দ পরমাত্মবাচী—; ইহার এই কয় প্রকার ব্যুৎপত্তি আছে :—

(১) যিনি সর্ব্বজীবকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি স্বয়ং আকর্ষণ না করিলে কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে বা তাঁহাকে পাইতে পারে না ;

(২) যিনি মনুষ্যগণের পাপ কর্ষণ করিয়া থাকেন ;

(৩) "কৃষির্ভূর্বাচকঃশব্দঃণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।

কৃষি = ভূ বা সত্তাবাচক ;

ন = আনন্দবাচক ; এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দ পরমাত্মারই বাচক হইয়াছে (সত্তা এবং আনন্দ ব্রহ্মের স্বভাব)।

'গোবিন্দায়'—গাং বিন্দতি ইতি। ('গো' শব্দ গো, পৃথিবী এবং বেদের বাচক হইয়া থাকে)।

† শ্রুত উপদেশগুলি যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল, আমার প্রতিভার মালিন্যবশতঃ এবং স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ ঠিক সেই ভাবে গৃহীত ও ধৃত হয় নাই। অতএব সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে লিখিত হইল না ; তথাপি, বিশ্বাস, আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণ ইহাদের পাঠদ্বারা অনেক পরিমাণে উপকার ও আনন্দলাভ করিবেন।—

নিবেদক শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

প্রথমে গঙ্গা কাহাকে বলে, তাহাই দেখা যাউক। 'গম্' ধাতু হইতে 'গঙ্গা' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, যিনি গমন করেন, তিনি "গঙ্গা" যিনি সদাই যাইতেছেন, জীবের উদ্ধারার্থ যিনি সদা প্রবাহিত, তিনি গঙ্গা। 'যাইতেছেন' এই শব্দটী উচ্চারিত হইলে আমাদের মনে আর কি ভাবের উদয় হয়? আমাদের মনে হয়, 'কোথা হইতে যাইতেছেন?' এবং 'কোথায় যাইতেছেন?' ইহার প্রথম ভাগের উত্তরে আমরা বলিতে পারি, 'যিনি মর্ত্ত্যধাম হইতে যাইতেছেন।' 'মর্ত্ত্যধাম' বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যেখানে লোকে মরে, যাহা মৃত্যুর রাজ্য, তাহাকেই 'মর্ত্ত্যধাম' বলে। এখন দেখিতে হইবে, মৃত্যু কোন্ পদার্থ। পরিবর্ত্তনই মৃত্যুর স্বরূপ। একভাবে যেখানে থাকা যায় না যেখানে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই মৃত্যুর রাজ্য, তাহাই সংসার। গঙ্গা এই মর্ত্ত্যধাম হইতে গমন করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইবে, কোথায় যাইতেছেন? ইহার গতির লক্ষ্যস্থল কোথায়? নিত্যধামই এই গতিরেখার প্রান্তবিন্দু, অমৃতধামই ইহার গন্তব্য দেশ। ইনি কি শুধুই বহিয়া যাইতেছেন? অথবা ইঁহার প্রবাহের কোন উদ্দেশ্য আছে? উদ্দেশ্য আছে বৈ কি; বড় কল্যাণময় উদ্দেশ্য। যাহারা মৃত্যুর অধীন, তাহাদিগকে লইয়া ইনি নিত্যধামে পৌঁছাইয়া দিতেছেন, আধি, ব্যাধি, জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত এই সংসার হইতে সকলকে লইয়া গিয়া বিষ্ণুর পরমপদে—যেখানে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নাই, সেইপরমধামে—পৌঁছাইয়া দিতেছেন।

আমরা যখন সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন কি দেখি? দেখি, সংসারও এই প্রকার গতিশীল, কখন স্থির নহে, আমরা কখন একভাবে থাকিতে পারি না, পরিবর্ত্তনের স্রোত এখানে সদা প্রবাহিত। কিন্তু, এই প্রবৃত্তি, গতি বা পরিবর্ত্তন কি গতিরই জন্য, বা অপরিবর্ত্তনীয় কোন দেশ আছে, সেইখানে যাইবার জন্য? আমরা যে চঞ্চল বা গতিশীল, তাহা কিসের নিমিত্ত? শান্তি পাইবার নিমিত্তই আমরা চঞ্চল (All motion tends to reach equilibrium), আমরা চলিবার জন্য চলিনা, বসিবার জন্যই চলি, বসিতে পাইতেছিনা বলিয়াই চলি, সংসারে বসিবার স্থান নাই, এখানে বসিতে গেলেই কাঁটা লাগে, তাই আবার উঠিতে হয়, আবার কোন কণ্টকহীন স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য চলিষ্ণু হইতে হয়। হারবার্ট স্পেন্সারের কথাটিও এখানে স্মরণ করিতে পার; তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:—'জগতের পরিণাম স্রোতের কি অন্ত আছে? জগৎ কি চিরদিনই এই পরিণামস্রোতে ভাসিয়া যাইবে? জগতের

এই প্রবৃত্তি কি প্রবৃত্তির জন্যই, বা ইহার কোনদিন কোনখানে নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে? তিনিও উত্তর করিয়াছেন: 'না, ইহার অন্ত আছে, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই প্রাকৃতিক পরিণামের অন্ত অবস্থা।' * আমরা কিছু পাইবার জন্যই চঞ্চল, আমাদের যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা পাইলেই আমরা আর চলিব না, স্থির হইব, আমাদের গতির নিবৃত্তি হইবে, আমরা শান্ত হইব। আমরা এই চলনাত্মক সংসার হইতে যাহা চাহিতেছি, তাহা যিনি পাওয়াইয়া দেন, তিনি গঙ্গা। † আমরা চাই কি? আনন্দ। আনন্দ কিসে থাকে? কোথায় থাকে? অমৃতত্বেই আনন্দ থাকে, অমৃতভবনই আনন্দধাম; মৃত্যু বা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় আনন্দ নাই, অমর্ত্ত্যভাবে বা একভাবে থাকিতে পারিলেই আমরা আনন্দ পাই। § তাই মরণকালে মুমূর্ষু মার ক্রোড় আশ্রয় করিতে চায়, মার ক্রোড়ে গিয়া জীবন পাইতে চায়, ত্রিতাপজ্বালা চিরদিনের নিমিত্ত জুড়াইতে চায়। মাকে দেখিলে মনে হয়——'মা, তুমি দয়াময় প্রভুর উদ্ধারিণী শক্তিরূপে তাঁহার চরণ হইতেই প্রবাহিত, তাঁহারই করুণাশক্তি (তুমি) যেন সরিৎরূপে পরিণত হইয়া বহিয়া যাইতেছ, জীবকে আবার তাঁহার চরণে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আমি অবশ হইলেও কোনরূপে যদি তোমার চরণে গিয়া একবার পড়িতে পারি, তাহা হইলে, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার চরণে পৌঁছাইয়া দিবে।' মুমূর্ষু তাই কোন প্রকারে মার চরণে আসিয়া পড়িতে চায়।

---

*"Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which Evolution presents, can not end until equilibrium is reached; and that equilibrium must at last be reached."—

First Principle, P. 516.

†"গঙ্গা গমনাৎ।"—নিরুক্ত।

"সা হি বিশিষ্টস্থানম্ গচ্ছতি, গময়তি বা প্রাণিনো বিশিষ্টস্থানমিতি।"—নিরুক্তটীকা।

§ পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে বলেন, পরিবর্ত্তনই সুখের কারণ, একভাব হইতে ভাবান্তরগমনই সুখনামক পাদার্থ, মানুষ এই নিমিত্ত পরিবর্ত্তনই চায়, এক অবস্থায় সে দীর্ঘকাল থাকিতে চায় না। এই প্রশ্নটীর মীমাংসা পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের "সুখ ও দুঃখের স্বরূপ" শীর্ষক উপদেশ সমূহ জ্ঞাপনকালে নিবেদন করিব।

এই গঙ্গার আবাসস্থল কোথায়? শিবের মস্তকে। যিনি জীবের পরম-কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কল্যাণময় শিবমস্তক ভিন্ন তাঁহার আর প্রকৃত আবাসস্থল কোথা হইতে পারে? শিব কে? 'শিব' শব্দের অর্থ কি? "শেতে সর্ব্বমস্মিন্ ইতি শিবঃ।" বিশ্বজগৎ যাঁহাতে শুইয়া থাকে, আনন্দে ঘুমাইয়া থাকে, তিনিই শিব। * গঙ্গা শিবেরই শক্তি, তাঁহারই মস্তকে ধৃত হইয়া থাকেন; সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া, জগৎকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আবার সেইখানে যান।

আমাদের মৃত্যু (—পরিবর্ত্তন—একভাব হইতে ভাবান্তর গমন—জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্তি—) হয় কেন? পাপে। অতএব যিনি সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী তিনিই অমৃতত্ব দিতে পারেন। তাই মার নাম 'সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী—'। যাহা মৃত্যুর রাজ্য হইতে অমৃতধামে লইয়া যায়, তাহা কোন্ শক্তি? তাহা পাপনিবারিণী শক্তি। যিনি সদ্যঃ পাপ ধ্বংস করিয়া দেন, পরমগতি দিবার অধিকার তাঁহা হইতে আর অধিক কাহার আছে? পাপ কাহাকে বলে? 'পাতি রক্ষতি আত্মানং অস্মাৎ ইতি পাপং' যাহা হইতে আমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা দূরে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, তাহা পাপ। পাপ (বা অজ্ঞান) আমাদের স্বরূপ ভুলাইয়া দেয়, আমা-দিগকে পরমাত্মরূপ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেয় না, আমাদিগকে সেই পরমপদ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। যিনি আমাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, পরমপদে স্থাপিত করিয়া দিবেন, আমি যাহা, আমাকে তাহাই বলিয়া বুঝাইয়া দিবেন, তিনিই আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিবেন। তাহা কে পারেন? যিনি স্বয়ং সদা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, অবিদ্যা যাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারেনা, যিনি জ্ঞানময়ী তিনিই পারেন। বিষ্ণুর পাবনী শক্তি বা তেজঃ যাহা, তিনিই গঙ্গা, তাঁহার সাত্ত্বিকী শক্তিই গঙ্গা। রজঃ ও তমোমল দূর করিবার শক্তি সাত্ত্বিকী শক্তি—বিষ্ণুর পরমপদ হইতে যাহা উদ্ভূত, ('পদ' শব্দের অর্থ এখানে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে 'পা' বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহা নহে)—তাহা ভিন্ন আর

---

* পাঠক এই স্থানে শিবের স্বরূপটী চিন্তা করিবেন; তাঁহার রূপ এবং তৎসূচিত গুণগুলি চিন্তা করিলে দেখিবেন যে, জীবকে উদ্ধার করাই যেন তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য। যাহাতে জীব এই সংসার মরু হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে, অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্কর নিজকৃত্য দ্বারা তাহাই শিক্ষা দিতেছেন।

কাহারও নাই। বিষ্ণুর পদ ও যাহা, শঙ্করের মস্তক ও তাহা। তাই—গঙ্গাতে কোনরূপে গিয়া পড়িতে পারিলে, সাগরে গিয়া পৌঁছান যায়। দেখ, একটী তৃণ গিয়া গঙ্গায় পড়িল; অমনি ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমশঃ গিয়া সাগরে পড়িবে। তুমি ভাবরাজ্যে স্নান কর, আপনাকে তৃণ বলিয়া ভাব, আপনাকে অবশ ভাবে, জড় মনে করিয়া, মার চরণে মিশাইয়া দাও, মা তোমাকে পরমপদে পৌঁছাইয়া দিবেন, তোমার সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া দিবেন। এইবার একবার মার—

'সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥'

এই প্রণাম-মন্ত্রের অর্থটা ভাব দেখি; শব্দ প্রকাশিত ভাবগুলি আন, দেখি।

মা! তুমি সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী, তাই তুমি সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী, কারণ, পাপ বা অজ্ঞানই (যাহা আমাদিগকে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান হইতে দূরে রাখে) দুঃখের হেতু। এই পাপ বা অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই আনন্দ স্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন, তাহা হইলেই সকল দুঃখ যায়। তাই তুমি সুখদা বা মোক্ষদা (কারণ, সকল দুঃখের অন্ত হইলেই প্রকৃত সুখ বা মুক্তি পদ যাহা, তাহাই পাওয়া যায়)। অতএব, মা! তুমিই পরমা গতি বা আশ্রয় (সাত্ত্বিকী শক্তি ভিন্ন আর পরমগতি কে হইতে পারেন), তোমাকে আশ্রয় করিলেই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, পরম কল্যাণ সাধিত হইবে (এখানে 'গতি' শব্দ আশ্রয় বাচী; গম্যতে প্রাপ্যতে অনয়া ইতি গতিঃ—যাহা দ্বারা কোন পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গতি)। একটু ভাবিলেই বুঝা যায় যে, গঙ্গাই বস্তুতঃ সকলের পরম গতি, গঙ্গা ভিন্ন কাহার ও গতি নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যিনি মৃত্যুর রাজ্য হইতে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যান, তিনিই গঙ্গা। মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ যখন পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এবং পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা যখন কাহারই ঈপ্সিত নহে, সকলেই যখন একভাবেই থাকিতে চায়, এই আছে, হয়ত পরক্ষণে নাই, এরূপ অবস্থা যখন কেহই চায়না, তখন, গঙ্গাই যে সকলের পরম গতি, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

(১)

(আমার) সকল চোখের ধারা যেন গো অশ্রু
তোমার পানে ধায় ;
(যেন) তোমার পানে ধায়

(২)

(আমার) সকল প্রাণের ব্যথা যেন গো ব্যথা
তোমাতে লয় পায়
(যেন) তোমাতে লয় পায়।

(৩)

(আমার) সকল দুখের তাপে যেন গো দুঃখ
তোমার ছায়া পাই
(যেন) তোমার ছায়া পাই ;

(৪)

(আমার) সকল চিন্তার ধারা যেন গো চিন্তা
তোমার দিকে যায়
(ছুটে) তোমার দিকে যায়।

(৫)

(আমার) সকল আঁধার ভেদ ক'রে গো অজ্ঞান
তোমার আলো যায়
(যেন) তোমার আলো যায় ;

(৬)

(আমার) সকল জানার শেষ যেন গো জ্ঞান
তোমায় জেনে হয়
(যেন) তোমায় জেনে হয় ;

(৭)

(আমার) সকল বিচার সন্দেহ গো বিচার
তোমায় জেনে যায়;
(যেন) তোমায় জেনে যায়।

(৮)

(আমার) সকল কাজের মাঝে যেন গো কাজ
তোমারি কাজ রয়।
(যেন) তোমারি কাজ রয়;

(৯)

(আমার) সকল দেখার শেষ যেন গো রূপ
তোমায় দেখে হয়
(যেন) তোমায় দেখে হয়;

(১০)

(আমার) সকল রসের তৃষা যেন গো রস
তোমার রসে যায়;
(যেন) তোমার রসে যায়।

(১১)

(আমার) সকল ধ্বনির মাঝে যেন গো শব্দ
(তোমার) নূপুর ধ্বনি পাই
(যেন) নূপুর ধ্বনি পাই;

(১২)

(আমার) সব পরশের সুখ যেন গো স্পর্শ
তোমার স্পর্শে হয়
(যেন) তোমার স্পর্শে হয়।

(১৩)

(আমার) সকল গন্ধের লোভ যেন গো
(তব) প্রেমের গন্ধে যায়
(যেন) প্রেমের গন্ধে যায়

(১৪)

(আমার) সকল আশার সফলতা গো — আশা
তোমায় পেয়ে হয়
(যেন) তোমায় পেয়ে হয়।

(১৫)

(আমার) সকল পূজার ফুল যেন গো — অঞ্জলি
তোমার পায়ে যায়
(যেন) তোমার পায়ে যায়।

(১৬)

(আমার) সকল পূজার শেষ যেন গো — পূজা
তোমার পূজায় হয়
(যেন) তোমার পূজায় হয় ;

(১৭)

(আমার) সকল প্রেমের শেষ যেন গো — প্রেম
তোমার প্রেমে হয়
(যেন) তোমার প্রেমে হয় ;

(১৮)

(আমার) সকল সুরের ধ্বনি যেন গো — গান
তোমার গানে বয়
(যেন) তোমার গানে বয়।

(১৯)

(আমার) সকল পথের শেষে যেন গো — দর্শন
তোমার দেখা পাই
(যেন) তোমার দেখা পাই।

(২০)

(আমার) সকল পাবার শেষ যেন গো — প্রাপ্তি
তোমায় পেয়ে হয়.
(যেন) তোমায় পেয়ে হয় ;

১লা বৈশাখ ১৩৩১ }
শিবপুর, হাওড়া। }

শ্রীযতীন্দ্র নাথ ঘোষ।

ওঁ

শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপ্রসাদের অন্তিম সময়—নাম জপের ফল।

কীর্ত্তন সুর।

(আজি) দেহ ছাড়ি প্রাণ, যাইছে চলিয়া
(তাই) শ্রীরাম প্রসাদ শোনে।
দূর হোতে আসে, যম মহিষের
গল--ঘণ্টা--রব কাণে॥
ভীষণ মরণ, মুরতি—হেরিয়া
ভয়েতে—বিহ্বল প্রাণে।
(তার) সারা জীবনের সাধা 'মা', 'মা', 'বুলি',
ভুল হোয়ে গেল ক্ষণে॥
ভীষণেরও যিনি, হন গো ভীষণ
রক্ষকেরও যিনি পাতা।
এ হেন সময়, অসহায় জীবে
তিনিই—আশ্রয়—দাতা॥
(নিজ) ইষ্টের স্মরণে, (হোয়ে) তখনি নির্ভয়
গর্জ্জিল শমনে ডাকি।
তিলেক দাঁড়াও, বারেকের তরে,
(আমি) প্রাণভরে মাকে ডাকি॥
কোথায় ভবানী, ব্রহ্মময়ী তারা
কালী, দুর্গা, দয়াময়ী।
এস গো জননী, এ সংকট—কালে
তুমি যে মঙ্গলময়ী॥

শুন যমরাজ, এ বিশ্বাস মোর
না পড়িব তব ডোরে।
শ্যামা মার আমি, খাসের প্রজা
'মা' কয়েছেন মোরে ॥
মায়ের সংসার, আজ্ঞা-মত করি
না ভুলিয়া তাঁর নাম।
আজীবন করি', অবিরাম জপ
দুর্গা, কালী, তারা, নাম ॥
(করি) শ্বাসে নাম জপ, জাগিয়ে ঘুমায়ে
(শেষে) যাই যদি যমপুরী।
(ওরে) কালী, দুর্গা, তারা, নামের মালা
(আমি) বৃথায় গলায় পরি ॥
ধর্ম্মরাজ তুমি, মহাভুল ক'রি,
এসেছ লইতে মোরে।
(মোরে) ছুঁওনা ছুঁওনা, এখনো পলাও
(মোর) সাথে সদা 'মা' যে ঘোরে ॥
কালেরও জননী, কালী কল্পতরু
বরাভয় দায়িনী মা।
(ঐ) মাভৈঃ বলিয়ে, (হের) দিক উজলিয়ে
(মোর) শিয়রে এলেন উমা ॥
(জয় কালী জয় কালী বল)

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল,

দেখার দোষ

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তিনি আপনাকে জগৎরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তাই জগৎ আনন্দময় কিন্তু মানুষ আনন্দকে না দেখিয়া জড় দুঃখাত্মক জগৎ দেখে ও হাহাকার করে। মানুষ অনন্ত শোভা ময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। আকাশের এই নীলিমায়, চন্দ্রের কৌমুদীতে, স্রোতস্বিনীর নৃত্যে, শ্যামল তরুলতাকীর্ণ ভূধরে, গিরি ও সাগরের গাম্ভীর্য্যে যদি সৌন্দর্য্য বাদ দিয়া, যদি সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাতা আনন্দ স্বরূপকে দেখিত তাহা হইলে দেখার সফলতা লাভ করিতে পারিত। যাঁর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে দেখিলাম না দেখিলাম আবরণ সৌন্দর্য্য। তাহাতে দেখা হইল কি? হায় অন্ধ আমরা দেখিতে জানিনা কিন্তু পিতা মাতার বাৎসল্যে, পুত্র কন্যার ভক্তিতে, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহে, স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ে, বন্ধুর প্রীতিতে এবং গুরুর করুণায় সেই আনন্দময়ের আনন্দ ধারাই প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তাহা আমরা অনুভব করি না তাই আনন্দ পাই না। অনাদিকাল হইতে আমরা স্থূল দেখিতেছি ও স্থূলে বদ্ধ হইয়া যাইতেছি। আমাদের ভিতরে বাহিরে আনন্দ তথাপি আনন্দের অনুসন্ধানের জন্য অক্লান্ত চরণে ছুটাছুটি করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ি ও পরিশেষে আর্ত্তনাদ করিয়া বলি যে মনই আমার দুঃখের মূল ও মনই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মন যে আমার সর্ব্বনাশ করিল সে দোষ আমার না মনের? নির্ম্মল নিঃসঙ্গ হইয়া আমি মনের গোলামী করিতে গেলাম কেন? মনের ধর্ম্মকে নিজধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলাম কেন? আমি মনের দ্রষ্টা তাহা ভুলিয়া এই সংসার তরঙ্গ তুলিয়াছি। নিজ দ্রষ্টাপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মন আসিয়া নিজ আনন্দ স্বরূপ যে আমি আমাতে যুক্ত হইবে তখন জগৎ মুছিয়া যাইবে থাকিবে শুধু আনন্দ।

(ভ) ৺কাশী ধাম

বর্ষারম্ভে—ভার দেওয়া।

তুমি ভিন্ন ভার ত কেহ লইতে পারে না। মুখে ত বলি আর ত ভার বহন করিতে পারি না। শরীরের ভার, মনের ভার, সংসারের ভার—কোন ভারই যেন আর বহিতে পারিনা। আমি তোমার হইলাম। তুমি আমার ভার লও। ইহা যদি সত্য সত্যই আমার প্রার্থনা হয় তবে আমি এটা সেটা আবার ভাবি কেন? শরীরের ব্যাধিতে ভাবনা, মনের লয় বিক্ষেপে ভাবনা—এ সব ভাবনা তার কেন হইবে যে সকল ভার তোমায় দিয়াছে, সত্য সত্য দিয়াছে—শুধু বচনে দেয় নাই।

যা হয় হোক্ আমি ত ভার দিয়াছি—সেই সব করিবে বা করাইয়া লইবে আমি নিশ্চিন্ত। আহা মনকে চিন্তাশূন্য করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ পথ আর কি আছে? যত বিপদ আসে আসুক—আমার ভার যখন সে লইয়াছে সে আমায় সহ্য করিবার শক্তিও দিয়া দিবে তখন আমি ভাবিবই বা কেন, বিচলিত হইবই বা কেন? প্রারব্ধ ভোগ ত করিতেই হইবে। আমি যাই হইনা কেন সত্য সত্য যখন ভার দিয়াছি তখন তাহার নাম করিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাই—সেই আমায় শক্তি দিবে।

আচ্ছা যেন কিছুই ভাবিলাম না—কিন্তু মনত বিনা কর্ম্মে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না—আমি করিব কি তখন?

কেন—তার আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্ম আমি করিব, বা করিতে চেষ্টা করিব।

দেখা শুনা কথা কওয়া—তোমায় দেখা, তোমার কথা শুনা, তোমার সহিত কথা কওয়া এইত আমার সর্ব্বদার কর্ম্ম। যখন মনে অন্য কথা উঠিবে তখন তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া সব জানাইব। আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে কত শত বিষয়ের কথা উঠিতেছে—আমি যে আর এসব ভাবিতে পারিনা—তুমি এসব তাড়াইয়া দাও। আহা! কথা কওয়া কত সুখের। যত বয়স বাড়িয়া উঠিল ততই বুঝিলাম মনের মানুষের সঙ্গে কথা কওয়ায় যেমন সুখ এমন সুখ আর কিছুতেই নাই। কথা কহিবার পুরুষ তুমি। কত কথাই কহিতে ইচ্ছা করে, তোমার সঙ্গে—কথাও কই। কিন্তু আমার ভাগ্য আমিই কথা কহিয়া যাই—এক তরফা কথাই কই—তুমি ত কওনা। নাই কও—তথাপি কথা কওয়ায় কত সুখ পাই। তুমি আছ—আমার হৃদয় ছাইয়া আছ—তুমি

শুনিতেছ এই বিশ্বাসই আমাকে কথা কওয়ায়। লোকে হতাশ করিয়া দেয় বলে সে কি শুনে? শুনেনা কি? সে যে সব ছাইয়া আছে, সেই যে সব সাজিয়া আছে; আত্মা হইয়া সেই ত আছে। তুমি যাহাই কেন না কর তোমার আত্মা কি তাহা জানেন না? তবে তুমি কেন মনে কর তোমার কথা তোমার আত্মা শুনেন না? ভিতরে তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা—তোমার আত্মা হইয়া আছেন আর বাহিরে তিনিই সব সাজিয়া সব করিতেছেন—তাঁহার অভাব কোথায় বল? তোমার অবিশ্বাসের ফলেই তোমার এই হাহাকার। ভার দাও—ভার দাও; দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাক। লয় বিক্ষেপ যদি উঠে তাঁহার কাছে নালিশকর—সর্ব্বদা লয় বিক্ষেপ বিঘ্ন আসিলে বলনা কেন—"কটু কইবি, সাজা পাবি, মাকে দিব ক'য়ে—সে যে দনুজ দলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে"। লয় বিক্ষেপ তাড়াইবার এই সহজ উপায়টা অভ্যাস করিয়া ফেলনা। শাস্ত্রমত নিত্য কর্ম্ম না করিতে চেষ্টা করিলে ইহা হইবেনা জানিও। শাস্ত্রমত আচার পালন না করিলে, শাস্ত্রমত শুদ্ধ আহার না করিলে শাস্ত্রমত নিত্যকর্ম্মের প্রয়াস না করিলে, শাস্ত্রমত স্বাধ্যায় না করিলে নালিশ করার অভ্যাস কিছুতেই হইতে পারেনা। ভগবান যে বলিতেছেন "যঃ শাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম কারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্"। ২৩।১৬ অধ্যায় যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি পায়না এবং না সুখ না পরাগতি প্রাপ্ত হয়। কত স্বেচ্ছাচারী এই কলিযুগে জগতে ছুটিতেছে। তাহাদের উপদেশ শুনিয়া নরক গুলজার করিতে ছুটিবে কেন? শাস্ত্রবিধি মত কর্ম্ম কর—বিঘ্ন অনেক আসিবে তথাপি জানিও বিঘ্নহারী তোমার পক্ষে। তোমার ভয় কি? যখন প্রারব্ধ তোমায় গোলমালে ফেলিবে যখন মন নানাপ্রকার চিন্তার হাহাকার তুলিবে, তখন তুমি ভগবানকে ভার দিয়া হরি হরি করিতে লাগিয়া যাও—যত প্রবল ভাবে তোমার চিন্তাস্রোত ছুটিবে তুমি তাহা অপেক্ষা চিৎকার করিয়া হরি হরি কর। দুর্গা দুর্গা কর রাম রাম কর—কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস কর—দেখ তোমাকে কেহ শান্তি আনিয়া দেয় কিনা? নিশ্চয়ই দেন। করিয়া দেখ—ভার দিয়া দেখ নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে। কেন মিছা ভাবনা কর তাই বল? শ্রীভগবান্ ভিন্ন তোমার কোন গতি নাই। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর আর শ্রীভগবানের প্রিয় হও—স্বেচ্ছাচার কর আর যমরাজের রাজধানীতে ছুট এই আর কি?

———

সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮
আধিব্যাধি ভয়োদ্বিগ্নো জরামরণ জন্মবান্।
দেহোহমিতি যঃ প্রাজ্ঞো ন পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৯
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকোমহিমা মম।
দ্বিতীয়োন মমাস্তীতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩০
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
চিৎতন্তুনাহহমেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩১
নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্।
ইত্থং সদসতোর্ম্মধ্যে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩২
যন্নাম কিঞ্চিত্রৈলোক্যং স এবাবয়বো মম।
তরঙ্গোব্ধাবিবেত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩৩
শোচ্যা পাল্যা ময়েবেয়ং স্বসেয়ং মে কনীয়সী।
ত্রিলোকীপেলবেত্যুচ্চৈর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩৪
আত্মতা-পরতে ত্বক্তা মত্তে যস্য মহাত্মনঃ।
ভবাদুপরতে নূনং স পশ্যতি সুলোচনঃ ॥৩৫
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্তৈবময়ং বপুঃ।
আপূরিত জগজ্জালং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩৬

প্রতিদিন একবার করিয়াও চিন্তা করা চাই—

(১) গাঢ় চৈতন্য চিন্তা দ্বারা শরীরটা নাই হইয়া যাওয়া চাই।

(২) শরীরের সুখ দুঃখটা আমার নয় ইহা হওয়া চাই।

(৩) আমি অপার পর্য্যন্ত আকাশ মণ্ডলের মত ব্যাপী।

(৪) আমি ব্যাপী অথচ কেশাগ্র লক্ষভাগের কোটি ভাগের মত সূক্ষ্ম।

(৫) আত্মা ও আত্মাভিন্ন বস্তু এক ও সমস্তই চিজ্জ্যোতি।

(৬) সর্ব্বশক্তি জড়িত চিৎপদার্থ, সকলের অন্তরে ও আমার অন্তরে।

(৭) আধিব্যাধি জনম মরণ জরা দেহটা আমি নই।

(৮) আমিরই মহিমা উর্দ্ধে অধে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত—আমি ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।

(৯) চিৎবস্তুতে আমিই সকলকে গ্রথিত করিয়া ধরিয়া আছি।

(১০) ব্যক্ত অব্যক্ত সকলের মধ্যে নিরাময় ব্রহ্মই আছেন অহংও নাই অন্যও নাই।

(১১) ত্রৈলোক্যে যা কিছু সবই আমার অবয়ব।

(১২) ত্রিলোকীর অস্তিত্বই নাই—যদি থাকে তাহা আমির সত্তাতে; এই জন্য ইহা শোচ্যা ও পাল্যা।

(১৩) বিবেক বাধিত হইয়া দেহাদি সাংসারিক বস্তু হইতে আমি মম দূর হওয়া চাই।

(১৪) চেত্যতা শূন্য চৈতন্য দ্বারা জগজ্জাল পরিপূরিত দেখা চাই।

বশিষ্ঠ—হাঁ প্রত্যহ এই সমস্ত আলোচনা কর, বিচার কর, সমস্ত ভ্রম দূর হইবে। তখন সুখ দুঃখ, স্নেহ, গুরু, দেবতা, শাস্ত্র শ্রদ্ধা, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও তদ্দ্বারা শ্রবণাদি আত্ম পরিচয়ের তারতম্য ভেদ—এই সমস্তই আমি—যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কখনই অবসন্ন হন না।

নিরতিশয় আনন্দঘন আত্মসত্তা দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগৎ আপূরিত। যে আনন্দের কণামাত্র পাইয়া মিথ্যাভূত জগতে আনন্দের অস্তিতা অনুভূত হয় আমি যখন সেই ব্রহ্মানন্দাত্মা তখন আমি হেয় বলিয়া ত্যাগ বা কি করিব আর উপাদেয় বলিয়া গ্রহণই বা কি করিব এইরূপ যাঁহার দৃষ্টি তিনিই সুন্দর দর্শনশীল।

তর্কের অতীত যিনি, যিনি চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা জন্য প্রতিফলন রহিত সেই বস্তুই এই সমস্ত—এই বোধে যাঁহার হেয় উপাদেয় বোধ নষ্ট হয় সেই পুরুষই পুরুষ।

য আকাশ বদেকাত্মা সর্ব্ব ভাব গতোপি সন্।
ন ভাব রঞ্জনামেতি স মহাত্মা মহেশ্বর ॥ ৪০ ॥

যিনি আকাশের মত এক আত্মা হইয়া গিয়াছেন সর্ব্বভাব প্রাপ্ত

হইয়াও যিনি কোন ভাবে আর রাঙ্গিয়া উঠেন না সেই নিরতিশয় আত্মানন্দ ভোগ সমর্থ মহাপুরুষই মহেশ্বর।

তমঃ প্রকাশকলনা মুক্তঃ কালাত্মতাং গতঃ।
যঃ সৌম্যঃ সুসমঃ স্বস্থস্তং নৌমি পদমাগমতম্ ॥ ৪১ ॥

তম—সুষুপ্তি; প্রকাশ—জাগর; কলনা—স্বপ্ন এই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি হইতে মুক্ত; কাল যে মৃত্যু তাঁহারও যিনি আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—নিরতিশয় প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সৌম্য, সুন্দররূপে সমদর্শী এবং স্বস্থ—তুরিয়াবস্থা প্রতিষ্ঠ সেই পরমপদ প্রাপ্ত পুরুষকে আমি বশিষ্ঠ—আমিও নমস্কার করি।

যস্যোদয়াস্তময় সঙ্কলনা কলাসু
চিত্রাসু চারুবিভবাসু জগৎগতাসু।
বৃত্তিঃ সদৈব সকলৈকমতেরনন্তা
তস্মৈনমঃ পরমবোধবতে শিবায় ॥ ৪২

জগদ্‌গতাসু চিত্রাসু চারুবিভবাসু—জগতের বিচিত্র সুন্দর বৈভবের উদয়ঃ সর্গঃ অস্তময়ঃ প্রলয় সঙ্কলনা স্থিতি—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লক্ষণাত্মক ব্যাপারে যাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি হইয়াছে সেই ব্রহ্মৈকমতি পরম বোধবান্ শিব স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি বশিষ্ঠ—আমি নমস্কার করি ॥

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গঃ।

শরীর নগর—জ্ঞানীর শরীর রাজ্যে অবস্থান।

বশিষ্ঠ—যিনি উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি কুলাল চক্র ভ্রমণবৎ প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত এই শরীর নগরী রাজ্যে রাজত্ব করিলেও কিছুতেই লিপ্ত হন না। ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত ক্রীড়া বিনোদের হেতু বলিয়া উপবন তুল্য এই স্বশরীর মহাপুরী, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কেবল সুখেরই জন্য—এখানে তাঁহাকে কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

রাম— নগরীত্বং শরীরস্য কথং নাম মহামুনে।
এতঞ্চাধিবসন্ যোগী কথং রাজসুখৈকভাক্ ॥ ৩

হে মহামুনে! শরীরটা কি প্রকারে নগরী হইল? যোগী এই শরীর নগরীতে বাস করিয়া কিরূপেই বা রাজসুখ ভোগ করেন?

বশিষ্ঠ—জ্ঞানীর নিকটে এই শরীর অতি রমণীয়, ও সর্ব্বগুণান্বিত। এই নগরী আত্মজ্যোতিঃরূপ সূর্য্যের আলোকে আলকিত। জ্ঞানী এই নগরে কোথায় কি হইতেছে দেখিতে পান, কত কল কারখানা কত যন্ত্র এখানে চলিতেছে সকলের কার্য্য দেখিতে পান।

দেহ নগরের সূর্য্য হইতেছেন আত্মা, নেত্র হইতেছে গবাক্ষ বাতায়ন, ইন্দ্রিয় প্রদীপ। দেহ নগরের নেত্ররূপ বাতায়ন স্থিত ইন্দ্রিয় প্রদীপ সমুদায় জগন্মণ্ডল প্রকাশ করিতেছে। করদ্বয় শরীর নগরীর পথ এই পথ প্রশস্ত হইয়া পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে। রোমরাজি এখানে লতাগুল্মস্বরূপ—স্থানে স্থানে চর্ম্মগত শিরাজাল। ইহার গুল্ফ ও অঙ্গুলিতে জঙ্ঘাদ্বয় রূপ বৃহৎ স্তম্ভ দ্বয়। এই দেহ নগরীর রেখা সমন্বিত পাদাগ্রদ্বয় আধার প্রস্তর। বাহিরে চর্ম্ম, ভিতরে মর্ম্মস্থল, মধ্যে মধ্যে শিরাজাল ও অস্থিসন্ধি সকল ঐ নগরের সীমারূপে অবস্থিত থাকায় উহা অতি মনোহর। উপবনের মধ্যে যেমন নদী থাকে সেইরূপ উরুদ্বয়ের মধ্যে যে উপস্থেন্দ্রিয় তাহাই ইহার জল প্রণালী। কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে শোভিত শিরোদেশ এই উপবনের ক্রীড়া শৈল। বদন ইহার উদ্যান, ইহা ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠাদি দ্বারা সুশোভিত, কপোল দেশ ইহার বিহারস্থল—ইহা কটাক্ষরূপ উৎপলে আকীর্ণ। বক্ষঃস্থল সরোবর—এই সরোবর স্তনরূপ পদ্মকোরকে শোভিত। স্কন্ধরূপ পর্ব্বত নিবিড় রোমাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন। উদর এই নগরীর কোষাগার—ইহা অন্নরূপ ধনে পূর্ণ। দীর্ঘ কণ্ঠনালীদ্বারা উদ্গীর্ণ প্রাণবায়ুর শব্দ দ্বারা বোধ হয় যেন ইহা এই দেহ নগরীর কপাটোদ্ঘাটন শব্দ। হৃদয় এই পুরীর বিপণী। বুদ্ধি ইহার রত্ন পরীক্ষক। ইন্দ্রিয়গণ এই বিপণীতে নানাবিধ বস্তু আনয়ন করে। দৃষ্টবস্তুর সংস্কার সমূহ সে সকলের পণ্যরূপে গৃহীত হয়। এই পুরীর

নয়দ্বার। প্রাণরূপ নাগরগণ—নগরবাসিগণ ঐ দ্বার দিয়া অনবরতঃ গমনাগমন করিতেছে। মুখবিবর ইহার সিংহদ্বার, দন্ত ইহার গজ-দন্তনির্ম্মিত কীল কাষ্ঠ। "মুখাস্পদা ভ্রমজ্জিহ্বা চণ্ডী চর্ব্বিত ভোজন." মুখরূপ স্থানে জিহ্বারূপিণী চণ্ডী সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন ও ভোজ্য-দ্রব্য চর্ব্বণ করিতেছেন। উহার কর্ণ কোটররূপ কূপ রোমরাজিরূপ দীর্ঘ তৃণদ্বারা আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর; নগরে কূপ হইতে জল তুলিবার যেমন যন্ত্রথাকে এবং সেই যন্ত্রস্থান যেমন সদা কর্দ্দমিত, এই দেহ নগরের; পায়ু ও মূত্রদণ্ড যন্ত্র, মূত্র ইহার জল ও বিষ্ঠা এখানে কর্দ্দম। এখানে চিত্তউদ্যানে আত্মচিন্তারূপ বরাঙ্গনা সতত ক্রীড়া করেন। এই নগরে চপল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কটগণ বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। বদন ইহার বহিরুদ্যান—হাস্য এই উদ্যানের পুষ্প।

স্বশরীর মনোজ্ঞস্য সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী।
সুখায়ৈব ন দুঃখায় পরমায় হিতায় চ ॥ ১৭
অজ্ঞস্যেয়মনন্তানাং দুঃখানাং কোশমালিকা।
জ্ঞস্য ত্বিয়মনন্তানাং সুখানাং কোশমালিকা ॥ ১৮

জ্ঞানীর পক্ষে এই সর্ব্ব সৌভাগ্য সুন্দরী দেহ নগরী সুখ ও পরম হিতের কারণ ইহা দুঃখের জন্য নহে। কিন্তু এই দেহনগরী অজ্ঞানীর নিকটে অনন্ত দুঃখের আগার আর তত্ত্বজ্ঞানীর ইহা অনন্ত সুখাগার।

অরিন্দম রাম! এই দেহ নগরী নষ্ট হইলে জ্ঞানীর অতি তুচ্ছ বস্তুই নষ্ট হয়—সত্য মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্তু ইহা থাকিলে সমস্তই সুখপ্রদ হয়। অতএব ইহা জ্ঞানীর সুখদায়িনী।

যদেনাং জ্ঞস্ সমারুহ্য সংসারে বিহরত্যলম্।
অশেষভোগমোক্ষার্থং তেনেয়ং জ্ঞরথঃ স্মৃতঃ ॥ ২০

যে হেতু জ্ঞানিগণ দেহনগরীতে আরোহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করেন এবং অশেষ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করেন সেইজন্য ইহার নাম জ্ঞরথ—জ্ঞানীর রথ। ইহার দ্বারা জ্ঞানী শব্দরস গন্ধ স্পর্শাদির জ্ঞান, বন্ধু ও স্ত্রী লাভ করেন এইজন্য ইহা লাভদা নামে কথিত হয়।

সর্ব্বজ্ঞ যিনি—পূর্ণ আত্মাকে যিনি জানেন তাঁহার সমস্ত ভোগ ও মোক্ষোপায় বস্তু সমুহের সংগ্রহে সমর্থ বলিয়া ইহা সর্ব্ববস্তুভর ক্ষমা। জ্ঞানী অমরাবতীতে দেবরাজের ন্যায় শরীর নগরীতে রাজ্য করতঃ বিগত জ্বর ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করেন।

ন ক্ষিপত্যবটাটোপে মনোমত্ততুরঙ্গমম্।
ন লোভদুদ্রুমাদায় প্রজ্ঞাপুত্রীং প্রযচ্ছতি ॥ ২৪

অবটে যোনিগর্ত্তে আটোপঃ পরাক্রমো যস্য কামস্য তদ্বিষয়ে। ন ক্ষিপতি প্রেরয়তি। জ্ঞানী কখনই মনোরূপ মত্ত তুরঙ্গমকে কামকূপে নিক্ষেপ করেন না এবং বিবেকিনী বুদ্ধিরূপিণী পুত্রীকে লোভরূপ দুর্ব্বৃক্ষের ফল ভোগ করে যে লোভী অধার্ম্মিক তাহারাও হস্তে সমর্পণ করেন না। ইনি অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র বা তাহার রন্ধ্র অন্বেষণ করেন না। ইনি সংসাররূপ শত্রুভয়ের মূল স্বরূপ স্নেহকে সর্ব্বদা উচ্ছেদ করেন।

তৃষ্ণাসার পরাবর্ত্তে কামসম্ভোগদুর্গ্রহে।
ন নিমজ্জতি পর্য্যস্তঃ সুখদুঃখপ্রদেবনে ॥ ২৬

যেখানে তৃষ্ণার প্রবাহ প্রচণ্ড আবর্ত্ত তুলিয়া ছুটিয়াছে, কাম সম্ভোগই যেখানে ভীষণ হাঙ্গর কুম্ভীর, যাহা সুখ পরিদেবনানি সঙ্কুল, অন্তর্ম্মুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখন বহির্ম্মুখ হইয়া এই অসার ভোগরূপিণী মিথ্যা নদীতে নিমজ্জন করেন না।

করোত্যবিরতং স্নানং বহিরন্তরবীক্ষণাৎ।
সরিৎসঙ্গমতীর্থেষু মনোরথগতঃ ক্রমাৎ ॥ ২৭

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভগবান রামচন্দ্রের বা বাসুদেবের বাহির ও ভিতর সর্ব্বদা দেখেন বলিয়া—আধিভৌতিক বাহির এবং আধ্যাত্মিক ভিতর দর্শন হেতু সর্ব্বকালেই স্নান করেন। কোথায়? সরিৎ সঙ্গম তীর্থে—যেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম হইতেছে সেই ত্রিবেণীতে। কিরূপে? মনোরথ হইতেছে এখানে মানস ব্রহ্মাকার বৃত্তি। সেই মনোরথে তিনি ক্রম অনুসারে আরূঢ় হইয়াছেন বলিয়া।

সকলাক্ষজনাদৃশ্য সুখপ্রেক্ষপেরাঙ্মুখঃ।
ধ্যাননাম্নি সুখং নিত্যং তিষ্ঠত্যন্তঃ পুরান্তরে ॥২৮॥

সকল লোকের যাহা দৃশ্যদর্শন সুখ সেই সুখে তিনি পরাঙ্মুখ আর অন্তঃপুরের ভিতরে তিনি ধ্যান নামক সুখে নিত্য অবস্থিত।

সুখাবহৈষা নগরী নিত্যং বৈ বিদিতাত্মনঃ।
ভোগমোক্ষপ্রদা চৈষা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ২৯

যিনি আত্মাকে জানেন এই দেহ নগরী তাঁহার জন্য সর্ব্বদা সুখ বহন করে। ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় ইহা ভোগেরও স্থান ও মোক্ষের ও স্থান। দেহটা থাকিলে ইহাঁদের সর্ব্বপ্রকার সুখ থাকে কিন্তু বিনষ্ট হইলে ইহাঁদের কিছুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং দেহটা সুখাবহ বলায় দোষ হয় না। ঘট নষ্ট হইলে যেমন ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশ বিনষ্ট হয় না সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলে দেহমধ্যবর্ত্তী আত্মার কিছুই নষ্ট হয় না।

বিদ্যমানং ঘটং বায়ুঃ কিঞ্চিৎ স্পৃশতি নাস্থিতম্।
যথা তথৈব দেহী স্বাং শরীরনগরীমিমাম্ ॥ ৩২ ॥

যেমন বায়ু—ঘট থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করে, না থাকিলে স্পর্শ করে না—(ইহাতেও বিচার কর ঘটের স্থিতি দশাতেও তাহার সম্যক স্পর্শ হয় না কিঞ্চিৎ হয়,) ঘটের নাশে স্পর্শ একবারেই নাই—ইহা আবার কি বলিতে হইবে? সেইরূপ দেহী, দেহনগরী থাকিলে ইহাকে স্পর্শ করেন কিন্তু না থাকিলে কি আর করিবেন? এই দেহ নগরীতে অবস্থিত তত্ত্ববিৎ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও পুরুষের বিশ্ব কল্পনাকৃত ভোগ জাল ভোগ করিয়া—সমস্ত প্রারব্ধ ভোগ করিয়া প্রাক্‌সাক্ষাৎকৃত পূর্ণ আত্মরূপ পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ সেই মোক্ষকে ভজনা করেন।

আত্মতত্ত্ববিদের অবস্থা কত সুখের—রাম তুমি তাহা শুনিয়া তত্ত্ববিৎ হও। শ্রবণ কর।

কুর্ব্বন্নপি ন কুর্ব্বাণঃ সমস্তার্থক্রিয়োম্মুখঃ।
কদাচিৎ প্রকৃতান্ সর্ব্বান্ কার্য্যার্থানমুতিষ্ঠতি ॥ ৩৪
কদাচিল্লীলয়া লোলং বিমানমধিরোহতি।
অনাহতগতিঃ কান্তং বিহর্ত্তুমমলং মনঃ ॥ ৩৫
তত্র স্থো লোকসুন্দর্য্যা সততং শীতলাঙ্গয়া।
রমতে রাময়া মৈত্র্যা নিত্যং হৃদয়সংস্থিতঃ ॥ ৩৬

যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মোম্মুখ হইয়া ব্যবহার দশায় কর্ম্ম করিয়াও তিনি পরমার্থ দশায় কিছুই করেন না কখন বা প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান্ করেন। কখন বা ভোগকৌতুকবৎ মনের বিনোদনার্থ বিমানতুল্য হৃদপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করিয়া অনাহতগতিতে লীলা করেন। কখন বা ঐ দেহ নগরীতে অবস্থিত তত্ত্ববিৎ, ত্রিলোক সুন্দরী সতত শীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন। ইঁহার দুই পার্শে সত্যতা ও একতা নামে আরও দুই কান্তা থাকেন। এই দুই কান্তা বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় সতত ইঁহার হৃদয়াহ্লাদকারিণী। সূর্য্য যেমন অতি উচ্চ আকাশে থাকিয়া পৃথিবী দেখেন তত্ত্ববিৎও সেইরূপ দেখেন যে অজ্ঞ লোক সকল লতাজড়িত বনের ন্যায় পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিবিধ দুঃখ জালরূপ একচক্র বিদারিত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে। তত্ত্ববিদের সকল আশা পূর্ণ হয় কাজেই সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আশ্রয় করে সেজন্য তিনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজিত থাকেন। স্রক্ চন্দনাদি ভোগ সকল সেবা করিয়াও তিনি পুনর্জ্জন্ম দুঃখে পড়েন না। কালকূট বিষ শিবকে দুঃখ দিতে পারে না অধিকন্তু তাঁহার কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করে।

পরিজ্ঞাতোপভুক্তোহি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতোমৈত্রামেতি চৌরো ন শত্রুতাম্ ॥ ৪১

ভোগের স্বরূপ জানিয়া যদি ভোগ করা যায় তবে ভোগ তুষ্টিই প্রদান করে। জানিয়া শুনিয়া চৌর বন্ধু ভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়— শত্রু হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি উদাসীনের মত দূর হইতে ভোগরূপ উৎসব

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪৷৷৹

২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷৹

৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] যন্ত্রস্থ " ৪৷৷৹

৪। গীতা-মাহাত্ম্য ও গীতার শ্লোক ও শব্দনির্ঘণ্ট (১৮৪ পৃঃ)
[উৎসবে প্রকাশিত, পরে প্রকাশিত হইবে]

৫। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৷৵৹ আবাঁধা ১।৹।

৬। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২৷৷৹ টাকা।

৭। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ৷৷৹ আট আনা

৮। যোগবাশিষ্ঠ [উৎপত্তিপ্রকরণ শেষ]
পরে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে]

৯। অধ্যাত্ম রামায়ণ (উৎসবে চলিতেছে ও চলিবে)

১০। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ

১১। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১৷৷৹ আনা।

১২। ভদ্রা বাঁধাই ১৷৵৹ আবাঁধা ১।৹

১৩। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ [প্রথম খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।৹

১৪। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড [উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে]—

১৫। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য—
২৷৷৹ আবাঁধা, অর্দ্ধ বাঁধাই ২৷৵৹,

১৬। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ৷৷৹

১৭। ঐ [দ্বিতীয়ভাগ] উৎসবে বাহির হইয়াছে, পুস্তকাকারে শীঘ্রই বাহির হইবে।

সংখ্যা ১০৪২

মানুষ মরিয়া কি হয়?

যদি এই রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের কৌতুহলোদ্দীপক

উত্তর জানিতে ইচ্ছা করেন তবে



শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত

"জন্মান্তর তত্ত্ব"

পাঠ করুন। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

ম্যানেজার নিগমাগম বুকডিপো,

ভারত ধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেড, বেনারস সিটি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ

তৃতীয় ষট্‌ক ছাপা হইতেছে।

৯ম ও ১০ম খণ্ড একত্রে বাহির হইয়াছে।

আমরা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ গীতা সমাপ্ত হইবে।

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৲

যাহারা অগ্রিম ১৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই ৮ম খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র পাঠাইতে রেজিষ্ট্রেশন ফিঃ ৵০ আনা এবং ভিঃ পিঃ কমিশন ৵০ আনা লাগিবে কিন্তু একসঙ্গে ৩।৪ খণ্ড পাঠাইলে এক খরচেই হইবে কেবল মাশুল প্রত্যেক খণ্ডের ৵০ লাগিবে। এই জন্য ৯ম ও ১০ম খণ্ড একত্রে পাঠান হইতেছে।

গ্রাহক মহোদয়গণ সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

Registered No. C. 583.

১৯শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল। [২য় সংখ্যা।



উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১ উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাথ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্যে** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

এত প্রশংসা কেন? যাঁহারা বেদ পড়েন না, বেদ মানেন না, তাঁহাদের যখন এত উন্নতি হইতেছে, তখন বেদাধ্যয়ন না করিলে, পুত্র-পৌত্রাদির সহিত মুক্তি প্রাপ্তি হয়, মনুর এই কথাতে শ্রদ্ধাবান্ হওয়া কি সভ্য মনুষ্যোচিত? প্রাথমিক (Primitive) অবস্থাতে মানুষ কি ভাবিত, কি করিত, কি খাইত, মানুষের প্রথমাবস্থাতে কিরূপ জ্ঞান ছিল, ধর্ম্ম, দেবতা, উপদেবতা (ভূত প্রভৃতি,) Ghosts) আত্মা, ঈশ্বর, মৃত্যু, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা (অপস্মারাদি বায়ু রোগ সমূহ), শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা (Corporeal and Spiritual), মৃত্যুর পর অন্তরাত্মার বিদ্যমানতা, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক মানুষের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, কিরূপে অসভ্য মানুষের ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, ক্রমবিকাশবাদের সমর্থক সুধীগণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়া গিয়াছেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, টাইলর ইত্যাদি বিখ্যাত নামা, বিজ্ঞান পারদর্শী বলিয়া সমাদৃত পুরুষ বৃন্দ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'স্বপ্ন দর্শন, ছায়াবলোকন এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ অর্দ্ধসভ্য মানুষ শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা আত্মার এই দ্বৈবিধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। মৃত্যুর পরে অন্তরাত্মা বিদ্যমান থাকে, অন্তরাত্মা অত্যন্ত শক্তিমান্, বিবিধ উপহার প্রদান ও প্রীতিজনক কর্ম্মদ্বারা ইঁহাকে প্রসন্ন এবং ইঁহার আনুকূল্য আবাহন করিতে পারা যায়, এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়। অন্তরাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসই ক্রমশঃ এক বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বিশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। ইঁহাদের মতে কিঞ্চিৎ তর্ক বা বিচার শক্তির সহিত যখন কল্পনার, বিস্ময়ের ও কৌতূহলের অংশতঃ বিকাশ হয়, তখনই মানবের নৈসর্গিক নিয়মে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি-ঘটনাপুঞ্জের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃত্বে সম্প্রত্যয় এই অবস্থায় হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস (Belief in the existence of an Omnipotent God) মানবজাতির আদিম অবস্থায় ছিল না। বেদের প্রথম বয়সে দেবতা বলিতে দৃশ্যমান অগ্ন্যাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, পরে সভ্যতার ঈষৎ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইলে, দেবতাজ্ঞান ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, স্থূলের অন্তরে দেবতা আছেন, এই প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দেবতার এইরূপ ভেদকল্পনার সূত্রপাত হইয়াছে। আমি ক্রমবিকাশবাদী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষদিগের এইরূপ বালকোচিত মতের

কথা বিদিত আছি, যুক্তিকুশল আধুনিক স্বদেশীয়, বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের এবম্প্রকার মত বহুশঃ শ্রুতিগোচর হইলেও, আমার বেদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তির হ্রাস হয় নাই, বেদ নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, বেদ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, দেবতারাও বেদসূর্য্য প্রসূত, অদ্যাপি আমি বেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট এই উপদেশ সমূহকে অমূল্য রত্নবোধে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকি, আমার দৃঢ়ধারণা বেদভিন্ন আমার প্রকৃত কল্যাণ অন্য কাহার দ্বারা সাধিত হইবে না, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-রূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির বেদই একমাত্র সাধন। পরম পূজ্য চরণ, লোক হিতার্থী, বেদজ্ঞ, বেদাচার্য্য মহর্ষি শৌনক, কাত্যায়ন প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের গ্রন্থপাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, যথাতথভাবে দেবতাতত্ত্ব না জানিলে কেহ কোন লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হন না ("ন হি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতথ্যেন দৈবতম্। লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে।"—বৃহদ্দেবতা)। ভগবান্ কাত্যায়নাচার্য্য স্বপ্রণীত সর্ব্বানুক্রম সূত্রে বলিয়াছেন, 'মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দের তত্ত্ব না জানিয়া, যিনি বেদাধ্যায়ন করেন, বেদ পড়ান, বৈদিক মন্ত্র জপ করেন, বৈদিক মন্ত্র দ্বারা হোম করেন, যজন ও যাজন করেন, সেই পুরুষের বেদ নির্ব্বীর্য্য—স্বকার্য্য সাধনে শক্তিহীন হয়,—নিষ্ফল হয়। কেবল ইহাই নহে, ঋষ্যাদি না জানিয়া বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, হোম, যজন, যাজন করিলে, মহৎ অনিষ্ট হইয়া থাকে, দেবতা না জানিয়া হোম করিলে, হোম কর্ত্তার হবি দেবতারা স্বীকার করেন না। যে পুরুষ মন্ত্রদৈবতজ্ঞ হইয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) করেন, সেই স্বাধ্যায় পাঠক স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হন। এতএব যত্ন পূর্ব্বক প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা জানা কর্ত্তব্য। মন্ত্রের দেবতাতত্ত্ব বিদিত হইলে, পুরুষের মন্ত্রের যথার্থ অর্থাববোধ হয়, এবং যাঁহার যথার্থ মন্ত্রার্থ বোধ হয়, তিনি বিধূত পাপ্মা (ক্ষীণ পাপ) হইয়া, সুখময় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।*

* "এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজতে তস্য ব্রহ্মনির্বীর্য্যং যাতযামং ভবতি।"—

"কর্ম্মারম্ভে মন্ত্রাণাং দেবতা বেদিতব্যাঃ।"—

"স্বাধ্যায়মপি যোঽধীতে মন্ত্র দৈবতজ্ঞঃ সোঽমুষ্মিল্লোকে দেবৈরপীড্যতে।"-

"তস্মাচ্চ দেবতা বেদ্যা মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।"—

"মন্ত্রাণাং দেবতা জ্ঞানান্মন্ত্রার্থমধিগচ্ছতি।"—

"মন্ত্রার্থজ্ঞানাত্তু বিধূত পাপ্মা নাকমভ্যেতি।"—শুক্ল যজুঃ সর্ব্বানুক্রম সূত্র।

আমি এই নিমিত্ত সন্ধ্যাদিতে প্রযুক্ত মন্ত্র সকলের বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে উহাদের ঋষি, দেবতা ছন্দঃ এবং অর্থ জানিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বক্তা—যিনি বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বৈদিক আর্য্যোচিত সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে যাঁহার শ্রদ্ধা সর্ব্বথা বিচলিত হয় নাই, "প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা যত্নপূর্ব্বক বেদিতব্য, যিনি দৈবতজ্ঞ—দেবতাতত্ত্ববিৎ তিনিই মন্ত্রসকলের প্রকৃত অর্থ জানিয়া থাকেন, যথাযথভাবে দেবতাতত্ত্ব অবিদিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম কর্ত্তা বৈদিক ও লৌকিক এই উভয় বিধ কর্ম্মের মধ্যে কোন কর্ম্মেরই ফল প্রাপ্ত হন না," ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশকে, যিনি সত্য বলিয়া, হিতকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, এই সকল শাস্ত্রোপদেশানুসারে কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় ধারণা, তিনি দেবতাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু না হইয়া থাকিতে পারেন না। তুমি প্রতীচ্য সংস্কৃত ভাষাবিৎ কোবিদগণ কর্ত্তৃক লিখিত দেবতাতত্ত্ব বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ, নবীনক্রমবিকাশবাদীদিগের গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক, তুমি বিদিত হইয়াছ, দেবতার অস্তিত্বে ও দেবতার কার্য্যকারিতাতে বিশ্বাস, অর্দ্ধসভ্য মানুষেরই হইয়া থাকে; কিরূপে অর্দ্ধসভ্য মানুষের দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহাও তুমি অবগত হইয়াছ, সন্দেহ নাই; ইংরাজী "মাইথলোজী" (Mythology) শব্দের যদর্থে ব্যবহার হয়, তাহা তুমি জান, "মিথ" (Myth) এইশব্দ হইতে (যাহা "মিথ্যা" "অসত্য" এই অর্থের বাচক) "মাইথলোজী" পদের উৎপত্তি হইয়াছে। "মিথ" এই অব্যয় শব্দই "মিথের" (Myth) প্রভব (Origin)। "মাইথলোজী" (Mythology), পৌরাণিক গল্প বা কল্পিত উপকথা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রিলিজন(Religion), ও মাইথলোজী (Mythology) এই উভয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশবাদীরা যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, বলাবাহুল্য তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। মাইথলোজী (Mythology) প্রত্যেক রিলিজনের (Religion) সহগামী, "রিলিজন," অনুষ্ঠান (Practice), মাইথলোজী (Mythology) পৌরাণিক উপকথন, ("Religion is practice. Mythology is story-telling."—The Evolution of the Idea of God—by G. Allen)। দৈব বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বিষয়ক জ্ঞান, মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি, দৈব বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির আশ্রিত—ইহার উপরি নির্ভর করে এইরূপ বোধ, অপিচ দৈব বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সমূহের আরাধনা, ইহারাই রিলিজন (Religion) পদবোধ্য ব্যাপক অর্থ। মাইথলোজী, দৈব বা অতিপ্রাকৃ-

ত্তিক শক্তি সমূহের কর্ম্ম, ও উহাদের আত্মভাব বিষয়ক আখ্যায়িকা, 'উপকথা' * তোমার দেবতা তত্ত্ব বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রাবল্য দেখিয়া, আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, অভ্যুদয়শীল জ্ঞান-বিজ্ঞানবিৎ প্রতীচ্য কোবিদগণের দেবতা সম্বন্ধীয় এবম্প্রকার মত অবগত হইয়াও, তুমি যে, 'দেবতাতত্ত্ব না জানিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না,' ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশে আস্থাবান্ থাকিতে পারিয়াছ, তাহার কারণ কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

কাপিলতত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শন।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল,।

কপিলদেবের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসু—সাংখ্য ও যোগদর্শনের সমীপে মনুষ্য জগৎ কত ঋণী, তাহা স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার, আপনার অনন্ত কৃপায় উপলব্ধি হইয়াছে, সাংখ্য ও যোগদর্শন, জ্ঞান পিপাসুর অসেচনক, যোগীর আরাধ্য সামগ্রী, ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর

* "Religion in its widest sense includes on the one hand the conception which men entertain of the divine or supernatural powers and, on the other, that sense of the dependence of human welfare on those powers which finds its expression in various forms of worship. Mythology is connected with the former side of religion as furnishing the whole body of myths or stories which are told about gods and heroes and which describe their character and origin, their surroundings"—
Vedic Mythology by A. A. Macdonell—Introduction

পরম মিত্র, ভক্তের অমূল্যনিধি, যথার্থ উপাসকের প্রধান আলম্বন, সাংখ্য ও যোগদর্শনই নাস্তিকের ভীমমুদগর। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের যদি আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে কি, আমরা আমাদের ব্রহ্মতেজোময়, ঈশ্বর সদৃশ সামর্থ্যবিশিষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদ্যপ্রসূতি, শিল্প-কলার প্রথমোপদেষ্টা, বিশ্বের পিতৃভূত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কপিল, গোতম, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি প্রভৃতি অপ্রতিহত-জ্ঞান মহর্ষিদিগকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম? তাঁহাদের অতুলনীয় গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে ক্ষমবান্ হইতাম? সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের যদি আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আমরা কি এই অভ্যুদয়শীল, আধুনিক দুরাধর্ষ, দুরাগ্রহ নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম? সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের যদি আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে কি আমাদিগকে ডারুবিন্, হেকেল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হক্সলী প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদী, ধীমান্‌দিগ দ্বারা প্রদর্শিত প্রোটিষ্ট, কৃমি, মৎস্য, বানর ইত্যাদিকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ (Ancestors) জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত না? শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহে সাংখ্যমতই সমাদৃত হইয়াছে, যোগী সাংখ্যমতেরই বিশেষতঃ অনুবর্ত্তন করেন, কর্ম্মীর সাংখ্যমত ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বৈদিক আর্য্যজাতির উপাসনা প্রণালী যে, প্রধানতঃ সাংখ্যমতের উপরি প্রতিষ্ঠিত, ভক্ত, ভগবান্ কপিলের সমীপে যে, চিরঋণী, যাঁহারা বেদপ্রসূত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিষ্ণুর অবতার বিশেষ ভগবান্ কপিলের অমূল্য তত্ত্বোপদেশের মর্ম্ম যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারগ হইয়াছেন, তাঁহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। যোগিশ্রেষ্ঠ, মহর্ষিললামভূত যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই, যোগের সমান বল নাই, সাংখ্য ও যোগ উভয়েই অনিধন—অবিনাশী উভয়েই নিত্য (নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্। তাবুভাবকচর্য্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ ॥"—মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ৩২১ অধ্যায়) "সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই," যাজ্ঞবল্ক্য এখানে "সাংখ্য" শব্দ দ্বারা কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই, স্থির করিতে না পারিবার কারণ হইতেছে, প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলদেব সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মত প্রচলিত আছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, পুরাণ ও ইতিহাসে কপিলদেবের স্তুতি আছে, "সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই, যোগের সমান বল নাই," যোগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই স্থলে "সাংখ্য" শব্দ দ্বারা যে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি

বর্ণিত আদি বিদ্বান্ সিদ্ধেশ্বর কপিলদেব প্রোক্ত সাংখ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, আমার তাহাই অনুমান হয়। শারীরক সূত্রেরভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যে সাংখ্যদর্শনের পঠন, পাঠন হইয়া থাকে, সেই সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল, এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্মৃত, আদি বিদ্বান্ কপিল, এক পুরুষ নহেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে, শ্রুতি স্মৃত, আদি বিদ্বান্ কপিল ও হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন পুরুষ। বশিষ্ঠদেব রাজর্ষি জনককে যে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য "সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই," এই স্থলে যে সাংখ্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কে, আমার তাহা জানিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। "কপিলের সাংখ্য" অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় "কপিল কে" বহু ব্যক্তিই তাহা অবগত নহেন, অত্যল্প ব্যক্তিই তাহা জানিবার প্রকৃত চেষ্টা করেন। শাস্ত্র পাঠ করিলে বহু কপিলের সংবাদ পাওয়া যায়, অতএব কোন্ কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দেবহূতি পুত্র যাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, যিনি স্বীয় মাতাকে সাংখ্যযোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকেই প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। বহুবিবাদাস্পদ, গহন কপিলতত্ত্ব বিষয়ক কিছু উপদেশ শ্রীমুখ হইতে শুনিবার অভিলাষ হইয়াছে। যাঁহার কাছে মনুষ্য জগৎ চিরঋণী, বৈদিক আর্য্যজাতির যিনি বিশেষতঃ গৌরবের সামগ্রী, তাঁহার তত্ত্বাবধারণের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বক্তা—তোমার কপিলতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, আত্ম-পর কল্যাণপ্রার্থী, কৃতজ্ঞ মানবোচিত, যিনি জগতের মহদুপকার করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বান্বেষণ না করিয়া কৃতজ্ঞ মানুষ থাকিতে পারে কি? সাংখ্যদর্শনের পঠন ও পাঠন হইতে সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলদেবের তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা অল্পতর নহে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা বিশ্বপূজ্য কপিলদেবের তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়মুকুরে প্রতিভাত হইলে, সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলদেবের পবিত্র নামের যথার্থ অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ করিলে, যাদৃশ বিমল সাংখ্যজ্ঞানের উদয় হইবে, শতবর্ষ সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিলেও, তাদৃশ বিমল সাংখ্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারিবেনা। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এবং যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, স্বাধ্যায়শীল (অর্থভাবনাপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্রাদির জপ পরায়ণ) পুরুষের প্রার্থনানুসারে দেবগণ, ঋষিগণও সিদ্ধপুরুষবৃন্দ দর্শন প্রদান করেন, এবং উঁহার কার্য্য সম্পাদন

করেন ("স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ।"—পাং দং ২।৪৪, "দেবাঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্তে।"—যোগসূত্রভাষ্য)। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের এই কথায় শ্রদ্ধাবান হইলে, আপাততঃ স্থূল নয়নের দৃশ্য না হইলেও, দেবতা, ঋষি প্রভৃতি যে, কাল্পনিক পদার্থ নহেন, ইহাঁদিগকে যে, প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা মানিতে হইবে। যথার্থ সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা হইলে, এখনও চিরজীবী কপিলাদিকে যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কোন্ কপিল সাংখ্যদর্শন প্রণেতা, কোন্ কপিলকে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি আদি বিদ্বান্ বলিয়াছেন, পরমেশ্বর হইতে লব্ধ-বিদ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত যথাবিধি চেষ্টা করিলে, চেষ্টা নিশ্চয় ফলবতী হইবে, কপিলদেব স্বয়ং যে কোন উপায়ে হোক, তোমার কাপিলতত্ত্ব জিজ্ঞাসা পূর্ণ করিবেন, বিশ্বাস করিও কপিলদেব এখনও আছেন, বিশ্বাস করিও প্রকৃত ভক্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে, দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধপুরুষ বৃন্দ দর্শনপ্রদান করেন।

জিজ্ঞাসু—অধুনা দেবতা, ঋষি, সিদ্ধপুরুষবৃন্দ প্রভৃতি স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের ও ইঁহাদের স্বরূপাবলোকনের পথ যেরূপ কণ্টকাবৃত হইয়াছে, তাহাতে স্বাধ্যায় বা সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা ইহাঁদের তত্ত্ববিনিশ্চয়ের চেষ্টাই, স্থির ও উপদ্রব রহিত উপায় বলিয়া মনে হয়। গৌড় পাদ সাংখ্য কারিকাভাষ্যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র কপিল ঋষিই আদি সাংখ্যসূত্র প্রণেতা, ইহাঁর মতে দ্বাবিংশতি সূত্রাত্মক তত্ত্বসমাস নামক ক্ষুদ্রগ্রন্থই আদিসাংখ্য, দ্বাবিংশ সূত্রাত্মক সাংখ্যের বিস্তারে ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন, কপিল এই নাম-সামান্য বশতঃ অনেকে সাংখ্যদর্শনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে, যে কপিল নামধেয় পুরুষ সগরপুত্রদিগের দাহকর্ত্তা, যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ বলা হয়, তিনিই সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা, এইরূপ বিশ্বাসই প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনে লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা হইবার কারণ। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের তত্ত্ব নিরূপণ এই নিমিত্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে।

বক্তা—তুমি শুনিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইবে, ঋগ্বেদের সপ্তমাষ্টকে কপিলদেবের আবির্ভাবের কথা আছে। ঋগ্বেদের সপ্তমাষ্টকে যে কপিলদেবের আবির্ভাবের কথা আছে, আমার বোধ হয়, প্রাচীন, নবীন কপিলতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা লক্ষ্য করেন নাই, যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

জিজ্ঞাসু—ঋগ্বেদে যে, কপিলের আবির্ভাবের কথা আছে, আমি তাহা এই প্রথম শুনিলাম।

বক্তা—ঋগ্বেদে যে কপিল স্তুত হইয়াছেন, মনে হয়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সেই কপিলকেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, পরমেশ্বর হইতে উপাত্তবিদ্য বলিয়াছেন, সেই কপিলই যে সাংখ্যদর্শনের প্রথম উপদেষ্টা আমার তাহাই অনুমান। কেহ কেহ বিজ্ঞানভিক্ষুকেই ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলিয়া থাকেন, এইরূপ মত অগ্রাহ্য, সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের ভোজদেব কৃত ব্যাখ্যা আছে, ভোজদেব বিজ্ঞানভিক্ষুর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু, প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—দেবহূতি পুত্র কপিল স্বীয় জননীকে যে সাংখ্যের উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহা কপিল গীতা নামে প্রসিদ্ধ, আমি এতদ্ব্যতীত আর একখানি কপিল গীতা দেখিয়াছি, পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী এই কপিলগীতার ভাষাটীকা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী যে কপিলগীতার ভাষাটীকা করিয়াছেন, সেই কপিলগীতা কোন্ কপিল কর্ত্তৃক বিরচিত, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের কপিলগীতা ও এই কপিলগীতা যে একপুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বক্তা—পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী যে কপিল গীতার ভাষাটীকা করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি, শ্রীমদ্ভাগবতের কপিলগীতা ও এই কপিলগীতা যে বিভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত, আমরাও তাহাই বিশ্বাস।

জিজ্ঞাসু—কপিলতত্ত্বানুসন্ধান যথার্থভাবে করিতে হইলে, সাংখ্যদর্শন দ্বারা যে সকল তত্ত্বের দর্শন হয়, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সেই সকল তত্ত্বের স্বরূপাবলোকনের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই" ("নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং।"—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য "সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই" এস্থলে "সাংখ্য" শব্দ দ্বারা কি লক্ষ্য করিয়াছেন, পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই, "সাংখ্য" শব্দের বহু অর্থে প্রয়োগ দেখিয়াছি।

বক্তা—'সাংখ্য' শব্দের কত প্রকার অর্থে প্রয়োগ দেখিয়াছ, তাহা বল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমোগণেশায়
শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রকমলেভ্যো নমঃ

যোগতত্ত্ব।

পাতঞ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত স্বাধ্যায়তত্ত্বাবলোকন।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্, বি,

"স্বাধ্যায়"শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু—যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলিদেব "তপঃ," "স্বাধ্যায়" ও "ঈশ্বরপ্রণিধান" এই তিনটীকে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন ("তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি-ক্রিয়া যোগঃ।"—পাং দং ২।১) "নিয়ম" নামক দ্বিতীয় যোগাঙ্গের স্বরূপ বর্ণন কালেও শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটীর উল্লেখ করিয়াছেন ("শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"—পাং দং ২।৩২)। "স্বাধ্যায়"শব্দের অর্থ হইতে ইহাকে যে নিমিত্ত "ক্রিয়াযোগ" ও "নিয়ম" বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় সন্দেহ নাই।

বক্তা—"স্বাধ্যায়" অব্দের অর্থ কি, এবং "ক্রিয়াযোগ" ও "নিয়ম" কাহাকে বলে, তাহা স্মরণ করিলেই, "স্বাধ্যায়" শব্দের অর্থ হইতে, ইহাকে যে নিমিত্ত ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় কিনা, তুমি তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিবে। ক্রিয়াযোগ ও যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের তত্ত্ব চিন্তা করিবার সময়ে তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিনটীকে যে নিমিত্ত "ক্রিয়াযোগ" ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, তাহা যথাজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা করিব, অধুনা "স্বাধ্যায়" শব্দের অর্থ কি তাহা স্মরণ কর।

জিজ্ঞাসু—"সু" ও "অধি" উপসর্গ পূর্ব্বক অধ্যয়নার্থক "ইঙ্" ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিয়া, "স্বাধ্যায়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সু" = অতীব আবৃত্তি

পূর্ব্বক অধ্যয়ন, অর্থ ভাবনাপূর্ব্বক জপ, "স্বাধ্যায়" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই অর্থ অবগত হওয়া যায়। যোগসূত্রের ভাষ্যে "স্বাধ্যায়" শব্দের মোক্ষশাস্ত্রের (মোক্ষোপযোগিজ্ঞানপ্রদ উপনিষদাদির) অধ্যয়ন, অথবা প্রণবের জপ ("স্বাধ্যায়ঃ = মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপোবা"—যোগসূত্রভাষ্য) এই দ্বিবিধ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

বক্তা—বেদে ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহে "স্বাধ্যায়" শব্দের, "বেদ", প্রণবাদি মন্ত্র জপ, বেদাধ্যয়ন (গ্রহণাধ্যয়ন ও গৃহীত বেদের প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞরূপে অধ্যয়ন), মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এ স্থলে "স্বাধ্যায়" শব্দ বেদাধ্যয়ন এই অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তস্মাৎস্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"—এই শ্রুতির অর্থ হইতেছে, যখন স্বাধ্যায়—যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে সুকৃতমার্গ—(যথার্থ কল্যাণপ্রদ পুণ্যপথ) কি, তাহা জানা যায় না, তখন স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়ন, গ্রহণাধ্যয়ন, ও ব্রহ্মযজ্ঞ ভেদে দ্বিবিধ। গুরু সকাশ হইতে বেদগ্রহণকালে যে বেদাধ্যয়ন হয়, তাহার নাম গ্রহণাধ্যয়ন এবং গৃহীত বেদের প্রতিদিন যে আবৃত্তি করা হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মযজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে। * শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, 'বিত্তপূর্ণা এই পৃথিবী দান করিলে, যে লোক প্রাপ্তি হয়, যে বিদ্বান্ অহরহঃ যথাবিধি স্বাধ্যায় করেন, তিনি তাহা হইতে ত্রিগুণ অধিক সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা তিনি অক্ষয্য—ক্ষয় রহিত স্বর্গ-লোকের অধিকারী হ'ন। স্বাধ্যায়ই "ব্রহ্মযজ্ঞ" (অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। * * * ইমাং পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদঁল্লোকং জয়তি ত্রিস্তাবন্তং জয়তি ভূয়াংসং বা ক্ষয্যং য এবং বিদ্বান—হরহঃ স্বাধ্যায় মধীতে।"—শতপথব্রাহ্মণ)। শতপথ ব্রাহ্মণ বাকোবাক্যতর্কশাস্ত্র (ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বাকোবাক্যের তর্কশাস্ত্র এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—'বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রম্'—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য), ইতিহাস, পুরাণ ইহাদের অধ্যয়নকেও 'স্বাধ্যায়' বলিয়াছেন ("য এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যমিতিহাস পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে"—শতপথব্রাহ্মণ)। শতপথব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বাধ্যায়ের বিশেষ

* "যস্মাৎ স্বাধ্যায় ব্যতিরেকেণ সুকৃতমার্গো ন জ্ঞায়তে তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ, গ্রহণাধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নং চ কর্ত্তব্যম্।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য)।

প্রশংসা আছে, পরে তাহা জানাইতেছি। অমরকোষে "স্বাধ্যায়" ও "জপ" এই শব্দদ্বয় বেদাধ্যয়নের বাচকরূপে অভিহিত হইয়াছে ("স্বাধ্যায়ঃ স্যাজ্জপঃ"—অমরকোষ, "দ্বে বেদাধ্যয়নস্য"—অমরকোষের ভানুজিদীক্ষিতকৃত টীকা)। শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ 'স্বাধ্যায়' বুঝাইতে 'জপ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, বেদোক্তমার্গে মন্ত্রাভ্যাসের নাম জপ, কল্পসূত্রে, বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণে ও ইতিহাসে যে বৃত্তি—কল্পসূত্রাদির অর্থাববোধ পূর্ব্বক যে অধ্যয়ন, তাহা "জপ" শব্দের ব্যাপক অর্থ। * যোগিযাজ্ঞবল্ক্য "জপ" শব্দের শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—'বেদবহির্ভূত আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট মন্ত্র অথবা বিধিক্রমে বেদ, সূত্র, ইতিহাস বা পুরাণাদি অভ্যাস করাকে জপ বলে (গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ। বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসোজপঃ স্মৃতঃ॥ অধীত্য বেদং সূত্রং বা পুরাণং সেতিহাসকং। এতেষভ্যসনং তস্য অভ্যাসেন জপঃ স্মৃতঃ।"—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত যোগশাস্ত্র। শ্রীসদাশিবেন্দ্র সরস্বতী স্বপ্রণীত যোগসুধাকর নামক যোগসূত্র বৃত্তিতে বলিয়াছেন, 'গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র সমূহের অধ্যয়ন স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ।' মন্ত্র, বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক মন্ত্র আবার প্রগীত (যাহা গীত হয়) ও অপ্রগীত ভেদে দ্বিবিধ। তান্ত্রিক মন্ত্র স্ত্রী-পুং-নপুংসক ভেদে ত্রিবিধ ("স্বাধ্যায়ো গায়ত্রী প্রভৃতীনাংমন্ত্রাণামধ্যয়নম্। তে চ মন্ত্রা দ্বিবিধা বৈদিকাস্তান্ত্রিকাশ্চ। বৈদিকঃ প্রগীতাপ্রগীত ভেদেন দ্বিবিধাঃ। তান্ত্রিকাঃ স্ত্রী পুং নপুংসক ভেদেন ত্রিবিধাঃ।"—যোগসুধাকর)। কূর্ম্মপুরাণের ঈশ্বর গীতাতে তপঃ স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর পূজন সমাসতঃ যোগসিদ্ধি প্রদ, এই পাঁচটীকে "নিয়ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঈশ্বর গীতাতে "স্বাধ্যায়" শব্দের পুরুষের সত্ত্ব সিদ্ধিকর বেদান্ত, শতরুদ্রীয় প্রভৃতির অধ্যয়ন এবং প্রণবাদি মন্ত্র সমূহের জপ এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে ("বেদান্ত শতরুদ্রীয় প্রণবাদি জপম্বুধাঃ। সত্ত্বসিদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে॥"—ঈশ্বরগীতা)। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে যম ও নিয়মের অন্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় এই কয়েকটী ধর্ম্ম নিরন্তর অবলম্বন করা,

* "বেদোক্তেনৈবমার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপস্মৃতঃ। কল্পসূত্রে তথা বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণেচ। ইতিহাসে চ বৃত্তির্যা স জপ প্রোচ্যতে ময়া।"—শ্রীজাবাল দর্শনোপনিষৎ।

বিষয় বাসনা পরিহার করা, এবং মনকে ব্রহ্মপ্রবণতার উপযুক্ত করা, যোগীর কর্ত্তব্য। বেদ্যাধ্যয়ন, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, এই সমুদায় অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যোগী মনকে পরব্রহ্মে আসক্ত করিবেন। এই আমি তোমার নিকট পাঁচ প্রকার যমও পাঁচ প্রকার নিয়ম কীর্ত্তন করিলাম। * বিষ্ণুপুরাণ "স্বাধ্যায়" শব্দের "বেদাধ্যয়ন" এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রুদ্র যামলতন্ত্রে তপঃ সন্তোষ, মনঃ স্থির, আস্তিক্য, জপ ইত্যাদি চতুর্দ্দশ প্রকার নিয়মের বর্ণন আছে। রুদ্র যামলোক্ত ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অতিসূক্ষ্মগ বা বাচিক, উপাংশু ও মানস এই ত্রিবিধ জপই স্বাধ্যায় পদবোধ্য অর্থ। † ঈশ্বরগীতাতে স্বাধ্যায়ের বাচিক, উপাংশু ও মানস এই ত্রিবিধভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ("যঃ শব্দবোধজননঃ পরেষাং শৃণ্বতাং স্ফুটম্। স্বাধ্যায়ো বাচিকঃ প্রোক্ত উপাংশোরথ লক্ষণম্॥"—ঈশ্বরগীতা)। বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবে উক্ত হইয়াছে, জপ বাহ্য বা স্থূল ও আন্তর বা সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ। বৈখরী বর্ণানুপূর্ব্বী বিশেষের উচ্চারণ রূপ জপ, বিশুদ্ধ জপ নহে, এই প্রকার জপ অখিল মন্ত্রের সিদ্ধিকারক হয়না, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব বিষয়ামুখী প্রবৃত্তিকে সংযত—নিরুদ্ধ করিয়া যে আন্তর নাদের উচ্চারণ, তাহাই সূক্ষ্ম জপ। এই সূক্ষ্ম জপের অভ্যাস, যুগপৎ সর্ব্বমন্ত্রের সিদ্ধিজনক। § এই অতীব গম্ভীরার্থক উপদেশের মর্ম্ম যথাস্থানে, যথাশক্তি উদ্ঘাটিত হইবে।

---

* "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাংচ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনোনয়ন্॥
স্বাধ্যায় শৌচসন্তোষ তপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ॥
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতা।"—বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠোংশ ৭ম অধ্যায়।

† "তপশ্চ সন্তোষ মনঃ স্থিরং সদা আস্তিক্যমেবং দ্বিজদেবপূজনম্।
নিতান্তদেবার্চনমেব ভক্ত্যা সিদ্ধান্তশুদ্ধশ্রবণঞ্চ হ্রীর্মতিঃ॥"—
রুদ্রযামল-উত্তরতন্ত্র ২৫শ পটল।

"জপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্যক্তাব্যক্তাতিসূক্ষ্মগম্।
ব্যক্তং বাচিকমুপাংশু হ্যব্যক্তং সূক্ষ্মং মানসম্॥"—রুদ্রযামল-উত্তরতন্ত্র ২৬শ পটল।

§ অথ সূক্ষ্মজপমাহ—
সংযতেন্দ্রিয়সংচারং প্রোচ্চরেন্নাদমান্তরম্।
এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন চ বাহ্যজপো জপঃ॥"—শ্রীবামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবঃ—

"স্বাধ্যায়" শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিব ?

এই প্রশ্নের উত্তর।

জিজ্ঞাসু—"স্বাধ্যায়" শব্দের বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, "বেদ," "বেদাধ্যয়ন," "ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস—পুরাণাদির অধ্যয়ন," মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং 'প্রণবাদি মন্ত্র জপ," "স্বাধ্যায়" শব্দের এত প্রকার অর্থ অবগত হইয়াছি, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পাতঞ্জল দর্শনে যে স্বাধ্যায়কে ক্রিয়া যোগ ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, সেই স্বাধ্যায় শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিব ? "বেদাধ্যয়ন" এই অর্থ গ্রহণ করিব ? অথবা মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন কিম্বা প্রণবাদি মন্ত্র জপ এই অর্থ গ্রহণ করিব ?

বক্তা—'অহরহঃ স্বাধ্যায় অধ্যয়নকরিবে' ("অহরহঃ স্বাধ্যায় মধীয়ীত"), এই স্থলে যে স্বাধ্যায় শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, মীমাংসকগণ তাহার, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন এই অর্থ গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মতে 'স্বাধ্যায় শব্দ, এস্থলে বেদাধ্যয়নের বাচক। "সু—অধ্যায়"—উত্তম অধ্যয়ন, অর্থাৎ যাহার অধ্যয়নে ঐহিক—পারলৌকিক সুখসাধন হইয়া থাকে, তাহার অধ্যয়নই, "স্বাধ্যায়" শব্দের মুখ্য অর্থ। বেদ সর্ব্ববিদ্যার নিধান, অতএব স্বাধ্যায়-শব্দের ঐহিক-পারত্রিক সুখ সাধন বেদাধ্যয়ন এই অর্থই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। নিবৃত্তি নিরতের—নিবৃত্তিমার্গের পথিকের মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন, প্রণবাদি মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ বা ধ্যান (মানস জপ ও ধ্যান সমান পদার্থ), ইহারাই "স্বাধ্যায়," এবং প্রবৃত্তি মার্গের পথিকের বেদাধ্যয়নই "স্বাধ্যায়"।

জিজ্ঞাসু—"বেদ" যদি সর্ব্ববিদ্যার আকর হন, তাহা হইলে, বেদাধ্যয়ন করিলে কি মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন হয় না ? প্রণবাদি মন্ত্রের জপ হয় না ?

উপনিষদ বুঝাইতেও 'বেদ শব্দের,' ব্যবহার দৃষ্টি হয়।

বক্তা—শব্দের অপূর্ণ অর্থজ্ঞানই, অজ্ঞানের প্রসূতি, বিবিধ সংশয় উৎপত্তির হেতু। "বেদ" শব্দের শ্রুতি ও শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, সেই সেই অর্থের সম্যগ্ জ্ঞানের অভাববশতঃ বহুপ্রকার সংশয় উদিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন," অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন ! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয় (যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় সম্বন্ধীয়, তাহা ত্রৈগুণ্য। ত্রৈগুণ্য—ত্রিগুণময় সংসার বা পুণ্য-পাপ—

ব্যামিশ্র কর্ম্ম হইয়াছে, বিষয় যাহার, তাহা ত্রৈগুণ্য বিষয়), তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও—নিষ্কাম হও, প্রবৃত্তি মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গকে আশ্রয় কর, নিষ্কাম না হইলে নিবৃত্তিমার্গকে আশ্রয় না করিলে, মুক্তিলাভ হয় না, অতএব যদি তোমার মুক্তি লাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে নিষ্কাম হইতেই হইবে। মুণ্ডকোপনিষদেও ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ. সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ইহাদিগকে "অপরাবিদ্যা" এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাকে "পরাবিদ্যা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বেদকে ত্রৈগুণ্য বিষয় বলিয়াছেন, মুণ্ডক উপনিষদেও বেদ ও বেদাঙ্গ সকল "অপরাবিদ্যা" এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে এই নিমিত্ত বহু ব্যক্তির বেদের প্রতি আদর কম হইয়াছে, হইতেছে। দুঃখের বিষয় "বেদ" শব্দ যে গীতাও কঠোপনিষদে উপনিষদের বাচকরূপেও প্রযুক্ত হইয়াছে, যাঁহারা গীতা, মুণ্ডকোপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ করিয়া বেদের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, হইতেছেন, তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করেন না, উপনিষৎ যে বেদেরই অঙ্গ, বেদেরই শিরোভাগ, তাহা তাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় বিশ্বাস করিতে পারেন না। 'সকল বেদ যাহাকে একবাক্যে প্রাপ্তব্য পরমপদ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তপস্বীরা যে পদ পাইবার নিমিত্ত তপশ্চরণ করেন, ব্রহ্মচারী যে পদ পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সংক্ষেপে বলিতেছি তাহা প্রণব—অর্থাৎ তাহা প্রণববেদ্য পরমাত্মা ("সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"—কঠোপনিষৎ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এই কঠোপনিষদ্বচনই অবিকল উক্ত হইয়াছে, যথা "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥"—গীতা ৮।১১। মুণ্ডকোনিষৎ যে উদ্দেশ্যে ষড়ঙ্গ বেদকে "অপরা বিদ্যা" বলিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে নিমিত্ত বেদকে ত্রৈগুণ্য-বিষয় বলিয়াছেন, ইদানীং অনেকে তাহা চিন্তা করেন না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'পরাবিদ্যা দ্বারা উপনিষদ্বেদ্য, পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বৈখরী শব্দ দ্বারা অধিগম্য নহে, পরব্রহ্ম জ্ঞান বৈখরী শব্দ রাশি দ্বারা লাভ করা যায় না, বহু শব্দজ্ঞ হইলেও, ব্রহ্মবিদ্ গুরু কৃপা না হইলে, বৈরাগ্য রূপ অনল দ্বারা হৃদয়ের কামনা গ্রন্থি ভস্মীভূত না হইলে, সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম (বিগতস্পৃহ) না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয় না। "বেদ"

শব্দ সাধারণতঃ শব্দরাশি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডক শ্রুতি এই নিমিত্ত "পরাবিদ্যা" এই পদ দ্বারা বেদ (শব্দ বেদ্য বিষয় বিজ্ঞান) হইতে উপনিষদ্বেদ্য অক্ষর পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানকে পৃথক করিয়াছেন, উপনিষৎ ঋগাদি বেদ-বাহ্য পদার্থ নহে। তিলে যেরূপ তৈল বিদ্যমান থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন ("তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।"—মুক্তিকোপনিষৎ)। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড বেদে এই কাণ্ডত্রয়ের উপদেশ আছে। কর্ম্মকাণ্ড ও উপসনাকাণ্ড সাধন (Means), জ্ঞানকাণ্ড সাধ্য (End)। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হইলে, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, উপাসনার অধিকার নাই, এই জন্য বেদকে "ত্রৈগুণ্যবিষয়" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে, ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া অনিষ্ট প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে অক্ষর পরম ব্যোমে (বিবিধ শব্দ জাত যাহাতে ওত-প্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অকার, উকার ও মকার লক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলেও, যাহা অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরমব্যোম) বেদস্তুত অখিল দেবতা অধিনিষণ্ণ আছেন, সেই পরমব্যোমকে যে অবগত হইতে পারে না, যথাবিধি সাধনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করে না, ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা সে কি করিবে? এতদ্বারা তাহার কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যে ভাগ্যবান্ ঋগ্বাদি বেদ প্রতিপাদ্য নিত্যশব্দময় পরমব্যোম বা প্রণব বেদ্য পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনি প্রণব বিগ্রহ-পরমাত্মাতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক শান্তশিখ অনলের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন, আত্যন্তিক মোক্ষলাভ করেন ("ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ। যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২১, অথর্ব্ববেদসংহিতা ৯।১০।১৮)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে ভাষ্যকার উদ্ধৃত ঋকের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছেন, 'সমস্ত বেদমন্ত্র প্রণবাশ্রিত, প্রণব হইতেই অখিল মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কেবল বেদমন্ত্র সমূহ প্রণবে সমাশ্রিত নহে, মন্ত্রস্তুত নিখিল দেবতাই, অক্ষর পরমব্যোম বা প্রণবে অধিষ্ঠিত আছেন, প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের মূল, প্রণব প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিখিল বেদস্তুত দেবতার স্বরূপ। পরমাত্মাই যে অগ্নি প্রভৃতি নাম দ্বারা স্তুত হইয়াছেন, এই পরম সত্য জানাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত মন্ত্রটীতে সর্ব্বদেবতার প্রণবে পর্য্যবসান উক্ত হইয়াছে। * স্বাধ্যায় শব্দের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, এইরূপ বোধ হইলেও, বস্তুতঃ ইহার পরস্পর ভিন্ন বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হয় নাই। "বেদ" ত্রিগুণময়

---

* "ন কেবলমৃচ এব তস্মিন্ প্রণবে সমাশ্রিতাঃ কিন্তু বিশ্বে সর্ব্বে দেবা অপি যস্মিন্ প্রণবাক্ষরেঽধিনিষেদুঃ, অধিকত্বেননিষণ্ণা। অতএবোত্তরতাপনীয়ে দেবানাং পরমাত্মধ্যানার্থং প্রণবপর্য্যবসানমুক্তম্"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

সংসার, বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়, আবার বেদই ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের স্বরূপ, বেদই নিস্ত্রৈগুণ্য, বেদই অপরাবিদ্যা এবং বেদই পরাবিদ্যা। বেদাধ্যয়ন এবং প্রণব জপ যে ভিন্ন প্রযত্ন নহে, বেদাধ্যয়ন এবং মোক্ষশাস্ত্র—উপনিষৎ প্রভৃতির অধ্যয়ন যে বস্তুতঃ পৃথক্ ক্রিয়া নহে, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তাহা বিশদভাবে উপলব্ধি হইবে। যিনি বেদের যে রূপ দেখিবার অধিকারী, তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদের সেইরূপই দেখিবেন, যাদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, যিনি বেদাধ্যয়ন করিবেন. বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার তাদৃশ প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে। বেদের প্রত্যেক মন্ত্র প্রণবে অধিষ্ঠিত, বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের প্রণব প্রতিপাদ্য পরমাত্মাই বাচ্য, বেদস্তুত প্রত্যেক দেবতার প্রণব প্রতিপাদ্য পরমাত্মাই স্বরূপ, যিনি এবম্প্রকার প্রতিভাবিশিষ্ট, "স্বাধ্যায়" শব্দের, বেদাধ্যয়ন, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন. ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির অধ্যয়ন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্নার্থকরূপে প্রতীয়মান এই প্রকার বহু অর্থ শ্রবণ করিলে. তিনি হতবুদ্ধি হইবেন না। "স্বাধ্যায়" শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিব, তোমার এই প্রশ্নের যথাপ্রয়োজন উত্তর প্রদত্ত হইল।

জিজ্ঞাসু—আমি আশাতীত লাভবান্ হইলাম।

বক্তা—যাহা শ্রবণ করিলে, যথাবিধি মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা পূর্ণভাবে তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা কর। অখিল মন্ত্র প্রণবাশ্রিত, প্রণব হইতে বেদের এবং অন্যান্য শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়, সর্ব্ব দেবতা বস্তুতঃ প্রণব প্রতিপাদ্য পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহা হইতে অভিন্ন, এই সকল কথা শ্রবণ করিলেই কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। "প্রণব" কি, প্রণব হইতে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের কিরূপে আবির্ভাব হয়, যথার্থ ভাবে তাহা অনুভব করিবার নিমিত্ত চেষ্টা কর্ত্তব্য। অধুনা বেদে স্বাধ্যায়ের যে রূপ প্রশংসা আছে, তাহা শ্রবণ কর। স্বাধ্যায় দ্বারা কি উপকার হইতে পারে, "স্বাধ্যায়" দ্বারা কিরূপ ফল নিষ্পত্তি হয়, পতঞ্জলিদেব কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিয়াছেন। পতঞ্জলিদেব স্বাধ্যায়কারীর যে লাভ হইবার কথা বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বারা তাদৃশ লাভ হইবার যুক্তি কি, যথাসম্ভব তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যথাবিধি স্বাধ্যায় করিলে, তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হয় কি না, বিধি পূর্ব্বক স্বাধ্যায় করিয়া, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। বেদ ও অন্যান্য বেদমূলক শাস্ত্র হইতে তোমাকে এখন স্বাধ্যায়ের প্রশংসা শ্রবণ করাইব। স্বাধ্যায়ের প্রশংসা শ্রবণ যে অনর্থক নহে, তাহা তুমি স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই।

স্বাধ্যায়ের প্রশংসা।

জিজ্ঞাসু—প্রশংসা ও নিন্দার যে কার্য্যকারিতা আছে, ইহারা যে সর্ব্বত্র অনর্থক নহে, তাহা আমি একটু বুঝিতে পারি। কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তিত করিতে হইলে, তৎকর্ম্ম দ্বারা কি ফল সিদ্ধি হয়, পূর্ব্বে তাহাকে তাহা জ্ঞাপন করার আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই। কোন কর্ম্মের প্রশংসা শ্রবণ করিলে, লোকের তৎকর্ম্মে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, কর্ম্মের ফলশ্রবণ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে কর্ম্ম করা উচিত নহে, যে কর্ম্ম অনিষ্ট ফল প্রসব করে, তত্তৎকর্ম্মের নিন্দাও নিরর্থক নহে. অনিষ্টফলপ্রদ কর্ম্ম সমূহ হইতে নিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিন্দার আবশ্যকতা আছে। চিকিৎসক যে ঔষধ দ্বারা, যে রোগের প্রতীকার করিতে সমর্থ হ'ন, সেই ঔষধের প্রশংসা করেন, অহিতকর বস্তুর নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব সত্যভাষণ দ্বারা অন্যের উপকার করিতে হইলে, প্রশংসা বা স্তুতি ও নিন্দার প্রয়োজন হইয়া থাকে। "স্বাধ্যায়" ক্রিয়াযোগ বিশেষ, ইহা নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্ভূত। প্রমাদবশতঃ অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান পুরুষকে যাহা নিবারণ করে, অপিচ যাহা শুভ বা ইষ্ট কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে "ব্রত," বলে। বেদে "ব্রত" শব্দ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যোগশাস্ত্রে "ক্রিয়াযোগ" যে তদর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়াছি। অতএব "স্বাধ্যায়" করিলে, কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বাধ্যায় না করিলে কি অনিষ্ট হইয়া থাকে, স্বাধ্যায়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত তাহা জানান অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়ের প্রশংসা অনর্থক নহে।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে তদ্দ্বারা অর্থবাদের স্বরূপের একটু আভাস দেওয়া হইল। কোন অর্থ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া যাহা উক্ত হয়, তাহাকে অর্থবাদ বাক্য বলে। অর্থবাদ স্তুতি (প্রশংসা)—অর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ("প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতর পরং বাক্যমর্থবাদঃ।"—লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থ সংগ্রহ)। অর্থবাদ প্রধানতঃ প্রশংসার্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ ভেদে দ্বিবিধ কেন, তাহা তুমি স্বয়ংই বলিয়াছ।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, স্বাধ্যায় ও প্রবচন (বেদগ্রহণার্থ যে বেদাধ্যয়ন, তাহা স্বাধ্যায় এবং গৃহীত বেদের প্রতিদিন প্রকৃষ্টভাবে ব্রহ্মযজ্ঞরূপ বচন প্রবচন) অতিমাত্র হিতকর, সুখজনক বলিয়া প্রিয় পদার্থ। যিনি যথাবিধি, নিয়ম পূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করেন, তিনি যুক্তমনা—একাগ্রচিত্ত—যোগযুক্ত হৃদয় হন,

তিনি অপরাধীন হন, স্বতন্ত্র হ'ন (যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি অকামহত, তিনি বস্তুতঃ আত্মবশ—তিনিই প্রকৃত স্বাধীন)। যিনি স্বাধ্যায় ও প্রবচন করেন তাঁহার সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তিনি সুখে নিদ্রা যান, তিনি আত্মার পরম চিকিৎসক হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ রোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হ'ন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযম হয়, তাঁহার একারামতা (এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই হইয়াছেন একমাত্র রমণীয়—আরাম স্থল যাঁহার তিনি একারাম, একারামের ভাব=একারামতা) হইয়া থাকে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে তিনি প্রাণারাম বলিয়া মনে করেন না, পরমাত্মাই তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়, যশো বৃদ্ধি হয়। *

ক্রমশঃ

প্রেমের দায়ে।

"আজ কয়েকদিন এমন ছট্‌ফট্ করিতেছ কেন, প্রাণ?"

"আর ভাল লাগে না!"

"কি ভাল লাগে না?"

"তোমার সঙ্গ।"

"আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না? কেন ভাল লাগে না, প্রাণ?"

"ভাল আর লাগিবে কি-সে?"

"সে কি? তোমার সুখের জন্য আমি এত করিতেছি তবুও আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না?"

---

* "অথাতঃ স্বাধ্যায় প্রশংসা। প্রিয়ে স্বাধ্যায় প্রবচনে ভবতো যুক্তমনা ভবত্য পরাধীনাঽহরহরর্থান্তসাধয়তে সুখং স্বপিতি পরমাচিকিৎসক আত্মনো ভবতীন্দ্রিয় সংযমশ্চৈকারামতা চ প্রজ্ঞাবৃদ্ধির্যশো" * * * —শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৩।৮।৭

"সত্যই বলিতেছি তোমায় ত্যাগ করিয়া পলাইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি।"

"তোমাকে সুখে রাখিব বলিয়া এত করিলাম তবুও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না,—এ' আমার দগ্ধ অদৃষ্ট!"

"আমার সুখের জন্য তুমি কি করিয়াছ?"

"তোমার সুখের জন্য কি করিয়াছি? কেন? তুমি কি তাহা জান না?"

"তুমিই ব'ল না কি করিয়াছ? শুনি।"

"সকল কথা ত মুখে আনিতে নাই?"

"কেন?"

"প্রণয়ের রীতি। তুমি ত প্রেমের সকল মানাই অবগত আছ।"

"তা' হ'ক,—দু' একটি ব'ল।"

"নিতান্তই ছাড়িবে না?"

"না, ছাড়িব না।"

"তবে শোন।"

"ব'ল।"

"মনে পড়ে তোমার সেই দিন যেদিন তোমায় আমি প্রথম দেখি?"

"খুব পড়ে! তখন তোমার কৈশোর—কি রূপ, গুণ!"

"থাক্ সে রূপ গুণের কথা!"

"থাকিবেই বা কেন? তোমার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাবিতাম, এত রূপ যাহার সে যদি আমায় ভালবাসিত। তোমার গুণে আমি বিমোহিত হইয়াছিলাম। ভাবিতাম, এত গুণ যাহার সে যদি আমার গুণ বুঝিতে পারে!"

"——————"

"চুপ করিয়া রহিলে যে?"

"অনেক কালের কথা তুলিয়াছ, তাই চুপ করিয়া ভাবিতেছি।"

"কি ভাবিতেছ?"

"ভাবিতেছি,—তখন কত সাহস, কত বীর্য্য, কত আশা কত উন্মাদনা!"

"সত্যই তখন তোমার অসীম সাহস, অদম্য শক্তি,—বুঝি, পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিতে।"

"——————"

"আবার কি ভাবিতেছ?"

"ভাবিতেছি, সেই দিন হইতে তোমায় ভালবাসিয়া তোমাকে সুখে রাখিবার জন্য তদবধি কত প্রয়াস আমি নিরবধি করিতেছি।"

"আমাকে সুখে রাখিবে বলিয়া তুমি তোমার কোন্ সুখ ত্যাগ করিয়াছ?"

"জানি না তোমার আজ কোন্ ভাব জাগিয়াছে,—তবে দেখিতেছি যে কথা আমার মুখে আসিতেছে না সেই কথা বলাইবার জন্য তুমি আজি পীড়াপীড়ি করিতেছ।"

"হাঁ, আমি পীড়াপীড়িই করিতেছি। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তাহার উত্তর দাও। আমার মনে আজ কি ভাব জাগিয়াছে আমিও তাহা প্রকাশ করিব।"

"তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ তোমার সুখের জন্য আমি আমার কোন্ সুখ ত্যাগ করিয়াছি?"

"হাঁ, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"কি আর বলিব? এই ধর,—এ' কালে লোকে যাহাকে সাংসারিক উন্নতি বলেন তোমার সুখের জন্য আমি তাহা ত্যাগ করি নাই কি?"

"হাঁ, আমার সুখের জন্য সাধারণের ন্যায় অর্থান্বেষণ তুমি ত্যাগ করিয়াছ।"

"মাত্র অর্থের অন্বেষণ কেন? মান, যশঃ—যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগীও ব্যাকুল?"

"না, তাহার জন্য ও তুমি আমাকে ব্যস্ত ক'র নাই।"

"তোমার প্রেমের দায়ে আমার অর্থ, লাজ, মান অবসান; তবুও তোমাকে ত্যাগ করি নাই।"

"গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিলে অর্থ তুমি প্রচুর লাভ করিতে পারিতে। চেষ্টা করিলে মান যশঃ ও যথেষ্ট অর্জ্জন করিতে পারিতে। কিন্তু আমার সুখের জন্য তুমি সে সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়াছ,—ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা।"

"তবু তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না।"

"না, তবুও আমি শান্ত হইতে পারিতেছি না।"

"শুধু কি তাহাই! আর কিছু কি ত্যাগ করি নাই?"

"আর কি ত্যাগ করিয়াছ?"

"কি আর বলিব! এ' সকল বলিতে ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না এমন কাজ ত আজিও অনেক করিতে হইতেছে।"

"সে আমার মন্দ ভাগ্য !"

"মন্দ ভাগ্যই হউক আর যাহাই হউক, করিতে ত হইতেছে।"

"তা, হইতেছে।"

"তবে এ কথাটিও না হয় বলিয়া ফেল।"

"বলিব ?"

"বল।"

"ঐ যাহাতে মুনির মন টলে,—তোমার জন্য তাহা হইতে মন বাঁধিবার জন্য কষ্ট করি নাই কি ?"

"হাঁ, খুব কষ্ট করিতেছ। এই বর্ত্তমান সমাজের বহু প্রকার, তীব্র আকর্ষণের মাঝে বসিয়া বিপুল প্রয়াসে মন বাঁধিতেছ।"

"তোমার সুখের লাগিয়া এত করিতেছি তবু তুমি বলিতেছ আমার সঙ্গ আর তোমার ভাল লাগিতেছে না।"

"সত্যই বলিতেছি, তুমি এত করিতেছ তবুও আমি অসুখে ছট্‌ফট্‌ করিতেছি।"

"আমি আর কি করিলে তুমি সুস্থ হও, প্রাণ ?"

"তা' ত তুমি জান।"

"জানি বলিয়াই ত এই বসন্ত—প্রদোষে তোমাকে এই নবীন—নধর—পল্লব পরিশোভিত দেবদারুকুঞ্জে আনিয়াছি। অদূরে, চূত-মুকুল মাঝে পত্রাবৃত কলেবরে বসন্ত-সখা তাহার মধুময় কণ্ঠে বসন্ত-সঙ্গীত গাহিতেছে। পত্রাবলী ঈষৎ বিধূনিত করিয়া বসন্তানিল বহিতেছে। মুকুলসৌরভ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে। কেহ কোথাও নাই,—সর্ব্বত্র নীরব, নিস্তব্ধ। শুধু ঊর্দ্ধে, অনন্ত গগনের নীলিমা মাঝে দু'ই একটি তারকা কেমন উজ্জ্বল মুখে অকস্মাৎ দেখা দিতেছে। তোমাকে সুখী করিব বলিয়াই ত লোকালয়ের মধুর নৃত্য গীতের সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া এই বিজন স্থানে তোমাকে এক্ষণে আনিয়াছি। আর এই মনোহর স্থানের শোভা সম্পদ মাঝে আসিয়া তুমি কি না ছট্‌ফট্‌ করিতেছ !"

"সত্যই তুমি আমাকে অতুল সৌন্দর্য্য মাঝে লইয়া আসিয়াছ। কিন্তু সত্যই বলিতেছি এই সৌন্দর্য্য সম্ভার মাঝে আসিয়া আমার অশান্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

"সৌন্দর্য্য রাশি মাঝে আসিয়া তোমার অশান্তি দ্বিগুণ বাড়িল ?"

"সত্যই দ্বিগুণ বাড়িল।"

"আমার দু'র দৃষ্ট বশতঃ বুঝি এমন অঘটন ঘটিতেছে।"

"কেন এমন অঘটন ঘটিতেছে শুনিতে চাহ?"

"চাহি বৈ কি? আমাকে যে তুমি দাসানুদাস করিয়া ফেলিয়াছ। আমি যে তোমার সুখের জন্য পাগল হইয়াছি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও আমি যে তোমাকে ছাড়িতে পারি না।" ব'ল,—কেন তুমি ছট্ফট্ করিতেছ? তোমার জ্বালার কারণ জানিয়া আবার তাহা দূর করিবার প্রয়াস করি। তোমার সুখের চেষ্টায় প্রাণপাত করাই বুঝি আবার এ'বারের নিয়তি।"

"এই সৌন্দর্য্য সম্ভার মাঝে আসিয়া আমি ছট্ফট্ করিতেছি কেন তাহা বলিতেছি, শোন।"

"ব'ল। দাস তোমার চির-অবহিতই আছে।"

"রূপের রাজ্যে তুমি আমাকে এই প্রথম আন নাই।"

"না।"

"বহুবার বহু রূপের রাজ্যে তুমি আমাকে বক্ষে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়াছ।"

"তবু ভাল যে তোমার তা' মনে আছে!"

"তুমি আমাকে কি মনে কর?"

"কি আর মনে করিব!"

"তুমি ভাব কি তোমার আদর আমি বুঝিতে পারি না?"

"আমার আবার আদর!"

"সত্য না কি! এত অভিমান!!"

"মান ভাঙ্গিবার আমার কে আছে যে আমি অভিমান করিব!"

"আজ যে দুর্জ্জয় অভিমান দেখিতেছি!"

"বোধ হয় আজ আবার হতমান হইব বলিয়া!"

"দেখ, তোমার এই মান—অভিমান দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়।"

"তা' হইবে বৈ কি? তা' না হইলে আর ভালবাসা কি?"— কাহার ও সর্ব্বনাশ কাহার ও বা পৌষ মাস!"

"আচ্ছা, সে সর্ব্বনাশ—পৌষ মাসের কথা আর একদিন হইবে। আজ যাহা বলিতেছি তাহাই বলি।"

"তুমি সুখী হইবে বলিয়া তোমাকে বক্ষে লইয়া কত রাজ্যেই না ফিরিয়াছি!"

"প্রথম প্রথম তোমার সঙ্গে যখন এই রূপরাজ্যে প্রবেশ করিতাম তখন আমার আনন্দ হইত।"

"তখন আনন্দ হইত?"

"হাঁ, হইত।"

"তবে এখন হয় না কেন?"

"এখন হয় না কেন?"

"তখন আনন্দ হইত আর এখন আনন্দ হয় না কেন তাহা বলিতেছি।"

"ব'ল। শুনি।"

"তখন যখন তুমি অকুতোভয়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন বনমাঝে একাকী প্রবেশ করিতে, আকুল আবেগে বৃক্ষদেহ আলিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে, তরুশাখা-বিলম্বিত কুসুমিত লতিকার কুসুমকে সপ্রণয়ে স্পর্শ করিয়া গভীর প্রেমের সহিত আলাপ করিতে করিতে বিশ্ব ভুলিয়া যাইতে তখন আমি বিপুল আনন্দ লাভ করিতাম। ভাবিতাম এত প্রেম যাহার সে বুঝি আমাকে শান্ত করিতে পারিবে। তুমি যে কোন কথা বলিতেছ না? আমি একাকীই বকিয়া মরিব না কি?

"আমি আর কি বলিব? কথা কহিবার মুখ ত আমার নাই, আমি—যে শত অপরাধে অপরাধী!"

"তা' হও তুমি শত অপরাধে অপরাধী, তবুও তুমি মধ্যে মধ্যে কথা ব'ল। তুমি কথা না বলিলে কথা বলিতে আমার ভাল লাগে না।"

"আচ্ছা, তোমার যাহা হুকুম তাহাই করিব,—মধ্যে মধ্যে কথা কহিব।"—

"'হুকুম' কি? ধরিয়া বাঁধিয়া প্রণয় না কি? আমার আগ্রহাতিশয্যে কথা বলিবে? তোমার নিজের ইচ্ছায় নহে?"

"দেখ প্রাণ, তোমায় আমি কত ভালবাসি তাহা তুমি জান। তোমার সহিত কথা বলিতে আমি কত ভালবাসি তাহাও তুমি অবগত আছ। সমগ্র জীবন কাহারও সহিত আলাপ করি নাই ইহা অপরে জানে আর না জানে তুমি জান। আজ এখন আর কথা বলাইবার জন্য পীড়ন করিও না। এখন আমাকে নীরবে শুনিতে দাও,—আমার কোন্ দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাও"

"তুমি জান তোমার মলিন মুখ আমার সহ্য হয় না। আমার কথা শুনিতে শুনিতে তোমার মুখ একেবারে আঁধার হইয়া গিয়াছে। আমি শীঘ্রই আমার কথা শেষ করিয়া ফেলিতেছি।"

"তাহাই হউক। সংক্ষেপে তোমার কথা শেষ কর। এই বিষাদ কাহিনী আর বিস্তৃত করিয়া কাজ নাই।"

"বলিতেছিলাম, তখন যখন তুমি রজনী মুখে বিশাল দেহ বন্যহস্তী উপেক্ষা করিয়া দুরারোহ পর্ব্বত শিখরে উঠিতে, পর্ব্বত চূড়ায় উপবিষ্ট হইয়া পশ্চিম গগনের অস্তগামী, লোহিত ভানু এবং পূর্ব্ব-গগনের নবোদিত, উজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারা বক্ষে ধরিয়া পরিদৃশ্যমান জগৎ বিস্মৃত হইতে তখন আমি পুলকিত হইতাম। ভাবিতাম, বিচিত্র বিশ্বের বৈচিত্র্যাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া যে বাজীকরের কন্যা এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে তুমি এই বৈচিত্র্যাবরণ ভেদ করিয়া সেই লীলাময়ীকে বাহিরে বাহির করিতে পারিবে। তুমি তাঁহার রক্তোৎপল যুগল চরণে হৃদয় পরিমল চর্চ্চিত জবাবিল্বদল অর্পণ করিতে পারিবে। তখন এই আশা ছিল তাই তোমার সহিত রূপরাজ্যে প্রবেশ করিয়া শান্ত হইতাম।"

"আর এখন ?"

"এখন ?"

"হাঁ।"

"এখন আমার সে আশা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে তাই এই রূপরাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমার যাতনা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।"

"দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় কেন ?"

"লোকালয়ে যখন তুমি দশ কাজে নিযুক্ত থাক তখন আমার বেদনা এক-প্রকার নিদ্রিত থাকে। কিন্তু লোকালয় ত্যাগ করিয়া যখন আবার এইরূপ রূপরাজ্যে প্রবেশ ক'র এইরূপের মাঝে রূপময়ী বাজীকর-কন্যার স্পর্শে আমার সুপ্ত ব্যথা জাগ্রত হইয়া উঠে এবং কাল সর্পের ন্যায় আমকে দংশন করিতে আরম্ভ করে, আমি তখন তাহার বিষের জ্বালায় এইরূপ ছটফট করি।"

"তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন ?"

"আশায় আশায় কত যুগ অতিবাহিত হইল তবুও আশা মিটিল না! হতাশ হইব না ?"

"বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু আমি কি আমার প্রয়াস শিথিল করিয়াছি? একাকী, অজ্ঞাত, দুর্গম পথে চলিয়াছি; সাহায্য করিবার কেহ নাই; চরণ কঙ্করে কাতর; দেহ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত; পলিত কেশ; গলিত দন্ত; জীর্ণ দেহ; শীর্ণ মন;—তবুও কি নিমিষের তরেও বিশ্রামের ইচ্ছা করিয়াছি ?"

"তুমি কি পারিবে ?"

"পারিবই পারিব।"

"কবে ?"

"জীবনে না হয় মরণে।"

"না, তাহা শুনিব না। 'মরণে হইবে'—এ' কথা কাজের কথা নহে। যাহা জীবনে হয় না, মরণে তাহা হয় না। এই জীবনেই বাজীকরের মেয়েকে দেখাইবে, ব'ল।"

"দেখাইব।"

"শপথ কর।"

"আমার শপথের মূল্য কি ?"

"খুব মূল্য।"

"কি রকম ?"

"তোমার শত অপরাধ আছে, কিন্তু এ পৃথিবীর কেহ বলিতে পারিবে না যে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা তুমি ক'র নাই।"

"সত্য বলিতেছ ?"

"সত্য বলিতেছি।"

"শপথ করিলাম।"

"দেখ ঐ সুনীল গগন কেমন উজ্জ্বল তারকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এস না, আমরা দু'জনে ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরে একটু ভ্রমণ করি।"

"চ'ল। যেথা যা'বে চ'ল,—আমি মাত্র তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য।"

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীসীতার অনুমতি প্রাপ্তি।

বিস্ময়, ভীতি, প্রীতি, ক্রোধ, যুক্তি, অনুনয় ও বিনয়—এত করিয়া তবে অনুমতি মিলিল। জগন্মাতার যুক্তি "ভবেয়ং কার্য্যসাধিনী" আমি তোমার কার্য্য সাধিকা হইব এ কথাও কিন্তু জগন্নাথের অবিদিত ছিলনা। তথাপি

লৌকিক ব্যবহারের সমস্তই করিতে হইল। ইহাই সংসার অভিনয়ের নিয়ম। আরও যাহা বাকী রহিল শ্রীভগবান্ এখন তাহাই করিলেন।

তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্।
উবাচ বচনং রাম পরিবিশ্বাসয়ং স্তদা।

জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া রাম সীতাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন দেবি! তোমার বিয়োগ দুঃখ দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গও আমার রুচিকর হইবে না। যেমন স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরের কোন প্রাণি হইতে ভয় নাই আমারও সেইরূপ কোন প্রাণি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই— বনে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবনা—এ কথা আমি মনেও ভাবি নাই। শুভাননে! আমি তোমাকে অরণ্যে রক্ষা করিতে শক্তিমান্ হইলেও বনবাসে তোমার রুচি কতটুকু তৎসম্বন্ধে তোমার সমগ্র অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে তোমায় সঙ্গে লইয়া যাই তাহাই দেখিতেছিলাম। ঠাকুর! সব জানিয়াও তুমি কি জীবের মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে চাও জীবের মনের ভাবটি কি? জীব আপনার মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝুক ইহাই তুমি বুঝি জীবকে অনুভব করাইয়া দিতে চাও। আহা! মনের কপটতা ছাড়িয়া জীব সরল হইয়া আপনার মনকে আপনি জানুক ইহাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। জীবের আত্মা যেমন জীবের প্রতি কখন অপ্রসন্ন হননা—শত দোষ করিলেও সর্ব্বদা জীবকে ক্ষমা করেন—কখনও ত্যাগ করেন না সেইরূপ তুমি করিয়া থাক; অথবা তাই কেন তুমিই না জীবের আত্মা। আহা! এই তত্ত্বটি জানিলে জীবের ত নিরাশ হইবার কোন কিছুই নাই। তুমি আত্মার মত জীবকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিতেছ শুধু তোমার নাম করা, নিরন্তর করা ইহাই জীবের কার্য্য। শ্রীভগবান্ আবার বলিতে লাগিলেন—

ৎবং সৃষ্টাসি ময়া সার্দ্ধং বনবাসায় মৈথিলি।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা॥

মৈথিলি! আমি দেখিতেছি আমার সঙ্গে বনবাসের জন্যই তোমার জনককুলে আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব আত্মজ্ঞ যেমন প্রেম ত্যাগ করিতে পারেন না সেইরূপ আমিও আর তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিনা। পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের ন্যায় হে করিশুণ্ডোরু! আমিও সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব; তুমিও সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন সেইরূপ আমার

অনুবর্ত্তিনী হও। জনকনন্দিনি! আমি যে বনে গমন করিবনা ইহা কখন হইবে না কারণ পিতার সত্য প্রতিজ্ঞা বাক্য আমায় বনে লইয়া যাইবেই।

এষ ধর্ম্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা।
আজ্ঞাঞ্চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে॥
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্॥
যত্র এয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে॥

হে সুশ্রোণি—হে সুনিতম্বে! পিতা মাতারব শে থাকা—ইহাই ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম। আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণে অভিলাষ করি না। প্রত্যক্ষ পিতামাতা পরমগুরুকে অতিক্রম করিয়া অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কোন্ ভাবনা দ্বারা আরাধনা করিয়া তৃপ্ত করি? পিতামাতাকে আরাধনা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হয়, এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিলোকের আরাধনা হয় এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র আর কি আছে? শুভাপাঙ্গে! এমন পবিত্র আর কিছুই নাই বলিয়া আমি পিতার আরাধনা করিতেছি। আরও শ্রবণ কর—

ন সত্যং দানমানৌ বা যজ্ঞোবাপ্যাপ্তদক্ষিণঃ।
তথাবলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা॥
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরু বৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্ল্লভম্॥
দেব গন্ধর্ব্বগোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথা পরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মনো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ॥
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্ত্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৮

সীতে! পিতৃসেবার ন্যায় সত্য, দান, মান, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ—ইহার কিছুই পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ, ধন, বা ধান্য বা বিদ্যা, পুত্র, সুখ—কিছুই দুর্ল্লভ হয়না। যে সমস্ত মহাত্মা পিতৃমাতৃপরায়ণ তাঁহারা দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, গোলক, ব্রহ্মলোক এবং অন্যান্য লোকও লাভ করেন। সত্যধর্ম্ম পথে স্থিত পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করিয়াছি কারণ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

মম সন্না মতিঃ সীতে! নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্।
বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং সুনিশ্চিতা॥
সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু! সহ ধর্ম্মচরী ভব॥

সীতে! 'বনে বাস করিব' বলিয়া তুমি যখন আমার অনুগামী হইতে দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছ তখন দণ্ডকবনে তোমাকে লইব না আমার এই ইচ্ছা আর নাই। অনবদ্যাঙ্গি! মদিরেক্ষণে! তুমি বনগমনে অনুমতি পাইয়াছ, ভীরু! এক্ষণে আমার অনুগমন কর এবং আমার যাহা ধর্ম্ম তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। কান্তে! সীতে! তুমি আমার ও তোমার বংশের অনুরূপ অধ্যবসায় করিয়াছ, তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম। হে নিতম্ববতি! তুমি এখন বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ইদানীং তোমায় ছাড়িয়া সীতে! স্বর্গও আমার রুচিকর হইবে না। ব্রাহ্মণগণকে ধন রত্ন দান কর, ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজন দান কর, ত্বরান্বিত হও—বিলম্ব করিও না। মহামূল্য অলঙ্কার, উত্তম উত্তম বস্ত্র যাহা কিছু, ক্রীড়ার্থ রমণীয় যাহা কিছু স্বর্ণময় পুত্রিকাদি উপকরণ, শয্যা যানাদি তোমার আমার যাহা কিছু তাহা বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় আমাদিগের ভৃত্যগণকে দান কর। দেবী জানকী বনগমনে স্বামীর অনুমতি লইয়া প্রমুদিতা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীলক্ষ্মণের অনুমতি প্রাপ্তি।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পুটপাকে মনকে তাপ দিতে না পারিলে—মনকে তপস্যা করাইতে না পারিলে মানুষের কখন শান্তিলাভ হইবে না। ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাসই অভ্যাস আর ঈশ্বর ভিন্ন অপর চিন্তা দূর করার জন্যই বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হয়। মানুষের তপস্যার বা ঈশ্বর ভাবনার প্রধান বিঘ্নই হইতেছে মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ—বা বুদ্ধি পূর্ব্বক বিষয় চিন্তা। মুখে কত লোক হরি হরি করে কিন্তু সেই সময়েই মনে কত কি বিষয় চিন্তা করে, কত কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে।

মনকে প্রলাপ শূন্য করিয়া ঈশ্বর ভাবনা যিনি করিতে পারেন তিনিই বৈরাগ্য ও অভ্যাসের পুটপাকে চিত্তশুদ্ধি করিতে পারেন। মন রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া নির্ম্মল হইলেই মড়িচা নির্ম্মুক্ত লৌহেখণ্ডের মত ঈশ্বর চুম্বকে লাগিবেই—মন নির্ম্মল হইলেই ঈশ্বরের আকর্ষণ অনুভব সীমায় আইসে। কলির জীব কঠিন তপস্যা করিতে পারে না এই জন্য ঋষিগণ লঘূপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই লঘূপায়ই হইতেছে লীলা চিন্তা। লীলা চিন্তার সহজসাধ্য সাধনা হইতেছে শ্রীভগবানের সঙ্গে যাঁহারা কথা কহিয়াছেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণেও শ্রীভগবানের বাক্য মনের কর্ণে শ্রবণ করা হয়। আর্য্যজাতির এই মহাগ্রন্থ রামায়ণে যেমন এই সাধনটী হয় তেমনটি আর কোথাও হইতে পারে না। কারণ ভগবান্ বাল্মীকি কোথাও তাঁহার কল্পনা আঁকেন নাই—যাহা ধ্যানে পাইয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। এই জন্য আমরা শ্রবণের দ্বারা কথা শুনিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া ঈশ্বর চিন্তা করাকে অতি সহজ সাধনা বলিতেছি। ইহার অভ্যাসে সহজে বিষয় ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়; তখন ভ্রূমধ্যে বা হৃদয় পুণ্ডরীকে শ্রীভগবানকে জ্যোতির মধ্যে বসাইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া জীবনটাকে সরস করিয়া তুলিতে পারা যায়। ইহার সহিত শ্রীভগবানই চৈতন্য, ইনিই আমার আত্মা, ইনি আমার তোমার সকলের উপর কৃপা করিয়া নিরাকার হইয়াও নরাকারে এই লীলা করিয়াছিলেন নির্গুণ সগুণ হইয়াও আত্মা হইয়া আমার পূজা লইবার জন্য মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, এখনও সেই "সরযূতীর বিহারী ধৃতকৌস্তুভ মণি হারা" তেমনি করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ইহার ভাবনা আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা মধুময় শ্রীভগবানে ডুবাইয়া রাখে। আবার যখন আমরা ভাবনা করি আমার আত্মা আমায় যেমন কখন ত্যাগ করেন না—শত অপরাধ হইয়া গেলেও তিনি ক্ষমা করেন—আহা! এই ক্ষমাসার ভগবানের শরণে আমি আসিলাম; আমার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা হইল, আমি নির্ম্মল হইলাম—আমি এখন শ্রীভগবানের আজ্ঞামত নিত্য কর্ম্ম করিয়া, শ্রীভগবানের জীব সেবায় তাঁহার সেবা করিয়া, একান্তে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, ধারণা ধ্যানান্তে তাঁহার গুণে, তাঁহার রূপে, তাঁহার স্বরূপে ভরিয়া গিয়া, তাঁহার হইয়াই জীবন সফল করিতে পারিব—এই উদ্যম জাগাইয়া সংসার পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম, এখন আমার আর ভয় নাই, যাহা হয় হউক আমি সকল অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিবার শক্তি পাইলাম—আমি ধন্য হইয়া গেলাম—এই সহজ সাধনা যিনি করিতে পারিলেন তাঁহার আর সংসারে

ভয় কি থাকিল? এই জন্য আমরা ভগবানের কথা কোথাও সংক্ষেপ করিতেছি না। এক্ষণে বনগমন সম্বন্ধে শ্রীভগবানের সহিত শ্রীলক্ষ্মণের যে কথা বর্ত্তা হইয়াছিল আমরা তাহাই বলিতে চলিলাম।

শ্রীলক্ষ্মণ ত পূর্ব্ব হইতে রাম সীতার সঙ্গেই ছিলেন, সকল সংবাদই তিনি শুনিলেন। বাষ্পপর্য্যাকুল মুখ শ্রীলক্ষ্মণ শোক সহিতে পারিলেন না। ভ্রাতার চরণ যুগল গাঢ়ভাবে নিপীড়ন করিয়া রাম ও সীতাকে তিনি বলিতে লাগিলেন—

যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগ গজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥

যদি মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে গমন করা আপনাদের একান্তই ইচ্ছা হইল তবে আমিও ধনুধারণ করিয়া আপনাদের অগ্রে অগ্রেই গমন করিব।

ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ॥

যে মনোরম অরণ্য পক্ষিগণের ও ভৃঙ্গ যূথ সমূহের কলনাদে সমন্তাৎ নিনাদিত আপনারা আমার সঙ্গে তথায় বিচরণ করিবেন। তোমাকে ছাড়িয়া আমি দেবলোকেও গমন করিতে চাহিনা, অমরত্বও প্রার্থনা করি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও ইচ্ছা করি না।

সান্ত্বনা বাক্যে রাম লক্ষ্মণকে বারংবার নিবারণ করিলেন, লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না। লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনারি অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? আমার অতিশয় সংশয় হইতেছে, বলুন কেন যাইতে নিষেধ করিতেছেন? লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সম্মুখে অবস্থিত—রাম বলিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ! তুমি স্নিগ্ধ স্বভাব, ধর্ম্মরত, ধীর সতত সৎপথে স্থিত, তুমি আমার প্রাণসম প্রিয়, বশীভূত ভ্রাতা ও সখা। তুমিও যদি আমার সহিত বনে গমন কর, তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? মেঘ যেমন পৃথিবীকে প্রচুর বারি প্রদান করে সেই-রূপ যে মহাতেজা মহীপতি কামনা পূর্ণ করিতেন তিনি কামপাশে—কৈকেয়ী অনুরাগে বদ্ধ তিনি কি আর ইঁহাদের ভরণ পোষণে যত্ন করিবেন? অশ্বপতি নৃপসুতা কৈকেয়ী দেবী ও রাজ্য লাভ করিয়া দুঃখিতা সপত্নী দিগকে উত্তম ব্যবহার করিবেন না। আর ভরত ও রাজ্যলাভ করিয়া মাতার পক্ষে আসিয়া অতি দুঃখিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে স্মরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! এই জন্য আমি

বলিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যেরূপেই পার এইস্থানে থাকিয়া "উঁহাদের ভরণ পোষণ কর"। এইরূপ করিলেই আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুজনের পূজা করিলে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় জানিও। সৌমিত্রে! তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাই তাহা হইলে তিনি কিছুতেই সুখী হইতে পারিবেন না।

রামের বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ মনোহর বাক্যে রামকে বলিতে লাগিলেন—তোমারই তেজে ভরত প্রযত হইয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীবে পূজা করিবে ইহাতে সংশয় নাই। আর রাজ্য পাইয়া ভরত যদি দুষ্ট হয়—কুপথ গামী হয়, যদি দুরভিসন্ধি করিয়া অথবা গর্ব্ব বশতঃ ইহাদিগকে রক্ষা না করে তাহা হইলে সেই দুর্ম্মতিকে, সেই ক্রূরকে আমি নিশ্চয়ই বধ করিব, এবং তাহার পক্ষে ত্রৈলোক্যের সমস্ত লোক যদি যোগ দেয় তবে তাহাদিগকেও বিনাশ করিব। কিন্তু আর্য্য! আত্মভরণে কৌশল্যা দেবীকে কাহারও মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে না, আমার মতন সহস্র সহস্র লোককে তিনিই প্রতিপালন করিতে পারেন—তিনি আশ্রিত প্রতিপালনের জন্য সহস্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অনায়াসে আপনাকে—আপনি ও মদীয় জননীকে পালন করিতে পারিবেন। আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন ইহাতে কিছুমাত্র বিধর্ম্ম—কিছুমাত্র ধর্ম্মহানী হইবে না। এই কার্য্যে আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইবে, আমিও কৃতার্থ হইব। আমি খনিত্র (খন্তা) পেটক (বংশ পেঁটরা) এবং সগুণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পথ প্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিব, নিত্যই আপনার নিমিত্ত বন্য ফল, মূল ও অন্যান্য তপস্বীদিগের হোম যোগ্য বস্তু আহরণ করিব। আপনি দেবী বৈদেহীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন—জাগরিতই থাকুন বা নিদ্রিতই থাকুন আমি আপনার জন্য সমস্ত কর্ম্মই করিব।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে প্রীত হইলেন—বলিলেন লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আইস। রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে বরুণদেব যে দিব্যরৌদ্রদর্শন ধনু, দুর্ভেদ্যবর্ম্ম, অক্ষয় সায়ক তূণ, আদিত্য প্রভান্বিত কনকখচিত খড়্গ দুই প্রস্থ করিয়া আমাদের বিবাহে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আচার্য্যের গৃহে আছে; তুমি ঐ সমস্ত গ্রহণ করিয়া সত্বর আগমন কর।

লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। পরে রামভবনে আগমন করিয়া মাল্য চন্দনাদি ভূষিত অস্ত্র সকল রামকে দেখাইলেন। রাম অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন

লক্ষ্মণ! তুমি আমার বাঞ্ছিত সময়েই আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত আমার ধন সম্পত্তি, তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিব। এখানে গুরুগণে দৃঢ়ভক্তি করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন; তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিব। তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠ তনয় আর্য্য সুযজ্ঞকে এখানে ডাকিয়া আন, আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণ সকলকে অর্চ্চনা করিয়া অরণ্য যাত্রা করিব।

তখন মধ্যাহ্ন কাল। শ্রীলক্ষ্মণ সুযজ্ঞের অগ্নিহোত্র গৃহে গিয়া রামের ইচ্ছা জানাইলে বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামভবনে আসিলেন। হুত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত গুরুপুত্রকে দেখিয়া রামচন্দ্র "গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু" গুরুর মত গুরুপুত্রকে অভ্যর্থনা করিলেন। কৃতঞ্জলি পুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া রাম তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, হেমসূত্র গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বলয়, ও নানাবিধ রত্নদ্বারা পূজা করিলেন। পরে সীতার অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন শুভদর্শন! আপনার সখী সীতাদেবী বনগমনে উদ্যতা হইয়া আপনার ভার্য্যাকে হার, হেমসূত্র, রশনা, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর কেয়ূর এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানা রত্নখচিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। আপনি ভৃত্য দ্বারা এই সমুদায় তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। আমার মাতুল আমাকে শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী দিয়াছিলেন আমি নিষ্ক সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও আপনাকে প্রদান করিলাম। সুযজ্ঞ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন তুমি আগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র এই দুই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া বহুতর রত্ন দিয়া তর্পিত কর। বেদজ্ঞ তৈত্তিরি শাখাধ্যয়নকারী দিগের আচার্য্য—যিনি সর্ব্বদা কৌশল্যাদেবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন সেইরূপ দাসদাসী ধন রত্ন দান কর। আমার মন্ত্রী চিত্ররথকে ধনরত্ন পশু দিয়া সন্তুষ্ট কর। উপনয়নাবধি ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী ভিক্ষামাত্রোপজীবী যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নিয়ত কঠশাখা অধ্যয়ন করেন কেবল বেদাধ্যয়নই যাঁহাদের কার্য্য হে সৌমিত্রে! তুমি তাঁহাদিগকে সহস্রগবী, শালি ভারপূর্ণ সহস্র বৃষ ও রত্নপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র প্রদান কর। আর যে সমস্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বিবাহ করিবার জন্য অর্থাভিলাসী হইয়া আমার মাতার উপাসনা করিতেছেন তুমি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র গো দান ও ধন দান করিয়া অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মণ ভগবানের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিলেন। রাম তখন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ ভৃত্য বর্গের প্রত্যেককে চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তমরূপে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ধন ও দ্রব্য দান করিয়া বলিলেন আমরা যতদিন না প্রত্যাবর্ত্তন করি ততদিন তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে অবস্থান করিও। পরে ধনাধ্যক্ষ আরও বহুধন আনয়ন করিল রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ, দীনবালক ও বৃদ্ধগণকে প্রদান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

নিরূপণ করা যায় না—যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে বাক্যের নিবৃত্তি সেখানে হইয়া যায় এই জন্য তিনি অনামরূপকম্। তিনি কোন নামে অভিহিত হন না—কোন প্রকারেও নিরূপিত হন না।

শিষ্য। "সকৃত্ বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন" বলুন।

আচার্য্য। সর্ব্বদা প্রকাশরূপ তিনি, কারণ বিষয় গ্রহণ, অগ্রহণ অন্যথাগ্রহণ, আবির্ভাব, তিরোভাব—যে সমস্ত অপ্রকাশের স্বরূপ—তাহা তাঁহাতে নাই। বিষয় উপলব্ধিরূপ গ্রহণ, বিষয় উপলব্ধি না করা রূপ অগ্রহণ দিবস ও রাত্রির ন্যায়। এই উভয়ই এবং অবিদ্যাত্মক তম বা অন্ধকার এই তিনই অপ্রকাশের কারণ—ঐ সদাপ্রকাশ অদ্বৈত আত্মতত্ত্বে—নিত্যচৈতন্য আত্মাতে—অপ্রকাশের কোন কিছু নাই। নিত্যচৈতন্য প্রকাশরূপ বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বদাই সকৃৎবিভাতত্ব যুক্তি যুক্ত। সর্ব্ব বলিয়া যাহা কিছু তাহা জ্ঞানই—জ্ঞান ভিন্ন যাহা কিছু তাহা মায়াকৃত তাহা নাইই—এই জন্য তিনি জ্ঞানরূপ সর্ব্বরূপে সুশোভিত। এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ।

শিষ্য। কোন প্রকার উপচার নাই—ইহার অর্থ কি?

আচার্য্য। যাহারা আত্মাকে জানেনা—যাহারা অনাত্মবেত্তা তাহাদের দশোপচারে বা ষোড়শ উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করা প্রভৃতি কর্ত্তব্য আছে। চিত্তকে একাগ্র করা রূপ কর্ত্তব্যই উপচার। আর যিনি ব্রহ্মবেত্তা হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। অবিদ্যার বিনাশ হইয়া গিয়াছে যাঁহার তাহার আর উপচার বা কর্ত্তব্য কি থাকিবে? অবিদ্যা যত দিন থাকে ততদিনই জপ পূজা ইত্যাদি কর্ত্তব্য থাকে। বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সমস্ত অসতের নাশ হইল আর ব্যবহার দশার কর্ত্তব্য কোথায় থাকিবে?

सर्व्वाभिलापविगतः सर्व्वचिन्तासमुत्थितः।
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥३७

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মের সমান হইয়া যান সেইজন্য প্রকারান্তরে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছেন—সর্ব্ব প্রকার কথন রহিত, সর্ব্বপ্রকার চিন্তার সাধনী-

ভূত যে অন্তঃকরণ—সেই অন্তঃকরণ রহিত, এবং সমস্ত বিষয় বর্জ্জিত বলিয়া আত্মা সম্যকরূপে প্রশান্ত, আত্ম চৈতন্যরূপে সর্ব্বদাই জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই আত্মার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে হয় এই জন্য ইনিই সমাধিগম্য; ইনি অচল—বিকার রহিত, এই কারণেই অভয়—বিকার নাই বলিয়া অভয় ॥৩৭॥

অনামকত্বাৎ উক্তার্থ সিদ্ধয়ে হেতুমাহ—অভিলপ্যতে অনেনেতি অভিলাপঃ বাক্—করণং সর্ব্বপ্রকারস্য অভিধানস্য তস্মাদ্ বিগতঃ। বাক্ অত্র উপলক্ষণা সর্ব্ব বাহ্য করণ বর্জ্জিত ইত্যেতৎ। তথা সর্ব্বচিন্তা সমুত্থিতঃ—চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা বুদ্ধিঃ তস্যাঃ সমুত্থিতঃ অন্তকরণ বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। **"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"** ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যস্মাৎ সর্ব্ব বিষয় বর্জ্জিতঃ অতঃ সুপ্রশান্তঃ সকৃৎ সদা জ্যোতিঃ জ্যোতিস্বরূপঃ আত্মচৈতন্য স্বরূপেণ। সমাধিঃ সমাধিগম্যঃ। অচলঃ স্বরূপাদচ্যুতঃ অবিক্রিয়ঃ। অতএব অভয়ঃ বিক্রিয়া ভাবাৎ—অবিনাশী ইত্যর্থঃ ॥৩৭

আচার্য্য— **"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"** এই শ্রুতি প্রমাণে আত্মজ্ঞান যিনি লাভ করেন তিনি ব্রহ্মের মত নিরাকার নির্ব্বিকারই হইয়া যান ইহা বলিয়া প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।

শিষ্য— তাঁহার নাম নাই ইহা প্রমাণ করা যায় কিরূপে?

আচার্য্য—ভাষণ করা যায় যে করণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কথনের কারণ যে বাণী—বাক্ তাহাকে বলে অভিলাপ। সমস্ত অভিলাপ অর্থাৎ কথন হইতে রহিত। ব্রহ্মরূপ বিদ্বান্ সমস্ত বাগিন্দ্রিয় হইতে রহিত। আবার যাহার দ্বারা চিন্তন করা যায় এইরূপ যে বুদ্ধি তাহাকে বলে চিন্তা। সেই সমস্ত চিন্তা হইতে সর্ব্ব প্রকারে উত্থান প্রাপ্ত—অর্থাৎ বুদ্ধি আদি সমস্ত অন্তঃকরণ রহিত। শ্রুতিও বলেন **"অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"** অপ্রাণ, অমন শুদ্ধ, কার্য্য হইতে পর যে কারণ—অক্ষর তাহারও পর—এই শ্রুতি প্রমাণে সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে রহিত। আবার

সুপ্রশান্ত—নিরন্তর শান্ত, সকৃজ্জ্যোতিঃ—সদা প্রকাশ—সমাধিরূপ অচল এবং অভয়। অর্থাৎ যে ভাবে বাহিরের ইন্দ্রিয় ও অন্তর হইতে রহিত সেই জন্য নিরন্তর শান্ত আর আত্মচৈতন্য স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রকাশরূপ, সমাধি যোগ্য বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় বলিয়া সমাধিরূপ অর্থাৎ **"দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্"** ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বুদ্ধিকে সমাধি যোগ্য বলা হয় কারণ আত্মচৈতন্যের প্রকাশক হইতেছে সমাধি। পরমাত্মাকে সমাধি বলা হইতেছে কারণ পরমাত্মাতে জীব আপন উপাধি স্থাপন করে। আর সর্ব্বক্রিয়ারহিত বলিয়া পরমাত্মা অচল আর যে হেতু তিনি ক্রিয়াশূন্য সেই হেতু তিনি অভয়।

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতিসমতাং গতঃ ॥৩৮॥

যে ব্রহ্মে কোন চিন্তা বিদ্যমান থাকে না সেই ব্রহ্মে কোনরূপ গ্রহণও নাই, ত্যাগ ও নাই। যখন আত্মসত্যের বোধ উৎপন্ন হয় তখন অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা থাকে সেইরূপ আত্মাতে অবস্থিত জ্ঞান জন্মবর্জ্জিত ও সমতা প্রাপ্ত—এক রসতা প্রাপ্ত হয়।

যত্র ব্রহ্মণি কাচিৎ চিন্তা নাস্তি যত্র অমনস্তাৎ ন তত্র গ্রহো গ্রহণম উৎসর্গ উৎসর্জ্জনং ত্যাগো বা সম্ভবতি। যত্র হি বিক্রিয়া তদ্ বিষয়ত্বং বা, তত্র হানোপাদানে স্যাতাম্। ন তদ্ দ্বয়মিহ ব্রহ্মণি সম্ভবতি। বিকার হেতোঃ অন্যস্যাভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ; অতো ন তত্র হানো-পাদানে সম্ভবতঃ। অথ অদ্বৈত প্রকরণাদৌ যদুক্তম্ অতো বক্ষ্যামি অকার্পণ্যম্ অজাতি সমতাং গতম্ ইতি তদুপসংনিয়ত আত্মেতি। যদৈব আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ তদৈব আত্মসংস্থং বিষয়াভাবাৎ অগ্ন্যুষ্ণবৎ আত্মন্যেব স্থিতং জ্ঞানং অজাতি জাতিবর্জ্জিতম্; সমতাং গতং পরং সাম্যমাপন্নং ভবতি। যদ্বা যৎ অদ্বিতীয়-আত্মজ্ঞানং আত্মলীনং ভবতি তদা তৎস্বরূপজ্ঞানং সমতাং একরসতাং গতং জনিহীনমেব ভবতীত্যর্থঃ।

এতস্মাদাত্মসত্যানুবোধাৎ কার্পণ্যবিষয়মন্যৎ **"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ ইতি শ্রুতেঃ।** প্রাপ্যৈতৎ সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৮॥

শিষ্য। ব্রহ্মে গ্রহণও নাই ত্যাগও নাই কিরূপে?

আচার্য্য। যাহাতে বিকার থাকে বা যাহা বিকার যোগ্য তাহাতেই গ্রহণ বা ত্যাগ থাকে। যে হেতু ব্রহ্মে কোন চিন্তা নাই, কোন চলন নাই সেইজন্য ব্রহ্মে কোন বিকারও নাই বিকার যোগ্যতাও নাই। কারণ সেখানে বিকারোৎপাদক কোন বস্তু নাই এবং তিনি স্বয়ং নিরবয়ব এজন্য তাঁহাতে গ্রহণও নাই ত্যাগও নাই।

শিষ্য। "চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে" ব্রহ্মে কোন চিন্তা নাই কেন?

আচার্য্য। অমনস্তাৎ। চিন্তাসাধন মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তাই এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত চিন্তা ব্রহ্মে সম্ভব হয় না।

শিষ্য। "আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানং অজাতি সমতাং গতম্" কিরূপে?

আচার্য্য। যে সময়ে আত্মরূপ সত্যের অনুভব হয় তখন মন আত্মসংস্থ হয়। যেমন দাহ্য বস্তুর অভাব হইলে অগ্নির উষ্ণতা অগ্নিরূপেই অবস্থিত হয় সেইরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে জ্ঞান ও আত্মাতে অবস্থিত হয়—আর জন্ম রহিত পরম সমতাপ্রাপ্ত জ্ঞান তখন প্রকাশ হয়েন। অদ্বৈত প্রকরণের আদিতে "অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্য-মজাতি সমতাং গত" এই যে বলা হইয়াছে—অর্থাৎ জন্মরহিত সমতা-প্রাপ্ত অকৃপণ ভাবের কথা যে বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রের দ্বারা উপসংহার করা হইল।

এই আত্মরূপ সত্যের অনুভব জনিত জ্ঞান যাঁহার নাই সেই কৃপণ। শ্রুতি বলেন **"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"** হে গার্গি! যে এই অক্ষরকে না জানিয়া এই মনুষ্য শরীর রূপ লোক হইতে মরণকে প্রাপ্ত হয় সে কৃপণ। এই শ্রুতি প্রমাণে বলা হয় এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই সর্ব্বজন কৃতকৃত্য ব্রাহ্মণ হয়েন। শ্রুতি এই জন্য বলেন **"যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"** ॥৩৮॥

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥৩৯

অস্পর্শযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ এই যোগটি সকল যোগির পক্ষে দুর্দ্দর্শঃ—ক্লেশ দ্বারা লভ্য। এই অভয় যোগে ভয়দর্শি যোগিগণ এই যোগ হইতে ভীত হন ॥

যদ্যপি ইদমিত্থং পরমার্থতত্ত্বং, অস্পর্শযোগো নাম অয়ং সর্ব্ব সম্বন্ধাখ্যস্পর্শবর্জ্জিতত্বাৎ অস্পর্শ যোগো নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রসিদ্ধ উপনিষদ্সু। দুঃখেন দৃশ্যতঃ ইতি দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বৈ যোগিভিঃ বেদান্ত বিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্ব্বৈর্যোগিভিঃ আত্মসত্যানুবোধ—আয়াসলভ্য এবেত্যর্থঃ। যোগিনো বিভ্যতি হি অস্মাৎ সর্ব্বভয়বর্জ্জিতাদপি আত্মনাশরূপম্ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুর্ব্বন্তি, অভয়েঽস্মিন্ ভয়দর্শিনো ভয়নিমিত্তাত্মনাশ—দর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। অসঙ্গাদ্বৈতনামমাত্রাস্তীতা ন তজ্জ্ঞানে যতন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

শিষ্য। এই অদ্বৈত আত্ম বোধটি ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটায়—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে ইহা সকল সাধকের নিকটে আদৃত হয় না কেন?

আচার্য্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই আত্ম সত্যানুভব রূপ অদ্বৈত ভাবটি লাভ করা যায়। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না করিয়াও সন্তুষ্ট মূঢ়গণ অদ্বৈতে নিষ্ঠাবান হয় না সেইজন্য বলিতেছেন যোগিগণও এই অস্পর্শ যোগ কে দুঃখে দর্শন করেন।

শিষ্য। অস্পর্শ যোগ নাম দেওয়া হইল কেন?

আচার্য্য। সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম এবং পাপাদি মনের সহিত সম্বন্ধরূপ যে স্পর্শ তাহা হইতে রহিত এই জন্য অস্পর্শ। এই অদ্বৈত অনুভব রূপ অস্পর্শ যোগ জীবকে ব্রহ্মভাবে পৌঁছাইয়া দেয়—উপনিষদ্ বাক্য প্রমাণে ইহাই নিশ্চিত হয়। কর্ম্মী পুরুষ বেদান্ত কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য শ্রবণ মননাদি সাধনা দর্শন করিয়াও ভীত

হয়েন। কারণ "ন কর্ম্মিণো প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ" এই শ্রুতি প্রমাণে কর্ম্মের ফলের জন্যই কর্ম্মনিষ্ঠের অনুরাগ অধিক অর্থাৎ আত্মরূপ সত্যবস্তুর অনুভব অত্যন্ত ক্লেশে লাভ করা যায়।

অদ্বৈতটি একেবারে ভয়রহিত বিষয় এখানেও ভয় দেখেন যে কর্ম্মযোগী তিনি সর্ব্বভয় বর্জ্জিত আত্মানুবোধকে ভয় করেন এবং বলেন ইহাতে আত্মনাশ হয়। অর্থাৎ নদী যদি সমুদ্রের সহিত এক হইয়া গেল তবে ত নদীর পৃথক্ অস্তিত্বই গেল—ইহাতে আর সুখ কি হইল—অহংটাই যদি গেল তবে আমার রহিল কি? এই ভাবে কর্ম্মী এই অদ্বৈত জ্ঞানকে বড় ভীত চক্ষে দর্শন করেন। ইহারা নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি।

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্ব্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥৪০

মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল প্রকার যোগী অভয় হইয়া যান, তাঁহাদের দুঃখের ক্ষয় হয়, এবং স্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা প্রবুদ্ধ হন এবং অক্ষয়া শান্তিও লাভ করেন।

যেষাং পুনঃ ব্রহ্ম স্বরূপ ব্যতিরেকেণ রজ্জু সর্পবৎ কল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে,তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণাং অভয়ং মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া শান্তিঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা, নান্যায়ত্তা "নোপচারঃ কথঞ্চন" ইত্যুক্তেঃ। যে তু অতোঽন্যে যোগিনো মার্গগা হীন মধ্যমদৃষ্টয়ো মনোঽন্যৎ আত্মব্যতিরিক্তম্ আত্মসম্বন্ধি পশ্যন্তি, তেষাং আত্ম সত্যানুবোধ-রহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তম্ অভয়ং সর্ব্বেষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ দুঃখক্ষয়োঽপি, ন হ্যাত্মসম্বন্ধিনি মনসি প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োঽস্তি অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ আত্ম প্রবোধোঽপি মনোনিগ্রহায়ত্ত এব। তথা, অক্ষয়াপি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনোনিগ্রহায়ত্তৈব ॥ যদ্বা অভয়ং অদ্বৈতং দুঃখক্ষয়ঃ সর্ব্বদুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধঃ আত্মবোধঃ শান্তি মুক্তিশ্চ

এতৎ সর্ব্বং মনোনিগ্রহাধীনং। তৎ নিগ্রহশ্চ দুষ্কর ইতি মতং সাধারণ যোগিনাম্। প্রাক্ সুকৃতলব্ধাত্মবোধানাং তু আত্মা—অতিরিক্ত-অভাবেন সাধ্য সাধন কথৈব—নৈতিঃ ভাবঃ ॥ ৪০

শিষ্য। যে সাধক মনকে নিগ্রহ করিতে পারেন তিনি অভয় হন অর্থাৎ অদ্বৈতে স্থিতি লাভ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ দুঃখ ক্ষয় হয়, তাঁহার প্রবোধ হয় অর্থাৎ আত্মদর্শন হয় আর তাঁহার অক্ষয়া শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়—এই মন্ত্রে ইহাই বলিতেছেন কিন্তু এই প্রকরণের ৩৬ শ্লোকে যে বলিলেন "সকৃদ্বিভাতং সর্ব্বজ্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন"—সাধন ভজন কিছুই করিতে হয় না শুধু অনুভব করিলেই হয় যে কেবল আত্মাই সত্য আর যাহা কিছু সমস্তই মিথ্যা ?

আচার্য্য। উত্তম অধিকারী যিনি বিচার দ্বারা নিশ্চয় করেন একমাত্র আত্মাই সত্য অন্য সমস্ত রজ্জুতে যেমন সর্প কল্পিত সেইরূপ আত্মাতে কল্পিত মাত্র সেইজন্য আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই মিথ্যা। উত্তম অধিকারী অদ্বৈতজ্ঞান বিচার দ্বারাই লাভ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞানের ফলে ইঁহার মনের নিরোধ স্বভাবতঃই হইয়া যায়। মন্দ অধিকারী পুরুষের জন্য বলিতেছেন যে মনোনিগ্রহ কর তবে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে তখন অভয় পাইবে—মোক্ষ হইবে।

শিষ্য। মনটা মিথ্যা ইন্দ্রিয় সমস্ত অসত্য—ইহারা আত্মাতেই কল্পিত এজন্য মিথ্যা সকলে ইহা বোধ করিতে পারেনা কেন ?

আচার্য্য। সকল মানুষ একরূপ নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে মানুষের অবস্থা ভিন্ন হয়। সাধকদিগের মধ্যেও উত্তম মধ্যম মন্দ অধিকারী আছে। জ্ঞানযোগী উত্তম, উপাসনা যোগী মধ্যম এবং কর্ম্মযোগী মন্দ।

(১) জ্ঞানযোগী বিচার দ্বারা অনুভব করেন যেমন রজ্জুই আছে সর্পটা কল্পনায় আছে কিন্তু সত্য সত্য আদৌ নাই—সেইরূপ চৈতন্যই আছেন, সেই চৈতন্যই মিথ্যা মায়াতে মনরূপে ইন্দ্রিয়রূপে দেখা যাইতেছে—এইগুলি কল্পনা মাত্র—কাজেই মিথ্যা। আত্মা ভিন্ন আর সবই মিথ্যা যিনি নিশ্চয় করিলেন তিনি অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিলেন।

তিনখানি নূতন গ্রন্থ ঃ—

(১) শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।০ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

(২) অনুরাগ।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুণ্ডর পুরু চিক্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

(৩) শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্টীট উৎসব আফিসে প্রাপ্তব্য।

Registered No. C. 545

১৯শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। [৩য় সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১ উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্যে** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

ভদ্রা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

রাম পাদুকা।

এই রাজ্য ত তাঁর—এই অযোধ্যা রাজ্য—এই দেহরাজ্য—রামের। তিনি কিন্তু এই রাজ্য গ্রহণ করিলেন না। চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য এই রাজ্যের ভার পড়িল আমার উপরে। তিনি আজ বনবাসী। আমি তাঁহার মত আচরণ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া তাঁহার রাজ্য পালন করিব। ইহা তাঁহারই আজ্ঞা। আমি এই দেহ রাজ্যের বল বৃদ্ধি করিব—করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিব। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তেই আসিবেন—আসিয়া নিজ রাজ্য অধিকার করিবেন। আর যদি একদিনও বিলম্ব করেন তবে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব—তাঁহার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।

আজ তাঁহার স্থানে তাঁহার পাদুকা বসাইলাম। এই পাদুকা দেখিব আর মনে ভাবিব তিনি বসিয়া আছেন। পাদুকাকে ছত্রতলে রাখিলাম। পাদুকাকে নিবেদন না করিয়া—পাদুকাকে না জানাইয়া কোন কিছুই করিব না। আমার ভাবনা, আমার বাক্য, আমার কার্য্য—সমস্তই পাদুকার সহিত হইবে। পাদুকাই আমার রাম। পাদুকা আমার নিকট জীবন্ত। চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি পাদুকা শিরে ছত্র ধারণ করিয়া উগ্র তপস্যা করিব। পাদুকার সহিত কথা কহিব—পাদুকাতলে বিশ্রাম করিব। আমার চক্ষে আর কোন দৃশ্য থাকিবে না—আমার বাক্য আর কাহারও সঙ্গে হইবে না—আমার বাক্য আর কাহারও জন্য হইবে না—আমার ভাবনা আর অন্য কিছুই লইয়া হইবে না। এই আমার সাধনা। এই লইয়াই আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ যাপন করিব। তার পর তিনি যাহা করেন

তাহাই হইবে। যথাসময়ে আগমন করেন আমি প্রাণ রাখিব—নতুবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

আহা! আমরাত দুঃখে বড় কাতর হই—বড় অস্থির হই। কিন্তু শ্রীভরত আমাদের কি শিক্ষা দিলেন—আমাদের শিক্ষার জন্ত কিরূপ আচরণ করিলেন?

তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছিল তেমন দুঃখ কি আমাদের? তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াও আজ জগতের চক্ষে দোষী। যে তাঁহাকে দেখে সেই সন্দেহ করে এই ভরতই বুঝি রামকে বনে দিল। ভরত আজ মাতৃ অপরাধে অপরাধী। তুমি আমি সত্যসত্যই কত দোষে দোষী। তথাপি লোকে অপরাধী বলিলে সহিতে পারি না। আর নিরপরাধী ভরতকে লোকে মিথ্যা দোষী করিতেছে। ভরত অযোধ্যাবাসীর নিকটে অপরাধী, কৌশল্যা জননীর নিকট অপরাধী, ভগবান্ বশিষ্ঠের নিকট অপরাধী, গুহকের নিকট অপরাধী, ঋষি ভরদ্বাজের নিকট অপরাধী—কিন্তু সকলের নিকটে তিনি দোষ মুক্ত হইলেন—রামকে ফিরাইতে গিয়া—রামকে আনিতে গিয়া। রাম আসিলেন না—রাম স্থানে রাম পাদুকা বসিল। তুমিও যদি সত্য সত্য অপরাধী হইয়া থাক তথাপি তোমার সকল অপরাধের ক্ষমা হইবে যদি রামপাদুকাকে স্থাপন করিতে পার—যদি তাঁহার স্মরণে ভাবনা বাক্য কর্ম্ম সমস্ত নিবেদন করিয়া চলিতে পার—চলিবে কি? করিয়া দেখ চতুর্দ্দশবর্ষ অন্তে তিনি আসেন কিনা? দেখা দিতে একদিনও তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন না।

এই রাম কে? তিনিই এই। "ব্রহ্মণা নর রূপেণ জাতোঽয়মিতি" ব্রহ্মই নররূপে জন্মিয়াছেন। আবার কার্য্য শেষে "পুররগাৎ ব্রহ্মত্বমাত্মং" আদি ব্রহ্ম ভাবে স্থিত হয়েন।

"যন্নাম স্মৃতি মাত্রতোঽপরিমিতং সংসার বারাংনিধিং"
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোপদং শাশ্বতম্॥

এই নাম স্মরণে অতি দুর্জ্জনও অপরিমিত সংসার সাগর পার হইয়া বিষ্ণুর সনাতন পদ প্রাপ্ত হয়েন।

"যস্য নাম সততং জপন্তিযেঽজ্ঞান কর্ম্মকৃত বন্ধনং ক্ষণাৎ।"
সদ্য এব পরিমুচ্যতৎপদং যান্তি কোটিরবিভাস্বরং শিবম্॥

ইঁহার নাম সর্ব্বদা যিনি জপ করেন তিনি একক্ষণেই (সর্ব্বদা জপ যখন হইল) অজ্ঞান কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য সদ্য কোটি সূর্য্যের মত প্রকাশময় মঙ্গলময় সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। রাম রাম এই পবিত্র নাম মৃত্যুকালেও যদি মানুষ করে—"অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাং" অজ্ঞানে রাম রাম মুখদিয়া বাহির হইলেও লোকে যোগিলভ্য লোকে গমন করিবেই।

সর্ব্বদা রাম রাম অভ্যাসে সচেষ্ট হও ও রাম পাদুকা ধরিয়া শ্রীভরতের আচরণ অনুষ্ঠান করিতে যত্ন কর—যাহা চাও তাহাই মিলিবে। বিশ্বাস রাখ হতাশ হইও না। বৃথা বিলাপে ফল নাই। বিশ্বাস পুষ্ট কর। হইবেই।

শ্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণের নূতন ভূমিকা।

গীতা এমনি একখানি গ্রন্থ, যাহার প্রয়োজনীয়তা জীবের পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবেই। এই প্রাচীন বয়সে সেই জন্য আর একবার গীতা বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। কে বলিবে ইহা শেষ প্রয়াস কি না?

ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ভগবান্ আসিয়া যখন বাল্মীকিকে বলিলেন ব্রহ্মন্ "আমি মহাভারত নামক পরম পবিত্র পুরাতন ইতিহাস তোমার জন্য সম্যক্‌রূপে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছি—"প্রকল্পিতং ময়া সম্যক্ তব শ্লোকয় তন্মুনে" তুমি তাহা শ্লোক বদ্ধ কর—তখন ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন "কৃতং রামায়ণং ব্রহ্মন্ ব্যক্তং মোক্ষস্য সাধনম্" আমি রামায়ণ রচনা করিয়াছি—রামায়ণ স্পষ্টভাবে মোক্ষের সাধন। আর রামায়ণ রচনা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে ক্ষোভ মোহ বিবর্জ্জিত হইয়াছি "কিমর্থমপরং ব্রহ্মন্ করিষ্যামি বৃথোদ্যমম্" আমি কি জন্য আর বৃথা উদ্যম করিব? "অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোঽভবমীশ্বর!" হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি—পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। দ্বাপরে ব্যাস জন্মিবেন—তাঁহাকে আমি কাব্যবীজ বলিয়া দিব তিনি আপনার বাসনা পূর্ণ করিবেন।

আজ কালকার জগতে কত লোক কত গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—কত প্রকারের কল্পনা জগতকে ছাইয়া ফেলিতেছে কিন্তু কয়জন আজ বাল্মীকির মত বলিতে পারিয়াছেন—আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি—আর লিখিবার প্রয়োজন নাই—আমার নিজের জন্যও নাই—অপরের জন্য ও লিখিবার কিছুই নাই—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের সমস্ত কথাই আমি বলিয়াছি?

হায়! আমাদের ও ত এই দশা। আমরা অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছি সেই জন্য এত লিখিয়াও মনে হইতেছে সব ত লেখা হইল না, এত করিয়াও মনে হইতেছে সব ত করা হইল না। হায়! কি দুর্ভাগ্য! চক্ষু এত দেখিল—তথাপি ইহার দেখার সাধ মিটিল না—ইহা পূর্ণ হইয়া গেল না। কর্ণ এত শুনিল—ইহা পূর্ণ হইয়া কিন্তু গেল না। হায়! সেই পূর্ণকে না দেখা পর্য্যন্ত—সেই পূর্ণের শ্রীমুখের কথা সাক্ষাতে শোনা না পর্য্যন্ত বুঝি ইন্দ্রিয়াদি পূর্ণ হইবে না। এই জন্য আমাদের এত কর্ম্ম, এত বচন, এত দেখা শুনা, এত গমনাগমন। আর

পূর্ণ হইয়া গেলে তবে সব করা ফুরাইয়া যায়। পূর্ণ হইয়া গেলেও কিছু করাটা অভিনয় মাত্র—পূর্ণের অপূর্ণ সাজিয়া অভিনয়।

শ্রীগীতা মানুষকে পূর্ণ করিবারই গ্রন্থ। কিরূপে শ্রীগীতা মানুষকে পূর্ণ করিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন তাহা বুঝিবার জন্যই এই আয়োজন।

"তত্ত্বমসি" বেদের মহাবাক্য। এই মহাবাক্যের বিচারে মানুষ পূর্ণ হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

বাগ্‌ভাভি র্ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভাতি স্বপ্নইবাত্মনি।
যদিদং তৎ স্বশব্দোর্থৈ র্যো যৎ বেত্তি স বেত্তি তৎ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজনিত যে স্বাত্মপ্রকাশ তাহাই বাগ্‌ভা। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হওয়া যায়—ইহা দ্বারা পূর্ণ হওয়া যায়। জীব-ব্রহ্মই বাগ্‌ভাভির্মহাবাক্যজ—অখণ্ডাকার বৃত্তীদ্ধ স্বপ্রকাশৈ র্ব্রহ্মবিৎ স্বতত্ত্বং সাক্ষাৎ কৃতবৎ সৎ ভাতি পারমার্থিক নিত্যমুক্ত পূর্ণরূপেণ প্রকাশতে। জীব ব্রহ্মই বাগ্‌ভা দ্বারা—মহাবাক্য জনিত অখণ্ডাকার বৃত্তিপ্রজ্বলিত স্বপ্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হইয়া—স্বতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া, আপন পারমার্থিক নিত্যমুক্ত পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন। মহাবাক্যজনিত বৃত্তি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কিছু দ্বারা জীব কখন পূর্ণ হইতে পারে না। কেন পূর্ণ হয় না? যতো যদিদং দেহেন্দ্রিয়াদি বিয়দাদি চ দৃশ্যং বন্ধরূপং আত্মনি প্রত্যগাত্মভূতে ব্রহ্মণ্যেব স্বপ্ন ইব আবির্ভূতং ভাতি। কারণ এই দেহ, এই ইন্দ্রিয়, এই আকাশাদি যে দৃশ্য প্রপঞ্চ তাহাই বন্ধন। ইহা স্বপ্নের ন্যায় আত্মাতে ভাসিয়াছে। নিজের দেহ দেখিয়া যিনি সর্ব্বদা ভাবনা করিতে পারেন—আত্মার উপরি যে কল্পনা ভাসিয়াছিল তাহাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্থূল হইয়া দেহ হইয়াছে, জগৎ দেখিয়াও যিনি ভাবনা করিতে পারেন রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত জগৎটা ব্রহ্মবিবর্ত্ত, তিনিই ভ্রম দূর করিয়া পূর্ণ হইয়া যান। কল্পনাতেই এই স্বাপ্ন বন্ধন। ন.হিস্বাপ্নবন্ধনিবৃত্তিঃ প্রবোধাতিরিক্তং সাধনমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। না জাগিলে এই স্বপ্নের বন্ধন অন্য কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নয়। তাই বলা হইতেছে—তৎ ব্রহ্ম, যোঽধিকারী স্বশব্দোর্থৈঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈ র্যৎ যাদৃশং তত্ত্বতস্তথা বেত্তি অহমেব ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকরোতি স তৎ প্রাগুক্তং পূর্ণ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মভাবরূপং মোক্ষফলমপি বেত্তি জীবন্নেব সাক্ষাৎ অনুভবতি। অধিকারী হইয়া যিনি সেই ব্রহ্মকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যেরূপে তত্ত্বতঃ জানিবেন অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম বলিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তিনি অপূর্ণ জীব হইয়াও নিত্যমুক্ত পূর্ণ ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষফল সাক্ষাৎ অনুভব করিবেন। বলা হইতেছে

গুরুমুখে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বং"পদ ও "তৎ"পদ ইহাদের অর্থ জানিতে পারিলে যিনি তৎ তিনিই যে ত্বং এই ঐক্যজ্ঞান লাভ হইবে। "অসি" পদ দ্বারা এই একত্ব বুঝাইতেছে।

মাহাবাক্য চারিবেদে চারিটি। সাম বেদের মহাবাক্য যেমন "**তত্ত্বমসি**" সেইরূপ ঋগ্বেদের মহাবাক্য "**প্রজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম**", যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য "**অহং ব্রহ্মাস্মি**" এবং অথর্ব্ব বেদের মহাবাক্য "**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**"। সকল মহাবাক্যই পূর্ণ করিবার জন্য।

ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিতেছেন ভগবান্ ব্যাসদেবও তাহাই দেখাইতেছেন। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন—ভগবান্ স্বয়ং আপন ভক্তকে বলিতেছেন

অবিচ্ছিন্নন্তু তৎব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু বিকল্পিতঃ।
অবিচ্ছিন্নস্য পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাদ্যতে॥
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ॥
তদা বিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥

এই পূর্ণ হওয়া কিন্তু ভক্তিবিনা হইতেই পারে না। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন

মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥

শাস্ত্র সর্ব্বত্রই দেখাইতেছেন মহাবাক্য ভিন্ন পূর্ণ হইবার অন্য উপায় নাই। ব্যাস দেব অন্যত্র বলিতেছেন—ভগবান্ আপন মুখে প্রকাশ করিতেছেন—

শ্রদ্ধান্বিত স্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্ম জীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মানুসন্ধান পরায়ণ হও। সেই জন্য শুদ্ধমানসঃ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাদিতি ভাবঃ। শ্রদ্ধান্বিতঃ গুরু বেদান্ত বাক্যেষু শ্রদ্ধাবান্। মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ সুমেরুপর্ব্বতবৎ ক্ষোভরহিতঃ সন্—বিষয়াভিলাষাক্ষোভিতা-ন্তঃকরণঃ সন্ ইত্যর্থঃ। অথ শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যাং গুণবন্তমকুটিলং সর্ব্বভূতহিতে রতং দয়াসমুদ্রং সদ্গুরুং বিধিবদুপসদ্য গুরু-

প্রসাদাবপি গুর্ব্বানুগ্রহাদেব তত্ত্বমসীতি বাক্যতঃ তত্ত্বমসীত্যাদি মহাবাক্যেন আত্মজীবয়োঃ পরমাত্মা জীবাত্মনোঃ ঐকাত্ম্যং ঐক্যরূপং বিজ্ঞায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাকাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য অপরোক্ষতয়াঽনুভূয়েতি যাবৎ চ সুখী ভবেৎ সাক্ষাৎকৃত্বৈব সকল দুঃখহীনো ভবেৎ আনন্দরূপো ভবেদিত্যর্থঃ। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত, গুরু বেদান্ত বাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি, সুমেরুবৎ ক্ষোভ শূন্য হইয়া—বিষয়াভিলাষ দ্বারা অক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ হইয়া, গুরু শুশ্রূষানন্তর তদনুগ্রহে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন উপায়ে একরূপ জানিয়া অপরোক্ষানুভব করিয়া—সকল প্রকার দুঃখ উপশমানন্তর আনন্দরূপে পূর্ণ হইয়া স্থিতি লাভ করিবেন।

বলিতেছিলাম "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য মানুষকে পূর্ণ করে। "ত্বং" যখন "তৎ" এর সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়েন তখনই পূর্ণতা—তদ্ভিন্ন পূর্ণ হইবার অন্য উপায় নাই। জীববিন্দু কাল গঙ্গাবক্ষে কতবার ভাসে, কতবার ভাঙ্গে কিন্তু বিন্দু যতদিন সিন্ধুতে মিশিয়া সিন্ধু না হইতেছে ততদিন ইহার উঠা পড়ার, ভাসা ভাঙ্গার বিরাম নাই। সিন্ধু হইয়া স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত বিন্দুর নিস্তার নাই। তুমি কখনই নিস্তার পাইবে না যতদিন না "তুমি" "সেই" এর সহিত মিশিয়া পূর্ণ হইয়া না যাও।

শ্রীগীতা মহাগ্রন্থ "ত্বং"কে "তৎ"এ মিশাইবার কৌশলগুলি ধরাইয়া দিতেছেন। শ্রীগীতা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের মত জীব বিন্দুকে ব্রহ্ম সিন্ধুতে মিশাইবার জন্য সমস্ত কর্ম্মগুলি দেখাইয়া দিতেছেন। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী গীতাকে এইজন্য "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অপরোক্ষানুভূতির উপদেশ গ্রন্থ বলিতেছেন।

"ত্বং" "তৎ" সহিত যে এক—ইহাই যদি পূর্ণ সত্য হয় তবে ইহা অনুভবে আইসে না কেন?

"ত্বং" বা "তুমির" ভিতরে যে তিনটি বস্তু আছে এবং "তৎ" বা "সেই" ইহার ভিতরে যে তিনটি বস্তু আছে, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি দ্বারা ত্বং ও তৎ এর স্বরূপ আবরিত হইয়া আছে। "ত্বং" ইহার শোধন কর, "তৎ" পদের শোধন অনুভব কর, দেখিবে শুদ্ধভাবে দেখিতে পারিলে উভয়েই এক। "ত্বং" মধ্যে অবিদ্যা অল্পজ্ঞ জীব চৈতন্য এবং সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য আছেন; "তৎ" মধ্যেও মায়া, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর চৈতন্য এবং সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য আছেন। অবিদ্যা দ্বারা "ত্বং" আবৃত এবং মায়াদ্বারা "তৎ" আবৃত। অবিদ্যা আবরণ ও মায়া আবরণ উন্মুক্ত কর দেখিবে উভয়ই এক। শ্রীগীতা এই আবরণ

উন্মোচনের গ্রন্থ। শ্রীগীতার প্রথম ষট্‌ক—প্রথম ছয় অধ্যায় ত্বম্ পদ শোধন জন্য দ্বিতীয় ষট্‌ক—দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় "তৎ" পদ শোধন জন্য এবং তৃতীয় ষট্‌ক—শেষ ছয় অধ্যায় একত্ব প্রতিপাদক।

আমরা এখন ত্বং ও তৎ এর শোধন জন্য গীতার উপদেশ সমূহ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীগীতা প্রথম ষট্‌কে দেখাইতেছেন ছয় প্রকার যোগ।

(১) বিষাদ যোগ।

(২) সাংখ্য যোগ।

(৩) কর্ম্ম যোগ।

(৪) জ্ঞান যোগ।

(৫) সন্ন্যাস যোগ।

(৬) ধ্যান যোগ।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" কর্ম্মের কৌশলকে যোগ বলে। স্বভাবতঃ কর্ম্মের সহিত মানুষ যুক্ত হইয়াই আছে। সকল মানুষকেই কর্ম্ম করিতে হয়। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ৩।৫ কদাচিৎ মানুষ একক্ষণ কালও অকর্ম্মা হইয়া—কর্ম্মশূন্য হইয়া (জ্ঞানে স্থিতি লাভ না করা পর্য্যন্ত) থাকিতে পারে না। এই কর্ম্ম সমূহ যখন ঈশ্বরের জন্য কৃত হয় তখনই কর্ম্মযোগের অবস্থা লাভ হয়—স্বভাবতঃ কর্ম্ম ত চলিতেছে—স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষ যুক্ত। কর্ম্মকে দোষ মুক্ত করিয়া সম্পাদন করিতে পারিলেই কর্ম্মশুদ্ধ হইল। এইরূপ জ্ঞানটি সংশয় দ্বারা অশুদ্ধ হইয়া আছে। সংশয় ছেদন করিয়া জ্ঞানটি লাভ করিতে পারিলেই জ্ঞান যোগ হইল। এইরূপে বিষাদ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত যোগ সমূহের স্বাভাবিক অবস্থা সমস্ত দূর করিয়া কৌশলপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তুমি শুদ্ধ হইলে—ত্বম্ পদার্থের শোধন হইল। কিরূপে এই শোধন গীতা দেখাইতেছেন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

যে বিষাদ যুক্ত হইয়া মানুষ সর্ব্বদা অশুদ্ধ থাকে সেই বিষাদকে লইয়া মানুষ যখন ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করে—তখনই বিষাদ, যোগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিষাদ দেখিয়া মানুষ ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউক—ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহুক—ইহাতেই মানুষ বিষাদ যোগী হইল।

(১) বিষাদ যোগ প্রথম অধ্যায়।—"তুমি" কে শুদ্ধ করিতে যদি চাও তবে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধির ভিত্তি এই বিষাদটি প্রথমেই অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি

বিষাদ সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারে না, সে কখন শুদ্ধ হইতে পারে না—সে কখন নির্ম্মল হইতে পারে না। শ্রীগীতাতে অর্জ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বিষাদ যুক্ত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছিলেন—

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণ ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হে কেশব ! আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, মনও আমার যেন ঘুরিতেছে এবং আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি। বিষাদ লইয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কওয়ারূপ বিষাদ যোগ প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির উপদেশে কোন ফল নাই। বৈরাগ্য না জন্মিলে ধর্ম্মোপদেশ বৃথা।

শ্রীগীতায় অর্জ্জুন যেমন বিষাদ যোগী সেইরূপ শ্রীচণ্ডীতে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য বিষাদ যোগী ; শ্রীমৎভাগবতেও সেইরূপ রাজা পরীক্ষিতও বিষাদ যোগী, শ্রীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রও পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য বিষাদ যোগী। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ, যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ কথা হইতেছে "শোকসংবিগ্ন মানসঃ"। মানুষের শোক ত লাগিয়াই আছে। জন্ম মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোকমোহ এই বড়ূর্ম্মিতে মানুষ নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে। এই সমস্তই তোমাকে অশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেহ ধারণ করিলেই শোক মোহাদি থাকিবেই। তুমি যদি তোমার বিষাদের কারণ গুলি না দেখিতে পাও তবে তুমি মানুষের অবস্থা হইতে নিম্নে পড়িয়াছ—পশুত্বে নামিয়া আসিয়াছ। মনুষ্য চর্ম্মাবৃত হইলেও তুমি ভিতরে পশু হইয়া গিয়াছ। পশু বলিতে পারে না সে শোকসংবিগ্ন মানস্ কিনা। মানুষ যিনি তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করেন শোক তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য তৃপ্তি কিছুতেই নাই। পূর্ণকে

প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত শোক কিছুতেই নির্ম্মূল হইবে না। শোক দূর করিতে যদি চাও পূর্ণে—ব্রহ্মে মিশিয়া যাও—আমি দেহ নই আমি চৈতন্য অনুভব কর।

(২) সাংখ্য যোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়। শোক মোহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যদি ইচ্ছা কর তবে ব্রাহ্মস্থিতি লাভ করিতে যত্নবান্ হও। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ কথা হইতেছে—

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্ত কালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাকে পাইলে মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়না, অন্তিম কালেও ইহাতে থাকিতে পারিলে মানুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মীস্থিতির উপাদান তোমাতে আছে। তোমাতে "জ্ঞান"ও আছে এবং "কর্ম্ম"ও আছে। তুমি অশুদ্ধ বলিয়া তোমার জ্ঞান ও তোমার কর্ম্ম অশুদ্ধ পথে চলিতেছে। তুমি জ্ঞান ও কর্ম্মকে শুদ্ধ কর, করিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ কর।

শ্রীগীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞান—শুদ্ধজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছেন এবং শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে এই সাংখ্যজ্ঞানে পৌঁছান যায় তাহাও দেখাইতেছেন।

শোকসংবিগ্ন মানস্ অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানের কাছে অশুদ্ধ জ্ঞানের কথা বলিলেন তখন ভগবান্ তাঁহার ত্বম্ পদার্থ শোধনের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন—

অর্জ্জুন! তুমি অশোচ্য দিগের জন্য শোক করিতেছ—আর বচনে পাণ্ডিত্য করিতেছ। কিন্তু যদি পণ্ডিত হইতে তবে মৃত বা জীবিতের জন্য তোমার শোক হইতনা। তুমি কাহার মৃত্যু হইবে বলিয়া শোক করিতেছ—কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া ক্লীব ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ? এটা কিন্তু নয় যে আমি কখনও পূর্ব্বে ছিলাম না, তুমিও ইহার পূর্ব্বে ছিলেনা, এই সমস্ত লোক যাহাদিগকে তুমি দেখিতেছ তাঁহারাও পূর্ব্বে ছিলেন না। আর ইহাও নহে যে পরে আমরা আবার আসিব না। বল তবে মরিল কে? পূর্ব্বেও সকলে ছিল, পরেও সকলে আবার আসিবে. বল তবে মরিল কে? মরণ বলিয়া যাহা তুমি ভাবিতেছ তাহা দেহান্তর প্রাপ্তি মাত্র। তুমি কি দেহ, যে দেহান্তর প্রাপ্তিতে তোমার সব ফুরাইয়া যাইবে? দেহান্তর প্রাপ্তিটা, কৌমার, যৌবন, জরার মত একটা অবস্থা বিশেষ—ইহাতে দুঃখ কেন হইবে? যদি বল কৌমার অবস্থা হইতে যৌবনাবস্থা

প্রাপ্তিতে কোন দুঃখ ত হয়না, যৌবন হইতে জরাবস্থা প্রাপ্তিতে দুঃখ আছে বটে কিন্তু দেহান্তর প্রাপ্তির দুঃখ ত অসহনীয়। সত্য কথা—কিন্তু দুঃখটা কিরূপে হয় তাহা যদি বিচার কর তবে বুঝিবে দুঃখ তোমার নাই, হইতেও পারেনা। দেখ কেহ যখন মরে তখন তাহার আত্মীয়গণ কত ছট্ফট্ করে। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিও যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন দুঃখ কোথায় থাকে বল? কেন নিদ্রাতে দুঃখ থাকে না জান? দুঃখ ভোগ করে মন। মনটাকে ঘরে ঢুকাও দুঃখ থাকিবেনা। প্রকৃতি নিদ্রাকালে মনটাকে ঘরে লইয়া যান সেই জন্য দুঃখ থাকে না। কিন্তু প্রকৃতির গৃহটা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে লয় হইলেও মন ঐ সময়ের জন্য দুঃখ পায় না। তুমি অশুদ্ধ বলিয়া এই অজ্ঞানে লীন অবস্থা হইতে তোমাকে আবার জাগিতে হয়, আবার দুঃখে পড়িতে হয়। কিন্তু তুমি শুদ্ধ হও—হইলে তোমার মন জ্ঞানে লীন হইয়া যাইবে তখন আর তোমাকে দুঃখে পড়িতে হইবেনা—আর তুমি দুঃখে জাগিবেনা। জ্ঞানে ডুব দিতে পারিলে—ঈশ্বরে ডুবিতে পারিলে আর দুঃখের অনুভবই হইবে না। যতদিন ডুব দিতে না পার—যতদিন মনকে ঈশ্বরে লাগাইতে না পার ততদিন দুঃখ থাকিবেই। এক্ষেত্রে তোমাকে বিচার করিতে হইবে—শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ—এই সমস্ত, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলেই হয়। কিন্তু দুঃখ অনিত্য—একবার আইসে আবার যায়। তুমি যতদিন মনকে ঈশ্বর স্মরণে ডুবাইতে না পারিতেছ ততদিন দুঃখ অনিত্য, দুঃখ আগমাপায়ী বিচার করিয়া দুঃখ সহ্য কর। যদি বল দুঃখ সহ্য যে করিব ইহাতে লাভ কি হইবে? যদি সকল দুঃখ সহ্য করিতে পার. যদি দুঃখ তোমাকে ব্যথা দিতে না পারে, যদি তুমি ধীর হইয়া সুখ দুঃখকে সমান বোধ করিয়া ফেলিতে পার, যদি দুঃখের সহিতও মিত্রতা করিতে পার, তবে তুমি অমর হইয়া যাইবে, তুমি আমার মত, ঈশ্বরের মত হইয়া যাইবে।

আরও দেখ দুঃখটা বা সুখটাও অসৎ—অসৎ যাহা তাহা নাইই আর সৎ যিনি তাঁহার অবিদ্যমানতা কখনই নাই। সৎ ও অসতের তত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন তিনি সর্ব্বদুঃখ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিয়াছেন।

দেখিতেছ তুমি অশুদ্ধ কেননা তুমি ভাবিয়াছ তুমি দেহ। কিন্তু তুমি দেহ নও—তুমি আত্মা—তুমি চৈতন্য। চৈতন্যের মৃত্যু নাই। চৈতন্য অবিনাশী—চৈতন্য অতি সূক্ষ্ম—ইনি সর্ব্বব্যাপী—ইনি অব্যয়—ব্যয় রহিত। এই অবিনাশী, অব্যয় আত্মার বিনাশ কে করিতে পারে? দেহী নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়—প্রমাণের অতীত—আর দেহীর দেহ যাহা তাহারই অন্ত হয়। তুমি দেহ নহ,

তুমি আত্মা। এই আত্মাকে সংহার করিতে কেহ নাই। তুমি আত্মা, তোমার জন্ম ও হয়না, মৃত্যুও নাই। তুমি নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ—শরীরের মৃত্যুতে ইহার মৃত্যু হয় না। তোমার তুমিকে অবিনাশী, নিত্য, জন্ম রহিত, অব্যয় বলিয়া স্থির জানিও। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত শরীরটা ফেলিয়া দিয়া, মানুষ নূতন দেহ আবার প্রাপ্ত হয়। তুমি যাহা তাহাকে অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়না, তাপে গলান যায়না, বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না। তুমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন। তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী। সকল জীবই আত্মা—কাজেই তুমি, তোমাকে ও সকলকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিতে পার না।

তোমার জ্ঞানটি যখন সংশয় শূন্য হইবে তখন তুমি আপনাকে এইরূপ বুঝিয়া নির্ভয় হইয়া যাইবে। সাংখ্য জ্ঞান লাভ কর—ইহাই হইয়া যাইবে। এই তোমাকে সংশয় শূন্য জ্ঞানের কথা বলিলাম। কিন্তু সাংখ্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—তোমার কর্ম্মের দোষ সমস্তও শোধন করিতে হইবে। লৌকিক ও বৈদিক—যাহা কিছু কর্ম্ম কর—দোষ শূন্য হইয়া কর। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধ চিত্ত হইলে আপনাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। কিরূপে দোষশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয় জান? লোকে কর্ম্ম করে ফলের আকাঙ্ক্ষায়। তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর। আমি আজ্ঞা করিতেছি বলিয়া আমার সন্তোষের জন্য তুমি কর্ম্ম কর। ইহাই কর্ম্ম যোগ—কর্ম্মের কৌশল।

কর্ম্ম সমস্ত যোগ কিরূপে বুঝিতেছ? কর্ম্ম করিলে সুখ পাওয়া যাইবে, দুঃখ দূর হইবে—ইহাই না ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করা। এখানে মন যুক্ত রহিল, কর্ম্মফলের সঙ্গে, সুখ দুঃখাদির সঙ্গে। কাজেই কর্ম্ম তোমাকে বিষয়ের দিকেই টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু কর্ম্মফল—সুখ দুঃখে লক্ষ্য না রাখিয়া যখন তুমি প্রতি কর্ম্মে আমাতে মন স্থাপন করিতে পারিলে, তখন তোমার কর্ম্ম বন্ধন হইতেই পারিবেনা—তুমিও হাতে পায়ে কর্ম্ম করিলে অথচ মনটা দেহে যুক্ত রহিলনা—রহিল আমাতে যুক্ত হইয়া; সাধারণ লোকের মন কর্ম্মকালে দেহে, জগতে যুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু যিনি কর্ম্ম যোগী তিনি আমাতে মন যুক্ত করিয়া আমার আজ্ঞা পালন করেন। এই জন্য ইঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বলা হয়। আমি ভিন্ন ইঁহার অন্য কামনা নাই। আমিই তোমার মধ্যে আত্মা। তুমি কর্ম্ম যোগী হইলে সর্ব্বদা আত্মতুষ্ট, আত্মরতি, আত্মক্রীড় রহিতে পারিলে। দুঃখে তোমার

কোন উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই। অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ, তোমার থাকিবেই না। তুমি আত্মা ভিন্ন সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য—শুভাশুভ বিষয় পাইলেও তাহাতে তোমার আনন্দ বা দ্বেষ নাই কারণ তুমি সর্ব্বদা আমাকে লইয়াই রহিয়াছ।

এই ভাবে কর্ম্মের অশুদ্ধাংশ যে কামনা তাহা শোধন করিয়া—কামনা ত্যাগ করিয়া, স্পৃহা শূন্য, অহঙ্কার শূন্য, আমার আমার রূপ মমতা শূন্য হইয়া বিচরণ কর, তোমার অশান্তি আর কোথায় রহিল বল? ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।

(৩) কর্ম্ম যোগ—তৃতীয় অধ্যায়। সাংখ্য যোগে গীতা মুখ্য কথা সমস্তই বলিলেন এখন অন্যান্য অধ্যায়ে ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

জ্ঞানী যাঁহারা—যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ—যাঁহাদের ত্বম্ পদার্থের শোধন হইয়াছে, তাহাদের জন্য সাংখ্যযোগ, কিন্তু যাহাদের ত্বম্ পদার্থ অশুদ্ধ, যাহাদের রাগ দ্বেষ যায় নাই—যাহাদের ফলাকাঙ্ক্ষা বিগলিত হয় নাই, তাহারা কর্ম্ম যোগে রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মীস্থিতি যে হয় না তাহার কারণ কামনা দূর হয় নাই বলিয়া। সেই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিতেছি "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্" কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে তুমি জয় কর। কামজয় করিতে পারিলে তোমার ত্বম্ পদার্থ শুদ্ধ হইবে। কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু তোমার ইন্দ্রিয় সমূহে দুর্গ স্থাপন করিয়া তোমাকে নিরন্তর বিষয় আহরণে ব্যস্ত রাখিয়াছে; এই কামই তোমার মনে দুর্গ স্থাপন করিয়া—বিষয় আহৃত বস্তু লইয়া ইহাকে সর্ব্বদা বিষয় সঙ্কল্পে বিকল্পে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, নিরন্তর তোমার মন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে; এই শত্রুই তোমার বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া—তোমার বুদ্ধি দ্বারে দুর্গ স্থাপন করিয়া কেবল বিষয়েরই ফন্দী আঁটিতেছে। এই তিন স্থানে কামের দুর্গ তুমি উড়াইয়া দাও। কিরূপে দিবে জান? তুমি কামের ইচ্ছায় চলিও না—আমার ইচ্ছায় কর্ম্ম কর। আমার ইচ্ছা আমি সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রচার করিয়াছি। তুমি আমার আজ্ঞামত নিষিদ্ধ কর্ম্ম আর করিও না, বিহিত কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ কর। আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, আমার অধীনে আসিয়া, আমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে সর্ব্বদাই তোমার দৃষ্টি আমাতেই রহিল—তোমার কাম জয় হইয়া গেল তোমার "ত্বম্" শোধন হইল—তুমি শুদ্ধ হইয়া আমারই হইলে।

(৪) জ্ঞান যোগ—চতুর্থ অধ্যায়। পূর্ব্বে বলিলাম তোমার ভূমিতে জ্ঞান ও আছে আর কর্ম্মও আছে। তোমার মধ্যে এই জ্ঞান কর্ম্ম অশুদ্ধ অবস্থায় ডুবিয়া গিয়াছে। কর্ম্ম যোগে বলিলাম কর্ম্মকে শোধন করিতে হইবে কিরূপে। জ্ঞান যোগে বলিতেছি জ্ঞানকে মলিনতা শূন্য করিতে হয় কিরূপে?

জ্ঞানের যে সংশয় তাহাই জ্ঞানের মলিনতা। আমাকে লোকে বিশ্বাস করে কোথায়? আমি যে বলিতেছি তোমরা দেহ নও তোমরা আত্মা, আত্মাই বিভু, আত্মা নির্গুণ, সগুণ, অবতার সমকালে, এসব লোকে মানে কৈ? আমাকে স্থূল চক্ষে দেখা যায় কিনা তাহাতে লোকের কত সংশয়? আমি কত উপদেশ দিতেছি তাহাতে লোকে বিশ্বাস করে কোথায়? আমি ক্ষমাসার, আমি আমার ভক্তের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করি, আমি অধর্ম্ম দূর করি, এই সমস্ত, মানুষ মানে কোথায়? আমার কথা শুনিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে কোথায়?

আমাতে আশা রাখিয়া আর সব আশা ত্যাগ করিয়া—যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট মানুষ হয় কৈ? সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ সহ্য করে কৈ? সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান থাকে কৈ? আমাতে সংশয় রাখে বলিয়াইত তার জ্ঞানে সংশয় থাকিয়া যায়। সংশয়াত্মা যে, সে ভীষণ পাপী। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবানের পরলোক নাই কিন্তু সংশয়ীর ইহ লোকও নাই, পর লোকও নাই। তুমি কর্ম্ম যোগী হও—আমাকে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করিয়া জ্ঞান সংছিন্ন সংশয় হও—জ্ঞান খড়্গে আত্মা সম্বন্ধে সকল সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে লাগিয়া যাও—কর্ম্মের মত তোমার জ্ঞানও শুদ্ধিলাভ করুক আর তোমার ত্বম পদার্থের শোধন হউক।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে এই জন্য বলিলাম—

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

(৫) সন্ন্যাসযোগ—পঞ্চম অধ্যায়। ত্বম্ পদার্থ শোধনের শেষ অবস্থায় তুমি নিত্যসন্ন্যাসী হইবে। শেষে ধ্যানযোগে ত্বম্ পদার্থ শোধন শেষ হইবে।

সম্যক্‌রূপে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য—সেই যে আমার আদিলীলায় একজন হইয়াছিল—সেইরূপ যখন হইবে তখন ত তোমার সবই হইয়া গেল। সেই যে যখন আমার প্রেরিত লোক গিয়া তাহাকে বলিত দেখ সে ত সঙ্গেই আছে—তুমি একটু স্মরণ করিলেই ত তারে পাও—সে তখন উত্তর করিত—তোমার উপদেশ তুমি লইয়া যাও আমার আর স্মরণে কাজ নাই। তোমরা তারে লইয়া থাক—আমি তারে ছাড়িতেই চাই। আমি ইহাদের সংসারে থাকি—ইহাদের অন্ন খাই, ইহাদের সংসারের কিছু কর্ম্মও ত আমায় করিতে হয়। ইহাদের সংসারে কিছু করিতে আমি যখন যাই, তখন সে আমায় এমন করিয়া জড়াইয়া ধরে যে আমার সব ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়, আমি কিছুই

করিতে পারিনা—সে তখন তাহাকে আদর করিতে বলে—সে আর কিছু করিতে দেয় না। সেই জন্য বলি তোমরা স্মরণ লইয়া থাক আমার আর স্মরণে কাজ নাই—আমায় ভুলিতে দাও—আমায় ছাড়িয়া দিতে বল।

আমাকে ভিতরে বাহিরে ভাবিয়া ভাবিয়া তার এমন হইত যে, সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাকেই দেখিত, আর আমাতেই সব দেখিত। সে বলিত—এক পা তুলিয়াছি, পা ফেলিব, দেখি সেখানে বুক পাতিয়া শুইয়া আছে, আমার পা ফেলা হইত না। সে বলিত "যদি যাই পথে পথে—শ্যাম যায় আমার সাথে সাথে, চরণে চরণ ঠেকাইয়া"—এই যখন হইয়া যাইবে তখন ত সন্ন্যাস—বা সম্যক্‌রূপে সর্ব্বকর্ম্ম ন্যাস বা ত্যাগ আপনা হইতেই হইবে—সে জন্য ব্যস্ত কি? তুমি নিত্যসন্ন্যাসী অগ্রে হও—সর্ব্ব ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম—লৌকিক বৈদিক—সমস্ত কর্ম্ম কর, বড় সুখের অবস্থায় আমায় সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে পারিবে। "মদ্ভক্তি-মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ" আমাকে যে ভক্তি তাহা মুক্তিই। মুক্তির সহজ পথ ভক্তি, এই জন্য বলি। কর্ম্ম যোগী চিত্ত শুদ্ধির জন্য, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন। ইনি ক্রমে তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস প্রশ্বাস কর্ম্ম, কথোপকথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করিয়াও মনে করেন ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে—আমি আত্মা, আমি চৈতন্য, কিছুই করিনা। সাংখ্য জ্ঞানে যে স্থান প্রাপ্তি হয়, কর্ম্ম যোগীও শেষে সেই স্থানে উপনীত হয়েন। নিত্য সন্ন্যাসী এই কর্ম্ম যোগীও আত্মাতেই সুখী, অন্তরারাম, আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন এবং ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্ম যোগী আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা—প্রীতিরূপ ফলের অনুভব কর্ত্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদং জানিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। ৫ম অধ্যায়ের শেষ কথা এইজন্য বলিয়াছি "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি"।

(৬) ধ্যান যোগ—ষষ্ঠ অধ্যায়। "ত্বম্" পদার্থ শোধনের শেষ হইতেছে ধ্যান যোগ। পূর্ব্বের অবস্থা লাভ করিয়া যুঞ্জন্ যোগী হইতে হয় অর্থাৎ একান্তে গিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করিতে হয়। বৈরাগ্য অভ্যাসে মন আর কামনা করেনা—কাজেই সঙ্কল্প বিকল্প নাই; মন তখন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় শক্তি সকলকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মাতে ধরিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি ধারণা অভ্যাস করিয়া বশীভূত হইয়াছে—বুদ্ধি তখন মনকে আত্মাতে সম্যক রূপে স্থাপন করিতে সমর্থ। বুদ্ধি উপরত হইলে মন আর কোন চিন্তাই করিতে পারে না। যদি

কখন করে, তখন ইহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আবার আত্মাতেই স্থির করিতে হয়। মন বশীভূত হইলেই সকল সুখ লাভ হয়—সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখেন ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন।

আমাকে সর্ব্বত্র দেখ ও আমাতে সমস্ত দেখ ইহাই ত শেষ। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করায় বড় সুখ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী অপেক্ষা, যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার যোগিগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি মদ্গত চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজনা করেন। "তুমি" শুদ্ধ হইলে—তুমি আপনা হইতে আমার চরণে লুটাইয়া পড়িবে—ভজনা আপনা হইতেই হইবে। এইজন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলা হইল—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে নান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

প্রথম ষট্‌কে ত্বম্ পদার্থ শোধনের কথা বলিয়া—সাধককে যুক্ততম্ অবস্থা দেখাইয়া গীতা দ্বিতীয় ষট্‌কে "তৎ" পদার্থ শোধনের কথা বলিতেছেন। আমরা "তৎ" শোধনের মোটামুটি কথা বলিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিতেছি। যিনি মুমুক্ষু হইয়া গীতা পাঠ করিবেন তিনি অন্যান্য অধ্যায় সমূহের সম্বন্ধ আপনিই বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

সপ্তমের প্রথমেই বলা হইতেছে—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

"ত্বম্" শোধন করিলেই আমাতে মন আসক্ত হইবে। লোহের মড়িচা দূর করিলে লোহকে যেমন চুম্বক আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ রাগদ্বেষ ধৌত মনও শ্রীভগবানে আসক্ত হইয়া যায়। ময্যাসক্তমনা হইয়া সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয়ে থাকিয়া যুঞ্জন্ যোগীর কার্য্য করিতে করিতে তৎপদার্থের শোধনে যে জ্ঞান লাভ হয় ভগবান তাহাই দেখাইতেছেন। অবিদ্যা—জীব চৈতন্য—শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিনটি যেমন সকল "তুমিতে" আছে সেইরূপ মায়া—ঈশ্বর চৈতন্য ও শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য—"তৎ"এ আছে। এই শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য আবৃত আছেন মায়া দ্বারা। মায়াই ইহার প্রকৃতি। জড় প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতি ব্রহ্মের উপরি ভাসিয়া ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছেন। এই প্রকৃতির যবনিকা সরাইয়া আত্মাকে দেখিতে পারিলেই "তৎ" শুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই প্রকৃতিকে সরাইয়া ফেলা—

মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আমার শরণাপন্নের ইহা কঠিন নহে। আমিই তাহার হইয়া আমার মায়ার পরপারে তাহাকে লইয়া যাই। তুমি শুদ্ধ হও আমি তোমাকে আমার জ্ঞান দিয়া দিব। জ্ঞানীই আমাতে নিত্যযুক্ত—সেইজন্য জ্ঞানীই সর্ব্বদা আমাকে এক ভাবে ভাবনা করেন। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে"। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানীর আত্মা বাসুদেব, বাসুদেবের আত্মা জ্ঞানী।

"প্রকৃতের্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয় সদানঘ" প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন—এই বিচার জ্ঞানীই করেন; করিয়া দেখেন "তৎ"ই শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য।

ত্বম্ পদার্থ শোধনের সাধনা যেমন "আমি তোমার" সেইরূপ তৎপদার্থ শোধনে "তুমি আমার" দর্শন হয়। এই দুই সাধনা হইলেই তুমি ও তিনি যে এক ইহার দর্শন হয়।

শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়াছিলেন প্রভো যখন আমি দেহে অভিমান করি, তখন আমি দাস এবং তুমি প্রভু। আবার যখন বিচার করি আমি কি এ দেহটাই, তখন দেখি আমি দেহ নই, আমি চৈতন্য। তখনও কিন্তু দেখি, আমি খণ্ডিত চৈতন্য—দেহ ব্যাপী চৈতন্য। এই অবস্থায় আমি দেখি আমি অংশ আর তুমি পূর্ণ। আরও বিচার করিয়া বুঝি চৈতন্য অতি সূক্ষ্ম—আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক। আকাশের যখন খণ্ড হয় না, তখন চৈতন্যের খণ্ড হইতেই পারেনা। চৈতন্য এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সীমাশূন্য বস্তু। চৈতন্যের স্বরূপ বিচারে দেখি আমি তুমি একই। তৎপদার্থের শোধনের পরে গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে এই একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

দয়াময়! তুমি ক্ষমাসার—তুমি পতিত পাবন। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার কাছে প্রার্থনা করিবারও সামর্থ্য নাই। আমাকে তোমার কর্ম্ম করাইয়া তোমার করিয়া লও, লইয়া যাহা করিতে হয় করিয়া দাও। অলমিতি প্রপঞ্চেন।

২২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩১ সাল। } গ্রন্থালোচক।

———

অপেক্ষার বাঁশী।

তুমি! সারা দিন খানি, রহিয়া রহিয়া
ডেকেছ বাঁশীতে গোপনে,
মোর্ পরাণের ছবি নয়নে আঁকিয়া
সাধাও গভীর স্বপনে।
গৃহ কাজে যেতে ভুলায়ে মরমে
টানিছ আকুল চরণে,
শতবার ভুলি শতবার সাধি
রাখি এ' মিছার বন্ধনে।
মোহন তুলিকা বুলায়ে নয়নে
স্মৃতির মন্দির আঁকিয়া,
প্রেমের পরশে ভুলায়ে বেদনা
অপেক্ষার দিঠি সাধিয়া।
ছেড়ে চলে যেতে সাথে সাথে ফের
হাসিতে চাহ গো হাসিয়া,
আমার ব্যথায় ব্যথা ভরে উঠে
ছলছলি আঁখি পুরিয়া।
আমারে দেখিলে সব ভুলে যাও
একান্তে ডাক গো হাসিয়া,
(যেন) কত কথা আছে, বলিবার সাধে
সতত চাহগো ভরিয়া।
আমি ত তোমারি জলেরি তরঙ্গ
সিন্ধু সাধে বিন্দু সাজিয়া,
আপনার প্রেমে আপনি বিকাও
আস্বাদনে ওঠ ফুটিয়া।
সাধের মুরতি ধর ভক্ত প্রেমে
অরূপের রূপ চাহিয়া,
বিভোর নয়নে সদা থাক চেয়ে
আপনারে দেখ ভুলিয়া॥



শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায় ।

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ ॥

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ ॥

ঋষিতত্ত্ব ।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ এম,এ বি এল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত করিতে হইলে যে যে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুর মনে যে ভাবের ও যে সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, যে, যে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করিলাম, ঋষিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হওয়া কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা উপলব্ধি হইল। অতিমাত্র গম্ভীর ঋষিতত্ত্বের ইয়ত্তাবধারণ কত কঠিন, তাহা অবগত হইয়া, ঋষিতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উৎসাহ যেন মন্দীভূত হইল, হৃদয় গগন যেন নৈরাশ্য মেঘে আবৃত হইল, ঋষিতত্ত্বের প্রমেয়ের (প্রতিপাদ্য বিষয়ের) বাহুল্য অনুভব করিয়া, হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইল, ঋষিতত্ত্ব যে, এইরূপ গহন, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। "ঋষিরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আদ্যুপদেষ্টা, কি সৎ, কি অসৎ, কি প্রাপ্তব্য, কি জ্ঞাতব্য, ইষ্ট প্রাপ্তির ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় কি, ঋষি চরণ হইতেই সকলে তাহা অবগত হইয়া থাকেন, এই সকল কথা যে, সত্য, ইহারা যে, অযুক্ত কথা নহে, সাম্প্রদায়িক ভাব প্রণোদিত কথা নহে, ঋষিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে।" আপনার মুখ হইতে শ্রবণ না করিয়া, এই সকল কথা যদি অন্যের মুখ হইতে শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে, "আপনার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যচ্যুতি হইয়াছে," 'আপনার দুঃসাহসের সীমা নাই,' আমার মুখ হইতে বোধ হয় এই জাতীয় বাক্যই নির্গত হইত। ঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আদ্যুপদেষ্টা, ইহা প্রতিপাদন করা, আমার বিশ্বাস, অসাধ্য ব্যাপার, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি যে, স্বদেশীয়, বিদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিঞ্চিমাত্রায় সাহায্য বা সহানুভূতি পাইবেন, আমার তাহা মনে হয় না। আপনার এই কথা শুনিয়া, বহু ব্যক্তিই যে, আপনাকে উন্মত্ত জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন, আমার তাহাই দৃঢ় ধারণা। তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আপনার এই সকল

কথার মধ্যে যে, প্রাণ আছে, ইহারা যে, বস্তুতঃ উন্মত্তের প্রলাপ নহে, প্রাণ শূন্য অনর্থক বাক্য নহে, আমার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে এই ভাবের ও স্ফুরণ হইতেছে, কেন হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এই সকল কথা আমার মনকে একবার অতিমাত্র উৎসাহান্বিত করিতেছে, হর্ষযুক্ত করিতেছে, অনির্ব্বচনীয় সুখের আশাতে পরিপূর্ণ করিতেছে, আরবার উৎসাহ হীন করিতেছে, অবসাদ গ্রস্ত করিতেছে, নৈরাশ্যে আবৃত করিতেছে। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, কখন, কখন মনে হইতেছে, ঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-কলার আদ্যপ্রদেষ্টা, ইহা প্রতিপাদন করা কি সাধ্য হইতে পারে? নবীন ক্রমবিকাশবাদের দিকে যখন দৃষ্টি পতিত হইতেছে, মানুষ নিতান্ত অবনত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, অসভ্যাবস্থা হইতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে, নবীন ক্রমবিকাশবাদের জলদ গম্ভীর স্বরে নিনাদিত ইত্যাদি বাক্য সমূহ যখন স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিতেছে, উন্নতম্মন্য, গর্ব্বান্ধ নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের ঘৃণা ব্যঞ্জক হাস্যযুক্ত, ভ্রূকুটি কুটিল বদন যখন মনে পড়িতেছে, তখনি চিত্ত উৎসাহ বিহীন হইতেছে, তখনি, নৈরাশ্য মেঘে হৃদয় গগন আবৃত হইতেছে, তখনি মনে হইতেছে, আপনি যদি এইরূপ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত, এইরূপ কথা বলিয়া আপনি অনেকের উপহাসাস্পদ হইবেন।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমার যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখ হইল। তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে তোমার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, তাহা যে বর্ত্তমান সময়োচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার কথা শুনিয়া, আমি যে, আনন্দিত হইয়াছি ইহাই তাহার কারণ। তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমি যে দুঃখিত হইয়াছি, তাহার কারণ হইতেছে, তুমি বস্তুতঃ ঋষিতত্ত্ব জিজ্ঞাসু নও, তোমার হৃদয়ে ঋষি প্রতিকৃতির বিশুদ্ধ ভাব অদ্যাপি প্রতিফলিত হয় নাই। ঋষিতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বর্ত্তমান সময়ে আমি যে, কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতি পাইব না, তাহা অনেকতঃ সত্য। "ঋষি" কোন্ পদার্থ, তাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ যে, ইদানীং অত্যল্প ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশের কোন কোন সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রত্নতত্ত্বান্বেষণ-নিরত, পুরুষের হৃদয়ে ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে, কিন্তু বৈদিক আর্য্য-বংশধরদিগের মধ্যে যে, অত্যল্প ব্যক্তিই ঋষিতত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, বা করিবেন তাহা স্থির। উদ্রিক্তসত্ত্ব না হইলে, বলহীন হইলে, সত্যের রূপ দেখিবার, সমুদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মুমূর্ষু জাতির যথার্থ মননশীলতা, প্রকৃত

সত্যানুসন্ধিৎসা, থাকিতে পারে না। অতএব ঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-কলার আদ্যাবিষ্কর্তা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিপাদন চেষ্টা দ্বারা যে, মানুষের কোন উপকার হইতে পারে, অত্যল্প ব্যক্তিই ইদানীং তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। জিজ্ঞাস্য হইবে, যে যাহা পাইতে চাহে না, তাহাকে তাহা দিতে যাওয়া, শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে কি? বৃথা শ্রম নহে কি? ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা যাঁহাদের নাই, ঋষিতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগত হইলে, মানুষের কি উপকার হইতে পারে, যাঁহারা তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ, আমি তাঁহাদিগকে ঋষিতত্ত্ব শুনাইবার চেষ্টা করিতেছি কেন? মন্ত্রের "ঋষি," "দেবতা" ও "ছন্দঃ" না জানিয়া বেদ অধ্যয়ন করিলে, বেদ পড়াইলে, মন্ত্র জপ করিলে, ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত অনিষ্টান্তর হইয়া থাকে, পাপ হইয়া থাকে,* এই শাস্ত্র শাসন, বর্ত্তমান কালে কয়জনের হৃদয়ের গতিকে ফিরাইতে পারিতেছে? কয়জন এই শাস্ত্র শাসনানুসারে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? ঋষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, আমি ইহাদের সমাধানের চেষ্টা না করিয়া, ঋষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা মননশীল বা যথার্থ জীবিত মানুষের না হইয়া, থাকিতে পারে না। কাহারা বস্তুতঃ জীবিত? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা বিচার বা মননশীল, তাহারাই বস্তুতঃ জীবিত, যাহারা বিচারবিহীন, যাহারা সর্ব্ব কার্য্যের কারণানুসন্ধান করেনা, যাহারা সত্যের অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহারা জীবন্মৃত।† আমি এই নিমিত্ত বলিলাম, ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা মননশীল বা যথার্থ জীবিত মানুষের না হইয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী একেবারে জীবিত মনুষ্য শূন্য হয় নাই, হইতে পারে না, অতএব ঋষিতত্ত্বের অনুসন্ধান যে, একেবারে বৃথাশ্রম হইবে, কোন ব্যক্তিই যে, ইহাতে কর্ণপাত করিবেন না, আমার তাহা মনে হয় না। ঋষিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আদ্যপ্রবর্ত্তা, আমার ধারণা, এ যুগে, ইহা প্রতিপাদন করা, দুঃসাধ্য হইলেও,

---

* "অবিদিত্বা ঋষিচ্ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥"—বৃহদ্দেবতা।

† "তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ। স জীবতি মনো যস্য মননেনোপজীবতি॥"—মহোপনিষৎ।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

অসাধ্য নহে। ঋষিরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আদ্যুপদেষ্টা, সত্যবচন ঋষিরাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ঋষিতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইলে, মানুষ ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইবে, উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে, মানুষের যাহা প্রাপ্তব্য, যাহা পাইলে, মানুষের আর কিছু পাইতে অবশিষ্ট থাকিবে না, মানুষের যাহা জ্ঞাতব্য, যাহা জানিলে মানুষের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ হইবে, ঋষিতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইলে, মানুষ তাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা জ্ঞাত হইবে, অতএব ঋষিতত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন আছে, ঋষিতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা বৃথা শ্রম নহে।

ক্রমোন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, ক্রমোন্নতি এবং ক্রমাবনতি উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম। * অতএব নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের ভ্রূকুটি কুটিল বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, আমি ভীত হইব না। স্বভাবতঃ দক্ষিণ মুখে প্রবহমানা সুরসরিৎ, চন্দ্রমার গতিভেদ জনিত সমুদ্র বিক্ষোভ নিবন্ধন যেমন উত্তর মুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের ইদানীন্তন নিম্নাভিমুখা চিত্ত নদীর প্রবাহ, (সার্ব্বভৌম ভাবে না হইলেও) বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান জনিত সত্ত্বগুণের বিক্ষোভ বশতঃ পুনর্ব্বার যে উন্নতির অভিমুখে প্রবাহিত হইতে পারে, আমি তাহা বিশ্বাস করি। † যদি কোন ব্যক্তি (ক্ষুদ্রশক্তি হইলেও), একাগ্রচিত্তে, দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত, (কবে সিদ্ধি হইবে, অথবা সিদ্ধি হইবে কি না, এইরূপ উৎকণ্ঠা শূন্য ও সংশয় বিরহিত হইয়া) কোন বিষয়ের সাধনার্থ চেষ্টা করে, তাহা হইলে, সে নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইয়া থাকে, দুঃসাধ্য কার্য্যও দীর্ঘকালীন সদ্ভাবনা দ্বারা, একাগ্র চেষ্টা দ্বারা, সুখসাধ্য হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাবরুণালয় ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা একাগ্রচিত্ত, শ্রদ্ধাবান্, শক্তিহীন ব্যক্তিগণের সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধি পথে সহায় হইয়া থাকেন। লোকশঙ্কর, ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, বৈদিক মার্গ স্থাপিত হইলে, জগতের সুস্থিতি হইয়া

---

* "The true law, the complete law, must be a law of retrogression as well as a law of progress; * * *"—Outline of the Evolution Philosophy by Dr. M. E. Cazelles.

"দ্বিধাঽনুমন্তঃ ক্রমদ্বীতরবীজাভ্যাম্॥"—সিদ্ধান্তদর্শনং। "অমুমন্তঃ প্রাণিনঃ ক্রমদ্বীতরবীজাভ্যাং ক্রমোন্নতি ক্রমাবনত্যোঃ শক্তিবিশেষযুক্তাম্।"—সিদ্ধান্ত-দর্শনটীকা।

† "বৈদিকানুষ্ঠানাত্তু শক্যতেঽন্তথয়িতুমিন্দুগত্যা সরিদ্বিব বীজ শক্তিরিতি ভারতে বেদসদাচারঃ।"—ঐ।

থাকে, বৈদিক মার্গ স্থাপিত হইলে, জগৎ নিরাময় হয়, জগতের সর্ব্বথা শান্তি, সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি অক্ষম হইয়াও, বৈদিক মার্গের সংস্থাপনার্থ উদ্যোগী হইবে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। * আমি তাই অশক্ত হইলেও ঋষিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে উৎসাহী হইয়াছি। ঋষিতত্ত্বের ব্যাখ্যা, বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপনের প্রধান সাধন। এতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকশঙ্কর, শঙ্কর আমাকে কৃপা করিবেন, আমি বর্ত্তমান কালের মানুষদিগের সাহায্য বা সহানুভূতি না পাইলেও, সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের কৃপা পাইব, ঋষিদিগের সাহায্য পাইব। লোকে আমাকে উপহাস করিবে, অবজ্ঞা করিবে বলিয়া তোমার যেন কোন চিন্তা না হয়। বিশ্বজগতের পরম হিতার্থী, বিশ্বজগতের পরম হিত সাধক বিশ্বপূজ্যচরণ ঋষিরাই যখন ইদানীং উপহসিত হইতেছেন, অসভ্য বোধে, বর্ব্বর জ্ঞানে অবজ্ঞাত হইতেছেন, তখন তোমার, আমার উপহাস বা অবজ্ঞার আশঙ্কা হওয়া উচিত কি? ঋষিদিগকে উপহসিত বা অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া যে তোমার হৃদয় বিশেষতঃ ক্লিষ্ট হয় না, সে তোমার আমি উপহসিত বা অবজ্ঞাত হইব, এই নিমিত্ত চিন্তিত হওয়ার ঔচিত্য থাকিতে পারে বলিয়া, আমার মনে হয় না। আমার অচল ধারণা, ঋষিরা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প-কলার কেবল আদ্যোপদেষ্টা, তাহা নহে, এখনও যে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিল্প-কলার উপদেষ্টা হইতেছেন, তিনিও সাক্ষাৎ-পরম্পরা, যে ভাবেই হোক্ ঋষিচরণে ঋণী, তিনিও ঋষিদিগের কৃপা হেতুই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতেছেন, ঋষিদিগের কৃপা হেতুই শিল্প-কলার আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছেন। আমার এই কথা তোমাকে যে, আরো বিস্মিত ও ভীত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার এই কথা শুনিয়া, তুমিও যে, আমাকে অচিকিৎস্য মানস ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া স্থির করিবে, আমার তাহা মনে হইতেছে।

যাহা হোক্ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। কোন কালে, কোন দেশে যে, ঋষিতত্ত্বের যথার্থ জিজ্ঞাসু জন্মগ্রহণ করিবেন বা বিদ্যমান আছেন তাহা স্থির। এখন দেখা যাক্ "ঋষি" এই পদের নির্ব্বচন হইতে কি জানিতে পারা যায়।

---

* "স্থাপিতে বৈদিকে মার্গে সকলং সুস্থিতং ভবেৎ।"

* * * * * * *

"যঃ স্থাপয়িতুমুদ্যুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈবাক্ষমোঽপি সঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সাক্ষাজ্জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥"—সূতসংহিতা।

জিজ্ঞাসু—আপনার তিরস্কারও যে কত মধুর, কত হিতকর তাহারি একটু আভাস পাইলাম, বড় সুখী হইলাম বাবা! আমি অবনতি সোপান পংক্তির কোন্ পদে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, আপনার মধুর তিরস্কার আমাকে কিয়ৎ-পরিমাণে তাহা জানাইয়া দিল। আমি যে ঋষিতত্ত্বের যথার্থ জিজ্ঞাসু নহি, আমি যে, ঋষিদিগকে অদ্যাপি পূর্ণভাবে সাক্ষাৎ কৃত নিখিল ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া, বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুগমাহাত্ম্য নিবন্ধন, যথোচিত বৈদিক সংস্কারের অভাব বশতঃ, বর্ত্তমান শিক্ষা ও সঙ্গদোষ হেতু, আমি যে, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যভাব হারাইয়াছি তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারিনা। তথাপি আশা, যদি বিগলিত অভিমান হইতে পারি, যদি সজ্জনের সঙ্গ করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে, আমার বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যভাব আবার ফিরিয়া আসিবে, আমি "ঋষি" দিগকে যথার্থভাবে ভক্তি করিতে সমর্থ হইব। আমাকে ক্ষমা করুন, পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, আমি ঋষিতত্ত্ব জানিবার অধিকারী নহি, তবে আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়া আমার হৃদয়ের মলা কাটিবে। "ঋষি" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে "ঋষি" পদার্থ সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। প্রত্যেক সাধু শব্দকে বিশ্লেষ করিলেই, তদ্বোধ্য অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, "ঋষি" এই নামের গর্ভেই "ঋষি" পদ বোধ্য অর্থ বিদ্যমান আছে, আপনার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তা'ই ঋষি পদের ব্যুৎপত্তি হইতে ঋষি পদার্থ সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়, তাহা জানিবার নিমিত্ত চিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"ঋষি" শব্দের নির্ব্বচন।

বক্তা—গত্যর্থক বা দর্শনার্থক "ঋষ্" ধাতু হইতে ঋষিপদ সিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তের নৈঘণ্টুক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'যিনি সূক্ষ্ম অর্থ সকলও দর্শন করেন, যিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহেরও দ্রষ্টা, তিনি "ঋষি" ("ঋষির্দর্শনাৎ, নিরুক্ত, ঋষিদর্শনাৎ—পশ্যতি, হ্যসৌ সূক্ষ্মানপার্থান্।"—দুর্গাচার্য্য কৃত নিরুক্ত ব্যাখ্যা)। ঔপমন্যব আচার্য্যের মতে যিনি 'তারক' জ্ঞান দ্বারা স্তোম (মন্ত্র) সমূহ দর্শন করেন, যিনি মন্ত্র দ্রষ্টা, তিনি "ঋষি" ("স্তোমান্ দদর্শেত্যোপমন্যবঃ।"—

নিরুক্তের নৈঘণ্টুক কাণ্ড)। ভগবান্ যাস্ক নিরুক্তের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ কৃত হইয়াছে, বিশিষ্ট তপস্যা দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হইয়াছে ধর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, অর্থবৎ মন্ত্র সংযুক্ত, এই প্রকারে অনুষ্ঠিত অমুক কর্ম্মের এইরূপ ফল পরিণাম হইয়া থাকে, যাঁহারা তাহা জানেন, এবং যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবরদিগকে—অসাক্ষাৎ কৃতধর্ম্ম-পুরুষবৃন্দকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্র সকল প্রদান করেন, তাঁহারা "ঋষি" এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন ("সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্মাণঃ ঋষয়ো বভূবুঃ। তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎ কৃত ধর্ম্মভ্যঃ উপদেশেন মন্ত্রান্ সংপ্রাদুঃ।"—নিরুক্ত)। ঋষিদিগের কি নিমিত্ত "ঋষি" এই নাম হইয়াছে, ঋষিরা কিরূপে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঋষিদিগের নিখিল ধর্ম্মজ্ঞান, ঋষিদিগের অখিল বস্তুতত্ত্বের সম্যগ্ দর্শন যে, জ্ঞানার্জ্জনের সাধারণতঃ পরিচিত উপায় দ্বারা হয় নাই, তাঁহারা যে, বিশিষ্ট তপস্যা বা তারক জ্ঞান দ্বারা মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছিলেন, সূক্ষ্ম পদার্থ তত্ত্ববিৎ হইয়াছিলেন, সর্ব্ব ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ যাস্ক নিরুক্তে এই ব্রাহ্মণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"তদ্যদেনাং স্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ত ঋষয়ো ঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।"—

উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ বচনের (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদের এই দুই ভাগ, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" এই উভয়কেই বেদ বলে—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্॥"—যজ্ঞ পরিভাষা সূত্র) অর্থ—"যে হেতু ব্রহ্মের (ঋগাদি বেদত্রয়ের) বিশিষ্টতপঃ সাধন তৎপর— সম্যগ্রূপে বেদতত্ত্বের পর্য্যালোচনা নিরত ইঁহাদিগের হৃদয়ে ব্রহ্ম (বেদ) স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে হেতু ইঁহারা বিনা অধ্যয়নে তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম বা বেদকে দর্শন করিয়াছিলেন, বিশিষ্টতপঃ বা সমাধি দ্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইঁহাদের "ঋষি" এই নাম হইয়াছে। জ্ঞান লাভের সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত উপায় সমূহের আশ্রয় ব্যতিরেকে বেদের সম্যগ্ তত্ত্বদর্শিত্বই বস্তুতঃ ঋষিত্ব ("যৎ যস্মাৎ এনান্ তপস্যমানান্ তপ্যমানান্ ব্রহ্ম ঋগ্যজুঃ সামাখ্যং স্বয়ম্ভু অকৃতকম্ অভ্যানর্ষৎ অভ্যাগচ্ছৎ আবির্ভূতমিত্যর্থঃ। অনধীত্যৈব তত্ত্বতো দদৃশুঃ তপোবিশেষেণ। তদৃষীণামৃষিত্বং ইত্যেবং ব্রাহ্মণেঽপি "ঋষি" বিচার্য্যমাণে জ্ঞায়তে।"—নিরুক্ত ব্যাখ্যা)।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও "ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ঋষিদিগের "ঋষি" এই নাম হইবার কারণ কি, কাহাকে ঋষিত্ব বলে, তাহা উক্ত হইয়াছে।

"অজান্ হ বৈ পৃশ্নীং স্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্তদৃষয়ো ২ভবন্ তদৃষীণামৃষিত্বং"* * *—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতির সায়ণাচার্য্য কৃতভাষ্য—অজগণ (কল্পাদিতে ব্রাহ্মণেরা—ঋষিরা সৃষ্ট হন, আমাদের ন্যায় কল্পমধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না, এই নিমিত্ত ঋষিদিগকে "অজ" যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না, বলা হইয়াছে। স্বভাবতঃ শুক্র—নির্ম্মল হইলেও পুনঃ তপঃ করিয়াছিলেন। ঋষিদিগের তপে তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম (জগৎ কারণ স্বতঃ সিদ্ধ পরব্রহ্ম বস্তু), কোন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তপস্যমান ঋষিদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অভিমুখে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। "ঋষি" ধাতুর অর্থ দর্শন, ঋষি বা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত (ঋষিধাতুর অর্থানুসারে) ঋষিদিগের ঋষি এই নাম হইয়াছে। অন্যান্য ঋষিদিগেরও এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাই ঋষিত্ব সম্পন্ন—সিদ্ধ হইয়াছে ("কল্পাদাবেব ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ন ত্বস্মদাদিবৎ কল্প মধ্যে পুনঃ পুনঃ জায়ন্তে তস্মাদজাঃ। তে চ পৃশ্নয়ঃ শুক্লাঃ স্বরূপেণৈব নির্ম্মলাঃ সন্তোহপি পুনস্তপ আচরন্। তদীয়েন তপসাতুষ্টং স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম জগৎ কারণত্বেন স্বতঃ সিদ্ধঃ পরব্রহ্মবস্তু কাংচিন্মূর্ত্তিং ধৃত্বা তপস্যমানাং স্তানৃষীননুগ্রহীতুমভ্যানর্ষদাভিমুখ্যেন প্রত্যক্ষমাগচ্ছৎ। ততস্তে মুনয় ঋষিধাত্ব-র্থবিষয়ত্বাদৃষয়োঽভবন্। তস্মাদন্যেষামপি ঋষীণামনয়ৈব ব্যুৎপত্ত্যর্ষিত্বং সম্পন্নম্।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য)।

উণাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে গত্যর্থক "ঋষ্" ধাতুর উত্তর "কিৎ" প্রত্যয় করিয়া "ঋষি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ("ইগুপধাৎ কিৎ।"—৪।১১৯, ইগু পধাদ্ধাতোরিন্ কিৎ স্যাৎ।" উণাদিসূত্রবৃত্তি)। যে সকল ধাতুর অর্থ গতি, সেই সকল ধাতু প্রাপ্ত্যর্থক ও জ্ঞানার্থক হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বমন্ত্র প্রাপ্ত হন্, সর্ব্বমন্ত্র দর্শন করেন, অথবা যিনি জ্ঞান দ্বারা সংসারের পারপ্রাপ্ত হ'ন তিনি "ঋষি" ("ঋষতি জানাতি, পশ্যতি সর্ব্বান্ মন্ত্রান্, ঋষতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জ্ঞানেন পশ্যতি সংসারপারং বা ইতি)। পুরাণে, অভিধানে "ঋষি" শব্দের "বেদ," "দীধিতি" (কিরণ), "মন্ত্রদ্রষ্টা," "শাস্ত্রকৃৎ আচার্য্য," "সত্য বচন" (সত্য হইয়াছে বচঃ যাঁহাদের, যাঁহাদের বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না, যাঁহারা সদা সত্যবাদী, গোত্র প্রবর্ত্তক ইত্যাদি অর্থ অভিহিত হইয়াছে ("ঋষির্বেদে বশিষ্ঠাদৌ দীধিতৌ চ পুমানয়ম্।"—মেদিনী, "ঋষয়ঃ সত্য বচসঃ"।—অমরকোষ)। পুরাণ পাঠ করিলে, অবগত হইবে, পুরাণে, বেদ ও বেদাঙ্গ নিরুক্ত প্রভৃতি ব্যাখ্যাত অর্থই উক্ত হইয়াছে। ঋষিরা যে, বিশিষ্ট তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম বা বেদকে প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, নিখিল বস্তু তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, "তারক" জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, ঋষিদিগের জ্ঞান যে লৌকিক জ্ঞানার্জ্জনের উপায় দ্বারা লব্ধ হয় নাই, পুরাণে, ইতিহাসে, মহাভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে গত্যর্থক "ঋষ্" ধাতু হইতে যে, "ঋষি" পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা উক্ত হইয়াছে। * আমি তোমাকে পরে পুরাণাদিতে ঋষি পদের যেরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, পুরাণাদিতে ঋষিত্ব ও ঋষিদিগের প্রকার ভেদ সম্বন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, যথা প্রয়োজন, তাহা জানাইতেছি, এখন বল দেখি, ঋষি পদের নির্ব্বচন সম্বন্ধে তুমি যাহা শ্রবণ করিলে. তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে? তোমার কি মনে হইয়াছে, আমি তোমাকে বৃদ্ধা পিতামহীর উপকথা শুনাইতেছি? তোমার কি মনে হইয়াছে, 'ঋষি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, তাহা অসভ্যোচিত, তাহা অযুক্ত, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের অগ্রাহ্য কথা? বিনা সঙ্কোচে, ভীত না হইয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর।

জিজ্ঞাসু— আমার ঠিক তাহা মনে হয় নাই, তবে আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, "ঋষি" পদের নির্ব্বচন করিতে যাইয়া আপনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। "ঋষি" পদের নির্ব্বচন করিতে যাইয়া, আপনি যাহা বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বহুব্যক্তিই যে, তাহাকে বৃদ্ধ পিতামহীর উপকথা বলিয়াই মনে করিবেন, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বক্তা—"ঋষি" পদের নির্ব্বচন করিতে যাইয়া, আমি যাহা যাহা বলিয়াছি (বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি) তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ কথা তোমার বিশেষতঃ অবোধ্য হইয়াছে? কোন্ কোন্ কথাকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষায় আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—বিনা অধ্যয়নে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Experiment and Observation) ব্যতিরেকে, কাহারও জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা বোধ হয়, একালে অনেকেরই অবোধ্য কথা রূপে প্রতীয়মান হইবে, অনেকেই ইহাকে অযুক্ত বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। "ঋষিরা তারক জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, অখিল মন্ত্রার্থবিৎ হইয়াছিলেন", এই কথার অভিপ্রায় ও

* "গত্যর্থাদৃষতের্দ্ধাতোর্নামনিবৃত্তিরাদিতঃ। যস্মাদেষ স্বয়ম্ভূত স্তস্মাচ্চাপ্যৃষিতা স্মৃতা॥—ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ।

অনেকের সমীপে অবিজ্ঞেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। "তারক জ্ঞান" কাহাকে বলে, বহুব্যক্তি তাহা জানেন না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, যাঁহারা পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, পাতঞ্জলদর্শন পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস, "তারক জ্ঞান" (এই নামের সহিত পরিচয় থাকিলেও), অনেকেই তারক জ্ঞানের স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন নাই। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, "তারক জ্ঞান স্বপ্রতিভা হইতে উত্থিত অনৌপদেশিক—বিনা উপদেশে প্রাদুর্ভূত, পরিপূর্ণ বিবেকজ জ্ঞান, এমন কোন বিষয় নাই, যাহা এই তারক জ্ঞানের অবিষয়, যাহা এই তারক জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত না হয়, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সর্ব্বপদার্থই এই তারক জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাই তারক জ্ঞানকে "সর্ব্ববিষয়" বলা হয়। "তারক জ্ঞান" যুগপৎ সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্ব অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, ইহার ক্রম নাই (Has no succession)। এই জ্ঞান যোগীকে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করে,—মুক্ত করে বলিয়া ইহার "তারক" এই নাম হইয়াছে ("তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজজ্ঞানম্।"—পাং, দং, বি, পা, ৫৪ সূত্র)। যাঁহারা পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়াছেন, পড়াইয়া থাকেন, "তারক জ্ঞান" কাহাকে বলে, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা যথোক্ত উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার ধারণা, তাঁহাদেরও অনেকের "তারক জ্ঞান" বিষয়ক অনুভব বৈকল্পিক, আকাশকুসুমবৎ বিকল্প বৃত্তি বিজৃম্ভিত, তাঁহাদেরও তারক জ্ঞানের স্বরূপোপলব্ধি হয় নাই।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। যিনি যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহার তদ্বিষয়ের বিতর্ক রহিত, সংশয় শূন্য জ্ঞান হইতে পারে না। বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে "ঋষি" সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাহার যাথার্থ্য অনুভব করা বেদ শাস্ত্রোক্ত সাধন সম্পন্ন, বৈদিক প্রতিভা বিশিষ্ট পুরুষদিগের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। তবে আমার মনে হয়, যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের কথাকে বিনা পরীক্ষায় বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, অসভ্যোচিত, যুক্তিহীন কথা বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা কখন আত্মপরের হিত সাধনে সমর্থ হইবেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার উন্নতি কিরূপে হয়, তাহা তাঁহারা যথার্থভাবে অবগত নহেন। বিনা অধ্যয়নে, বিনা উপদেশে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে, শুদ্ধ তপস্যা বিশেষ দ্বারা মানুষ যে, যথোক্ত তারক জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা বহুশঃ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ কল্পনা মূলক কথা

নহে। স্থূল প্রত্যক্ষবাদীদিগের যদি যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসা থাকিত, তাহা হইলে, একালেও, ভগবান্ মনু, যাস্ক, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিশুদ্ধ বৈদিক প্রতিভা বিশিষ্ট, বেদাত্মা, বেদনিষ্ঠ মহর্ষিগণের উপদেশে যে, বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, তাহা সপ্রমাণ হইত, বিনা অধ্যয়নে, বিনা উপদেশে সন্দর্শন ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ বিবিধ বিদ্যাপারদর্শী হইতে পারে, এই সত্য প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত একালেও যে, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইত। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব প্রণীত মহাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, 'যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারাই শব্দের সাধুত্ব পরিজ্ঞানে প্রমাণ, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, তাহাকেই সাধু বলিয়া মানা উচিত।' শিষ্টের লক্ষণ কি, তাহা জানাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী, যাঁহারা অসঞ্চয়ী, যাঁহারা অলোলুপ, যাঁহারা দৃষ্ট কারণ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ স্বভাবতঃ সদাচারের অনুবর্ত্তন করেন, যাঁহারা গুরূপদেশ শ্রবণ, অধ্যয়ন ইত্যাদি অভিযোগ (উপায়) বিনা সর্ব্ববিদ্যা পারগ হইয়াছেন, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়, অসংবেদ্য (যাহা সাধারণ জ্ঞানে জানা যায় না) বিষয় সকলও আর্ষ চক্ষু—(বেদ নয়ন) দ্বারা সম্যগ্‌রূপে দর্শন করেন অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান, যাঁহাদের সমীপে প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট নহে, যাঁহারা অতীত ও অনাগতকেও বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা "শিষ্ট", এতাদৃশ পুরুষের জ্ঞান, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা বাধিত হয় না, স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমাণ প্রমাণের বিরোধী হইলেও, এতাদৃশ আপ্ত বচনের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য।* ভগবান্ যাস্ক ও শৌনক বলিয়াছেন, তপস্বী না হইলে, বেদের

---

* "কে পুনঃ শিষ্টাঃ? * * * অর্য্যাবর্ত্তে নিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুম্ভীধান্যা অলোলুপা অগৃহ্যমাণকারণাঃ কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারঙ্গতাঃ তত্র ভবন্তঃ শিষ্টাঃ।"

—মহাভাষ্য।

"আবির্ভূত প্রকাশানাং অনুপক্রত চেতসাং। অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥" —বাক্যপদীয়।

"অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা। যে ভাবান্ বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে॥"

—বাক্যপদীয়।

যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় না, পূর্ব্বতম ঋষিরা কেবল তপস্যা দ্বারাই বেদ লাভ করিয়াছিলেন, তপস্যার অসাধ্য কিছু নাই ("মেধাবিনে তপস্বিনে বা"-নিরুক্ত, নহি তপসোরসাধ্যং কিঞ্চিদস্তি, তপসা হি স্বয়মপি বেদার্থঃ প্রাদুর্ভবেদেব। যথা মন্ত্রা প্রাদুরভুবন্ পূর্ব্বেষামৃষীণাম্।"—নিরুক্ত ব্যাখ্যা)। ঋষিরা যে তপস্যা দ্বারা বেদ লাভ করিয়াছিলেন, ভগবান্ মনুও তাহা বলিয়াছেন, মহাভারতেও তাহা উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—ঋষিদিগকে আপনি যে দৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তির, সন্দর্শন ও পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কারণ থাকিতে পারে, যাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা আপনার এই সকল প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিবেন না।

বক্তা—প্রত্যক্ষ প্রমাণের আদর চিরদিন হইয়াছে, চিরদিন হইবে। দুঃখের বিষয় স্থূল প্রত্যক্ষবাদীরা স্থূল প্রত্যক্ষকেও সর্ব্বথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। অতএব বলিতে হয়, স্ব-স্ব প্রতিভাকেই সকলে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারেই সকলের ইতি কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি যোগ বিভূতি ইদানীং অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, হইতেছে' তথাপি বিজ্ঞান পারগ লর্ডকেল্‌বিন্ বলিয়াছেন, দূরদর্শনাদি (Clairvoyance and the like) প্রধানতঃ অসম্যগ্ দর্শনের (Bad observation) ফল, দূরদর্শনাদি যোগ বিভূতির সত্যতার উপরি লোকের যে বিশ্বাস হয়, অসম্যগ্ দর্শন এবং উহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্দোষ সরল বিশ্বাসীদিগের উপরি প্রতারক-দিগের বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবঞ্চনা চেষ্টার সংমিশ্রণ তাহার কারণ ("Clairvoyance, and the like are the result of bad observation chiefly, somewhat mixed up, however, with the efforts of wilful imposture, acting on an innocent trusting mind"—Popular Lectures and Addresses by Sir W. Thomson)।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঋষিরাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়াছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমীচীন আদর ঋষিরাই করিয়াছেন। যাহা প্রত্যক্ষী-ভূত হয় নাই, ঋষিরা তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, তাহাকে তাঁহারা সত্য বলিয়া বুঝান নাই। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা স্থূল প্রত্যক্ষকেই সত্য জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র স্থির উপায় বলিয়াছেন, বেদপ্রাণ, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরা নির্ব্বিতর্ক সমাধিকে (যাহাকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন,

তাহাকে) শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। যোগসূত্রভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, নির্ব্বিতর্ক সমাধিই পর—শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারাই সর্ব্বপদার্থের সর্ব্বাবস্থায় যথার্থ স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে। ঋষিরা নির্ব্বিতর্ক সমাধিদ্বারা বেদকে প্রাপ্ত হয়েন, নির্ব্বিতর্ক সমাধিকে, "বিশিষ্ট তপঃ" এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদকে কি জন্য শ্রুতি ও বেদান্ত "প্রত্যক্ষ" প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা চিন্তা কর ("তৎপরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ।"—যোগসূত্র ভাষ্য)।

জিজ্ঞাসু—বাবা! "ঋষি" শব্দ যে বেদের বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কারণ কি, আপনার এই সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার বোধ হইতেছে, আমি আপনার কৃপায় তাহা একদিন বুঝিতে পারিব।

বক্তা—"ঋষি" শব্দ যে কারণে বেদ, দীধিতি ইত্যাদির বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি তোমাকে পরে তাহা জানাইতেছি। আমি পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে সন্দর্শন ও পরীক্ষাকে (observation and experiment) আধুনিক কোবিদগণ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, তাহা অদ্যাপি তাঁহাদের সম্যগ্রূপে জ্ঞাত হয় নাই, সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ যখন সম্যগ্রূপে জ্ঞাত হইবে, তখন প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যেও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিবেন, সন্দর্শন ও পরীক্ষা মূলতঃ বেদেরই কার্য্য, তখন "বেদই" সর্ব্ববিদ্যার, বেদই সর্ব্ব শিল্প ও কলার উপনিবন্ধন ("সা সর্ব্ববিদ্যা শিল্পানাং কলানাংচোপবন্ধনী" বাক্যপদীয়) পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির এই কথার মূল্য কত, প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যেও কেহ, কেহ, কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন, তখন বিনা উপদেশে, বিনা অধ্যয়নে সন্দর্শন ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে ঋষিরা সর্ব্ববিদ্যাপারগ হইয়াছিলেন, অখিল মন্ত্রার্থ লাভ করিয়াছিলেন, বেদ শাস্ত্রের ইত্যাদি উপদেশ যে, অসত্যোচিত নহে, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে, প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিবেন। ঋষিতত্ত্বের সমীচীন জ্ঞান লাভ হইলে, মানুষের কিরূপ উপকার হয়, আমি তোমাকে ক্রমশঃ তাহা জানাইতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ঋষি না হইলে, ঋষির স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করা সম্ভব নহে, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

জিজ্ঞাসু—"ঋষি" না হইলে, ঋষির স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করা সম্ভব নহে, আপনার এই অতিগম্ভীর উপদেশের তাৎপর্য্য কি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে

পারি নাই। "ঋষি না হইলে, ঋষির স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করা সম্ভব নহে," ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হওয়ার আশা আমার মত লোকের চিরদিন "আশা" রূপেই থাকিবে, কারণ ঋষিত্বপ্রাপ্তি যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বক্তা—কাহাকেও পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, তাহা হইতে হয় (To know is to become) ইহাত প্রতীচ্য দেশের সুধীগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন। "বিনা সমাধিতে কোন বিষয়ের পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না", এতদ্বাক্যের আশয় কি, তাহা তুমি চিন্তা করিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু—না, "বিনা সমাধিতে কোন বিষয়ের পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না" এতদ্বাক্যের আশয় কি, তাহা জানিতে হইলে, কি চিন্তা করিতে হইবে, কিরূপে চিন্তা করিতে হইবে, আমি তাহাই বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—কেবল তুমি কেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন না, অনেকেই, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। ঋষিদিগকে নিন্দা করেন, বেদ ও শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেন, এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ইদানীং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু যাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার প্রয়োজন আধুনিক উন্নতম্মন্য পুরুষেরা, অনুভব করিয়াছেন, করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ জানিবার আবশ্যকতা আছে, ইহা বুঝেন না, ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য জনক আর কিছু হইতে পারে কি ? যাহাকে চিনি না, তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করা মানুষোচিত কি ? 'কোন বিষয়ের সমীচীন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহা হইতে হয়', এই গম্ভীরার্থক কথার তাৎপর্য্য কি, যখন তাহা সুবিদিত হইবে, তখন তুমি স্বীকার করিবে, সংসারে যথার্থ তত্ত্ববিদের সংখ্যা অধিক নহে। ঋষিরা ব্রহ্ম বা বেদের তপস্যা করিয়া বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্ম মূর্ত্তি বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া ঋষিদিগের "ঋষি", এই নাম হইয়াছে, এই শ্রুতি বচন শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার কি ধারণা হইয়াছে ? এ কালে যে এইরূপ কথা বলে, তাহাকে লোকে কি বলিবে বলিয়া তোমার মনে হয় ? ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থ রচয়িতা পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ পদকমলের উপদেশামৃত।

গঙ্গাতত্ত্ব। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্র। আমরা গঙ্গার যে রূপ দেখিয়া থাকি, গঙ্গার এইরূপ মুক্তিদাত্রী হন কি করিয়া ?

ভগবানের যে মুক্তি দায়িনী শক্তি তাহাকে নদীরূপে ভাবা হয় কেন ?

সকল নদীর প্রতিই এই ভাব আনিতে পারা যায় কিনা ?

উ। 'মুক্তিদায়িনী' বা 'পতিতোদ্ধারিণী' বা 'সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী' এইরূপ শব্দ শুনিলে তোমার কি মনে হয় ? একটা উপাধির আশ্রয় না লইলে তুমি এই শব্দগুলি দ্বারা কিছু ধারণা করিতে পার কি ? তোমাকে কোন একটা উপাধির সাহায্য লইতেই হইবে, নচেৎ তুমি এই সকল শব্দ প্রকাশিত ভাবের কিছু ধারণা করিতে পারিবে না। তবে, যাহা সত্ত্বগুণ প্রধান উপাধি, এবং যাহাতে তুমি এই ভাবটা প্রথমে সহজে আনিতে পারিবে, সেইরূপ উপাধির প্রয়োজন। আচ্ছা, তোমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, মা এইরূপেই মুক্তি দিবেন, তুমি ইহা বিশ্বাস করনা কেন ? তা যদি না পার, তবে শঙ্করই বা মুক্তি দিবেন কি করিয়া, তিনি ও ত পাথরের শিব ? নারায়ণই বা মুক্তি দিবেন কি করিয়া, তিনি ও ত শিলা মাত্র ? তোমাকে ভাব আনিতে হইবে। গঙ্গাকে দেখিতে পাইলে,

---

* শ্রুত উপদেশগুলি যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল, আমার প্রতিভার মালিন্য বশতঃ এবং স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ তাহারা ঠিক সেইভাবে গৃহীত ও ধৃত হয় নাই, সুতরাং সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে লিখিত হইলনা ; তথাপি আশা, আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণ ইহাদের পাঠদ্বারা অনেক পরিমাণে উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, মাকে স্পর্শ করিলে, গঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিলে যে একটা শরীরের এবং মনের পবিত্রতা স্পষ্টই অনুভব করা যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। গঙ্গাজল পান করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, গঙ্গাজলের নির্ম্মলতা এবং সাত্ত্বিক স্বাদুতা তাঁহারা বেশ অনুভব করিতে পারেন, † তাঁহাদিগকে পানার্থ অন্য জল দিলেই, অপেক্ষাকৃত বিস্বাদ বলিয়া তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিবেন. পান করিতে বাধা বোধ করিবেন। § অতএব যিনি পরিচিত সকল প্রকারে কল্যাণ করিতেছেন, তাঁহাকে ভগবতী বলিয়া ভাবিতে পারিব না কেন ?

প্রশ্ন হইবে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয়না, অতএব গঙ্গা মুক্তি কি করিয়া দিবেন ? ইহার মধ্যেই মা চিন্ময়ী রূপে আছেন, তিনিই মুক্তি দিবেন। মুক্তি যিনি দেন, তিনিই দিবেন, জ্ঞানই মুক্তি দিবেন, জ্ঞানময়ী মাই মুক্তি দিবেন। যদি বল, এরূপে ধরিতে গেলে ত সকল বস্তুই মুক্তি দিতে পারে, কারণ চিৎস্বরূপিণী মা ত সর্ব্বত্রই আছেন। হাঁ, তা আছেন, তবে বিশিষ্ট (সত্ত্বগুণপ্রধান) উপাধিতে তাঁহার আবির্ভাব বুঝিবার সুবিধা হয়। ভাব লইয়াই সব ; গঙ্গাকে পতিতোদ্ধারিণী বলিয়া ভাবিতে যে পারে, তাহারই উদ্ধার হয়, নচেৎ গঙ্গায় ডুবিয়া থাকিলেও কিছু হয় না। এই যে অশ্বত্থবৃক্ষ, বিষ্ণুর রূপ, ইনি কত উপকার করিতেছেন, দেখ দেখি, জগতের স্থিতি সম্পাদন বিষয়ে কত সাহায্য করিতেছেন ; তাই এই উপাধিতে ইহাকে বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করা হয়। অন্য বৃক্ষে কি এরূপ ভাব আসে ? ভগবান্ ত সর্ব্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু একটী অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিলে মনে যেরূপ ভাব হয়, একটা নটে-গাছ দেখিলে কি সেরূপ হয় ? একজন ভগবদ্ভক্ত, বেদজ্ঞ, যোগী, সাধুপুরুষের নিকটে যাইলে মনে যে ভাব আসে, একজন সাধারণ মানুষকে দেখিলে কি মনে সে ভাব (বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি) আসে ? অতএব বিশিষ্ট উপাধির উপযোগিতা আছে। গঙ্গার স্বরূপ চিন্তা কর ; মার ইহা ছাড়া আরও অনেক রূপ আছে। ইহা আধিভৌতিক রূপ ; ইহা ব্যতীত মার

---

† যাঁহাদের চিত্ত একটু সত্ত্বগুণপ্রধান, তাঁহারা ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারেন।

§ বৈজ্ঞানিকগণও পরীক্ষা দ্বারা এ জলের বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন, অবশ্য ইহার সকল গুণকে তাঁহারা এখনও পরীক্ষার বিষয় করিতে পারেন নাই।

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ আছে। তুমি যদি ঠিক ভাবনা করিতে পার, তাহা হইলে, মা তাঁহার এই রূপের মধ্য হইতেই তাঁহার অধিদৈবিকাদি রূপে তোমায় দর্শন দিতে পারেন। তবে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রূপ দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতে গেলে প্রথমে আধিভৌতিক রূপেরই দর্শন করিতে হয়। তুমি যেমন এই বাহিরের গঙ্গা দেখিতেছ, সেইরূপ তোমার দেহের মধ্যেও গঙ্গা আছেন। ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ীর কথা শুনিয়া থাকিবে। তন্মধ্যে ঈড়াই গঙ্গা। * সাধনায় এই সকল (ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) নাড়ীর তত্ত্ব চিন্তা করিতে হয়, সাধক এই সকল নাড়ী সাহায্যে মূলাধার হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধতন চক্র সমূহে গতি ভাবনা করিয়া থাকেন। শব্দের যেমন প্রথমে বৈখরীরূপ উপলব্ধ হয়, তাহার পর মধ্যমা, তেমনই মার এই আধিভৌতিক রূপের মধ্যেই ক্রমে মার মধ্যমা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ হইতেই ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে যাইতে হয়। এই আধিভৌতিক রূপ হইতে ধ্যান আরম্ভ কর, স্বপ্নাবস্থায় যাও মধ্যমা-রূপ দেখিবে; ক্রমে আরও উঠিয়া যাও, পশ্যন্তী ও পরা রূপ দেখিবে; ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মিকা নাদরূপা প্রকৃতির দর্শন হইবে; ক্রমে তিনি তোমাকে শব্দরূপ পর-ব্রহ্মের চরণে পৌঁছাইয়া দিবেন, ব্রহ্মরন্ধ্রে। ইঁহারই অর্থ বিষ্ণুপাদসম্ভূতা। ধ্যান দ্বারা দেখিবার চেষ্টা কর, কিরূপে মা বিষ্ণুপাদ হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন— প্রথমে সেই মূল শব্দ বা ব্রহ্ম, তাহা হইতে নাদাত্মিকা প্রকৃতি—যিনিই বিষ্ণুর শক্তি; ক্রমে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ। গঙ্গাই মুক্তিদায়িনী, সন্দেহ নাই, তবে মার এই রূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে জ্ঞানদায়িনী নয়, মার যে চিন্ময়ী শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা রূপ, মা সেই রূপে জ্ঞান দেন ও মুক্তি দেন। সে রূপ ধ্যান যোগে সাধক দেখিতে পান। সে রূপ দেখিতে হইলে, জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, মুক্তি পাইতে হইলে ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে হইবে। চিদাত্মিকা মা সর্ব্বত্রই আছেন, সন্দেহ নাই, এবং জ্ঞানী পুরুষকে মা যেখানে-সেখানে মুক্তি দিয়া থাকেন। জ্ঞানী পুরুষকে গঙ্গায় আসিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়না। তিনি যেখানে শরীর ত্যাগ করেন, মা সেখানে স্বয়ং গিয়া জ্ঞানরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া মুক্তি দান করেন, অথবা জ্ঞানী সেখান হইতেই মার (জ্ঞানময়ী) রূপ দেখিতে পান।

* নাড়ী এবং নদী মূলতঃ একার্থক; উভয়েই নদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; নদ্ ধাতুর অর্থ, শব্দ—গতি; যেখানেই স্পন্দন বা গতি, সেইখানেই শব্দ হইয়া থাকে।

নাদাত্মিকা (Vibratory)—নিরন্তর স্পন্দনশীলা প্রকৃতি জীবকে সদা ব্রহ্মসমীপে উপনীত করিয়া দিতেছেন ও মুক্তি দিতেছেন—গঙ্গা এই সত্যেরই একটু স্থূলরূপ দেখাইতেছেন; যে কোন বস্তু তাঁহার চরণ আশ্রয় করিতেছে, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহাসমুদ্রে লইয়া গিয়া মিলাইয়া দিতেছেন। ইহা দ্বারা গঙ্গা পূর্ব্বোক্ত সত্যই প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতি নাদাত্মিকা, প্রবাহশীলা (Moving), সদা স্পন্দনশীলা; গঙ্গা ও দেখ, সদা স্পন্দমানা, সমুদ্রাভিমুখে প্রবহমানা; গঙ্গাও সেই প্রকৃতিই বটেন; উভয়েই একরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাইবে—গতি—স্পন্দন (Motion) এবং অন্তে লইয়া গিয়া, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গতি বা স্পন্দন, তাঁহার সমীপে উপনীত করিয়া দেওয়া। বাহিরে গঙ্গারূপে এই সত্য দৃষ্ট হইতেছে; আর অন্তরেও তাহাই—মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী মার্গে ক্রমে ক্রমে উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া ব্রহ্মে মিলিত হওয়া। *

প্র। এ গঙ্গা ত অধোদিকে যান।

উ। না, তা নয়, তুমি 'ঊর্দ্ধ' ও 'অধঃ' ইহাদের স্বরূপ ঠিক জাননা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার 'অধঃ' র অর্থ কি? Centre of the Earth এর (পৃথিবী কেন্দ্রের) দিকে ত? তাহাই ত ঊর্দ্ধ—যাহা মূল, যেখান হইতে সব বাহির হইয়া আসিয়াছে। †

নদী ও জীব ‡

নদী কাহাকে বলে? গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী যাহা, ঈড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ী ও তাহা। নদী ও যাহা, নাড়ী ও তাহা। উভয়শব্দই নদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নাড়ী অনেক হইলেও যেমন মূলতঃ ঈড়া, পিঙ্গলা এবং

---

* পাঠক পরে উদ্ধৃত পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের 'নদী ও জীব' সম্বন্ধে উপদেশগুলি দর্শন করিবেন।

† এই উপদেশগুলি পড়িয়া পাঠকের মনে যে সকল সম্ভাবিত প্রশ্ন উত্থিত হইবে, ক্রমশঃ সেই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইবে।

‡ কোন সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্কর প্রয়াগে গমন করিলে তথায় তাঁহার মুখ হইতে কতকগুলি অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিতে পাইয়াছিলাম যে গুলি পরে 'তীর্থতত্ত্ব' শীর্ষক প্রস্তাবে পাঠকগণকে নিবেদন করিবার ইচ্ছা আছে। এই উপদেশগুলি তাহাদেরই একাংশ।

সুষুম্না ব্যতীত নাড়ী নাই, তেমনি নদী অনেক থাকিলেও, গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীই তাহাদের সামান্যরূপ। নর্ম্মদা বল, গোদাবরী বল, সকলেই এই তিনের মধ্যে আছেন।

নদী শব্দের একটু ব্যাপক অর্থের চিন্তা কর। জীব এবং সৃষ্টপদার্থমাত্রেই নদী স্থানীয়। নদী করিতেছে কি? সর্ব্বদাই তর তর শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে? সরিৎপতির কাছে? যত নদী আছে সকলেই সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত। জীব সকলও তাহাই করিতেছে, সংসারে আসিয়া নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছে, নিষ্ক্রিয় হইয়া কোন জীবই বসিয়া নাই, সকলেই কোন না কোন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত। ক্রিয়া স্পন্দন ব্যাতিরেকে হয়না, এবং স্পন্দন হইলেই শব্দ হইয়া থাকে। জীব কর্ম্ম করে কেন? অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য, ঈপ্সিত বস্তু লাভের নিমিত্ত। জীবের ঈপ্সিত কি? আনন্দ। সুতরাং জীব যতদিন সংসারে থাকিবে, যতদিন পরমানন্দরূপ ব্রহ্মকে না পাইবে, ততদিন তাহার কর্ম্মের বিরাম হইবেনা, ততদিন সেও নদীর মত শব্দ করিতে করিতে পরিণাম স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। গঙ্গা যেমন বহিয়া বহিয় অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পড়েন, সেখানে গিয়া পড়িলে গঙ্গাকে আর আমরা দেখিতে পাইনা, তখন তিনি গঙ্গানাম ত্যাগ করিয়াছেন, গঙ্গারূপ বর্জ্জন করিয়াছেন, নিজ নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছেন। জীবও সেইরূপ কর্ম্ম স্রোতে বহিয়া গিয়া অবশেষে ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিশিয়া যান। তখন তাঁহার 'জীব'নাম আর থাকেনা, জৈবরূপও আর দেখিতে পাওয়া যায়না। তুমি নদীকে যত প্রকারেই বাঁধ দাওনা কেন, নদী যেন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া বাঁধ কাটিয়া আবার সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইবে, তেমনই জীবকে তুমি যতই সংসার বন্ধন দাওনা কেন, সে সর্ব্বদাই চায় কি সে সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া পড়িতে পারিবে। এই জন্য নদী সর্ব্বদাই নদন-বা-স্পন্দনশীল, সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই প্রাণের প্রাণ সমুদ্রে (ব্রহ্মে) গিয়া পড়িবার জন্য সদা চঞ্চল।

প্র। এখন ত্রিবেণী-সঙ্গমে ত কেবল গঙ্গা এবং যমুনার ধারাই দেখা যায়, সরস্বতীকে ত দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি?

উ। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতার স্বরূপ * চিন্তা কর, তাহা হইলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে। একালে জ্ঞানময়ী রূপটীর অন্তর্ধান হওয়াই ত প্রাকৃতিক।

---

* সরস্বতীর স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে পরে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রহশান্তির উপায়।

(কর্ম্মরহস্য।)

পুরুষের দশদশা। একভাবে কাহারও দিন যায় না। চক্রের মত সুখ ও দুঃখ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। সেইজন্য আজ যিনি ধনকুবের, কাল তিনি পথের ভিখারী হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আবার, অনেক ধনকুবেরের জীবনী পড়িলে দেখা যায় তাঁহারা বাল্যজীবনে কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল ছিলেন। ভগবানের চক্ষে সকলে সমান। তবে তাঁহার ব্যবস্থায় একজন দুঃখী, এবং অপর জন সুখী হয় কেন? কেন সকলে এক অবস্থায় না থাকে? ইহার উত্তর, কর্ম্মরহস্য আলোচনা করিলে পাওয়া যায়।

অদৃষ্ট (বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম) এবং পুরুষকার (বা ইহজন্মের কর্ম্ম) এই দুটী লইয়াই মানবজীবন। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে পুরুষকারকে অদৃষ্টের চেয়ে বড় করা হইয়াছে; কারণ বলা হইয়াছে যে, পুরুষকার-দ্বারা অদৃষ্ট বা দৈবকে লঙ্ঘন করা যায়। আবার অধ্যাত্ম রামায়ণাদি গ্রন্থে অদৃষ্টকে পুরুষকারের চেয়ে বড় করা হইয়াছে।

"স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ" (রামায়ণ)

লোক আপন আপন কর্ম্মসূত্রে গাঁথা আছে।

নিয়তি বা দৈব বা অদৃষ্ট মানুষকে চালায় সুতরাং দৈবকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেনা।

"নিয়তি কেন বাধ্যতে।" নিয়তিকে কে বাধ্য করিতে পারে বা বাধা দিতে পারে? এ প্রবাদ বাক্য সকলেই জানেনা। গতজীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই আমাদের জন্মগ্রহণ। এখন দেখা যাক্ গ্রহগণের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক কি।

গ্রহগণের দৃষ্টি অদৃষ্টের নিদর্শন স্বরূপ। গ্রহগণ উপলক্ষ মাত্র হইয়া নিয়তিরূপে মানুষকে চালায়। কর্ম্মফলের ব্যবস্থা যে বিধাতা করিয়াছেন, সেই বিধাতাই মানুষের জীবনের ভাবী ঘটনার উপর অদৃষ্টের লক্ষণ স্বরূপ গ্রহগণের

প্রভাবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই গ্রহগণের সুদৃষ্টি ও কুদৃষ্টিতে মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়। যাহার কৃতকর্ম্মের ফল যেরূপ তাহার জন্ম সময়ে গ্রহগণের রাশিচক্রে সমাবেশও সেইরূপ হয়। কার্য্য দেখিয়া যেরূপ কারণ অনুমান করা যায়, জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগণের অবস্থান দেখিয়া জাতকের অদৃষ্ট অনুমান করা যায় এবং সেই অদৃষ্টই প্রবল হইয়া সারা জীবন মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায় এবং তাহাকে কর্ম্মানুযায়ী সুখী ও দুঃখী করে।

একটী সিদ্ধান্ত মনে রাখিলে, কর্ম্মরহস্যের জটিলতা অনেক সরল হইয়া যাইবে। তাহা এই,—কর্ম্ম অনাদি, জীব অনাদি। কর্ম্মফলের ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ; বিনা ভোগে কর্ম্মক্ষয় হয় না; এবং কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত জন্মনিবারিত হইয়া মুক্তি হয় না। উৎপত্তির দিকে জীব ও কর্ম্ম উভয়েই অনাদি, কারণ সৃষ্টির সঙ্গে উভয়েই জড়িত; এবং সৃষ্টিও অনাদি ব্রহ্মের সঙ্গে সমকালে জড়িত বলিয়া, অনাদি।

কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয় অর্থাৎ জীবের জীবত্ব শেষ হইয়া ব্রহ্মত্বলাভ ঘটে এবং তাহার সকল কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। সেই ভগবানকে দেখিলে জীবের কি অবস্থা হয়, তাহা শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে।

শ্রীমৎ দেবীভাগবতে আছে,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি, শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

সেই ব্রহ্মকে দেখিলে তাহার হৃদয়গ্রন্থি ও সকল সন্দেহ ছিন্ন হয় এবং সকল কর্ম্ম ক্ষয়পায়। সুতরাং জীব ও কর্ম্ম অনাদি হইলেও সান্ত অর্থাৎ উভয়েরই শেষ আছে এবং এইরূপ শেষ হওয়ার নাম মুক্তি। ইহারই জন্য নানাপ্রকারের সাধনা ব্যাপার।

শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে "হে অর্জ্জুন তুমি ইচ্ছা করিলেও তোমার সংস্কারের বা প্রকৃতির বা নিয়তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিবে না। তোমার প্রকৃতি তোমার অনিচ্ছায় তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে তোমায় বাধ্য করিবে। তুমি অবশ হইয়া প্রকৃতির আদেশ মত কার্য্য করিবে; যেহেতু তুমি স্বাধীন নও, স্বকর্ম্মাধীন।"

এখন বিচার করিলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা এ জীবনে সুখী বা দুঃখী হওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাই গতজীবনে ভালমন্দ কর্ম্মদ্বারা করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের নিজেদের জালে আমরা নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছি। আমাদের কৃতকর্ম্মই আমাদের সুখী বা দুঃখী করে। গ্রহগণ কর্ম্মানুসারে ফল

দেন মাত্র। ইহার জন্য বিধাতাকে দাবী বা দোষী করা বুদ্ধিমানের উচিত নয়। বরং বিধাতার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্মক্ষয় হয় বলিয়া তিনি আমাদের পরম মিত্র এবং শ্রেষ্ঠ সহায়।

যখন মানুষের সময় খারাপ হয়, তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। সকলে তাহাকে উপেক্ষা করে। তাহার সকল গুণ থাকিলেও সে উপযুক্ত সম্মান ও যত্ন পায় না। সকলে বলে, "ওর গ্রহ খারাপ।" গতজীবনের কর্ম্ম মন্দ থাকিলেই এ জীবনে গ্রহের ফেরে পড়িতে হয়।

গ্রহপীড়ায় কাতর হইয়া মানুষ প্রতীকার খোঁজে। গ্রহশান্তির জন্য গ্রহপূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গ্রহবিপ্রকে বিবিধ দ্রব্য দান, কবচ ধারণ, প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করে। যাহার যেটীতে কা'জ হয়, সে সেইটীকে বিশ্বাস করে। গ্রহশান্তির এই লৌকিক ব্যবস্থা।

'নবগ্রহ স্তব ও প্রণাম মন্ত্র' স্নানের পর পড়িতে হয়। অনেকেই বিশ্বাস করিয়া ঐ স্তব পড়েন। কারণ, "ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ,"—ব্যাসদেবের উক্তি মিথ্যা নয়। যিনি ভগবানের আবেশাবতার ("ব্যাসং নারায়ণং বিদ্ধি" ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিবে) সেই বেদব্যাস যখন নবগ্রহস্তব নিজে লিখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে "এই নবগ্রহ স্তব যে পড়িবে, তাহার গ্রহপীড়া শান্তি হইবে," তখন নবগ্রহকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি কি ?

লৌকিক উপায় ছাড়া গ্রহশান্তির অন্য কোন অব্যর্থ উপায় আছে কি ? আছে। গ্রহগণ জড় নহেন। আমরা জড়গ্রহগণকে প্রণাম করিনা। জড় গ্রহগণও আমাদের ভালমন্দ করিতে পারে না। গ্রহের অধিষ্ঠাতৃদেবতাই আমাদের ভাগ্যবিধাতার স্থানীয়—আমাদের প্রণম্য। সুতরাং এই গ্রহগণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ আমাদের মন্দ কর্ম্মের ফলে কুপিত হইলে তাঁহাদের কোপ শান্তির জন্য গ্রহ পূজা প্রভৃতি ছাড়া আর কোন অমোঘ প্রতীকার আছে কিনা ইহাই বিচার্য্য।

ষড়্দর্শনটীকাকার পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্রের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঘটনা আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, স্বয়ং গ্রহরাজ শনৈশ্চরই গ্রহ শান্তির এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। সেই অমোঘ মহৌষধ যিনি লইবেন, তাঁহার গ্রহপীড়ার দুঃখভোগ মাত্রায় কম হইবে। আমাদের কর্ম্ম বেশীর ভাগ মন্দ, সেইজন্য আমাদের ভাল সময় খুব কম যায়।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র সুরগুরু বৃহস্পতির

অবতার। স্বয়ং দেবরাজও তাঁহার দর্শনার্থে মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে আসিতেন। তাঁহার জ্ঞান এতই গভীর ছিল, তাঁহার প্রতিভা এরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল, যে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহই বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত, এই ছয়খানি দর্শন শাস্ত্রের ছয়খানি বিভিন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা, লিখিতে সমর্থ হন নাই। এদেশে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বকৌমুদী নামে তাঁহার টীকা, এবং বেদান্তের 'ভামতী'-নামে তাঁহার টীকা এই দুইটী টীকাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ ছিল, তাঁহার ভগবৎ সাধনাও সেইরূপ অপূর্ব্ব ছিল। তাঁহার বিদ্যা, অধ্যাপনা-শক্তি, নির্ম্মল চরিত্র, মুনির মত সংযমী জীবন, চিন্তা করিলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। এ প্রবন্ধে তাঁহার সমগ্র মধুর জীবনী—আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার শনির দশায় যে ঘটনাগুলি হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

এমন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন আচার্য্যের নিকট বহু দূরদেশ হইতেও ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিত। তাঁহাকে গুরু করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইয়া যাইত। একসময়ে গ্রহরাজ শনৈশ্চর একটী গুপ্ত বিদ্যা শিখিবার জন্য আচার্য্যের নিকট শিষ্যভাবে ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে আসিয়া গুরুর নিকট বৈকর্ত্তন নামে পরিচিত হইলেন। সূর্য্যের একটী নাম 'বিকর্ত্তন' সুতরাং বৈকর্ত্তন বা সূর্য্যের পুত্র বলিয়া শনৈশ্চরের ছদ্ম নামটী একেবারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন নহে। বাচস্পতি মিশ্র বৈকর্ত্তনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। বৈকর্ত্তনের তেজঃপূর্ণ আকৃতি ও অদ্ভুদ্ বুদ্ধিচাতুর্য্য, দেখিয়া আচার্য্য মোহিত হইলেন। অতি অল্পদিনেই—বৈকর্ত্তন গুরুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। বৈকর্ত্তন অদ্ভুদ্ প্রতিভা-বলে শীঘ্রই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। গুরুকৃপায় বৈকর্ত্তন নিজ প্রার্থিত বিদ্যালাভ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে একদিন বৈকর্ত্তন গুরুর নিকট বিদায় চাহিলেন। বাচস্পতি মিশ্র বৈকর্ত্তনের রূপ ও গুণ দেখিয়া বরাবরই তাহাকে ছদ্মবেশী কোন দেবতা বলিয়া সন্দেহ করিতেন। আজ বিদায়ের দিনে গুরু, শিষ্যের প্রকৃত পরিচয় চাহিলেন। বৈকর্ত্তন গুরুদেবের কাতরতা দেখিয়া ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিলেন এবং বাচস্পতি মিশ্রকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। শনৈশ্চরের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া গুরুদেব ভীত হইলেন এবং কম্পিত দেহে গ্রহরাজকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—

"নীলাঞ্জনসমাভাসং রবিসুনুং যমাগ্রজং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥" (নবগ্রহস্তব)

বৈকর্ত্তন গুরুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, "ঠাকুর, তোমায় গুরু বলিয়াছি বলিয়া আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন। আর কিছুদিন পরে তোমার জীবনে আমার দশা ভোগ কাল আসিবে। দশ বৎসর আমার দশা ভোগ কাল। কিন্তু আমি প্রসন্ন হইয়াছি বলিয়া তোমার এই কল্যাণ করিব যে, দশ বৎসরের স্থলে দশ দণ্ডকাল আমার দশা থাকিবে। কিন্তু সেই দশ দণ্ডের জন্যও আমার প্রতাপ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি সেই বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার প্রসাদে তোমার একটী মহৌষধের কথা মনে আসিবে। গ্রহশান্তির জন্য সেই অমোঘ প্রতীকার ফলিবে। তাহা এই,—ইষ্ট নাম জপ ও ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা। এই অব্যর্থ উপায় সাহায্যে তুমি আমার প্রবল বেগ সহ্য করিতে পারিবে। ভগবানকে স্মরণ ব্যতীত গ্রহের কুদৃষ্টির প্রতাপ হ্রাস করিবার আধ্যাত্মিক ঔষধ আর নাই। কিন্তু সাবধান! তোমার সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব—আমার দশ দণ্ডকালের জন্য দশায়, চলিয়া যাইবে। তুমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে।"

এই কথা বলিয়া শনৈশ্চর অন্তর্দ্ধান হইলেন। বাচস্পতি মিশ্র ভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন।

এই ঘটনার পর কিছুকাল চলিয়া গিয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ব্যাপারটী সব ভুলিয়া গিয়াছেন। একদিন প্রভাতেই মিশ্র মহাশয়ের জীবনে শনৈশ্চরের দশা ভোগ কাল আরম্ভ হইল। দশ দণ্ডকাল মাত্র সেই দশা ভোগ কাল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এমন সকল অদ্ভুদ্ ঘটনা ঘটিতে লাগিল, যাহাতে শনৈশ্চরের শেষ বাক্য সকল সত্য হইয়া গেল; মিশ্র মহাশয় অত্যন্ত দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

সেই প্রভাতে বাচস্পতি মিশ্র রাজার উদ্যানে ফুল তুলিতেছিলেন। তিনি রাজগুরু ছিলেন। শান্তভাবে ফুল লইয়া বাগান হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্তের মত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার মুখে মিশ্র মহাশয় শুনিলেন, রাজার একমাত্র বংশধরকে গত রাত্রি হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। রাজপরিবার এই আকস্মিক বিপদে মুহ্যমান। সকলেরই আশঙ্কা রত্নের অলঙ্কারের লোভে রাজকুমারকে দস্যুতে হত্যা করিয়াছে। নিরুদ্দেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া রাজা ও রাণী শোকে পাগল হইয়াছেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র কুমারকে খোঁজা হইয়াছে। তাহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। রাজ ভ্রাতা বাচস্পতি মিশ্রের সম্মুখে শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজগুরু শিষ্যের এই বিষাদে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "বাবা, সমস্তই কর্ম্মফল। কর্ম্মের গতি অতি গহন।" কথা শেষ না হইতেই রাজভ্রাতা সচকিতে দেখিলেন,—মিশ্র মহাশয়ের ফুলের সাজি হইতে ফোঁটা ফোঁটা টাট্‌কা রক্ত পড়িতেছে। তিনি গুরুদেবকে রক্তাক্ত ফুলের সাজি দেখাইলেন। গুরুদেব বিস্মিত হইয়া সাজি ফেলিয়া দিলেন। অমনি সেই নিরুদ্দিষ্ট, রাজকুমারের কাটা-মুণ্ড সাজির মধ্য হইতে বাহির হইল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেমন আশ্চর্য্য হয় বাচস্পতি মিশ্র ও রাজভ্রাতা উভয়েই তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হইলেন। রাজভ্রাতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া নিরীহ ব্রাহ্মণকেই রাজকুমারের হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়া তদ্দণ্ডেই রাজসভায় লইয়া গেলেন। বাচস্পতি মিশ্র ভয়ে, লজ্জায় ও অপমানে মরমে মরিয়া গেলেন. কিন্তু তিনি যে নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব বুঝিয়া নিরাশ্রয় ভাবে কাঁপিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কাটামুণ্ড ফুলের সাজির ভিতর আসিল? কে এই শিশুকে হত্যা করিল? ফুল তুলিবার সময় ফুলের সাজিত খালি ছিল! আমিত স্বপ্নেও এই ভীষণ কাজ চিন্তা করি নাই! একি! নিশ্চয়ই দৈবী মায়া!—এই সব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হঠাৎ বৈকর্ত্তনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বৈকর্ত্তনও বলিয়াছিল, আমার এই বিপদ হইবে! এবং দশ দণ্ডকাল দশা ভোগ হইবে! কিন্তু সেই দশদণ্ডেরই জন্য বৈকর্ত্তনের প্রতাপ সহ্য করিতে পরিব না। কেবল মাত্র ইষ্টনাম জপ ও ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিলে গ্রহের কোপ শান্তি হইতে পারে,—এই কথা বৈকর্ত্তন আমায় কৃপা করিয়া বলিয়াছিল। বৈকর্ত্তনের বরে আমার ইষ্ট নাম জপের কথা এই দুর্দ্দিনে মনে আসিয়াছে। ভগবান্ রক্ষা কর।—গুরুদেব এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, সকলে বলিতেছে আপনি ধনলোভে আমার কুমারকে হত্য করিয়াছেন। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। প্রভু, এই আমার প্রিয় কুমারের ছিন্নমুণ্ড। প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে। বলুন, আপনি হত্যাকারী কি না?"

বাচস্পতি মিশ্র অপমানে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বলিলেন, "রাজন্ আমি নির্দ্দোষী। আমি হত্যার কিছুই জানি না।"

রাজভ্রাতা কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "ভণ্ড ব্রাহ্মণ! এখনও মিথ্যা কহিয়া পাপ গোপনের চেষ্টা! এই নরঘাতকের এখনই বিচার হওয়া দরকার। রাজবংশ লোপ করিয়া এখনও আমাদের সম্মুখে মিথ্যা কথা!"

মিশ্র মহাশয় অপমানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরমভক্ত রাজা গুরুদেবকে বুকে করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করিলেন। মিশ্রমহাশয় অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান পাইয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজন্, আমি নির্দ্দোষী।" এই কথা বলিয়াই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজা গুরুদেবকে বুকে করিয়া যত্নে ধরিয়া রহিলেন।

বাচস্পতি মিশ্রকে নরঘাতক সাব্যস্ত করিয়া রাজ দরবারে বহুলোক বহু নিন্দা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মিশ্র মহাশয় মূর্চ্ছিত অবস্থার সুযোগে অবিরাম ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। কাতর প্রাণে আর্ত্ত হইয়া ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ করিতে লাগিলেন। জীবনে এত আগ্রহে তিনি কখন ইষ্টদেবতাকে ডাকিয়াছেন কি না সন্দেহ।

দশ দণ্ড সময় এই সব গোলযোগে প্রায় কাটিয়া আসিল। মোহপ্রাপ্ত রাজার মনে তখন বিবেকের উদয় হইল। রাজা মিশ্র মহাশয়কে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি সুস্থ হউন। আমার যা সর্ব্বনাশ হইবার হইয়াছে। পুত্র আর ফিরিবে না। তখন আপনাকে লাঞ্ছিত করিয়া আমার পাপের মাত্রা আর বাড়াই কেন?"

মিশ্র মহাশয় সব কথা শুনিলেন কিন্তু নিরুত্তর। তিনি শনৈশ্চরের উপদেশ মত প্রবল ভাবে তখন ইষ্টনাম জপ করিতেছেন।

সভাস্থ সকলে মিশ্র মহাশয়ের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তাঁহার বিচার দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া আছে।

ইতিমধ্যে দশ দণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইল। শনৈশ্চরের দশা কাটিয়া যাইল। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার সকলে দেখিল।

সেই নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমার সশরীরে অক্ষত দেহে হাঁসিতে হাঁসিতে রাজ সভায় প্রবেশ করিল। সভাস্থ সকলে অবাক হইল। রাজা মৃত পুত্র ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বাচস্পতি মিশ্র রাজ কুমারকে জীবিত দেখিয়া সুস্থ হইলেন। সকলে ফুলের সাজির সেই রাজ কুমারের কাটা মুণ্ডের দিকে চাহিল। দেখিল, আর তাহা নাই। কোন দৈবী ব্যাপার বুঝিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। যাহা হউক, রাজ সংসারে আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় ও গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

মিশ্র মহাশয় শনৈশ্চরের প্রতাপ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, "যাহার দশদণ্ডের

প্রতাপ আমি সহ্য করিতে পারি না; যাহার দৃষ্টিতে মাত্র দশ দণ্ডের জন্য সত্য রক্তাক্ত কাটা মুণ্ড দেখা গেল; যাহার মায়ায় সেই কাটা মুণ্ড সভা হইতে অদ্ভুদ্ ভাবে অদৃশ্য হইল, যাহার প্রভাবে রাজ কুমার কিছুকাল অক্ষত দেহে নিরুদ্দিষ্ট ছিল, যাহার দৃষ্টিতে পড়িয়া নিরপরাধ আমি হত্যাকারী বলিয়া প্রমাণিত হইলাম; সেই গ্রহরাজ শনৈশ্চরের প্রতাপ কত বেশী! তিনি অঘটন সংঘটন করিতে পারেন। তাঁহার পদে আমার সভক্তি প্রণাম। আমার দশ দণ্ডের মধ্যেই এই দুর্গতি! না জানি মানুষে যখন দশ বৎসর ধরিয়া শনৈশ্চরের দশা ভোগ করে, তখন নিত্য কত শত যন্ত্রণা ও দুর্গতি পায়! কিন্তু শনৈশ্চর কৃপা করিয়া আমায় যে রক্ষা মন্ত্র স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম অব্যর্থ মুষ্টি যোগ। আমার মত অবস্থায় পড়িয়া যে জীব গ্রহপীড়ায় কাতর হইয়া সর্ব্বক্ষণ ইষ্টনাম জপ ও ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই ভোগের যন্ত্রণা কম হইবে।"

বাস্তবিক, বাচস্পতি মিশ্রের জীবনের এই ঘটনা চিন্তা করিলে, আমরা বুঝিব যে, গ্রহের প্রতাপ যতই অসহ্য হউক, ভগবানের শরণাগত ভক্তকে কোন গ্রহই নষ্ট করিতে পারে না।

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" (গীতা)

"আমার (অর্থাৎ ভগবানের) ভক্তের নাশ নাই।"

ভগবানের নাম অপূর্ব্ব মহৌষধ। কিন্তু এমনই মজার ব্যাপার যে মানুষের সময় খারাপ হইলে, তাহার তখন কুবুদ্ধির উদয় হয় এবং সমস্ত ভুল বিচার করিয়া সে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যায়।

হতভাগ্য গ্রহ পীড়িত মানুষ জ্বালাতন হইয়া আর কাহারও কিছু করিতে পারে না, কেবল মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়া ভগবানের নাম জপ ও সন্ধ্যা পূজা নিত্যকর্ম্ম ছাড়িয়া দেয়। কুবুদ্ধির আশ্রয়ে তার, যত আক্রোশ পড়ে ভগবানের উপর। তার এমনই দুরদৃষ্ট যে, মন্দ সময়ে যে ভগবানের নাম জপ তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, সেই নামটাই সে গ্রহণ করিবে না। নাম বিপদের বন্ধু, সাধুরাও বলেন, শাস্ত্রও বলেন। হতভাগ্য মানুষ সেই নামকে যখন শত্রু ভাবিয়া ত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তার দুর্গতির এক শেষ হইয়াছে। তার যে সত্য সত্যই সময় খারাপ তার কালাপাহাড়ী ভাবই তাহার প্রমাণ।

আমরা শতবার শুনিয়াও অনেক সৎকথা বিশ্বাস করি না। যাহার সময় খারাপ হয়, সে বিশ্বাস হারাইয়াই দুর্গতির প্রতীকার খুঁজিয়া পায় না। সময়

যতদিন ঐরূপ থাকে, ততদিন তাহার সাত্ত্বিক ভাব দেখা দেয় না, ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস আসে না।

ভগবানকে একান্তভাবে স্মরণ করিলে মানুষ "অভীঃ" বা ভয় শূন্য হয়।

"নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্ত্যঃ"। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

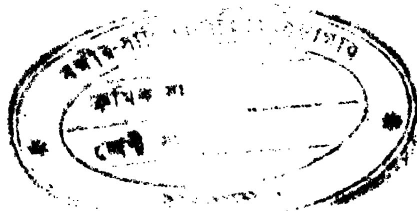
গ্রহ শান্তির লৌকিক উপায় যাহাই থাকুক না কেন, ইষ্টনাম জপ ও ইষ্ট-মূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিলে, মানুষ বাস্তবিক বিপদে রক্ষা পায় ইহাই শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক প্রতীকার।

প্রত্যেক গ্রহের একটী করিয়া দেবতা গুরুরূপে আছেন। সেইজন্য শাস্ত্রে শনি গ্রহের শান্তির জন্য শনির গুরু শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালীর পূজা ব্যবস্থা আছে। গুরু দেবীকে প্রসন্ন করিলে গ্রহ শান্ত হয় এবং তিনি ভক্তকে কৃপা করেন।

ভগবানই যখন গ্রহগণ সাজিয়া কর্ম্ম ফলের বিভাগ কর্ত্তা বা বিধাতা হইয়া জীবগণকে চালাইতেছেন, তখন তাঁর নাম জপ করিলে গ্রহরূপী তিনি প্রসন্ন হইবেন, এবং কৃপা করিবেন, ইহা যুক্তি সিদ্ধ।

আমরা কি তাঁর নাম জপ রূপ অমোঘ মহৌষধটী জীবনে কার্য্যে লাগাইয়া দেখিতে পারিব না? আমাদের দুঃসময়ত লাগিয়াই আছে। বিপদ দিয়া তিনি যে আমাদের তাঁর বড় আপনার করিয়া লন,—এই তাঁর লীলা।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এল।



শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮) শ্রীতুলসী দাসের—ভাবাবেশ।

জয় রঘুনাথ, জয় সীতাপতি।
সীতারাম জয়, জয় ভব-পতি॥
জপ রাম নাম,
বল রাম রাম,
প্রাণারাম রাম,
মোর সার গতি॥
রাম-রসে ম'জি,
রাম-রূপ ভ'জি,
রাজা রাম কহি,
কর প্রণতি॥
রাম রাম ক'রি,
রাম সব হেরি,
আনন্দে মগন,—
হো'ক্ রামে মতি॥
রাম নিত্য ধন,
কর এই মন,
টুটিবে বাঁধন,
ওরে মন্দ মতি!
শরণ মাগিলে রামে মিলে মুক্তি।
ভামিন তুলসী দাস, রাম জীবগতি॥

(৯) শ্রীবিল্বমঙ্গলের—কাতরতা ও তন্ময়তা।

হে কৃষ্ণ! হে নাথ! দীনবন্ধু হে!
দেখা পাব কবে? দয়া সিন্ধু হে!
মুখে জ'পি কৃষ্ণ নাম,
চিন্তি কৃষ্ণ-গুণ-গ্রাম,
শ্যাম ত্রিভঙ্গ ঠাম,
ঐ রূপ হৃদে ভাসে হে॥
(এবে) কৃষ্ণ বিনা দিন কাটে,
(মোর) কৃষ্ণ-তরে হিয়া ফাটে,
(খুঁজি) সে রাখাল কোন্ ঘাটে?
প্রেমময়! দাসে কৃপা কর হে॥
(আজ) ডু'বি কৃষ্ণ-রূপ রসে,
(তাই) সন্ধ্যা ভুলি কৃষ্ণাবেশে,
(বুঝি) করম-বাঁধন খসে,
নিত্য কর্ম্ম আর হোলো না হে॥
(তাই) ক্ষম সন্ধ্যাদেবি মোরে,
(আর) নারিনু পূজিতে তোরে,
বন্দনা ছেড়েছে মোরে,
(মোর) চিদাকাশে যে কৃষ্ণ ঘোরে॥
হে দয়িত! হে রমণ! দেখা দাও হে।
বংশীধর! রাধা নাথ! কৃপা কর হে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।
বি, এল

সমালোচনা।

পকেট পয়ার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত বুক ডিপো ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য আবাঁধা ৸৹ বাঁধা ১৲ টাকা। ৮৭০ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশে গীতার প্রচার যত বেশী ভারতে কুত্রাপি বোধ হয় এত আর নাই। এই গীতাখানি পয়ারে লিখিত হইলেও গীতার সমস্ত তত্ত্ব ইহাতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভূমিকাতে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণ নিজ নিজ মত সমর্থন জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে গীতায় যতগুলি ভাষ্য ও টীকা প্রচার করিয়াছেন তাহাদের নাম ও তাঁহাদের মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকে গীতা অবলম্বনে যত প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব উঠিয়াছে পয়ারে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এবং গীতা যে "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী" তাহা প্রায় শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে গীতার অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব বিচার পয়ারছন্দে এখানে সন্নিবেশিত। পয়ারে এই ভাবের গীতা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন। পূর্ব্বে কাহাকেও এইরূপ প্রয়াস করিতে দেখা যায় নাই। ছন্দের ভাষা সরল ও স্বাভাবিক। যাঁহারা গীতা পড়িয়া আনন্দ পান এবং গীতার মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ এবং বেদান্ত ও ন্যায়ের বিবিধ গ্রন্থ সম্পাদক করিয়া বাঙ্গালার পাঠক বর্গের নিকট বিশেষ পরিচিত। এই গ্রন্থ তাঁহার যে আরও যশোবৃদ্ধি করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থের বহু প্রচার প্রার্থনীয়। পুস্তকের বাঁধা ও কাগজ অতিসুন্দর।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীভগবান্ অযোধ্যায় এই গুরু শোকের সময়ে গর্গগোত্রীয় পিঙ্গলবর্ণ ত্রিজট নামা এক ব্রাহ্মণের সহিত যে রহস্য করিয়া ছিলেন ভগবান্ বাল্মীকি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ খনন লব্ধ কন্দ মূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ফাল, কুদ্দাল, লাঙ্গল, (ফল কর্ষণার্থ হলাকার দণ্ড) লইয়া তিনি বনেই থাকিতেন। রাম, ধন দান করিতেছেন শুনিয়া ত্রিজটের তরুণী ভার্য্যা শিশু সন্তান গুলিকে সঙ্গে লইয়া স্বামীকে বলিলেন তুমি সত্বর রামের নিকটে গিয়া আমাদের অবস্থা জানাও—তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অর্থভাল হইতে পারে। ব্রাহ্মণ দরিদ্র কিন্তু হুত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তিনি অতি জীর্ণ একখানি শাটী দ্বারা কোনরূপে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রামের নিকটে গিয়া নিজের অবস্থা জানাইলেন। রাম, রহস্য করিয়া বলিলেন সরযুর পর পারে আমার যে গোষ্ঠ আছে তাহাতে বহু সহস্র গো আছে, তন্মধ্যে এক সহস্র গবীও আমি এখন পর্য্যন্ত দান করি নাই। আপনি আপনার হস্তস্থিত ঐ দণ্ড যতদূর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, ততদূরে যে পরিমাণ ধেনু থাকিবে সমুদায়ই আপনার। ব্রাহ্মণ কটিতটে শাটী বেষ্টন করিয়া দণ্ড ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কর বিমুক্ত দণ্ড সরযুর পর পারে বহু সহস্র গোগৃহ অতিক্রম করিয়া পতিত হইল। ধর্ম্মাত্মা রাম ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আশ্রমে সরযূপরপারবর্ত্তী গো সমূহ প্রেরণ করিলেন। স্বভাব দয়াল রাম ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "মন্যু র্ন খলু কর্ত্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম"—আপনি ক্রোধ করিবেন না—আমি একটু পরিহাস করিয়াছিলাম মাত্র। আপনার সামর্থ্য জানিতে অভিলাষী হইয়াই ঐরূপ করিয়াছি। আহা কি মধুর স্বভাব শ্রীভগবানের! এমন করিয়া আলিঙ্গন দিতে আর কেহ কি আছে? ভগবান্ পরে বলিলেন আপনি এখন বলুন আপনার আর কি অভিলাষ আছে। আমার যাহা আছে তাহা আপনাদের কার্য্যে লাগিলেই আমার প্রীতি ও যশ। সভার্য্য ত্রিজট হৃষ্ট মনে গো সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং রামকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাজীবি দরিদ্র, সুহৃদ্ ও ভৃত্য সকলকে ধর্ম্মানুসারে সোপার্জ্জিত ধনরাশি বিতরণ করিয়া রামচন্দ্র সকলকেই তর্পিত করিলেন। (ক্রমশঃ)

বৈরাগ্য আনিবেন। ইনি কর্ম্ম করিবেন কোন ফল ভোগের জন্য নহে কেবল ঈশ্বরের প্রীতিজন্য। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি শ্রবণ কর।

বিচার দ্বারা যিনি মন, ইন্দ্রিয়, জগৎ সবকে উড়াইয়া দিতে পারেন একমাত্র আত্মাই আছেন—আত্মার কোন চলন নাই—কাজেই জগৎ বলিয়া কোন কিছু উঠেই নাই—একমাত্র আত্মাকেই লোকে বিবেকাভাবে বিচিত্র জগৎ ভাবে দেখে, মন ভাবে দেখে, ইন্দ্রিয় ভাবে দেখে—সর্ব্ব প্রকার দেখা শুনা সমস্তই মিথ্যা, গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায়, মায়া মরীচিকার ন্যায়, রজ্জু-কল্পিত সর্পের ন্যায় বিচার দ্বারা ইহা যিনি নিশ্চয় করিতে পারিবেন তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান অদূরে।

এই বিচারে যিনি অসমর্থ তিনি মনের সঙ্কল্প রোধের জন্য শুভ সঙ্কল্প দ্বারা মনটার শোধন করিবেন ইনি উপাসনা মার্গে থাকিবেন—ঈশ্বরের সাহায্যে—ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিয়া—ঈশ্বরকে মানসে পূজা করিয়া করিয়া ইনি মনকে অন্য সঙ্কল্প ছাড়াইয়া শুদ্ধ করিবেন।

ইহাও যিনি পারেননা তিনি ইন্দ্রিয়কে ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়াইবেন। ইনি কর্ম্মযোগী। ইনি কর্ম্ম করিবেন কিন্তু কর্ম্মফলের জন্য নহে—কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ জন্য। এই ভাবে ঈশ্বরের প্রীতিতে মন ভরিয়া থাকিলে আর বিষয় গ্রহণে ইচ্ছা হইবেনা কাজেই মনও আর কোন সঙ্কল্প করিবেনা—তখন বিচার আসিবে মনও মিথ্যা, ইন্দ্রিয় মিথ্যা। মিথ্যা ইন্দ্রজাল দেখাইতেছিল অবিদ্যা—মন ও ইন্দ্রিয়। এই সমস্ত মরিয়া গেল থাকিল যিনি ছিলেন তিনিই—থাকিলেন স্বরূপ বিশ্রান্তি—ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান।

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैक बिन्दुना।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥৪১

যেমন কুশাগ্রের দ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া জল সেচন করিতে পারিলেও সমুদ্র শোষণ করা যায় সেইরূপ অখেদ দ্বারা অর্থাৎ উৎসাহ না ছাড়িয়া লাগিয়া থাকিলে ও মনের নিগ্রহ হয়।

মনোনিগ্রহোঽপি তেষাম্ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন

শোষণব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতাম্ অনবসন্নান্তঃকরণানাম্ অনির্ব্বেদাৎ অপরিখেদতঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১

শিষ্য। যাহারা সংসার সাগর পার হইতে চায়—যাহারা দুঃখ অতিক্রম করিতে চায় অথচ বিচার দ্বারা সব মিথ্যা বলিতে পারে না ইহারা মনের নিগ্রহ সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

আচার্য্য। ধৈর্য্য রাখ, উৎসাহ রাখ—খেদ রহিত হও, নিশ্চয়বান্ হও, অল্পে অল্পে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনের নিগ্রহ করিতে পারিবে।

উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥৪২॥

কামভোগ দ্বারা বিক্ষেপ প্রাপ্ত মনকে উপায় দ্বারা আত্মাতে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। আবার মনটা লয় হইয়া বেশ সুপ্রসন্ন আছে এই মনকেও নিগ্রহ করিতে হইবে কারণ কামভোগও যাহা, খেদ শূন্য হইয়া প্রসন্ন থাকা ও (যেমন সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে মন লীন থাকে) সেই লয়ও সেইরূপ।

কিম্ অপরিখিন্নব্যবসায়মাত্রমেক মনোনিগ্রহঃ উপায়ঃ? ন ইত্যুচ্যতে। অপরিখিন্ন ব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমানেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং মনো নিগৃহ্ণীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মনি এব ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ—লীয়তে অস্মিন্নিতি সুষুপ্তো লয়ঃ—তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নম্ আয়াসবর্জ্জিতমপি ইত্যেতৎ নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যনুবর্ত্ততে। সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কস্মাৎ নিগৃহ্যতে? ইতি উচ্যতে—যস্মাৎ যথা কামঃ অনর্থহেতুঃ তথা লয়োঽপি। অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহবৎ লয়াদপি নিরোদ্ধব্যত্বম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪২

শিষ্য। কোন্ কোন্ অবস্থা হইতে মনকে নিগ্রহ করিতে হইবে?

আচার্য্য। (১) কামভোগ দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে আত্মাতে বসাইতে হইবে। (২) সুষুপ্তিতে খেদরহিত হইয়া মন যখন অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে ও নিগ্রহ করিতে হইবে অর্থাৎ আত্মাতে নিরুদ্ধ করিতে হইবে।

(১) স্বর্গাদি ভোগ এবং ইহলোকের দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়াদি যত প্রকার ভোগ—তাহা হইতে মনকে ছাড়াইয়া লইয়া আত্মাতে রাখিতে হইবে। স্বর্গাদি এবং ইহলোকের দৃশ্য অদৃশ্যাদি বিষয় যাহা কিছু,

সমস্তই এক অধিষ্ঠান চৈতন্যে অধ্যস্ত। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই কল্পিত বলিয়া অসৎ। আত্মাই একমাত্র সৎ। আর কিছুই নাই। বিচিত্র জগৎরূপে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা মনের বিচিত্র কল্পনা সমূহই আত্মাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মাকেই ঐ নামরূপে বিচিত্র দেখাই-তেছে। এই সমস্ত অসত্য বিষয় ত্যাগ করিয়া—উহাদের আশ্রয় যে সত্যরূপ আনন্দঘন আত্মা সেই আত্মাতে মন স্থির করিতে হইবে।

(২) আবার যে সুষুপ্তিতে মনের লয় হয় সেই লয় কালে মন সুপ্রসন্ন থাকে—খেদ রহিত থাকে। এই সুপ্রসন্ন খেদ রহিত মনকে ও নিরোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনের চঞ্চলতাকে স্থির ভাবে আনিয়া মনকে শূন্য করিলেও মনের লয় হয়। ইহাতে মন প্রসন্ন হয়। এই লয় ও কামভোগের মত। এই জন্য সুষুপ্তি, নিদ্রা ইত্যাদিতে মনকে যাইতে দিবে না। কারণ জ্ঞানে যে স্থিতি তাহাই স্থিতি—অবিদ্যারূপ জড়সুপ্তি জ্ঞান স্থিতির বিঘ্নকারী।

শিষ্য। মন যখন প্রসন্ন হয় তখনও ইহাকে নিরোধ করিতে হইবে কেন?

আচার্য্য। সুষুপ্তিতে মন যখন লয় হয় তখন মন সুপ্রসন্ন থাকে কিন্তু সুষুপ্তিও অবিদ্যা—অজ্ঞান। সুষুপ্তিতে লয় হইলেও মন পুনরায় জাগ্রৎ স্বপ্নরূপ দুঃখে পতিত হয়। সেইজন্য কামটা যেমন অনর্থের হেতু সেইরূপ সুষুপ্তিতে লয়টাও অনর্থের হেতু। এজন্য বিষয় ভোগ হইতেও যেমন মনকে নিগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ নিদ্রা হইতেও মনকে নিগ্রহ করিতে হইবে। লয় বিক্ষেপ, রসাস্বাদ (সুরুচি) ও কষায় (রাগ)—এই সমস্তই বিঘ্ন। এই বিঘ্ন দূর করিয়া জ্ঞানে বা ঈশ্বরে মনকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে।

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥৪৩

দ্বৈত যাহা কিছু তাহাই দুঃখ—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া মনকে বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবে। আবার সমস্ত অজ—সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ ইহা স্মরণ করিয়া, জাত যাহা—জন্মিয়াছে যাহা—দ্বৈত যাহা তাহা দর্শন করিবেনা কারণ যাহা দেখিতেছি তাহা সত্যসত্যই নাই—ভোজবাজীতে কত কি দেখাইতেছে॥ ৪৩॥

কঃ স উপায় ইতি? সর্ব্বং দ্বৈতং দুঃখহেতুরিতি বিষয়েচ্ছা ভোগতো মনো নিবর্ত্তয়েৎ। সর্ব্বং দ্বৈতং অবিদ্যাবিজৃম্ভিতং দুঃখমেব

ইতি অনুস্মৃত্য কামভোগাৎ মনো নিবর্ত্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বং অজং ব্রহ্মেতি মত্বা জাতং দ্বৈতং ন ভাবয়তি পুনস্তত্ত্ববিদ্ কদাপি। অজং ব্রহ্ম সর্ব্বমিত্যেতৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অনুস্মৃত্য তদ্ বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি, অভাবাৎ॥ ৪৩

শিষ্য। বিক্ষেপ ও লয় দূর করিবার উপায় কি?

আচার্য্য। জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য ইহাই উপায়। সমস্তই দুঃখরূপ ইহা স্মরণ করিয়া কাম ভোগ নিবারণ কর। সমস্ত দ্বৈতই অবিদ্যারচিত এইজন্য দুঃখরূপ—ইহা স্মরণ করিয়া করিয়া কামনা বশীভূত মনকে,—ইহলোকে ও পরলোকের ভোগ বাসনা বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত করিয়া একদিকে ইহাকে আত্মার শ্রবণ মননরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করাও অন্যদিকে নামরূপক্রিয়াত্মক মিথ্যা জগতে দৃশ্য দর্শনটা একেবারেই ভোজবাজী—ইন্দ্রজাল ভাবিয়া কিছুই দেখিও না স্মরণ কর সমস্তই অজ—সমস্তই ব্রহ্ম।

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥৪৪

লয় গ্রস্ত চিত্তকে—নিদ্রা তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্তকে জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা আত্মাভিমুখ করিবে; আবার বিক্ষিপ্ত মনকে—বিষয় চঞ্চল মনকে জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা শান্ত করিবে। মন যতক্ষণ না আত্মার সহিত এক ভাবাপন্ন হইতেছে ততক্ষণ ইহাকে সকাষায়—রাগাদি সম্পন্ন জানিবে। সমপ্রাপ্ত—ব্রহ্মাকার কারিত হইলে ইহাকে আর বিষয়াভিমুখ করিবেনা।

লয়ে নিদ্রাপ্তৌ চিত্তং মনো জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাম্ আত্মাভিমুখং কুর্য্যাৎ। বিক্ষিপ্তং বিষয়েষু চঞ্চলং চ শময়েৎ তাভ্যাং স্থাপয়েৎ। এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ততো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতং—নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থ সকাষায়ং রাগাদি সম্পন্নং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ। ততোঽপিযত্নতঃ সাম্যং আপাদয়েৎ। যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি সমং ব্রহ্ম—ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতি ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাৎ॥ ৪৪॥

শিষ্য। লয় কালে চিত্তকে জাগাইবার উপায় কি?

আচার্য্য। আত্মা ও অনাত্মার বিচার করিবে। আত্মা ত চিরজাগ্রত আর অনাত্মা অচেতন। চিত্ত তুমি আত্মাভিমুখী না হইয়া লীন হইতে যাইতেছ কোথায়? আত্মার নির্গুণ সগুণ অবতার ভাব কত সুন্দর। তুমি ইহার চিন্তা দ্বারা সজাগ হও। আত্মা নিত্য জাগ্রত; লয়াদির

সাক্ষী, বোধস্বরূপ—ইহা চিত্তকে স্মরণ করাইয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যে জাগাও। আবার বিষয় বিক্ষিপ্ত চিত্তকে—কামভোগে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বৈরাগ্য দ্বারা—কাম বিষয় ভোগ দোষ দেখাইয়া শান্ত কর।

এই ভাবে বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা চিত্ত যখন লয় হইতে জাগিল এবং বিক্ষেপ হইতে শান্ত হইল—কিন্তু তখন ও সমভাব প্রাপ্ত হয় নাই—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় নাই—যখন মধ্য অবস্থাতে আছে তখন ঐ অবস্থাতে চিত্ত কষায় দোষ যুক্ত আছে অর্থাৎ লয় হইতে জাগিয়াছে অথচ সমতা প্রাপ্ত হয় নাই এই মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত চিত্ত তখন ও রাগদ্বেষাদির বীজের সহিত জড়িত। ইহাও ত্যাগ করিয়া যখন চিত্ত সমস্ত বৃত্তি ত্যাগ করে, কেবল সমভাব প্রাপ্তির সম্মুখ হয় সেই চিত্তকে চঞ্চল করিবে না-বিষয়াবিমুখী করিবে না।

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরৎ চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৪৫

আত্মার নিকটে যাইতেছি মনে করিলে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাও আস্বাদন করিবে না—রসাস্বাদে আসক্ত হইবে না। সুখ স্পৃহা রহিত অসঙ্গ ভাব, বুদ্ধি দ্বারা আনয়ন করিবে। যখন সুখেচ্ছা নিবৃত্তি করিয়া চিত্ত নিশ্চল স্বভাব পাইল—সেই রসাস্বাদ নিবৃত্ত নিশ্চল চিত্ত ও কখন কখন পূর্ব্বাভ্যাস সংস্কার বশে যদি বাহিরে যাইতে উদ্যত হয় তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে ঐ চিত্তকে আত্ম চৈতন্যের সহিত মিলিত করিবে।

সমাধিং সতো যোগিনো যৎ সুখং যায়তে তৎ ন আস্বাদয়েৎ ন তত্র রজ্যেত ইত্যর্থঃ। কিং তর্হি? নিঃসঙ্গঃ নিস্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেক বুদ্ধ্যা—যৎ উপলভ্যতে সুখং তৎ অবিদ্যা পরিকল্পিতং মৃষৈব ইতি বিভাবয়েৎ: ততোঽপি সুখরাগাৎ নিগৃহ্ণীয়াৎ ইত্যর্থঃ। যদা পুনঃ সুখরাগান্নিবৃত্তং নিশ্চল স্বভাবং সৎ নিশ্চরৎ বহির্নির্গচ্ছদ্ ভবতি চিত্তং ততস্ততো নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেব একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ, চিত্তস্বরূপ সত্তা মাত্রমেব আপাদয়েদিত্যর্থঃ।

আচার্য্য। সমাধি লাভ করিবার কালে যে সুখ উপস্থিত হয় তাহাও আস্বাদন করিবে না। সঙ্গশূন্য ও স্পৃহাশূন্য হইয়া ভাবিবে যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে তাহাও অবিদ্যাকল্পিত—এই জন্য মিথ্যা, ঐ সুখের অনুরাগ হইতেও মনকে নিগৃহীত করিবে।

শিষ্য। কোন্ সুখের কথা বলিতেছেন?

সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা মস্তকে লইয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া রাজমহিষীগণকে বলিলেন মহামান্য মহারাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন আপনারা অচিরে রাজার নিকটে আগমন করুন। রাম-মাতার নিকটেই সকল রাণী। রাম প্রয়াণ শ্রবণজ দুঃখজাত রোদনে আরক্ত লোচনা অর্দ্ধসপ্তশতা—তিনশত পঞ্চাশত রাজপত্নী, রামজননী কৌশল্যাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মহীপতি সকলকে আসিতে দেখিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত্র "আমার পুত্রকে আনয়ন কর" "সুমন্ত্রানয় মে সুতম্"। সুমন্ত্র তাহাই করিলেন।

আহা! এমন শোকের দৃশ্য আর কে কোথায় দেখিয়াছে? কাহার শোকের বর্ণনা করা যাইবে? রাজার, না কৌশল্যার, না সুমিত্রার না অন্য মহিষীগণের? ভগবান্ বাল্মীকি কাহারও আকার প্রকারের স্ফুটস্ত বর্ণনা করেন নাই। রাজা দশরথের সেই দুঃসহ যাতনা, রাণী কৌশল্যার সেই আলুথালু ভাব, রাণী সুমিত্রার সেই নিঃশব্দ রোদন, অন্যান্য মহিষীগণের অশ্রুজল—ইহার কথা ভগবান্ বাল্মীকি বর্ণনা করেন নাই। মহর্ষি সেই শোকভবনের কার্য্য মাত্র দেখাইয়াছেন আর তাহাতেই সমস্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আহা! একটু স্থির চিত্তে অযোধ্যার এই শোকদৃশ্য স্মরণে কাহার প্রাণ না নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ ত্যাগ করে? মানুষের মন অসংসারী শ্রীভগবানের সংসারের কথা স্মরিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হউক "অনেজদেকং" শ্রীভগবানের আচরণ স্মরণে সব সহ্য করিয়া হরি হরি করুক, 'ভক্তানুকম্পী' শ্রীভগবানের পাপহরা কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া পবিত্র হউক এই না এই মহাগ্রন্থের জীবোদ্ধারের লঘুপায়? আহা! এই ত্রেতাযুগের শোকোচ্ছ্বাস কলির জীবের কঠিন প্রাণকেও বুঝি উদ্বেলিত করিয়া তুলে। লজ্জায়, ঘৃণায়, ধীক্কারে রাজা দশরথ যম যাতনা ভোগ করিতেছেন, রাণী কৌশল্যার প্রাণ আর দেহে থাকিতে চায় না, তিনশত পঞ্চাশত রাণী—সকলের চক্ষে অশ্রুজল। এক কৈকেয়ী ভিন্ন আর সকলেই স্ফুটিত চিত্ত—আহা! এ কি দৃশ্য?

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে পুত্রকে কৃতাঞ্জলি পুটে আগমন করিতে দেখিয়া রাজা ঝটিতি আসন ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। কিন্তু হায়! রামের সন্নিহিত হইতে না হইতেই দুঃখভরে রাজা মধ্যপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম, লক্ষ্মণ অতি সত্বরে সেই দুঃখে সংজ্ঞাহীন প্রায় শোকাচ্ছন্ন

রাজার সমীপে ছুটিয়া আসিলেন, আর সকলে আচম্বিতে চিৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল।

স্ত্রী সহস্র নিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনি মিশ্রিতঃ॥ ১৯

তখন সহস্র স্ত্রী লোকের ক্রন্দন ধ্বনিতে রাজভবন আপূরিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের অলঙ্কার ধ্বনি মিশ্রিত হা রাম হা রাম শব্দ সহসা মরণকালের দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সংজ্ঞাশূন্য রাজাকে বাহু বেষ্টিত করিয়া পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ, কে কোন দিক্ ধরিয়া রাজাকে উঠাইলেন? রাণী কৌশল্যা মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইতেছেন দেখিয়া সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। জনক নন্দিনী যেন আর এ দৃশ্য দেখিতে পারেন না। কাঁদিতে কাঁদতে তিনি শ্বশ্রূর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। রাণী কৌশল্যাকে তিনি ধরিয়া বসিলেন আর সেই নিষ্প্রভ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। শোক-সাগর নিমগ্ন রাজাকে রাম তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন পিতঃ আপনি আমাদের সকলের ঈশ্বর "সর্ব্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ"। নরনাথ! আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। আমি অদ্যই দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব আপনি সৌম্যদৃষ্টিতে দর্শন করুন। সীতা ও লক্ষ্মণ আমার সহিত গমন করিতেছে। আমি প্রকৃত হেতু প্রদর্শন করিয়া ইঁহাদিগকে নিবারণ করিলাম—ইঁহারা শুনিলেন না—ইঁহাদিগকেও আমার অনুগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে মানদ! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন আত্মজ সনকাদিকে তপশ্চরণার্থ বন গমনে আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও বীতশোক হইয়া আমাদের তিনজনকে বনগমনে আদেশ করুন। দুঃখার্ত্ত রাজা বনগমনোদ্যত রাঘবকে তখন বলিতে লাগিলেন—

অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্॥ ২৬

রাঘব! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করায় মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি অধুনা আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যার রাজা হও।

স্ত্রীজিতং ভ্রান্তহৃদয়মুন্মার্গ পরিবর্ত্তিনম্।
নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তন্তবেৎ॥
এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেৎ রঘুনন্দন॥

রঘুনন্দন! আমি স্ত্রীজিত—আমি ভ্রান্তহৃদয়—আমি সাধুবিগর্হিত আচরণ দেখাইতেছি—জ্যেষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতেছি। আমাকে বন্ধন করিয়া এই রাজ্যগ্রহণ করিলে তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিবেনা। আর রাঘব! আমিও মিথ্যাবাদী হইব না।

রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তখন পিতাকে বলিলেন পিতঃ আপনি সহস্র বৎসর পৃথিবীর পতি থাকুন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে কাটাইয়া "পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ" আপনার প্রতিজ্ঞা পালনান্তে পুনরায় আপনার চরণ বন্দনা করিব, রাজ্যে আমার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। রাজা কাঁদিতেছেন—রাজা সত্যপাশে আবদ্ধ। গোপনে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নিয়োজিত রাজা তখন প্রিয় পুত্রকে বলিতে লাগিলেন রাম! তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠিত স্বভাব—তুমি ধর্ম্ম সম্পাদনে অভিনিবিষ্টমনা, তোমার বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করা আমার অসাধ্য। তুমি পরলোকের হিতের জন্য এবং ইহলোকের অভ্যুদয় নিমিত্ত পাপ দুঃখশূন্য পুণ্য এবং সুখ লাভ কর। তুমি নির্ভাবনায় অকুতোভয়ে গমন কর। কিন্তু রাম! তুমি আমার একটি বাসনা পূর্ণ কর।

অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্ব্বথা।
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্॥ ৩৩

তুমি আজকার রাত্রিতে কিছুতেই যাইওনা। আমি একটি দিন তোমায় দেখি, তোমার সহিত সুখে বাস করি। রাম! তোমার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া আর আমার মুখপানে চাহিয়া তুমি অদ্যকার রজনী এইখানে বাস কর। আমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থ দিয়া তোমাকে তৃপ্ত করি তুমি কল্য প্রভাতে স্বকার্য্য সাধন করিও।

হায়! রাজন্ এ সাধের কি শেষ আছে? একটি দিন দেখিয়া কি আপনি দেখার শেষ করিবেন? এ দেখার যে শেষ নাই। আর একদিনের সেবায় কি সেবার সাধ মিটিবে? এ যে অনন্ত অনন্ত কালেও মিটেনা। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন পুত্র! তুমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছ। আমার সুখের জন্য—আমার লোকান্তর হিতের জন্য তুমি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইতেছ। রাম!

ইহা আমার একেবারেই অভিপ্রেত নহে—আমি শপথ করিয়া ইহা তোমায় বলিতেছি। আমি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন স্বভাবা স্ত্রী দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে প্রবঞ্চনা জালে বদ্ধ হইয়াছি তুমি কুলনাশিনী কৈকেয়ী প্রেরিত হইয়া তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

ন চৈতদাশ্চর্য্যতমং যত্ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম।
অপানৃত-কথং পুত্র পিতরং কর্ত্তুমিচ্ছসি॥ ৩৮

পুত্র! ইহা আর অধিক আশ্চর্য্য কি! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র—তুমি তোমার পিতাকে যে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? নিতান্ত দুঃখার্ত্ত পিতার এতটুকু মনোরথ পূর্ণ করিতে অশক্ত রাম ও লক্ষণ পিতার বাক্য শুনিয়া বড়ই দীনভাবাপন্ন হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন পিতঃ আমি অদ্যই যাইব—জননী কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আর পিতা আজ যে রাজভোগ আমি পাইব কাল আর তাহা আমায় কে দিবে? আমি এই কারণে সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রমণই বরণ করিয়া লইতেছি।

ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধনধান্যসমাকুলা।
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্॥ ৪১

এই ধনধান্যপূর্ণ, প্রজাসঙ্কুল, রাজ্যবহুল বসুধা—ইহা আমি ত্যাগ করিলাম, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। এই জন্য আপনি দেবাসুর সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীকে যে বরদান করিয়াছেন—বরদ আপনি—আপনি তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন "সত্যস্তস্তব পার্থিব"। আমি আপনার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তাপসগণের সহিত বনে বাস করিব। আপনি আমার বাক্যে সংশয় করিবেন না—ভরতকে রাজ্যদানে সন্দেহ করিবেন না—ভরতকে স্বচ্ছন্দে বসুমতী প্রদান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখের জন্য রাজ্য কামনা করি নাই—আপনার আদেশ পালনই আমার অভিলাষ। আপনার দুঃখ দূর হউক আপনি আর রোদন করিবেন না। "ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ" দুর্দ্ধর্ষ সরিত্-পতি সমুদ্র কখন ক্ষুব্ধ হননা—আপনি কেন ক্ষুব্ধ হইতেছেন? পিতঃ আমি এই রাজ্য ইচ্ছা করিনা, সুখও ইচ্ছা করিনা, মেদিনীও ইচ্ছা করিনা। এই সমস্ত কাম্যবস্তু, এমন কি স্বর্গ এবং জীবন ইহাও

আমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। হে পুরুষর্ষভ! আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃত উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি আমি কেবল আপনাকে অনৃতমুক্ত ও সত্য যুক্ত করিতেই ইচ্ছা করি। হে প্রভো! আমি আর ক্ষণকালও এখানে থাকিতে সমর্থ হইতেছিনা। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সম্বরণ করুন, আমার সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় হইবেনা। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করায় আমি অঙ্গীকার করিয়াছি আমি অদ্যই যাইব আমি সেই সত্যও পালন করিব।

মা চোৎকণ্ঠাং কৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্।
প্রশান্তে হরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাদিতে॥ ৫১

হে দেব! আপনি উৎকণ্ঠা ত্যাগ করুন। আমরা সেই হরিণ হরিণী পরিব্যাপ্ত নানাবিধ পক্ষিরবে প্রতিধ্বনিত প্রশান্ত কাননে মনের সুখে বাস করিব। পিতঃ শাস্ত্র বলেন পিতা দেবতাগণেরও দেবতা, দেবতা বলিয়াই পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। হে নৃপসত্তম! চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলেই আপনি আমাকে এখানে সমাগত দর্শন করিবেন; আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আমার জন্য সকলেই বাষ্পাকুললোচন; ইহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্ত্তব্য, তবে আপনি কি জন্য অধীর হইতেছেন? মহারাজ! আমার পরিত্যক্ত পুররাষ্ট্র সমন্বিত সমস্ত সাম্রাজ্য আপনি ভরতকে প্রদান করুন, আমিও আপনার আদেশ মত শীঘ্র বনগমন করি। আমার পরিত্যক্ত শৈলকানন শোভিত গ্রামনগরপূর্ণ এই পৃথিবী ভরত শাসন করুক আপনার এই বাক্য এবং অন্য সমস্ত বাক্যও সফল হউক। সাধুজন সম্মত আপনার বাক্য পালনে আমার মন যেরূপ নিবিষ্ট সেইরূপ কিন্তু উত্তম ভোগে বা প্রীতিকর পদার্থে নিবিষ্ট নহে অতএব হে অনঘ আমার জন্য আপনি আর পরিতাপ করিবেন না। আপনাকে অনৃত-যুক্ত রাখিয়া অক্ষয় রাজ্য, সমস্ত কাম্য বস্তু, সমগ্র পৃথিবী এমন কি মৈথিলীকেও কামনা করিনা; আর আমার জন্য আপনি যে এত চিন্তিত, আমি আপনাকেও বরণ করিনা; কেবল বাসনা করি আপনার ব্রত সত্য হউক।

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্র পাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥ ৫৯

আমি বিচিত্র পাদপ পূর্ণ বনে, প্রবেশ করিয়া বনজাত ফল মূল ভক্ষণ করিয়া এবং পর্ব্বত, নদী ও সরোবর দর্শন করিয়া সুখী হইব আপনি সুখী হউন।

রাজা ব্যসন প্রাপ্ত, রাজা তাপে দুঃখে পীড্যমান্। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন—বিশেষরূপে কিছুই আর জানিতে পারিলেন না।

দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতা
স্তাং বর্জ্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্চ্ছাং
হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্ব্বম্॥

এক কৈকেয়ী ভিন্ন দেবীগণ সকলে মিলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিয়া করিয়া সুমন্ত্রও মূর্চ্ছিত হইলেন। সেখানে সমস্তই হাহাকারে ভরিত হইল।

কল্যাণকামী মানুষ নিজের দুঃখ ছাড়িয়া শ্রীভগবানের চরিত্র দেখুক, তাঁহার আচরণ মত কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করুক ইহাই না ভগবান্ বাল্মীকির উপদেশ? নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ কি থাকে যখন মানুষ শ্রীভগবানের সংসারেও এই গুরুদুঃখ একবার ভাল করিয়া দেখে?

আহা! ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এবং আজ্ঞা পালন সনাতন ধর্ম্মের এই দুই মুখ্য উপদেশে কবে সকল মানুষের দৃষ্টি পড়িবে?

প্রাপ্স্যামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি॥

"আজ যাহা আমি পাইব কাল আবার কে আমাকে তাহা দিবে" এই বিচার দ্বারা ভোগবিরত হও—ইহা ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের বড় সুন্দর উপদেশ। আর শাস্ত্রসম্মত আজ্ঞাপালন—ভগবানের আজ্ঞাপালন, গুরুর আজ্ঞাপালন, ইহা অপেক্ষা মূল্যবান্ সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ বুঝি আর নাই। ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র আজ্ঞা পালন করিয়া চল ইহা যেমন সনাতন তেমনি এই ঘোর কলিকালেও অভ্যুদয় নিশ্রেয়স্ পথে সমকালে চালাইতে এই শিক্ষা সমর্থ।

———

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং।

শ্রী১০৮ গুরুপাদপঙ্কজেভ্যো নমঃ।

শ্রী১০৮ সীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপাদি গ্রন্থরচয়িতা পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ পদকমলের উপদেশামৃত।

তীর্থতত্ত্ব।

ভবার্ণব ; তীর্থ।

যদি জিজ্ঞাসা করি, 'ভবার্ণব' বলিতে তুমি কি বুঝ ?,' তুমি হয়ত বলিবে, 'ভবসমুদ্র', 'সংসারসাগর' ইত্যাদি ; কিন্তু ইহা ত কেবল শব্দের প্রতিশব্দ হইল, ভবার্ণবের অর্থ ঠিক বুঝা হইল না। তুমি আরও বলিতে পার, 'অর্ণস্+বঃ, =অর্ণব অর্ণ অর্থাৎ জল থাকে যাহাতে তাহাই অর্ণব অর্থাৎ সমুদ্র ; ভবার্ণবের অর্থ ভবসমুদ্র'। ইহাও অর্থ ঠিক বুঝা হইল না। 'ভবার্ণব' শব্দ উচ্চারিত হইলে মনে যে ভাবের উদয় হওয়া উচিত, ঠিক সে ভাবের উদয় যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ আমি বলিব, তুমি 'ভবার্ণব' শব্দের অর্থ বুঝ নাই। অনুভূতিই প্রধান জিনিষ, কেবল বাক্যের প্রতিবাক্য দ্বারা কি হইবে ?

আচ্ছা, সমুদ্র বলিতে তোমার মনে কি ভাব আসে ? তুমি কি সমুদ্র দেখিয়াছ ? অথবা যদি না দেখিয়া থাক, কাহার ও মুখে সমুদ্রের বর্ণনা শুনিয়া থাকিবে। যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহাই মনে কর দেখি। তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ? দেখিবে, উত্তাল তরঙ্গ সকল সর্ব্বক্ষণই সমুদ্রের বক্ষকে আলোড়িত করিতেছে, ক্ষণকালের নিমিত্তও বিরাম নাই, একটী তরঙ্গকে আর একটী তরঙ্গ নিয়তভাবে অনুগমন করিতেছে। মনে কর, তুমি সমুদ্রের মধ্যভাগে পতিত হইয়াছ, চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীষণ তরঙ্গগণ দ্বারা আহত—প্রতিহত হইতেছ, তরঙ্গ তোমাকে একবার উঠাইতেছে, আবার নামাইতেছে, ব্যাকুল হইয়া তুমি চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছ, কিন্তু কেবল

তরঙ্গমালা ভিন্ন আর কিছুই তোমার নয়নগোচর হইতেছে না, কোন দিকেই স্থলের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না, চারিদিক্ই অকূল দেখিতেছ, উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া তুমি হতাশ হইতেছ।

তোমার তখনকার এই মনের ভাবটী মনে কর। তুমি সংসারকেও যেদিন এইরূপ বিপদের স্থল বলিয়া মনে করিতে পারিবে, সেইদিনই তুমি 'ভবার্ণব' শব্দের অর্থ ঠিক বুঝিবে। সংসারও বস্তুতই এই প্রকার ভয়সঙ্কুল স্থান। সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ, তোমার ইন্দ্রিয় দ্বারে যত কিছু বিষয়ের উপলব্ধি হইতেছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি সকলই ক্ষুদ্র, বৃহৎ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নহে, তাহারা সর্ব্বদাই তোমাকে আন্দোলিত করিতেছে, তুমি তাহাদের ঘাত—প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই অস্থির হইতেছ, কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি বলিয়া চারিদিক্ অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু কোন দিকেই শান্তির কমনীয় রূপ তোমার নয়নে পতিত হইতেছে না। সাগরে যেমন দেখিতে পাও, সততই একটীর পর আর একটী তরঙ্গ আসিতেছে, তেমনি দেখিবে, সংসারে সর্ব্বদাই একটীর পর আর একটী বিপদ্ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, তুমি একটী বিপদ্ দ্বারা আহত হইবার পর মস্তক উত্তোলন করিতে না করিতেই আর একটী বিপদ্ আসিয়া তোমার শিরে দারুণ আঘাত করিতেছে, তুমি আবার নতশির হইতেছ, আবার নিমজ্জিত হইতেছ। সংসারে তুমি এই দৃশ্যই দেখিবে। যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত একটু সুখ পাও, তাহাও অন্ধকারে খদ্যোতিকার প্রকাশের মত। তরঙ্গ তোমাকে একবার উঠাইয়া দিবে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তোমাকে আবার ডুবাইবে, অতল জলে নিমগ্ন করিবে। সুতরাং সংসারে সুখ বা শান্তি আছে বলা যায় না। তুমি আজ একটী পুত্র হারাইলে, কিছু দিনের জন্য শোক করিলে, কালের প্রভাবে যে দুঃখ একটু ভুলিলে কিন্তু ভুলিতে না ভুলিতেই তোমার হয়ত আর একটী পুত্র ইহধাম ত্যাগ করিল, নয়ত তোমার গৃহখানি দগ্ধ হইল, নয়ত দস্যুগণ তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল, অথবা রোগ তোমাকে শয্যাশায়ী করিল। অতএব দেখিবে, সংসারে দুঃখ-তরঙ্গের অন্ত নাই, সংসার ও সমুদ্র বিশেষ। এখানে কেবল আসিবে আর যাইবে; ভব=জন্ম; ইহা ভবের সমুদ্র, জন্ম এবং মৃত্যুরূপ তরঙ্গ সদাই সংসার-সাগরের বক্ষকে আলোড়িত করিতেছে, সংসারে একভাবে, একস্থানে থাকিবার উপায় নাই।

এই সংসারসাগরের কি তরণী আছে? আছে,—তাহাকে তীর্থ বলে। সকল বস্তুরই তিনটী ভাগ বা অবস্থা আছে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং

আধিভৌতিক। তীর্থ ও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক তীর্থ কি? তৃ ধাতুর অর্থ তরণ; যাহা দ্বারা তরণ করা যায়, ভবসাগর পার হওয়া যায়, তীরে উঠিতে পারা যায়, তাহাই তীর্থ। তরণী আর তীর্থ একার্থক। অন্তরের মলার (কাম ক্রোধাদির) নাশ হয় যদ্বারা, তাহা আধ্যাত্মিক তীর্থ, যথা সাধুসঙ্গ, সাধুর উপদেশ শ্রবণ বা পাঠ প্রভৃতি; আর আধিভৌতিক তীর্থ যথা কাশী, অযোধ্যা, অবন্তী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র। এ সকল স্থলে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ প্রধান পরিণাম হেতু চিত্তের সমতা আসে, সলিল, বায়ু প্রভৃতির এক সত্ত্বগুণ-প্রধান অবস্থা উপলব্ধ হয়; ইহা দ্বারা চিত্তের প্রশান্তবাহিতা আসে (সংসারে তুমি এইটী চাও কিন্তু পাওনা)। যিনি আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই উভয় তীর্থের সেবা করেন তাঁহার, সংসার বন্ধন শীঘ্র ছিন্ন হয় ("পরিগ্রহাচ্চ সাধূনাং পৃথিব্যাশ্চৈব তেজসা। অতীব পুণ্যভাগাস্তে সলিলস্য চ তেজসা॥ মনসশ্চ পৃথিব্যাশ্চ পুণ্যাস্তীর্থাস্তথাপরে। উভয়োবের যঃ স্নায়াৎ স সিদ্ধিং শীঘ্রমাপ্নুয়াৎ॥—মহাভাঃ অনুশাঃ পর্ব্ব।")। তীর্থের তীর্থত্ব কি? তীর্থ তীর্থ হয় কেন? সংসার তরণে যাহা সহায় হয়, তাহাই তীর্থ। অজ্ঞানই সংসারের কারণ। রজস্তমের ক্ষীণতা সম্পাদিত হইলে, সত্ত্বগুণের বিশেষতঃ আবির্ভাব হইলেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। অতএব যাহা সত্ত্বগুণের উদ্রেকের কারণ হয়, তাহাই তীর্থ। আধিভৌতিক তীর্থ দ্বারা (যথা পুণ্যক্ষেত্রে বাস দ্বারা, তীর্থজলে স্নান দ্বারা) এ কার্য্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সাধুসঙ্গ বা আধ্যাত্মিক তীর্থই এবিষয়ে পরম সহায়। সাধুগণই তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেখানে সাধুগণ বাস করেন, যেখানে ভগবানের কোন মূর্ত্তি বিরাজিত, যেখানে বেদাধ্যয়ন হয়, যেখানে পৃথিবী, সলিল বা তেজের বিশিষ্টতা বশতঃ স্থানের একটী সাত্ত্বিক অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানই প্রশস্ত বাহ্য তীর্থ। যেখানে সাধু, বিদ্বান্, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বাস করেন, যেখানে সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে, জ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে, সে স্থান অতীর্থ হইলেও তীর্থ হইয়া থাকে। অন্তস্তীর্থের প্রতি মোটেই লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বহিস্তীর্থ পর্য্যটনের প্রবৃত্তিকে শাস্ত্র নিন্দা করিয়াছেন। সাধু-সঙ্গাদির প্রতিই মুখ্য লক্ষ্য থাকা উচিত। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে তীর্থ, স্নান এবং শৌচ (এই তিনটী বস্তুতঃ একই বস্তু) সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, মুমুক্ষু মাত্রেরই তাহা বিশেষতঃ ধ্যানের বিষয় হওয়া উচিত। তথায় সত্য, ধৃতি, ঋজুতা, অহিংসা, দয়া, দম, শম, নির্ম্মমত্ব, নিরহংকারত্ব, নির্দ্বন্দ্বত্ব, নিষ্পরিগ্রহত্ব প্রভৃতি মানসতীর্থেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাদিগকেই

উত্তম শৌচ বলিয়াছেন, যিনি তত্ত্ববিৎ, যিনি অনহংবুদ্ধি, তাঁহাকেই তীর্থপ্রবর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তীর্থজলে অবগাহন করিলে গাত্র উদকক্লিন্ন হয় (জলে ভিজিয়া যায়) বটে, কিন্তু ইহাকে স্নান বলে না, যে দমস্নাত সেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্নাত, সেই যথার্থ শুচি। যাঁহারা অতীতের প্রতি অনপেক্ষ, প্রাপ্ত অর্থের প্রতি যাঁহারা নির্ম্মম, যাঁহারা স্পৃহাহীন, যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন, অথচ সদা প্রসন্নচিত্ত, তাঁহারাই বস্তুতঃশুচি; জ্ঞানোৎপন্ন যে শৌচ, তাহাই পরম শৌচ।

চিত্তশুদ্ধিরূপ অন্তস্তীর্থবিষয়ে মনোযোগী না হইয়া কেবল বহিস্তীর্থ সেবায় যত্নবান্ হওয়া শাস্ত্রে, অন্যত্র ও নিন্দিত হইয়াছে। জাবালদর্শোপনিষৎ এই বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন, সুরাভাণ্ড জলদ্বারা শতবার ধৌত হইলেও যেমন শুচি হয়না, সেইরূপ অন্তর্গত দুষ্ট (মলিন) চিত্ত তীর্থস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়না ("চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানৈর্ন শুধ্যতি। শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং

"অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতং॥
তীর্থ শৌচ মনর্থিত্ব মার্জ্জবং সত্যমার্দবং।
অহিংসা সর্ব্বভূতানা মানৃশংস্যং দমঃ শমঃ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
শুচয়স্তীর্থভূতাস্তে যে ভৈক্ষ্যমুপভুঞ্জতে॥
তত্ত্ববিত্ত্বনহং বুদ্ধি স্তীর্থ প্রবরমুচ্যতে।
শৌচলক্ষণমেতত্তে সর্ব্বত্রৈবান্ববেক্ষত॥
রজস্তমঃ সত্ত্বমথো যেষাং নির্ধৌতমাত্মনঃ।
শৌচাশৌচ সমাযুক্তাঃ স্বকার্য্যপরিমার্গিণঃ॥
সর্বত্যাগেম্বভিরতাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
শৌচে ন বৃত্তশৌচার্থাস্তে তীর্থাঃ শুচয়শ্চ যে॥
নোদকক্লিন্নগাত্রস্ত স্নাত ইত্যভিধীয়তে।
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
অতীতেম্বনপেক্ষা যে প্রাপ্তেম্বর্থেষু নির্ম্মমাঃ।
শৌচমেব পরং তেষাং যেষাং নোৎপদ্যতে স্পৃহা॥
প্রজ্ঞানং শৌচমেবেহ শরীরস্য বিশেষতঃ।
তথা নিষ্কিঞ্চনত্বং চ মনসশ্চ প্রসন্নতা॥



সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ।"—জাবালদর্শোপনিষৎ) বারাণস্যাদি তীর্থে স্নান করিয়া মনুষ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে (বটে), কিন্তু অজ্ঞানিগণের ভাবশুদ্ধ্যর্থ জ্ঞানযোগপরায়ণ পুরুষগণের পাদপ্রক্ষালিত জলই একমাত্র তীর্থ। *

শাস্ত্র বলিয়াছেন, ভাবতীর্থ ই পরমতীর্থ। তীর্থের তরণত্বে বিশ্বাস থাকা চাই, তবেই তীর্থের ফল পাইবে, নচেৎ নহে। এসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, শুনিয়াছ কি? একদিবস ভগবান্ শঙ্কর এবং পার্ব্বতী আকাশপথে বিচরণ করিতে করিতে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। সেদিন কোন গঙ্গাস্নানের যোগ থাকাতে বহু লোক স্নানার্থ আগমন করিতেছিল। পার্ব্বতী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো' আপনি বলিয়াছেন যে গঙ্গায় স্নানমাত্রেই মানব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে এত ব্যক্তি স্নান করিলেও কাহাকেও মুক্তিলাভ করিতে দেখিতেছিনা কেন?' শঙ্কর উত্তর করিলেন, 'দেবি! ইহারা কেহই গঙ্গাস্নান করিতেছেনা।' এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, 'প্রভো! আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলামনা'। তৎপরে শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিলেন, 'তুমি একটী সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ কর, আর আমি এক গলিতকুষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে বসিয়া থাকি। যত লোক স্নান করিতে আসিতেছে, সকলকে তুমি এই কথা বল যে—আমার এই বৃদ্ধ স্বামীকে তোমরা কেহ স্নান করাইয়া দাও, কিন্তু এই কথাটীও বলিয়া দিও যে, যদি কেহ নিষ্পাপ না হইয়া আমাকে স্পর্শ করে, সে মরিয়া যাইবে।' তদনন্তর শঙ্কর গলিতকুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া চলৎশক্তি বিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পার্ব্বতী স্নানার্থ সমাগত এবং স্নানানন্তর উত্থিত ব্যক্তিদিগকে প্রাগুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই

কৃতশৌচং মনঃ শৌচং তীর্থ শৌচমতঃ পরং।
জ্ঞানোৎপন্নং চ যচ্ছৌচং তচ্ছৌচং পরমং স্মৃতং॥
মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্ম জ্ঞান জলেন চ।
স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎ স্নানং তত্ত্বদর্শিনঃ" ॥
—মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

* "বিষুবায়নকালেষু গ্রহণে চান্তরে সদা।
বারাণস্যাদিকে স্থানে স্নাত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
জ্ঞানযোগ পরাণাং তু পাদপ্রক্ষালিতং জলং।
ভাবশুদ্ধ্যর্থমজ্ঞানাং তত্তীর্থং মুনিপুঙ্গব॥
—জাবালদর্শনোপনিষৎ।

তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলনা, সকলেই একবার করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল, তাঁহার আবেদন শুনিল, এবং তৎপরে চলিয়া গেল, নররূপধারী শঙ্করকে কেহই স্নান করাইতে সাহসী হইলনা ; অপিচ, এই কথা অনেকেই বলিল, 'তুমি এত অলৌকিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইয়া এরূপ কুৎসিৎ কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভজনা করিতেছ কেন ? আমাদের সহিত আইস, পরমসুখে বাস করিবে, ইহাঁকে ত্যাগ কর,' ইত্যাদি। অবশেষে একজন মাতাল সেই দিকে আগমন করিল। এবং পার্ব্বতীর আবেদন শুনিয়া বলিল, 'আচ্ছা, দাঁড়া মা, একবার ডুবটা দিয়া আসি'। এই কথা বলিয়া সে গঙ্গায় নামিয়া একটী ডুব দিয়া উঠিয়া আসিয়াই শঙ্করকে স্নান করাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরিয়া তুলিল, এবং যেমনই ধরিল, অমনই শঙ্করপ্রসাদে তাহার ভববন্ধন ছিন্ন হইল। তখন শঙ্কর পুনরায় পার্ব্বতীকে বলিলেন। "দেবি, দেখিলে ? এতক্ষণ পরে একটী লোক গঙ্গাস্নান করিল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা স্নান করিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে কাহারই এই ভাব বা বিশ্বাস ছিলনা যে গঙ্গায় স্নান করিলে মানব নিষ্পাপ হয় বা মুক্তি পায়, সুতরাং তাহারা গঙ্গায় স্নান করিয়াও কেহই আপনাকে নিষ্পাপ মনে করিতে পারে নাই, তাই, 'কি জানি, কি হইবে' এইরূপ মনে করিয়া ভয়ে আমাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই, কিন্তু এই ব্যক্তির তাদৃশ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, তাই এ মুক্তিলাভ করিল। দেবি, ভাবেই সব হয়, ভাবহীন জনের বহু পুণ্যানুষ্ঠানও তাহার কোন লাভের কারণ হয়না।"

ব্রহ্মাবর্ত্ত ; আর্য্যাবর্ত্ত ; তীর্থবিজ্ঞান। *

প্র। এই স্থানটীর নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' হইল কেন ? 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' শব্দের অর্থ কি ?

উ। ব্রহ্মের আবর্ত্ত=ব্রহ্মাবর্ত্ত। এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বেদ'। ব্রহ্মের আবর্ত্তন এই স্থান হইতেই হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে এই স্থান হইতেই পুনঃ পুনঃ বেদের আবর্ত্তন হইয়া থাকে, স্থূলভাবে বেদের প্রচার প্রথমে এই স্থান হইতেই হইয়াছে, এবং চিরকাল হইবেও এই স্থান হইতেই। 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দের বুৎপত্তিও

* এই উপদেশগুলি কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক তীর্থে পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

এই প্রকার। ভারতবর্ষ আর্য্যগণের জন্মভূমি *, কিন্তু একটী বিশিষ্ট প্রদেশ আছে যেখানেই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকেন। কত আর্য্যগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আবার চলিয়া গিয়াছেন, পুনরায় যখন আগমন করিবেন, তখন এই প্রদেশেই আসিবেন। যে প্রদেশটীর মধ্যে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয়, তাহাকেই 'আর্য্যবর্ত্ত' বলে। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে আবার ব্রহ্মাবর্ত্তই প্রধান। এই স্থানে ব্রহ্মা কত তপস্যা করিয়াছেন, কত যজ্ঞ করিয়াছেন, এই স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, কত শত ব্রাহ্মণ এখানে নিত্য বেদপাঠ করিতেন। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কিছুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর তপস্যা, যোগাভ্যাস এবং বেদগান হইয়াছে; এখানকার বায়ু-বিতানে, এখানকার বৃক্ষ, লতা, ভূমি ও প্রস্তারাদিতে সূক্ষ্মভাবে সেই সকল ধ্বনির সংস্কার (impression) অঙ্কিত আছে, সেই স্বরিত, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত ধ্বনির একটা প্রবাহ এখনও চলিয়াছে, এই প্রাকৃতিক ফনোগ্রাফের (Phonograph) শব্দ সূক্ষ্মদর্শী উপলব্ধি করিতে পারেন। এখানে যত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখানকার প্রকৃতিতে সে সকল সংস্কার লগ্ন আছে। শুধু এখানে কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের প্রবাহ যতবার হইয়াছে, সকলই পরমব্যোমে অঙ্কিত আছে, সাধারণ মানব দেখিতে না পাইলেও অবাধিত দৃষ্টি যোগী তাহা দেখিতে পান। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের যে আন্তর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, তাহাকেই ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। আর্য্যবর্ত্তের ও সীমা নির্দ্দেশ করাআছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এই প্রদেশের আচারই সকলের শিক্ষণীয়। যত তীর্থ ভ্রমণ করা গেল, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মাবর্ত্তই ব্রাহ্মণের পক্ষে পরম তীর্থ বলিয়া মনে করি—যাহা বেদের আদি ভূমি, বেদের আবাস স্থল; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর তীর্থ নাই। এ স্থানের এমনি মহিমা যে আজ এখানে অল্পক্ষণই অন্যদিনের অনেকক্ষণের সাধনার ফল পাইয়াছি।

['ব্রহ্মেশ্বর' মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির]

প্র। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ ত কতকাল হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডাজী লব-কুশের হস্তনিক্ষিপ্ত বলিয়া এই যে বাণ দেখাইতেছেন, ইহা কি বস্তুত'ই সেই বাণ?

* এ সম্বন্ধে অনেকে হয়ত অন্যরূপ মত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। পাঠকগণকে এ বিষয়ে পূজ্যপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করকৃত 'বৈদিক কার্য্য নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উ। নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। ভাবনাই সব; তুমি যদি ভাবনা করিতে পার যে ইহা বস্তুত'ই সেই বাণ, তাহা হইলেই তুমি ফল পাইবে। ইহাই ত সাধনা, ইহাই তপস্যা। ভাবনা ঠিক হইলেই সাধক ফল পাইবেন; বস্তুতঃ সবই ত মিথ্যা। সাংখ্যদর্শনের এসম্বন্ধে উপদেশটী স্মরণ করিও। আর যদি ইহা বস্তুত'ই সেই বাণ হয়, আর তোমার ভাবনা বা বিশ্বাস তাদৃশ না হয়, তাহা হইলেও, তুমি ফল পাইবেনা। উপনিষদের "ভাবতীর্থং পরং তীর্থং" এই কথাটী স্মরণ কর। এখানে 'ভাব' শব্দের অর্থ আস্তিক্যবুদ্ধি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। তোমার যদি ভাব ঠিক না হয়, তাহা হইলে তুমি তীর্থের কোন ফল পাইবেনা, শাস্ত্র প্রতিপাদিত তীর্থ সকলে তোমার যদি তীর্থ বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে চিরজীবন তীর্থ-ভ্রমণ করিলেও তুমি তীর্থদর্শনের ফল পাইবেনা। তীর্থের তীর্থত্ব কি, পূর্ব্বে বুঝিতে হয়, তীর্থ-ভ্রমণে কেন উপকার হয় তাহা জানিতে হয়, তবেই তীর্থযাত্রার ফল হয়, নচেৎ কেবল ভ্রমণ, শারীরিক ক্লেশ এবং অর্থনাশই সার হয়।

ভারতবর্ষের যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভাগ করা হইয়াছে, ইহারও বিশিষ্ট কারণ আছে। এই স্থানটীই অযোধ্যা বা এই স্থানটীই কাশী হইল কেন? আরও ত অনেক দেশ আছে, সেখানে হইল না কেন? এই স্থানেই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন কেন? অন্য স্থানে হইলেন না কেন? সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্য ভেদে যেমন প্রকৃতির ভেদ হয়, তেমনি দেশের ও ভেদ হইয়া থাকে, দেশও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ। তাহার পর, গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যানুসারে অবশ্য আরও অনেক প্রকার ভেদ হইবে। সত্ত্বগুণ প্রধান দেশগুলিই তীর্থরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশে আসিলে বা বাস করিলে চিত্তের সত্ত্বগুণ প্রধান বৃত্তিগুলির অধিকতর বিকাশ হয়, রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হয়, মানব চিত্তশুদ্ধি পথে অনেকটা অগ্রসর হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ভবসাগর তরণের পথ উন্মুক্ত হয়। তীর্থই ভবার্ণব তরণী স্বরূপ। যেখানে যে অবস্থায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাই তীর্থ। তীর্থে আসিলে একটী বিশিষ্ট সত্ত্বগুণের প্রভাব প্রায় সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধচিত্ত, তাঁহারা ইহা সহজেই বোধ করেন, কিন্তু প্রায় সকল চিত্তেই ইহার প্রভাব কিছু না কিছু অনুভূত হইয়া থাকে। কোন সময়ে একজন খ্রীষ্টান পাদরী (Christian Missionary) সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহার চিত্তের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত

হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি অবশেষে জানু পাতিয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন,—'এখানে আসিয়া শেষে আমাকেই হিন্দু হইয়া যাইতে হইল; আমি আসিয়াছিলাম ইহাদিগকে ফিরাইতে !'

প্র। 'বিঠুর' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং অর্থ কি ?

উ। 'বিষ্ণুস্থল' শব্দটাই বোধ হয় এখন 'বিঠুর' এ পরিণত হইয়াছে, প্রাকৃতিক শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়মে 'ল' স্থানে 'র' এবং 'থ' স্থানে 'ঠ' হইয়াছে।

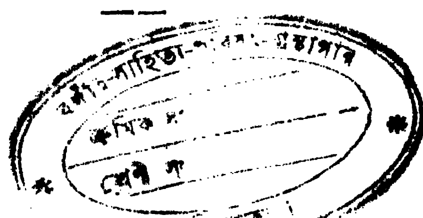
বাল্মীকির আশ্রম।

দেখ, স্থানটীর কি অদ্ভুত মহিমা! এখানে আসিয়া আমি চিত্তে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি। এখানকার বৃক্ষগুলির কেমন একটী বিশিষ্ট ভাব, যেন কত শান্ত, স্থির ও নতভাবে রহিয়াছে।' মা (সীতাদেবী) নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন, এই সকল স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদস্পর্শে এ স্থান পবিত্র হইয়াছে, এখানে তাঁহার চরণরজঃ কত পড়িয়া আছে। স্থানটী কত নির্জ্জন, শান্তিময়, এবং সাধনার উপযোগী বলিয়া বোধ হইতেছে, এখানে বসিয়া যদি কেহ প্রাণের সহিত মা, মা বলিয়া ডাকে, তাহার অবশ্যই মার দর্শনলাভ হয়। চল, মন্দির মধ্যে যাই। * * * তোমরা এখন একটু যাও, আমি এই থানেই সন্ধ্যাদি করিব।

আজ এখানে সন্ধ্যা করিয়া আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। অন্যদিন অন্যত্র চিত্ত সমাহিত করিতে যতক্ষণ লাগে, এখানে তাহা তদপেক্ষায় অনেক অল্পক্ষণের মধ্যেই হইল। স্থানমাহাত্ম্য বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।



জলন্ত আশ্বাস।

আমার নাম মঙ্গলময় আমার উপর বিশ্বাস হারাইওনা। সাংসারিক সহস্র বিভ্রাট দিয়া তোমাকে আমি পবিত্র করিয়া লইব। মাভৈঃ সব ভোজের বাজি; আসুক অর্থাভাব; এ আমার অনুগ্রহ ভ্রমেও ভুলিও না।

নির্দ্ধনত্ব মহারোগ করুণা আমার।
হাহাকার দিয়া আমি করি আপনার॥

তোমার রোগশোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা যা কিছু আছে আমায় দাও; তোমার বাচালতা কুটিলতা দুর্ব্বলতা সব আমায় দাও। নাম কর, ভয় নাই, সবই ইন্দ্রজাল। মাভৈঃ মাভৈঃ নাম কর, আমি আছি। ওগো আমি তোমার, আমায় শক্তি দাও, তোমার করে নাও।

ভয়কি তুমি দেহ নও, দেহের স্ত্রীপুত্র তোমার নয়, দেহের রোগশোক তোমার নয়, দেহের জ্বালা যন্ত্রণা তোমার নয়, দেহের মান অপমান তোমার নয়, দেহের শান্তি অশান্তি তোমার নয়, তবে আমি কে? এ সব কাহার? কে তুমি ক্ষিতি নও, তুমি অপ নও, তেজ নও, তুমি মরুৎ নও, তুমি আকাশ নও, তুমি শ্রোত্র নও তুমি ত্বক্ নও, তুমি চক্ষু নও, তুমি জিহ্বা নও, তুমি প্রাণ নও, তুমি বাক্ নও, তুমি পানি নও, তুমি পাদ নও, তুমি পায়ু নও, তুমি উপস্থ নও, তুমি মন নও তুমি বুদ্ধি নও, তুমি অহঙ্কার নও, তুমি চিত্ত নও, তুমি প্রকৃতি নও—

তুমি অনন্ত চৈতন্য সমুদ্রের একটী লহরী। নিজেকে পৃথক্ করিয়া লইয়াছ সেইজন্যই হর্ষ বিষাদের খেলা। তরঙ্গ সমুদ্রে মিশিয়া যাও, অনন্ত শান্তি, অক্ষুরন্ত আনন্দ! লবণ পুত্তলিকা মত লবণ সমুদ্র পরিমাপ করিতে যাইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেল।

ওগো তুমি এমন করে আমার হাত ধরে লয়ে যেতে চাও কে তুমি? ওরে আমায় চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না, আমি যে তোর বড় আপনার, তোর পুত্র কন্যা সংসার স্বজন শত্রুমিত্র আমিই যে সব; মায়া রাণীর অভিনয়ে আমায় ভুলিস্ না; আয় আয় আমার কোলে; আয় ঢেউ দেখে ভয় খাস্‌নে—ও কিছু নয়; ও কিছু নয় নাম কর; নাম কর নাম কর।

রাম রাম রাম রাম॥
রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

প্রার্থনা।

আমার মান অপমান রাগ অভিমান
সব কেড়ে লও।
আমি অতিদীন হীন হ'তে হীন একথা
জানায়ে দাও॥
সর্ব্বভূতে তুমি আছ বিদ্যমান
কেন তবে মোর মান অভিমান
বুঝে ও বুঝি না জেনেও জানি না
বিতরি করুণা আমাদের বুঝাও॥
মিছা মানে আমি মানী হতে চাই
এর চেয়ে আর আছে কি বালাই
জান সব তুমি তথাপি জানাই
মোরে ধূলির সাথে ধূলিতে মিশাও॥
নাপারি ছাড়িতে মান অপমান
সব তুমি নাও করি কৃপাদান
আমার আমারি হ'ক অবসান
তোমার করে আমায় চালাও॥
ভোগাশা থাকিতে মান তো যাবেনা
ভোগাশা না গেলে তুমি আসিবে না
এ মোর ভোগাশা কাড়িয়া লওনা
ভোগের আবাসে আগুন জ্বালাও।

———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মিলন।

(১)

তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাঁহার
নিস্তরঙ্গ সিন্ধু সম শান্ত স্তব্ধ ধীর ॥
তখন ছিল না হেথা আলো কি আঁধার।
তখন ফুটেনি হাস্য আস্যে প্রকৃতির ॥

(২)

সে শুভ মহেন্দ্র ক্ষণে উঠিল স্পন্দন।
এক আমি বহু হব জাগিল বাসনা ॥
সহসা ভাসিয়া বিশ্ব করিল বন্দন।
সে মধু মিলন হতে জগৎ কল্পনা ॥

(৩)

কল্পনা ত্যজিয়ে যবে সত্যের সন্ধানে।
ছুটে যাই শূন্য প্রাণে দূর দূরান্তরে ॥
হেরি শুধু ভাসে ধরা মধুর মিলনে।
উঠিছে মিলন গীতি বিশ্ব চরাচরে ॥

(৪)

ছুটিছে তটিনী ওই মিলনের আশে।
পিকরাণী গাহে গান মিলনের সুরে ॥
বিহারি উঠিছে সব মিলন পরশে।
মাধবী কুসুম রাশি মিলন প্রচারে ॥

(৫)

ত্রিতন্ত্রী বীণাটী মোর আপনি ঝঙ্কারে।
সপ্ত স্থান ভেদ করি উঠে তার ধ্বনি॥
কতদিন রব আর বিরহ আঁধারে।
জাগো জাগো জাগো মাগো জাগো কুণ্ডলিনী॥

(৬)

মিলন দেবতা ওই সহস্রার হতে।
ডাকিছে আমারে সদা আয় আয় বলে॥
নিয়ে চল নিয়ে চল পারি না থাকিতে।
হেথায় রবনা আর সেথা যাব চলে॥

(৭)

(সেথা) মিলনের গান আমি গাহিব নিয়ত।
মিলনে ঘুমাব আমি জাগিব মিলনে॥
শুনাব মিলন কথা তারে শত শত।
বাঁধা রব দিবারাতি মিলন বাঁধনে॥

(৮)

মিলন আশায় আমি আছি গো বসিয়া।
এস এস একবার মিলনের ধন॥
যা দিয়াছ সব তুমি লহ গো কাড়িয়া।
(শুধু) মিলন মিলন যাচি মিলন মিলন॥

কোলাহল দর্শন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহারিক ক্রিয়া সমূহকে পথিকের পথ মধ্যে গ্রাম প্রাপ্তির মত দর্শন করেন। চক্ষু, বন পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থে যেমন অনুরাগ শূন্য হইয়া পতিত হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও অনাসক্ত ভাবে ব্যবহারিক কার্য্যে নিপতিত হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানীর নিকটে যাহা আনিয়া দেয় তাহা তিনি গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ কিছুতেই অহং মম এইরূপ অভিমান করেন না। জ্ঞানীর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান কারণ তিনি সর্ব্বদা পূর্ণ; অভাব বোধ তাঁহার নাই। যেরূপ ময়ূরপুচ্ছাঘাতে পর্ব্বত বিকম্পিত হয় না সেইরূপ অপ্রাপ্ত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্ত বিষয়ের উপেক্ষা দ্বারা অনুতাপাদি বিষয় দোষ কখন জ্ঞানীর চিত্তকে বিচলিত করে না।

সংশান্ত সর্ব্ব সন্দেহো গলিতাখিল কৌতুকঃ।
সংক্ষীণ কল্পনা দেহো জ্ঞঃ সম্রাড়িব রাজতে॥ ৪৭

অজ্ঞান থাকিলেই সন্দেহ থাকিবে, ভোগকে মিথ্যা দেখিতে না পারিলে কৌতুক থাকিবেই। সন্দেহ ও কৌতুকের জ্বালায় অজ্ঞানী নিরন্তর জ্বলিতেছে। সর্ব্বসন্দেহের কারণ অজ্ঞান নাশ হওয়ায় জ্ঞানীর সমস্ত সন্দেহ শান্ত; আবার সকল প্রকার ভোগই মিথ্যা ইহা দেখিয়া জ্ঞানী বিগলিত অখিল কৌতুক। এই উভয় কল্পনাজাত স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ক্ষয় হওয়ায় জ্ঞানী সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও বলেন **স স্বরাড় ভবতীতি**। জ্ঞানী পরিপূর্ণ সমুদ্রের মত আপনই আপনার দৃষ্টান্ত—তিনি অপনাতেই আপনি বিলাস করেন। তিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড়। যিনি উন্মাদগ্রস্ত নহেন তিনি যেমন উন্মত্ত মানুষ দেখিলে হাস্য করেন সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ যিনি তিনি ভোগলম্পট অতৃপ্তেন্দ্রিয় জনগণকে দেখিয়া হাস্যই করেন।

ইচ্ছতোন্যোজ্ঝিতাং জায়াং যথৈবান্যেন হস্যতে।
ইন্দ্রিয়স্যেচ্ছতো ভোগং তদ্বজ্‌জ্ঞেন বিহস্যতে॥ ৫০

একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে সে যেমন অবহাসের পাত্র হয় সেইরূপ জ্ঞানি ব্যক্তি আপনার পরিত্যক্ত ইন্দ্রিয় ভোগ অপরে অভিলাষ করিতেছে দেখিয়া উপহাসই করেন।

ত্যজৎ স্বাত্মসুখং সৌম্যং মনোবিষয় বিদ্রুতম্।
অঙ্কুশেনেব নাগেন্দ্রং বিচারেণ বশং নয়েৎ॥ ৫১

আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকার মনোহর সুখ ত্যাগ করিয়া মন যখন বিষয় সুখ ভোগে লাম্পট্য করে তখন অঙ্কুশ বিদ্ধ করিয়া যেমন মত্তহস্তীকে বশ করিতে হয় সেইরূপ বিচার দ্বারা মনকে বশ করিবে।

ভোগেষু প্রসরো যস্যা মনোবৃত্তেশ্চ দীয়তে।
সাপ্যাদাবেব হন্তব্যা বিষস্যেবাঙ্কুরোদ্গতিঃ॥ ৫২

ভোগতৃষ্ণা থাকায় ভোগের দিকে যে মনোবৃত্তির গতি সেই মনোবৃত্তিকে অগ্রেই বিষের অঙ্কুরোদ্গমন কালেই বিনাশ করার ন্যায় হত্যাকরা কর্ত্তব্য। যদি বল, মনকে প্রথম হইতেই যদি ভোগবঞ্চিত করিয়া নিগ্রহ করা যায় তবে মনটা বিরক্ত হইয়া আত্মসুখের দিকে যাইবেনা—তাহাতে এই বলি যে প্রথমে অতিশয় নিগৃহীত করিলেও শেষে যদি সম্মান করা যায় তখন আর দ্বেষ থাকেনা। প্রথমে অনাদৃত ব্যক্তিকে যদি শেষে আদর করা যায় তাহা হইলে সে সেই সম্মানকে বহুমান্য করে। গ্রীষ্মাভিতপ্ত ধান্যক্ষেত্রকে সুসেক না করিয়া কুসেকও যদি করা যায় তাহাও অমৃত তুল্য হয়। সেইরূপ প্রথমে ক্লেশ যে না পায় তাহার প্রতি সম্মানে তাহার বহু সুখ হয় না। জলপূর্ণ নদীতে বর্ষার জল প্রবাহ আবার কি করিবে? নদীত পূর্ণই আছে। সমুদ্র জগৎ পূরণ যোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও যেমন অন্য সলিল গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা পূর্ণ হইয়াও অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। শত্রু হস্তাগত রাজা অনুগ্রহ দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া একখানি গ্রাম পাইলেও মহাসুখী হয়েন; আর শত্রু কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত স্বাধীন ভূপতি আপনার বিশাল রাজ্যকেও যেমন বহু বলিয়া মনে করেননা সেইরূপ মনকে প্রথম অবস্থাতেই যদি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা নিগৃহীত ও ভোগ সমূহ হইতে বিরত করা যায় পরে অল্পমাত্র বিষয় সুখ পাইলেই সে সমধিক বলিয়া অনুভব করে।

হস্তং হস্তেন সম্পাড্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈরিবাক্রম্য জয়েচ্চেন্দ্রিয়শাত্রবান্ ॥ ৫৮
জেতুমন্যং কৃতোৎসাহৈঃ পুরুষৈরিহ পণ্ডিতৈঃ।
পূর্ব্বং হৃদয় শত্রুত্বাজ্জেতব্যানীন্দ্রিয়াণ্যলম্ ॥ ৫৯

হস্তদ্বারা হস্ত পীড়ন, দন্ত দ্বারা দন্ত বিচূর্ণন, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ আক্রমন করিয়াও ইন্দ্রিয় শত্রুকে জয় করিবে। যে পণ্ডিত পুরুষ শত্রু জয় জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন প্রথমেই তাঁহার অন্তঃশত্রু ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করা উচিত। যাঁহারা আপন চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য পুরুষ। হৃদয়গর্ত্ত নিবাসী কুণ্ডলাকারে অবস্থিত মনোরূপ মহাসর্প যাঁহার সম্বন্ধে শান্তভাব প্রাপ্ত হয় সেই ব্যথাহীন নির্ম্মল পুরুষকে আমি বশিষ্ঠ—আমি বন্দনা করি।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৪ সর্গঃ।

ইন্দ্রিয় জয়ের উপায়।

বশিষ্ঠ। ইন্দ্রিয় জয়ে যিনি চেষ্টা করেন তিনিই বুঝেন ইন্দ্রিয়গণ কিরূপ দুর্জ্জয়। মহানরক সাম্রাজ্যে ইন্দ্রিয়গণ রাজত্ব করে। ইহারা আত্মার দুর্জ্জয় শত্রু। ইহারা দুষ্কৃতিরূপ মত্ত মাতঙ্গে চড়িয়া নিরন্তর ঘুরিতেছে; আশা বা তৃষ্ণা—এই শর শলাকা ইহাদের হস্তে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কৃতঘ্ন—কারণ ইহারা স্বীয় আশ্রয়ভূত দেহকেই প্রথমে নষ্ট করে। কুকার্য্য রূপ পাপরাশি—ইহাই ইহাদের ধন সঞ্চয়। ইন্দ্রিয়গণ গৃধ্র স্বরূপ। কার্য্য ও অকার্য্যরূপ উগ্র পক্ষদ্বয় সাহায্যে দেহ কুলায়ে, বিষয় আমিষ ভোগের আশায়, ইহারা বাসা প্রস্তুত করে। বিবেকরূপ সূত্র জাল দ্বারা যে মহাপুরুষ এই ধূর্ত্ত

ইন্দ্রিয় গৃধ্রগণকে আবদ্ধ করিতে পারেন ঐ ধূর্ত্ত শকুনিগণ কদাচ তাঁহার অঙ্গচ্ছিন্ন করিয়া অশান্তি আনয়ন করিতে পারেনা।

ইন্দ্রিয় শত্রুকে জয় করিতে হইলে প্রথমেই বিবেক ধন সঞ্চয় করিতে হইবে। সর্ব্বদাই বিচার চাই—বস্তুবিচার রাখা চাই—বস্তু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যাহা ক্ষণিক—যাহা দ্রুতবিনষ্ট হয় তাহা কখনই গ্রহণের যোগ্য বস্তু নহে। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সমস্ত মায়া ভাবিয়া ভাবিয়া ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করিবনা—ইহা বিস্মৃত হওয়া চাইনা। ঈশ্বর ভিন্ন কোন ভাবনা ভাবিবনা—ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছুরই সেবা করিবনা ইহার দৃঢ় সঙ্কল্প চাই। হস্ত কোন কিছু স্পর্শ করিতে যখন অগ্রসর হইবে তখন বিচার কর ইহা কি ঈশ্বর যে স্পর্শ করিবে? চক্ষু কোন কিছুই দেখিতে গেলে বিচার কর, ইহা কি ঈশ্বর যে দর্শন করিবে? অন্নাদি যে ভক্ষণ কর—সেই অন্নকে ব্রহ্মা, রস বিষ্ণু ও ভোক্তা মহেশ্বর এই জন্য বলিয়া লইতে হয়। যাহাতে ঈশ্বর ভাব আনা যায়না তাহা দর্শন, শ্রবণ, মনন, গ্রহণ—ইত্যাদি করিতেই পাইবেনা—ইহা প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেল। এই সাধনায়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পুটপাকে মনকে রাখা হইল। তবেই দেখ আপাতরমণীয় বিষয়ে যিনি রমণ করেন তিনিও যদি ঐরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধনা করেন তবে ঐরূপ ব্যক্তিও এই শরীর রূপ কুপত্তনে—এই কুৎসিৎ কলেবর রূপ কুগ্রামে বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন। তখন তিনি এই দেহস্থ ইন্দ্রিয় শত্রু দ্বারা আর অভিভূত হইবেন না।

মনের বাসনা অনুসারেই কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। মনের বাসনা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কর্ম্মে নিযুক্ত করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হয়। এজন্য যিনি মনকে বশীভূত করেন তিনি যে সুখপ্রাপ্ত হয়েন পৃথিবীপতি রাজাও সে সুখ পাননা। মন—শত্রুকে বশীভূত কর, ইন্দ্রিয় ভৃত্যকে অধীনে আন, তোমার বুদ্ধি বসন্তকালে পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইবে।

চিত্তের দর্প ক্ষীণ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় শত্রু নিগৃহীত করিতে হইবে, তবেই ভোগবাসনা হেমন্তকালে পদ্মিনীর ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মনের বাসনা কিরূপে যাইবে জান ? মনকে একটি তত্ত্ব দৃঢ়রূপে অভ্যাস করাও, মনকে জয় করিতে পারিবে। যতদিন না মনের জয় হয়, ততদিন হৃদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার থাকিবেই ; আর যতদিন অজ্ঞান অন্ধকার, ততদিন সেই অজ্ঞান অন্ধকারে বাসনা সমূহ নিশীথ-বেতালের ন্যায় নৃত্য করিবেই। আমি দেহ নই আমি চৈতন্য, অনেজৎ চৈতন্যের তিন পাদ শান্ত, এক পাদের অতি ক্ষুদ্র স্থানে স্পন্দন মত কিছু হয় ; তাহার ভিতরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই ভাবনা করিতে পারিলে দেহটা নাই বোধ হইয়া যাইবে—আবার চৈতন্য আকাশবৎব্যাপী, আবার কেশাগ্রশতভাগের কোটি ভাগের মত সূক্ষ্ম—এই চৈতন্যই আমি, আমিই আছি, জগৎটা নাই সম্পূর্ণ মিথ্যা ; অজ্ঞান বেতাল এক চৈতন্যকে বিচিত্র জগৎরূপে দেখাইতেছে—ইহাইত তত্ত্ব। একটি তত্ত্ব অভ্যাস কর পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর—আমি দেহ নই আমি আত্মা, জগতটা ভ্রমে মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় ভাসিয়াছে এজন্য মিথ্যা—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে যখন তোমার বিবেক ভাসিবে তখন দেখিবে বিবেকী পুরুষের মন অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎ কার্য্যের সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া—সামন্ত, লালন করে বলিয়া ললনা,—পালন করে বলিয়া পিতা।

বিবেকীগণের মনই একমাত্র সুহৃৎ। ঐ মনোরূপী পিতাকে যদি বুদ্ধিবলে ও শাস্ত্রজ্ঞান বলে অন্তরে আত্মারূপে ভাবনা করা যায় ও আত্মারূপে দর্শন করা যায় তাহা হইলে মনঃপিতাই মোক্ষপ্রদান করেন। শাস্ত্র দৃষ্টিতে মনকে দেখ, প্রবুদ্ধ কর, স্বশক্তিতে যোজিত কর মনই অতি হৃদ্য হইয়া শোভা পাইবে। শাস্ত্রীয় শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বিবেকী ব্যক্তিকে—মনোরূপ মন্ত্রী, জন্মরূপ বৃক্ষের ছেদন কারী কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করে।

বহুপঙ্ক কলঙ্কিত এই মনোমণিকে বিবেকবারি দ্বারা নিয়ত প্রক্ষালন কর—অজ্ঞান অন্ধকার নাশ ইহাই করিবে, জ্ঞানালোক ইহাই

ছড়াইবে। এই উৎপাত পরিপূর্ণ ভীষণ ভবভূমিতে আত্মহারা লোকের ন্যায় নিপতিত থাকিওনা। বিবেকযুক্ত হও, বিচার বলে সত্য অবলোকন কর, ইন্দ্রিয় শত্রু জয় কর—সংসার উত্তীর্ণ হও।

এই শরীর অসৎ—ইহাতে সুখ দুঃখ ও অসৎ। সেই জন্য বলি তোমার যেন দাম ব্যাল কটের ন্যায় অবস্থা না হয়। তুমি ভীম, ভাস, দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং শোক শূন্য অবস্থায় অবস্থান কর।

বিচার বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় কর এই দৃশ্য দেহই আমি নই, পরম পদই আমি—এই ভাব রূপ পরমপদ আশ্রয় করিয়া অমনস্ক হইয়া পান ভোজনাদি কর তবেই আর বিষয় বদ্ধ হইবেনা।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৫ সর্গঃ।

দাম ব্যাল কট কথা।

রাম—দাম ব্যাল কটের মত হইতে নিষেধ করিলেন। ইহারা কে? কি করিয়াছিল?

বশিষ্ঠ—দাম, ব্যাল ও কট দৈত্যপতি শম্বরের সেনাপতি। দময়তি শত্রূন্ ইতি দমঃ স এব দামঃ। ব্যাল ইব বেষ্টয়তি পরানিতি ব্যালঃ। কটতি আবৃণোতি পরাস্ত্রেভ্য স্থানিতি কটঃ। শত্রুকে দমন করিতে সমর্থ এই জন্য দাম। শত্রুকে সর্পমত বেষ্টন করিতে সমর্থ বলিয়া ব্যাল আর শত্রুকে অস্ত্রদ্বারা আবরণ করেন বলিয়া কট। রাম! তুমি জনগণের বিশ্রাম স্থান। শম দমাদি গুণ তোমার আত্মায় ফুটিয়াছে। দাম ব্যাল কটের উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর।

শম্বর অসুর মায়ারূপ মণির মহাসাগর। অতি মনোরম, অতি আশ্চর্য্য পাতাল পুরে এই অসুর রাজত্ব করিতেন। মায়া বলে ইনি আকাশে নগর সমূহ নির্ম্মাণ করিতেন—সেখানে রমণীয় উদ্যান মন্দির

স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপবনস্থ ক্রীড়াগৃহ সকল সর্ব্বদা প্রফুল্লনীলোৎপলে ভূষিত থাকিত। ক্রীড়াবৃক্ষ সকল সর্ব্বদা কৃত্রিম চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত থাকিত। সেখানে হেমপদ্মপরিব্যাপ্ত সরোবরে রত্নহংসগণ অনুক্ষণ শব্দ করিয়া সারসগণকে আহ্বান করিত। শম্বরের গৃহ চত্বরে সর্ব্বদা জানুপ্রমাণ বিবিধ কুসুমরাশি পতিত থাকিত। এই ভীষণাকৃতি শম্বরের বিপুল সুর-নাশন অসুর সৈন্য ছিল। শম্বর কোন সময়ে দেশান্তরে গমন করিয়া সুপ্ত হইয়া পড়েন আর অমরগণ ছিদ্র পাইয়া অসুর সৈন্য বিনাশ করেন। শম্বর আবার সৈন্য রক্ষার্থ সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। দেবতাগণ ছল পাইয়া আবার এই সকলকেও বিনাশ করিলেন।

শম্বর ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্ববল রক্ষার্থ মায়াদ্বারা অতিঘোর অসুর-ত্রয় সৃজন করেন। যখন ইহারা আবির্ভূত হইল তখন মনে হইল যেন পক্ষবান্ পর্ব্বতত্রয় আকাশ গমনে উদ্যোগ করিতেছে। ইহারাই দাম, ব্যাল ও কট নামে অভিহিত। প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে ইহারা জন্মে নাই। ইহাদের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম না থাকায় কোন বাসনাও ছিলনা। শাম্বর চৈতন্যের চিন্মাত্রের সন্নিধান প্রযুক্ত দাম, ব্যাল ও কটের দেহ পরিস্পন্দিত হইত। ইহাদের ভয়ও ছিলনা এবং পলায়নাদি কোন বিকল বুদ্ধিও ছিলনা। শম্বরাসুরের শত্রু পরাজয় রূপ মনোবৃত্তি অবলম্বনে ইহাদের জন্ম। ইন্দ্রজাল সৃষ্ট মানবের ন্যায় ইহারা যে কার্য্যের জন্য সৃষ্ট সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত। বাসনা বিহীন হইয়া ইহারা কার্য্য করিত, ইহারা জীবন মরণ, যুদ্ধে জয় পরাজয় কিছুই জানিতনা। "শত্রুদিগকে প্রহার করা কর্ত্তব্য" শম্বরের এই সঙ্কল্পে ইহারা জন্মিয়াছিল কাজেই সৈন্য দেখিলেই ইহারা সংহার করিত। সুমেরুর শৃঙ্গ যেমন দিক্‌গজগণের দন্ত বিঘট্টনেও স্থির থাকে—শম্বর ভাবিতে লাগিল—আমার সৈন্যগণও দাম, ব্যাল, কট দ্বারা রক্ষিত হইয়া অজেয় হইবে।

রাম। আপনি বলিতেছেন—

অভাবাৎ কর্ম্মাণাং তে চ প্রাক্তনা ন চ বাসনাঃ।
নির্ব্বিকল্পক চিন্মাত্র পরিস্পন্দৈকধর্ম্মকাঃ॥ ৩৭

দাম, ব্যাল ও কট ইহারা প্রাক্তনাঃ পূর্ব্বসিদ্ধ জীবাঃ ন—ন চ বাসনাস্তেষাং সন্তি। ইহারা পূর্ব্বসিদ্ধ জীব নহে—কর্ম্মানুসারে ইহাদের জন্ম হয় নাই। ইহাদের বাসনাও নাই। কিন্তু যদি ইহাদের কর্ম্ম, কাম, বাসনা না থাকে তবে জন্মের যে বীজ তাহার অভাবে জন্মই হইতে পারেনা। যদি বলেন বীজের অভাবেও জন্ম হইতে পারে তবে বলিতে হয় মুক্ত হইয়া গেলেও আবার জন্ম হইতে পারে।

বশিষ্ঠ—দাম, ব্যাল, কট—ইহারা স্বতন্ত্র জীব নহে।

কর্ম্মজীবকলাং তন্বীমসারাঞ্চ মনোভিদাম্।
অপুষ্টাং কৃত্রিমামন্তশ্চোদয়োদয়মাগতাঃ ।। ৩৮

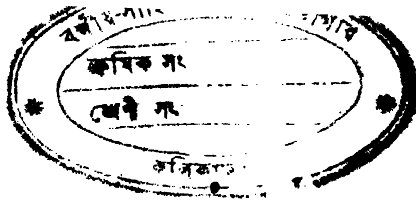
অন্তশ্চোদয়তি প্রেরয়তি ইতি অন্তশ্চোদা অন্তর্যামি চিৎ তয়া নিমিত্তভূতয়া কর্ম্মজাবস্য শম্বরস্য কলাং কৌশলরূপাং তন্বীং অল্প পরিমাণাম্ অপুষ্টাং কর্ম্মবাসনাদি অনুপচিতাং কৃত্রিমাং মায়াকল্পনারূপাং অতএব অসারাং ভোগসারশূন্যাং মনোভিদাং সর্গসঙ্কল্পবৃত্তিমাদায় উদয়ম্ আবির্ভাবম্ আগতাঃ।

ঐন্দ্রজালিক সৃষ্ট পুরুষের ন্যায় স্বতন্ত্র কর্ম্মের অভাব থাকা সত্ত্বেও ইহারা জন্মিয়াছে। শম্বরের কাম কর্ম্ম বাসনা বীজ বশেই ইহাদের জন্মসিদ্ধি—ইহারা স্বতন্ত্র জীব নহে। যোগিগণ যে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেন তাঁহাদের দেহ, জন্মে কিরূপে? যোগিগণের তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় কাম কর্ম্ম বাসনা রূপ জন্ম বীজ ত নাই, তথাপি দেহ যেমন জন্মে সেইরূপে দাম ব্যাল কটের জন্ম।

স্থিতি ২৬ ও ২৭ সর্গঃ।

দাম ব্যাল কট সংবাদ বর্ণন—দেবতাগণের পরাজয় এবং ব্রহ্মার উপদেশ।

দেবতাগণ সর্গ ত্যাগ করিয়া মর্ত্তে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতেন এবং গোপনে শাম্বর সৈন্য বিনাশ করিতেন। শম্বর, দাম ব্যাল কটান্বিত সৈন্য, দেবতা বিনাশ জন্য ভূতলে প্রেরণ করিলেন। দৈত্যগণ



ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু, যৎখলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে য দসাধু তদসামেতি ।১। তদুতাপ্যাহুঃ সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহু রসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ।২। অথোতাপ্যাহুঃ সামনোবতেতি, যৎ সাধু ভবতি সাধুবতেত্যেব তদাহুরসামনো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ ।৩। স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশোহযদেনং সাধবো ধর্ম্মা আচ গচ্ছেয়ুরুপচ নমেয়ুঃ ।৪।

দ্বিতীয়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

পদানুসরণী] ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদিনা সামাবয়ব-বিষয়মুপাসনমনেক ফলমুপাদিষ্টম্। অনন্তরঞ্চ স্তোভাক্ষর-বিষয়মুপাসনমুক্তম্। সর্ব্বথাপি সাম্নৈকদেশসম্বন্ধমেবতদিতি। অথেদানীং সমস্তে সাম্নি সমস্ত সামবিষয়ানি উপাসনানি বক্ষ্যামীত্যারভতে শ্রুতিঃ। যুক্তং হ্যেকদেশোপাসনানন্তরমেকদেশি-বিষয়মুপাসনমুচ্যতে ইতি। সমস্তস্য সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টস্য পাঞ্চভক্তিকস্য সাপ্তভক্তিকস্য চেত্যর্থঃ। খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থঃ। সাম্ন উপাসনং সাধু, সমস্তে সাম্নি সাধু দৃষ্টি-বিধিপরতাস্ন পূর্ব্বোপাসননিন্দার্থত্বং সাধু শব্দস্য। নন্থ লোকে পূর্ব্বত্রাবিদ্যমানং সাধুত্বং সমস্তে সাম্ন্যভিধীয়তে; ন, সাধু সামেত্যুপাস্ত ইত্যুপসংহারাৎ। সাধুশব্দঃ শোভনবাচী; কথমবগম্যত ইত্যাহ—যৎ খলু লোকে সাধু শোভন মনবদ্যং প্রসিদ্ধং তৎ সামেত্যাচক্ষতে কুশলাঃ যদসাধু বিপরীতং তদসামেতি ।১। তৎ তত্রৈব সাধ্বসাধুবিবেককারণে উতাপ্যাহুঃ—সাম্না এনং রাজানং সামন্তঞ্চোপাগাদুপগতবান্। কোঽসৌ? যতো ঽসাধুত্ব প্রাপ্ত্যাশঙ্কা স ইত্যভিপ্রায়ঃ।

শোভনাভিপ্রায়েণ সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তৎ তত্রাহু লৌকিকা বন্ধনাদ্যসাধু কার্য্যমপশ্যন্তঃ। যত্র পুনর্বিপর্য্যয়ে বন্ধনাদ্যসাধু কার্য্যং পশ্যন্তি তত্রাসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ।২

অথোতোপ্যাহুঃ স্বসংবেদ্যং সাম নোঽস্মাকং বতেত্যনুকম্পয়তঃ সংবৃত্ত মিত্যাহুঃ। এতংতৈরুক্তং ভবতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। বিপর্য্যয়ে জাতেঽসামনোবতেতি। যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ। তস্মাৎসাম সাধুশব্দয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধম্ ।৩

অতঃ স যঃ কশ্চিৎ সাধু সামেতি সাধুগুণবৎ সাম ইত্যুপাস্তে, সমস্তং সাম সাধু গুণবদ্ বিদ্বান্ তস্যৈতৎ ফলম্—অভ্যাশোহ ক্ষিপ্রং যদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্। এনমুপাসকং সাধবঃ শোভন-ধর্ম্মাঃ শ্রুতি স্মৃত্যবিরুদ্ধাঃ আচ গচ্ছেয়ু রুপচনমেয়ু রুপনমেযুশ্চ—ভোগ্যত্বেনোপ তিষ্ঠেয়ুরিত্যর্থঃ। ৩।

ইতি দ্বিতীয় প্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

বঙ্গানুবাদ] সমগ্র অবয়ব বিশিষ্ট (পঞ্চভক্তি সম্পন্ন বা সপ্তভক্তি সম্পন্ন) সামকে 'সাধু' ভাবনায় উপাসনা করিবে। (সাধু শব্দের অর্থ শোভন, কিরূপে জানা যায় সাধু শব্দের অর্থ শোভন, তাহাই বলা হইতেছে)

(লোকে) যাহা সাধু বা শোভন তাহা 'সাম' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, যাহা অসাধু বা অশোভন, তাহা 'অসাম' শব্দে অভিহিত হয়। ১।

সেই বিষয়ে তাহারা লৌকিকগণ (উদাহরণ রূপে) আরও বলিয়া থাকেন—এই ব্যক্তি সাম অবলম্বনে ইহার (এই রাজা বা এই সামন্তের) নিকট উপস্থিত হইয়াছে যেখানে এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তথায় তাহার অর্থ ইহাই হইয়া থাকে—যে এইব্যক্তি সাধুভাবে রাজা বা সামন্তের নিকটস্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যেখানে বলা হয়—এইব্যক্তি অসামভাবে রাজার নিকট আসিয়াছে—সেখানে

তাহার অর্থ হয়—এইব্যক্তি অসাধু ভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ২।

অপি চ লৌকিকগণ আরও বলিয়া থাকেন—যদি সাধু বা শোভন অবস্থা উপস্থিত হয়, লোকে তথায় স্বীয় অনুভূতিতেই উহা লক্ষ্য করিয়া থাকে, লোকে তথায় বলিয়া থাকে আমাদের সাম সংঘটন হইয়াছে—অর্থাৎ আমাদের সাধু অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যেখানে অসাধু বা অশোভন অবস্থা উপস্থিত হয়, তথায় লোকে বলিয়া থাকে, আমাদের অসাম সংঘটন হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের অসাধু বা অশোভন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। (অতএব সাধু শব্দ ও সামশব্দ সামনার্থক)।

যিনি এই সামকে এইরূপে জানিতে পারেন, এবং সাধুগুণ অবলম্বনে সামের উপাসনা করেন; ইহাঁর নিকট সাধুগুণ সমূহ দ্রুতগতি উপগত ও উপনত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

গূঢ়ার্থ সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, প্রথম প্রপাঠকের সহিত দ্বিতীয় প্রপাঠকের সম্বন্ধ কি? সমগ্র অবয়ব বিশিষ্ট সামের উপাসনা প্রস্তাবিত হইতেছে কেন? সাম কত ভাগে বিভক্ত? এই নূতন প্রস্তাবিত উপাসনায় সমগ্র সামের উপাসনা সাধু বলা হইল, তবে কি অঙ্গ উপাসনা সাধু নহে? কি প্রণালীতে এই উপাসনা করিতে হয়?

আচার্য্য] বৎস, প্রথম প্রপাঠকে প্রথমতঃ সামের অবয়ব সম্বন্ধে উপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর স্তোভাক্ষর সমূহ যাহা সামেরই একদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া গীতি-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, তদ্‌বিষয়ক উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি সমগ্র সামটিকে কি প্রকার উপাসনা করা হইবে, তাহারই উপদেশ করিতেছেন—কেননা

প্রত্যেকটি অঙ্গের উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে সেই সমুদয় অঙ্গ বিভূষিত অঙ্গীর উপাসনা অনায়াস সাধ্য হইয়া থাকে।

সাম পাঞ্চভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক—অর্থাৎ সাম পাঁচ ভাগে ও সাত ভাগে বিভক্ত। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, ইহাই পাঞ্চভক্তিক সামের পাঁচটি ভক্তি বা বিভাগ। হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন—ইহাই সাপ্তভক্তিক সামের সাতটি বিভাগ।

বৎস, ভগবতী শ্রুতি এখানে সমগ্র অঙ্গ বিশিষ্ট সামের উপাসনাকে সাধু বলিলেন না, পরন্তু সমগ্র সামকে সাধু দৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলিলেন। কিরূপে এই সাধু দৃষ্টি লইয়া সামের উপাসনা করা হইবে, তাহা পরে বলিতেছি। প্রথমতঃ শ্রুতির শব্দার্থে মনোনিবেশ কর সামের সহিত সাধুতা গুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ শ্রুতি প্রথম বলিতেছেন—লোকে যাহা সাধু বা শোভন বলিয়া পূজিত, তথায় সাম শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে যাহা অধাধু বা অশোভন, তাহাকে অসাম শব্দে অভিহিত করা হয়। সুতরাং সাধুতা গুণের সহিত সামের অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে—সাম ও সাধু শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত, অতএব সাধুতা গুণ লুব্ধ অন্তর্দৃষ্টি লইয়া সামের উপাসনা করা অসম্ভব নহে।

বৎস, একবস্তুকে অপর বস্তুরূপে অথবা একরূপ-গুণান্বিত বস্তুকে অপর-গুণান্বিতরূপে উপাসনা করিতে হইলে উপাসকের হৃদয় যে অসম্ভাবনা দোষে কুণ্ঠিত হয়, ভগবতী শ্রুতি প্রথমতঃ এই অসম্ভাবনা দোষেরই পরিহারার্থ সাম ও সাধু শব্দের একার্থতা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু ইহা প্রাথমিক অসম্ভাবনার স্থূল পরিহার মাত্র।

উপাস্য-পরিচয় উপাসনার জীবন। রূপে, গুণে, লীলায় স্বরূপে উপাস্য বস্তু যতদিন উপাসকের নিকট অপরিচিত থাকেন, তত দিন উপাসনা নির্জ্জীব—নীরস। এই অবস্থায় উপাসকের অজ্ঞান-কলুষিত মলিন হৃদয়ে শত শত অসম্ভাবনা স্ফুরিত হয়—উপাসনা লয় বিক্ষেপে কলঙ্কিত হয়, স্থগিত হয়। পক্ষান্তরে যখন উপাসকের অন্তর্দৃষ্টি

উপাস্য বস্তুর নয়নাভিরাম রূপরাশিতে লুব্ধ হইয়া তদীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাধুরীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, মন যখন তদীয় ভুবন মঙ্গল গুণরাশিতে অবগাহন করিয়া মুগ্ধ হয়, ত্রিতাপ হারিণী ভাগবতী লীলার অমৃত-হ্রদে মগ্ন হইয়া আপ্যায়িত আশ্বস্ত হয়, নিস্তরঙ্গ স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আত্ম চমৎকৃত হয়, তখন অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা ধীরে ধীরে উপাসকের অন্তর্দৃষ্টির উপর হইতে নিজ আবরণ শক্তি অপসারণ করিতে করিতে লুক্কায়িত হইতে থাকে, পরিশেষে সম্পুর্ণ অপসৃত হইয়া পড়ে।

বৎস, 'মাতেব' হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি প্রথম প্রপাঠকে সামের যে স্বরূপ পরিচয় করিয়া ছিলেন—সম্ভবতঃ উহা তোমার মনে আছে। বলিয়া ছিলেন—প্রাণঃ সাম (ছা—প্রঃ প্রঃ ৪ মন্ত্র) দ্বিতীয় প্রপাঠকে সমগ্র সামের উপাসনা প্রারম্ভে আবার একবার সেই উপাস্য বস্তুর স্বরূপ স্মরণ কর।

স্মরণ কর—তোমার হৃদয় কমলের দহরাকাশ স্বীয় অঙ্গ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া প্রণব দেহে এক মহাপুরুষ শয়িত, যোগ নিদ্রায় ইহার নয়নদ্বয় বাহিরে নিমীলিত, ইহাঁর পূর্ণ বিস্ফারিত অন্তর্দৃষ্টি আত্মশক্তির অখণ্ড মূর্ত্তি দর্শনে আত্ম-চমৎকৃত। ঐ দেখ ইহারই নাভি কমলে পিতৃক্রোড়ে সন্তানের মত এক পুরুষ প্রবর বিশ্ব লীলাময়ী স্বীয় শক্তির সহিত বিচিত্রলীলায় নিরত রহিয়াছেন। ভগবতী শ্রুতি প্রথমোল্লিখিত মহাপুরুষকে প্রণবদেহ পরমাত্মা বা উত্তম পুরুষ বলিয়াছেন, আর দ্বিতীয় পুরুষ প্রবরকে হিরণ্যগর্ভ বা মধ্যম পুরুষ বলিয়াছেন, এই যে দ্বিতীয় পুরুষ ইনিই সাম, ইহার নিজ শক্তিই ঋক্ নামে পরিচিত।

স্মরণ কর—উত্তান শয়িত সামময় মধ্যম পুরুষ নামরূপিণী ঋক্ বা বাকের সহিত সৃষ্টি ক্রমে বিপরীত লীলায় নিরত। এখনও নামকল্পিত পুরুষ বা নাম পুরুষ উৎপন্ন হয় নাই—এখনও সদ্যোজাগরিত সন্তান-মণ্ডলীর বিচিত্র কোলাহলে এই আদি দম্পতির লীলাকুঞ্জ মুখরিত হয় নাই। সীমা শূন্য সাগরের নীলাম্বুরাশি লহরীর সহিত খেলিয়া খেলিয়া অগণিত ফেন বুদ্‌বুদ রচনা করিল—নাম পুরুষ উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে বিবিধ নামের বিচিত্র কোলাহলে আদি দম্পতির

নিস্তব্ধলীলাকুঞ্জ মুখরিত হইল ; বিবিধ রূপের ঘটায় আদিরূপ আবৃত হইয়া পড়িল। দ্রষ্টার একতান দৃষ্টিতে যাহা প্রত্যক্ষ ছিল. তাহা পরোক্ষ হইয়া পড়িল ; যাহা পরোক্ষ ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ-সীমায় পদার্পণ করিল। সংকল্পদৃষ্ট সংসার রঙ্গ জঙ্গম নগরের মত বাহিরে আসিল, বিশ্ব-নর্ত্তকী নব পর্য্যায়ে দ্রষ্টার দৃষ্টিকে স্বীয় নূতন লাস্য-লীলায় অনুরক্ত, আবদ্ধ করিলেন।

নাভি বিশ্ব জীবের উৎপত্তিস্থান। নাভি কমলিনীর কুসুমোদ্‌গমেই বিশ্ব জননী ঋতুমতী বা পুষ্পবতী হইয়া থাকেন। বিকসিত নাভি কুসুমে মায়িক নিখিল গুণরাশি লুক্কায়িত থাকে. সাধারণ জীব স্ব-কর্ম্ম অনুসারে প্রারব্ধ বিকাসোম্মুখ গুণরাশি যাহা জননীর নাভি কুসুমে বর্ত্তমান, তাহা আকর্ষণ করিয়া কতিপয় গুণ লইয়া জন্মলাভ করে, কিন্তু এই পুরুষ প্রবর হিরণ্যগর্ভ—যাহার জন্মান্তরীণ সাধনা, কর্ম্ম ও উপাসনালভ্য ফলের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইনি সর্ব্বগুণাধার ; সর্ব্বগুণময়ী অন্তঃ প্রকৃতি বা সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্ববশীভূত করিয়া ইনি তাঁহারই সমষ্টি সত্ত্বায় অধিষ্ঠিত ; নিখিল গুণাবলী ইহাঁরই ব্যাপক স্বরূপে নিত্য-বিকসিত। প্রথম প্রপাঠক বর্ণিত রসতমত্ব, সর্ব্বকামদাতৃত্ব ও সমৃদ্ধি যেমন ইঁহারই গুণাবলীর অন্যতম বিভিন্ন বিকাস, সেইরূপ ইনি বিশুদ্ধ মৃত্যুরও অধর্ষণীয়, ইনি অপাপবিদ্ধ, প্রাণবংশের প্রতিপালক, জীবের অঙ্গ সমূহে ইনি রস স্বরূপ, তাই ইনি অঙ্গিরস ; এই প্রাণ বৃহতী বা বাকের পতি, তাই ইনি বৃহস্পতি ; ইঁহারই প্রসাদে দল্‌ভ গোত্রীয় বক-নামক ঋষি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি সমাজের উদ্‌গাতৃত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, ঋষি সমাজের জন্য অভীপ্সিত কাম দোহন করিয়া ছিলেন।

ভগবতী শ্রুতি প্রথম প্রপাঠকে এই প্রাণময় মহাপুরুষের গুণ বর্ণনায় আরও বহু রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই যে প্রাণময় মহাপুরুষ ইনি স্বীয় শক্তি বাকের সহিত অভিন্নদেহে মিলিত হইয়া সাম-নামে পরিচিত। সামরূপী হিরণ্যগর্ভ স্বীয় ব্যাপ্তিতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ভুবনত্রয় পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। পৃথিবী-রূপিণী ঋক্‌কে ওতপ্রোত-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ইনিই অগ্নিরূপে

বিরাজমান, অন্তরিক্ষরূপিণী ঋক্‌কে সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত করিয়া ইনিই বায়ুরূপী, এইরূপ দ্যুলোকে বায়ুরূপে নক্ষত্র মণ্ডলে চন্দ্রমা রূপে এই বাক্ প্রাণ দম্পতিই বিরাজমান।

বৎস, মানবের বুদ্ধি স্বীয় বিক্ষেপ শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দৃশ্য পদার্থকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করে, পরিশেষে স্বীয় জড়ত্ব শ্রীভগবানের বিরাট্ দেহে প্রক্ষেপ করিয়া ভগবদ্ দেহকে ও ক্ষুদ্র জড় বস্তুরূপে গ্রহণ করে। ভগবতী শ্রুতি স্বীয় মহিমায় জীবের এই মোহ-যবনিকা অপসারিত করিয়া সর্ব্বত্র হিরণ্যগর্ভের রমণীয় স্বরূপের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৎস, ভগবতী শ্রুতির প্রদত্ত পরিচয় লইয়া বাক্ প্রাণ দম্পতির এই বিরাট্ ব্যাপ্তি বিষয়ে মনন করিতে থাক, যেমন যেমন মনন পরিপক্ক হইবে, তেমন তেমন অনুভব করিতে পারিবে—ইঁহারাই বিভিন্ন উপাসকের অন্তর্দৃষ্টির সমক্ষে বিভিন্ন নাম রূপে সুসজ্জিত হইয়া বিভিন্ন উপাস্য দম্পতি রূপে বিরাজমান। রুদ্রহৃদয়োপনিষদে উমা রুদ্ররূপে ইঁহাদেরই ব্যাপ্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ্র-হৃদয় বলিয়াছেন—

পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা।
উমা রুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবর জঙ্গমাঃ ॥
রুদ্রোনর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥
রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মী স্তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রঃ সূর্য্য উমা চ্ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥
রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি স্তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি স্তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো বহ্নিরুমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥

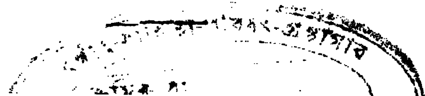
রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রোঽর্থঃ অক্ষরং সোমা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো লিঙ্গ মুমাপীঠং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥

বৎস, ভগবতী শ্রুতির এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে, তুমি একতান অন্তর্দৃষ্টি লইয়া এই রহস্য দর্শনের অধিকারী হও, স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক বলিতেছিলাম—মায়িক নিখিল গুণরাশি এই সামময় হিরণ্যগর্ভ পুরুষে নিত্য বিকসিত। যে উপাসক যখন যে গুণের ভাবনায় স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ভাবিত করেন, তাঁহার নিকট এই সামময় পুরুষ প্রবর তদ্‌গুণ বিভূষিতরূপেই প্রকট হইয়া থাকেন। আলোচ্য মন্ত্রে সাধুগুণ অবলম্বনে সমস্ত সামের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উপাসনাও যেমন সমস্ত সামের সাধু শব্দটিও তেমনই সমস্ত কল্যাণ গুণ সমূহের অখণ্ডবাচক। ভগবতী শ্রুতি উপাসনার ফল কীর্ত্তনেও বলিয়াছেন—'সাধবো ধর্ম্মা আচ গচ্ছেয়ু রুপচ নমেয়ুঃ' সাধু ধর্ম্ম সমূহ উপাসকের নিকট আগত ও উপনত হইয়া থাকে।

সাধু গুণরাজিতে কাহার না প্রয়োজন? কল্যাণ গুণ রত্ন সমূহ কাহার না লোভনীয়? কিন্তু নিম্নাধিকারী দুর্ব্বল মানব আপাত সুরস বিষয়ের লোভে বিষয়ের উপাসনা করে, পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের ধ্যানে হীন-শক্তি হইয়া সাধুগুণ রাশির অভাজন হয়, অকল্যাণ লাভ করে। অতএব সন্তান বৎসলা ভগবতী শ্রুতি স্বীয় সন্তানকে সাধুগুণের অভি-গম্য করিবার নিমিত্ত সাধুগুণ অবলম্বনে সামোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বৎস, তোমার হৃদয়-কুহরে যে হিরণ্ময়বপুঃ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বিরাজমান, যিনি বায়ুবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া হৃদয় দেশ হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত গতাগতি করেন, তাঁহাকে সাধুগুণ সম্পন্ন সাম মনে করিয়া উপাসনা কর, তুমি শ্রুতিবর্ণিত ফল লাভের অধিকারী হইবে।



শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা থাকা প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪৸০ টাকা, মোট ১৩৸০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৵০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন. বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৷৵০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ||• আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২||• টাকা। অৰ্দ্ধ বাঁধাইয়ের মূল্য ২৸• ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তক খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৸• আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১||• (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—||•।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.
Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

তিনখানি নূতন গ্রন্থ ঃ—

(১) শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।৹ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

(২) অনুরাগ।

ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲ মাত্র।

ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে। রচনায় ভাবের গাম্ভীর্য্য, ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুপুর পুরু চিক্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

(৩) শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।৹ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল
বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্টীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

Registered No. C. 583

১৯শ বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। [৫ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১ উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

—:*:—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ	ভাদ্র, ১৩৩১ সাল।	৫ম সংখ্যা।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশম অধ্যায়।

তিরস্কার।

"আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেৎ তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সাসিঞ্চেৎ নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ॥
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে।
ন হি নিম্বাৎ শ্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ॥"

বাল্মীকি।

১—সুমন্ত্রের তিরস্কার।

আহা! এ কি দৈব বিড়ম্বনা! রাণী কৈকেয়ী না রাজার প্রাণপ্রিয়া মহিষী! রাণীর সম্মান অভিষেকের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। অভিষেকের দিনেও যখন পর্য্যন্ত রাণীর মনোভাব রাজা জানিতে পারেন নাই তখন রাজা না বলিয়াছিলেন—রাণি তুমি ক্রোধাগারে কেন? কে তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়াছে? কেন তুমি পর্য্যঙ্কাদি ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে? কেন

তুমি অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলিয়াছ? কেন তোমার এই মলিন বাস? বল কে তোমার অহিতাচরণ করিল? সে আমার দণ্ড, আমার বধ্য? বল কোন্ দরিদ্রকে আমি ধনবান করিব? কোন্ ধনবানকেই বা দরিদ্র করিব? আমি তোমার জন্য আমার প্রাণ দিতে পারি, তাহা কি তুমি জাননা? এই ত কৈকেয়ী প্রিয়া ভার্য্যা। কিন্তু সেই কৈকেয়ী কি এই কৈকেয়ী? আজ সর্ব্ব সমক্ষে সুমন্ত্র সারথি রাজারপ্রিয়া মহিষীকে তিরস্কার করিতে সাহস করিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন। বনগমনে রামের দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়া রাজা মূর্চ্ছিত, বৃদ্ধ সুমন্ত্রও মূর্চ্ছিত। ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। চারিদিকে হাহাকার। সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে দন্তসমূহ কট কটায়মান করিতে করিতে তাঁহার নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গেল। কৈকেয়ী সম্বন্ধে রাজার মনের ভাব দেখিয়া সুমন্ত্র নিতান্ত সন্তপ্ত মনে বাক্‌বজ্রে কৈকেয়ীর মর্ম্ম বিদারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—রাজ্ঞি! চরাচর জগতের ভর্ত্তা এই রাজা দশরথ তোমার স্বামী। তুমি যখন এই স্বামীকে ত্যাগ করিলে, তখন ইহজগতে তোমার অকার্য্য, আর কিছুই নাই। বুঝিলাম তুমি পতিঘাতিনী, তুমি কুলনাশিনী, যে হেতু তুমি মহেন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, তোমার এই স্বামীকে স্বীয় কর্ম্মে সন্তাপিত করিয়াছ। তোমার স্বামী, তোমার পোষণ কর্ত্তা, তোমার অভীষ্টবরদাতা, তুমি এই পতির অবমাননা করিওনা। "ভর্ত্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্র কোট্যা বিশিষ্যতে" নারীগণের স্বামীর অভিপ্রায়ানুবর্ত্তিনী হওয়া কোটি পুত্র থাকা অপেক্ষাও উত্তম। ইক্ষ্বাকু বংশে জ্যেষ্ঠই রাজ্যে অধিকারী। ইক্ষ্বাকু কুলনাথ জীবিত থাকিতেই তুমি ইহা লোপ করিলে। তোমার পুত্র ভরত রাজা হউক, মেদিনী শাসন করুক, আমরা কিন্তু সেইখানে যাইব, যেখানে রাম যাইবেন। তুমি যাহা করিলে তাহাতে কোন ব্রাহ্মণের আর এখানে বসবাস করা উচিত নহে, তুমি সেই অমর্য্যাদার কার্য্যই করিতেছ। নিশ্চয়ই রামের যে পক্ষ, সকলেরই সেই পক্ষ। সর্ব্ব বান্ধব, ব্রাহ্মণ, সাধু সবাই তোমায় ত্যাগ করিলে দেবী রাজ্যলাভে তোমার কি প্রীতিলাভ হইবে? তুমি এই অমর্য্যাদার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

আশ্চর্য্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্।
আচরন্ত্যা ন বিদৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী॥ ১৪

আশ্চর্য্য! তোমার এই অকার্য্য—তোমার এই আচরণ—তথাপি পৃথিবী সদ্য সদ্য কেন বিদীর্ণ হইতেছেন না? তুমি রামকে বনে দিতেছ তথাপি বিশুদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ-সৃষ্ট, জ্বলন্ত ভীমদর্শন বাক্‌দণ্ড কেন এখনও তোমায় দগ্ধ করিতেছে না? দেবী কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্ববৃক্ষের পরিচর্য্যা করে? নিম্ববৃক্ষে জল সেচন করিলে তাহা কি কখন মধুর হয়? বুঝিতেছি অভিজাত্য তোমার মাতারও যেরূপ, তোমারও সেইরূপ। লোকে যে বলিয়া থাকে নিম্ব হইতে কখনও মধু ক্ষরিত হয় না—এ কথা অলীক নহে।

সুমন্ত্র আরও কঠিন কথা কহিলেন—যে কথা সাধারণ স্ত্রীলোকও সহ্য করিতে পারে না—সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মাতার চরিত্রের দোষ দিলেন। সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন—আমি বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছি—তোমার মাতার ঘোর পাপকর্ম্মে অভিনিবেশ ছিল। পূর্ব্বে কোন এক বরদ ব্রাহ্মণ—কোন এক ঋষি, তোমার পিতাকে এক উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলেন। সেই বর প্রভাবে তিনি সকল প্রাণীর বাক্য বুঝিতেন। তোমার পিতা একদিন শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে এক স্বর্ণকান্তি জৃম্ভ পক্ষীর শব্দ শুনিয়া ও তাহার অভিপ্রায় জানিয়া বহু হাস্য করিলেন। তোমার জননী সেই শয্যায় ছিলেন; তিনি তোমার পিতাকে অকারণে হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধা হইলেন এবং মৃত্যুপাশে আবদ্ধা হইতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন হে নরনাথ! হে সৌম্য! আমি তোমার হাস্যের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা বলিলেন যদি আমি ইহা বলি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে ইহা নিশ্চয়। "ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ" তোমার মাতা পুনরায় কেকয়রাজকে বলিলেন "শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি" তুমি বাঁচ বা মর—কেন হাসিলে বলিতে হইবে। জানিলে ইতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না। রাজা তোমার মাতাকে কিছুই না বলিয়া সেই বরদ ব্রাহ্মণকে সমস্তই জানাইলেন। সেই বরদসাধু রাজাকে বলিলেন "ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে" রাজন্ তোমার স্ত্রী মরুক বা পিত্রালয়ে গমন করুক তুমি কদাচ এই রহস্য প্রকাশ করিওনা। তোমার পিতা, তোমার মাতাকে নিরাশ করিলেন—ত্যাগ করিয়া কুবেরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পাপদর্শিনি! তুমিও রাজাকে দুর্জ্জন আচরিত পথে লইয়া গিয়া অসৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। একটা লৌকিক প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে "পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ" পুত্র পিতার ও কন্যা মাতার স্বভাবানুসারে জন্মিয়া থাকে—ইহা এখন সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইল।

তুমি তোমার মাতার মত হইওনা—রাজা যাহা বলেন তাহাই গ্রহণ কর। রামাভিষেক তোমার স্বামীর ইচ্ছা—তুমি স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইয়া জনগণকে রক্ষা কর। পাপে উৎসাহিতা হইয়া, দেবরাজতুল্য প্রভাবশালী, সর্ব্বলোকপালক স্বামীকে অসৎ ধর্ম্মে—কনিষ্ঠের অভিষেক ও জ্যেষ্ঠের নির্ব্বাসনরূপ অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিওনা। দেবি! নিষ্পাপ রাজীব লোচন রাজা দশরথ বরদানরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা লীলাচ্ছলে রহস্য করিয়াই করিয়াছিলেন—রাজা তাহা পালন করিবেননা। রাম জ্যেষ্ঠ, বদান্য, কর্ম্মকুশল, স্বধর্ম্ম রক্ষক, জীবলোকের প্রতিপালক, ইহাকেই রাজ্যে অভিষেক কর। রাম যদি পিতাকে ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন তাহা হইলে লোকে তোমার মহান্ অপবাদ রটিবে। রাঘব আপনার রাজ্য পালন করুন, তুমি বিগতজ্বরা হও—চিন্তাজ্বর বিমুক্তা হইয়া নিশ্চিন্ত হও। রাঘব ব্যতীত কোন পুরবাসী তোমার অনুকুল হইতে পারিবেননা—ভরতও তোমার প্রতিকূল হইবেন। রাম যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে, রাজা দশরথ পূর্ব্বতন নৃপতিগণের আচরণ স্মরণ করিয়া বনে প্রবেশ করিবেন। এই সাম যুক্ত এবং তীক্ষ্ণ বাক্যে রাজার সমক্ষেই সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে রাণীকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। কিন্তু—

নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥ ৩৭

কিন্তু সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্যে দেবী বিচলিতও হইলেন না, সন্তপ্তও হইলেন না—তাঁহার মুখবর্ণও কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না।

২ রাজার তিরস্কার।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য সমস্তই শুনিলেন। কিছুতেই কিছু হইবার নয় দেখিয়া, প্রতিজ্ঞাপীড়িত রাজা, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বাষ্প গদ্গদ বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন সূত! তুমি এক্ষণে রাঘবের অনুচর হইবার জন্য রত্ন সুসংপূর্ণা চতুরঙ্গ বলা সেনা সত্বর সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে পরচিত্তাকর্ষক বচনচতুরা রূপাজীবা—বেশ্যাগণ গমন করুক এবং ধনবান্ বণিকেরা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করিয়া সেই সেনা শোভিত করুক। যে সকল মল্ল রামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, যাহারা বাহুবল দেখাইয়া রামকে সন্তুষ্ট করে, তুমি তাহাদিগকেও বহুধন দিয়া রামের অনুগামী কর। প্রধান প্রধান অস্ত্র সঙ্গে ও শকট সমভিব্যাহারে নাগরিকেরা

এবং অরণ্যকোবিদ—অরণ্যপথজ্ঞ ব্যাধেরা রামের অনুগমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া বন্যহস্তী, বন্যমৃগ বধ করিবে; নদনদী সন্দর্শন করিয়া এবং আরণ্যক মধুপান করিয়া, ইহারা নগরবাস স্মরণ করিবেনা। আমার ধনকোশ, ধান্যকোশ সমস্তই নির্জ্জন-বন-বাসী রামের সঙ্গে যাইবে। রাম পুণ্যদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এবং প্রচুর দক্ষিণাদিয়া ঋষিগণের সহিত সুখে বনে বাস করিবে। মহাবাহু ভরত অযোধ্যা পালন করুক, শ্রীমান্ রামের সঙ্গে সমস্ত কাম্য বস্তু প্রদান কর।

রাজার বাক্যে কৈকেয়ী ভয় পাইল, কৈকেয়ীর মুখ শুষ্ক হইল, স্বর অবরুদ্ধ হইল। সুমন্ত্রের তীক্ষ্ণ বাক্শরে কৈকেয়ীর মর্ম্ম বিদ্ধ হয় নাই—কিন্তু কৈকেয়ী যখন শুনিল রামের সঙ্গে অযোধ্যার ধন রত্ন সমস্তই যাইবে, তখনই বিষন্ন, এস্ত হইয়া রাণী শুষ্কমুখে রাজার অভিমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন—

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে ॥ ১২

গতধন রাজ্য—হে সাধো! পীত সারাংশ সুরার ন্যায় এই আস্বাদশূন্য অসার রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবেন না।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এই অতিদারুণ বাক্য বলিলেন, আর রাজা দশরথ সেই আয়ত লোচনা কনিষ্ঠা রাণীকে বলিতে লাগিলেন অহিতে! অহিত কারিণি! দাসবৎ আমাকে রাম নির্ব্বাসন ও ভরতাভিষেক রূপ ভার বহনে নিযুক্ত করিয়া কি জন্য আবার ব্যথা দিতেছ? হে অনার্য্যে! আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি—সমস্ত ভোগ সঙ্গে দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনে পাঠাইতেছি, তুমি বনবাস প্রার্থনা কালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই? রাজার ক্রোধের কথা শুনিয়া সেই বরাঙ্গনা কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—বলিল তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে যেরূপে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া, নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তোমার পুত্র রামকেও সেইরূপে বাহির করা উচিত। ধিক্ ধিক্ কৈকেয়ি! কৈকেয়ীকে অসমঞ্জের সহিত রামের তুলনা করিতে শুনিয়া রাজা মর্ম্মাহত হইয়া ইহাই বলিলেন। কৈকেয়ীর সেবকজনেরাও স্বামিনীর বাক্যে লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কিন্তু ক্রোধবশে কৈকেয়ী কি যে বলিলেন, তাহা নিজেই বুঝিলেন না। ঐ স্থানে রাজার প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্ব্বপ্রধান একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন; তিনি কৈকেয়ীর এই অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন দেবি! কাহার সহিত কাহার তুলনা দিতেছ? অসমঞ্জ ত

অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল। ঐ দুর্ম্মতি পথে যে সকল বালক খেলা করিত তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ করিত—আর তাহাদের যাতনা দেখিয়া আমোদ করিত। প্রজাগণ মর্ম্মাহত হইয়া সগর রাজাকে পুত্রের এই পৈশাচিক কার্য্যের কথা জানাইলে, ধার্ম্মিক রাজা, সেই পুত্রকে, সস্ত্রীক বনে বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু রাণি! "রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুদ্ধতে"—রাম এমন কি পাপ করিয়াছেন যাহাতে তুমি ইঁহার এইরূপ দুর্দ্দশা করিবে?

ন হি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্।
দুর্লভোহ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্॥ ২৭
অথবা দেবি ত্বং কঞ্চিদ্দোষং পশ্যসি রাঘবে।
তমদ্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে॥ ২৮

আমরা ত রাঘবের অগুণ কিছুই দেখিতে পাইনা। যেমন শশাঙ্কে কোনরূপ মালিন্য দেখা যায়না সেইরূপ রামচন্দ্রে কোন পাপ নাই। দেবি! তুমি যদি রামের কোন দোষ দেখিয়া থাক, যথাতত্ত্ব তাহা প্রকাশ কর, পরে রামকে বিবাসিত করিও। যিনি সাধু পথে থাকেন, সেই দোষশূন্য ব্যক্তিকে ত্যাগ যিনি করেন, তিনি যদি ইন্দ্রও হয়েন তথাপি অধর্ম্ম কথার জন্য তাঁহার মহিমা খর্ব্ব হইবেই। তাই বলিতেছি দেবি! তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না—ইহাতে সর্ব্বত্র তোমার ঘোর অপবাদ রটিবে—লোকাপবাদ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। সিদ্ধার্থের বাক্য শুনিয়া রাজা ক্ষীণকণ্ঠে শোকাকুলিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন পাপরূপে! সিদ্ধার্থের হিতকর বাক্যও তুমি গ্রাহ্য করিলে না। তোমার হিত কি প্রকারে হয়, আমারই বা মঙ্গল কিরূপে হয়, তাহা তুমি বুঝিতেছ না। কুৎসিৎ মার্গ অবলম্বন করিয়া কুচেষ্টাই তুমি করিতেছ। তোমার চেষ্টা নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক আমি রাজ্য, ধন ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। রাজা ভরতের সহিত, সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে লইয়া, তুমি যথাসুখে চিরদিন রাজ্য ভোগ কর। হায় মানুষের ধন পিপাসা! বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। কি না করে ইহারা—ধনের জন্য। কৈকেয়ী যদি সেই কালে একবার রামের মুখের দিকে চাহিত? যদি একবার সীতাকে দেখিত?

৩ ভগবান্ বশিষ্ঠের তিরস্কার।

রাম সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া বিনয় সহকারে পিতাকে বলিলেন পিতঃ আমি যখন ভোগ ত্যাগ করিয়া, বনে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে চলিলাম, তখন

সর্ব্বতোভাবে ত্যক্ত-সঙ্গ আমি, আমার সৈন্য সামন্তে প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়া কক্ষ্যাতে—গজমধ্যবন্ধন রজ্জুতে মমতা করে, আমি বলি উত্তম হস্তীই সে যদি ত্যাগ করিতে পারে, তবে রজ্জুতে স্নেহ রাখিয়া ফল কি? জগৎপতে! সৈন্য সামন্ত, ধনরত্নাদি আমি কক্ষ্যার ন্যায় মনে করি। মাতা কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। এক্ষণে বনের উপযুক্ত চীর বস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিতে দাসদাসীদিগকে আদেশ করুন।

দাস দাসীর বিলম্ব সহিল না—কৈকেয়ী স্বয়ং চীর আনিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বিনা লজ্জায় রামকে দিয়া বলিলেন "পরিধান কর"।

রাণি! কোন্ প্রাণে আজ এই অভিষেকের দিনে রামকে রাজবেশ ছাড়াইয়া ভিখারী বেশে সাজাইতেছ? হায় রাণি! যার জন্য এত করিতেছ সে যখন আসিয়া বলিবে আমায় সাজাইয়া দাও—যেমন করিয়া আমার সীতা-রামকে সাজাইয়া বনে দিয়াছ, তেমনি করিয়া আমায় সাজাইয়া বনে দাও, তখনও কি তোমার নিষ্ঠুর প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না? মা তুমি ত নিষ্ঠুর নও—সাময়িক উত্তেজনায় হইয়াছ—আহা! কত যাতনা তোমার হইবে!

রাম কৈকেয়ীর হস্ত হইতে অন্তরীয় ও উত্তরীয় চীর খণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিলেন, সূক্ষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিলেন—ধরিলেন কাঙ্গাল বেশ। লক্ষ্মণও রাজবেশ ত্যাগ করিয়া পিতার সম্মুখেই তাপসবেশ ধারণ করিলেন। ইহাতেও হইল না—কৈকেয়ী সীতাকে চীর বসন প্রদান করিল। কৌশেয়বাসিনী সীতা পরিধানার্থ চীর বসন দেখিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় সন্ত্রস্তা হইয়াছেন। লজ্জায় কৈকেয়ীর হস্ত হইতে কুশচীর গ্রহণ করিয়া জনকনন্দিনী নিতান্ত বিমনায়মানা হইয়াছেন—ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে গন্ধর্ব্বরাজ—প্রতীম ভর্ত্তাকে বলিলেন

"কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।"

বনবাসী ঋষিগণ কিরূপে চীর বন্ধন করেন? বল্কল পরিধানে অকুশলা সীতা পুনঃ পুনঃ মোহ প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। একখণ্ড চীর কণ্ঠে, অপর খণ্ড হস্তে লইয়া, জনকাত্মজা লজ্জাভরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাম, সত্বর আসিয়া স্বয়ং সীতার কৌশেয় বসনের উপরে চীরখণ্ড বন্ধন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ ইহা দেখিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে বলিলেন বৎস! এই মনস্বিনী ত বনবাসে নিযুক্তা হন নাই। তুমি সীতাকে লইয়া যাইওনা। যাবৎ তুমি না ফিরিয়া আসিতেছ তাবৎ আমরা সীতাকে দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব। পুত্র! লক্ষ্মণকে

সহায় করিয়া তুমি বনে গমন কর। কল্যাণী জনকনন্দিনী তাপসীর ন্যায় বনে বাস করিতে পারিবেন না। আমাদের যাচঞ্চা পূর্ণ কর। পুত্র! ধর্ম্ম-নিত্য তুমি—তুমি যদি এখানে থাকিতে ইচ্ছা না কর তবে ভামিনী সীতা এইখানে থাকুন। রাম মাতাগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন কিন্তু সীতার অভিপ্রায় জানিয়া চীরখণ্ড বন্ধনে বিরত হইলেন না।

নৃপগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও এই করুণ দৃশ্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। সীতাকে চীর গ্রহণ করিতে দেখিয়া বাষ্পাকুল লোচনে তিনি সীতাকে চীর পরিতে নিবারণ করিলেন, করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন—কুল পাং-সিনি—কুল কলঙ্কিনি! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি বশে সীমা অতিক্রম করিতেছ—দুঃশীলে—সৎস্বভাব বর্জ্জিতে! সীতা বনে যাইবেন না; ইনি রামের জন্য প্রস্তুত রাজাসনে উপবেশন করিবেন।

আত্মা হি দারাঃ সর্ব্বেষাং দার সংগ্রহ বর্ত্তিনাম্।
আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্॥ ২৪

দার সংগ্রহবর্ত্তি গৃহস্থ সকলের স্ত্রীই আত্মা। রামের আত্মা এই সীতাই মেদিনী পালন করিবেন। যদি বৈদেহী রামের সঙ্গে বনে গমন করেন, তবে আমরা সীতারামের অনুগামী হইব—অযোধ্যাপুরীর সকলেই অনুগমন করিবে, অন্তঃপুর রক্ষকগণ এবং পুর ও রাষ্ট্র নিবাসী সকলেই ধন ধান্যাদি লইয়া দাসদাসীর সহিত অনুগামী হইবে। ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত চীর বসন পরিধান করিয়া বনবাসী হইয়া অগ্রজ কাকুৎস্থ রামের সহিত বনে বাস করিবে। তখন রে প্রজাগণের অনিষ্ট-রতা! তুমি একাই এই শূন্যা গতজনা অটবীভূতা বসুধা শাসন করিও।

ন হি তৎ ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতি।
তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি॥ ২৯

যথায় রাম রাজা নন' সেটা রাজ্য নহে, আর সেই বনই রাষ্ট্র, যথানে রাম বাস করেন। রাজা প্রীতিপূর্ব্বক ভরতকে রাজ্য দিতেছেন না কিন্তু তুমি নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিতেছ; ভরত এই রাজ্য শাসন করিবেন না। ভরত যদি দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তিনি কখনও তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার করিবেন না। যদি তুমি ক্ষিতিতল হইতে গগনেও উৎপতিত হও—যদি তুমি প্রাণ পরিত্যাগ ও কর তথাপি পিতৃবংশ চরিতজ্ঞ ভরত কখনও বংশের আচরণ অন্যথা করিবেন না। পুত্র রাজ্যাভিলাষবতী তুমি,

তুমি পুত্রের হিত করিতে গিয়া পুত্রের অপ্রিয়াচরণই করিলে। এই লোকে এমন কেহই নাই যে রামের অনুব্রত না হয়। কৈকেয়ি! তুমি অদ্যই দেখিবে, বনের পশু পক্ষী মৃগ সর্প সকলেই রামের সঙ্গে যাইবে, পাদপ সকলও উন্মুখ হইবে। অতএব দেবি! বধূর চীর পরিধান নিবারণ করিয়া উত্তম আভরণ প্রদান কর, চীর বসনের বিধান করিওনা—মুনি-বস্ত্র কোনরূপেই ইহার যোগ্য নহে। কেকয় রাজপুত্রি! একমাত্র রামেরই বনবাস তুমি প্রার্থনা করিয়াছ; কিন্তু যিনি প্রতি নিয়ত বেশভূষণনিরতা, তিনি বিভূষিতা হইয়াই রামের সঙ্গে বাস করিবেন। এই রাজদুলারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে বনে গমন করুন। বর গ্রহণ কালে তুমি রামেরই ব বাস চাহিয়াছ সীতার নহে। অপ্রমিত প্রভাব রাজগুরু বিপ্রমুখ্য বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলেও প্রিয় ভর্তার অনুকরণাভিলাষিণী সীতা চীর পরিগ্রহণে বিরত হইলেন না।

(ক্রমশঃ)

মন দিয়া স্পর্শ।

মন দিয়া কত বিষয়ই ত স্পর্শ করিলে, তাহাতে যাহা মিলিল তাহাত জানিতেছ। জানিতেছ মন দিয়া কল্পনায় স্পর্শ করিতে করিতে শরীর দিয়া স্পর্শ করিতে ছুটিতে হয়। শরীর দিয়া স্পর্শ করাটা "দুঃখ যোনয় এব তে" সংস্পর্শজা যে সমস্ত ভোগ তাহা দুঃখের উৎপত্তি স্থান। বিশ্বেশ্বরের মাথা ত নিত্য স্পর্শ করিতেছ কিন্তু মন দিয়া বিশ্বেশ্বরকে কখন স্পর্শ কি করিয়াছ?

যখন হরি হরি কর, যখন দুর্গা দুর্গা কর, যখন রাম রাম কর বা শিব শিব কর বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর—এক কথায় এই যে জপ কর, বল দেখি তখন স্পর্শ কর কি? মুখে রাম রাম কর কিন্তু মন যদি রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—এই সূক্ষ্ম বিষয় বা স্থূল বিষয় স্পর্শ করে অথচ শ্রীভগবানকে স্পর্শ করে না—অথবা মন যদি পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের চরণ স্পর্শ করে কিন্তু ছবির যাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত, তাহার ভাবনা না করে, তাহা মন দিয়া স্পর্শ না করে, বল দেখি

তাহাতে কি তোমার কিছু হয়? হয় না—কোটি কল্প করিলেও হইবে না। মন ভোগ লইয়াই থাকিবে, কখন ও ভোগ ত্যাগ করিতে পারিবে না, আর ভোগ ত্যাগ না করিতে পারিলে ঈশ্বরকে ছুঁইতেই পারিবে না।

মন দিয়া ঈশ্বরকে স্পর্শ কর তোমার সব হইল। মন দিয়া শরীর ছুঁইয়া আছ বলিয়া, শরীরের দুঃখ তোমাকে বহু যাতনায় ফেলিতেছে। আবার মন দিয়া বিষয়ের সূক্ষ্ম সংস্কার ছুঁইয়া থাক বলিয়া, তোমার মন বিষয় ভাবনা ছাড়ে না। মন দিয়া সূক্ষ্ম বা স্থূল ভোগের কোন কিছুই ছুঁইও না। মন দিয়া ভগবানকে স্পর্শ কর—যে ভগবান্ তোমাকে তোমায় বিষয় ভোগ ভুলাইতে পারেন না, তাহা ভগবান্ নহেন। ঐ যে শাস্ত্রে দেখ, শক্তি উপাসনায় ভুক্তি মুক্তি দুইই হয়—সেখানে ভুক্তি ছাড়াইয়া শুধু মুক্তিতে তুলিবার কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চমকার সাধনায় যদি পঞ্চমকার ত্যাগ না হয়, তবে তোমার কোন সাধনাই হইল না। তুমি অসুর স্বভাবের মানুষ—ভোগ তুমি ছাড়িতেই পার না বলিয়া, তোমাকে ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া ভোগ ত্যাগ করান, ইহাই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। বলনা, যিনি ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিলেন, তাঁহার কি কখন কড়াই ভাজা আর মাংস চাটনি ভোগে রুচি থাকে? ক্ষুদ্র জিনিষেরই ভোগ ক্ষুদ্র মন করে, কিন্তু মনকে বাড়াও, তবেত ভূমার মধ্যে মন হারাইয়া যাইবে—সেই না মন দিয়া ঈশ্বর স্পর্শ করা? একবারে ইহা পারনা বলিয়া ঋষিগণ সূক্ষ্ম জিনিষ মন দিয়া স্পর্শ করিবার উপদেশ করিয়াছেন, সব তুমি, সব তুমি, অভ্যাস করিয়া পরম চৈতন্যকে মানসে স্পর্শ কর, বলিয়াছেন, ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী জ্যোতি স্বরূপের স্পর্শ করিতে থাক—রাম রাম কর বা দুর্গা দুর্গা কর ত্রিমণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ভূমা জ্যোতির চরণ স্পর্শ করিয়া জপ কর—প্রণবের উপরের জ্যোতির নাদ, জ্যোতির নাদের উপরের পরম জ্যোতির বিন্দু স্পর্শ করিয়া করিয়া, নাম কর, বিন্দুকে মন ছোঁয়াও, দেখিবে মনের লয় হইয়া গিয়াছে, আর তোমার সম্মুখে ভাসিয়াছে পরম রমণীয়-সিন্ধু। সিন্ধু, সীমাশূন্য বলিয়া, ইনিই বিন্দু স্থানে রমণীয় মূর্ত্তিতে তোমার ইষ্ট—ভূমাকে স্পর্শ করিবার দ্বার দেশে ইনিই বিন্দু মধ্যে। একদিকে অবরণীয় ভর্গে তুলিতেছেন বিষয়ের আড়ম্বর, অন্যদিকে বরণীয় ভর্গে তুলিতেছেন, স্থির শান্ত পরম রমণীয় আপনার নিত্য স্থিতি। মন দিয়া ভূমা ইষ্টকে স্পর্শ কর, মন্ত্রদ্বারা ভূমা চৈতন্যকে স্পর্শ কর, গুরুরূপী পরমপদকে স্পর্শ কর—স্থূল স্পর্শের সম্পর্ক রাখিও না—ধীরে ধীরে তাঁহার কৃপা বুঝিবে, আর তিনি কৃপা করিয়া তোমার মনকে স্পর্শ করিবেন। তুমি বিষয় স্পর্শ করিবার ইচ্ছা-

আর রাখিওনা—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কিছু বিষয় স্পর্শ করিবার ইচ্ছা আর তুলিওনা—তোমার সব বিষয় ভোগের ইচ্ছা, তিনি স্পর্শ করিবেন এই ইচ্ছাতে লয় করিয়া দাও—কোন কিছুই ইচ্ছা করিও না, শুধু তাঁর আজ্ঞামত মন দিয়া কার্য্য কর, দেখ সে তোমার সব করিয়া দেয় কিনা? যতদিন তুমি ইচ্ছা ত্যাগ রাখ না। ততদিন তোমার ঠিক হয় নাই বুঝিতে হইবে, আর তুমি ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তার ইচ্ছার জন্য সাধনার অপেক্ষা করিতে যখন পারিলে, তখন তোমার সব অবস্থাই লাভ হইবে। অনেক চক্ষুর জলে এই অবস্থা লাভ হয়। সেইজন্য সর্ব্বরূপী তাহাকে মনে মনে প্রণাম অভ্যাস কর। বল ঠাকুর! আমার চেষ্টায় ত কিছুই হইল না। তথাপি একান্তে আমি তোমার স্পর্শ অনুভব করিবার সাধনা করিব, আর লোক সঙ্গে সকলের মধ্যে তুমি, স্মরণ করিয়া, মনে মনে সকলকে—শত্রু মিত্র সুন্দর কুৎসিৎ মান অপমান সকলকে, তোমার নাম জপিয়া জপিয়া প্রণাম অভ্যাস করিব। করনা এই অভ্যাস—দেখনা হয় কিনা? বুঝিলে ভিতরে প্রণাম অভ্যাস করিয়া করিয়া মন দিয়া সেই রাতুল চরণ তোমার শির স্পর্শ করিতেছে অভ্যাস কর আর বাহিরে নাম করিয়া করিয়া সর্ব্বপ্রণামে তাঁরে প্রণাম অভ্যাস কর—এই করিতে করিতে কি হইবে জান? বৈখরীতে নাম জপ থামিয়া যাইবে তখন মধ্যমাতে ধ্যান হইবে তার পরেই, পশ্যন্তিতে দর্শন, শেষে পরায় স্থিতি। এই, মন দিয়া স্পর্শের ফল।

আকাঙ্ক্ষা ও দুরাকাঙ্ক্ষা।

পুত্র মুখ দর্শনের আনন্দ চাই, কিন্তু প্রসব বেদনা ভোগ করিতে চাইনা, ইহা যেমন যুবতীর আকাঙ্ক্ষা ও দুরাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত, সেইরূপ কোন কায়ক্লেশ না করিয়া জাতি জাগাইতে চেষ্টা করা, আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর সব লোক ভাল হইয়া যাউক, কাহারও কোন দুঃখ না থাকুক, সকল লোক আত্মজ্ঞানী হইয়া যাউক, এইরূপ মনে করাও দুরাকাঙ্ক্ষা। পৃথিবী কখন দুঃখশূন্য হয় নাই, হইবেও না, হইতে পারেও না—সুখ দুঃখ চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে ইহাই সংসারের নিয়ম। যে ভীষণ সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ চায়, সে শুধু বচন ছাড়িয়া কর্ম্ম করিয়া সংসার হইতে বাহির হইয়া যাউক ইহাই সাধু গণের ব্যবস্থা।

অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বহুদুষ্কৃত মানুষ দেখা যাইবে, পাপী দেখা যাইবে, কপটী দেখা যাইবে—ভগবান্ ইহাদের বিনাশের জন্য আগমন করেন। তুমি যদি বল বিনাশ করিবে কেন—মত পরিবর্ত্তন করিয়া দাও এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও দুরাকাঙ্ক্ষা। আমরা সাধকের সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা ও দুরাকাঙ্ক্ষার কথা বলিতে যাইতেছি।

সাধক চান দুঃখে উদ্বেগ আসিবেনা, সুখেও স্পৃহা থাকিবেনা; ভয় রাগ থাকিবেনা; কোন কিছুতে স্নেহ থাকিবেনা; শুভাশুভে আনন্দও থাকিবেনা, দ্বেষও থাকিবেনা; কোন কামনা থাকিবেনা, সদাই আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকিব, রাগ দ্বেষ একেবারেই থাকিবেনা—কিন্তু আমি ইন্দ্রিয় সংযম ও পারিবনা, ভোগত্যাগ ও পারিবনা, মনের নিগ্রহ করিতে পারিবনা, ইহা কিন্তু ফাজিলের আকাঙ্ক্ষা। শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পিত হউক, সুখে দুঃখে সমান থাকি, সদা সন্তুষ্ট থাকি, আমি যেন কাহারও উদ্বেগের কারণ না হই, কেহ যেন আমার উদ্বেগের কারণ না হয়, হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ দ্বারা আমি উৎপীড়িত না হই; হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা, শোক, শুভ অশুভ এই সমস্তে আমার সমজ্ঞান যেন হয়, শত্রুতে মিত্রে, মানে অপমানে, শীত উষ্ণে—কোথাও যেন আমায় বেহুঁস না হইতে হয়, আমি "তুল্য নিন্দা, স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" যেন হই, আমি জ্ঞানী-ভক্ত যেন হই, সর্ব্বদা আমার আমিকে ভগবানে যেন ডুবাইতে পারি—এই সব আমার হউক, কিন্তু আমাকে যেন কোন সাধনা করিতে না হয়, ইহাও দুরাকাঙ্ক্ষা জড়িত আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আমি সদাচার মানিবনা, সদাচার করিবনা, শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন করিবনা, আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক, সর্ব্বভূতে এক ঈশ্বর দেখিব, কাহারও হিংসা করিবনা, আমার জ্ঞান হইয়া যাউক, আমি সর্ব্বদা আত্মা হইয়া থাকি, আমার প্রমাদ আলস্য নিদ্রা বন্ধের কারণ না হউক, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ আসিলেও দ্বেষ থাকিবেনা, নিবৃত্তিতেও আকাঙ্ক্ষা থাকিবেনা; সত্ত্ব রজস্তম—কোন গুণেই বিচলিত হইবনা, সুখে দুঃখে সমান থাকিব, লোষ্ট্র, পাষাণ ও স্বর্ণে সমভাব থাকিবে, প্রিয়ে, অপ্রিয়ে সমান থাকিব, নিন্দা প্রশংসাতে সমান, মান ও অপমানে সমান, শত্রু মিত্রে সমান—আমি শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিবনা, শাস্ত্রের আজ্ঞা মানিবনা, কর্ম্ম করিবনা—শুধু বচনে আমার ঐ সব হইবে—এইরূপ ব্যক্তির ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

তোমরা আত্মা—তোমাদের পাপ নাই, অধর্ম্ম নাই, তোমরাই ঈশ্বর—বচনে ইহা শ্রবণ কর কিন্তু ইহার জন্য কোন কিছুই তোমাদিগকে করিতে হইবেনা—এইরূপ উপদেশে জাতিকে জাগাইতে যাওয়াও দুরাকাঙ্ক্ষা।

মানুষ দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যদি সদাচার পালন করে, সাত্ত্বিক আহার করে. শাস্ত্রমত উপাসনা করে, শাস্ত্রমত সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করে, করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করে এবং তদনন্তর নিত্য কি, অনিত্য কি, বিচার করে, ভোগেচ্ছা ত্যাগ করে, বিষয় দোষ নিত্য দর্শনে বৈরাগ্য আনয়ন করে, মনের নিগ্রহ করে, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করে, সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ সহ্য করিতে অভ্যাস করে, ভীম ভবার্ণব পার হইবার জন্য ধারণা, ধ্যান, সমাধি অভ্যাস করে, সংযম জন্য আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি অভ্যাস করে, করিয়া নির্ম্মল হইয়া আত্মার কথা শ্রবণ করে, মনন করে, নিদিধ্যাসন করে—এইরূপ ব্যক্তিই দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া জীবন সফল করিতে পারে। নতুবা নয়। ইতি

ঋষিতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্ম বা বেদের তপস্যা করিয়া ঋষিরা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, "ব্রহ্ম" মূর্ত্তি বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক, দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া, ঋষিদিগের "ঋষি" এই- নাম হইয়াছে, এই শ্রুতিবচন শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ এম, এ, বি, এল,

জিজ্ঞাসু—ব্রহ্ম বা বেদের তপস্যা করিয়া, ঋষিরা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অথবা ব্রহ্ম (পরমাত্মা) মূর্ত্তি বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক দর্শন দিয়াছিলেন, তাই ঋষিদিগের "ঋষি" এই নাম হইয়াছে, এই সকল শ্রুতি বচন শ্রবণ করিয়া, আমার কোন অর্থের বোধ হয় নাই, ইহাদের অভিপ্রায় কি, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—যে হেতু ব্রহ্মের (ঋগাদি বেদত্রয়ের) বিশিষ্ট তপঃ সাধন-তৎপর, সম্যগ্ রূপে বেদতত্ত্বের পর্য্যালোচনা-নিরত ইহাঁদিগের হৃদয়ে "ব্রহ্ম" (বেদ) স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে হেতু ইঁহারা বিনা অধ্যয়নে তত্ত্বতঃ "ব্রহ্ম" বা বেদকে দর্শন করিয়াছিলেন, বিশিষ্টতপঃ বা সমাধি দ্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইঁহাদের "ঋষি" এই নাম হইয়াছে। জ্ঞানলাভের সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত উপায় সমূহের আশ্রয় ব্যতিরেকে বেদের সম্যগ্-তত্ত্বদর্শিত্বই বস্তুতঃ ঋষিত্ব। এই শ্রুতিবচন তোমার বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অথবা—ঋষিদিগের তপে তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম (জগৎ কারণ, স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম বস্তু), কোন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তপস্যমান্ ঋষিদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অভিমুখে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, এই শ্রুতি বাক্যের অভিপ্রায় তোমার বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—এই দ্বিবিধ শ্রুতি বচনই, আমার সমীপে সমভাবে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। "বেদের তপস্যা বা সমাধি দ্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ," আমাদের বর্ত্তমান সংস্কারানুসারে আমাদের কাছে যাদৃশ দুরধিগম্য বিষয়, ঋষিদিগের তপে তুষ্ট হইয়া, "ব্রহ্ম" তপস্যমান ঋষিদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অভিমুখে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, এই শ্রুতি বাক্যের অভিপ্রায়ও আমাদের কাছে তাদৃশ দুরধিগম্য রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বক্তা—'বেদের তপস্যা,' কাহাকে বলে, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই? তপস্যা দ্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ তোমার সমীপে দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া মনে হইয়াছে? সগুণব্রহ্ম রূপ, ধারণ করিতে পারেন, রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা তুমি কোন রূপেই উপলব্ধি করিতে পার নাই? "বেদ" কোন্ পদার্থ, "তপস্যা বা সমাধি" কাহাকে বলে, তাহা তুমি কখন জানিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? "সমাধি দ্বারা বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে," কোন দিন কি, তোমার এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—"বেদ কোন্ পদার্থ," ঋষি বা বৈদিক আর্য্যেরা যে ভাবে তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি তদ্ভাবে বেদ কোন্ পদার্থ, তাহা চিন্তা করি নাই, তদ্ভাবে বেদের স্বরূপ চিন্তা করিবার প্রতিভা বা শক্তি আমার নাই। যাঁহারা "ঋষি" নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে, বেদকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

বক্তা—আপ্তবাক্যের লক্ষণ সম্বন্ধে ঋষিদিগের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান মত ভেদ থাকিলেও, সকল মতেই বেদের আপ্ততা স্বীকৃত হইয়াছে, অধিক কি, আস্তিক সম্প্রদায় মাত্রেই বেদের নামে, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় শিরোনমন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। ঋষিদিগের বুদ্ধি যে, অসামান্য প্রতিভান্বিত ছিল, দর্শন শাস্ত্রের বীজ যে, ঋষিদিগের প্রতিভাপ্রসূত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঋষিদিগের তাদৃশ অসামান্য মহিমান্বিত বুদ্ধি, বেদের সমীপে কেন কুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কখন ভাবিয়াছ কি? ঋষিরা বেদকে পৌরুষেয়—কালিদাসাদির ন্যায় কোন পুরুষ বিশেষ কর্ত্তৃক রচিত পদার্থ বলিয়া বুঝেন নাই, ঋষিদিগের দৃষ্টিতে বেদ অপৌরুষেয় বা সাধারণ পুরুষ নির্ম্মিত গ্রন্থ নহে। "বেদ অপৌরুষেয়", এই কথা তুমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ, সন্দেহ নাই, আচ্ছা বল শুনি, "বেদ অপৌরুষেয়" এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার কি ধারণা হইয়াছে? "বেদ" বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে; বাক্য, বাগিন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য দ্বারা উচ্চারিত হয়, অতএব বেদবাক্য, বাগিন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, নিরীন্দ্রিয় পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই, "বেদ অপৌরুষেয়" এই কথা শুনিয়া, তোমার মনে কি, এইরূপ ভাবের উদয় হয় নাই? আজকাল আমাদের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে যে রূপ তর্ক উদিত হয়, প্রাচীনতম ঋষিদিগের মনেও, সেই সেইরূপ তর্ক উঠিয়াছিল। তথাপি তাঁহারা বেদকে কোন পুরুষ বিশেষ দ্বারা রচিত পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। কেন করেন নাই? তাঁহারা কেন বেদের এতাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন?

জিজ্ঞাসু—ইহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একালে এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

বক্তা—ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, বিশ্বজগতে লৌকিক, অলৌকিক যত পদার্থই থাকুক, তৎসমুদায়ের ব্যবহারোপযোগী নিত্য নাম বা শব্দ আছে। * আধুনিক অল্পদর্শী প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ, শব্দকে মানুষ সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া বুঝাইলেও, কোন শব্দই বস্তুতঃ মানুষ সৃষ্ট নহে। যে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়, সেই

---

* "সহস্রং যাবৎ ব্রহ্ম বিষ্টিতং তাবতী বাক্।"—ঋগ্বেদসংহিতা

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়, অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা যত সংখ্যায়, যতরূপে বিভক্ত হইয়া, বিশ্ব রূপ ধারণ করিয়াছেন, শব্দের সংখ্যা ঠিক তত, প্রত্যেক অভিধেয়ের এক একটি অভিধান বা নাম আছে।

বাগিন্দ্রিয় বাক্ বা শব্দ শক্তিদ্বারা নির্ম্মিত, বিশ্বনিবন্ধনী অখিলশক্তি শব্দাশ্রিত, বিশ্ব-জগৎ শব্দের পরিণাম। বাক্‌শক্তি আদি শরীরী হিরণ্যগর্ভের হৃদয়ে স্বতঃ প্রাদুর্ভূত--আকাশবাণীর ন্যায় স্বতঃ আবির্ভূত পদার্থ, এই অনাদি-নিধন শব্দ রাশিই ঋষিদিগের, বৈদিক আর্য্যগণের "বেদ"। বেদ বা শব্দই দেশ ভেদে, মানবীয় বাগ্‌যন্ত্রের গঠনাদি ভেদে বিকৃত হইয়া, নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতপ্রকার ভাষা থাকুক, বেদই সকলের মূল। "বেদ অনাদি"। যাহার আদি নাই, তাহা সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারেনা।

জিজ্ঞাসু—বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দই সর্ব্ববিদ্যার, অখিল শিল্প-কলার উপনিবন্ধনী, বহুদিন হইতে আপনার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রতিভার মালিন্য বশতঃ আপনার এই সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিনাই।

বক্তা—যোগ বা সমাধি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের তত্ত্বদর্শন হইতে পারেনা। তুমি ন্যায়দর্শন পড়িয়াছ, অতএব সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ("সমাধিবিশেসাভ্যাসাৎ"—৪।৩৫) তুমি একথা অবগত আছ সন্দেহ নাই। কিছু বুঝিয়াছ কি? এই ন্যায়দর্শন সূত্রের তাৎপর্য্য কি, কোন দিন তাহা জানিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছ কি? এই ন্যায়সূত্রের আশয় কি, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য, কোন দিন কি, তোমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে? "সমাধি" কাহাকে বলে, তাহা যদি তুমি অবগত থাকিতে, তাহা হইলে, বিনা সমাধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, এই কথা শ্রবণ করিলে, তুমি কখন বিস্মিত হইতে না। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতের কথা বিদিত হইয়াছ; জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, তাহা হইতে 'বিনা সমাধিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না' এই কথার আভাস পাইয়াছ বলিয়া মনে হইয়াছে কি?

জিজ্ঞাসু—আমি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত শাস্ত্র পড়িয়াছি, যথার্থ জ্ঞান-পিপাসু হইয়া, শাস্ত্র পড়ি নাই। অতএব সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, এই কথার প্রকৃত আশয় কি পঠদ্দশাতে আমার তাহা জিজ্ঞাসা হয় নাই। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রতীচ্য দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক যাহা বিদিত হইয়াছি, তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিতে সমাধি বিশেষের অভ্যাস অত্যাবশ্যক, এবম্প্রকার আভাস পাইয়াছি বলিয়া, আমার মনে হইতেছেনা। আমি এই নিমিত্ত পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিনা সমাধিতে কোন বিষয়ের

পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, এতদ্বাক্যের আশয় কি, তাহা জানিতে হইলে কি চিন্তা করিতে হইবে, কি রূপে চিন্তা করিতে হইবে, আমি তাহাই বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—যে সন্দর্শন ও পরীক্ষাকে (Observation and experiment) আধুনিক কোবিদগণ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, তাহা অদ্যাপি তাঁহাদের সম্যগ্‌ রূপে জ্ঞাত হয় নাই, সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ যখন সম্যগ্‌ রূপে জ্ঞাত হইবে, তখন প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিবেন, সন্দর্শন ও পরীক্ষা মূলতঃ বেদেরই কার্য্য; তখন বেদই সর্ব্ববিদ্যার, বেদই সর্ব্ব শিল্প ও কলার উপনিবন্ধন পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির এই কথার মূল্য কত, প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন, তখন বিনা উপদেশে, বিনা অধ্যয়নে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে, ঋষিরা সর্ব্ববিদ্যা পারগ হইয়াছিলেন, অখিল মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ লাভ করিয়াছিলেন, বেদ-শাস্ত্রের ইত্যাদি উপদেশ যে, অসভ্যোচিত নহে, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে, প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যেও, কেহ, কেহ তাহা স্বীকার করিবেন, আমার পূর্ব্বোক্ত এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা কর, আমি যে উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলি, তাহা জানিবার চেষ্টা কর। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা স্থূল প্রত্যক্ষকেই, সত্য জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র স্থির উপায় বলিয়া জানিয়াছেন, বেদপ্রাণ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরা নির্ব্বিতর্ক সমাধিকে (যাহাকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাহাকে) শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। "ঋষিরা নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা বেদকে প্রাপ্ত হয়েন", নির্ব্বিতর্ক সমাধিকে "বিশিষ্ট তপঃ" এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কোন বিষয়ের তত্ত্বদর্শন করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে সংযম (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) করিতে হয়, চিত্তের একাগ্রতা রূপ তপঃ করিতে হয়, "ব্রহ্ম" বা বেদের তত্ত্ব জানিতে হইলে, বেদের তপঃ করিতে হয়, বেদে চিত্ত সংযম করিতে হয়। "বেদের স্বরূপ দর্শনার্থ ঋষিরা তপঃ করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দ্বারা তাঁহারা বিনা অধ্যয়নে ব্রহ্ম বা বেদকে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, বিশিষ্ট তপঃ বা সমাধি দ্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন," এই কথা তোমার দুর্ব্বোধ্য রূপে প্রতীয়মান হইবার কারণ কি? অধ্যয়ন, সন্দর্শন, পরীক্ষা, ইহারা তপো বিশেষ, অধ্যয়নাদি দ্বারা চিত্তের আবরক মল বিশোধিত হয়; চিত্ত নির্ম্মল হইলে, উহাতে জ্ঞান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—চিত্তকে কেবল নির্ম্মল বা একাগ্র করিলেই, উহাতে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আমি এখনও এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, বিনা অধ্যয়নে যথোচিত সন্দর্শন ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে কিরূপে জ্ঞানের আবির্ভাব হইবে, আমার এখনও তাহা বোধগম্য হইতেছে না।

বক্তা—অধ্যয়ন, সন্দর্শন, পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, এই কথা শ্রবণ করিয়াছ মাত্র, শ্রুত বিষয়ের যথোচিত মনন কর নাই, অধ্যয়নাদি দ্বারা কেন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ঋষিতত্ত্বের যথার্থভাবে দর্শন হইলে, তোমার যে কত উপকার হইবে, (পূর্ব্বে বলিয়াছি) তাহা তুমি অদ্যাপি সম্যগ্‌রূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছ বলিয়া আমার মনে হয় না। ঋষিতত্ত্বের সম্যগ্‌দর্শন এবং বেদের সম্যগ্‌দর্শন, নিখিল জ্ঞেয়পদার্থের সম্যগ্‌দর্শন ভিন্ন সামগ্রী নহে। তোমার জিজ্ঞাসা যদি বালকোচিত না হয়, (child's desire) তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিব, ঋষিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইলে, তোমার সর্ব্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমো গণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

যোগতত্ত্ব।

পাতঞ্জলোক্ত নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত শৌচের তত্ত্বানুসন্ধান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৌচের স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্‌, এস্‌, সি্‌, এম্‌, বি,

জিজ্ঞাসু—"শৌচ," "সন্তোষ," "তপঃ," "স্বাধ্যায়" ও "ঈশ্বর প্রণিধান," পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই পাঁচটীকে "নিয়ম" নামক যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে। "তপঃ" "স্বাধ্যায়" ও ঈশ্বরপ্রণিধানের স্বরূপ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ফলবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছি, অধুনা "শৌচ" ও সন্তোষের স্বরূপ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ফল বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে। পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, 'জন্ম হেতু কাম্য ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, যাহা মোক্ষহেতু নিষ্কাম ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা নিয়ম'। যথাবিধি অনুষ্ঠিত তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান যে, জন্ম হেতু কাম্য ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, সাধককে নিষ্কাম ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, আপনার কৃপায় তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব হইয়াছে, এখন শৌচ ও সন্তোষের যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে সাধকের জন্ম হেতু সকাম ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝাইয়া দিন। "শৌচ," বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। মৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা বাহ্যমল নিবৃত্তি, বাহ্য শৌচ, এবং মৈত্র্যাদি (সুখিতে মৈত্রীভাবনা, দুঃখিতে করুণা ভাবনা ইত্যাদি) ভাবনা দ্বারা অসূয়া ঈর্ষ্যাদি মনোমলের নিবৃত্তি, আভ্যন্তর শৌচ। বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ, এই উভয়বিধ শৌচাচারের পৃথক পৃথক ফল যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আভ্যন্তর শৌচাচার পালন দ্বারা যে যে ফল নিষ্পত্তির কথা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সেই ফল নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব কিনা, আভ্যন্তর শৌচ দ্বারা মনোমলের নিবৃত্তি সাধ্য কি না, অনেকে এতৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু আভ্যন্তর শৌচ দ্বারা মনোমল নিবৃত্তির চেষ্টা যে, অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি পুরুষমাত্রের কর্ত্তব্য, বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে কোন সহৃদয় ব্যক্তির মতভেদ হয় না। চরিত্র গঠনের (Character-building) উপায় কি, কিরূপে চরিত্রবান হওয়া যায়, যাঁহারা এই বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আভ্যন্তর শৌচের অনুষ্ঠান-চেষ্টাকে হিতকরী বলিয়া স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। বিসম্বাদ হইবে, বাহ্য শৌচ লইয়া। বাহ্য শৌচের সিদ্ধি সম্বন্ধে পতঞ্জলিদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই পতঞ্জলিদেবকে অসভ্য বলিয়া নিন্দা করিবেন, বৈদিক আর্য্যজাতির উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া ইঁহাকে গালি দিবেন। বাহ্য শৌচাচারের প্রতি আদরাতিশয্যই যে, বৈদিক আর্য্যজাতির উন্নতির পথকে বিশেষতঃ অবরুদ্ধ করিয়াছে, ইদানীন্তন অভ্যুদয়শীল উন্নতম্মন্য, শিক্ষিত পুরুষবৃন্দের তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, বাহ্য শৌচের অনুষ্ঠানশীল যোগীর স্বীয় অঙ্গেই (ইহা অশুচি বলিয়া) জুগুপ্সা হইয়া থাকে,' নিজ দেহে যাঁহার জুগুপ্সা হয়, তাঁহার কখন পরদেহের সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক সংসর্গ হইতে পারেনা ("শৌচাৎ স্বাঙ্গ জুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।"—পাং দং ২।৪০)।

পতঞ্জলিদেবের এইরূপ উপদেশ যে বর্ত্তমান সময়ে অল্প ব্যক্তিরই উপাদেয় রূপে বিবেচিত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। বৈদিক আর্য্যজাতি যে, বিনা বাধায় অন্য দেশে যাইতে পারে নাই, শৌচাচার পর বৈদিক আর্য্যজাতি যে, ভিন্ন ধর্ম্মী ও ভিন্ন জাতীয় পুরুষদিগের সহিত মিশিতে—মিলিতে পারে নাই, এখনও যে অনেকে পারে না, অকল্যাণকর শৌচাচার পরতাই, তাহার প্রধান কারণ, আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তি এইরূপ মতাবলম্বী। অতএব বলা বাহুল্য পাতঞ্জলদর্শনে বাহ্য শৌচাচারের যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, ইদানীং অল্প ব্যক্তিই সেই অনিষ্টকর সিদ্ধির প্রার্থী হইবেন, অল্প ব্যক্তিই বাহ্য শৌচাচারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে অনর্থহেতু বলিয়াই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার স্বরূপ জানিবার প্রবৃত্তি, তদনুষ্ঠানে রুচি যে, সাধারণের হইতে পারে না, তাহা সুখ বোধ্য।

বক্তা—বাহ্য শৌচাচারকে আধুনিক ভারতবর্ষীয় উন্নতম্মন্য শিক্ষিত পুরুষেরা যাদৃশ অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিতেছেন, বোধ হয়, তাঁহাদের পাশ্চত্য শিক্ষা গুরু-দিগের মধ্যে অনেকে ইহাকে তাদৃশ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন না, বাহ্য শৌচাচারের যে আবশ্যকতা আছে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধান-নিরত বৈজ্ঞানিক পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়াছেন, করিতেছেন। বিজ্ঞানকুশল চিকিৎসকগণের মধ্যে বহুব্যক্তিই বাহ্য শৌচাচার পালনকে (অবশ্য যোগশাস্ত্র যে ভাবে বাহ্য শৌচাচার পালন করিতে বলিয়াছেন, ঠিক তদ্ভাবে বাহ্য শৌচাচার পালনের কর্ত্তব্যতা অনুভব না করিলেও), স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থ ইহা যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন,। যোগশাস্ত্র চির স্বাস্থ্য সংর-রক্ষণার্থ, ভবরোগের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিমিত্ত যাদৃশ শৌচাচারের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, সেই চির স্বাস্থ্য সংরক্ষরণের প্রয়োজন বোধ, যাঁহাদের হয় নাই, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে যাঁহারা অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা যোগশাস্ত্রোক্ত বাহ্য শৌচাচারের পূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিতে পারিবেন কেন? প্রশ্ন হইবে, যথাবিধি বাহ্য শৌচা-চার পালন না করিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল যখন বিস্ময়জনক পার্থিব উন্নতি সাধন করিয়াছে, করিতেছে, যখন দেখিতেছি, বাহ্য শৌচাচার পরায়ণ বৈদিক আর্য্যজাতি ক্রমশঃ অবনতির শেষ পর্ব্বে উপনীত হইতেছে, তখন বাহ্য শৌচাচার পালনকে, অবনতির হেতু না বলিয়া, উন্নতির সাধন বলিব কেন? এই প্রশ্নের আমি যে উত্তর দিব, তাহা ইদানীং অতীন্দ্র

ব্যক্তিরই সভ্য মানুষোচিত উত্তর বলিয়া বোধ হইবে, অত্যল্প ব্যক্তিই, তাহাকে যুক্তি সঙ্গত উত্তর বলিয়া স্বীকার করিবেন। উন্নতির যাদৃশরূপ বর্ত্তমান কালের সাধারণ মনুষ্য হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে, করিতেছে, উন্নতির যাদৃশ রূপকে বর্ত্তমান কালের সাধারণ মনুষ্যহৃদয় প্রাণারাম বলিয়া, ঈপ্সিততম বলিয়া অবধারণ করিয়াছে, করিতেছে, তাদৃশ উন্নতি সাধনার্থ পূর্ণভাবে যোগশাস্ত্রোক্ত বাহ্য শৌচাচার পালনের প্রয়োজন হয় না। পতঞ্জলিদেব শুদ্ধ জাগতিক উন্নতিকে লক্ষ্য করেন নাই, কেবল জাগতিক উন্নতি প্রার্থীদিগের জন্য নিয়ম নামক যোগাঙ্গের উপদেশ প্রদান করেন নাই। জন্মহেতু কাম্য ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিয়া, যাহা মোক্ষ হেতু নিষ্কাম ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, যোগশাস্ত্রে তাহাকে "নিয়ম" বলা হইয়াছে। অতএব ইহা সুখ বোধ্য, ইহলোক ছাড়া যাঁহারা লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, জাগতিক উন্নতি ব্যতীত যাঁহাদের নয়নে উন্নতির পূর্ণরূপ কখন পতিত হয় নাই, অনিত্য, যাঁহাদের সমীপে নিত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অশুচিকে (মাংস, রক্ত, পূয় পুরীষ মূত্রাদিশালি দেহকে) যাঁহারা শুচি বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, দুঃখকে,—যাহা বস্তুতঃ সুখ নহে, তাহাকে যাঁহারা "সুখ" বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তৎপদার্থকে পাইবার নিমিত্তই যাঁহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়, দেহাদি অনাত্ম পদার্থে যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষদিগকে পূর্ণভাবে যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে (তাহা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া), বলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে কয়জনের জন্ম হেতু কাম্য ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মোক্ষহেতু নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? কয় জন মোক্ষলাভার্থ যত্ন করেন? 'একদিন মরিতেই হইবে, এই স্থান ছাড়িতেই হইবে, সংসার অনিত্য, সাংসারিক সুখ অনিত্য,' প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এই সত্য অনুভব করিয়া যাঁহাদের মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতধামে যাইবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, নিত্যধনে ধনী হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, সংসার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, পতঞ্জলিদেব, তাঁহাদের নিমিত্ত যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পতঞ্জলিদেব ব্যক্তি মাত্রকে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে, সংসার বিরাগী হইতে বলেন নাই। অতএব পতঞ্জলিদেব দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয় নাই, পতঞ্জলিদেব পার্থিব উন্নতিমার্গের অবরোধক নহেন, কিরূপে উন্নত হওয়া যায়, পার্থিব উন্নতিরই বা সাধন কি, পতঞ্জলিদেবই জগৎকে তাহা শিখাইয়াছেন, অতএব ধীমান্ কৃতজ্ঞ মানব, নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, পতঞ্জলিদেবের কাছে উন্নত ও উন্নতিশীল মানুষমাত্রেই অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ আছেন, যাবৎ প্রকৃত

মনুষ্যত্বের একেবারে বিলোপ না হইবে, তাবৎ পতঞ্জলিদেব মানুষ হৃদয়ে আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজিত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—মধুময়ী কথা কর্ণযুগলে প্রবেশ করিল, কত যে সুখী হইলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। কি করিয়া মানুষ উন্নত হয়? দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়? কোন্ উপায়ে মানুষ বিবিধ বিদ্যা পারদর্শী হয়? ধর্ম্মাচার্য্য হয়? বিদ্যাগুরু হয়? রাজ্যেশ্বর হয়? নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টভাবে অনুভব হয়, যোগ দ্বারাই এই সমস্ত হইয়া থাকে, যোগই মানুষের ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণ হেতু, যোগই মানুষের পরম বন্ধু। করুণার্দ্রহৃদয়, পরহিতৈকব্রত ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'সত্বশুদ্ধি—বুদ্ধির অসূয়া—ঈর্ষ্যাদিমল নিবৃত্তি, তাহা হইতে সৌমনস্য, তাহা হইতে চিত্তের একাগ্রতা, তাহা হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় জয়, তাহা হইতে আত্মদর্শনের-পুরুষের সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা, ইহারা আভ্যন্তর শৌচের সিদ্ধি, যথাবিধি অভ্যন্তর শৌচের অনুষ্ঠান করিলে, এই সকল ফলের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে (সত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি চ।"—পাং দং ২।৪১)। পতঞ্জলিদেব শৌচাচার পালন দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয় বলিয়াছেন, জানিনা কোন্ প্রকৃত আত্মকল্যাণপ্রার্থী সেই সকল সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন।

বক্তা—"শৌচের" স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হইলে, বাহ্য ও আন্তর এই দ্বিবিধ শৌচধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে যে সিদ্ধি হওয়ার কথা যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সেই সিদ্ধি হইবার কারণ কি, তাহা জানিতে হইলে, "মল" কোন্ পদার্থ, প্রথমে তাহা স্মরণ করিতে বা অবগত হইতে হইবে, কারণ বাহ্য ও আন্তর মল শোধনই শৌচ পদার্থ। শারীর মল, মনোমল, ও বাঙ্মল, এই ত্রিবিধ মলের শোধনই পুরুষার্থ, এই ত্রিবিধ মলের শোধনই, সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট সিদ্ধির সাধন। বাহ্য ও আন্তর শৌচ যে, শারীর মল ও মনোমলের শোধন ভিন্ন আর আর কিছু নহে, তাহা সুখবোধ্য। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কারের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তোমার প্রতীতি হইবে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার, শারীর ও মনোমলের চিকিৎসা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কারকে "আত্মশিল্প" বলিয়াছেন, যদ্বারা দেহ ও মনের মল অপনোদিত হয়, যদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপাবস্থাতে অবস্থান হইয়া থাকে, এক কথায় যদ্দ্বারা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়, তাহার নাম আত্মশিল্প—"আত্মসংস্কৃতি"।* বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য

*"আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

কোন জাতির শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার হয় না। গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কার সমূহের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা কর, গর্ভাধানাদি সংস্কারে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ চিন্তা কর, অনুভব হইবে, গর্ভধানাদি সংস্কার সমূহের, মল শোধন পূর্ব্বক পবিত্র করাই প্রয়োজন। অতএব শৌচের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, শারীর ও মানস মলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—"শৌচ" এই পদগর্ভে যে এত বিদ্যমান আছে, ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন আমার তাহা মনে হয় নাই। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা কায়মল শোধন "বাহ্য শৌচ" এবং মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা অসূয়া ঈর্ষ্যাদি মনোমলের শোধন আন্তর শৌচ, শৌচের এই অর্থই জানিতাম।

বক্তা—শৌচের যে অর্থ জানিতে, তোমার কি মনে হইয়াছে, আমি তোমাকে শৌচের তদতিরিক্ত অর্থ শুনাইতেছি?

জিজ্ঞাসু—আমার ঠিক তাহা মনে হয় নাই, কায়মল শোধন ও মনোমলের অপনোদন, বাহ্য ও আন্তর শৌচ মূলতঃ, যথাক্রমে এই অর্থদ্বয়ের বাচক, আপনি যে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি কায়মল ও মনোমলের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্ব-বিনিশ্চয় অত্যাবশ্যক, কায়মলের শোধনের প্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসক-গণও বিশেষতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, করিয়া থাকেন, কায়মলের শোধন ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে না, আপনার এই সকল কথা, অপিচ ইদানীন্তন শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে কি নিমিত্ত উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রার্থীকে যোগশাস্ত্র যে ভাবে বাহ্যশৌচের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, সেই ভাবে বাহ্য শৌচের অনুষ্ঠানকে বৈদিক আর্য্যজাতির অধঃপতনের হেতু মনে করিয়া নিন্দা করেন, বিশ্বজনীন প্রেম বিগলিত হৃদয়, বিশ্বের পরমোপকারক কৃতজ্ঞ-বিশ্বপূজ্যচরণ পতঞ্জলি, বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণকে, মনুষ্য সমাজের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের বিচার নেত্রের আবরণ মলের অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে, বাহ্য শৌচের অনুষ্ঠান না করিয়া, যখন য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান উন্নত হইতেছে, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বাহ্য শৌচের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈদিক আর্য্যজাতি যখন অবনতির শেষ পর্ব্বে উপনীত হইতেছে, তখন শাস্ত্রোপদিষ্ট রীত্যানুসারে বাহ্য শৌচাচারের পালনকে হিতকর বলা যাইতে পারে না, এবম্প্রকার মতাবলম্বী, এইরূপ মতের প্রতিষ্ঠা প্রার্থীদিগের প্রবোধার্থ আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা—,অপিচ

বৈদিক আর্য্যজাতির শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার সমূহ বস্তুতঃ বাহ্য ও আন্তর মল শোধন ভিন্ন অন্যকিছু নহে, যাঁহারা অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন, অশুচিকে শুচি বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, দুঃখকে যাঁহারা সুখ বলিয়া অবধারণ করেন, অনাত্মপদার্থে যাঁহারা আত্মবোধবান্, অতএব যাঁহারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ কি, তাহা স্থির করিতে পারেন না, উন্নতির পরাকাষ্ঠা যাঁহাদের অবিদ্যাবদ্ধ দৃষ্টিতে পতিত হয় না, তাঁহারই শাস্ত্রোপদিষ্ট শৌচধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে নিন্দা করেন, আপনার এই সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ, আমার অশ্রুত পূর্ব্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, "শৌচ" এই পদগর্ভে যে এত অর্থ বিদ্যমান আছে, ইতঃপূর্ব্বে কোন দিন আমার তাহা মনে হয় নাই।

বক্তা—কায়মলের, বাঙ্‌মলের ও মনোমলের অপনোদনই যে, অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়, তাহা স্থির। যাহার সঙ্গ করা যায়, তাহার শারীর ও মানস প্রবল দোষগুণ যে, সঙ্গকারীতে সংক্রমণ করে, বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান কুশল পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অসূয়া, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি মনোমল সমূহ যে পুরুষে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহার সহিত গাঢ় সঙ্গ করিলে, সঙ্গকারীর চিত্তে ঐ সকল মল সংক্রমণ করে, তাঁহার চিত্ত অসূয়াদিমল দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল চিত্তের সঙ্গ করিলে, চিত্ত দুর্ব্বল হয়, অশ্রদ্ধাবানের সঙ্গ করিলে, শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধির হ্রাস হয় দুশ্চরিত্রের সংসর্গ, চিত্তকে মলিন করে, সৎসঙ্গের প্রভাব বশতঃ মানুষ সৎ হয়, অসৎসঙ্গের প্রভাব নিবন্ধন অসৎ হইয়া থাকে।*

শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা আছে। কায়মল, ও মনোমল সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকে বহু চিন্তা করিয়াছেন, করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্‌মল

---

*"Mind reacts upon mind. The self-confident man creates confidence in others" * * * Mental Alchemy P, 6

"If you associate a great deal with another person, are rarely by yourself, and see few others, you will be constantly taking in that person's thought. If it is in motive and refinement higher than your own, you will be benefited by it. If it be in motive, taste and refinement lower than yours, youwill be injured."—Essays of Prentice Mulford P. 46

সম্বন্ধে বোধ হয় বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য কোনজাতি বিশেষ চিন্তা করেন নাই। বেদে, বেদাঙ্গে, বেদের উপাঙ্গে বাঙ্‌মলের চিকিৎসা বিষয়ে পরম উপাদেয় বিস্তর উপদেশ আছে। বেদবিৎদিগের উপদেশ—'বিশ্বজগৎ শব্দ বা বেদের পরিণাম, বেদ হইতে বিশ্বজগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে ("শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়-বিদোবিদুঃ। ছন্দোভ্য এব প্রথম মেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত ॥"—বাক্যপদীয়)। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, "বাক্ই" বিশ্বজগৎকে উৎপাদন করিয়াছে, অমৃত ও মর্ত্ত্য এই দ্বিবিধ ভাবই বাক্ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে ("বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে। বাচইৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্ত্যামিতি ॥")। "শব্দ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল," "শব্দই ঈশ্বর," বাইবেলেও এইরূপ কথা আছে সত্য, কিন্তু ইদানীন্তন দার্শনিক—বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তিই বাইবেলের এই সারবান্ উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, অত্যল্প ব্যক্তিই ইহাকে সারগর্ভ উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। "সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ (Word) ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল, শব্দই ঈশ্বর," বাইবেলের এতদ্বাক্য যে সনাতন বেদেরই প্রতিধ্বনি, পক্ষপাতবিরহিত, সত্যসন্ধ হৃদয়ে তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে। যাঁহাদের বৈদিক প্রতিভা নাই, যাঁহারা বেদমূলক শাস্ত্র দ্বারা যথাযথ ভাবে সংস্কৃত মতি নহেন, শব্দের বৈখরী অবস্থা ভিন্ন আর তিনটী অবস্থার সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, বৈখরী শব্দই ব্যাকৃত জগৎ (Manifested world), এই কথা যাঁহাদের সমীপে অর্থশূন্য কথা বা উন্মত্তের প্রলাপ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি ভৌতিক শক্তি সমূহ শব্দের পরিণাম, এই কথা, বলিলে, যাঁহারা বিস্মিত হ'ন, বিনা বিচারে সারহীন বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করেন, নবীন বিজ্ঞানের ইলেকট্রন (Electron) নামক পদার্থ যে, শব্দেরই অবস্থা বিশেষ, যাঁহারা তাহা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অক্ষম, কার্য্যশব্দ, ও নিত্যশব্দ, শব্দের এই দ্বিবিধ রূপ যাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই, নিখিল অর্থজাত সূক্ষ্মভাবে শব্দাধিষ্ঠিত, বিশ্বনিবন্ধনী শক্তি শব্দাশ্রিত, যাঁহারা শব্দ বিষয়ক এই সকল উপদেশের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অকারাদি বর্ণ সমূহের অভিব্যক্তি তত্ত্ব যাঁহাদের বুদ্ধিদর্পণে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় নাই, "সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল", "শব্দই ঈশ্বর" * বাইবেলের এই

---

* "In the beginning was the word and the word was with God and the word was God"

কথার মূল্য কত, তাঁহারা তাহা অবধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন কি? "বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম" ইহা মূলতঃ বেদেরই ধ্বনি, বাইবেলে এই বৈদিক ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, বাইবেলের এই প্রতিধ্বনি যে, খ্রীষ্টানদিগের বিশেষ উপকারক হইতে পারিয়াছে, আমার তাহা বোধ হয় না। বীজ উত্তম হইলেও, ক্ষেত্র দোষ বশতঃ তাহার যথোচিত প্ররোহ হয়না। "বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম, ইহা মূলতঃ বেদেরই ধ্বনি, বাইবেলে এই বৈদিক ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে," আমার এই কথা সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা মলিনীভূত, তোমার কি এইরূপ মনে হইতেছে? আমি সত্যের রূপ দেখিবার প্রার্থী, অন্যকে, (যথার্থ পাত্রকে) সত্যের রূপ দেখাইবার একান্ত অভিলাষী। বেদকে বাড়াইবার, বাইবেল প্রভৃতিকে কমাইবার প্রবৃত্তি আমার নাই। বাইবেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে সনাতন বেদের প্রতিধ্বনি, প্রতিভা একেবারে প্রতিকূল না হইলে, তাহা অনুভব করা দুঃসাধ্য হইবেনা। প্রতীচ্য দেশে ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু বহুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি, "সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ বিদ্যমান ছিল," "শব্দই ঈশ্বর," বাইবেলের এই কথার মধ্যে কোন সার আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি, বুঝাইতে পারিয়াছেন, যে কারণে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি রসায়নতন্ত্র প্রসিদ্ধ ভৌতিক বস্তু-সকলের মধ্যে বিশিষ্টতা (Diffrence) হইয়াছে, অকারাদি বর্ণ বিশিষ্টতারও তাহাই কারণ। গর্ভব্যাকরণাদি শারীর তত্ত্ববিৎ, ধীমান্ পুরুষগণ কি, জানিতে পারিয়াছেন, এক শেলস্ (Cells) নামক পদার্থ হইতে কোন্ নিয়মানুসারে বিবিধ কার্য্য সম্পাদক, ভিন্ন, ভিন্ন শারীর যন্ত্র সকলের পরিণাম হইয়াছে? তাঁহারা কি বিশ্বাস করিতে পারিবেন, যে নিয়মানুসারে এক শেলস্ (Cells) নামক পদার্থ হইতে বিবিধ বিশেষ, বিশেষ শারীর যন্ত্র সমূহের উৎপত্তি হয়, সেই নিয়মানুসারেই এক অবর্ণ হইতে বিবিধ বর্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে? উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরতত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞান প্রতীচ্য দেশের কোন বৈদিক কোবিদ কি জানিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রতীচ্য দেশের ভাষা তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে কোন পুরুষ কি, তাহা অবগত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন? এই বিষয়ের সম্যগ্রূপে আলোচনা করিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে, সময়ান্তরে এই বিষয়ের বিস্তার পূর্ব্বক আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দছিল," বাইবেলের এই কথা যে, বেদের প্রতিধ্বনি, আমি তোমাকে যথা সময়ে যথাশক্তি বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যে বাক্ বা শব্দ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হেতু, সেই বাক্ বা শব্দের তত্ত্বানুসন্ধানে যাঁহারা উদাসীন, আমি তাঁহাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, পরমসত্যের যথার্থ অনুসন্ধিৎসু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। বাঙ্মলের শোধন ব্যতিরেকে কায়মল বা মনোমলের সম্পূর্ণ শুদ্ধি হইতে পারেনা। যথার্থ বেদবিৎ বা প্রকৃত যোগী অনায়াসে বুঝিতে পারেন, বাঙ্মলের শোধনই ভবরোগের চিকিৎসা, বাঙ্মলের শোধনই, প্রকৃত যোগ সাধন। বাক্ ও মনঃ বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, সূক্ষ্ম বাক্ ও মন এক পদার্থ, শরীরও বাক্ বা শব্দেরই পরিণাম। অতএব মনোমলের শোধন, ও কায়মল শোধন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বাঙ্মলেরই শোধন। অধুনা অনেকের ধারণা হইয়াছে, আহারের সহিত ধর্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, অপশব্দের ও সাধুশব্দের ব্যবহার, ভিন্ন ফল প্রসব করেনা, সাধুশব্দের ব্যবহার দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, অপশব্দের ব্যবহার দ্বারা ও, তদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। "আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই," এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, যদ্দারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, শরীরের পোষণ হয়, তাহাই আহার করা উচিত, আহারের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদ করা অজ্ঞোচিত, সাত্ত্বিক আহার দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, অভ্যুদয় হয়, মিথ্যাজ্ঞানই এইরূপ বিশ্বাসের উৎপত্তি হেতু। আহারের সহিত ধর্ম্মের—উন্নতিও অবনতির কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, তাহা জানেন না, তাঁহারা তাহা জানিবার যথোচিত চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা আহারেরও সমীচীন তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা গর্ব্বান্ধ বিজ্ঞান কূপমণ্ডুক। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহারা পৃথিবীর কোনরূপ হিত সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের নাম কীর্ত্তনীয় রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, বোধহয়, কেহই এইরূপ অসার কথা বলেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহই যদ্দারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, শরীরের পুষ্টি হয়, নির্ব্বিশেষে তাহাই আহার করেন নাই, আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নামক সম্ভাষণে, আমি তোমাকে দেখাইব, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য কোবিদগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। যাঁহারা সাত্ত্বিক আহার করেন, তাঁহারা অনেকতঃ সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া থাকেন রিন্হোল্ড (Dr. Reinhold) প্রভৃতি বিজ্ঞান কুশল চিকিৎসকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সাত্ত্বিক আহার যে, চিত্তকে সত্ত্বগুণ প্রধান করেন, বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদিগের ইহা বিনিশ্চিত

হইয়াছে। * বাহ্যজগৎ হইতে যাহা আহৃত হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা "আহার"। শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত যাহা গৃহীত হয়, তাহা শারীর আহার। আহারের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বশতঃ যে, শরীরের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি হইবে, তাহা দুর্ব্বোধ্য বিষয় নহে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'আহারের শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি—বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইয়া থাকে ("আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ)। অতএব বলা যাইতে পারে (ছান্দোগ্যোপনিষৎ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে সত্য বচন বলিয়া, বিশ্বাস করিব কেন, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা কিছু বলিতেছি না) অন্তঃকরণের শুদ্ধি, আহারের শুদ্ধির অপেক্ষা করে, আহারের শুদ্ধি বিনা মনের শুদ্ধি হইতে পারে না। আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, আহারের শুদ্ধি এবং আন্তর ও বাহ্য শৌচ এক পদার্থ, পতঞ্জলিদেব আন্তর বা বাহ্য শৌচের যে সকল সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন, ছান্দোগ্যোপষিদে আহার শুদ্ধির দ্বারা অনেকতঃ তদ্রূপ ফল নিষ্পত্তির কথাই উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ "আহার শুদ্ধি," এই শব্দ দ্বারা যে, কায়মলের, মনোমলের ও বাঙ্‌মলের শুদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহা বিশদীকৃত হইবে।

জিজ্ঞাসু—ছান্দোগ্যোপনিষৎ "আহারশুদ্ধি", এই শব্দ দ্বারা যে, কায়মলের

---

* "The most important dietetic question is not what we can eat but what we should eat, in oder to attain the highest degree of health, that is to be normal once more.

Vegetarianism insures against contagion. During the Cholera epidemic of 1832 in New York, the vegetarians escaped the pestilence."—

"I charge that the general tendency of the profession is to depreciate the impotance of personal and municipal cleanliness and to inculcate a reliance on drug-medicines, Vaccination, and other unscientific expedients,"—Alexander. M. Ross. M. D.F.R. S. L. Eng. Member of the colleges of Physicians and Surgeons of Quebec and Ontario etc.

বাঙ্‌মলের এবং মনোমলের শুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমার কাছে ইহা অশ্রুত পূর্ব্ব কথা বলিয়াই বোধ হইতেছে। "আহার" শব্দের যে অর্থ অবগত হইলাম, তাহাতে আহার শুদ্ধি দ্বারা যে, কায় ও মনোমলের শুদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আহার শুদ্ধি যে, বাঙ্‌মলের শুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে, তাহা এখনও, সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তবে বাক্‌ বা শব্দ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বাঙ্‌মলের শোধনই শারীর মল ও মনোমলের শোধন, আপনার কৃপায় কোন দিন তাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইবে। এখন "মল" কোন্‌ পদার্থ, তাহা বলুন, মলের স্বরূপাবলোকন হইলেই, শৌচের স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাইব।

ক্রমশঃ

যোগতত্ত্ব।

পাতঞ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত স্বাধ্যায় তত্ত্বাবলোকন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্‌, এস্‌, সি, এম্‌, বি,

ঋগ্বেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বাধ্যায়ের প্রশংসা—

"যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ম্‌ ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্‌॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।২।২৪ ও
তৈত্তিরীয় আরণ্যক। *

মন্ত্রটীর অর্থ—যে পুরুষ বাঙ্‌মাত্র নিষ্পাদ্য (যাহার নিষ্পাদনে বাগিন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের প্রযত্ন অপেক্ষিত হয় না) বেদের অধ্যয়ন করেন,

---

* তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি। যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি॥" মন্ত্রটীর এইরূপ পাঠ আছে। পূজ্যপাদে সায়ণাচার্য্য ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন্ত্রটীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের অভিপ্রায় আরণ্যকে প্রদর্শিত হইয়াছে ("দ্বিতীয় চতুর্থ পাদয়োরভিপ্রায় আরণ্যকে দর্শিতঃ।"

বেদ সেই পুরুষকে, তাঁহার সমস্ত পাপ ক্ষয় পূর্ব্বক মোক্ষ পর্য্যন্ত উত্তম গতি প্রদান দ্বারা প্রিয় সখার ন্যায় অতি স্নেহে পালন করেন। যিনি বেদের অধ্যেতা, তিনি বেদের সখা, কারণ বেদের অধ্যেতা বেদাধ্যয়ন দ্বারা বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের নিবারক হইয়া থাকেন, বেদের অধ্যেতা বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের নিবারক হওয়ায়, বেদের উপকারক হ'ন। বেদ, এতাদৃশ উপকারক সখাকে জানিয়া থাকেন, বেদ, বেদের অধ্যেতাকে কদাচ বিস্মৃত হ'ন না। বেদ, বেদের অধ্যেতাকে জানিয়া থাকেন, ইঁহাকে কদাচ বিস্মৃত হ'ন না, এই নিমিত্ত বেদকে "সচিবিৎ" বা "সখিবিৎ" (যিনি সখাকে জানেন, তিনি সচিবিৎ বা সখিবিৎ) বলা হইয়াছে। যে বেদ, বেদের অধ্যেতাকে কখন বিস্মৃত হ'ন না, নিরন্তর বেদাধ্যায়ীকে যে, বেদ কদাচ পরিত্যাগ করেন না, অপিচ নিরন্তর বেদাধ্যয়নকারীর অধীন—স্নেহ বশীভূত হইয়া পড়েন, এবম্প্রকার সখিবিৎ ও স্বয়ং পরমসখা সেই বেদের স্বাধ্যায়কে (বেদাধ্যয়নকে) যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, সে অত্যন্ত হতভাগ্য। যাহার আয়াস রহিত'—বাঙ্মাত্র নিষ্পাদ্য, পরম হিতকর বেদাধ্যায়নের ভাগ্য নাই, তাহার যে, মহা-প্রয়াস সাধ্য অনুষ্ঠানের বা তৎফল প্রাপ্তির ভাগ্য থাকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। স্বাধ্যায় ত্যাগী যদি কদাচিৎ কোন বিদ্বৎ সভাতে উপবেশনপূর্ব্বক বহুশাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার বহুশাস্ত্র শ্রবণ অনর্থক হইয়া থাকে, পুরুষার্থ পর্য্যবসানের অভাব হেতু (বহুশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া), তাহার বহুশাস্ত্র শ্রবণ নিষ্ফল হয়। বেদত্যাগী, সুকৃত পন্থা—পুণ্যানুষ্ঠান মার্গ জানিতে পারে না, বেদ ভিন্ন প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তি পথের অন্য কেহ উপদেষ্টা নাই, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম একমাত্র বেদই যথার্থভাবে তাহা বলিতে পারেন। আগম ব্যতিরেকে কেবল তর্ক দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনিশ্চয় হয় না। অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিদিগের যে জ্ঞান, তাহাও আগম পূর্ব্বক। আগমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত যথা প্রয়োজন বিশুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত হইয়াছিল, তাঁহারাই ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানই, ঋষিত্ব প্রাপ্তির হেতু। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ঋষিদিগের যে জ্ঞান, তাহাও আগম-পূর্ব্বক। * স্বাধ্যায় ত্যাগীর যে কেবল সুকৃত জ্ঞানের অভাব হয়, তাহা নহে,

* "ন চা গমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।
ঋষীণামপি যদ্ জ্ঞানং তদপ্যাগম হেতুকম্॥"—বাক্যপদীয়।
"আগমিনঃ সর্ব্বে সুদূরমপিগত্বা স্বভাবং ন ব্যতিবর্ত্তন্তে। অদৃষ্টার্থানাং

ইহার মহৎ দুরিত ও (পাপ) হইয়া থাকে। স্বাধ্যায় বিনা যখন সুকৃত মার্গ জানা যায় না, স্বাধ্যায় ত্যাগী যখন মহৎ পাপভাজন হয়, তখন সুকৃত মার্গ জিজ্ঞাসুর পাপভীরু, আত্মহিতার্থীর স্বাধ্যায় অবশ্য অধ্যেতব্য।

স্বাধ্যায় ও প্রবচন এই দুইটীই যে, পরম পুরুষার্থের প্রধান সাধন, তৈত্তিরীয় উপনিষদে বহু ঋষির শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন বিষয়ক মত ভেদের উপন্যাস পূর্ব্বক, তাহাই স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে।

রথীতর নামক মুনির পুত্র সদা সত্যবাদী ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার "সত্যবচা" এই নাম হইয়াছিল। সত্যবচার মতে সত্য বচনই উত্তম কর্ম্ম, ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন। পুরুশিষ্ট মুনির পুত্র নিত্য তপের অনুষ্ঠান করিতেন, এইজন্য তাঁহার "তপোনিত্য" এই নাম হইয়াছিল। তপোনিত্যের মতে তপই পরম পুরুষার্থ সাধন। মৌদ্গল্য (মুদ্গল মুনির পুত্র) নিরন্তর স্বাধ্যায়-প্রবচন দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, স্বাধ্যায় (নিত্য বেদাধ্যয়ন) ও প্রবচন (অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ) করিয়া, মৌদ্গল্য দুঃখ রহিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার "নাক" এই নাম হইয়াছিল। "ক" শব্দের অর্থ সুখ, ন ক = অক। "অক" শব্দ দুঃখের বাচক; যাহাতে অক—দুঃখ নাই, তাহা "নাক"। স্বর্গে দুঃখ নাই বলিয়া, "নাক" শব্দ স্বর্গের বাচক। নিত্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে নিরত, সদা সন্তুষ্ট, মৌদ্গল্যের চিত্ত সর্ব্বদা দুঃখ রহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি "নাক" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অত্যন্ত রহস্যদর্শী (সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরূপণ পটু) মৌদ্গল্য স্বাধ্যায় ও প্রবচন এই দুইটীকেই উত্তম কর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্র সমূহে তপের বিস্তর প্রশংসা আছে; অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, "নাক" ঋষি শ্রুতি-শাস্ত্র প্রশংসিত তপকে উত্তম কর্ম্ম রূপে অবধারণ না করিয়া, স্বাধ্যায়-প্রবচনকে উত্তম কর্ম্ম

কর্ম্মণাংফলনিয়মে স্বভাবজ্ঞানং ন তর্কৈঃসাধ্যম্। অনবস্থিত সাধর্ম্ম্য—বৈধর্ম্ম্যেষু নিত্যমলব্ধ নিশ্চয়েষু পুরুষতর্কেষ্বনাশ্বাসাদ্ ইত্যাগম মূলক এব ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় ইত্যর্থঃ। ন চ ঋষয়োঽতীন্দ্রিয় দ্রষ্টারঃ স্বভাবং নির্ণয়ন্তি তদ্বচসাচান্যে ইতি ন দোষঃ। আগমোক্ত ধর্ম্ম সংস্কৃতানামেব ঋষিত্বেন তজ্জ্ঞানস্যাপ্যাগম পূর্ব্বকত্বাৎ।"—বাক্যপদীয়টীকা।

বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন কেন? এতদ্দ্বারা স্বাধ্যায়-প্রবচনবাদি-নাক ঋষির কোন হানি হয় নাই, কারণ স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান তপোরূপ, স্বাধ্যায় ও প্রবচন তপঃ হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহে। "তদ্ধিতপস্তদ্ধিতপঃ"—অর্থাৎ স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপঃ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, বেদের গ্রহণ ও অধ্যয়ন, অকাল মেঘাদিতে নিষিদ্ধ হইলেও, ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়ন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিবৎ তপোরূপ বলিয়া, অকাল মেঘাদিতে নিষিদ্ধ নহে, ব্রহ্মযজ্ঞের অনধ্যায় নাই। যে ব্যক্তি অবর্জ্জন পূর্ব্বক (বাদ না দিয়া) স্বাধ্যায়ের (ব্রহ্মযজ্ঞের) অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি মরণের পর উত্তম স্বর্গলোকে আরোহণ করিয়া থাকে, জীবন বেলাতেও (জীবদ্দশাতে ও) সে পংক্তি পাবন বলিয়া, সমানদিগের মধ্যে উত্তম হয়, আদরণীয় হইয়া থাকে। বিত্তপূর্ণ পৃথিবী সদ্‌ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে, অনেক ভোগোপেত যাদৃশ স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা তাদৃশ বা ততোঽধিক সুখময় স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অধিকন্তু, নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ রূপ স্বাধ্যায় নিরত পুরুষ অক্ষয্য—পুনরাবৃত্তি রহিত লোকে গমন করেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না, তাঁহাকে আর অবশভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না, তিনি পরব্রহ্মের সাযুজ্য বা মোক্ষ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মযজ্ঞের দুইটী অনধ্যায় আছে; ব্রহ্মযজ্ঞ কর্ত্তা যদি স্বয়ং অশুচি হন, যদি তাঁহার আন্তর ও বাহ্য শৌচের অভাব হয়, তাহা হইলে, অথবা যে দেশে স্বাধ্যায়, অধীত হইবে, সেই দেশ যদি মূত্র পুরীষাদি দ্বারা অশুচি হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্মযজ্ঞ নিষিদ্ধ, এই দুইটী ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞের তৃতীয় অনধ্যায় হেতু নাই। অন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে দ্রব্যাদির অর্জ্জন আবশ্যক, ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানে দৈবতই সামগ্রী, ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানে অর্থবোধ পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে, একাগ্রচিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে প্রীত করাই, একমাত্র সাধন, ইহাতে অন্য কোন বাহ্য সাধন অপেক্ষিত হয় না। অতএব ব্রহ্মযজ্ঞ যজ্ঞান্তর হইতে 'অনায়াসসাধ্য'। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্মযজ্ঞের যজ্ঞান্তর হইতে অনায়াস সাধ্যত্ব ও অধিকতর ফল প্রদত্ব প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মযজ্ঞের আত্মার ও দেশের অশুচিত্ব, এই দুইটী অনধ্যায় কারণ ব্যতীত তৃতীয় অনধ্যায় হেতু নাই, দেবতা তুষ্ট হইলেই, ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলসিদ্ধি হয়, ইহাতে কালাদির বৈকল্য শঙ্কা নাই; ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানের সামগ্রী প্রয়াস সাধ্য নহে। বিদ্বান্ পুরুষ কালবিষয়ক, আসনাদি নিয়ম বিষয়ক, দেশ বিষয়ক শ্রদ্ধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যথা শক্তি স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন দ্বারা নিজ অপেক্ষিত সর্ব্ব লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অগ্নি, পাপীদিগের পাপ শোধক, পাপিগণের পাপ শোধনার্থ অগ্নি সমুৎপন্ন হইয়াছেন। স্মৃতিকারেরা এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ভাণ্ডাদির পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। অত্যন্ত মলিন বস্ত্র যখন অল্প জলে প্রক্ষালিত হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, বস্ত্রের সর্ব্ব মালিন্য জলে প্রবেশ করে, এইরূপ শোধনীয় বস্তুগত পাপ, পাবক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। অগ্নিতে আহুতি দিলে, দেবতারা অগ্নিগত পাপকে বিনষ্ট করেন। আহুতি গত কৃৎস্ন পাপ যজ্ঞ দ্বারা, যজ্ঞগত পাপ, দক্ষিণা দ্বারা, দক্ষিণাগত পাপ, দক্ষিণা প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ দ্বারা, ব্রাহ্মণ গত পাপ, তত্তৎ মন্ত্রগত গায়ত্র্যাদি ছন্দ সমূহ দ্বারা, ছন্দোগত পাপ স্বাধ্যায় দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্বাধ্যায়গত পাপ কাহা দ্বারা অপহৃত হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ স্বাধ্যায়গত পাপের অন্য নিবর্ত্তক নাই, স্বাধ্যায় স্বয়ং অপহৃত পাপ্মা, কোন পাপ স্বাধ্যায়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। স্বাধ্যায় দেবতাদিগেরও শোধক। দেবতারা পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্য ছিলেন, স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন ও বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বাধ্যায়ের প্রভাবে মনুষ্য শুদ্ধ হইয়া, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব স্বাধ্যায় দেবতাদিগেরও শোধক। *

---

* "সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধিতপস্তদ্ধি তপঃ॥"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

"য এবং বিদ্বান্ মেঘে বর্ষতি বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যবস্ফূর্জতি পবমানে বায়াবমাবাস্যায়াং স্বাধ্যায়মধীতে তপএব তত্তপ্যতে তপো হি স্বাধ্যায় ইতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"উত্তমং নাকং রোহত্যুত্তমঃ সমানানাং ভবতি যাবন্তং হ বা ইমাং বিত্তস্য পূর্ণাং দদৎস্বর্গং লোকং জয়তি তাবন্তং লোকং জয়তি ভূয়াংসং চাক্ষয্যং চাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"তস্য বা এতস্য যজ্ঞস্য দ্বাবনধ্যায়ৌ যদাত্মাহশুচির্যদ্দেশঃ—ইতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"সমৃদ্ধিদৈবতানি—ইতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"য এবং বিদ্বান্মহারাত্র উষস্যুদিতে ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানোহরণ্যে গ্রামে বা যাবত্তরসং স্বাধ্যায়মধীতে সর্ব্বাল্লোঁকাঞ্জয়তি সর্ব্বাল্লোঁকাননৃণোহনুসঞ্চরতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

জিজ্ঞাসু—বাবা! শ্রুতি হইতে স্বাধ্যায়ের বহু প্রশংসা শুনাইলেন, কিন্তু আমি যাহা শুনিলাম, তৎসমুদায়ের অভিপ্রায় কি, তাহা আমার সম্যগ্রূপে বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় নাই। আমি যে স্বাধ্যায়ের শ্রৌত প্রশংসা বাক্য সকলের আশয় সম্যগ্রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব, তাহা কখন সম্ভবপর নহে, তাহা করিতে পারিব, আমি কখন এইরূপ আশাও করি নাই, কারণ আমার তাদৃশ সংস্কার নাই। তবে ইহা আমি একাধিকবার স্বীকার করিতেছি, আমি যাহা যাহা শুনিলাম, তাহারা অতিমাত্র সারগর্ভ কথা, তাহাদের গর্ভে বহু লৌকিক ও অলৌকিক সত্য বিরাজমান আছে। যদি কখন এই সকল মহামূল্য উপদেশের অভিপ্রায় যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি হয়, তবেই আপনার শ্রম সার্থক হইবে। অধুনা, স্বাধ্যায় দ্বারা কিরূপে সত্য বদন, তপশ্চরণ, যোগসাধন ইত্যাদি সাধন-সাধ্য ফল প্রাপ্তি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—যে ব্যক্তি নিরন্তর যথাবিধি স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন করে, তাহার মিথ্যা বলিবার প্রসঙ্গ-অবসর হইতে পারে না। কি সত্য, কি মিথ্যা, বেদ ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে তাহা পূর্ণভাবে জানা যায় না। বিজ্ঞানাদি দ্বারা ব্যবহারিক সত্যের রূপ কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অলৌকিক সত্যের লৌকিক—অলৌকিক সত্য স্বরূপ বেদই একমাত্র দর্শন। পদার্থ পরিচয়ের,—পদার্থকে চিনিবার, বিশ্বস্ত বা আপ্ত পুরুষের বাক্যই প্রধান উপায়, সত্যজ্ঞানমাত্রেই আপ্তোপদেশমূলক। পূর্ব্বে এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষি বা যোগীদিগের জ্ঞানও আগমমূলক, ঋষি বা যোগীদিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। বাক্যই, কি লৌকিক কি অলৌকিক, কি তাত্ত্বিক, কি অতাত্ত্বিক সমুদায় পদার্থের প্রকাশক, শব্দ ব্যতিরেকে কোন রূপ প্রত্যয় হইতে পারে না, জ্ঞান মাত্রেই শব্দানুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। যে কোন অর্থের বিবক্ষু পুরুষ, পূর্ব্বে মন দ্বারা সেই অর্থের যথাবস্তু পর্য্যালোচনা করে এবং তদনন্তর তদর্থের বাচক শব্দের স্মরণ করিয়া থাকে। মানস যথাবস্তু ভাষণকে "ঋত," এবং বাচিক যথাবস্তু-

---

"অগ্নিং বৈ জাতং পাপ্মা জগ্রাহ তং দেবা আহুতীভিঃ পাপ্মানমপাঘ্নন্নাহুতীনাং যজ্ঞেন যজ্ঞস্য দক্ষিণাভির্দক্ষিণানাং ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণস্য ছন্দোভিশ্ছন্দসাং স্বাধ্যায়েনাপহত পাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবপবিত্রং বা এতত্তং যোঽনূৎসৃজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে তদেষাঽভ্যুক্তা—ইতি।" তৈত্তিরীয় আরণ্যক

ভাষণকে "সত্য," এই নাম দ্বারা উক্ত করা হয় ("তদিদং মানসং যথাবস্তু ভাষণমৃতমুচ্যতে। বাচা যথা বস্তুভাষণং সত্যম্।"—ঋগ্বেদ ভাষ্য ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।) বিশ্বজগতে লৌকিক—লোক প্রসিদ্ধ—লোক বিদিত ও অলৌকিক (যাহা লোক প্রসিদ্ধ নহে) যত পদার্থই থাকুক, ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, (ঋষিতত্ত্ব নামক সম্ভাষণ স্মর্ত্তব্য) তৎসমুদায়ের ব্যবহারোপযোগি নিত্য নাম আছে। মানুষ আদি সৃষ্টি সময় হইতে এই পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া, শুনিয়া শিখিয়াছে, শুনিয়া, শুনিয়া শিখিতেছে। মানুষের অন্য কোন উপায়ে কোন পদার্থের বোধ হয় না। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধান নিরত প্রতীচ্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদিগের শব্দ বিষয়ক সিদ্ধান্ত, ধীমান্ বিদ্বজ্জনের সমীপে বালকোচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনাদি-নিধন অনন্ত শব্দরাশিই, বৈদিক আর্য্যের "বেদ"। অতএব নিরন্তর বেদের যথা বিধি অধ্যয়ন দ্বারা যেরূপ সত্য ভাষণ হইবে, সেইরূপ সত্যভাষণ কি, অন্য কোন্ উপায়ে হইতে পারে? যিনি নিরন্তর স্বাধ্যায় করেন, পূর্ণভাবে সত্য ভাষণ, তাঁহা দ্বারাই হইতে পারে।

নিষিদ্ধ-বিষয়-প্রবণ ইন্দ্রিয়দিগের বলক্ষয় দ্বারা, উদ্ধতত্ব নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি শরীর শোষণরূপ তপঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ("তপঃ" শব্দ দ্বারা এ স্থলে অনশনাদি লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তপস্তত্ত্ব নামক সম্ভাষণে তপের স্বরূপ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, তপঃ যে, স্বাধ্যায় হইতে ভিন্ন নহে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।) দুষ্ট বিষয়ের কথা কি, স্বাধ্যায়শীলের বেদ ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা হয় না। অতএব স্বাধ্যায়শীলের বিষয়প্রবণ ইন্দ্রিয়দিগের উদ্ধতত্ব নিবারণার্থ অনশনাদি তপের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না, স্বাধ্যায় দ্বারাই তাঁহাদের কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপঃ সাধনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন, 'যে পুরুষ বিষয়ের ধ্যান করে, তাহারই বিষয়ে আসক্তি হয়; বিষয়াসক্তি হইতে কামাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।' যথার্থ স্বাধ্যায়শীলের যখন অন্য বিষয়ের ধ্যানই হয়না, তখন তাঁহার অনশনাদি শরীর শোষণরূপ তপের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে কেন? বিষয় ধ্যান নিবৃত্তি হেতু চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগের উপদেশ দিবার নিমিত্ত কৃৎস্ন যোগশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিষয় ধ্যান নিবৃত্তি স্বাধ্যায় নিরতের বিনা প্রয়াসে সিদ্ধ হয়। রহস্যদর্শী মৌদ্‌গল্য ঋষি এই সমস্ত বিচার পূর্ব্বক বলিয়াছেন, 'স্বাধ্যায়ই তপঃ', 'স্বাধ্যায়ই তপঃ।' প্রশ্ন হইবে, যাগানুষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বাধ্যায় পাঠ মাত্রে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে? তৈত্তিরীয় আরণ্যক এই রূপ প্রশ্নের

সমাধানার্থ বলিয়াছেন, 'স্বাধ্যায়ের অধ্যেতা, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি ক্রতু বা যজ্ঞ মধ্যে যে যে ক্রতুর সাঙ্গ অধ্যয়ন করিবেন, অধ্যেতার সেই সেই ক্রতু বা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, তিনি সেই সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবেন। * কায়িক, বাচিক ও মানস ভেদে যাগ ত্রিবিধ। স্বাধ্যায়ের অধ্যেতার বাচিক যাগ যে, নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কাহার বিবাদ থাকিতে পারেনা। স্বাধ্যায় অধ্যেতার, অধ্যয়ন কালে যদি মন্ত্রের অর্থ বোধ হয়, তাহা হইলে তাহার মানস যাগও যে, নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধ্যায়ের অধ্যেতার কেবল কায়িক যাগ নিষ্পন্ন হয় না। না হোক্, দ্রব্যার্জ্জন রহিতের কায়িক যাগানুষ্ঠানের অধিকারাভাব বশতঃ কায়িক যাগ নিষ্পন্ন না হইলেও, কোন হানি হয় না, বাচিক যাগ দ্বারাই সে কায়িক যাগানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। +

---

* "যং যং ক্রতুমধীতে তেঁন তেনাস্যেষ্টং ভবতি * * *—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

+ "যো হি নিরন্তরং স্বাধ্যায়ং পঠতি তস্যানৃত বদনে ক প্রসঙ্গঃ। তপোঽপ্যত্রার্থসিদ্ধং। নিষিদ্ধবিষয়প্রবণানামিন্দ্রিয়াণাং বলক্ষয়দ্বারেণোদ্ধতত্বং বারয়িতুং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা শরীর শোষ রূপং তপঃ ক্রিয়তে। স্বাধ্যায়পরস্য তু বিষয় মাত্রচিন্তৈব নাস্তি কুতো দুষ্টবিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ।

বিষয়ধ্যান নিবৃত্ত্যর্থমেব চিত্তবৃত্তিনিরোধ রূপং যোগং বক্তুং কৃৎস্নং যোগশাস্ত্রং প্রবৃত্তম্। সা চ বিষয়ধ্যান নিবৃত্তিঃ স্বাধ্যায়নিরতস্যাপ্রয়াসেনৈব সিদ্ধা। তত্র কিমনেন যোগশাস্ত্রেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা তপসা বা। অতএবাভিজ্ঞা আহুঃ—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ
ইষ্ট স্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ ইতি"—

এতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য মৌদ্গল্য স্তুদ্ধি তপস্তদ্ধি তপ ইতি প্রসিদ্ধি বাচকেন হি শব্দেন বীপ্সয়া চ স্বাধ্যায় প্রবচনয়োরত্যাদরং দর্শয়তি। ন চ স্বাধ্যায় পাঠ মাত্রেণ যাগানুষ্ঠানাভাবান্ন পুরুষার্থ ইতি শঙ্কনীয়ম। অয়মধ্যেতাঽগ্নিষ্টোম বাজপেয় রাজসূয়াশ্বমেধাদীনাং মধ্যে যং যং ক্রতুং সাঙ্গমধীতে, অস্যাধ্যেতুঃ পুরুষস্য তেন তেঁন ক্রতুনেষ্টং ভবতি। ত্রিবিধো হি যাগঃ। কায়িকো বাচিকো মানসশ্চেতি, তত্রাধ্যেতুর্বাচিকস্য নিষ্পত্তৌ নাস্ত্যেব বিবাদঃ। যস্ত্বধ্যেতাঽর্থমপি জানাতি তদাঽধ্যয়নকালে তদনুসন্ধানান্মানসোঽপি নিষ্পদ্যতে। কায়িকশ্চেন্নাস্তি, মাঽস্তু নাম দ্রব্যার্জ্জনরহিতস্যাধিকারাভাবাৎ। যস্যত্বধিকারঃ কায়িকমপ্যসৌ করোত্বিতরস্য তু বাচিকেনৈব তৎফলং লভ্যতে।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

জিজ্ঞাসু—অনেকতঃ নিরস্ত সংশয় হইলেও, এখন ও আমার এ সম্বন্ধে বহুবিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে।

বক্তা—যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে নির্ভয়ে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর। ক্রমশঃ

ভক্তের স্মরণ।

(১)

সকলেই কিছু ভক্ত নহে। যাহারা মূঢ়, ভগবানের সম্বন্ধে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, যাহারা শুধুই বিষয় বিষয় করে, যাহারা পূর্ণ মাত্রায় দেহকেই সব ভাবে, তাহারা ভক্ত হইতে পারে না। ভগবানের সম্বন্ধে যাহারা কিছু শুনিয়াছে অথচ যাহারা ভগবানের জন্য কিছুই করিতে চায় না, যাহাদের হৃদয় ভগবানের নিকটে আসিতেই চায় না, তাহারা নরাধম। ইহারাও ভক্ত নহে। যাহারা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছে, শুনিয়া যাহারা নিশ্চয় করিয়াছে ভগবান থাকা অসম্ভব, তাহাদের জ্ঞান, অজ্ঞান দ্বারা অপহৃত, ইহারা মায়াপহৃত জ্ঞান। ইহারাও ভক্ত নহে। আর যাহারা ভগবানের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে, শুনিয়া যাহাদের সুদৃঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু সেই জ্ঞান লইয়া যাহারা শ্রীভগবানকে দ্বেষ করে, সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত, ইহারা অসুর ভাবাশ্রিত। ইহারাও ভক্ত নহে। প্রথম প্রকারের মানুষ, মনুষ্য চর্ম্মাবৃত পশুর মত; দ্বিতীয় প্রকারের লোক মানুষ হইয়াছে কিন্তু অধম; তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের নরনারী জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত জ্ঞান এবং অসুর ইহারা ভক্ত হইতে পারে না—যতদিন ইহারা নিজের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা না করে। কেন ইহারা ভক্ত হয় না? ইহারা দুষ্কৃতশালী—ইহাদের কোন উত্তম কর্ম্ম নাই।

যাঁহারা সুকৃত শালী—যাঁহারা পরের উপকার করিবার জন্য নিজের স্বার্থ দেখেন না, যাঁহারা অন্যকে পীড়াদিতে পারেন না, যাঁহারা পরের নিন্দা অনুসন্ধান করেন না, যাহারা দীনদুঃখীকে দান করিয়া কৃতার্থ হইলাম মনে করেন, এই সমস্ত সুকৃতশালী পুরুষই ভক্ত হইতে পারেন। চারি প্রকারে নর নারী

ভক্ত হয়েন। ইঁহারা ভগবানকে ভজনা করেন এই জন্য ইঁহারা ভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকেন—যেমন কুপিত ইন্দ্রের ভয়ে ব্রজবাসী, অথবা জরাসন্ধ কারাগারে রাজনিচয়, অথবা বস্ত্রাকর্ষণে দ্রৌপদী অথবা কুম্ভীর গ্রস্ত গজেন্দ্র—ইঁহারা আর্ত্তভক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকেন, ইঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন; যেমন মুচুকুন্দ, জনক, শ্রুতদেব ইত্যাদি। ইঁহারা জিজ্ঞাসু। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ—কেহ বা ইহলোকে ভোগের জন্য শ্রীভগবানকে ডাকেন; কেহ বা পরলোকের ভোগের জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, যেমন উপমন্যু, ধ্রুব ইত্যাদি। ইঁহারা অর্থার্থী ভক্ত। চতুর্থ শ্রেণীর ভক্তগণ জ্ঞানী ভক্ত। শুক, সনক, নারদ, প্রহ্লাদ, পৃথু—ইঁহারা জ্ঞানী ভক্ত। এই জ্ঞানী ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ভগবান ছাড়িয়া একক্ষণও থাকিতে পারেন না। ইঁহারা সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে শ্রীভবানকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার ভজন লইয়াই থাকেন। ইঁহারা এক ভক্তি বলিয়াই শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন, যাহা শ্রবণ করিলেন তাহাই আলোচনা ক'রয়া মনে রাখেন, শাস্ত্রমত মনন করিয়া ধ্যান করেন, এই জন্য দর্শন পান। শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে আর স্মরণ ভুলে মরণ হয় না। তাঁহার রূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার লীলা, তাঁহার স্বরূপ—ইহার ভিতরেই ইঁহারা ডুবিয়া থাকেন। যাঁহারা দর্শন পান নাই—যাঁহারা শ্রীভগবানের কথা মাত্র শুনিয়াছেন, শুনিয়া পূর্ণ মাত্রায় শ্রীভগবানকে বিশ্বাস করিয়াছেন, বিশ্বাসে যাঁহাদের কোন প্রকার সংশয় নাই, তাঁহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত করেন—ইঁহারা বিপদে পড়িলে একমাত্র ভগবানকেই স্মরণ করেন, করিয়া বিপদ উত্তীর্ণ হয়েন। শেষে ইঁহারা দর্শন লাভ করিয়া শ্রীভগবানের মত অমর হইয়া যান।

আমরা এই শ্রেণীর ভক্তের স্মরণের কথাই বলিতে যাইতেছি। শাস্ত্র মুখে শ্রীভগবানের গুণের কথা শুনিয়া শুনিয়া, ইঁহারা শ্রীভগবানে সর্ব্বোতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন। ইঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন, যশোকীর্ত্তন লইয়াই থাকেন।

আহা! শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তন যাঁহারা করেন, শ্রীভগবানের গুণের কথা, স্বভাবের কথা যাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন কিছুতেই কি ভয় থাকে? মৃত্যু ভয়ও ইঁহাদের নাই। ইঁহারা মনে প্রাণে

শ্রীভগবানকে নিরন্তর বলেন "আমি তোমার"। "আমি তোমার" সাধনা করিয়া ইঁহারা নিজের ইচ্ছা আর রাখেন না—সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব ভাবনায়, শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী হইয়াই ইঁহারা দিনপাত করেন। শ্রীভগবান্ হাতে ধরিয়া এই ভীম ভবার্ণব পার করিয়া দিবেন ইহাই তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস। কিছুতেই ভয় নাই, কিছুতেই উদ্বেগ নাই। যদি কিছু ব্যাকুলতা ইঁহাদের থাকে, সে ব্যাকুলতা ইঁহাদের শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন জন্য। শ্রীভগবান দেখা দিবেনই নিশ্চয়, দেখা দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার আজ্ঞা পালই একমাত্র কার্য্য ইঁহাদের।

শ্রীভগবানের স্বভাবের কথা শুনিয়া যাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা বড়ই ভাগ্যবান্। শ্রীভগবানের স্বভাবটি কি? তাঁহার গুণ কি? ইহাই একটু আলোচনা করা যাউক।

আহা! বল দেখি যিনি তোমায় আমায় যোগ্যতা আছে কিনা, ইহা না দেখিয়াই, নিজের উদার স্বভাবে আমাদের নিত্য মঙ্গল দান করেন"পরন্তু যোগ্যতা-পেক্ষা রহিতে। নিত্য মঙ্গলং দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাৎ" বল দেখি এমন ভগবানকে তুমি "নমঃ নমঃ" ন মম, ন মম—ঠাকুর আমার কিছুই নাই, সবই তোমার—ইহা বলিবে না ত আর কাহার প্রতি নমঃ প্রয়োগ করিবে? নিজ দাসের মৃত্যুকে মারিয়া যিনি ইষ্ট প্রদান করেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজিবে—তাই বল? আহা! যিনি নিজ মুখে বলিতেছেন ওরে আমিই তোদের গতি—নদীর গমন স্থান যেমন সাগর, আমি তোদের সেইরূপ গতি, যিনি তোমাকে আমাকে সকলে খাইতে দিতেছেন, যিনি ভর্ত্তা—ভরণ পোষণ কর্ত্তা-স্বামী, যিনি নিজ মুখে বলিতেছেন ওরে "আমারই তোরা" আমিই তোদের প্রভু, যিনি বলিতেছেন আমিই তোদের শুভাশুভ সব দেখিতেছি, যাহা ভাল তাহাই তোদের জন্য করিতেছি—তোরা সব সহ্য করিয়া আমার দিকে চাহিতে শিক্ষা কর, তোরা আমাতেই বাস করিস্—আমিই তোদের সকল দুঃখ দূর করিয়া দি, আহা! নিজের গুণ তোমার আমার জন্য যিনি নিজ মুখে বলিয়া দিয়াছেন, বলিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃশরণং সুহৃৎ" তাঁহাকে ডাকিবে না ত ডাকিবে কাহাকে? তাঁহাকে ভজিবে না ত ভজিবে কাহাকে? তাঁহার ভক্ত হইবে না ত ভক্ত হইবে কার? যিনি ক্ষমাসার, যিনি তোমার আমার সকল দোষ, সকল পাপ ক্ষমা করিয়া, মাতার মত বক্ষে লইয়া আদর করেন—সব ভুলাইয়া, সব ছাড়াইয়া নিজের কাছে রাখেন, বলনা এখন সুহৃদ্ তোমার কে আছে? যিনি নিজ মুখে বলিতেছে—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" ক্লীব ভাব, কাতর ভাব প্রাপ্ত হইও না আমি তোমার আছি; "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ" পারি না—পারিব না ইহা আর বলিওনা—আমি তোমার আছি তুমি পারিবেই, আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ কর, তুমি মরিবে না, ভয় নাই তুমি আমারই মত অমর, দেহ মরিলেও তোমার মৃত্যু নাই, তোমাকে সংহার করিতে পারে—আমার প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই, তুমি আমার আজ্ঞামত চল—আমাকে স্মরিয়া, সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, আমার প্রদর্শিত আজ্ঞা পালন করিয়া চল, সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবনা আমাকে স্মরিয়া স্মরিয়া, আমাকে জানাইয়া করিয়া চল, তুমি কর্ম্ম করিয়া চল—কি ফল হইল, না হইল, তাহাতে লক্ষ্য রাখিওনা, তোমার নিজের কোন কামনা রাখিও না, আমিই তোমার আত্মা হইয়া তোমার হৃদয়ের রাজা—তুমি আমার জন্য সব কর—করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাক, দুঃখ কেন, উদ্বেগ কেন, সুখই বা কেন, ভয়, ক্রোধ এই সবই বা কেন—আমি যে তোমার আছি; কোথাও আর স্নেহ রাখিওনা—আমিই সব সাজিয়াছি—আমাকেই সবে দেখ, আমাতেই সব দেখ, দেখিয়া আমাকেই ভাল বাস—শুভাশুভ যাহা আসে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সবই আমি পাঠাইতেছি, তোমার মঙ্গলের জন্য, মনে করিয়া, সব সহ্য করিয়া, আমাকে স্মরণ করিয়া চল—স্থির জানিও "নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" আমার ভক্ত কখন ছিন্নাভ্রমেঘের মত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; "তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" আমি আমার ভক্তকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি; আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমার সমস্ত পাপ পুঁছিয়া দিয়া, কোলে করিয়া লইব, তোমাকে মুক্তি দিব আহা! এমন ভগবানকে ভজিবে না ত কাহাকে ভজিবে তাই বল?

(২)

ভক্তের স্মরণের কথা—অন্য প্রকার করিয়া বলিতে চাই—ইহার মত প্রয়োজনীয় কথা আর ত নাই। এই স্মরণের পুনরুক্তিতে দোষ কি? ইহা ত শুধু পড়িয়া দেখিবার কথা নহে—ইহা যে করিবার কথা। যতক্ষণ স্মরণ অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ নানাভাবে এক কথাই বলা উচিত মনে করি।

সর্ব্বত্র ভগবান্ আছেন, সকলকে তিনি রক্ষা করেন, স্মরণ করিলেই সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তিনি ভক্তকে দুঃখ হইতে, অসুবিধা হইতে, বিপদ হইতে ত্রাণ করেন। ইহার রূপ গুণ, স্বরূপ স্মরণই কর্ত্তব্য।

যে ভক্ত ভগবানকে দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে স্মরণ সহজ। যিনি দেখেন নাই তিনি কি করেন? পিতার ফটো যিনি দেখেন, কিন্তু পিতাকে দেখেন নাই, তিনি, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় শুনিবেন, মনন করিবেন, ধ্যান করিবেন—তবেই পিতৃদর্শন হইবে। ভক্তের কার্য্যও এইরূপ। যাঁহারা ভগবানকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা ভগবানকে পাইয়াছেন, যাঁহারা ভগবানের জাগতিক লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থে ভগবানে জন্ম, কর্ম্ম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে; ভগবান্ আপনি যাহা বলিয়াছেন সে মত কার্য্য করিতে হইবে, লীলাতে ভগবানের নাম করিয়া করিয়া, নাম জপিয়া জপিয়া, শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ ভাবনা করিতে হইবে। ঋষিগণ বলেন তত্ত্বচিন্তা, শাস্ত্রচিন্তা, মন্ত্রচিন্তা, তীর্থচিন্তা—এইগুলি পরে পরে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রবল অস্ত্র। যাঁহার মন শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, ভগবানের ও ভক্তের আলাপ পড়িয়া যিনি তাহাতে ডুবিতে পারিয়াছেন, যিনি দেহের পীড়াতে, বা সাংসারিক বিপদকালে মনকে ভগবৎ চিন্তা করাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, সকল বিপদে বা সম্পদে যিনি মনকে ভগবানে রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই সংসার জয়ী মহাপুরুষ। কিন্তু সদাচার, শুদ্ধ আহার, আজ্ঞাপালনে, সর্ব্বার্পণ কর্ম্মে, যাহার মন পবিত্র হইয়াছে তিনিই ইহা পারিবেন।

তবেই হইল ভক্ত ভগবানের ভাবনা করিবেন, সেই জন্য ভগবানের আজ্ঞা মত কার্য্য করিবেন। যে কর্ম্মই করুন তাহাতে ভগবানের স্মরণ চাই—সেই স্মরণ জন্য আবার তাঁহার কথা, তাঁহার স্বরূপের কথা শুনা চাই। প্রধানতঃ নিত্য কর্ম্মাদি নিয়ম মত করা চাই। এক কথায় ভাবনা চাই এবং সেইজন্য কর্ম্ম চাই। কিন্তু কর্ম্ম করায় বিঘ্ন অনেক। ব্রাহ্মণকে নিত্য তিন বেলায় সন্ধ্যা ইত্যাদি করিতে হয়। এই সম্বন্ধে বিঘ্ন কিরূপ তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

"স্বরতো বর্ণতো বা"—যখন শুনি মন্ত্রগুলির উচ্চারণ যথানিয়মে স্বরের সহিত করিতে হইবে, যখন শুনি মন্ত্র সমস্ত বর্ণতঃ কোথাও অশুদ্ধ থাকিবে না, যখন শুনি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া অর্থের সহিত করিতে হইবে, আর ঐ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, মনে হয়, ঠিক হইল না, তখন হতাশ হইয়া পড়ি; মনে হয় আহা! কিছুই ত হইতেছে না। কিন্তু আবার যখন মনে করি

আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্॥ বিষ্ণুপুরাণ।

ইহার স্মরণে আবার আয়াস কি? স্মরণ করিলেই ইনি দুঃখ দূর করেন, অজ্ঞান নাশ করেন। অহর্নিশ স্মরণে পাপক্ষয় হয় আর নূতন পাপ আইসে না।

যখন শুনি—

যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম গৃণন্তি মর্ত্যালয় কাল এব।
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাংস্তানেব যোগৈরপি চাধি গম্যান্॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন—রাম! তোমার পবিত্র নাম যে সকল মনুষ্য মৃত্যুকালে অজ্ঞানেও উচ্চারণ করে তাহারাও যোগ্য লভ্য, ব্রহ্মলোকের উপরিস্থিত সান্তানক লোকে গমন করে; যখন শুনি "মরা ময়া" জপিয়াও হয়—তখন আশা হয়—গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে, তোমার কথা শ্রবণ করিয়া—নিত্যক্রিয়া সমস্ত যথাসাধ্য ভাবে সম্পাদন করিয়া, সর্ব্বদা তোমায় স্মরিয়া স্মরিয়া, দুর্গা দুর্গা করি—রাম রাম করি, ইহাও ত পারি না—তথাপি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি—তুমি যদি কৃপা কর, তবে আমার নিশ্চয়ই হইবে, আর অনন্ত করুণা তোমার—তুমি করুণা করিয়া আমার পক্ষ্যে না দাঁড়াইলে—হে অগতির গতি! আমার গতি আর কে করিবে? এই ভাবে তোমাকে জানাই, প্রার্থনা করি, চেষ্টা করি—লোকের কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া করিব কি? কিছুই শিক্ষা পাই নাই, কিছুই জানি নাই, কিছুই পারি নাই, কিছুই পারি নাই তথাপি তুমি আছ বিশ্বাস করি, করিয়া যথাসাধ্য নিত্য কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বদা তোমার স্মরণে তোমার নাম লইয়া থাকিতে চেষ্টা করি—ইহাতে যা হয় হইবে—আর কি করিব? সব সহ্য করিয়া সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে চেষ্টা করি—আর আর বিধি নিষেধও যথাসাধ্য পালন ত্যাগে চেষ্টা করি—এখন তুমি যা কর—তাহাই আমার হইবে।

(৩)

এখন ভক্তের স্মরণে কি হয় বিষ্ণুপুরাণ ধরিয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি।

পিতা পুত্রকে গুরুর হাতে দিয়াছেন। পুত্র গুরুগৃহে বালপাঠ্য সমস্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। বালক একদিন গুরুর সহিত পিতার নিকটে গিয়াছেন। পিতা অতিশয় দাম্ভিক। সর্ব্বদা তিনি বলিতেন আমাপেক্ষা বড় আর কে আছে? আমি আমার বাহুবলে সমস্তই অর্জ্জন করিয়াছি। পুত্র পিতাকে প্রণাম করি-

লেন। পিতা পুত্রকে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন পুত্র! এতদিন যাহা পাঠ করিয়াছ তাহার সারভূত কিছু আমাকে বল।

পুত্র। পিতঃ—যাহা আমার মনে আছে তাহার সারভূত কথা আপনার আজ্ঞায় বলিতেছি শ্রবণ করুন।

আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, জন্ম নাই, বৃদ্ধিক্ষয় নাই, সর্ব্বকারণের কারণ সেই মহাত্মা অচ্যুতকে আমি প্রণাম করি।

আমি পিতা আমার নাম নাই—অচ্যুত? পিতা একবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। অধর পল্লব স্ফুরিত হইয়া উঠিল। ক্রোধসংরক্ত লোচনে গুরুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মবন্ধো! এ কি! তুমি বালককে কি গ্রহণ করাইয়াছ? বালক এই অসার বাক্য কোথা হইতে শিখিল?

গুরু। প্রভো! কোপের বশীভূত হইবেন না। এই বালক আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না।

পিতা তখন পুত্রকে বলিলেন বৎস। কে তোমাকে এইরূপ অনুশাসন করিয়াছে বল। তোমার গুরু বলিতেছেন তিনি তোমাকে এই সব শিক্ষা দেন নাই।

পুত্র।—তাত! বিষ্ণু সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই এই অশেষ জগতের শাসন কর্ত্তা। সেই পরমাত্মা ভিন্ন "কঃ কেন শাস্যতে" কে কাহাকে শাসন করিতে পারে?

পিতা। সুদুর্ব্বুদ্ধে—কে এই বিষ্ণু, যাহার কথা—ত্রিভুবনের ঈশ্বর আমি আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বলিতেছিস্?

আশ্চর্য্য! শিশু কিছু মাত্র ভয় পাইল না। পিতাকেও অসম্মান করিল না। সত্য কথাই ধীর স্থির ভাবে বলিল—বলিল যে পরম পদকে যোগিগণ ধ্যান করেন—শব্দ দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না যাঁহা হইতে এই বিশ্ব আপনা হইতে উঠে, যিনি এই বিশ্বরূপে সাজিয়া আছেন, তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু।

পিতা—রে মূর্খ—আমি থাকিতে তোর আবার পরমেশ্বর কে? মরণ ইচ্ছা করিয়া তুই পুনঃ পুনঃ কাহার কথা বলিতেছিস্?

পুত্র— ন কেবলং তাত মম প্রজানাং
স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥

তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু সমস্ত প্রজার—আপনারও ধাতা, বিধাতা এবং পরমেশ্বর। পিতঃ প্রসন্ন হউন—কি জন্য কোপ করিতেছেন?

পিতা—আরে! অতিশয় পাপকারী কে এই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে? কে ইহাকে পাইয়াছে যে এ এই সমস্ত অসাধু কথা বলিতেছে?

পুত্র—

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণু
রাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
সমস্ত চেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥

পিতঃ কেবল আমার হৃদয় নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। সর্ব্বগামী বিষ্ণু আমাকে, আপনাকে, অন্যান্য সকল লোককে—আমাদের সকল প্রকার চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন।

পিতা অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া বলিলেন এই দুষ্টকে এখান হইতে বাহির করিয়া দাও—গুরুগৃহে ইহাকে শাসন করা হউক—এই দুর্ম্মতিকে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতিতে কে নিযুক্ত করিল?

বালক পুনরায় গুরুগৃহে নীত হইল—গুরু, শুশ্রূষণোদ্যত সেই বালক-গুরুর নিকট হইতে দিবারাত্র নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিছু কাল অতীত হইল—পিতা পুনরায় পুত্রকে ডাকাইলেন—ডাকাইয়া বলিলেন পুত্র! কোন গাথা পাঠ কর।

পুত্র—যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ আবির্ভূত—যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব আবির্ভূত, এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুর কারণ যিনি "স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু" সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পিতা বলিলেন—এই দুরাত্মাকে বধ কর—ইহার জীবনে কোন ফল নাই। স্বপক্ষের হানির জন্য এ কুলাঙ্গারতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তখন বহু লোক মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া বালককে নাশ করিতে উদ্যত হইল। বালক কিছুই ভয় পাইতেছে না, অস্ত্রের মধ্যে বালক কাহাকে স্মরিতেছে? অস্ত্রের মধ্যে কাহাকে দেখিতেছে? আহা! তোমার আমার বিশ্বাস কতটুকু! আর এই বালকের বিশ্বাস? এ বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না—বালক বলিতে লাগিল—

বিষ্ণু আমাতেও যেমন আছেন, তোমাদের অস্ত্রেও সেইরূপে আছেন—এই সত্যবাক্যের বলে অস্ত্র সকল আমার কোন অনিষ্ট করিবেনা। হইলও তাহাই। বালকের উপরে শত অস্ত্রাঘাত হইল—আহা! সমস্ত অস্ত্রের আঘাত কে আপন গাত্রে লইল? বালক ত অল্পমাত্র বেদনাও পাইল না—বরং নূতন হইয়া উঠিল—অতি সুস্থ সবল হইয়া উঠিল।

পিতা তখন বলিতে লাগিলেন দুর্ব্বুদ্ধে—বৈরি পক্ষের স্তব হইতে নিবৃত্ত হও। আমি তোমাকে অভয় দিতেছি—অতি মূঢ়মতি হইও না "অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব"।

তোমার আমার পরীক্ষা কি ইহার সহস্রাংশের এক অংশেও আসিয়াছে? তথাপি তুমি আমি কিন্তু স্মরণ ভুলিয়া হাহাকার করি—বালককে তিনি যেমন রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ তোমাকে আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া হরি হরি করিয়া সব সহ্য করি এস। বালক বলিতে লাগিল—পিতঃ অভয় দিতে ত তিনিই আছেন—

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত॥

তাত! ভয়াপহারী অনন্তদেব আমার মনে থাকিতে—আমার ভয় কিসে থাকিবে? আহা! তাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম জরা যম ইত্যাদির ভয়ও থাকে না। হায়! তুমি আমি কেমন বিশ্বাস করি যে সর্ব্বদাই ভাবি কি হইবে—কি করিয়া চলিবে?

অসুর পিতা, তখন বহু বিষধর সর্প আনাইয়া তাহাদের বিষজ্বালাকুল মুখ দ্বারা পুত্রকে দংশন করাইল। কিন্তু বালক কৃষ্ণে এমন আসক্তমতি এবং শ্রীকৃষ্ণ স্মরণাহ্লাদে এতই প্রফুল্ল, যে শরীরে বিষের জ্বালা কিছুই বোধ করিল না। সর্প সকলের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ, মণি সকল স্ফুটিত, ফণা তপ্ত ও হৃদয় কম্পিত হইয়া গেল—কিন্তু বালকের ত্বক স্বল্প মাত্রও ছিন্ন হইল না। আহা! কে বালককে রক্ষা করিল আহা! "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকশ্চ হরিতীকৃতা"—যিনি হংসকে শুক্ল করিয়াছেন, শুককে হরিত বর্ণ করিয়াছেন, তিনি মাত্র রক্ষা কর্ত্তা, এই বিশ্বাসে যে স্মরণ লয়, তাহাকে তিনিই যে রক্ষা করেন। পিতা পুনরায় মত্ত হস্তী নিযুক্ত

করিলেন—রিপুপক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে, সেই পুত্রকে বিদীর্ণ করিবার জন্য। পিতা বলিতে লাগিলেন অহো! কি দুর্দ্দৈব—এই পুত্র আমা হইতে জন্মিয়া—অরণিজাত অগ্নির অরণি দগ্ধ করার মত—আমারই বিনাশের কারণ হইল? হস্তিগণ বালককে দন্তদ্বারা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত করিল, দন্তসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু—

"স্মরতস্তস্য গোবিন্দমিভদন্তাঃ সহস্রশঃ।

"শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য—

কিন্তু গোবিন্দ স্মরণে সহস্র দন্তিদন্ত বালকের বক্ষঃস্থলে ঠেকিয়া শীর্ণ হইয়া গেল—বালক তখন পিতাকে বলিতে লাগিল

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎ পাপ বিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ।

কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর গজদন্ত সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল, পিতঃ জানিবেন ইহা আমার বলে হয় নাই। এই মহাবিপদ্ পাপবিনাশন—ইহা জনার্দ্দন স্মরণেরই প্রভাব।

পিতার সুবুদ্ধি ইহাতেও হইলনা। পিতা প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বলিলেন—বায়ু অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিল—শিশু কাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন হইল—শিশুর ঊর্দ্ধে অধে চারিদিকে অগ্নি জ্বলিল—বালক বলিতে লাগিল—

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি॥

তাত! এই বহ্নি পবন চালিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছেনা—আমি চারিদিকে পদ্মাস্তরণে আস্তৃত হইয়া শীতলতা অনুভব করিতেছি।

গুরু তখন বালকের পিতাকে বলিলেন প্রভো! বালকের প্রতি কোপ সংবরণ করুন—আমরা এই বালককে পুনরায় শাসন করিব—এ আর বিপক্ষ পক্ষ আশ্রয় করিবে না—এ বিনীত হইবে। বালকত্বই সর্ব্বদোষের আপদ, ইহার উপরে ক্রোধ করিবেন না। "ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্ যদি" আমাদের শাসন বাক্যেও যদি এই বালক হরি পক্ষ ত্যাগ না করে—তবে আমরা ইহার বধের উপায় করিব।

পুত্রকে অগ্নি মধ্য হইতে বাহির করা হইল। বালক আবার গুরুগৃহে প্রেরিত হইল। গুরুরনিকট উপদেশ শুনিয়া বালক অন্য বালক দিগকেও উপদেশ করিতে লাগিল। বালক পড়াইত—দেখ ভাই আমার নিকট পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছুই মনে করিওনা। আমি তোমাদিগের নিকটে কোন কিছু প্রাপ্তি লোভে উহা বলিতেছি না। দেখ—সকলেই জন্মে, বাল্যাবস্থা, যৌবন, জরা প্রাপ্ত হয় তৎপরে মৃত্যু আইসে। সকলেই আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি। আবার পুনর্জ্জন্ম হয়—গর্ভবাসাদি দুঃখ অতি ভয়ানক। মূঢ় যাহারা, তাহারা ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি উপশমকে সুখ বলে। কিন্তু ঐ উপশমও দুঃখই। জড়ীভূত দেহ যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে সেইরূপ কামিগণ স্ত্রীলোকের চরণাঘাতেও সুখ বোধ করে। শ্লেষ্মা, মাংস, অসৃক, পূয়, বিষ্ঠা, মূত্রপূর্ণ, অস্থি মজ্জা নির্ম্মিত দেহ যাহাদের প্রীতি কর—নরকেও তাহাদের সুখ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় যোগে সুখ দুঃখ হয়। ইহারা অনিত্য। ইহারা যায় আসে এজন্য মিথ্যা। যেরূপ বাহিরের বিষয় গ্রহণ করা যায় সেইরূপই দুঃখ আইসে। মনের প্রিয় বস্তুর সঙ্গে যে পরিমাণে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে সেই পরিমাণে হৃদয়ে শোক শলাকা বিদ্ধ হইবে। মনে মনে ধনের ভাবনা—ইহা বিদেশে গেলেও যায় না—এজন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ রাখা উচিত নহে।

পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণে মহাদুঃখ, মৃত্যুকালে যমযাতনায় উগ্রদুঃখ, আবার গর্ভে আগমনে দুঃখ, তবে দেখ ভাই "সর্ব্বংদুঃখময়ং জগৎ' জগতে সমস্তই দুঃখময়। এই ভীম ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই সুখের হেতু—ইহাই সত্য। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" যাহার হয় তাহারই সুখ, তাহারই আনন্দ।

আমরা বালক—কিন্তু দেহের মধ্যে দেহী যিনি, তিনি আত্মা, তিনি নিত্য। রূপ, যৌবন, জন্মাদি, ধর্ম্ম দেহের, আত্মার নহে।

মানুষ কিরূপে জীবন অতিবাহিত করে দেখ।

এখন আমি বালক এখন ইচ্ছামত খেলা দেলা করি, যুবাহইলে ভাল ভাল কার্য্য করিব। যুবা হইলে ভাবে বৃদ্ধ কালে ধর্ম্ম করিব। বৃদ্ধ হইলে মনে করে।

বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্॥

বৃদ্ধ আমি, কর্ম্ম সকল আমার ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নহে। সামর্থ যখন ছিল তখন কিছু করি নাই, এখন এই মন্দ বৃদ্ধাবস্থায় আর কি করিব? দুরাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া, বিষয়ে আসক্ত হইয়া, মানুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে—কোনকালেই শ্রেয়ঃ

সাধন করে না। মূর্খেরা খেলা করিয়া বাল্যকাল, যুবতী সঙ্গে যৌবন, আসক্ত হইয়া পশুর মত বৃদ্ধকাল যাপন করে। এজন্য বিবেকবান্ হওয়া উচিত এবং বাল্যকাল হইতে শ্রেয়োলাভের চেষ্টা করা উচিত। দেহী যিনি তিনি বাল্য যৌবন বৃদ্ধাদি ভাবের সহিত সম্পর্ক রাখেন না।

তদেতৎ যো ময়াখ্যাতং যদি জানীত না নৃতম্।
তদস্মৎ প্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ॥

ভাই তোমরা আমাকে ভাল বাস। এই আমি তোমাদিগকে যাহা বলিলাম, তাহা যদি মিথ্যা মনে না কর, তবে আমার প্রীতির জন্য বন্ধন মুক্তি দাতা বিষ্ণুকে স্মরণ কর।

আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্॥

বিষ্ণু ও আত্মা একই। বিষ্ণুর স্মরণে আবার ক্লেশ কি? স্মরণ করিলেই ইনি মঙ্গল করেন। দিবানিশি ইহাঁর স্মরণ করিলে পাপক্ষয় হয়।

সর্ব্বভূতস্থিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি লাগুক, সকল প্রাণীতে বিষ্ণু আছেন বলিয়া, সকল প্রাণীকে মিত্র ভাবে দেখ—তাহা হইলেই কোন ক্লেশ থাকিবেনা। সকলেই মিত্র হইয়া গেলে আবার ক্লেশ কোথায়?

অখিল জগতের প্রাণীসকল ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শোচ্য ভূতের প্রতি দ্বেষ করে? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে কাহার ইচ্ছা হয়?

সকল লোক যদি ধনী হয়, বিদ্বান্ হয়, আর আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত, কেননা হিংসা দ্বেষের ফলই ক্ষতি। আবার কেহ যদি শত্রুতা বশে হিংসা দ্বেষ করে, তাহা হইলেও ভাবা উচিত "ইহারা মোহ ব্যাপ্ত হইয়াছে"—এই ভাবে বুদ্ধিমান্ উহাদের জন্য শোক করেন। যতদিন সমদৃষ্টি না হইতেছে ততদিন হিংসা দ্বেষের উপশম কিরূপে করিতে হয় বলিলাম। কিন্তু উত্তম যাঁহারা যাঁহারা সাধু তাঁহারা কি বলেন শুনিবে?

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্ব মিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

(ক্রমশঃ)

---

(৬) স এতাদৃশং ব্রহ্মৈব স্বশক্তিমাদায় ঈশ্বরোভূত্বা কবি ইত্যাদি [রামচন্দ্রঃ]

(৭) কায়াদিরহিতোঽপি পরমাত্মা জগৎ সর্জ্জনাদি করোতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ ইত্যাহ কবিরিতি।

কবিঃ ক্রান্তদর্শী-সর্ব্বদৃক্।" "**নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা** ইত্যাদিশ্রুতেঃ। [আচার্য্যঃ]

পুনঃ স এব কবিঃ ত্রিকালজ্ঞঃ [ভাস্করানন্দঃ]

ক্রান্তদর্শনঃ [উবটাচার্য্যঃ]

ব্রহ্মাত্মা—অপেত সমস্ত—অবিদ্যোঽস্মীতি জ্ঞানবান্ [শঙ্করানন্দঃ]

অতীতানাগতজ্ঞঃ। "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি—ইতি গীতায়ামুক্তত্বাৎ [রামচন্দ্রঃ]

ক্রান্তদর্শী-সর্ব্বজ্ঞ [অনন্তাচার্য্যঃ]

ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদ্রষ্টা। অনেন কারণশরীরাধিষ্ঠাতৃত্বং সূচিতম্ [সত্যানন্দঃ]

মনিষী মনসঃ ঈষিতা সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ [আচার্য্যঃ]

অন্তর্যামী [ভাস্করানন্দঃ]

নিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্ [ব্রহ্মানন্দঃ]

মনস ঈষিতা নিয়ন্তা [সত্যানন্দঃ]

মেধাবী [উবটাচার্য্যঃ] জ্ঞানস্বরূপঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

সর্ব্বস্য হৃদি সত্ত্বেন মনসো নিয়ন্তৃত্বাৎ তদীয়াভিপ্রায়োঽস্যাস্তীতি [শঙ্করানন্দঃ]

দ্বৈতাসম্বন্ধেন প্রশস্ত বুদ্ধিমান্ [রামচন্দ্রঃ]

পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পরি উপরি ভবতীতি [আচার্য্যঃ]

সর্ব্বস্য তিরস্কর্ত্তা সর্ব্বোত্তম ইতি যাবৎ [ভাস্করানন্দঃ]

সর্ব্বতোভবিতা বিজ্ঞানবলাৎ [উবটাচার্য্যঃ]

পরিভবতি কার্য্যাণি পরিভূঃ স্বয়মেবহি [ব্রহ্মানন্দঃ]

পরিতঃ সমন্তাৎ ভবতি বিবিধৈ রূপৈরবিদ্যাবশাদিতি—অবিদ্যাং বা পরিভায়তীতি [শঙ্করানন্দঃ]

পরিতঃ সর্ব্বমপি স্বয়মেব ভবতীতি—সকলাত্মকঃ [রামচন্দ্রঃ]

পরিভবতি সর্ব্বং বশীকরোতীতি—[অনন্তাচার্য্যঃ]

স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি। যেষাং উপরি ভবতি যশ্চোপরি ভবতি স সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতি [আচার্য্যঃ]

স্বয়মেব ভবতীতি নিষ্কারণঃ [সত্যানন্দঃ]

অকারণঃ ঈশ্বরঃ [ভাস্করানন্দঃ]

স্বয়ং জ্ঞানবলাৎ ব্রহ্মরূপেণ ভবিতা [উবটাচার্য্যঃ]

স্বাতন্ত্র্যেণ ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ পারবিশ্বদৃক্ [ব্রহ্মানন্দঃ]

কারণান্তরনিরপেক্ষঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভুরবিদ্যাদশায়াং [শঙ্করানন্দঃ]

স্বয়মেব অন্যৎ অনপেক্ষ ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ স্বতন্ত্রঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

যথাতথ্যতঃ যথাতথাভাবঃ যাথাতথ্যং তস্মাৎ। যথাভূত কর্ম্মফল সাধনতঃ [আচার্য্যঃ]

যথাস্বরূপম্ [ভাস্করাচার্য্যঃ] যথোচিতভাবেন [সত্যানন্দঃ]

যথাস্বরূপমর্থান্ বিহিতবান্ [উবটাচার্য্যঃ]

সাধ্যসাধনাদি প্রতিনিয়ত স্বরূপেণ [শঙ্করানন্দঃ]

যথাস্বরূপং তেন তেনরূপেণ [রামচন্দ্রঃ]

অর্থান্ ব্যদধাৎ কর্ত্তব্যপদার্থান্ বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজৎ [আচার্য্যঃ]

পদার্থান্ অকরোৎ। অহমেব তৎ তৎ-রূপেণ সর্ব্বং অকরবমিত্যপি অনুসন্দধাতি কদাচিৎ স ইতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

কামান্ পরলোকার্থানুষ্ঠিত কর্ম্ম সংস্কারান্ বিভজ্য স্থাপিতবান্ [সত্যানন্দঃ]

ত্যক্ত স্বস্বামি সম্বন্ধৈরর্থৈশ্চেতনাচেতনৈরূপভোগং কৃতবান্ [উবটাচার্য্যঃ]

চেতনাচেতনাত্মক বিবিধ পদার্থান্ ব্যদধাৎ বিবিধং কল্পিতবান্ [শঙ্করানন্দঃ]

চেতনা চেতনরূপ পদার্থান্ বিভজ্য দত্তবান্। অথবা—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মরূপো যথাস্বরূপং তেন তেনরূপেণ অর্থান্ পদার্থান্ ভোগ্যবিষয়ান্ অনন্তবর্ষ ভোগায় স্বয়মেবভক্ষবান্। **"যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি"** শ্রুতেঃ [রামচন্দ্রঃ]

অর্থান্ পদার্থান্ ব্যদধাৎ বিদধাতি [অনন্তাচার্য্যঃ]

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ সম্বৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ [আচার্য্যঃ]

নিত্যাভ্যো বহ্বীভ্যো বা সমাভ্যঃ বহুভির্বর্ষৈরিত্যর্থঃ [ভাস্করানন্দঃ]

নিত্যাভ্যঃ সম্বৎসরেভ্যঃ। সম্বৎসর ইত্যুপলক্ষণং নিত্যায় কালায়েত্যর্থঃ। অনেন কালস্য নিত্যত্বমুক্তম্ [সত্যানন্দঃ]

শাশ্বতীভ্যোঽনন্তাভ্যঃ সমাভ্যোঽর্থায়ানন্তবর্ষপ্রাপ্তয়ে চ কর্ম্ম কৃতবান্। ননু কর্ম্মজাড্যাল্লোকঃ কর্ম্মবানেব ভবতি। সত্যমাত্মসংস্কারকং তু কর্ম্ম ব্রহ্মভাব জনকং স্যাৎ তস্মাৎ সোঽপি গচ্ছতি শুক্রমকায়ং ব্রহ্ম। [উবটাচার্য্যঃ]

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যশ্চ প্রজাপতিভ্য এব হি।
প্রজাভ্যশ্চ বিভজ্যৈব দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ॥
তদেবং পরমাত্মানং নিত্যমুক্তস্বভাবকম্।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় মুক্ত এব ভবত্যয়ম্॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

সম্বৎসরাভিধাভ্যোঽস্মিন্নস্মিন্ কাল ইদমিদং ভবিষ্যতীত্যাদিনেত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ]
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ শাশ্বতীষু সমাসু বিভক্তিব্যত্যয়ঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

[পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইল মুমুক্ষুর শোক মোহ নিবৃত্তি হয়—ইহা আত্ম বিচারেরই ফল। এই হইলে ইঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হয়না—এই খানেই জ্ঞানী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। এই ব্রহ্মের স্বরূপ এখন বিধিমুখ ও নিষেধমুখে প্রতি পাদনার্থ ৮ম মন্ত্র আরম্ভ করা হইল]

[যিনি এষণাত্রয় রহিত হইয়া **"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"** **'এতদ্বৈ তৎ'** **"স আত্মা তত্ত্বমসি"** ইত্যাদি শ্রুতি অভ্যাসে পরমাত্মার সহিত নদী সমুদ্রবৎ অভেদভাব প্রাপ্ত হয়েন] সেই আত্মা পর্য্যগাৎ—সেই আত্মা সগুণ হইয়া ব্যাপক—আকাশ হইতেও মহাসূক্ষ্ম—আকাশাদি সমস্তকে ব্যাপিয়া বিদ্যমান; ইনি শুক্র—জ্যোতির্ম্ময়—বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ং প্রকাশ; ইনি অকায়—কায়ারহিত—সমষ্টি সূক্ষ্ম উপাধি লিঙ্গ শরীর 'পুর্য্যষ্টক' এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্ম উপাধি মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতি বিকৃতি শূন্য—অথবা সমস্ত সূক্ষ্মশরীর রূপী ব্যষ্টি সমষ্টি উপাধি রহিত বলিয়া অকায়; ইনি অব্রণ-ছিদ্র রহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোলকরূপী ছিদ্র আর ব্রণ বা ক্ষতাদি রহিত; ইনি অস্নাবির—শিরাহীন, নাড়ী আদি রহিত—ছিদ্র এবং নাড়ী রহিত বলিয়া ব্যষ্টি স্থূল শরীর রূপ উপাধি এবং সমষ্টি বিরাট শরীর রূপ স্থূল উপাধি রহিত; ইনি শুদ্ধ—সত্ত্ব রজস্তমের কার্য্যে অনুপহিত বলিয়া নির্ম্মল—অবিদ্যা মল

রহিত এজন্য কারণ শরীর বর্জ্জিত ; ইনি অপাপবিদ্ধ—ধর্ম্ম-অধর্ম্মাদি পাপ রহিত-ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক আশয় হইতে রহিত এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে আত্মাকে নিষেধমুখে **"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম্"** (বৃহ) **অক্ষমকায মব্রণম্**" বলিয়া বিধিমুখে বিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন—

ইনি কবি—ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বদ্রষ্টা—**"নান্যোঽতোঽস্তিদ্রষ্টা"** (বৃহ) ; ইনি মনীষী—মনের জ্ঞাতা—মনের নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ; ইনি পরিভূঃ সকলের উপরে বিদ্যমান্—কোন কিছু দ্বারা আচ্ছাদিত নহেন বলিয়া আকাশাদি সকলের আচ্ছাদক—অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, কাল, দিক্, দেব লোক, পিতৃলোক, ভৌতিকাদি সমস্ত জগতকে আপন আজ্ঞায় চালাইতেছেন বলিয়া সকলের উপর**"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"** (বৃহ) ; ইনি স্বয়ম্ভূঃ—আপন ইচ্ছায় আপনি হইয়াছেন—স্বতঃসিদ্ধ—স্বয়ং বিদ্যমান অর্থাৎ যাহাদের উপরে তিনি এবং যিনি উপরি বিদ্যমান—সেই সমস্তই ইনি ; এই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব পরমাত্মা শাশ্বতীভ্যঃ-নিরন্তর অনন্তকাল স্থায়ী সমাভ্যঃ সম্বৎসর নামক প্রজাপতির জন্য যথাতথ্যতঃ যথাভূত কর্ম্মফল সাধন ক্রমে অর্থান্ অর্থসমূহ—কর্ত্তব্য পদার্থ নিচয় ব্যদধাৎ বিধান করিয়াছেন—যথানুরূপ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শ্রুতি—এই মন্ত্রে আত্মার সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের পরিচয় দেওয়া হইল। এই পর্য্যন্ত এই উপনিষদের উত্তরার্দ্ধ—ইহা উত্তম অধিকারী জ্ঞানীর জন্য। এই জ্ঞান নিষ্ঠার পর বাকী মন্ত্র সমূহে মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর কর্ম্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গ বলা হইবে।

মুমুক্ষু—মা—প্রথম মন্ত্র হইতে ৮ম মন্ত্র পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন তাহা আর একবার অল্প কথায় বলিলে বড় উপকার হয়।

শ্রুতি—শ্রবণ কর।

১ মন্ত্রে পরমাত্মাকে পাইবার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে এষণাত্রয় রহিত হইয়া সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের সূচনা।

২য় মন্ত্রে আত্মজ্ঞানে অসমর্থ সাধকের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ ৩য় মন্ত্রে এই দুই পথগ্রহণ না করিয়া যাহারা সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে তাহাদের গতি অসুর্য্যনামক লোক—ইহা বলিয়া তিন প্রকার অধিকারীর কথা বলিয়াছেন প্রথম আত্মাভ্যাসী মোক্ষলাভ করেন—ইনি উত্তম অধিকারী ; দ্বিতীয় মন্ত্র প্রমাণ বিহিত

নিষ্কাম কর্ম্মী ব্রহ্মলোক ভাগী মধ্যম অধিকারী ; তৃতীয় সকাম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যাহারা করে তাহারা অসুর লোকে অন্ধতম ভাগী আত্মঘাতী নিকৃষ্ট ও অধম অধিকারী।

৪র্থ ও ৫ম মন্ত্রে উত্তম অধিকারীর দৃঢ় অভ্যাস জন্য অনেজদেকম্‌ ও তদেজতি এই দুই মন্ত্র বলা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে পরমাত্মার বিচার অভ্যাসের রীতি দেখান হইয়াছে ৭ম মন্ত্রের তৃতীয় পাদে শোক মোহের অভাব হেতু জ্ঞানীর সম্যক্‌জ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ এবং মুমুক্ষু পুরুষ সমস্তই আত্মভাবে দেখিতে অভ্যাস করেন বলিয়া ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ ভাবনারূপ অভ্যাসে যে গতি প্রাপ্ত হয়েন তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুরুষ পরমাত্মার সহিত মিলিত হন।

অষ্টম মন্ত্রে

"যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথাবিদ্বান্‌ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥

(মুণ্ডকঃ)

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে নদী সমুদ্রবৎ ভেদরহিত এক হইয়া যিনি স্থিতিলাভ করেন তাঁহার স্বরূপ নিষেধ মুখে ও বিধিমুখে দেখান হইয়াছে।

"ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মই হইয়া যান। জ্ঞানবানের পরমগতি ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি—ইহা দেখাইয়া প্রথম মন্ত্র অনুসারে মুমুক্ষু জ্ঞানবান্‌ যে অধিকারী তাঁহার করণীয় ৪ হইতে ৮ মন্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানবান্‌ উত্তম অধিকারীর প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল।

ইতি পূর্ব্বার্দ্ধং সমাপ্তম্‌।

এক্ষণে তৃতীয় মন্ত্রে যে কনিষ্ঠ ও অধম অধিকারীর কথা সূচিত করা হইয়াছে উঁহাদের সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনা দ্বারা যে গতি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন।

মুমুক্ষু—জননি! সংসারে কত প্রকারের মানুষ আছে আপনি তাহাদের মরণোত্তর গতির কথা এই শ্রুতিতে প্রথম হইতে ৮ মন্ত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি এই কথা আর একবার বলিব ?

শ্রুতি—বল।

মুমুক্ষু—(১) যাহারা সন্ধ্যা আহ্নিক, শ্রাদ্ধতর্পণ, ব্রত অনুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় সদাচার জপ, পূজা কিছুই মানেনা ও করেনা তাহারা পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যা করিয়া অসুর লোকে ক্লেশভোগ করে। (২) যাঁহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে কেবল ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য কর্ম্ম করে—যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা ভগবানের পূজা করেন, বাক্যদ্বারা পূজা করেন ও ভাবনা দ্বারা পূজা করেন—যাঁহাদের কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা কেবল তাঁহারই জন্য কৃত হয়—তাঁহাকে ভুলিয়া যিনি কোন কিছুই করিতে বা বলিতে বা ভাবিতে চাহেন না—তিনি এইখানেই জীবনকে সফল করিয়া দেহান্তে ক্রম অনুসারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে সেখানে ব্রহ্মার শ্রীমুখ হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন—ইঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

(৩) আর যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তকে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যাঁহারা দেহ, মন, সুখ, দুঃখ, জগতের যাবতীয় বস্তুকে ঈশ্বর ভাবে দেখেন, জগতের বিচিত্র সুন্দর বৈভবের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারকে যাঁহারা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহারা আকাশের মত এক আত্মাই হইয়া গিয়াছেন—সর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহারা কোন কিছুতে আর রাঙ্গিয়া উঠেন না, নিরতিশয় আনন্দঘন আত্ম সত্তা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগৎ আপূরিত দেখেন, যাঁহারা নিরন্তর চৈতন্য ভাবনা দ্বারা শরীরটা বা শরীরের সুখ দুঃখকেও চৈতন্যই দেখেন—শরীর যাঁহাদের ভুল হইয়া যায়—সুখ দুঃখও আনন্দরূপে অনুভূত হয়, যাঁহারা অপার পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলের মতব্যাপী আবার ব্যাপী হইয়াও কেশাগ্র লক্ষ ভাগের কোটি ভাগের মত সূক্ষ্ম—যাঁহারা আর কিছুই দেখেন না—যাহা দেখেন তাহাই ব্রহ্ম জ্যোতি—তাঁহাদের মৃত্যু ও নাই, মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণ ও হয়না—তাঁহারা এইখানেই এই দেহে থাকিয়াই স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিয়া আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মানন্দে নিরন্তর বিভোর হইয়াই ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন।

শ্রুতি—হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ এখন সম্ভূতি ও অসম্ভূতির উপাসনা দ্বারা কোন গতি লাভ হয় তাহাই শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু—নবম মন্ত্র আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে টীকাকারদিগের কাহারও কাহারও মত কতদূর ঋষিসম্মত সেই বিষয় একটু বুঝিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রুতি—কি বলিবে বল।

মুমুক্ষু—সত্যানন্দ বলিতেছেন ব্রহ্ম চিৎরূপ জগত ও চিৎরূপ। সৃষ্টিকালে

সেই চিৎ পূর্ণ ও অপূর্ণ ভাবে প্রতিদেহে আবির্ভূত হয়েন। পূর্ণ ভাবে তিনি কূটস্থ আর অপূর্ণভাবে তিনি জীব ও শরীর। পূর্ণ যিনি তিনি অপূর্ণ হয়েন কিরূপে? তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি আর সৃষ্টি শক্তিও অনাদি। শক্তিই কি চিৎ বা চিদ্ভিন্না? শক্তিও চিৎ—কেননা শক্তিও শক্তিমান অভেদ—ইত্যাদি

শ্রুতি—তন্ত্রোক্ত শক্তি তত্ত্ব কোনরূপে সমর্থন করা হইয়াছে মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান্ যে অভেদ বলা হইয়াছে তাহা কখন অভেদ? শক্তির অস্তিত্ব স্পন্দন ভিন্ন জানা যায় না। শক্তিমান্ কিন্তু অনেজৎ সর্ব্ব প্রকার কম্পন শূন্য। এই স্পন্দধর্ম্মিণী শক্তি অনেজৎ চিৎ এর সহিত এক কিরূপে? এখানে একত্বের কথা শ্রুতি বলিতেছেন না। শক্তি যখন শক্তিমানকে স্পর্শ করেন তখন শক্তি আপনার স্পন্দন ধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন। সেখানে অনেজৎ চিৎ মধ্যে স্পন্দন-ধর্ম্মিণী শক্তি আছেন ইহা বলা যায় না—কারণ পূর্ণ স্থিতি মধ্যে গতি থাকিবে কিরূপে? আবার নাইও বলা যায়না কারণ আবার শক্তিকে উঠিতেও দেখা যায়। এইজন্য শক্তিকে মায়া বলা হয়। যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া মনে হওয়াই মায়া। যাঁহারা জগৎটাকে—ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন একটা পৃথক্ সত্তা বিশিষ্ট বস্তু বলিতে চান তাঁহারা শ্রুতি বিরুদ্ধ নূতন মত পোষণ করেন। ব্রহ্ম সত্তাই নামরূপাদি বিশিষ্ট জগৎ রূপে ভাসেন মাত্র। অজ্ঞানেই এইরূপ ভ্রম দেখা যায়। একমাত্র চিৎই আছেন। অবিদ্যা সেই অনেজৎ চিৎকে বিচিত্র ভাবে দেখায় যেমন অজ্ঞানে রজ্জুটাই সর্পরূপে ভাসে সেইরূপ। ঋষিদিগের সিদ্ধান্তই সত্য।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।৯॥

সরলার্থঃ। যে—যে জনা অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা—কর্ম্ম তাং কেবলাং উপাসতে সকামং কর্ম্ম তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তি স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি কেবল মনুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ তে জনা অন্ধংতমঃ অদর্শনাত্মকং আত্মজ্যোতিরহিতং অজ্ঞানং প্রবিশন্তি পুনঃপুনঃ জন্মমরণরূপং গাঢ়-অবিবেকম্ প্রাপ্নুবন্তি সংসার পরম্পরাং অনুভবন্তীত্যর্থঃ। য উ যে তু বিদ্যায়াং দেবতাজ্ঞানে কেবল সোঽহংজ্ঞানে রতাঃ তদেকনিষ্ঠাঃ পরন্তু কর্ম্মত্যাগিনঃ মুখতো ব্রহ্মবাদিনঃ যদ্বা যে তু অশুদ্ধচিত্তা অপি কর্ম্মং ন কুর্ব্বন্তি কিন্তু কেবলায়াং বিদ্যায়াং দেবতোপাসনায়াং রতা আসক্তা তে কর্ম্মাধিকারে সত্যপি কর্ম্মত্যাগেন প্রত্যবায়রূপ দোষযুক্তাঃ

সন্তঃ ততঃ তস্মাৎ অন্ধাত্মকাৎ তমসঃ ভূয় ইব অধিকমিব, ইব এবার্থঃ। বহুতরমেব তমঃ প্রবিশন্তি। "**অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধা জনা ইতি শ্রুতেঃ।** যে কর্ম্মিণঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি এব জিজীবিষবঃ: তেভ্য ইদমুক্তম্। অনয়োঃ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ইহ একৈকানুষ্ঠান নিন্দা সমুচ্চিচীষয়া বোদ্ধব্যা।

চূর্ণিকা।

অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ [আচার্য্যঃ]

গাঢ় অবিবেকম্ [ভাস্করানন্দঃ]

অহং—মমাভিমানরূপং [শঙ্করানন্দঃ]

অজ্ঞানলক্ষণং তমঃ [উবটাচার্য্যঃ]

জন্মমরণরূপং [রামচন্দ্রঃ]

অদর্শনাত্মং তমঃ [আনন্দভট্টঃ]

অদর্শনাত্মকং অজ্ঞানং সংসার পরম্পরাং [অনন্তাচার্য্যঃ]

আত্মজ্যোতিরহিতং পিতৃযানং ধূমাদিমার্গং [সত্যানন্দঃ]

প্রবিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি [ভাস্করানন্দঃ]

প্রকর্ষেণ অধিগচ্ছন্তি [শঙ্করানন্দঃ]

অবিদ্যাম্ উপাসতে বিদ্যায়াঃ অন্যা অবিদ্যা তাম্ অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণাম্ কর্ম্ম ইত্যর্থঃ তৎপরাঃ সন্তঃ-অনুতিষ্ঠন্তি [আচার্য্যঃ]

অবিদ্যাকার্য্যং কর্ম্ম উপাসতে [ভাস্করানন্দঃ]

স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তি [উবটাচার্য্যঃ]

কর্ম্মবিধিনিষ্পাদ্যং জ্যোতিষ্টোমাদি উপাসতে তদেকনিষ্ঠাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি [শঙ্করানন্দঃ]

অজ্ঞানং আত্মজ্ঞানপরিপন্থি সকামং দেবতাজ্ঞানবিবর্জ্জিতং কেবলম্ কর্ম্ম আচরন্তি।

[সত্যানন্দঃ]

বিদ্যা—জ্ঞানং তদ্ভিন্না অবিদ্যা তাং কর্ম্ম কেবলম্ উপাসতে তৎপরাসন্তো অনুতিষ্ঠন্তি। [রামচন্দ্রঃ]

ততো ভূয় ইব তমঃ তস্মাৎ অন্ধাত্মকাৎ তমসঃ বহুতরমেব তমঃ [আচার্য্যঃ]

অধিকমিবতমঃ তে প্রবিশন্তি [[ভাস্করানন্দঃ]

অধিকমিব সংসরণলক্ষণং [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৹ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৷৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

পুরাতন উৎসবের মূল্য হ্রাস।

"উৎসব" প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে "মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৷০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে ৩৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

Registered No. C. 583

...শ বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ | আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। | ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা

হতাশের আশ্বাস।

ধরিলাম ত শ্রেষ্ঠ কথা, কিন্তু করিলাম কি? করিতেছি কি? ইহাই ত ভাবিবার কথা।

দেখা দিলে কৈ? দিন ত গেল—আর কবে দেখা দিবে? যখন চক্ষু আর দেখিবে না তখন আর আসিয়া কি হইবে? এই বিলাপ করিয়া করিয়া হতাশ হই। কিন্তু কয়বার ভাবি—তোমার দর্শন জন্য তোমার কথা পুনঃ পুনঃ শুনা চাই, শুনিয়া শুনিয়া মনকে তোমার কথায় ভরিত করা চাই, ভরিয়া ধ্যান চাই, তবে ত দর্শন? তোমার জন্য করিতেছি কি? কৈ সব দেখা ছাড়িলাম, সব শুনা ছাড়িলাম, সব থাকিবে আর তুমি দেখা দিবে ইহাত বাতুলের সাধ। ইহাত তোমার কথা মত চলিব না তথাপি তোমায় দেখা দিতে হইবে এই—এই বালকের আবদার। তুমি যে বলিয়া দিয়াছ আমায় দেখিতে চাও যদি তবে নিজের কর্ম্ম সমস্ত শোধন কর, নিজের ভিতরের জ্ঞানকে সংশয় শূন্য কর। ইহার জন্য চেষ্টা কর, ইহা মনের মত পারিতেছ না বলিয়া আমার কাছে দুঃখ জানাও, দুঃখে দুঃখে আবার চেষ্টা কর, আবার কর—এই ভাবে দিন কাটুক। ইহাই তোমার হতাশের আশ্বাস। এই দিকে অধ্যবসায় কর তোমার হইবে। আর একবার নূতন জীবন আরম্ভ করি এস। তোমার আজ্ঞা গুলি ধরি এস। খুঁটি নাটি না হয় না ধরিলাম, যাহা অবশ্য প্রতিপাল্য তাহা আর একবার প্রতিপালনে

প্রাণপণ করি এস। একার্য্যে সেই সহায় হইবে। আলস্য অনিচ্ছা আসিলে বলি এস—মরণ—মরণ ত আছেই—কিন্তু আজ্ঞাপালনে ক্লীবত্ব করা চাই না। যাতে পারি আলস্য অনিচ্ছা জড়তা কাটাইতেই হইবে—মরিতেই বা ভয় কি? মরিলেই বা ক্ষতি কি? কত লোক ত মরিতেছে—কত জাতি ত মরিতেছে—তাহাতে বা হইতেছি কি? সেই সূর্য্য উঠেন, সেই চাঁদ হাসেন, সেই বায়ু বয়, সেই জল কল কল করিয়া ছুটে, সেই দিন হয়, রাত্রি হয়—তুমি মরিলে কার বা কি হয়? হউক মরণ আজ্ঞাপালন চাইই—করি এস—এই সুখ, দেখার সুখ হইতে বড় কম নহে। ভাল করিয়া বুঝি এস—দেখা কি? ঘরে ঢুকেলেই দেখা হয়। যেমন করিয়া দেখিতে চাও তেমন করিয়া না হইতে পারে, তোমার মনের মতন করিয়া না হইতে পারে, কিন্তু তার মতন করিয়া সে তোমার কাছে আসে। নতুবা তুমি কি এতদিন বাঁচিতে? ঐ যে স্থির হইয়া যাও, এত তার আগমন সূচনা করে। আর হতাশ হইয়া কাজ নাই। তার আজ্ঞা, যাহা পালন করিবার অধিকার সে দিয়াছে, তাহাই পালন করি এস—তার জন্য তাহার সাহায্য নিত্য প্রার্থনা করি এস—প্রতিদিন নূতন করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করি এস—বাকি সব তার হাতে—তোমার চেষ্টা সেই সফল করিয়া দিবে। দিবেই নিশ্চয়। সরল হইতে পারিলে প্রতীকার আছে—নতুবা নাই।

আহা! তোমার কি কেহ নাই? আছে আমাদের সকলের জন্য একজন আছেন। তিনি আমাদের ঈশ্বর, আমাদের মাতা, পিতা, সবই। মা আছেন, ঈশ্বর আছেন—মায়ের কাছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, প্রত্যহ কর, করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেল—শ্রীভগবান্ আমাদিগকে মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

এখন হইতে অভ্যাস না করিলে বল দেখি মরণ মূর্চ্ছার দিনে কি হইবে? সংসারে কোন বস্তুকে কি মিথ্যা ভাবিতে অভ্যাস করিতেছ তাই বল? সংসারে যে আসিতে চাও না—তা সব মিথ্যা একমাত্র ঈশ্বরই সত্য—মা-ই সত্য—ইহা অভ্যাস না করিলে কিছুতেই হইবে না। মরণ মূর্চ্ছার দিনে যখন অনুগ্রাহক দেবতাগণ তোমার ইন্দ্রিয় সমূহকে ত্যাগ করিবেন—চক্ষু আর দেখিবে না, কর্ণ আর শুনিবে না—তখন চোরের মত তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ছুটিয়া তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। সেই সময়ে হৃদয়ে একটা আলোক জ্বলিয়া উঠিবে। তুমি দেখিবে—তুমি যাহা ভুলিয়া থাকিতে বহু চেষ্টা করিতে—তোমার কৃত পাপ-রাশি—যাহার স্মরণেও তোমার কষ্ট হইত বলিয়া মন হইতে তাড়াইয়া দিতে—

সেই পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম, অধর্ম্ম কর্ম্ম, জিহ্বা লাম্পট্য কর্ম্ম, শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কি জানি মরণ মূর্চ্ছায় কোন্ চক্র কে ঘুরাইয়া দিল—তুমি শেষ আলোকে তোমার কৃত কর্ম্ম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলে। চিরদিন চোরের মত সংসারে চুরি করিয়া—ভগবান্‌কে ফাঁকি দিয়া, তাঁহার নিষেধ না মানিয়া, মিথ্যা বিচারে ভগবানের কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—আপনি মজিয়া পরকেও মজাইয়াছ—তোমার কর্ম্ম চক্র এই মরণ মূর্চ্ছার দিনে তোমার সন্মুখে সব ধরিয়া দিতেছে। শ্রুতি অজ্ঞাত জ্ঞাপিকা। ইহা মিথ্যা হইবার নহে। শেষের দিনে ইহা হইবেই। ভীষণ ভাবে হইবে—শত শারীরিক যাতনায় পুড়িবে—তাহার উপরে এই মানসিক যাতনা। বলনা যাইবে কোথায়? এখনও কি তার চিহ্ন দেখনা? নিদ্রা-কালে কত কি যে দেখ, তাহা কি বিচার করিবেনা? তোমার ধর্ম্মের বক্তৃতা কোন্ কাজে লাগিল তাহাত নিজেই বুঝিতে পার। তবে এই সব অপকর্ম্ম আবৃত করিয়া তুমি কাহাকে কি বুঝাইবে? এস এস এখন হইতে সাবধান হই, এখন হইতে প্রতীকার চেষ্টা করি—এখন হইতে শাস্ত্রের বিধি পালনে চেষ্টা করি, আর না পারিয়া বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। আহা! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কত জ্ঞানী—সাক্ষাৎ ভগবান্ ভৃগুদেবের পুত্র তিনি, তিনি কল্পান্তজীবী—তিনি পদমালা বিদ্যা, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা, অপরাজিতা প্রভৃতি কত বিদ্যা জানিতেন—তিনি প্রার্থনা কিরূপ করিয়াছেন শুনিবে? হে শঙ্কর! আমি বেদবিৎ শুক্রাচার্য্য! সংসারভয়ে ভীত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে আপনার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছি। প্রভো এই নিত্যরোগবহুল দেহের অবস্থা অবলোকন করুন; ইহা বিবিধ আয়াস ও দুঃখে পরিবৃত, সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ক্ষণে ক্ষণে ভয়াতুর, নির্লজ্জ এবং কামাতুর। সংসার অতিভয়ঙ্কর—ইহার অন্ত নাই, ইহা শোকদুঃখে পরিপূর্ণ, ইহাতে কর্ম্ম বন্ধন ছেদন করা অতি কঠিন। যাহারা জল বুদ্‌বুদ্ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অনন্যমনে মহাদেবের অর্চ্চনা না করে তাহাদের ন্যায় মোহান্ধ আর এ সংসারে নাই। দেবীকে প্রণাম করিয়া শুক্রদেব বলিতেছেন দেবি! আমি বিষম দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি দুঃখ শোকে আচ্ছন্ন, মূর্খ, নির্লজ্জ, অপমানিত, খল, জরা ও ব্যাধি পীড়িত, নাস্তিক, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি বড় কাতর হইয়া আমার দুঃখভার আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম; যে ব্যক্তি যার আশ্রিত, সে তাহার নিকট আত্মদুঃখ প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হয়। কতদোষ আমার আছে—কত মূর্খতা, নির্লজ্জতা, খলতা—কত কি আছে;

কাম ক্রোধের বশে কত কি করিয়া ফেলি। এই সমস্ত দোষ ত যায় না—সেই জন্যই ত তোমার স্মরণ লওয়া। দোষ ত্যাগ জন্য প্রাণ পণ করা—তথাপি হইয়া গেলে মাতার নিকটে প্রার্থনা করা, ইহাইত কর্ত্তব্য। মরণ মূর্চ্ছায় কর্ম্মচক্র ত ঘুরিবেই—গ্রামোফণের রেকর্ডের মত কত কি কর্ম্ম তখন জ্বলিয়া উঠিবে, এখন হইতে যদি সাবধান না হও, তবে ত আর গতি লাগিবে না। এখন হইতে প্রতিদুঃখ, প্রতি পদস্খলন, প্রতি আজ্ঞালঙ্ঘন কালে সেই দহর পুণ্ডরীকস্থ আত্মদেবতাকে লক্ষ্য করিয়া জানাইতে অভ্যাস করি এস—কর্ম্মচক্র ঘুরিলে এই অশুভ কর্ম্মরাশির সঙ্গে যদি মা-ও একবার আসেন তবে ত আর ভয় থাকিবে না। অজ্ঞাত-জ্ঞাপক শাস্ত্রোদ্ঘাটিত মরণ মূর্চ্ছার ব্যাপার স্মরণ করি এস, তবেই আর্ত্ত ভক্ত সকলেই আমরা হইতে পারিব—আর্ত্ত হইয়া আত্মার মূর্ত্তি এই ইষ্ঠ দেবতাকে সর্ব্বদা ডাকি এস—বাক্যে, কর্ম্মে, ভাবনায় তারে স্মরি এস—তবে ত মনে বল আসিবে—তবেত সদ্গতি লাগিবে। শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে হইবেনা—অথবা বেশ বলিয়া বাহবা দিলে হইবে না, অভ্যাস করিতে প্রাণপণ করিতে হইবে।

যে কর্ম্মচক্র মরণ মূর্চ্ছায় ঘুরিবে, আর জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক যাহা কিছু পাপ বা অধর্ম্ম বা অপরাধ করিয়াছ সবগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া যখন সম্মুখে দাঁড়াইবে, সেই কর্ম্মচক্র প্রতিদিন সাধনা কালে একবার করিয়া ঘুরাইয়া দিয়া, একবার করিয়া দুষ্কর্ম্মরাশি স্মরণ করিয়া আর্ত্ত হই এস। আর্ত্ত হইয়া সেই ক্ষমাসার, সেই দয়ার সাগর শ্রীভগবানের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করি এস—বিশেষ ভাবে ভাবনা করি এস, আমি তোমার, আমাকে অপরাধী জানিয়াও দাস ভাবিয়া ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর—আহা চৈতন্য হইয়া চৈতন্য ভজ, তিনি হাসিতে হাসিতে ক্ষমা করিয়া তোমাকে অভয় দিতেছেন ভাবনা কর, দেখাইয়া দিতেছেন তুমিও আত্মা; দেহ নহ ভাবনা কর, প্রত্যহ কর, তুমি ক্রমে ক্রমে আর্ত্তভক্ত হইবে। তাঁহার ভক্ত আর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার ভক্তের আর অগতি হইবে না। তিনি তাঁহার ভক্তকে আর যমের হাতে বা যমদূতের হাতে ফেলিয়া দিবেন না—তুমি যে তাঁর শরণ লইয়াছ—তিনিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। আমি আত্মা আমি আত্মা মুখে বলিলেই কি পাপের দাগ মুছিয়া যাইবে? তাহা হইলে ত এতদিন মুছিয়া যাইত। যদি তুমি পাপ-শূন্য হইতে তবে বল দেখি স্বপ্নে ওসব কি দেখ? প্রতিদিন ত সুষুপ্তি কালে মায়ের কোলে আশ্রয় পাও—মা করুণা করিয়া ক্রোড়ে করেন সত্য। কিন্তু তুমি ত তখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া থাক—মায়ের কোলে উঠিয়া এত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন

থাক যে মায়ের মুখ কখন দেখনা—মায়ের চরণ কমল কখন জানিয়া শুনিয়া স্পর্শ করনা—মায়ের কাছে কখন প্রার্থনা করনা—মা আমাকে সজাগ রাখিয়া একবার ক্রোড়ে লাও—মা অজ্ঞানে আমার চিত্তকে লয় করিয়া কোলে লইতেছ, একবার জ্ঞানে মনকে লয় করিয়া তোমার নির্ভয় চরণতলে আশ্রয় দাও। যদি মনকে জ্ঞানে লয় করিতে পার তবেই আর জাগিয়া সংসার দুঃখে আবার পড়িতে হয় না। এইজন্তই ত সাধনার সহিত প্রার্থনা রাখিতে হয়—নতুবা খালি প্রার্থনায় কি হইবে? যদি হইত তবে এতদিন ত তোমার হইয়া যাইত। তবে আর তুমি কাহাকেও মনঃপীড়াদিতে পারিতে না, আর তুমি ক্রোধের বশ হইতে না—আর তুমি আলস্য অনিচ্ছায় তমোভাবে আচ্ছন্ন হইতেনা, আর তুমি শাস্ত্রকে কাট্যং কুট্যং করিয়া, গুরুকে বাদছাদ দিয়া নিজের মত গড়িতে না। ভাল করিয়া নূতন করিয়া আর্ত্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে ডাকি এস, নিত্যকর্ম্ম করি এস, তিন বেলায় এই অভ্যাস করি এস তবেই ভাল হইবে। নতুবা সব কর আবার যা চিরদিন আছ তাহাই থাকিয়া যাইতেছ ইহা কিন্তু সাধনা নয়। সর্ব্বদা নাম কর—নামের বল পরীক্ষা কর—নাম করিয়া করিয়া শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়া, ক্রিয়ার সাহায্যে নাম করিয়া করিয়া আলস্য অনিচ্ছা তাড়াও—মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর কর—অনুভব কর তিনি তোমার আছেন, তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, তবে ত শেষের দিনে—সেই মরণ মূর্চ্ছার দিনে কোন ভয় থাকিবে না। বিনা অভ্যাসে, বিনা নিত্য কর্ম্মের সাধনায়, বিনা প্রার্থনা সহ—প্রণাম সহ—ধ্যান সহ জপে, স্মরণে ইহা হইবে না। প্রত্যহ আপনাকে আপনি দেখ, দেখিয়া কাতর হও, হইয়া নিত্যকর্ম্মে তাঁহার আজ্ঞাপালনে যত্ন কর, জপ কর, জপে শ্রান্ত হইলে ধ্যান কর, ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আবার জপ কর, জপ ধ্যানে শ্রান্ত হইলে আত্মবিচার কর—সাধক হইয়া যাও তবেই নির্ভয় হইবে, তবেই বুঝিবে, আলস্য অনিচ্ছা কমিয়া আসিতেছে, লয় বিক্ষেপ কাটিয়া আসিতেছে। এমনটি যখন হইতে দেখিবে তখন বুঝিও তার কৃপা হইতেছে। এই হইলে আর ভয় কি? তখন দুঃখ আসিলে তাঁকেই জানাইবে, ভাবনা আসিলে তাকে ভাবিবে—আর যখন তখন দেখিবে "স্মরিলে সে মুখ, দূরে যায় দুখ এই গুণ শ্যামা মার রে" ইতি।

নিবেদন।

(১)

চিরদিন রব কিগো এ ঘোর আঁধারে ?
চিরদিন কাঁদিব কি করি হাহাকার ?
চিরদিন পথপানে চাহিয়া কাতরে ॥
বসিয়া থাকিব কিগো আসার আশায় ?

(২)

কত দিন কত রাতি গিয়াছে চলিয়া।
কতপক্ষ কতমাস চ'লে গেল হায়।
কত ঋতু কতবর্ষ ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥
উপহাসি অভাগারে তারা আসে যায় ॥

(৩)

লক্ষ্যস্থির এখন গো হয় নাই মোর।
তাই বুঝি আসিলে না হৃদয়ের ধন ।
'কাটিতে' পারিনি আজ (ও) বাসনার ডোর ॥
তাই বুঝি নিলে না গো মোর প্রাণ মন ॥

(৪)

আর কিছু নাহি চাই চাহিগো তোমারে।
এ কথা ব'লিতে আমি পারি নাই কভু।
অথবা চাহিনা ব'লে চেয়েছি ভোগেরে ॥
তাই কি গো দূরে তুমি স'রে গেলে প্রভু ?

(৫)

শুনিয়াছি সাধু মুখে লক্ষ্যস্থির বিনা।
তোমার সন্ধান কেহ না পারে লভিতে।
তোমারে পাবার আশা উন্মাদ কল্পনা ॥
একলক্ষ্যে চিত্ত সেই না পারে রক্ষিতে ॥

(৬)

আজ কীর্ত্তি কাল ভোগ পরশ্ব কামিনী।
কতচাই অনিবার নাহি সংখ্যা তার।
এবে আমি হ'তে চাই কবি ধনী জ্ঞানী॥
বলিহারি যাই তোরে মনরে আমার॥

(৭)

করিল পাগল যবে নিদারুণ রোগে।
সেই দিন কেঁদেছিনু তোমা চাই ব'লে।
আরোগ্যের সনে তুমি পাঠাইয়া ভোগে॥
রোগ ল'য়ে হে প্রাণেশ কোথা চলে গেলে?

(৮)

যেথা আছ থাক তুমি কি করিতে পারি।
ভক্তের হৃদয় নিধি আমি ভক্তিহীন।
থাকিত ভকতি যদি চিরবন্দী করি॥
রাখিতাম হৃদিমাঝে তোমা নিশিদিন॥

(৯)

সাধনার উচ্চস্তরে অথবা নিম্নেতে।
যেথায় লইয়া যাবে যেতে হবে মোরে।
চল চল আগে আগে চলেছি পশ্চাতে॥
বাসনার বোঝা ল'য়ে ধীরে ধীরে ধীরে॥

(১০)

প্রাণারাম দাশরথি হে রাম দয়াল।
ভীষণ বাসনা আর কতদিন রবে।
বাসনা রাক্ষসী নাশি ঘুচাও জঞ্জাল॥
আমিও ডুবিয়া যাই রাম রাম রবে॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
প্রবোধ—
দিগম্বুই চতুষ্পাঠী

ঈশ্বর ভাবনা এবং বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্ম কর্ম্ম।

যে কর্ম্মে ঈশ্বর ভাবনা হয় না সেই কর্ম্ম বিষধর সর্পের মত ত্যাগ করিবে। লাম্পট্য, যেখানে প্রবল হয় সেখানে ঈশ্বর ভাবনা থাকিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার লাম্পট্য, ত্যাগেরই বস্তু; আহার লাম্পট্য, বচন লাম্পট্য, কাম লাম্পট্য, ইন্দ্রিয় লাম্পট্য—ইহারা যমরাজের দূত—ইহারা যমরাজের রাজধানীতে বিনা আয়াসে পৌঁছাইয়া দেয়। ঈশ্বর ভাবনা, লাম্পট্য পরিহারের প্রবল অস্ত্র।

মন যখন বহু কর্ম্মে ছুটায়—তখন কোন্ কর্ম্ম করা উচিত কোন্টা বা উচিত নহে, ইহার বিচার মানুষ সহজেই করিতে পারে, যখন দেখে ঐ কর্ম্মে ঈশ্বর ভাবনা হয় কি না হয়।

সন্ধ্যা আহ্নিকে ঈশ্বর ভাবনা হয়, স্বাধ্যায়ে ঈশ্বর ভাবনা করা যায়, জপে করা যায়, ধ্যানে করা যায়, আত্ম বিচারে করা যায়, ক্রিয়ায় করা যায়, সেবায় করা যায়, গৃহস্থালি কর্ম্মে করা যায়, লোক হিতকর কর্ম্মে করা যায়, দানে করা যায়,—এই সকল কর্ম্ম করণীয়। লাম্পট্যে যায় না, পরনিন্দায় যায় না, পর-চর্চ্চায় যায় না, বৃথা সমালোচনায় যায় না, ইন্দ্রিয়ের বা মনের স্বাভাবিক গতি বর্ণনায় যায় না; এই জন্য এই সমস্ত কর্ম্ম অকরণীয়। করণীয় গ্রহণ করিতে হয় অকরণীয় ত্যাগ করিতে হয়।

মন যখন কোন ভাবনা তুলে তখনই মনকে জিজ্ঞাসা কর এই যে ভাবিতে বসিলে ইহাতে কি ঈশ্বর ভাবনা করিতেছ? যদি দেখ ঈশ্বর ভাবনার সহিত অসম্বন্ধ প্রলাপ ভাবনার কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যায় না তবে যেরূপে পার প্রলাপ ত্যাগ কর। ঈশ্বর ভাবনা করিতে পারিলেই সংসারের বৃথা ভাবনা পলাইবে, অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর হইবে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভাবনায় কর্ম্ম ত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ মানুষই ইহা পারেন—ইঁহারা সন্ন্যাসী হইবার উপযুক্ত। কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই সাধারণ মনুষ্যের করণীয়। ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা যায় না। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধ হয়—মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ হইয়া যায়।

সন্ধ্যায়, আহ্নিকে, জপে, ধ্যানে, আত্ম বিচারে ঈশ্বর ভাবনা কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ঈশ্বর ভাবনার জন্য এই সমস্ত। ঈশ্বর ভাবনা নাই—ঐ সমস্ত করি ইহা কিছুই নয়—ইহাতে মানুষের উন্নতি ও হয় না, মানুষের চরিত্রও হয় না।

ঈশ্বর ভাবনা কত প্রকারের হইতে পারে তাহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভাবনা হইতেছে তত্ত্ব চিন্তা; ইহা যিনি পারেন না তিনি শাস্ত্র চিন্তা, মন্ত্রচিন্তা, তীর্থ চিন্তা দ্বারা ঈশ্বর ভাবনায় উঠিবেন।

যাহারা ঈশ্বর চিন্তা করে না তাহারাও ত বেশ থাকে। অসভ্য মানুষ, নাস্তিক, পশু পাখী—ইহারা ত সুস্থ সবল—ইহারা ত ঈশ্বর চিন্তা করে না।

বাহিরে দেখিতে সুস্থ সবল বটে কিন্তু যখন বিপদ আসিয়া ইহাদের উপরে পড়ে তখন ইহাদের কি হয়? মরণ মূর্চ্ছায় ইহাদের কি হয়? ইহাদের যন্ত্রণা অকথ্য। সকল প্রকার দুঃখের প্রতীকার হয় ঈশ্বর ভাবনায়।

প্রমাণ করিতে পার সকল প্রকার দুঃখের প্রতীকার ঈশ্বর ভাবনায় কিরূপে হয়? পারি। যখন মানুষ খুব যাতনা পায়—এমন কি স্বামী শোকের যাতনা বা পুত্র শোকের যাতনা—এই যাতনার প্রাকৃতিক প্রতীকার কি জান? যাতনার প্রাকৃতিক প্রতীকার হইতেছে নিদ্রা। পুত্র শোকে, বা অর্থনাশ শোকে যাহারা অসীম যাতনা ভোগ করে তাহারাও কিন্তু নিদ্রা যায়। নিদ্রায় কোন যাতনা থাকে না। কেন থাকে না? তখন জীব যিনি তিনি দেহে অহং রাখেন না, মনেও অহং রাখেন না, অহং সত্য সত্য যাঁর তাঁহার অহং তাঁহাতে যায়—দেহটা আমি তখন নয়, মনটাও আমি তখন নয়, কাজেই দেহের দুঃখে বা মনের দুঃখে আমার কোন ক্ষতি হয় না। "আমি" তখন নিজের ঘরে প্রবেশ করেন—দেহ গৃহ বা মন গৃহ তাঁহার গৃহ নহে। কাজেই দেহ ও মন গৃহে যে সমস্ত দুঃখ থাকে তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য সুষুপ্তিতে জীবের কোন দুঃখ থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তিতে জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেইজন্য সুষুপ্তি ভাঙ্গিলে আবার দেহকে ও মনকে আমার আমার করে আর দেহের জ্বালায় ও মনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে—কত কি করে; তাই বলিতেছি যদি জ্ঞান সহকারে নিজে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে জানিয়াই জ্ঞানে চিত্তকে বা মনকে লয় করে বলিয়া আর তাহাকে দুঃখে পড়িতে হয় না।

তবেই ত হইল মনটাকে জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরে ডুবাইতে পারিলে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর ভাবনায় যার মন ডুবিতে অভ্যাস

করিয়াছে তাহাকে জগতের কোন কিছুই আর দুঃখ দিতে পারে না। ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুতেই জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতেই পারে না। ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন মানুষ কিছুতেই স্থায়ী ভাবে সুস্থ হইতে পারে না।

মানুষ ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা করে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে ঈশ্বর ভাবনা। সেইজন্য সর্ব্বদা লক্ষ্য কর ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর ভাবনা লইয়া থাকিতে পারিতেছ কিনা? সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যিনি করেন তিনি ঈশ্বর, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, যিনি তিনি ঈশ্বর, সর্ব্বত্র সমভাবে যিনি সৃষ্টির ভিতরে আছেন তিনি ঈশ্বর, জগতের পাপ বৃদ্ধি হইলে, ধর্ম্মের গ্লানি হইলে এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে যিনি সাধুকে রক্ষা করেন এবং পাপীকে বিনাশ জন্য অবতার গ্রহণ করেন তিনি ঈশ্বর। এই ঈশ্বর যখন সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন, তখন পণ্ডিত মূর্খ, দুর্ব্বল সবল, পুণ্যবান পাপী, সুন্দর কুৎসিৎ--সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে তিনি আছেন, তুমি সব দেখিয়া তাঁকে স্মরণ করিতে একবার ও ভুলিওনা, ভিতরে বাহিরে স্মরণ লইয়া থাক যাহা চাও তাহাই পাইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরভাবনা হইতেছে আমি সেই, আমি প্রণব ইত্যাদি। এই ভাবনা যিনি না করিতে পারেন তিনি ভাবুন সব তুমি, সব তুমি, আমি তোমার পরে তুমি আমার ইত্যাদি।

সারা জীবনের জন্য অনুষ্ঠান।

(১) ভিতরে তোমার স্মরণ।

(২) বাহিরে তোমার স্মরণ।

(৩) তোমার দর্শন।

(৪) তুমি আমি এক হইয়া স্থিতি।

(১) তিনি এই দেহে নাই? তিনি শূন্য এই দেহ আমি বহন করি? পরমভক্ত বক্ষ বিদারণ করিলেন—দেখাইলেন ইষ্ট দেবতা হৃদয়েই আছেন—নিরাকার নরাকার মূর্ত্তিতে আছেন। নরাকার মূর্ত্তিতে ইনি সর্ব্বব্যাপী নহেন, মন্ত্রমূর্ত্তিতেও নহেন, চৈতন্যরূপে ইনি দেহব্যাপী আত্মা, চৈতন্যরূপেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা, চৈতন্য রূপেই আপনি আপনি ব্রহ্ম—তুরীয় ব্রহ্ম—তুর্য্যাতীত ব্রহ্ম।

এই ইষ্ট মূর্ত্তিকে সর্ব্বদা ভিতরে স্মরণ করিতে হইবে। এই স্মরণের জন্য প্রথমে তিন বেলায় বিশেষ ভাবে বসা চাই। শাস্ত্রীয় সন্ধ্যা আহ্নিক, জপ, পূজা,

ধ্যান ইত্যাদি করা চাই—স্বাধ্যায় করা চাই—বিশেষ ভাবে স্মরণের জন্য ভাবগুলি লিখিয়া রাখাও চাই। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রার্থনা করা উচিত। নিত্যকর্ম্মে তাঁহার অঙ্গেই সমস্ত ভাবনা করা উচিত—নিত্যকর্ম্মে যাহা করিতেছি "সর্ব্বকর্ম্ময়ি পশ্যন্তি" করিয়া করা উচিত। এই ভাবে তিন বার বসার সময়ে ভিতরে তাঁহাকে লইয়াই থাকিতে হয়। ভিতরে মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া স্মরণ—নিত্যকর্ম্ম অন্তে শুধু নাম কীর্ত্তন—নাম জপ—সংখ্যার আবশ্যকতা এখানে নাই। এই যে জপ—ইহা শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তার পরে এই জপকে ধ্যানে আনিবার জন্য ভাবনাও কিছু করিতে হয়। বৈখরীর জপ মধ্যমায় আইসে শ্বাসে শ্বাসে জপে। মূর্ত্তি স্মরণ ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে নাম বা বীজ বা মূলমন্ত্রে মনন যখন হয় তখন তাহা ধ্যানই। জীহ্বা নড়েনা, মুখও নড়েনা—ভিতরে নাম শ্রবণ করা যায়। ভিতরে যে সূক্ষ্ম স্পন্দন হয় তাহাতেই অনুভব করা যায় নাম জপ হইতেছে। আপনি উপাংশু জপ করিতেছি আপনিই শুনিতেছি। এই অভ্যাসে কতদূর স্থিরত্ব রাখিতে হয় তাহা যিনি অভ্যাস করেন তিনিই জানেন। এই অবস্থার পরে ভাবনা। তানপুরার তিন তারে অঙ্গুলী সঞ্চারে সশক্তি ইষ্ট নাম উচ্চারিত হয়। নাম হইতেছে আর আমি শুনিতেছি। সেইরূপ ভিতরে কে যেন ত্রিতন্ত্রীতে আঘাত করিয়া আপনার নাম আপনি গাহিতেছে—আমি যেন তাহা শুনিতেছি—ইহাই উৎকৃষ্ট মধ্যমা। তার পরের অবস্থাই পশ্যন্তি। শব্দের ভিতরের তৃতীয় অবস্থা পশ্যন্তি। ইহার পরেই স্থিতি। ভিতরে স্মরণ জন্য তিন বেলায় নিত্য ক্রিয়া শেষে নাম জপ। একান্তের সাধনা এই পর্য্যন্তই এখন।

(২) বাহিরে তোমার স্মরণ।

সব তুমি সব তুমি সব তুমি—স্মরণ করিতে করিতে নাম জপ। ভিতরে যাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য তিন বেলায় বসা অভ্যাস, বাহিরে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে হইবে সর্ব্বমূর্ত্তিতে। স্ত্রীমূর্ত্তি তুমি, পুরুষ মূর্ত্তি তুমি, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা তুমি, কুমার, যুবক, বৃদ্ধ তুমি, আকাশ তুমি, বায়ু তুমি, অগ্নি তুমি, জল তুমি, পৃথ্বী তুমি, রূপ তুমি, রস তুমি, গন্ধ তুমি, স্পর্শ তুমি, শব্দ তুমি, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শান্ত, হিংস্র সব তুমিই সাজিয়াছ। সুন্দর কুৎসিৎ, সব তুমি সাজিয়াছ; শত্রু, মিত্র তুমিই সাজিয়া নিন্দা স্তুতি করিতেছ; ইন্দ্রিয় তুমি, মন তুমি, বুদ্ধি তুমি, অহং তুমি—সব তুমি।

সব তুমি সব তুমি অভ্যাস করিতে পারিলে যে পীড়া দেয়, যে আদর করে,

সকলের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া সাম্য আরাধনা হয়। তখন বিপদ হইয়া তুমিই আইস, আবার তুমিই রক্ষা কর। তুমি দেখিয়া দেখিয়া যখন সর্ব্বত্র তোমাকে স্মরণ হয় তখন আপনাকে আপনি যেমন কেহ হিংসা করেনা সেইরূপ অন্য কাহাকেও হিংসা করিতে পারে না। আপনার সুখ লোকে যেমন চায় সেইরূপ অন্যেরও সুখ চায়। আপনাকে আপনি দুঃখ দিতে যেমন কেহ চায়না সেইরূপ অন্যকেও পীড়া দিতে পারেনা। সর্ব্বত্র তুমি স্মরণে, ভিতরে বাহিরে তুমি স্মরণে, সর্ব্বত্র সম দর্শন অভ্যাস হইতে থাকে। সকল অত্যাচার, সকল অবজ্ঞা, সব তুমি সব তুমি স্মরিয়া স্মরিয়া অগ্রাহ্য হইতে থাকে, সুখে দুঃখে সম ভাব হইতে থাকে; শীতে উষ্ণে সম ভাব হইতে থাকে—সবই মিত্র হইয়া যায়, কাহাকেও আর শত্রু ভাবনা করা যায় না।

(৩।৪) তোমার দর্শন ও আমি তুমিতে স্থিতি—সব তুমি সব তুমি—শেষে আমিও তুমি। আমিই ইষ্ট, আমিই মন্ত্র। ইহার সাধনা হইতেছে আপনাকে ইষ্ট দেবতার নামে, রূপে, গুণে, স্বরূপে ভাবনা করিয়া সেই ভাবে স্থিতি। ইহারই প্রথম অবস্থায় ইষ্ট দেবতার দর্শন, শেষে ইষ্টদেবতার বর লাভে একেই স্থিতি। ইতি।

শ্রীচরণ পরশমণি।

১

সাড়া ছাড়া যতদিন ছিল এজীবন।
নাহি ছিল কোন আশা, বুঝি নাই ভালবাসা,
ব্যর্থই জীবন বুঝি ব্যর্থই মরণ ॥

২

আমি কি নিয়েছি তব চরণে শরণ?
মনে হয় আর নয় বিফল মনন,
ব্যর্থ নাহি হবে আশা, ব্যর্থ নহে এই ভাষা,
ব্যর্থ নাহি হয় আর সময় যাপন ॥

৩

আমি কি পেয়েছি তব শুভদরশন ?

হেরি কভু এ অন্তরে, এই বিশ্ব স্তরে স্তরে,

নেহারি—মানস করে ক্রম বিকাশন,

৪

সকল কাজেতে সাধ ওই নামগান।

আমার স্বাধ্যায় যাহা, কান পেতে শুন তাহা,

এই ভেবে করি আমি কতকি পঠন ॥

৫

পরশ মণির মত তব পরশন,

মর রাজ্য পরি হরি, তোমাতে প্রবেশ করি,

লভিবারে পারিব কি অমৃত আত্মন্ ?

৬

হৃদয়ে পাতিতে সাধ তোমারি আসন

সফল হইবে জন্ম সার্থক জীবন

পাষাণে বহিবে কিগো প্রেম প্রস্রবণ ?

৭

মনে হয় শিরে ঠেকেছিল শ্রীচরণ,

মনে হয় হৃদে হল শুভ দরশন।

কতবার আসা যাওয়া, কতবার ক্ষেপ দেয়া,

মেলেনি, মেলেনি কভু এ হেন রতন,

যাঁহার পরশে ঘোচে দেহাত্ম বন্ধন ॥

৮

পরিত্যক্ত অনাদৃত শুকন ফুল হার।

এত আদরেতে পদে কে রাখিবে আর ॥

তাই আশা ধরিয়াছি হিয়ার মাঝারে।

নেবে কি প্রাণের অর্ঘ্য শ্রীচরণ পরে ?

——

(সু)

প্রার্থনা—প্রথম।

সংসারে জ্বলিয়া পুড়িয়া, সর্ব্বদা অসুবিধা ভোগ করিয়া, সর্ব্বদা উপদ্রুত হইয়া, সর্ব্বদা অনভিলষিত কর্ম্মে উত্যক্ত হইয়া, কত লোক ত বলে আর আমি সংসারে আসিব না। কত গুরুর শিষ্য ত বলিয়া থাকেন, আর আমাকে সংসারে ফিরিতে হইবে না। বলাও ভাল কিন্তু শুধু মুখের কথায় কি পুনরাবর্ত্তন ছুটিবে? কি কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ যে পুনরাবৃত্তি হইবে না? বাসনা কি গেল,যে সংসারে আসিবে না? বাসনাইত সংসারের বীজ। যতদিন বাসনা থাকিবে ততদিন ত সংসারে আসিতেই হইবে। জন্মমরণ ত দেহ সম্বন্ধে বাসনা—জন্ম মরণ দেহের আমার নহে; ইহা মিথ্যা বলিয়া কয়দিন রোগাদি অগ্রাহ্য করিলে? ক্ষুধা পিপাসা ত প্রাণের—আমি প্রাণ নাই, আমার ক্ষুধা পিপাসা নাই—কয়দিন এই বিচারে ক্ষুধা পিপাসা অগ্রাহ্য করিয়া সহ্য করিয়াছ? কতদিন হাসিতে হাসিতে শাস্ত্রোক্ত উপবাস করিয়াছ? শোক মোহ ত মনের, আমি মন নহি। আমার শোক মোহ নাই। কয়দিন পরমাত্মীয়গণের মৃত্যু জন্য শোক ও অশোচ্য বিষয়ে শোক—এই বিচার করিয়া শোক মোহ অগ্রাহ্য করিলে বল—যে সংসারে আর ফিরিবে না? এই ষড়ূর্ম্মি সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমার জন্ম নাই, মরণ নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, শোক নাই, মোহ নাই—এই মিথ্যা ষড়ূর্ম্মি শত ভাবে আসুক ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—মিথ্যা ত ত্যাগেরই বস্তু।

বলিতেছে বিচারে জানিতেছি মিথ্যা—মিথ্যা জানিয়াও ছাড়িতে ত পারি না। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন বুঝি ছাড়িতেও পারিব না। শত চেষ্টা করিব বটে কিন্তু বুঝি তাহা ছাড়িতে পারিব না। চারিদিকে ত লোক দেখি—দেখি কত লোক সংসার ছাড়িয়াছে, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী আত্মীয় ছাড়িয়া, সন্ধ্যা বন্দনা, সদাচার, শ্রাদ্ধ তর্পণ সব ছাড়িয়াছে, দেব দ্বিজ সব ছাড়িয়াছে, শাস্ত্র শ্রদ্ধা ছাড়িয়া গৈরিক ধরিয়াছে, মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে—কিন্তু জিহ্বা লাম্পট্যত ছাড়ে নাই। যে সমস্ত অমেধ্য খাদ্য, যে অমেধ্য খাদ্যের নাম করিতেও শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই আহার করিতে হইবে—নতুবা শরীর থাকিবে না। আবার শাস্ত্র হইতে কুযুক্তি বাহির করিয়া লোকপ্রতারণার্থ দেখান হইতেছে, তখন ঋষিগণ এই গো শূকরাদি আহার করিতেন—ঋষিগণ আহার করিতেন তুমি আমি খাইব না কেন? শরীর রক্ষা না করিলে কোন্ কর্ম্ম করিতে পারিবে?

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—বচনও আছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" যেন পশু খাইয়া শারীরিক বল লাভ করিলেই আত্মা মিলিবে? এরূপ কুটিল পথে না গিয়া বলনা কেন জিহ্বা লাম্পট্য ছাড়িতে পারি নাই—বিচারে বুঝিতেছি আমি আত্মাই কিন্তু কার্য্যে দেখিতেছি আমি দেহাত্মবাদী—মূঢ়—নাস্তিক হইয়াই আছি। আপনাকে আপনি দেখ, আত্মপ্রতারণা ধর, ধরিয়া কাতর হও। কাতর প্রাণে শাস্ত্রোক্ত সন্ধ্যা উপাসনা, জপ, ধ্যান, আত্ম বিচার কর—দেখিবে শত শত দোষ তোমাতে আছে। এই অবস্থায় লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও—প্রার্থনা কর—ক্ষমা সার তিনি, তিনি ক্ষমা করিবেন, জীবন তিনি নূতন করিয়া দিবেন।

প্রার্থনা—দ্বিতীয়।

কতই ত আছে—কি প্রার্থনা করিব? তুমি শুধু আমার মা নও তুমি জগতের মা। মা! তুমিই ব্রহ্ম—ব্রহ্মবিদ্গণ তোমাকে এইরূপই বলেন। সুন্দর মন যাঁহাদের তাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান—ধীর যাঁহারা তাঁহারা তোমাকে সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বলীলাময়ী, অনন্ত করুণাময়ী পুত্র বৎসলা, দয়মান দীর্ঘ নয়না, আগম বিপিন ময়ূরী, উপনিষদ্ উদ্যানের কোকিলকলকণ্ঠী—ক্রীড়ারতা রাজহংসী বলিয়া থাকেন। আহা! কতভাবেই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা দেখেন তোমার রূপের শেষ নাই—আহা! কুবলয় দলনীলাঙ্গী তুমি—নীল পদ্মপত্রের মত নীলবরণী—লোচন বিজিত কুরঙ্গী—তোমার নয়ন যুগল হরিণীর নয়নকে পরাস্ত করিয়াছে—হরি হরি মুগ্ধা হরিণীর মত সরল দৃষ্টিতে তুমি তোমার সন্তান সন্ততিগণের প্রতি চাহিয়া আছ—ইহা মনে আনিতে পারিলে মানুষের কি হয়—মা এমনি ভাবে আমার প্রতি—আমাদের সকলের প্রতি তুমি চাহিয়া আছ। আর সেই মুখমণ্ডল!—সুন্দর হিমকর বদনা—শশাঙ্ক সুন্দর মুখী, কুন্দ কুসুম দশনা, অরুণাধরজিতবিম্বা—অরুণবর্ণ অধর তোমার বিম্বফলকে পরাস্ত করে—আহা কেমন আমার মা! প্রণত জনের রক্ষাই তোমার ব্রত—হায়! আমরা কি প্রণত হইতেও জানিলামনা—কেন তবে মনে করি আমার কেহ নাই? তোমায় গমন—আহা! তোমার মন্থর গমন শ্যামপক্ষ কলহংস গতিকেও লজ্জা দেয়—কত ভাবেই তোমার ভক্তগণ তোমার

রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবটু তট ঘটিত চুলী তুমি—তোমার কেশপাশ গ্রীবা দেশে বিগলিত - তোমার কমনীয় হস্ত, তোমার মনোহারিণী বীণায় সংন্যস্ত—তুমি তন্ত্রী তাড়নে তাল রক্ষা কর—বীণা বাদনে ব্যাপৃতা তুমি—ঐ সময়ে তোমার মস্তক মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে থাকে, আর তখন তুমি পলাশতাটঙ্কা—তোমার কর্ণভূষণ মৃদুমন্দ দুলিতে থাকে—তোমার সুন্দর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা আলোড়িত হওয়ায় তোমার বীণা যে ঝঙ্কার তুলে—সেই ঝঙ্কার আস্বাদনে তোমার হৃদয়ে নব নব উল্লাস উত্থিত হয়—তোমার সেই মুক্তা কর্ণ ভূষণ শোভিত মুগ্ধগান্ধ-জড়িত বদন চন্দ্রমা—কি বলিব—বলাত যায়না—কখন দেখিলাম না—ভক্তের বর্ণনা শুনিয়াই চক্ষু জলে ভরিত হইয়া আইসে। আমার ভাগ্যেত দেখা ঘটিলনা—যাঁহারা দেখিয়াছেন—যাঁহারা দেখিতেছেন—তাঁহাদের কথায় ভরিত হইয়াই বলি—আপন ঝঙ্কৃত বীণা গুঞ্জনে ভরিত হৃদয়া রামরূপিণী মাতঙ্গ কন্যকার করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গকে, ফুল্ল ফুল—মধুগন্ধ—মুগ্ধ ভৃঙ্গ বলিয়াই আমার মনে হয়—আর তোমার বীণার সঋগমাদি ঝঙ্কার! মনে হয় যেন শত শত ভৃঙ্গ একেবারে গুঞ্জন করিতেছে আর তুমি আপন মনে সেই আপন সুর লহরীর মধ্যে দুলিতেছ—আর দুলিয়া দুলিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছ।

বলিতে যাইতে ছিলাম প্রার্থনা—কি প্রার্থনা করিব—সুন্দর রূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলে—আপনাকে আপনি হারাইয়া যাইতে হয়—প্রার্থনা করিবে কে? তেমনি তোমার গুণে, তোমার লীলায়, তোমার স্বরূপে—তোমার যাহা তাহাতেই ভরিত করিয়া দেয়। সব দিন ত ইহা হয় না—হয় যখন, তখনকার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়।

মা! তুমিই মা হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতিও বলেন মাতৃদেবো ভব—আমি তোমায় আদর করিতে পারি নাই—সেই জন্য আজ ক্ষমা চাই—প্রত্যহ তোমায় ডাকিতে বসিয়া প্রথমেই ক্ষমা চাই—মা আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই—আদর করিতে পারি নাই আমায় ক্ষমা কর—করিয়া তোমার দিকে টানিয়া লও। তুমিই পিতা হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতিও বলেন পিতৃদেবো ভব—হায় আমার অভাগ্য! তোমার জীবিত কালে আমি তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই—পিতা—আমায় ক্ষমা কর—আমি তোমার চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া—প্রতিদিন প্রার্থনা করিব তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আচার্য্য দেব হইয়া আসিয়াছিলে—শ্রুতিও বলেন আচার্য্য দেবো ভব—হায় আমি আচার্য্যকে—গুরুকে ভক্তি করিতে পারি নাই। কত ভাল তিনি বাসিতেন—আমাকে অকৃতজ্ঞ দেখিয়াও তিনি

ভাল বাসিতেন—গুরুদেব এই অকৃত সন্তানকে ক্ষমা কর—করিয়া আমাকে ইষ্ট চরণ কমলে সংলগ্ন করিয়া দাও—আমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহ নাই।

আর কি প্রার্থনা করিব—ক্ষমা ত চাই প্রত্যহ ক্ষমা চাওয়া আমার নিত্য কর্ম্মের আদিকর্ম্ম। মা! তুমি আমায় জানাইয়া দিয়াছ কাহারও দোষ দেখিলেও—দোষের কথা কোথাও উদ্‌ঘাটিত করিতে নাই—আমি কত সাধুর ও ত দোষের কথা লোকের কাছে বলি—মা আমার এই দোষ তুমি ছাড়াইয়া দাও; যে যাহা করে করুক আমি যেন আর কাহারও সমালোচনা না করি; শুধু নিত্য-কর্ম্মাদির পরে রাম রাম করিয়া যেন দিন কাটাইতে পারি। আর কি প্রার্থনা করিব! সকল বিষয়ে আমার বৈরাগ্য হউক আর সর্ব্বত্র আমি—এই সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত তোমায় ভাবিয়া, তোমায় দেখিয়া, যেন জীবনটাকে তোমার জন্য ব্যয় করিতে পারি—আমি যেন ভিতরে তোমার ধ্যানে, তোমার জ্ঞানে ভরিত হইয়া যাই, আর বাহিরে তোমার সেবা করিতে করিতে, তোমার পূজার ফুলের মত তোমার নির্ম্মাল্য হইয়া যাই। আমার জীবন যেন প্রতিদিন একবার করিয়াও সর্ব্বব্যাপিনী তুমি—সর্ব্ব না থাকিলে তুমি যাহা হও—তাহার চিন্তা করিয়া স্বরূপ স্থিতির কথা মনে আনিতে পারে—যেন স্বদেশের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া "চিরদিন ত এ বিদেশে কেউ রবে না" জানিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে ধারা উল্‌টাইয়া হৃদয় কন্দরে আনিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। আমি যেন তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতে পারি—যেন কোন প্রকার ফল লাভে আমি ব্যাকুল না হই, বিষন্ন না হই, ফল না পাইলেও উদ্যম হীন না হই। সর্ব্বদা করিবার কার্য্য যেন আমার সর্ব্বদা থাকে—অসম্বন্ধ প্রলাপ যেন আমার সর্ব্বদা করিবার কার্য্য দ্বারা পরাস্ত হয়—তোমার নাম করিয়া, তোমাতে বিশ্রামের ভাবনা ভাবিয়া, তুমি ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহাই আমার ত্যাগের বস্তু মনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দিন কয়েকটা কাটাইয়া যাইতে পারি—আর কি বলিব—আমাকে কর্ত্তব্য করাইয়া লইও—ভুলিয়া গেলে স্মরণ করাইয়া দিও—দিয়া শেষ দিনে তোমার শ্রীপাদপদ্মে—তোমার পরমপদে স্থান দিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আসায় রাখিও। ইতি।

প্রার্থনা।

আমার মান অপমান রাগ অভিমান
সব কেড়ে লও।
আমি অতিদীন হীন হতে হীন একথা
জানায়ে দাও ॥

সর্ব্বভূতে তুমি আছ বিদ্যমান
কেন তবে মোর মান অভিমান
বুঝেও বুঝিনা জেনেও জানিনা
বিতরি করুণা আমারে বুঝাও।

মিছা মানে আমি মানী হতে চাই
এর চেয়ে আর আছে কি বালাই
জান সব তুমি তথাপি জানাই
মোরে ধূলির সাথে ধূলিতে মিশাও ॥

না পারি ছাড়িতে মান অপমান
সব তুমি নাও করি কৃপা দান
আমার আমির হ'ক অবসান
তোমার করে আমায় চালাও ॥

ভোগাশা থাকিতে মান তো যাবেনা
ভোগাশা না গেলে তুমি আসিবেনা
এ মোর ভোগাশা কাড়িয়া লওনা
ভোগের আবাসে আগুন জ্বালাও ॥



অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশ অধ্যায়।

রাজা দশরথ-রাম-রাজার যাতনা।

"কৈকেয়্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্ম্ম ন বিদ্যতে"— বাল্মীকি।

নাথবতী হইয়াও অনাথার মত চীর পরিধানে প্রবৃত্তা সীতাকে দেখিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিল আর রাজাকে ধিক্কার দিল। সকলকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া রাজা দুঃখিত হইলেন; ধর্ম্ম ও যশোলাভের বাসনা ত্যাগ করিলেন—এমন কি জীবনের আশাও রাখিলেন না। রাজা উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন কৈকেয়ি! আমার গুরু সত্যই বলিয়াছেন— কুশচীরে সীতার বনগমন উচিত নহে। সীতা সুকুমারী, সীতা বালিকা, সীতা সতত সুখোচিতা— ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্যা নহেন। এই রাজপুত্রী কাহার কি অপকার করিয়াছেন যে ইনি চীর পরিধান করিয়া এই বহুজন মধ্যে আসিয়া অপরিচিতা তাপসীর ন্যায় অবস্থান করিবেন? জনক রাজকন্যা চীর পরিত্যাগ করুন— রামের মত চীরবাস ইঁহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাত আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার বধূ দিব্যাম্বরধারিণী হইয়া, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা হইয়া রামের বন দুঃখ নিবারিণী হইবে। অতএব ইনি সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া বনে গমন করুন। আমি তখন মুমূর্ষু হইয়া—মরণ ইচ্ছা করিয়া শপথ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আর তুমি কৈকেয়ি! তুমি অজ্ঞানতা বশতই সেই আমার মতিভ্রংশাবস্থার প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিলে। পুষ্পোদ্গমে বেণু (বংশ) যেমন বিনষ্ট হয় সেইরূপ তোমার এই প্রবৃত্তি তোমাকে না নাশ করে? রে পাপে! যদিও রামের দ্বারা কিঞ্চিৎ অপকার তোমার হয় মনে কর—রে অধমে! তুমি বল দেখি এই মৃগীর মত উৎফুল্ল নয়না, মৃদু স্বভাবা মনস্বিনী জনকাত্মজা তোমার কি অপকার করিয়াছেন? পাপ মনোরথে! রাম বিবাসনই তোমার পাপাচরণের পর্য্যাপ্তি, আবার কি জন্য এই অনির্ব্বাচ্য দুঃখপ্রদ সীতা—প্রব্রাজনাদিরূপ পাতক অনুষ্ঠান করিতেছ? দেবি! অভিষেকের জন্য রাম এখানে আসিলে তুমি রামকে বলিয়াছিলে জটাচীরধারী হইয়া বনে যাও—আমি তোমার ঐ

কথাতেই সম্মত হইলাম। এখন দেখিতেছি তুমি তাহাও অতিক্রম করিয়া নরক গমনে ইচ্ছা করিয়াছ—তুমি মৈথিলীকেও চীরবাসিনী করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাজা সীতাকে অনুমতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন "যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী বনং"—রাম ইহা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন পিতঃ এই আমার যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি নীচ স্বভাবা নহেন, আমার, সীতার ও লক্ষ্মণের বনবাস হইতেছে দেখিয়াও মাতা আপনার নিন্দাবাদ করিতেছেন না। মা আমার, পূর্ব্বে কোন শোক পান নাই, হে বরদ! এখন আমার বিয়োগে শোক সাগরে নিমগ্ন হইবেন—ইনি আপনার প্রধানাপত্নী—আপনি ইঁহকে সম্মানে রাখিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার অদর্শনে মা আমার নিরতিশয় ক্লেশ পাইবেন। আমি বনবাসী হইলে আমার শোকে মা আমার যেন প্রাণ পরিত্যাগ না করেন আপনি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ইঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

রামের মুনিবেশ দেখিয়া—রামের বাক্য শুনিয়া রাজা ভার্য্যাগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। নিদারুণ দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল; তিনি রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না—রাজা দুর্ম্মনা—কোন কথাও কহিতে পারিলেন না। দুঃখিত মহীপতি ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন। রাজা রামের চিন্তায় যারপর নাই আকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

"হায়! বুঝি আমি পূর্ব্বে অনেক ধেনুকে বৎসবিহীনা করিয়াছি, বুঝি আমি বহুতর জীবের প্রাণ হিংসা করিয়াছি, সেইজন্য আমার এই সমস্ত উপস্থিত হইল। সময় উপস্থিত না হইলে বুঝি দেহ হইতে প্রাণ বাহির হয় না সেইজন্য কৈকেয়ী আমায় এই যাতনা দিতেছে তথাপি আমার মৃত্যু নাই, হায়! সেইজন্যই আমাকে এই পাবক সঙ্কাশ পবিত্র পুত্রকে আমার সমক্ষেই সূক্ষ্ম বসন ত্যাগ করিয়া তাপসের মত চীর পরিধান করিতে দেখিতে হইল। ছলনা পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন তৎপরা এক কৈকেয়ীর জন্যই আজ সকলেরই এই ক্লেশ উপস্থিত হইল। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বাষ্পভরে রাজার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল—একবার মাত্র "রাম" বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহীপতি মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের বেগ সম্বরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে সুমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত্র! বাহনোপযোগী রথ উৎকৃষ্ট অশ্ব সমূহে যোজিত করিয়া আন আর মহাভাগ রামকে এই জনপদের বাহিরে লইয়া যাও। এই বুঝি গুণবানের গুণের ফল যে পিতামাতা, সাধু বীরকে বনে নির্ব্বাসিত করেন?

রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ অশ্বে সজ্জিত করিয়া রামের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রামকে বলিলেন কনক ভূষিত রথে সুন্দর অশ্ব যোজিত করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র শুচি—ইহা মুত্র অনৃণ, দেশ-কালজ্ঞ রাজা তখন ত্বরান্বিত হইয়া কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন—বলিলেন কোষাধ্যক্ষ! তুমি সত্বর চতুর্দ্দশ বৎসর চলিতে পারে সংখ্যা করিয়া এইরূপ মহামূল্য বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ বৈদেহীর জন্য আনয়ন কর। কোষাগার হইতে তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার আনীত হইল, সমস্তই সীতাকে প্রদান করা হইল। সীতা সুজাতা—অযোনি সম্ভবা। সীতার অঙ্গে সমস্ত সামুদ্রিকোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। সীতা সুশোভন অঙ্গে বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। কেমন দেখাইল? প্রভাতকালে কিরণমণ্ডিত উদীয়মান সূর্য্যের প্রভা যেমন নভোমণ্ডল রঞ্জিত করে সুবিভূষিতা বৈদেহী সেইরূপে গৃহ সুশোভিত করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাণী কৌশল্যা—সীতা-রাম-লক্ষ্মণ।

"সঙ্কট শোচ বিকল ভাইরাণী"
"শুনিয় মাতু মৈ পরম অভাগী"

তুলসীদাস।

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্
অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্"॥

বাল্মীকি।

"মঞ্জু বিলোচন মোচতি বারি" মঞ্জুল লোচন শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে সীতা এই ভাবে আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। শ্বশ্রূ বধুকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। রাণীর হৃদয় কি করিতেছে বলিবে কে? বলা কি যায়? হৃদয়ের বিকলতা কথায় কি প্রকাশ করা যায়? গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন—

রাখি ন সকহিঁ ন কহি সব জাহূ, দুহুঁ ভাঁতি উর দারুণ দাহূ।
লিখত সুধাকর লিখি গা রাহু, বিধিগতি বাম সদা সব কাহু॥

রাখিতেও পারেন না, যাইতেও বলিতে পারেন না—দুয়েই দারুণ দাহ হৃদয়ে। শশী লিখিতে রাহু লেখা হইয়া গেল—সকলের উপরে বিধাতা বাম হইলেন।

ধরম সনেহ উভয় মতি ঘেরী, ভই গতি সাঁপ ছুছুন্দরী কেরী।
রাখৌ সুতহি করো অনুরোধু, ধরম জাই অরু বন্ধুবিরোধু॥
কহো জান বন তৌ বড়ি হানি, সঙ্কট শোচ বিকল ভই রাণী॥

একদিকে ধর্ম্ম অপরদিকে স্নেহ—উভয়ে সমকালে হৃদয় অধিকার করিল। ছুছুন্দরী ধরিয়া সর্প সঙ্কটে পড়িল। পুত্রকে রাখিতে অনুরোধ করিলে ধর্ম্ম যায় আর বন্ধু বিরোধ হয়। বনে যাইতে বলিলে প্রাণ থাকিতে চায়না—বড় হানী। আহা! সঙ্কটে পড়িয়া রাণী আজ বিকল হইয়া শোকাতুরা। রাণী লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছেন। হায়রে আমি অভাগিনী—কি করিয়া কি সহ্য করি।

দারুণ দুসহ উরু ব্যাপা।
বরণি ন জাই বিলাপ কলাপা॥

দারুণ দুঃসহ দাহ হৃদয় ছাইল, বিলাপ কলাপ ত বলা যায় না। তথাপি সবই করিতে হয়।

দীন্হ আশীশ শাসু মৃদু বাণী।
অতি সুকুমারী দেখি অকুলানী॥

অতি সুকুমারী বধূ—বধূকে আকুল দেখিয়া শ্বশ্রূ মৃদুবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর সীতা?

বৈঠি নমিত মুখ শোচতি সীতা।
রূপরাশি পতিপ্রেম পুনীতা॥

অধোমুখে বসিয়া সীতা বিলাপ করিতেছেন। পতিপ্রেমে পবিত্র রূপ রাশি চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। সীতা ভাবিতেছেন জীবননাথ বনে যাইতে চান আমার কত পুণ্য আমিও সঙ্গে যাইব। আবার ভাবিতেছেন আমার দেহ ও প্রাণ কি তাঁর সঙ্গে যাইবে, না শুধু প্রাণই যাইবে? বিধির বিধান কিছুই জানা যায় না।

চারু চরণ নখ লেখতী ধরণী।
নূপুর মুখর মধুর কবি বরণী॥

সীতার সুন্দর চরণ-নখ ভূমিতে লিখিতেছে আর পাদপদ্মের নূপুর মধুর শব্দ করিতেছে। কবি প্রেমবশে বলিতেছেন নূপুরের মত আমিও বলি এই সীতাপদ যেন আমায় কখন ত্যাগ না করে।

রাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রামমাতা রামকে বলিতেছেন—

তাত শুনহু সিয় অতি সুকুমারী।
সাসু শ্বশুর পরিজন হি পিয়ারী॥
পিতা জনক ভূপালমণি, শ্বশুর ভানুকুল ভানু।
পতি রবিকুল কৈরব বিপিন, বিধু গুণরূপ নিধানু॥

তাত! শুন—সিয় আমার অতি সুকুমারী—শ্বশুর শাশুড়ী পরিজনের বড়ই পিয়ারী। পিতা ইঁহার জনক—ইনি রাজমণি—শ্বশুর ইঁহার রবিকুলের সূর্য্য। আর তুমি পতি—তুমি রবিকুল রূপ কুমুদিনীর নির্ম্মল বিধু—রূপও গুণের আগার। আমি আবার রূপে গুণে শীলে মনোরমা এই পুত্র বধু পাইয়া—

নয়ন পুতরি করি প্রীতি বড়াই, রাখহুঁ প্রাণ জানকীহি লাই।
কল্পবেলি জিমি বহুবিধি লালী, সিঁচি সনেহ সলিল প্রতি পালী॥
ফুলত ফলত ভয়উ বিধি বাম, জানি ন জায় কাহ পরিণাম॥

এই পুত্রবধু পাইয়া আমি নয়নের পুতুলী করিয়া প্রেম বাড়াইয়াছি—সীতার জন্যই আমি জীবন রাখিয়াছি। কল্পলতার মত ইহাকে লালন করিলাম, স্নেহ সলিল সিঞ্চন করিয়া ইহাকে বাড়াইলাম। ফুল ফল হইবার সময় বিধাতা বাম হইলেন, পরিণামে কি হইবে জানা ত যায় না। তাত! পালঙ্ক, সিংহাসন, দোলা ত্যাগ করিয়া "সীয় ন দিন অবনি কঠোরা" সীতা কঠিন পৃথিবীতে কখন পা দেয়না। জীবন সঞ্জীবনী এই বধূকে আমি কত করিয়া রক্ষা করি "দীপ বাতি নহি টারন কহেউঁ" দীপবাতি উস্কাইতেও কখন বলি নাই। এই সীতা তোমার সঙ্গে বনে যাইবে? রাম! তুমি ইহাতে কি বল?

চন্দ্র-কিরণ-রস-রসিক চকোরী।
রবিরুখ নয়ন সকৈ কিমি জোরী॥

চকোরী—যে শুধু চন্দ্রের সুধাই পান করে সে কি প্রখর সূর্য্যের মুখ দেখিতে পারিবে?

করি কেহরি নিশিচর চরহিঁ, দুষ্ট জন্তু বন ভূরি।
বিষ বাটিকা কি সোহ সুত, সুভগ সজীবন মুরি॥

হস্তী, সিংহ, রাক্ষস—বনে কতই দুষ্ট জন্তু বিচরণ করে—পুত্র! বিষের বাগানে কি সঞ্জীবনী লতা শোভা পাইবে? কোল কিরাত—ভোগ রস হীনা—ইহাদের জন্য প্রবীণ বিধাতা বন রচিয়াছেন; পাষাণের মত যাহারা কঠিন তাহারা বনে ক্লেশ পায়না। অথবা মুনি পত্নী যাঁহারা তাঁহারাই কাননের যোগ্যা—তপস্যার জন্য তাঁহারা সব ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন—কিন্তু।

সিয় বন বসহি তাত কেহি ভাঁতী।
চিত্র লিখে কপি দেখি ডরাতী॥

কিন্তু তাত! সীতা কিরূপে বনে বাস করিবে? চিত্রে লেখা কপি দেখিয়া যে এ ভয় পায়।

সুরসর সুভগ বনজ বনচারী।
ডাবর যোগ কি হংস কুমারী॥

রাম! মানস কমল বনে যে বিচরণ করে সেই মরালনন্দিনী কি ডোবায় সঞ্চরণ করিবে? পুত্র! ইহ বিচার কর—করিয়া তুমি যাহা বলিবে সীতাকে আমি তাহাই পালন করিতে বলিব। কৌশল্যা কাঁদিতেছেন—বলিতেছেন জানকী যদি অযোধ্যায় থাকে—সে আমার জীবন ধারণের অবলম্বন হইবে। ভগবান্ মাতাকে যেরূপে প্রবোধ দিয়াছিলেন, সীতাকে যেরূপে বুঝাইয়া ছিলেন পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। সীতার কমললোচন অশ্রুপূর্ণ "লোচন নলিন ভরে জল সিয়াকে"।

তব জানকী সাসু পগ লাগি, শুনিয় মাতু মৈ পরম অভাগী।
সেবা সময় দৈব দুখ দীন্‌হা, মোর মনোরথ সফল ন কীন্‌হা॥

জানকীর নলিন নয়ন অশ্রুপূর্ণ। বধূ শাশুড়ীর চরণে ধরিলেন—বলিতে লাগিলেন মা! আমি বড়ই অভাগিনী। তোমার যখন সেবা করিব সেইকালে দৈব আমার উপরে দুঃখ ভার চাপাইয়া দিল—আমার মনোরথ সফল করিল না।

সীতার কথায় দেবী কৌশল্যা আরও ব্যাকুলা হইলেন।

বারহি বার লাই উর লীন্‌হী।
ধরি ধীরজ শিখ আশীষ দিন্‌হী॥

কৌশল্যা পুনঃ পুনঃ সীতাকে বক্ষে ধরিতেছেন—পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। দেবী কৌশল্যা তখন সীতাকে বলিতে লাগিলেন—

অচল হোউ অহি বাত তুম্হারা।
জব লগি গঙ্গ যমুন জলধারা ;

তোমার এই সোহাগ বাক্য অচল হউক—চিরদিন—যতদিন গঙ্গা যমুনার জলধারা থাকিবে।

সীতা শ্বশ্রূপদে পুনঃ পুনঃ শির নত করিলেন আর দেবী কৌশল্যা

তাং ভুজাভ্যাং পরিষজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ।
অনাচরন্তীং কৃপণং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় মৈথিলীম্॥

বধূকে আলিঙ্গন করিলেন ; স্নেহভরে মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। জানকী "কৃপণং অনাচরন্তীং"—জনক রাজনন্দিনীর কোন আচরণ ক্ষুদ্র ছিল না। শ্বশ্রূ পুনরায় বধূকে বলিতে লাগিলেন—

অসত্যঃ সর্ব্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাত গতং স্ত্রিয়ঃ॥
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি॥
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণ মাত্র বিরাগিণঃ॥
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীনাং গৃহ্লাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ॥
সাধ্বীনাং তু স্থিতানাস্তু শীলে সত্যে শ্রুতেস্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥

কি ইহলোকে কি পরলোকে সেই সমস্ত স্ত্রীলোককেই অসতী বলা যায়, যাহারা চিরদিন স্বামীর আদর পাইয়াও, স্বামীর ক্লেশের সময় স্বামীকে সম্মান করে না—স্বামীকে অনাদর করে। সেই অসতীদিগের স্বভাব এই যে ইহারা স্বামীর সম্পদের সময় সকল প্রকার সুখভোগ করিয়াও বিপদকালে অতি অল্প দুঃখ পাইলেই স্বামীকে দোষ দেয়, তিরস্কার করে এমনকি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহারা মিথ্যা কথা কয়, ভাল কথাকে বিকৃত করিয়া লয়, দুষ্টকার্য্য অনুসরণ করে, ইহাদের হৃদয় নাই—স্বামীর প্রতি ইহারা সর্ব্বদা বিরস, ইহারা কুলটা, ইহারা পরপুরুষ প্রসঙ্গ ব্যাপার মনে মনে পোষণ করে, ইহারা অল্প কিছুতেই একক্ষণেই অনুরাগ ত্যাগ করে, ইহারা স্বামীর প্রশস্ত কুল উপেক্ষা

করে, স্বামীকৃত পূর্ব্ব উপকার তুচ্ছ করে, স্বামীর বিদ্যা, ধর্ম্ম, গ্রাহ্য করে না, স্বামীদত্ত বসনভূষণাদি অতি তুচ্ছ মনে করে, ইহারা ইহাদের দোষ দেখাইয়া দিলেও দোষ অস্বীকার করে, এই সমস্ত দোষও এই অসতী স্ত্রীলোকের হৃদয়কে দ্রব করেনা—ইহারা ইহাদের পাপবৃত্তি ত্যাগ করে না। কেন করে না? কারণ অসতী স্ত্রীলোকেরা অনিত্যহৃদয়া—অব্যবস্থিত চিত্তা কিন্তু যাঁহারা সাধ্বী, যাঁহারা পতিব্রতা, তাঁহাদের আচরণ সুন্দর, তাঁহারা কখন মিথ্যা কথা কহেন না, তাঁহারা গুরুজনের উপদেশ মান্য করেন, তাঁহারা কুলমর্য্যাদা কখন লঙ্ঘন করিয়া কুলকে কলঙ্কিত করেন না। যে সকল স্ত্রীলোকের এই সমস্ত গুণ আছে তাঁহারা পরম পবিত্র পতিকেই সমস্তধর্ম্ম সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ জানেন।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপিবা॥

রাম আমার এখন বনে নির্ব্বাসিত হইল। মা! তুমি তার অবমাননা যেন করিওনা। তোমার দেবতা তিনি। স্বামী ধনবান হউন বা নির্দ্ধন হউন সকল স্ত্রীলোকের স্বামীই ইষ্টদেবতার সমান।

বধূ শ্বশ্রূর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিলেন, করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার সম্মুখে বলিতে লাগিলেন—

করিষ্যে সর্ব্বমেবাহং আর্য্যা যদনুশাস্তি মাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্ত্তুর্ব্বর্ত্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে॥

আর্য্যে—আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিলেন আমি অবশ্যই সেই সমস্তই পালন করিব। মা! স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা আমি জানি ও শুনিয়াছি।

"ন মামসজ্জনেনার্য্যে সমানয়িতুমর্হতি"।
"ধর্ম্মাদ্বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥"

আর্য্যে! আমাকে অসজ্জনের—অসতী স্ত্রীলোকের সমান করিবেন না। যেমন চন্দ্র হইতে চন্দ্রের প্রভা বিচলিতা হইবার নহে সেইরূপ আমিও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না।

না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।
না পতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥
সাঽহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুত ধর্ম্ম পরাবরা।
আর্য্যে কিমবমন্যেঽহং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা হি দৈবতম্॥

যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ, কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করেনা, সেইরূপ শতপুত্রের মাতা হইলেও স্ত্রীলোক যদি পতিহীনা হয় তবে কোন সুখ পায় না। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইঁহারা যাহা দান করেন তাহা পরিমিত কিন্তু ভর্ত্তাই অপরিমিত সুখ প্রদান করেন সুতরাং স্বামীর পূজা কে না করিবে? আর্য্যে! আমি মাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখে পতিব্রতাদিগের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি, শুনিয়াছি পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা—আমি কি জন্য স্বামীর অবমাননা করিব?

বধূর হৃদয়ানন্দদায়কবাক্য শ্রবণ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বা দেবী কৌশল্যা যুগপৎ দুঃখে ও হর্ষে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পরম ধর্ম্মাত্মা রাম, সকল মাতার মধ্যে পূজনীয়া আপন মাতার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মা! আমার জন্য দুঃখে বিমনা হইয়া তুমি আমার পিতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিওনা, আমার বনবাসের কাল শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে। নিদ্রাতে যেমন সময় কাটিয়া যায় সেইরূপে দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ বৎসর চতুর্দ্দশ দণ্ডের মত কাটিয়া যাইবে। তখন আপনি আমাকে বন্ধুজন পরিবৃত এইখানেই সমাগত দেখিবেন আর সমস্তই এইখানে পাইবেন।

আপন জননীকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া রাম বিদায় লইবার জন্য সার্দ্ধ সপ্তশত মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আহা! সকলেই আজ শোকার্ত্তা। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎ কৃতম্।
তন্মে সমুপজানীত সর্ব্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ॥

জননিগণ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন অজ্ঞানেও যদি কখন আপনাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া আপনাদের মনে হয় তবে মা! আপনারা সেই দোষ আমার ক্ষমা করিবেন—আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীভগবানের এই বিনয়—এই কাতর প্রার্থনা কাহাকে না কাতর করে? রামমাতাগণ রামের কথায় বড়ই কাতর হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে

ক্রোঞ্চিগণের ন্যায় শোকজনিত ধ্বনি উত্থিত হইল। আহা! যে রাজগৃহ পূর্ব্বে বিবিধ আনন্দ বাদ্যধ্বনিতে মেঘমন্দ্রে নিনাদিত হইত আজ তাহা মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

রাম তখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। সকলে রাজাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আহা! এই সময়ে এই প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কেমন দেখাইতেছে? তিন জনে অতঃপর ভগবতী কৌশল্যাকে অভিবাদন করিলেন। লক্ষ্মণ দেবী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া মাতা সুমিত্রার চরণ বন্দনা করিতে আসিলেন—

জাই জননী পদ নায়উ মাথা।
মন রঘুনন্দন জানকী সাথা॥

সীতারাম সঙ্গে মন রাখিয়া লক্ষ্মণ জননী পদে প্রণাম করিলেন। পুত্র হিতার্থিনী মাতা সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বন্দনাতৎপর স্বীয় আনন্দ বর্দ্ধন মহাবাহু লক্ষ্মণের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু চি॥

পুত্র! তুমি তোমার সুহৃজ্জনে অনুরক্ত আমি জানি। জানিয়াও তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিতেছি। তোমার ভ্রাতা বনে চলিলেন তুমি রামের সেবায় যেন অনবধান না কর। বিপদে বা সম্পদে রামই তোমার গতি। জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকে সাধুধর্ম্ম জানিবে। এই কুলের সনাতন সদাচার হইতেছে দান, যজ্ঞে দীক্ষা ও যুদ্ধে তনুত্যাগ। হায়! সুমিত্রার মত মাতা আজ কোথায়? রামায়ণে সুমিত্রার কর্ম্ম অতি অল্প তথাপি মাতা সুমিত্রাকে আমরা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। সুমিত্রা বলিতে লাগিলেন—

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাং।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥

রামকে দশরথ মনে করিও, সীতাকে মনে করিও আমি, বনকে মনে করিও অযোধ্যা। তাত! এখন যথাসুখে গমন কর।

গোস্বামী তুলসী এই কথাই আরও মধুর করিয়া বলিতেছেন।

তাত তুম্‌হারী মাতু বৈদেহী। পিতা রাম সব ভাঁতি সনেহী॥
অবধ তঁহা জঁহ রাম নিবাসূ। তঁহই দিবস জঁহ ভানু প্রকাশূ॥
জো পৈ সীয় রাম বন জাঁহি। অবধ তুম্‌হার কাজকছু নাহি॥

তাত! বৈদেহী তোমার মাতু। স্নেহময় শ্রীরাম সর্ব্বপ্রকারে পিতার সমান। যেখানে রাম সেই তোমার অবধপুরী আর সেইখানে দিন যেখানে সূর্য্যের প্রকাশ। সীতারাম যখন বনে যাইতেছেন তখন অযোধ্যাতে আর তোমার কি কাজ?

দেবী সুমিত্রা আরও বলিতেছেন গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দেবতা, স্বামী, ইঁহাদিগকে প্রাণের সমান সেবা করিবে। রাম ত প্রাণের প্রিয় আর জীবনের জীবন, স্বার্থ রহিত সকলের সখা—অর্থাৎ ইঁহার সমান পালক নাই। আত্মাই রাম। জীব আর রাম, সখা। যে কেহ পূজ্য প্রাণী সকলকেই রামের কুটুম্ব বলিয়া মানিবে। এই বিচার হৃদয়ে রাখিয়া বনে যাও, জীবন সফল কর।

ভূরি ভাগ্য ভাজন ভয়উ, মোহি সমেত বলি জাঁউ।
জো তুম্‌হরে মন চ্ছাড়ি ছল, কীন্‌হ রাম পদ ঠাঁউ॥

আমি তোমার মত পুত্র গর্ভে ধরিয়া ভাগ্যবতী হইলাম—আমি তোমাকে বড়ই প্রশংসা করি, কারণ তোমার মন ছলনা ছাড়িয়া রামের চরণ কমল আশ্রয় করিয়াছে।

পুত্রবতী যুবতী জগসোই, রঘুবর ভক্ত যাসু সুত হোই।
নতরু বাঁঝ ভলি বাদ বিয়ানী, রাম বিমুখ সুততে হিতহানী॥
তুম্‌হরেই ভাগ রাম বন জাহীঁ, দুসর হেতু তাত কছু নাহীঁ।
সকল সুকৃত কর বড় ফল য়েহু, রাম সীয় পদ সহজ সনেহু॥

জগতে সেই স্ত্রীলোকই পুত্রবতী—যাহার পুত্র রঘুনাথের ভক্ত হয়। নতুবা প্রসব বৃথা—বন্ধ্যা থাকাই ভাল। রাম বিমুখ পুত্র যদি হয় তাহাতে অমঙ্গলই হয়। তোমার ভাগ্যেই রঘুনাথ বনে যাইতেছেন—অপর কারণ এখানে নাই। কারণ পাপীর ভার পৃথিবীর উপর আর পৃথিবীর ভার অনন্ত দেবের উপর। এই দুই ভার হরণ জন্য রঘুনাথ বনে যাইতেছেন, তোমার ভাগ্য বড় ভাল যে তুমি বনে রামের সেবা করিতে পাইবে। সকল প্রকার পুণ্যের উৎকৃষ্ট ফল এই যে

সীতারামের চরণে স্বাভাবিক প্রেম। পুত্র! রাগ, রোষ, ঈর্ষা, মদ, মোহ স্বপ্নেও ইহাদের বশে যাইওনা। সকল প্রকার বিকার ত্যাগ করিয়া মন, বাক্য ও দেহ দিয়া রামের সেবা করিও। বনে তোমার সর্ব্বপ্রকার সুখই থাকিল কারণ রাম আর জানকী—তোমার পিতা মাতা তোমার সঙ্গেই থাকিলেন। যাহাতে রাম কোন ক্লেশ না পান পুত্র! তুমি তাহাই করিবে এই আমার উপদেশ।

উপদেশ য়হ জেহি তাত, তুম্হারে রাম স্বীয় সুখ পাবহিঁ।
পিতু মাতু প্রিয় পরিবার পুর সুখ, সুরতি বন বিসরাবহীঁ॥
তুলসী সুতহি শিখ সেই, আয়সু দীন পুনি আশীষ দই॥
রতি হোউ অবিরল অমল স্বীয় রঘুবীর পদ নির্তনিত নই।

তোমা হতে সীতারাম যাহাতে সুখপান হে পুত্র! তুমি তাহাই করিবে এই আমার উপদেশ। আর পিতা, মাতা, প্রিয় পরিবার, নগরের সুখ—এই সব রাম যাহাতে মনে না ভাবেন তুমি তাহাই করিও। পুত্রকে এই প্রকার শিক্ষা দিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন যে শ্রীজানকী ও রঘুনাথের চরণ কমলে তোমার দিন দিন নূতন নূতন প্রেম যেন হয়।

সুমিত্রা দেবী প্রিয়দর্শন লক্ষণকে এই প্রকাশ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন বৎস! এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

ক্রমশঃ।

ভক্তের স্মরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই বিশ্বজগৎ সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর বিস্তার এই জন্য নিপুণ ব্যক্তিগণ ভেদবুদ্ধি শূন্য হইয়া সকলকেই আত্মবৎ দেখেন। এস আমরা আমাদের অসুরভাব ত্যাগ করিয়া সেইরূপ যত্ন করি যাহাতে আর সংসারে বিড়ম্বিত হইতে না হয়। কেশবকে হৃদয়ে স্মরণ করিলে কোন উৎপাৎ আমাদিগকে মোক্ষপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবেনা।

অসার সংসার বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষাং প্রসভং ব্রবীমি।
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্ব মারাধনমচ্যুতস্য॥

সংসারের পুনঃ পুনঃ পটক্ষেপে সন্তুষ্ট হইওনা ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতেছি এস এস আমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হই। সমত্বই অচ্যুতের আরাধনা।

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্ম্মার্থ কামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাৎ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ
নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎ ফলম্॥

বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে এই জগতে অলভ্য কি থাকে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ইহাতেই বা কি হয়—ইহাও ত অল্প। অনন্ত ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই তোমরা মহৎ ফল মোক্ষই প্রাপ্ত হইবে।

গুরুগৃহে পুত্রের চেষ্টার সংবাদ পিতার নিকটে পৌঁছিল। পিতা আবার পুত্রের বিনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। বালকের ভক্ষ্যদ্রব্যে কালকুট বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল পিতা এই আজ্ঞা দিলেন। অচ্যুৎ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পুত্র হলাহল বিষের সহিত অন্ন জীর্ণ করিয়া ফেলিল। যাহারা বিষ দিয়া ছিল ভয়ত্রস্ত হইয়া সংবাদ দিল—আপনার বালক অতি ভীষণ বিষ খাইয়াও সুস্থ আছে।

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ॥

হে হে দৈত্য পুরোহিতগণ! সত্বর হও সত্বর হও—ইহাকে এইখানে বিনাশ জন্য অচিরে কৃত্যা (দুঃসহ মন্ত্র পাবক) উৎপাদন কর। পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত বালকের নিকটে আসিলেন—বড় মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন দেখ বালক ত্রিলোক বিখ্যাত ব্রহ্মকুলে তুমি জন্মিয়াছ—

কিংদেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাশ্রয়ঃ।
পিতা তে সর্ব্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি॥
তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তব সংহিতাম্।
বাচং পিতা সমস্তানাং গুরূণাং পরমোগুরুঃ॥

আয়ুষ্মন্ এত বড় পিতার পুত্র তুমি—তোমার আবার দেবতা কি? অনন্ত কি? অন্য কেহই বা কি? তোমার পিতা সর্ব্বলোকের আশ্রয়—তুমিও তাহাই হইবে। তুমি তোমার ঐ বিপক্ষস্তব সংহিতা বাক্য ত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর পরমগুরই পিতা।

বালক পূর্ব্ব-জন্মে দ্বারকাবাসী শিবশর্ম্মা নামক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ যোগজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল। নাম ছিল সোম শর্ম্মা। অন্য চারি পুত্রকে বর দান করিয়া এই সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে যোগজ্ঞ পিতা তীর্থ সেবা জন্য বাহির হইলেন। সোমশর্ম্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পিতা মাতা যোগবলে গলিত কুষ্ঠ রোগীর দেহ ধারণ করেন। কৃমি-পরম্পরা-পরিপূর্ণ পিতা মাতার কাঠিন্য, অবজ্ঞা এবং প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পিতা মাতার সেবা করিয়া, পিতার বরে পুত্র বহু পুণ্য সঞ্চয় করিল। মৃত্যুকালে দৈবক্রমে দৈত্যগণ আসিয়া কোলাহল করায় তাঁহার দৈত্য চিন্তা আসিয়া যায়। তজ্জন্য তিনি দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

বালক পুরোহিত গণকে বলিল মহাভাগ সকল "এবমেতৎ"। এইরূপেই বটে—"শ্লাঘ্যমেতৎ মহাকুলম্" মরীচির সকল কুলের অপেক্ষা আমাদের মহাকুল শ্লাঘ্যই বটে। ত্রৈলোক্যে কোঽন্যথা বদেৎ—ত্রৈলোক্যে কে ইহার অন্যথা বলিবে? পিতাও আমার সর্ব্ব জগতে বিখ্যাত—"এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্"—ইহাও আমি জানি—একথা সত্য—মিথ্যা নয়।

গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ।
যদুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে॥

সকল গুরুর পরম গুরু পিতা—এই যাহা বলিতেছেন তাহাতে স্বল্প মাত্রও ভ্রান্তি নাই।

পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্॥

পিতা গুরু, যত্ন পূর্ব্বক পূজার বস্তু—ইহাতে সন্দেহ নাই। পিতার নিকটে কোন অপরাধ করিব না—ইহাও আমার মনে থাকে। কিন্তু ঐ যে বলিতেছেন "কিমনন্তেন" অনন্তে কি হয়—ইহা যে কতদূর দোষযুক্ত কথা—কতদূর অন্যায় কথা—তাহা কে বলিবে? পুত্র গুরুগণকে এই বলিয়া মান্য করিয়া কতক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন পরে হাস্য করিয়া কহিলেন "অনন্তে কি হয়"? বালক অনন্তের স্মরণে উন্মত্ত হইয়া বলিল ইহা সাধু কথা।

সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম।
শ্রূয়তাং যদনন্তেন যদি খেদং ন যাস্যথ॥

"অনন্তে কি হয়" আহা! সাধু! সাধু! হে আমার গুরুগণ আপনারা ও সাধু! যদি আমার এই ব্যবহারে খেদ প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন তবে শ্রবণ করুন অনন্তে কি হয়!

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ইহারা পুরুষার্থ বলিয়া কথিত। এই চতুষ্টয় যাঁহা হইতে লাভ হয় সেই অনন্তে কি হয়—কি বৃথা কথা ইহা? অনন্ত হইতে মরীচি, দক্ষ এবং অন্যান্য, কেহ ধর্ম্ম, কেহ অর্থ, কেহ কাম লাভ করিয়াছেন—অপর কত ঋষি তত্ত্ববেদী হইয়া জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা—অবিদ্যাবন্ধন নাশ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সম্পদ বলুন, ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য বলুন, জ্ঞান কর্ম্ম সমূহ বলুন, মুক্তি বলুন এই সকলের মূল হইতেছে একতা লভ্য হরির আরাধনা—"একতা লভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ"—"সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"। সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে একমাত্র হরিকে স্মরণ করিয়া শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিৎ, সকলকে হরি মনে করা ইহাই আরাধনা। "অনন্তের দ্বারা কি হয়" কি জন্য ইহা বলিতেছেন?— ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—ইহাই ত হয়। অধিক আর কি বলিব—আপনারা আমার গুরু। সাধু, অসাধু যাহা বলিতে হয় বলুন আমার বিবেক অল্প।

পুরোহিতগণ বালককে বলিলেন, বালক আর ঐরূপ বলিও না। আমরা তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছি। দুর্ম্মতে! আমাদের কথা মত যদি না চল, তাহা হইলে তোমার বিনাশের জন্য কৃত্যা (দুঃসহ মন্ত্র পাবক) সৃজন করিব।

বালক বলিল কেই বা কাহাকে হনন করে—কেই বা কাহাকে রক্ষা করে? অসৎ আচরণ ও সাধু আচরণ করিয়া আত্মাই আত্মাকে হনন করেন ও রক্ষা করেন।

পুরোহিতগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জ্বালা মালায় উজ্জ্বলা কৃত্যা প্রস্তুত করিলেন। অতি ভীষণা ঐ কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত করিতে করিতে আগমন করিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক বালকের বক্ষঃস্থলে শূলের দ্বারা আঘাত করিল।

তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ।
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্॥

প্রদীপ্ত ঐ শূল বালকের বক্ষে ঠেকিয়া শত ভাগে চূর্ণ হইয়া ভূমিতে পড়িল।

যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা॥

অবিনাশী ঈশ্বর হরি যে হৃদয়ে জাগিয়া বসিয়াছেন সেখানে বজ্রও চূর্ণ হইয়া যায় শূলের কথা কি?

———

(ক্রমশঃ)

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমো গণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকা বা সীতারামতত্ত্বকৌমুদী।

পূর্ব্বানুবৃত্তি। *

রামায়ণে ইতিহাসরূপে সর্ব্বধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামায়ণ কল্যাণ-প্রার্থী মানুষ মাত্রের পাঠ্য, পরম দুর্ল্লভ মুক্তি, রামায়ণ শুশ্রূষুর কিঙ্করী।

জিজ্ঞাসু—বাবা! বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ যে এত সুন্দর, এমন উপাদেয় সামগ্রী, এতাদৃশ উপকারক, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে যাহা শুনাইলেন, তাহা বস্তুতঃ অমৃতোপম, তাহা শ্রবণ করিয়া, আমার যে, কি অপূর্ব্ব আনন্দ হইল, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ যে কবির মানস সন্তান, তিনি যে, জ্ঞান, প্রেম, ও সত্যনিষ্ঠার আধার, তিনি যে, সৌন্দর্য্যের (Beauty) আকর, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এই নাম যে, সার্থক, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ যে, বস্তুতই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের কথা শুনিয়া আমার রামায়ণ বিষয়ক বহু সংশয় নিরস্ত হইল। "বেদই মহামুনি আদিকবি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামায়ণ বেদের বিস্তারিত রুচির (মনোহর) রূপ" ("বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা"), অগস্ত্য ঋষির এই কথাই যে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বিস্তার পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম, রামায়ণ যে,

---

* ১৩২৫ সালের উৎসবে রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতত্ত্বকৌমুদী বাহির হইয়াছিল। বহুদিনের পরে রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতত্ত্বকৌমুদী পুনর্ব্বার উৎসবে প্রকাশিত হইল, অতএব পাঠকদিগের, ইহার পূর্ব্বোক্ত কথা সকল স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে ১৩২৫ সালের উৎসব দেখিলেই, পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

মহাভারতের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, রামায়ণ যে, মহাভারতের বীজ, রামায়ণ যে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্ত্তি, রামায়ণ যে নিত্য বস্তু, পুরাকালে নারায়ণ, ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, ব্রহ্মা বাল্মীকিকে উহা দিয়াছিলেন, ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আদিকবি বাল্মীকি দ্বারা রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ হইয়াছে, বেদার্থের সার সম্মত রামায়ণ, রুচির রূপে বিস্তারিত হইয়াছে, অতএব রামায়ণ যে, প্রসিদ্ধ বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়, ইহা যে, প্রবাহরূপে নিত্য, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের কৃপায় আমার তাহা নিশ্চয় হইল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামায়ণ সম্বন্ধে আর কি উক্ত হইয়াছে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) রামায়ণ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিশ্বাসীর শ্রোতব্য বহু অশ্রুত পূর্ব্ব কথা আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বাল্মীকি রচিত—তৎকর্ত্তৃক শ্লোকাকারে নিবদ্ধ রামচরিত্র বা রামায়ণে শ্রীরামচরিত্র বর্ণন মুখে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে সর্ব্বশঃ সর্ব্বধর্ম্মই সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে স্ত্রীধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, ব্রাহ্মণধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্রধর্ম্ম, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে নানা দেবচরিত্র ও শত্রুমিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইতিহাসরূপে ইহাতে সর্ব্বধর্ম্ম তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। অতএব রামায়ণ কল্যাণপ্রার্থি—মনুষ্যমাত্রের পাঠ্য, কল্যাণপ্রার্থি-মনুষ্যমাত্রের বোধ্য (রামায়ণের তত্ত্ব অবগন্তব্য), রামায়ণ কথা শুভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রের নিত্য স্মরণীয়। দুর্গা দেবী বলিয়াছেন, (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে), রামায়ণের গুণ অশেষতঃ বর্ণন করিবার শক্তি, আমার নাই, যে ব্যক্তি রামায়ণের শুশ্রূষু, পরম দুর্ল্লভ মুক্তি তাহার কিঙ্করী। *

জিজ্ঞাসু—বাবা! বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন, ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীরামচরিত্র বর্ণন মুখে সর্ব্বথা সর্ব্বধর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, কাব্যরূপে সর্ব্বথা বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে, আপাততঃ রামচরিত্রই যে, ইহাতে

---

* "রামায়ণং মহাকাব্যং কৃতং বাল্মীকিনা স্বয়ম্।
তত্র রামচরিত্রস্য ব্যপদেশেন সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমুদ্দিষ্টা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ॥
স্ত্রীধর্ম্মা রাজধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ পুষ্কলাঃ।
বৈশ্যধর্ম্মাঃ শূদ্রধর্ম্মা ধর্ম্মাশ্চ গৃহিণাং তথা॥
নানাদেব চরিতানি শত্রুমিত্র কথা অপি।
ইতিহাস স্বরূপেণ সর্ব্বেধর্ম্মা নিরূপিতা॥
এতৎপাঠ্যঞ্চ বোধ্যঞ্চ স্মরণীয়ং শমিচ্ছতা।
* * * বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণ পাঠকের তাহাই বোধ হইয়া থাকে, রামায়ণে রামচরিত্র বর্ণন মুখে তাৎপর্য্যতঃ সর্ব্বশঃ নিখিল ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে বেদার্থই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাত স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। আর এক কথা, ইদানীন্তন শিক্ষিত পুরুষদিগের ধারণা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইহারা কল্পিত--অমূলক উপকথা দ্বারা পরিপূর্ণ (Mythology), ইহারা বিজ্ঞান বিহীন কাব্য, ইহাদের মধ্যে সত্যাংশ অল্পই আছে। আমার এই নিমিত্ত রামায়ণে যে, শ্রীরাম চরিত্র বর্ণন মুখে সর্ব্বথা, সর্ব্বধর্ম্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, রামায়ণে যে বেদার্থই রুচির রূপে বর্ণিত হইয়াছে, বিশদভাবে তাহা বুঝিবার প্রবল আকাজ্ক্ষা হয়।

পুরাণ ও ইতিহাস অমূলক উপকথা পূর্ণ,বিজ্ঞান বিহীন কাব্য নহে।

বক্তা—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে 'কবি' ও 'কাব্য' সম্বন্ধে যাহা উক্ত হই াছে, আমার বিশ্বাস, তাহা শ্রবণ করিলে, তোমার বিশেষ উপকার হইবে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন, "কবির বর্ণন কখন মিথ্যা হয় না," "বরং প্রাণও পরিত্যাজ্য বরং শিরশ্ছেদও উপেক্ষা, তথাপি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। বাক্ই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ বাক্‌কে মিথ্যাতে বিক্ষেপ করা সর্ব্বথা অনুচিত, অসত্য হইতে পরম অধর্ম্ম আর কিছু নাই।" অতএব যাঁহারা কাব্যকে বিজ্ঞান বিহীন বলেন, কল্পিত অমূলক উপকথা বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রবর্ণিত কাব্যের স্বরূপ দেখেন নাই, প্রকৃত কবির রূপ তাঁহাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। সত্যময়, বেদনিষ্ঠ, সত্যবচন, ঋষিদিগের কি প্রকার সত্যনিষ্ঠা ছিল, তাহা যিনি বিদিত আছেন, তিনি কখন তাঁহাদিগকে অসত্যবাদী বলিতে সাহসী হইবেন না। বরং প্রাণ পরিত্যাজ্য, বরং শিরশ্ছেদও উপেক্ষ্য, তথাপি মিথ্যা বাচ্য নহে, অসত্য হইতে অধিক অধর্ম্ম নাই, ("বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যা শ্ছেদোঽপেক্ষং শিরোঽপি বা। ন তথাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যাবাচ্যং বিধীয়তে॥ নহ্যসত্যাৎপরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। যাঁহাদের এইরূপ সত্যনিষ্ঠা,

"আদৌ রামায়ণং দেবো ব্রহ্মণে দত্তবান্ পুরা।
দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা মহ্যং শ্লোকবদ্ধং ময়া কৃতম্॥
বিস্তারিতঞ্চ রুচিরং বেদার্থসারসম্মতম্।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

'ভারতং কৃতবান্ পূর্ব্বং দেবোনারায়ণ স্বয়ং।
রামায়ণং তস্যবীজং পরাৎপরতরং মতম্॥
"রামায়ণগুণান্ বক্তুং শক্তো নাহমশেষতঃ।
পরমা দুর্লভা মুক্তিঃ শুশ্রূষো যস্য কিঙ্করী॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তাঁহারা কি কোন কারণে মিথ্যাবাদী হইতে পারেন? অমূলক গল্প বলিতে পারেন? প্রশ্ন হইবে, বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা কি নাই? "বিধি" ও "অর্থবাদ", বেদকে প্রথমতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় না কি? আমি যথা সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিব। বেদের মধ্যে অসম্ভব কথা আছে, ইতিহাস এবং পুরাণের মধ্যেও অসম্ভব কথা আছে এই অসম্ভব কথা সকলের সঙ্গতি করিতে না পারায়, আধুনিক শিক্ষিত পুরুষগণ উহাদিগকে উপেক্ষা করেন, মিথ্যা বিবেচনা করেন, বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদিকে অমূলক উপকথা পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। স্বীকার করিলাম, বেদে সাধারণ প্রতিভাতে অসম্ভব রূপে প্রতীয়মান বহু কথা আছে, তথাপি সত্যানুসন্ধিৎসু বেদপ্রাণ ঋষিরা বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সকল অসম্ভব বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতেন, উহাদের মধ্যস্থ সত্যাংশের গ্রহণ ও অসত্যাংশের পরিহার করিতেন। বেদাত্মা, বেদভক্ত, সত্যসন্ধ ঋষিরা বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ যাদৃশ ব্যাকুল ছিলেন, শ্রদ্ধাবান্ ও বিচার নিপুণ ছিলেন, বর্ত্তমান কালের সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে যদি কেহ বেদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ তাদৃশ ব্যকুল, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান, তাদৃশ বিচার নিপুণ থাকিতেন, বেদ-শাস্ত্রের প্রতি বর্ত্তমান কালের লোকদিগের উপেক্ষা বুদ্ধি যদি ঈদৃশী প্রবলা না হইত, তাহা হইলে, ইঁহারা বেদ ও বেদমুলক শাস্ত্র সমূহকে এইরূপ উপেক্ষা করিতেন না, তাহা হইলে. ইহাদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা ইঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইত, তাহা হইলে, বেদ ও বেদমূলক ইতিহাস-পুরণাদি শাস্ত্র সমূহে ইহাঁরা কিঞ্চিন্মাত্রায় শ্রদ্ধবান না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। শারীরক সূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মন্ত্র ব্রাহ্মণদর্শী ঋষিদিগের সামর্থ্য অস্মদীয় সামর্থ্য দ্বারা তুলিত করা উচিত নহে. ইতিহাস ও পুরাণ সমূল, ইতিহাস ও পুরাণে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারা অমূলক, শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে। আমার জ্ঞানে যাহা অসম্ভব, তাহাই বস্তুতঃ অসম্ভব নহে। শ্রুতি ও শাস্ত্রে যে যোগাভ্যাস দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কথা আছে, তাহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাখান করা যায় না, বিনা পরীক্ষায়, বিনা বিচারে তাহাকে অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা, কেবল অবিবেকীর সাহসিকতা— দম্ভযুক্ত ধৃষ্টতা (Audacity)*

---

* "যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্।"—শারীরক ভাষ্য

শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ (মূর্ত্ত) ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার, অতএব তাঁহার চরিত্র বর্ণন যে, সর্ব্বথা সর্ব্বধর্ম্মের ব্যাখ্যা, তাহাতে কি, কোন সন্দেহ হইতে পারে?

রামায়ণ, যাহাতে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ, বিগ্রহবান-ধর্ম্ম-ভগবান্ শ্রীরাম চন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে ইতিহাস মুখে সর্ব্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যান, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে (ইহা ব্রহ্মার উক্তি), বিষ্ণুর লীলা, লোক সমূহের মলাপহা (মল শোধনী) ধর্ম্মরূপিণী, হে বাল্মীকি! সেই মল শোধনী, পরম পবিত্র বিষ্ণুলীলা তোমা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে, লোকে পরধর্ম্ম স্থির হইবে ("লোকানাং ধর্ম্মরূপৈব বিষ্ণোর্লীলা মলাপহা। ত্বয়া সা বর্ণিতা লোকে পরোধর্ম্মঃ স্থিরোভবেৎ॥"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই কথা দ্বারা রামায়ণ যে, বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম গ্রন্থ, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি বিগ্রহবান ধর্ম্ম, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ যাঁহার অবতার, যাঁহা হইতে ধর্ম্ম কখন বিচলিত হয় নাই, যিনি কখন ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন নাই, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে, পাপের অপনোদক, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহা বলা বাহুল্য। "বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল," কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম সনাতন বেদ হইতেই, সাক্ষাৎ-পরম্পরা ভাবে লোকে তাহা অবগত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সাঙ্গ, সশাখ, সপুরাণ বেদস্বরূপ ("যে সর্ব্বে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাঃ সপুরাণা * * * শ্রীরামোত্তরতাপনীউপনিষৎ)। অতএব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত, সর্ব্বধর্ম্মমূল বেদের ব্যাকরণ—বেদের ব্যাখ্যান, অতএব রামায়ণ প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম গ্রন্থ, বেদ সম্মিত অর্থই রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যিনি নিজ পবিত্র চরিত্র দ্বারা লোক সকলকে ধর্ম্ম মার্গ দান করিয়াছেন, যিনি নিজ নাম দ্বারা সর্ব্বজনকে জ্ঞান মার্গ দান করিয়াছেন, যাঁহার ধ্যান দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়, যাঁহার পূজা করিলে, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, সংসার বিরক্ত যোগীরা যে অনন্ত নিত্যানন্দ চিদাত্মাতে সদা রমণ করেন, যিনি তাঁহাদের প্রাণাভিরাম, তিনি "রাম," রাম পদ দ্বারা সেই

সর্ব্বজনের ঈপ্সিত, সগুণ, নির্গুণ পরব্রহ্মই লক্ষিত হইয়া থাকেন।* শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে "রাম" পদের যে নির্ব্বচন আছে, তাহার অভিপ্রায় যথার্থভাবে অনুভব হইলে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বা রামায়ণ যে, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মগ্রন্থ, রামায়ণ যে, ইতিহাস মুখে সর্ব্বধর্ম্মের বিবরণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

জিজ্ঞাসু—বাবা! "শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম," এই কথা কোথায় আছে?

বক্তা—এই কথা রামায়ণেই আছে। তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, কিন্তু "শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ (মূর্ত্ত) ধর্ম্ম," রামায়ণে যে, এই কথা আছে, তাহা তোমার স্মৃতি পথে জাগরূক নাই। বাল্মীকি রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে এই কথা আছে, ইহা স্মরণীয় কথা সন্দেহ নাই, একথা মারীচ রাক্ষসের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণ বিপন্ন হইয়া, মারীচকে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং মারীচ রাবণের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। আর্ত্ত রাবণ মারীচকে বলিয়াছিলেন, তাত মারীচ! আমি আর্ত্ত--বিপন্ন হইয়াছি, তুমিই আমার এই বিপদে পরমগতি। যে স্থানে আমার ভ্রাতা খর, মহাবাহু দূষণ ও আমার ভগিনী শূর্পণখা অবস্থিতি করে, সেই জনস্থানের বিষয় তুমি অবগত আছ। মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য, যুদ্ধে কৃতমনোরথ শৌর্য্যশালী বহুসংখ্যক নিশাচর, আমার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া, ঐ জনস্থানে বাস করিতেছিল। ইহারা মহারণ্যে ধর্ম্মচারী মুনিদিগের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা বাধা প্রদান করিত। ঐ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র, ইহারা সকলেই ভীমকর্ম্মা, সকলেই শূর ও প্রাপ্ত যুদ্ধে উৎসাহবান্ এবং খরের চিত্তানুবর্ত্তী ছিল। সম্প্রতি

---

* "ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্মহা বিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ॥ স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটী কৃতঃ॥"

"রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা। রাম নাম ভুবি খ্যাত মভিরামেণ বা পুনঃ॥"

"ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ তস্যধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং যস্য পূজনাৎ। তথা রামস্য রামাখ্যা ভুবিস্যাদথ তত্ত্বতঃ॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্.

জনস্থান বাসী মহাবল খর প্রমুখ রাক্ষসগণ বিবিধ শস্ত্র ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ বন্ধন পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কিঞ্চিন্মাত্র পরুষ বাক্য না বলিয়া ("অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিৎ" * * *) ধনুতে শর যোজনা করিয়া তাহার পরিচালন করেন। এইরূপে মানুষ রাম পাদচারী হইয়া সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা উগ্রতেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, খর ও দূষণের বিনিপাত এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করিয়া, সমুদায় দণ্ডকারণ্যকে নির্ভয় করিয়াছে ("চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রাক্ষসামুগ্রতেজসাম্। নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ম্মানুষেণ পদাতিনা॥ খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ। হতশ্চ ত্রিশিরাশ্চাপি নির্ভয়া দণ্ডকা কৃতাঃ॥")। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া যে ক্ষীণজীবী রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছে, সেই দুঃশীল কর্কশ (কঠিন হৃদয়), তীক্ষ্ণ, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয় দূষণ রাম, রাক্ষস সৈন্যের সংহার কর্ত্তা, সে ধর্ম্ম ত্যাগ ও অধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণিগণের অহিতে ব্রতী থাকে। দেখ সে বিনা শত্রুতায় নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া, আমার ভগিনীকে বিরূপা করিয়াছে। অধুনা আমি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক জনস্থান হইতে রামের ভার্য্যা দেবকন্যাসদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব, তোমাকে আমার এই কার্য্যে সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি ও কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণ সহায় থাকিলে, আমি দেবগণকেও লক্ষ্য করি না। অতএব মারীচ! তুমি আমার সহায় হও, সাহায্য দানে তুমি সমর্থ, তুমি মহাশূর ও সর্ব্বপ্রকারের মায়া জান; বীর্য্যে, যুদ্ধে, দর্পে ও উপায়ে তোমার সদৃশ নাই, নিশাচর! এই নিমিত্তই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। * * * রামের নাম শুনিয়া, মহাত্মা মারীচের মুখ শুষ্ক হইল, মারীচের অত্যন্ত ত্রাস হইল, দুশ্চিন্তা বশতঃ তাহার অধর, ওষ্ঠ, শুষ্ক ও নয়ন যেন নিমেষশূন্য হইয়া উঠিল। মারীচ বারংবার অধরোষ্ঠ লেহন করিয়া, আর্ত্তভাবে, মৃত প্রায় হইয়া, রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল, পূর্ব্বে মহাবনে মারীচ রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, এইজন্য ত্রস্ত ও বিষণ্ণ চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে স্বীয় ও রাবণের হিতজনক বাক্য বলিয়াছিল। বাক্য বিশারদ মহাতেজা মারীচ রাক্ষস রাজ রাবণের কথা শুনিয়া, তাহাকে বলিয়াছিল, রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয়, হিত বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই দুর্লভ ("সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয় বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥")। তোমার চর নিযুক্ত নাই, তোমার স্বভাবও অতি চঞ্চল, এই নিমিত্ত রাম যে, সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও কুবের সদৃশ

মহাবীর্য্য ও উন্নত গুণশালী, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। তাত! রামের সহিত বিরোধ করিলে, রাক্ষস কুলের কি কুশল হইবে? রাম ক্রুদ্ধ হইলে কি, সমুদায় লোক রাক্ষস শূন্য করিতে পারেন না? জনকাত্মজা কি, তোমারই বিনাশ হেতু উৎপন্ন হন নাই? সীতার জন্য কি, তোমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইবে না? তুমি যথেচ্ছাচারী ও নিরঙ্কুশ, তোমাকে ঈশ্বর (রাজা) রূপে প্রাপ্ত হইয়া লঙ্কাপুরী কি সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? যে রাজা তোমার ন্যায় দুঃশীল, তোমার ন্যায় পাপবুদ্ধি ও যথেচ্ছাচারী, সে রাজা আপনাকে এবং সমুদায় রাজ্য ও স্বজনদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন রাম, পিতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'ন নাই। তিনি মর্য্যাদা শূন্যও নহেন, তিনি লুব্ধ, দুঃশীল ও ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশক ও নহেন; ধর্ম্মে ও গুণে তিনি হীন নহেন, তিনি তীক্ষ্ণ স্বভাবও নহেন, তিনি সর্ব্বদা ভূত মাত্রের অহিতে রত নহেন। সত্য-বাদী পিতা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন দেখিয়া, রাম পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ স্বয়ং বনে আগমন করিয়াছেন, পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় রাজ্য ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দণ্ডককাননে প্রবেশ করিয়াছেন। তাত! রাম কর্কশ স্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, অজিতেন্দ্রিয় ও নহেন, মিথ্যা বলা দূরে থাকুক, সত্যস্বরূপ রাম মিথ্যার প্রসঙ্গ মাত্র অবগত নহেন, তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ তোমার উচিত হয় না। বলিতে কি রামচন্দ্র বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, সাধু, সত্য পরাক্রম, এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, তিনিও তেমনি সর্ব্ব লোকের রাজা, —নায়ক। রাম নিজ তেজে বৈদেহীকে রক্ষা করেন, তুমি কিরূপে তাঁহার সেই জানকীকে, সূর্য্যের প্রভার ন্যায় বলপূর্ব্বক হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শর সকল যাঁহার শিখা, ধনু ও খড়্গ যাঁহার ইন্ধন, যিনি অনাধৃষ্য, যাঁহার ত্রিসীমায় গমন করা অসাধ্য, সেই প্রজ্বলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় না। *

---

* তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজা মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্॥ সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ॥ ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্য্যগুণোন্নতম্। অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্র বরুণোপমম্॥ অপি স্বস্তি ভবেত্তাত সর্বেষামপি রক্ষসাম্। অপি রামো ন সংক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকানরাক্ষসান্॥ অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা। অপি সীতানিমিত্তং চ ন ভবেদ্ব্যসনং মহৎ॥ অপিত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্। ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা॥ ত্বদ্বিধঃ

৩৫

শ্রীরামচন্দ্র যে, বিগ্রহবান ধর্ম্ম, রাক্ষপ্রবর মারীচের মুখ হইতেই, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র হইতে ধর্ম্ম যে, কদাচ বিচলিত হয় নাই, তিনি যে, কখনও ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন নাই, যুদ্ধকাণ্ডে রাবণমন্ত্রী শুককে, রাবণের কাছে তাহা বলিতে হইয়াছে ("যস্মিন্ ন চলতে ধর্ম্মো যো ধর্ম্মং নাতিবর্ত্ততে।" — রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ২৮ সর্গ)। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে মানুষরূপে অবতরণ পূর্ব্বক কি, কি কার্য্য করিবেন, তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ কিরূপ সুখে বাস করিবে, আদি কবি বাল্মীককে তাহার সূচনা করিবার সময়ে, ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম যাহাতে সুস্থিত হয়, তাহা করিবেন ("চাতুর্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্ম্মে নিযোক্ষ্যতি।"—রামায়ণ বালকাণ্ড)। ধর্ম্ম-সংস্থাপন যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, মহর্ষি নারদ বাল্মীক্কে পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছিলেন। 'দাশরথি রাম ধর্ম্মাত্মা, সত্যসন্ধ, দাশরথি রাম পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্ব, অদ্বিতীয়, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, হে শর! তুমি রাবণিকে (রাবণপুত্র দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎকে) বধ কর' ("ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি। পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ শরৈনং জহি রাবণিম্॥"—রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড)। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্ম-স্বরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রীলক্ষ্মণের এই শপথ বাক্য দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র যে, বিগ্রহবান্ বা মূর্ত্তধর্ম্ম, তাহা সপ্রমাণ হয় নাই কি?

কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ। আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্ম্মতিঃ॥ ন চ পিত্রা পরিত্যক্তো নামর্য্যাদঃ কথঞ্চন। ন লুব্ধো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়াপাংসনঃ॥ ন চ ধর্ম্মগুণৈর্হীনঃ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধনঃ। ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট্বা কৈকেয্যা সত্যবাদিনম্। করিষ্যামীতি ধর্ম্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্॥ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং পিতুর্দশরথস্য চ। হিত্বা রাজ্যং চ ভোগাংশ্চপ্রবিষ্টো দণ্ডকা বনম্॥ ন রামঃ কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্নাজিতেন্দ্রিয়ঃ। অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি॥ রামো বিগ্রহবান্ ধর্ম্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ। রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ॥ কথং নু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা। ইচ্ছসে প্রসভং হর্ত্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ॥ শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপ খড়্গেন্ধনং রণে। রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি॥"—

শ্রীবাল্মীকিরামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে ৩৮ সর্গঃ।

জিজ্ঞাসু—বাবা! আপনার দয়া অপার, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, এই অপাত্রকে শ্রীরাম তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত আপনি কি কখন এত শ্রম স্বীকার করিতেন? শ্রীমুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, সংশয় নিরসনার্থ জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, যাবৎ সংশয়ের পূর্ণভাবে নিরাস না হয়, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তাবৎ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না। তাই আপনার এই সকল মহামূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়াও, আমার যে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, আদেশ পাইলে, আমি সেই সমস্ত প্রশ্ন আপনাকে জানাইতে উৎসাহী হই।

বক্তা—তাহা করাই ত উচিত, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে, বিনা সংকোচে তুমি আমাকে সেই সকল বিষয় জানাও, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় নিরসনের চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসুর যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষের কথা।

জিজ্ঞাসু—কেহ কাহাকেও যে, কোন বিষয় (যদি তাহার তদ্বিষয় বুঝিবার প্রতিভা—Bias, না থাকে) বুঝাইতে পারেন না, আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। অতএব আমি কখন ইহা আশা করি না যে, আপনি তর্ক দ্বারা, যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। আপনার প্রতিভাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, আমার বহু সংশয় নিরস্ত হইয়াছে, মতভেদ যে, প্রাকৃতিক, আমি তাহা বিশদ-ভাবে বুঝিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক (সমভাবে না হইলেও) চিরদিন আছেন, চিরদিন থাকিবেন। একজন যাহা বিশ্বাস করেন, তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসবান্ অন্য একব্যক্তি যে, নয়নে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় সকলকে বিশ্বাস করিতে হয়। "ব্রহ্ম" বা "বেদ" ও সীতারাম এক পদার্থ, যাহাতে সীতারাম চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সীতারামের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা "বেদ", বেদই বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক রামায়ণ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামায়ণ বেদের বিস্তারিত রুচির রূপ, বেদের উপবৃংহণ (বিস্তার); বাল্মীকি রামায়ণের আন্ত প্রসূতি নহেন; নারায়ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, এবং ব্রহ্মার সকাশ হইতে বাল্মীকি উহা প্রাপ্ত হ'ন, ব্রহ্মার সকাশ হইতে প্রাপ্ত রামায়ণকে বাল্মীকি রুচির রূপে শ্লোক বদ্ধ করিয়াছেন, বেদার্থের সার সম্মতরূপে বিস্তারিত

করিয়াছেন, মহাভারতের রামায়ণই বীজ, উভয়েরই অনায়াসে বেদার্থের জ্ঞান হেতু আবির্ভাব হইয়াছে; কাল ও আকাশ স্বরূপ, সুখ-দুঃখ বর্জ্জিত, সর্ব্বেশান, সর্ব্বব্যাপক, পরমাত্মা কমলাপতি স্বয়ং সেচ্ছাপূর্ব্বক দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্ট পালন দ্বারা ধর্ম্ম স্থাপনার্থ মানুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, রামায়ণে পরব্রহ্ম স্বরূপ সীতানাথের লীলা বা চেষ্টিতই বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণ বস্তুতঃ পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্ত্তি, শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ (মূর্ত্ত) ধর্ম্ম, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিপাদক, শ্রীরামচন্দ্র নিজ পবিত্র চরিত্র দ্বারা লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণ বেদ-চন্দ্রিকাতে আপনি এপর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়াছেন, ইহারাই তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত সার। সংসারে সকল বিষয়েরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ হইয়া থাকেন, অতএব বলা বাহুল্য, এই সকল কথা শুনিয়া, প্রতিভাভেদানুসারে আপনার মতের শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ আবির্ভূত হইবেন। সংসারে সকল বিষয়ের সামান্যতঃ শত্রু, মিত্র, ও উদাসীন, এই তিন পক্ষ আছেন বটে, কিন্তু বিশেষতঃ পরীক্ষা করিলে, উপলব্ধি হয়, এই তিন পক্ষের মধ্যেও বহু অবান্তর ভেদ আছে, কোন বিষয়ের সকলেই সমভাবে শত্রু, মিত্র বা উদাসীন হন না। রাম ও রামায়ণ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক, যাঁহারা আপনার মতের মিত্র পক্ষ আশ্রয় করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে, সমভাবে মিত্র হইবেন না, আপনার সকল কথাই যে, তাঁহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন না, তাহা স্থির। শত্রু ও উদাসীন পক্ষের মধ্যেও এইরূপ বিবিধ বিশিষ্টতা থাকিবে।

জ্ঞান মাত্রেই আগম বা বেদ মূলক। বেদ নির্ব্বিতর্ক সমাধিজ প্রজ্ঞালব্ধ সুতরাং অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ।

বাক্য শ্রবণ ও লোক ব্যবহার দর্শন করিতে, করিতে মানুষের কালে যে, বহু জ্ঞান সঞ্চিত হয়, আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হই ও হইবার আশা করি, তাহা যে, উপদেশের প্রসাদ নিবন্ধন, চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিলেও, একমাত্র বাগ্ ব্যবহারের অভাব হইলে, মানুষ যে পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান বিহীন হইত, বাগ্ ব্যবহার না থাকিলে, আমাদের যে, কোন জ্ঞানই উৎপন্ন, সঞ্চিত বা পরিষ্কৃত হইত না, তাহা বোধ হয় সর্ব্বজনের স্বীকার্য্য। শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, জ্ঞানমাত্রেই আপ্তোপদেশমূলক, উপদেষ্টৃ উপদেশ্য সম্বন্ধ,

প্রবাহ রূপে নিত্য। উপদেষ্টৃ-উপদেশ্য সম্বন্ধ প্রবাহ রূপে নিত্য বটে, কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধিশীল, মধ্য বিবেকাবস্থায় উপনীত বা জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যে উপদেষ্টা হইলে, এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে, যাহা হয়, তাহাই হইয়া থাকে। যিনি প্রকৃত বেদবিৎ, অতএব যিনি যথার্থ যোগী (যথার্থ যোগী না হইলে, প্রকৃত বেদবিৎ হওয়া অসম্ভব), তিনি ভিন্ন অন্যের কথাতে বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, পারেন না। বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র প্রমাণ পাইলে, আমাদের যতখানি শ্রদ্ধা হয়, অন্যের কথা শুনিলে, ততখানি শ্রদ্ধা হয় না। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, নির্ব্বিতর্ক সমাধি, পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার)। সমাধিদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, যে প্রজ্ঞা জন্মে, পতঞ্জলিদেব তাহাকে "ঋতম্ভরা" এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। "ঋত" শব্দের অর্থ সত্য; যে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) ঋত বা সত্যকেই ধারণ করে, যে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানে মিথ্যার লেশ থাকে না, তাহার নাম "ঋতম্ভরা"। কেবল শ্রবণ ও মনন বা লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান দ্বারা সর্ব্বথা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয় না, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হয় না। নির্ব্বিতর্ক সমাধিই "ঋতম্ভরা" প্রজ্ঞার উৎপাদক। স্থূল প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইলেও, তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যে, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র প্রমাণকেই প্রমাণরূপে অবধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কারণ হইতেছে, বেদ, নির্ব্বিতর্ক সমাধিজ প্রজ্ঞালব্ধ সুতরাং বেদ অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, শাস্ত্রে এই নিমিত্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দ বেদ বা শব্দ প্রমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ বেদ কিনা, শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম কিনা ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না, আপনি এই নিমিত্ত শ্রুতি এবং রামায়ণ ও অন্যান্য বেদমূলক শাস্ত্র প্রমাণকেই বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম; ধর্ম্ম সংস্থাপনই তাঁহার অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, রামায়ণ বেদেরই সুললিত বিস্তার—উপবৃংহণ, এতৎপ্রতিপাদনার্থ আপনি যে, রামায়ণ হইতে রাক্ষস প্রবর মারীচের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে, আমি এতদ্দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই, তিনি কখন ধর্ম্ম অতিক্রম করেন নাই, বিপক্ষ, রাক্ষস শুকের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়াছিল, রামায়ণ হইতে ইহা প্রদর্শন করাতে, আমি অতিমাত্র সুখী হইয়াছি, আমার ইহাতে অত্যন্ত লাভ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি নারদ আদি কবি বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন,

*শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, তাঁহার রাজত্বে কোন প্রজার কোনরূপ দুঃখ থাকিবে না, সকলেই পরম সুখে দিন যাপন করিবে। আমার প্রতিভা আমাকে এই সকল কথাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে প্রেরণ করে, এই সকল কথাতে আমার স্বভাবতঃ সংশয় হয় না, তবে কুতার্কিকদিগের সুতীক্ষ্ণ তর্ক শরে বিদ্ধ হইলে, আমার চিত্ত একটু বিচলিত হয়, বিপক্ষের মত খণ্ডনার্থ চেষ্টা হয়, শ্রুত বিষয় বিশদভাবে অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, স্বভাবতঃ শাস্ত্র বিশ্বাস বিহীন, বেদ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রতিভা বিশিষ্ট পুরুষদিগকে আপনি তর্ক দ্বারা প্রবোধিত করিবেন, আমি কখন এইরূপ আশা করি না। আমার প্রার্থনা, যাহারা বেদ-শাস্ত্রে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবান্, যাহাদের জন্মান্তরের প্রতিভা বেদ-শাস্ত্রের প্রতিকূল নহে, নাস্তিক বা বেদ-শাস্ত্র-বিশ্বাস বিহীন দিগের কুতর্ক শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাদের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, সেই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সাধুভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে, আপনি যেন বিরক্ত না হ'ন, আপনার দয়া যে অপার, আমি তাহা বহুশঃ অনুভব করিয়াছি, তথাপি কি জানি কেন, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে ভয় হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিবার ইহাই কারণ।

বাবা! অহরহঃ "রাম" নাম জপ করিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীরামচন্দ্রকে পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে, রামায়ণকে "বেদ" বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু বিচার করিবার সময়ে বিবিধ তর্ক উত্থিত হইয়া থাকে, বিরুদ্ধ বাদ শ্রবণ করিলে, সংশয় দোলাতে চিত্ত আন্দোলায়িত হয়। বাবা! শাস্ত্রকারদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ মত শ্রবণও সংশয় উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ঋষিদিগের মধ্যে ও মত ভেদ আছে, ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে মত ভেদ আছে, রামায়ণকে বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে যাইলে, শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে যাইলে, সকল শাস্ত্রকারদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইনা, কেহ, কেহ যেন বিরুদ্ধ কথাই শ্রবণ করাইতেছেন বলিয়া বোধ হয়। প্রতীচ্য কোবিদগণের কথা শুনিয়া প্রথমে মনে হইত, ইঁহাদের শাস্ত্রীয় প্রতিভা নাই, ইঁহারা প্রায়শঃ স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, সুতরাং অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে ইঁহাদের বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব, ইহাঁরা বেদ-শাস্ত্রের কথা সকলকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা করা অনুচিত। কিন্তু বাবা! যখন দেখিলাম, প্রতীচ্য কোবিদগণের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের অবতারাদি সম্বন্ধে যাদৃশ তর্ক করিয়াছেন, শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাদৃশ তর্কই করিয়াছেন, ঈশ্বরের

অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের অবতার বাদের খণ্ডনার্থ কপিল, মীমাংসক ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি ঋষি ও আচার্য্যগণের ব্যবহৃত তর্কশর অনেকতঃ যথোক্ত প্রতীচ্যগণের তর্কশরের সদৃশ, তখন অত্যন্ত হতাশ হইতে হইল, হৃদয় অতিমাত্র অশান্তির লীলাভূমি হইল। বাবা! পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণ্য কি, ঋষি ও আচার্য্যেরা সমভাবে স্বীকার করিয়াছেন? রামায়ণ, বেদ, কিন্তু "বেদ" বলিতে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ত শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইনা। বেদে রামচন্দ্রের কথা নাই, অতএব রামায়ণ বেদমূলক নহে, শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বেদানুমোদিত নহে, যাঁহারা এইরূপ তর্ক করেন, তাঁহাদের তর্কশরকে ছেদন করিতে পারিনা বলিয়া বড় কষ্ট হয়, আপনার রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকা বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিতে, করিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়, কিন্তু যখনি বিরুদ্ধ বাদীদিগের তর্কের কথা মনে জাগিয়া উঠে, তখনি হৃদয় নিরানন্দ হয়, নৈরাশ্য মেঘে আবৃত হইয়া যায়, তখনি আপনাদের কাছে ছুটিয়া আসিতে প্রবল ইচ্ছা হয়, তখনি নারদ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিদিগকে প্রাণভরে ডাকিবার প্রয়োজন হয়, আমার সংশয় অপসারিত করিয়া দেও বলিয়া কাতরভাবে তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা হয়। মুখে "রাম" নাম করি, কিন্তু মনে যদি "রাম" কি বস্তুতঃ ভগবান্? এই প্রকার সংশয় থাকে, তাহা হইলে কি নরক গতি হইবে না? বাবা! অন্যকে অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, মনে হয়, আমি অত্যন্ত কপটী, আমার সরলতা নাই। অন্যকে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি, আমি স্বয়ং তাহা বুঝি নাই, অন্যকে যাহা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করি, তাহাতে নিজ বিশ্বাস অদ্যাপি সুদৃঢ় হয় নাই। ইহাই ত "মহাপাপ"। বাবা! কি করিব? তাহা বলিয়া দিন, কিরূপে সংশয় বিরহিত জ্ঞানের উদয় হইবে, তাহা বলিয়া দিন, কিরূপে শ্রীরামে অচলা প্রীতি হইবে, তাহা বলিয়া দিন, কোন্ উপায়ে বেদ-শাস্ত্রে অবিচালি-শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা বলিয়া দিন।

আপনার কি শ্রীরামচন্দ্রে অচলা প্রীতি হইয়াছে? জিজ্ঞাসুর এইরূপ প্রশ্ন এবং বক্তার তদুত্তর প্রদান।

বাবা! দুঃসাহস হইলেও, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনার কি শ্রীরামচন্দ্রে অচলাপ্রীতি, ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে? আমার এইরূপ জিজ্ঞাসা সাধারণতঃ অননুমোদিত হইলেও, আমার বিশ্বাস, আমি যে অবস্থার প্রেরণাবশতঃ আপনাকে

এইরূপ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিলাম, সেই অবস্থার দিকে তাকাইলে, আপনি আমার ত্রুটি ধরিবেন না, আমাকে অক্ষমাহ´ মনে করিবেন না।

বক্তা—যাদৃশ অবস্থার প্রেরণায়, যেভাবে তুমি আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহা সম্যগ্ রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি, অতএব তোমার এইরূপ প্রশ্ন, সাধারণের অনমুমোদিত হইলেও, আমি ইহাকে অক্ষমনীয় মনে করিব না। সরলতাকে আমি বিশেষতঃ শ্রদ্ধা করি, সত্যকে আমি সর্ব্বোপরি আদর করিতে চেষ্টা করি। মুখে যাহা বলি, মনোভাব যদি তাহার সংবাদী না হয়, যদি তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে বিমুখ হই, তাহা হইলে, আমি যে, অসরল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অসরলতা হইতে অধিকতর পাপ নাই। আমরা শাস্ত্র পাঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ করিয়া, অনেক উচ্চ কথা বলিতে সমর্থ হই, কিন্তু আমরা মুখে যাহা বলি, আমাদের মনোভাব বা আচরণ যে, সর্ব্বদা তদনুরূপ হয় ন', তাহা কি (সরল হইলে) অস্বীকার করা যায়? রামায়ণ পাঠ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র যে ক্ষয় রহিত বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র যে পরব্রহ্ম, তাহা কে না অবগত হয়েন? হে বীরাগ্রগণ্য! এই বৈষ্ণব ধনু ধারণে প্রতীতি হইতেছে, তুমিই অক্ষয্য মধুসূদন (ক্ষয় রহিত বিষ্ণু) এক্ষণে তোমার মঙ্গল হোক্, এই সকল দেবতাগণ সমাগত হইয়া, অপ্রতিকর্ম্মা—অপ্রতিহত প্রভাব, যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্ব অজেয় তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন, তুমি ত্রিলোক নাথ, তোমা কর্ত্তৃক আমি যে বিমুখীকৃত (পরাভূত) হইলাম, তাহা আমার লজ্জার বিষয় নহে ("অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্। ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ॥ এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ। ত্বামপ্রতিকর্ম´াণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে॥ ন চৈবং কাকুস্থ ব্রীড়া ভবিতুমহ´তি। ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ॥"— রামায়ণ—বালকাণ্ড—৩৩ সর্গ)। যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, পরশুরামের এই সকল কথার অর্থ সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, শ্রীরামচন্দ্রকে অক্ষয্য মধুসূদন বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কি, এই রামায়ণী কথাকে অমূলক উপকথা (Mythology) বলিয়া, উপেক্ষা করেন নাই? যাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহারা মুখে সর্ব্বদা "রাম," "রাম" এই মধুর, এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, যাঁহারা নিয়ত শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করেন, যাঁহারা অন্যকে রামভক্ত করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, যথার্থভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে অক্ষয্য মধুসূদন বলিয়া বিশ্বাস করিতে

পারিয়াছেন? যদি আমি মহর্ষি নারদের ন্যায় সরল হইতে পারিতাম, তাহা হইলে, তোমার এই প্রশ্ন শ্রবণানন্তর, আমি বিনা সংকোচে, মুক্তকণ্ঠে বলিতাম, 'আমার শ্রীজানকীপতিতে অদ্যাপি অচলা পরাপ্রীতি উৎপন্ন হয় নাই'। ভক্ত ও জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি নারদ রামভক্তি প্রদাতা লোকশঙ্কর, শঙ্করকে মুক্তকণ্ঠে বিনা সংকোচে বলিয়াছিলেন—'আমি যথাশক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছি, যথাশক্তি ভক্তির সাধন করিয়াছি, যথাশক্তি বেদ-শাস্ত্র বোধিত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু আমার অদ্যাপি জানকীপতিতে অচলা প্রীতি উৎপন্ন হয় নাই (জ্ঞানং ভক্তিং চ বিজ্ঞানং কর্ম্মাণ্যপি কৃতং ময়া। পরন্তু হ্যচলা প্রীতির্নাভবৎ-জানকীপতৌ॥"—অগস্ত্য সংহিতা)। নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন, আর নগণ্য আমি, "জানকীপতিতে আমার অদ্যাপি পরাপ্রীতি জন্মে নাই", এই কথা বলিতে পারিব না? আপনার কি, শ্রীরামচন্দ্রে অচলা পরাপ্রীতি হইয়াছে? তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া, তুমি অক্ষমার্হ অন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া, তোমার প্রতি বিরক্ত হইব?

ভগবানে অচলা প্রীতি উৎপন্ন হইবার সাধন।

সর্ব্বলোকের পরমোপকারক শঙ্কর শ্রীরামচন্দ্রে যে উপায়ে অচলা পরাপ্রীতি উৎপন্ন হয়, নারদকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, 'কারণ, সূক্ষ্ম, ও স্থূল এই দেহত্রয়ের নাশ না হইলে, অর্থাৎ কারণাদি দেহত্রয়ের সংস্কার সম্পূর্ণ-ভাবে বিনষ্ট না হইলে, কেহ শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধ যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হয়না। শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধ যোগ্যতা প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার প্রতি কাহার অচলা পরা প্রীতির উদয় হইতে পারে না।' আমি অদ্যাপি দেহত্রয়ের নাশ করিতে সমর্থ হই নাই, সুতরাং আমার যে, শ্রীজানকীপতিতে অচলা প্রীতি হইতে পারেনা, তাহা বলা বাহুল্য। * অতএব তোমার এইরূপ প্রশ্ন শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হইলেও, আমার মতে ন্যায় বিগর্হিত নহে, তোমার হৃদয় যে সরলভাবে ঐ প্রশ্ন

---

* নারদ উবাচ।—"জ্ঞানং ভক্তিং চ বিজ্ঞানং কর্ম্মাণ্যধিকৃতং ময়া। পরন্তু হ্যচলাপ্রীতির্নাভবৎ জানকীপতৌ॥ অতোঽহং ভগবন্ ত্বাং বৈ পৃচ্ছামি কারণং পরং। যেনাচলা পরাপ্রীতির্জায়তে রঘুসত্তমে"॥

* * * *

শ্রীশিব উবাচ—"সম্বন্ধাখ্যং পরং তত্ত্বং সহজানন্দদায়কং। প্রাপ্তমাত্রেণ জীবানাং প্রীতির্ভবতি চাচলা" * * * "দেহত্রয় বিনাশং চ কৃত্বাদৌ গুরু বক্তৃতঃ। ততঃ সম্বন্ধ যোগ্যত্বং প্রাপ্নোতি মুনিসত্তম"॥ অগস্ত্য সংহিতা।

করিয়াছে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে অবস্থায় তুমি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, তদবস্থায় তোমার ঐরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিনা। শাস্ত্রে যে আপাতপ্রতীয়মান মত ভেদ আছে, শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, শ্রীরামচন্দ্র অক্ষয্য-বিষ্ণু, "রামায়ণ বেদেরই রুচির বিস্তার," ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য সকল যে সর্ব্বশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না; অতএব সকল শাস্ত্রই "শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, রামায়ণ বেদস্বরূপ ইত্যাদি বাক্য সমূহের সমর্থক নহেন, সকল শাস্ত্রই এই সমস্ত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি পথে সহায়তা করেন না," তোমার এতাদৃশ বাক্য যে উপেক্ষণীয় নহে, সর্ব্বথা নিরর্থক নহে, তাহা আমি স্বীকার করি।

কৌৎস ঋষি স্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন, মন্ত্র সকল অনর্থক ("কৌৎসোঽনর্থকা হি মন্ত্রাঃ"—নিরুক্ত)। ভগবান্ যাস্ক "মন্ত্র সকল অনর্থক", কৌৎসের এইরূপ মতকে উপেক্ষা করেন নাই, কৌৎসের এই কথা সত্য কি, অনর্থক, বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ ও মহর্ষি জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়াছেন, বেদ বা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। মহর্ষি কপিল, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কপিলদেব বলিয়াছেন, বেদের স্বাভাবিকী যথার্থ জ্ঞানজননী শক্তি আছে; বেদের যে যথার্থ জ্ঞান জননী স্বাভাবিকী শক্তি আছে, মন্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদাদিতে তাহা স্পষ্টতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে; অতএব বেদ স্বতঃ প্রমাণ ("নিজ শক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্।"—সাং দং ৫।৫১)। তথাপি কপিলদেব শব্দ বা বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই ("ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বং শ্রুতেঃ"। "ন শব্দ নিত্যত্বং কার্য্যতা প্রতীতেঃ"—সাং দং ৫।৫৮) শ্রীমৎ কুমারিলভট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট বলিয়াছেন, জগৎ স্রষ্টার স্বাভাবিক সর্ব্বজ্ঞত্ব, আমাদিগ হইতে তাঁহার সহজ আতিশয্য, সিদ্ধ হয় না; কারণ তিনিও অস্মদাদিবৎ পুরুষ। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অবতারগণের লোক বিশিষ্টতা হইতে পারেনা। ঈশ্বরের যদি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যে বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্তক, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের সহজ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বীকার করা যায় না (ন চ ধর্ম্মাদৃতে তস্য ভবেল্লোকাদ্বিশিষ্টতা।"—শ্লোকবার্তিক)। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশ, ঈশ্বরের নিরতিশয়ত্ব, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সহজ, ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান জনিত নহে ("তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।" —"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাঽনবচ্ছেদাৎ"—পাং দং ১।২৫ ও ২৬)।

অতএব শাস্ত্র সকলও সর্ব্বদা সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথে সহায় হন না, পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমূহ অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকেন, তোমার এই সকল কথাকে আমি একেবারে সারশূন্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিনা।

জিজ্ঞাসু—বাবা! তা'ই হতাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, করিতেছি, উপায় কি? কি করিলে, সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারি? কি করিলে, শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত বৎসল, তাঁহার ধ্যানমাত্র মহাপাতক নাশে সমর্থ, তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ দ্বারা হত্যা কোটি পাপ নিবারিত হয়, মহাপাপীও যদি "রাম," "রাম," "রাম" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তবে সে পাপকোটি সহস্র হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়, ইহাতে সন্দেহ লেশ নাই ("ধ্যানমাত্রেণ দেবেশি! মহাপাতক নাশকৃৎ। কীর্ত্তন স্মরণাভ্যাং চ হত্যাকোটি নিবারণঃ॥ রাম রামেতি রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ। পাপকোটি সহস্রেভ্যস্তানুদ্ধরতি নান্যথা॥"—অগস্ত্য সংহিতোক্ত শিববাক্য), কি করিলে এই অমৃতময় শিববাক্যে শ্রদ্ধা সুদৃঢ় হইবে? কোন উপায় নাই কি?

বক্তা—উপায় থাকিবে না কেন? সত্য স্বরূপ বেদ বচন মিথ্যা নহে, বেদমূলক শাস্ত্রবাণী অসত্য হইতে পারেনা। বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাই, তাঁহাতে অচল প্রীতি জন্মিবার একমাত্র উপায়, বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র সকলে সংশয় থাকেনা, সর্ব্বথা বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র সকলে বিপরীত অর্থ দৃষ্ট না হইয়া যথার্থ অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভ্রান্তবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া, শাস্ত্র সমূহের যথার্থ অর্থ পরিগৃহীত হয়, ব্যাসোক্ত পুরাণ সকলের যথার্থতা উপলব্ধ হইয়া থাকে, করুণাসাগর শ্রীরামচন্দ্র, দয়ার্দ্রহৃদয় রামভক্ত শৌনকাদি মহর্ষিগণ, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। যাবৎ হৃদয়ে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাব না হয়, তাবৎ সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র যে, পরব্রহ্ম, রামায়ণ যে, বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর যে বেদ স্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্য যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকাতে আমি যথাশক্তি তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হইও না।

জিজ্ঞাসু—বাবা! এমন মধুর আশ্বাসবাণী আর কখন আমার শ্রবণ যুগলকে এই ভাবে তৃপ্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, আশাতীত শান্তি পাইলাম, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল। বাবা! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা জানিনা, আমি যেন যথার্থ কৃতজ্ঞ হইতে পারি, এইরূপ কৃপা করিবেন, আমার এখন ইহাই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে? তোমার কি বিশ্বাস হইতেছে, "শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম," রামায়ণ বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর বেদস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমি তোমাকে এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারিব? তোমার সংশয় দূর করিতে সমর্থ হইব?

রামায়ণ বাল্মীকির পর প্রত্যক্ষ লব্ধ বা সমাধি নেত্রে দৃষ্ট সামগ্রী।

জিজ্ঞাসু—বাবা! আপনার প্রাণপ্রদ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া, আমি যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, তাহাতে "শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম," "রামায়ণ বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর বেদস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান" ইত্যাদি বিষয়, আপনি আমাকে বুঝাইতে পারিবেন কিনা, আমার এখন তাহা চিন্তা করিবার অবসর হয় নাই। আপনি কি একেবারে অশ্রুত পূর্ব্ব কোন কথা বলিয়াছেন? যে কথা শাস্ত্রের কোথাও পাওয়া যায় না, যে কথা কোন ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত হয় নাই, আপনি কি এমন কোন কথা বলিয়াছেন? সাক্ষাৎ বেদ প্রাচেতস (বাল্মীকি) হইতে "রামায়ণ" রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, অতএব হে দেবি! রামায়ণ যে বেদস্বরূপ তাহাতে কোন সংশয় নাই ("বেদঃপ্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা। তস্মাদ্রামায়ণং দেবি! বেদ এব ন সংশয়ঃ") অগস্ত্য সংহিতাতে এই কথা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। যিনি এই পবিত্র, পাপঘ্ন, পুণ্যতম বেদসম্মিত (বেদতুল্য) রামচরিত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হ'ন; মনুষ্য এই আয়ুষ্য (আয়ুর্বৃদ্ধিকর) রামায়ণ পাঠ করিলে, দেহ ত্যাগের পর পুত্র, পৌত্র ও দাস, দাসীগণের সহিত স্বর্গলোকে স্বর্গীয় ব্যক্তি ব্যূহ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, প্রমুদিত হ'ন ("ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্ব পাপৈ প্রমুচ্যতে॥ এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্র পৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥"—শ্রীমদ্বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ড), ইহাও মহামুনি নারদের বাক্য। করুণা-নিলয় মহামুনি বাল্মীকি, কুশী-লবকে মেধাবী ও বেদের মর্ম্ম গ্রহণে উপযুক্ত বিমল বুদ্ধি বিশিষ্ট দেখিয়া, বেদের উপবৃংহণার্থ, সুললিত ভাবে বেদার্থের বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে কৃৎস্ন রামায়ণ কাব্য, মহৎ সীতা চরিত অধ্যয়ন করাইলেন ("সতু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ। বেদোপ-

বৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ॥ কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।”—শ্রীমদ্বাল্মীকি রামায়ণ—বালকাণ্ড)। অতএব রামায়ণ যে, বেদেরই রুচির বিস্তার, রামায়ণ যে, বেদস্বরূপ তাহাও রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে। মহামুনি বাল্মীকি নারদের নিকটে যে ধর্ম্মার্থ যুক্ত, হিতজনক রামচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার যথার্থভাবে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইয়া, পূর্ব্বমুখে কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সমাধি দ্বারা তদ্বিষয়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, প্রজাবর্গ ও অমাত্য প্রভৃতির সহিত রাজা দশরথের হাস্য-পরিহাস, কথা- বার্ত্তা ও নানাবিধ চেষ্টা, মহামুনি বাল্মীকি সমাধি নেত্রে যেন লৌকিক প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে পর্য্যটন করিয়া, রামচন্দ্র যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় তিনি তাহা দেখিতে লাগিলেন, এবং যোগাশ্রিত মহামতি মহর্ষি বাল্মীকি, এইরূপে—সমাধিনেত্র দ্বারা দর্শন পূর্ব্বক শ্রুতিসুখকর রামচরিত্র বর্ণন করিতে লাগিলেন (“ততঃ পশ্যতি ধর্ম্মাত্মা তৎসর্ব্বং যোগমাস্থিতঃ। পুরা যত্তত্রনির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা॥”—রামায়ণ—বালকাণ্ড)। রামায়ণ যে, যোগিশ্রেষ্ঠ ত্রিকালজ্ঞ মহামতি, মহর্ষি বাল্মীকির পর প্রত্যক্ষ লব্ধ বা সমাধিনেত্র দৃষ্ট সামগ্রী ইহা যে, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু নহে, ইহা যে, অমূলক উপকথা নহে, এতদ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। অতএব রামায়ণ সম্বন্ধে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় যে শাস্ত্রীয় কথা, তাহারা যে, নারদ, অগস্ত্য, বাল্মীকি প্রভৃতি করুণা-নিলয়, পরহিতৈকব্রত, সত্যনিষ্ঠ বেদপ্রাণ সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিদিগেরই উক্তি, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বক্তা—তোমার এই সকল উপাদেয় কথা শ্রবণ করিয়া, আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। রামায়ণ যোগিশ্রেষ্ঠ, বাল্মীকির সমাধিজ প্রজ্ঞা দৃষ্ট সামগ্রী, এই কথা শ্রবণ ও ইহার প্রকৃত আশয় কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত যথা প্রয়োজন মনন করিলে, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রতিভা বিশিষ্ট কোন পুরুষের “রামায়ণ যে বেদ,” রামায়ণ যে বেদের উপবৃংহণ, বেদের রুচির বিস্তার, রামায়ণ যে, কল্পনামূলক গল্প নহে, বিজ্ঞান বিহীন কাব্য নহে, তাহা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র বাধা বোধ হইতে পারে না। ইতঃপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে রামায়ণকে নারদ, বাল্মীকি, অগস্ত্য প্রভৃতি বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণ, বেদনিষ্ঠ মহর্ষিরা সাক্ষাৎ বেদ বলিয়াছেন, যে রামায়ণকে মানুষের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ নিদান বলিয়া সমাদর

করিয়াছেন, সে পরম পবিত্র, সত্যময়, বেদ—সম্মিত রামায়ণকে, লোকের অমূলক উপকথা বলিয়া মনে হইবার কারণ কি? ঋষি ও আচার্য্যদিগের মধ্যেও যে, মতভেদ দৃষ্ট হয় তাহার হেতু কি? অতএব শাস্ত্র-সকলও সর্ব্বদা সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথে সহায় হননা পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমূহ অনেক সময়ে সংশয় বিবহিত জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে, তোমার এই সকল কথাকে, (পূর্ব্বে বলিয়াছি) আমি একেবারে সারশূন্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারি না। এইরূপ মত প্রকাশ করাতে বলা বাহুল্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আমার শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উদিত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—আমার বিশ্বাস, আপনার এইরূপ মত প্রকাশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত তিন পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই যথার্থভাবে বিচার পূর্ব্বক তদবধারণের চেষ্টা করিবেন না। প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় হিত বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ ("সুলভাঃ পুরুষা রাজন্! সতত প্রিয় বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ॥"—) রাক্ষস প্রবর বাক্‌বিদ্ মারীচের মুখ হইতে উচ্চারিত এই কথা আমার এস্থলে স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। শাস্ত্র শাসন অবশ্য শিরোধার্য্য, যাঁহারা এই কথা বলেন, যাঁহারা শাস্ত্রের সমর্থন করিতে, শাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান মতভেদের সমন্বয় করিতে সতত উৎসাহী, শাস্ত্র অভ্রান্ত, মুখে যাঁহারা প্রয়শঃ এই কথা বলিয়া থাকেন, পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমূহ অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে, এইরূপ মত যে তাঁহাদের অপ্রিয় হইবে, তাহা বোধ হয়, বিনা সংকোচে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব স্বীকার করেন না, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস, যাঁহাদের বিশ্বাস অমূলক উপকথা পূর্ণ গ্রন্থ, তাঁহারা, "শাস্ত্র-সকল ও সর্ব্বদা সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথে সহায় হ'ন না, পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমূহ, অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে," এইরূপ মতকে প্রথমে একটু আদর করিতে পারেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আপনি এবম্প্রকার মতের আপাততঃ সমর্থন করিতেছেন, তাহা বুঝিলে, আপনার এইরূপ মতকে যে, তাঁহারা আর আদর করিবেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। "সত্যস্বরূপ বেদবচন মিথ্যা নহে, বেদমূলক শাস্ত্র বাণী অসত্য হইতে পারে না, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র সকলে সংশয় থাকে না, সর্ব্বথা বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র সকলে বিপরীত অর্থ দৃষ্ট না হইয়া, যথার্থ অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভ্রান্তবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া, শাস্ত্র সমূহের

যথার্থ অর্থ পরিগৃহীত হয়, ব্যাসোক্ত পুরাণ সকলের যথার্থতা উপলব্ধ হইয়া থাকে, বেদাত্মা করুণাসাগর শ্রীরামচন্দ্র, দয়ার্দ্রহৃদয়, রামভক্ত শৌনকাদি মহর্ষিগণ, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। যাবৎ হৃদয়ে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাব না হয়, তাবৎ সংশয় বিরহিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব, "শ্রীরামচন্দ্র যে পরব্রহ্ম, রামায়ণ যে বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর যে বেদ-স্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি যথাশক্তি তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হইও না," আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহারা যে, তাঁহাদের, আপনার করমর্দ্দনার্থ প্রসারিত করকে আকুঞ্চিত করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্রে কি আছে, কি নাই, বেদশাস্ত্রের কথা গ্রাহ্য, কি অগ্রাহ্য ইত্যাদি অনর্থক বাদানুবাদ দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান অভ্যুদয়শীল অবস্থাতে কি লাভ হইতে পারে? যেরূপ শ্রম দ্বারা পার্থিব উন্নতি হইবে, সুখে দিন কাটান যাইবে, সেইরূপ শ্রম কর, বৃথা শ্রম পরিত্যাগ কর, সেই প্রাচীন কালের লোকগুলা কি করিয়াছে না করিয়াছে, কি বলিয়াছে, না বলিয়াছে, তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? বর্ব্বরের ন্যায় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না।" যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা আপনার মত যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি, আপনার এইরূপ মত প্রকাশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, বর্ত্তমান সময়ে কোন পক্ষই যথার্থভাবে বিচার পূর্ব্বক তদবধারণার্থ চেষ্টা করিবেন না, আপনি কাহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পাইবেন না, অত্যল্প ব্যক্তিই আপনার এইরূপ মতের সমর্থন করিবেন, আপনার কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিবেন।

বৈদিক কালেও, ব্যক্তি মাত্রেই বেদকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। মন্ত্রের অধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থের কথা। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ দর্শন হইলে, বেদ ও শাস্ত্র বিষয়ক বহু সংশয় নিরস্ত হইবে। বৃত্রাসুরের স্বরূপ বিষয়ক বিবিধ মত।

বক্তা—আমি যে, তাহা একেবারে বুঝি না, তাহা নহে, তথাপি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি, যাহা হিতকর বলিয়া আমার বিনিশ্চিত হইয়াছে, লোক হিতার্থ তাহা বলিয়া যাইব। কোন কালে কি, সকলেই সকল মতের আদর করিতে পারিয়াছেন? বৈদিক কালেও কি, ব্যক্তি মাত্রেই বেদকে অভ্রান্ত

সত্যময়, (অপৌরুষেয় বাক্) বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন? বেদের সকল কথাই কি সকলের যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল? এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ ঐতিহাসিকদিগের অভিমত, নৈরুক্তগণের মতে ইহার অর্থ অন্যরূপ, নৈরুক্তগণ ঐতিহাসিকদিগের ব্যাখ্যানকে যথার্থ নহে বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, ভগবান্ যাস্কপ্রণীত নিরুক্ততে এবম্প্রকার কথার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কথা মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদে আছে, রামায়ণ ও মহাভারতে আছে, ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে আছে। ভগবান্ যাস্ক প্রণীত নিরুক্ততে "বৃত্র" কে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ, ইহার নৈরুক্ত ও ঐতিহাসিক এই দ্বিবিধ মত উপন্যস্ত হইয়াছে। নৈরুক্ত দিগের মতে "বৃত্র" শব্দ যে, মেঘের বাচক, এবং ঐতিহাসিকগণ "বৃত্র" শব্দের যে, ত্বাষ্ট্র (ত্বষ্টৃ পুত্র) অসুর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায় ("তৎ কো বৃত্র? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রাসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"—নিরুক্ত)। জল ও জ্যোতিঃ এই পদার্থদ্বয়ের মিশ্রীভাব কর্ম্ম হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বেদে এই বর্ষকর্ম্ম উপমার্থে—রূপক কল্পনা দ্বারা ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে ("অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাব কর্ম্মণো, বর্ষ কর্ম্ম জায়তে। তত্রোপমার্থে যুদ্ধ বর্ণাভবন্তি।—নিরুক্ত)। ঐতিহাসিকগণ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যে যুদ্ধের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যে যথার্থ নহে, তাহা যে কল্পনামূলক, তাহা যে "মায়া"মাত্র, নৈরুক্তগণ তৎপ্রতিপাদনার্থ ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকে উক্ত হইয়াছে, "হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ ইন্দ্র! ঐতিহাসিকগণ যে, বিগ্রহবান্ হইয়া, তোমার নানারূপ যুদ্ধের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তোমার "মায়া" মাত্র; তোমার আবার শত্রু কে? তোমার শত্রু এখন ও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না ("যদচরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র প্রব্রাণো জনেষু। মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং নন্বু পুরা বিবিৎসে॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।১।১৫)। তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যে, যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে যে ভাবে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে, বর্ষকর্ম্মের রূপক বর্ণন, তাহাত মনে হয় না। তাহা মনে না হইবার প্রধান কারণ, পাণিনীয় শিক্ষা ও জ্ঞাননিধি পতঞ্জলিদেব প্রণীত মহাভাষ্যে উদাত্তাদি স্বরত্রয়ের যথাবিধি উচ্চারণের কিরূপ কার্য্যকারিতা, উদাত্তাদি স্বরদোষ বশতঃ মিথ্যা প্রযুক্ত মন্ত্র

সকল দ্বারা যে, কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, স্বরদোষ নিবন্ধন মন্ত্র সকলের যে,প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হয়না, প্রত্যুত মিথ্যা প্রযুক্ত মন্ত্র যে, বাগ্ বজ্রের ন্যায় যজমানের বিনাশহেতু হইয়া থাকে, তাহা কথিত হইয়াছে. অপিচ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত বৃত্রাসুরের নিধন সংবাদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক পূজ্যপাদ পিঙ্গলাচার্য্য ও ভগবান্ পতঞ্জলিদেব স্বরদোষের অনিষ্ট কারিতাকে বিশদীকৃত করিয়াছেন, স্বরদোষ নিবন্ধন যে, অশুভ হইয়া থাকে, স্পষ্টভাবে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহামতি পিঙ্গলাচার্য্য ও জ্ঞাননিধি পতঞ্জলিদেব যদি ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের সংগ্রামকে বর্ষকর্ম্মের রূপকবর্ণন বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে, "স্বর-দোষ বশতঃ মিথ্যাপ্রযুক্ত মন্ত্র,বাগ্ বজ্রের স্বরূপ, ইহা যজমানকে বিনাশ করে, যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' (বৃত্রাসুর) স্বরদোষ দোষ হেতু নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন," এইরূপ কথা বলিতেন না ("দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতোবর্ণতো বা। মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রু স্বরতোঽপরাধাৎ॥"—মহাভাষ্য ও পাণিনীয় শিক্ষা)।

ষষ্ঠী সমাস স্বর ত্যাগ পূর্ব্বক বহুব্রীহি স্বর উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া, ইন্দ্র, বৃত্রের ঘাতক হইয়াছিলেন ("যস্মাৎ কারণাৎ ষষ্ঠীসমাস স্বরং বিসৃজ্য বহুব্রীহি স্বর উচ্চারিতবান্ তস্মাৎ কারণাদিন্দ্রঃ শাতয়িতা যস্তেতি ব্যুৎপত্ত্যা বৃত্রাস্যাস্তেন্দ্রো ঘাতকোঽভূৎ।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদভাষ্য)। বহুব্রীহি সমাসে আদ্যুদাত্ত এবং তৎপুরুষসমাসে অন্তোদাত্ত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে ("বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" "অন্তোদাত্তাঃ সমাসস্থ,"—পা, সূ ৬।১।২২০, ২২৩)। বহুব্রীহি সমাসে ইন্দ্র শাতয়িতা যাঁহার,' ইন্দ্রশত্রু পদের এই অর্থ হইবে। ইন্দ্রের শাতয়িতা—"ইন্দ্র-শত্রু' এই কথা বলিতে যাইয়া, 'ইন্দ্র শাতয়িতা যাহার,' স্বরদোষ বশতঃ এইরূপ উচ্চারণ হওয়ায়, বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিলেন। মন্ত্রগত স্বরাপরাধ দ্বারা কিরূপ অনিষ্ট হয়, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্রাসুরের বধ সংবাদ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরদোষ নিবন্ধন "ইন্দ্রশত্রু" নিহত হইয়াছিলেন, এই কথা শ্রবণ করিবার পর, জল ও জ্যোতিঃ এই পদার্থদ্বয়ের মিশ্রীভাব কর্ম্ম হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বেদে এই বর্ষকর্ম্ম রূপক কল্পনা দ্বারা যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে, নৈরুক্তদিগের এই কথা যে সর্ব্বথা সারগর্ভ, তাহা মনে হয় না। নৈরুক্তদিগের যথোক্ত ব্যাখ্যানকে আবার সারহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে ও পারা যায় না, কারণ ইহাঁরা ঋগ্বেদের প্রমাণে স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—বাবা! অন্ধকার যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। আধুনিক

প্রতীচ্য বেদবিৎ কোবিদগণের কথা হইলে, "তোমাদের এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার নাই" এই বলিয়া বাদীর মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু এ যে বেদে বেদে বিবাদ উপস্থিত হইল, বেদে-ইতিহাসে যুদ্ধ বাঁধিল। তর্ক দ্বারা কি তর্কাতীত পদার্থের যথার্থ মীমাংসা হইতে পারে? 'তর্কে বহুদূর,' যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহাদের এইরূপ তর্ক ভাল লাগিবে না, তাহা স্থির। আর যাঁহারা বেদে কি আছে না আছে, তাহা জানেন না, যাঁহারা তাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, সুতরাং যাঁহারা তাহা জানিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহারাও বিরক্ত হইয়া এই প্রকার বাগ্‌যুদ্ধের অবসানই ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু আমার ধারণা যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, তাহাদের সমাধান না হইলে, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে শান্তি আসিতে পারে না। এতএব যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্থিত প্রশ্ন সকলের সমাধান করিয়া দিন, ইহাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি। আমার এইরূপ প্রার্থনা যে, বালকোচিত তাহা আমি জানি। কোন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সমাধান দ্বারা ব্যক্তিমাত্রের তুষ্টি হইতে পারে না। যাঁহার চিত্ত যে পরিমাণে বিমল হয়, তাঁহার সেই পরিমাণে সংশয় রহিত জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। "ইহা এইরূপ", "ইহা অন্যরূপ হইতে পারেনা," যাবৎ এবম্প্রকার শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ (যদি তত্ত্বদর্শনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে), তর্ক না করিয়া থাকা অসম্ভব। যথোক্ত লক্ষণ শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলে, সংশয় দূরীভূত হয়; সংশয় দূরীভূত হইলে, "ইহা এইরূপ" "ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না," এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিকাশ হইলে, আর তর্কের আবশ্যকতা থাকে না। শ্রদ্ধা বা সত্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে যাঁহাদের তর্ক প্রবৃত্তি উপশান্ত হয়, বুঝিতে হইবে, শক্তিহীনতা বশতঃ, যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অভাব নিবন্ধন, তাঁহারা বিচার পরাঙ্‌মুখ হইয়াছেন, ইহা জানিয়াও, অতএব যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্থিত প্রশ্ন সকলের সমাধন করিয়া দিন, ইহাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আমি যে, এই কথা বলিলাম, তাহার কারণ হইতেছে, "শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান ধর্ম্ম, তাঁহা হইতে ধর্ম্ম কদাচ বিচলিত হয় নাই, তিনি কদাচ ধর্ম্ম অতিক্রম করেন নাই," রামায়ণ বেদের রুচির ব্যাখ্যান, শ্রীরামচন্দ্র বেদস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই অধুনা আমার মনে সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়াছে, প্রাণাভিরাম শ্রীরামতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের জিজ্ঞাসা আমার এখন বিশেষতঃ প্রবল নহে, শ্রীরামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব

বিনিশ্চয় নিতান্ত আবশ্যক, আমি অবিবেকিতা ও মনের দুর্দ্দমনীয় আবেগ নিবন্ধন, সেই সকল বিষয়ের যথাসম্ভব সংক্ষেপে সমাধান করিয়া দিন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছি। আমার এতাদৃশ প্রার্থনা যে বালকোচিত, প্রার্থনা করিবার পরক্ষণেই আপনার কৃপায় আমার তাহা বোধ হইয়াছে। মতভেদ যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, "ইহা এইরূপ" বা "এইরূপ নহে," সকলেই যে, স্ব-স্ব প্রতিভা বশতঃ এবম্প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকে, যাঁহার যে ভাবে যাহা বুঝিবার প্রতিভা আছে, তিনি যে তদ্ভাবেই তাহা বুঝিয়া থাকেন, প্রতিভার পরিবর্ত্তন না হইলে, কাহার মতের যে, পরিবর্ত্তন হয় না, যাঁহার যাদৃশী শ্রদ্ধা, তিনি যে তদ্রূপ হন ("শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭।৩) সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রতিভা না থাকিলে, সত্যোপদেশও যে নিরর্থক হইয়া থাকে, আমার যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, অন্য এক ব্যক্তি যে, তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা নিষ্কারণ নহে, আপনার প্রতিভাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার এই সকল কথাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে যথার্থ জ্ঞান প্রসূতি সনাতন বেদের সহিত বেদের, বেদের সহিত ইতিহাস পুরাণাদি বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের বিরোধ হয়, বেদনিষ্ঠ, বেদপ্রাণ, সাক্ষাৎকৃত কৃৎস্নবস্তুতত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের মধ্যে মতভেদ হয়, আমি তাহা অদ্যাপি সম্যগরূপে বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছি ঐতিহাসিক বলিতে শাস্ত্রে যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাঁহারাও "ঋষি", যাঁহারা মন্ত্রার্থের দ্রষ্টা, মন্ত্রার্থের প্রবক্তা তাঁহারাই ইতিহাস-পুরাণের দ্রষ্টা, ইতিহাস-পুরাণের প্রবক্তা। অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, মন্ত্রার্থের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা ঋষি যখন ঐতিহাসিক হ'ন, তখন তিনি বিশেষতঃ অমূলক উপকথা বলেন কেন? হয় স্বীকার করিতে হইবে, যিনি মন্ত্রার্থের দ্রষ্টা তিনি ঐতিহাসিক নহেন, না হয় মানিতে হইবে, ইতিহাস ও পুরাণ মন্ত্রার্থের উপবৃংহণ মন্ত্রার্থের বিস্তার, ইতিহাস পুরাণ ব্যতিরেকে বেদার্থের নির্ণয় হইতে পারে না, শাস্ত্রের এই কথা অর্থ শূন্য নহে। "বেদ," মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে দ্বিবিধ। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ আবার ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান এই অষ্টধা ভিন্ন। ব্রাহ্মণের যে অংশে ইতিহাস (প্রাচীন সংবাদ) আছে, তাহা "ইতিহাস" পদবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ইতিহাস ও পুরাণকে "পঞ্চম বেদ" বলিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণভাগ কোথাও "পঞ্চম বেদ" রূপে নির্ব্বাচিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদে, গোপথ ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত "ইতিহাস" ও পুরাণের

নাম উক্ত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণে "ইতিহাস বেদ," "পুরাণ বেদ," ইত্যাদি পঞ্চবেদের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব রামায়ণ, মহাভারত এবং বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সমূহকেই যে "পঞ্চমবেদ" বলিয়া বুঝিতে হইবে, আপনার ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি। বেদের ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রের ব্যাখ্যান, প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ বেদেরই উপবৃংহণ। যে সকল বিষয় মন্ত্রে নাই ব্রাহ্মণ বা ইতিহাস-ও-পুরাণ বেদে তাহারা থাকিতে পারে না। বীজে যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে না, অঙ্কুরে শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে তাহার অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব। "বেদ কোন্ পদার্থ; যাঁহারা তাহা যথার্থভাবে অবগত নহেন, তাঁহারা এই সকল কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না," আপনার এই সকল উপদেশের অভিপ্রায় পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, ইহারা সারগর্ভ কথা। আপনি বলিয়াছেন, তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্রাসুর সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে যাঁহারা অবিদ্বানের, অসভ্যের কল্পনা বিজৃম্ভণ বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রতিভা বিচিত্র। তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় কাণ্ডের পঞ্চম প্রপাঠকে, বৃত্রাসুর সম্বন্ধে যে ইতিহাস আছে, পূর্ণভাবে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন একালে তাদৃশ পুরুষ যে, দুর্লভ, নির্ভয়ে তাহা বলা যাইতে পারে। আত্মসংস্কৃতি রূপ শিল্প দ্বারা যাঁহাদের আত্মার যথোচিত সংস্কার হয় নাই, তাঁহারা কখন বেদের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন না, ঐতরেয় ও গোপথ ব্রাহ্মণে এই কথা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ("আত্মসংস্কৃতি র্বৈ শিল্পান্যাত্মানমেবাস্য তৎ সংস্কুর্ব্বন্তি।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও গোপথব্রাহ্মণ)। "বেদের স্বরূপ যথার্থ ভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, বেদপ্রাণ বেদনিষ্ঠ, ঋষিগণ সেবিত দুর্ব্বিজ্ঞেয় বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে না," "ইন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণন মায়া মাত্র," ঋগ্বেদের এতদ্বচন দ্বারা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের বা শতপথ ব্রাহ্মণের বৃত্রাসুর বিষয়ক আখ্যায়িকার কোন হানি হয় নাই, একটী শাস্ত্র কিংবা বেদের একদেশ অধ্যায়ন করিলে তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয় না। ঋগ্বেদে পালনাদি কর্ম্মকৃৎবিষ্ণুর ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার কথা আছে, ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের যোগ্যসখা এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে ("বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত: যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্য সখা॥"—ঋগ্বেদসংহিতা)। মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ পর্ব্বে পৃথক্, পৃথগ্ ভাবে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আশ্বমেধিক পর্ব্বে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের যেরূপ যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা শুনিলে তুমি হয়ত বিস্মিত হইবে। 'হে তাত ভরতর্ষভ! (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সম্বোধন) আমরা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, ইন্দ্র বৃত্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, অতিশয় বিমোহিত হইলে, বশিষ্ঠ রথন্তর সাম দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করেন।' ইন্দ্র প্রবোধিত হইয়া অদৃশ্য বজ্র দ্বারা স্বীয় শরীরস্থ সেই বৃত্রাসুরকে নিহত করেন'। "ইন্দ্র," "বৃত্র," ও "বজ্র" এই পদত্রয় দ্বারা মহাভারতের উক্ত স্থলে, যথাক্রমে "আত্মা" "মোহ" ও "বিবেক" এই পদার্থত্রয় লক্ষিত হইয়াছে ("ততো বৃত্রং শরীরস্থং জঘান ভরতর্ষভ। শতক্রতুরদৃশ্যেন বজ্রেণেতীহ নঃ শ্রুতম্"—আশ্বমেধিক পর্ব্ব)। বশিষ্ঠ রথন্তর সাম দ্বারা মোহ প্রাপ্ত ইন্দ্র বা আত্মাকে প্রবোধিত করিলে, তিনি বিবেক রূপ অদৃশ্য বজ্র দ্বারা স্বশরীরস্থ বৃত্রাসুরকে (মোহ বা অজ্ঞানকে) নিহত করিলেন, মহাভারতের এই কথার "তক্ষদ্বজ্রং বৃত্রতুরমপিন্বৎ" এই ঋঙ্মন্ত্রই যে মূল আপনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিযজ্ঞিক এই ত্রিবিধ অর্থ। বেদমূলক ইতিহাস-পুরাণাদিরও সুতরাং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থ হইবারই কথা। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থের কথা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবে, কিন্তু আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ যথার্থভাবে তোমার পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আমার মনে হয় না। "যাজ্ঞ," "দৈবত" ও "অধ্যাত্ম", ইহারা পুষ্পের সহিত ফলের যাদৃশ সম্বন্ধ তাদৃশ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ ("যাজ্ঞ দৈবতে পুষ্প ফলে দেবতাধ্যাত্মে বা"—নিরুক্ত-নৈঘণ্টুক কাণ্ড।" 'যাজ্ঞ,' 'দৈবত' ও 'অধ্যাত্ম,' এই ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ দর্শন হইলে, তোমার বেদ ও ইতিহাস-পুরাণ সম্বন্ধীয় বহু সংশয়ের নিরাশ হইবে, বেদের সহিত বেদের বা ইতিহাস-পুরাণের যে বস্তুতঃ বিরোধ নাই, তাহা তুমি জানিতে পারিবে, বেদে বা ইতিহাস-পুরাণে যে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়াছে, তাহার কারণ কি, তাহা তোমার জ্ঞান গোচর হইবে, বেদ ও ইতিহাস-পুরাণ যে, বিনা উদ্দেশ্যে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করেন নাই, তাহা অবগত হইয়া তুমি অতিমাত্র আনন্দিত হইবে। পূর্ণভাবে কোন ভাবের তত্ত্ব দর্শন করিতে হইলে, উহার আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ রূপের তত্ত্ব বিনিশ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে আলঙ্কারিক আবরণ মনে করে, তাহা বস্তুতঃ আলঙ্কারিক আবরণ নহে, তাহা পদার্থের পূর্ণতত্ত্ব প্রদর্শক, তাহা পদার্থের স্বরূপাবরণের উন্মোচক। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধিৎসা, মানবমাত্রের সমান হইতে পারে না। যাবৎ আদিভূত, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ না হয়, মানব যাবৎ

সংস্কারাবচ্ছিন্ন মনের বশে বিচরণ করে, স্ব-স্ব-বিশিষ্ট প্রতিভার অধীন হইয়া কার্য্য করে, তাবৎ তাহাকে সত্যানৃত (সত্য+মিথ্যা) জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হয়,তাবৎ মানুষের বিশুদ্ধ সত্যের অনুসন্ধিৎসা স্ফুরিত হয় না। কোন বিষয়ের ঝটিতি সিদ্ধান্ত (Hasty Conclusion) অসম্পূর্ণ তত্ত্বদর্শনেচ্ছু মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ; মানুষ এই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ণভাবে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই, স্বস্ব প্রতিভানুসারে "ইহা এইরূপ" বা "এইরূপ নহে"এবম্প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকে। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, বেদে বৃত্রাসুর বিষয়ক আখ্যায়িকার পৃথক্ পৃথক্ রূপ যে তাঁহাদের নয়নে পতিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, মহাভারতেও (পূর্ব্বে বলিয়াছি) বৃত্রাসুর সম্বন্ধীয় কথার ভিন্ন, ভিন্ন পর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণন দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঋগ্বেদে ও সামবেদে দধীচ মুনির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের বধের কথা আছে। ঋগ্বেদে ও সামবেদে দধীচ মুনির অস্থি নির্ম্মিত ব্রজ্রদ্বারা যে বৃত্রবধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে বৃত্র 'মায়া' বা আবরক 'অসুর,' এই অর্থের বাচক, সে বৃত্রবধ, একটী অসুরের বধ নহে, তাহা নব সংখ্যক নবতি (৮১০) সংখ্যক মায়ারূপ আবরক অসুরের বধ ("ইন্দ্রো দধীচো অস্থভি বৃর্ত্রাণ্য প্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ১।৬।৭, সামবেদসংহিতা)। পূর্ণ কাব্য ও পূর্ণ বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নহে। অপূর্ণ বিজ্ঞানের সেবা করিলে, মানুষ সর্ব্বথা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে বিজ্ঞানে পদার্থের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থ ব্যাখ্যাত হয় না, তাহা পূর্ণ বিজ্ঞান নহে। অপূর্ণ বিজ্ঞান দ্বারা মানুষের মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না, বেদ বর্ণিত নবসংখ্যক নবতি (৮১০) মায়ারূপ বৃত্রাসুরের নিধন প্রাপ্তি হয় না। বেদেও বেদমূলক ইতিহাস-পুরাণে এই নিমিত্ত বৃত্রাসুরের বধ কথায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ব্যাখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আপনার এই সকল সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, আমার অনেক বিষয়ের সংশয়, কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত হইয়াছে। তথাপি এখনও বহুবিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। আপনি বলিয়াছেন তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্রাসুর সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে, তাহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ হইলে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিস্মিত ও আনন্দিত হইবেন। আমি এই নিমিত্ত করপুটে প্রার্থনা করিয়াছি, করিতেছি, আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিন, যাহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, তাহাকে এই প্রকার দুর্ভেদ্য আলঙ্কারিক আবরণে আবৃত করা হইয়াছে কেন? আপ্তোপদেশ যে, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, অতীন্দ্রিয়

বিষয়ের সমীচীন জ্ঞানলাভের বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র ব্যতীত যে অন্য উপায় নাই, আমি তাহা বিশ্বাস করি, আমার জিজ্ঞাসা হয়, আধুনিক প্রতীচ্য বিদ্বজ্জনেরা যেভাবে পদার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, বেদ ও বেদমূলক ইতিহাস-পুরাণে সেইরূপ সরলভাবে, রূপকাদি আলঙ্কারিক আবরণে আবৃত না করিয়া তত্ত্বোপদেশ করা হয় নাই কেন? বেদ ও শাস্ত্র যে রীতিতে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, সেই রীতিতে তত্ত্বোপদেশ না করিলে, বোধ হয় উপদেষ্টা ও উপদেশ্য এই উভয়েরই সুবিধা হইত। বর্ষকর্ম্মকে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের সংগ্রামরূপে বর্ণন করিবার উদ্দেশ্য কি? এতদ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়কে কি, দুর্ব্বোধ্য করা হয় নাই? আপনি দয়া করে, আমার এই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়া, সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, আমার বিশ্বাস আপনি সময়ান্তরে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকলের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবেন। শ্রীরামচন্দ্র যে পরমব্রহ্ম, রামায়ণ যে বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর যে বেদস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বেদ বোধিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি যথাশক্তি, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হইও না। বাবা! আপনার এই সকল সকরুণ মধুর আশ্বাসবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক, পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, আমি আশাতীত শান্তি পাইয়াছি, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। যে রীতিতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, আমার যথার্থ উপকার হইবে, আপনি তাহা সম্যগ্‌রূপে বিদিত আছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলা যে অনর্থক, তাহা আমি জানি, তথাপি মনের দুর্দ্দম্য আবেগ বশতঃ এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি আদেশ পাই, তাহা হইলে, যাহা নিবেদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা নিবেদন করি।

বক্তা—তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকলের যে রীতিতে আলোচনা করিলে, তুমি উপকৃত হইবে বলিয়া মনে করিতেছ, বিনা সংকোচে আমাকে তুমি তাহা জানাইতে পার।

জিজ্ঞাসু—মহাভারতে এবং প্রায় সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণে রামায়ণী কথা আছে। আমার প্রার্থনা, আপনি বাল্মীকি রামায়ণের সহিত মহাভারত ও পুরাণাদি ব্যাখ্যাত রামায়ণের বিরোধ (যদি কোথাও থাকে) ভঞ্জন করিয়া দিবেন; অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত অপিচ পূজ্যপাদ তুলসীদাস গোস্বামীর বিখ্যাত রামায়ণের সহিত বাল্মীকি রামায়ণের সাম্য-বৈষম্য বিচার করিবেন; রামায়ণ

যে, বেদসম্মিত, রামায়ণ যে, বেদের রুচির ব্যাখ্যান, যাহাতে আমার এই সত্যের যথার্থভাবে অনুভব হয়, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আপনি সেই ভাবে রামায়ণের ব্যাখ্যা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সহিত (যতদূর সম্ভব) মিলাইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলে, আমার ধারণা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সুখবোধ্য হইয়া থাকে। আমার এইরূপ ধারণা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমি নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিতে পারি না, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, তাঁহা হইতে ধর্ম্ম কদাচ বিচলিত হয় নাই, তিনি কদাচ ধর্ম্ম অতিক্রম করেন নাই, শ্রীমুখ হইতে ইত্যাদি বাক্য বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি (পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি) শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাঁহার সকল আচারই সদাচার এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, বিশদভাবে, তাহা শ্রবণ করিতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। অন্যান্য বিষয় পরে শুনিব, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য কি, প্রথমে সংক্ষেপে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলুন, এইরূপ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—শ্রীরামচন্দ্র যে বিগ্রহবান ধর্ম্ম, তাঁহার সকল আচারই যে সদাচার তৎপ্রতিপাদনই রামায়ণ বেদচন্দ্রিকার প্রধান অভিধেয়। তোমার আগ্রহ দেখিয়া সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপ কিছু বলিতেছি। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। তুমি যাহা শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছ, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইলেও "ধর্ম্ম" কি, "বেদ" কি, শ্রীরামচন্দ্রের বাস্তব রূপ কি, এই তিনটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমে কিছু বলিতেই হইবে।

"ধর্ম্ম" ও "বেদ," বা "ছন্দঃ" বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

"ধর্ম্ম" ও "বেদ" এক পদার্থ; বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। "ধর্ম্ম" ও "বেদ" এক পদার্থ, এবং বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল ('বেদোঽখিল ধর্ম্ম মূলম্') এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই; দুঃসাধ্য হইলেও, বহুবিবাদাস্পদ হইলেও, ইহা সত্যবচন। শ্রীরামচন্দ্র বেদাত্মা, 'বেদ স্বরূপ' ইহাও ততোঽধিক দুর্ব্বোধ্য কথা। শ্রীরামচন্দ্রকে যাঁহারা আপনাদের মত মানুষ বলিয়াই জানেন, "বেদ" যাঁহাদের দৃষ্টিতে বর্ব্বরগণের কাব্য ভিন্ন আর কিছু নহে, শ্রীরামচন্দ্র বেদাত্মা—বেদ স্বরূপ, ইহা যে অর্থ শূন্য বাক্য, তাঁহারা তাহা ছাড়া আর কি বুঝিতে পারেন? ক্ষুদ্রতম কীট হইতে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত মানুষ ও মানুষ

রচিত গ্রন্থ এক পদার্থ, ইহা বিশ্বাস করার কথাত দূরের এইরূপ কথাকে অবিকৃত মনুষ্যোচিত কথা বলিয়া ভাবিতে পারেন, এ দিনে তাদৃশ ব্যক্তি ও সুদুর্লভ। নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ, ধীমান হইলেও ইহাঁদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুমান সকল যে, বিশুদ্ধ বিচার (Pure reasoning)-প্রসূত, আমার তাহা মনে হয় না। স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহকে, প্রতীচ্য বিজ্ঞান কুশল সুধীবর্গের মধ্যে অনেকেই "সৎ" বলিয়া বিশ্বাস করেন না। অধ্যাপক হেকেল্ স্পষ্ট স্বরে বলিয়াছেন, অতি প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক রাজ্য আছে, কিনা, আমরা তাহা জানি না। ধর্ম্ম বিষয়ক উপাখ্যানে, পৌরাণিক গল্প সকলে বা আধ্যাত্মিক অতি প্রাকৃতিক বিবরণে যে সকল বিষয় উক্ত ও চিন্তিত হইয়াছে, তাহারা কেবল কাব্য (Poetry), তাহারা কেবল কল্পনার বিজৃম্ভণ। যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিসংবাদী (Which Contradict the facts), তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। * অসভ্য প্রাথমিক (Primitive) মানুষদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, আচার ইত্যাদির স্বরূপ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদি বুধগণ কল্পনা (Imagination) সম্বন্ধে বহুকথা বলিয়াছেন। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি সুধীবর্গ চিন্তাশীল ও বিদ্বান্ হইলেও, ইহাঁরা অসভ্য মানুষেরা কিরূপে 'স্বর্গ,' 'নরক,' 'দেবতা,' 'ঈশ্বর,' 'পরলোক,' ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলের কল্পনা করিয়াছিল, তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক বুঝিয়াছি, মানুষের প্রাথমিক অবস্থার চিত্র আঁকিতে প্রবৃত্ত হইয়া, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বহুশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ স্বীয় কল্পনারই অনুধাবন করিয়াছেন, কোন প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল প্রায়শঃ স্বীয় উৎপ্রেক্ষা মূলক, উহারা ত্বরিত ভাবে নিষ্পাদিত, উহারা সমীক্ষণ পূর্ব্বক নহে। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের যাহা বিশ্বাস হইয়াছে, বিশেষ বিচার না করিয়া, তিনি তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ডারুবিন্, হেকেল প্রভৃতি কবিগণের বিশ্বাস, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি বিগ্রহবান্

*"Whether there is a realm of the supernatural and spiritual beyond nature we do not know. All that is said of it in religious myths and legends, or metaphysical speculations and dogmas, is mere poetry and an outcome of imagination"— The Wonders of Life by E Haeckel P. 39.

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাক্ষাৎকৃত কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্ব, প্রজাপতির প্রাণভূত মহর্ষিরাও প্রাথমিক মানুষ, অতএব তাঁহারাও বর্ব্বর (Barbarian) ছিলেন। যে কারণে প্রাথমিক অসভ্য মানুষেরা জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ জাতকে দেবতা বুদ্ধি পূর্ব্বক পূজা করিত, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, ইহাঁরাও, সেই কারণে জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে দেবতা বোধে পূজা করিতেন। মহর্ষিদিগের চিরস্থায়ী গগন স্পর্শী জ্ঞানকীর্ত্তি স্তম্ভ অবলোকন করিয়াও, যাঁহারা তাঁহাদিগকে বর্ব্বর শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের বিচারশীলতা কিরূপ, তাঁহাদের সত্য নিষ্ঠাও সত্যের অনুসন্ধিৎসা কিরূপ, একবার তাহা ভাবিয়া দেখ। যে কল্পনার আশ্রয় পূর্ব্বক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি সুধীবর্গ অদ্ভুত অদ্ভুত অনুমান করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই 'কল্পনা' (Imagination) পদার্থেরই স্বরূপ যথার্থভাবে অবধারণ করিতে পারেন নাই। মানুষ মাত্রেই যে সর্ব্ব বিষয়ের সমভাবে কল্পনা করিতে পারে না, যাহার যে বিষয়ের কল্পনা করিবার শক্তি নাই, সে যে, তদ্বিষয়ের কল্পনা করিতে পারে না, কল্পনাও যে, সামর্থ্যানুসারে হইয়া থাকে, ক্রমবিকাশবাদীদের নয়নে এই সত্যের রূপ যথাযথভাবে পতিত হয় নাই। যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা কোন দেশে কোন কালে বিদ্যমান ছিল না বা নাই, যাহা কেহ কোথাও কদাচ অনুভব করে নাই, তাহার কল্পনা করা সম্ভব নহে। স্বর্গ, দেবতা, ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক রাজ্য ইত্যাদি ঋষিদিগের কল্পনা প্রসূত অলীক পদার্থ নহে, স্বর্গাদি পদার্থ সমূহ মহর্ষিদিগের বহুশঃ অনুভূত সৎপদার্থ। অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সনাতন বেদে বা বেদমূলক শাস্ত্র সকলে যে সকল অতি প্রাকৃতিক (অতিপ্রাকৃতিক পদার্থ বস্তুতঃ নাই) পদার্থের বর্ণন আছে, অন্য কোন দেশের কোন লোক কি স্বাধীন ভাবে, জনশ্রুতির ও পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থ সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে, অবিকল সেই সকল পদার্থের কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অসভ্যদিগের অতিপ্রাকৃতিক পদার্থে যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাও তাহাদের শুদ্ধ নিজ কল্পনামূলক নহে। সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান সর্ব্বব্যাপক আত্মার স্বরূপ বেদ নয়ন দ্বারা দর্শন পূর্ব্বক, সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিরা জলে, অগ্নিতে, বৃক্ষে এককথায় সর্ব্ব পদার্থে সর্ব্বব্যাপক আত্মার উপাসনা করিয়াছিলেন, অপিচ অবরদিগকে তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, বুদ্ধি মান্দ্য নিবন্ধন মহর্ষিদিগের উপদেশের তাঁহাদের আচরণের যাথার্থ্য অনুভব করিতে না পারিয়া, স্বল্পমতি মানুষেরা অযথাভাবে উহাদের ব্যবহার করিয়াছে, করিয়া থাকে। মহর্ষিরা কোন অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে যাহারা

অতি প্রাকৃতিক রূপে পতিত হয়, সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিরা তাহাদিগকে সনাতন সত্যময় বেদ নয়ন দ্বারা বহুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়া লোকহিতার্থ প্রচার করিয়াছেন, যে উপায় দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় তাঁহারা তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা সত্য বচন, পরোপকার ভিন্ন যাঁহাদের অন্য কর্ত্তব্য ছিলনা, তাঁহারা যে পরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, প্রেক্ষাবান্ মাত্রে তাহা স্বীকার করিবেন। এসম্বন্ধে এস্থলে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক্—

"ছন্দঃ" বেদের একটী নাম, গায়ত্র্যাদিও ছন্দঃ এই নামে অভিহিত হইয়াছে। ছন্দঃ কাহাকে বলে, ছন্দঃ বেদের নাম হইল কেন এবং ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, বিশুদ্ধভাবে তাহা জানা থাকিলে, "বেদ" ও "ধর্ম্ম" যে এক পদার্থ, তাহা স্বীকার করিতে কোন বাধা বোধ হইবে না।

বেদ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদ শাস্ত্রের উপদেশ।

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু বিদ্যমান তাহা ধর্ম্ম,অপিচ যাহা ধারক, যাহা সর্ব্ববস্তুকে, স্বভাবচ্যুতি না হয়, কাহার মর্য্যাদাভঙ্গ না হয়, এইভাবে ধরিয়া রাখে, তাহা ধর্ম্ম। সত্যই সনাতন বেদ বোধিত ধর্ম্মের স্বরূপ। মহর্ষিললামভূত, ছন্দোময়, সর্ব্বজ্ঞ করুণাবরুণালয় মহামতি ভৃগুদেব মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন, যাহা সত্য, তাহা বেদ, তাহা ধর্ম্ম, তাহা প্রকাশ, তাহা সুখ। বেদ সত্য ধর্ম্ম ইহারা সমানার্থক। শত পথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশকাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠকে উক্ত হইয়াছে, "সত্যই ধর্ম্ম"। ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, সত্যরূপ ধর্ম্মের বহু শরীর আছে, ঐ সকল ধর্ম্ম শরীর অখিল জাগতিক পদার্থকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে; সত্যরূপ ধর্ম্মই সুখপ্রদ, সত্যরূপ ধর্ম্ম হইতে যিনি ভ্রষ্ট হন, তিনি অধর্ম্ম কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া মহৎ সঙ্কটে নিপতিত হইয়া থাকেন, সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের সত্য স্বরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যে পুরুষ সত্য স্বরূপ ধর্ম্ম পালন করেন, একমাত্র সেই পুরুষই উত্তম পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'পৃথিবী সত্য কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে অবস্থাপিত হইয়াছে, অধঃপতিত না হয় এইভাবে উপরি স্তম্ভিত হইয়া আছে। যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে, তাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। পৃথিবী যে শস্যাদি প্রসব করে, সত্য বা ধর্ম্মই তাহার কারণ। বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ,

ব্রহ্ম বা আত্মার সগুণও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা, অতএব বেদেরও দ্বিবিধ অবস্থা। সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বজগৎ সগুণ বেদ, নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ বেদ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ও ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা পাপ স্পর্শ হইতে দেয় না, যাহা মৃত্যুভয় নিবারণ করে, যাহা মৃত্যু হইতে রক্ষা করে তাহা "ছন্দঃ" তাহা "বেদ"।

কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগের দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী, মুমুক্ষু মৎস্বরূপ (দেবীর উক্তি) বেদকে আশ্রয় করিবে। আমার সনাতনী শক্তিই "বেদ" এইনামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগৎ সৃষ্টির আদিতে আমার পরা শক্তিই ঋক্, যজুঃ ও সাম রূপে প্রবৃত্ত হয়। * ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বভূত, মনোগতি (মানস স্পন্দন) সর্ব্বস্পর্শ, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বশব্দ, ও সর্ব্বরূপ এককথায় স্থাবরও জঙ্গম পদার্থ মাত্রে ভক্তি—বিভাগ বিশেষ দ্বারা ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী এই ছন্দদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম ("সর্ব্বাণি ভূতানি মনোগতিশ্চ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ রসাশ্চ সর্বে শব্দাশ্চ রূপাণি চ সর্বমেতত্রিষ্টুব্ জগত্যৌ সমুপৈতি-ভক্ত্যা॥"—ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য)।

জিজ্ঞাসু—বাবা! "ধর্ম্ম" কোন্ পদার্থ, বেদের স্বরূপ কি, এই প্রশ্ন দ্বয়ের সংক্ষেপে যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনে হইল, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এই পদার্থদ্বয় লইয়া, যাঁহারা বিবাদ করেন, বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিয়াছেন লিখিয়া থাকেন, এই অপূর্ব্ব বিমলরূপ দেখিতে পাইলে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিবাদের সুন্দর মীমাংসা হইবে, তাঁহারা আর ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে পৃথক্ সামগ্রী বলিয়া বুঝিবেন না, তাঁহারা আর ধর্ম্মকে কেবল কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না, অংশকে পাইয়া, পূর্ণের রূপ দর্শনের চেষ্টাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তাঁহাদের শ্লাঘ্য শক্তি সাতত্যতত্ত্ব, ভূত ও শক্তির স্থিতি শীলত্ব (Persistence of force, Conservation of energy, Indestuctibility of matter) যে সত্যস্বরূপ ধর্ম্ম সাগরের বুদ্বুদ, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করার জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। ভূততন্ত্র

* "নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্বভৌ। তস্মান্মুমুক্ষুধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ॥

মমৈবৈষা পরা শক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণসর্গাদৌসম্প্রবর্ত্ততে॥

* * * ন চ বেদাদৃতে কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং ধর্ম্মাভিধায়কম্"—কূর্ম্মপুরাণ।

(Physics), রসায়নতন্ত্র (Chemistry), প্রাণবিদ্যা (Biology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology), কর্ত্তব্যনীতি (Morality) ইত্যাদি নিখিল বিদ্যাই যে, ভিন্ন, ভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল, বেদ হইতেই ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাহা বেদ বা প্রাকৃতিক ছন্দ বিরুদ্ধ তাহা অধর্ম্ম, এই সকল কথা যে সত্যের সত্য ইহাদের মধ্যে যে, বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, আমার এখন তাহা বিশ্বাস হইতেছে। পাপ স্পর্শ করিতে না পারে যাহা এইভাবে আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহা "ছন্দঃ," "ছন্দঃ" বেদের একটী নাম, এতদ্বাক্যের প্রকৃত আশয় কি, গায়ত্র্যাদিকে যে "ছন্দঃ" বলা হয়, তাহার কারণ কি, আমি যাহাতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি এইরূপে কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ত্রয়ীবিদ্যাতে (বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মে) প্রবেশ করিয়াছিলেন, মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষিত হইবেন এই বিশ্বাসে বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—অমরগণ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বৈদিক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন এই দুর্ব্বোধ্য বাক্যের অর্থ কি ?

বক্তা—"দেবতারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া, বৈদিক কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছিলেন" এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, যে ভাষায় ও যে ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলে, তুমি ইহার অভিপ্রায় কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবে, আমি যথাশক্তি সেই ভাষায় ও সেইভাবে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। শুভ ও অশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম্ম আছে, তাহা অনেকের সুখবোধ্য। যাদৃশ কর্ম্ম করিলে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, যাদৃশ কর্ম্ম করিলে আত্ম-পরের কল্যাণ সাধিত হয়, এক কথায় যেরূপ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ কর্ম্ম যে শুভকর্ম্ম তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন যাঁহাদের মতে অসঙ্গোচিত কার্য্য, তাঁহারাও যদ্দ্বারা দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, সমাজের কল্যাণ হয়, লৌকিক ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার হয়, তাহারা শুভ কর্ম্ম তাহারা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কথা অঙ্গীকার করেন। কিরূপ কর্ম্ম করিলে, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, রোগের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা হয়, অকাল মরণ নিবারিত হয়, চিকিৎসক তাহা (সম্পূর্ণভাবে না হইলেও) জানেন, জানিবার

চেষ্টা করেন। কিরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয়, সমাজ বিজ্ঞানবিৎ পুরুষেরা কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা বিদিত আছেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া বল শুনি, চিকিৎসা বিজ্ঞান কুশল পুরুষেরা যাদৃশ কর্ম্মকে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, অকালমৃত্যু নিবারক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাদৃশ কর্ম্মের স্বরূপ কি? কীদৃশ কর্ম্মকে সমাজ বিজ্ঞানবিৎ পুরুষবৃন্দ সমাজের হিতকর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন? কীদৃশ কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক সুখ প্রাপ্তি ও লৌকিক দুঃখের পরিহার হয় বলিয়া উন্নতম্মন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষেরা অবধারণ করিয়াছেন?

জিজ্ঞাসু—প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্ত্তনই শুভকর্ম্ম, ইহাই বোধ হয়, ঐ সকল প্রশ্নের সর্ব্ববাদিসম্মত সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বক্তা—প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্ত্তন শুভকর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে কি কর্ত্তব্য? কোন্ উপায়ে সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অনুবর্ত্তন করা সম্ভবপর হয়?

জিজ্ঞাসু—যথার্থভাবে, সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে, প্রথমে পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, কিন্তু পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সহিত পরিচিত হওয়া কি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানবের সাধ্য হইতে পারে? স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহার সহিত পরিচিত হইলেই কি, ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে? তুমি কি বিশ্বাস কর, স্থূল প্রত্যক্ষগম্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের সহিত যথা সম্ভব পরিচয় হইলেই, লৌকিক সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার রূপ প্রয়োজন সর্ব্বথা সিদ্ধ হইতে পারে?

জিজ্ঞাসু—কখন না।

বক্তা—পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের তত্ত্ব বিনিশ্চয়, পূর্ণভাবে ছন্দের তত্ত্ব বিনিশ্চয় ব্যতিরেকে হইতে পারে না। দেহ, মন, সমাজ, দেশ, পরমাণু, ইলেক্‌ট্রন, তাপ, তড়িৎ, আলোক, চন্দ্র, সূর্য্য, এক কথায় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির, শব্দ ব্রহ্মের বা পরমাণু সকলের পৃথক্ পৃথক্ তালের স্পন্দনের পরিণাম। ছন্দের ভেদ বশতঃ সৃষ্ট পদার্থ সকলের ভেদ হইয়া থাকে, ছন্দের ভেদে বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির ভেদ হয়। 'বিশ্বজগৎ

ছন্দের পরিণাম'। যে শারীর যন্ত্র, যে ছন্দে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাবৎ তাহার সেই ছন্দের পরিবর্ত্তন না হয়, তাবৎ তাহা স্বচ্ছন্দে থাকে, সুখে কর্ম্ম করে। ছন্দের ভঙ্গ বা বিচ্যুতিই রোগ, ইহাই নিখিল দুঃখের হেতু। অতএব বলা যাইতে পারে, সুখপ্রার্থী স্বচ্ছন্দে থাকিবারই চেষ্টা করে, যাহাতে স্বচ্ছন্দের ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে ছান্দস কর্ম্ম করে বা করিবার চেষ্টা করে। "দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া, বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন," এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, দেবতারা ত্রয়ী বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই, অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অকাল মৃত্যু নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানুষ যদি দেবতা বা অমর হইতে চায় তবে তাহাদিগকে অধর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম হইতে আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে, ছন্দের স্বরূপ অবগত হইয়, ছন্দের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, যাদৃশ কর্ম্ম, অমরত্ব প্রাপক, তাদৃশ কর্ম্ম করিতে হইবে। কেবল মনুষ্যোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অমরত্ব লাভ হইতে পারে না, মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্ম্মের ছন্দঃ ও অমরত্ব প্রাপক কর্ম্মের ছন্দঃ একরূপ নহে। অমরগণ ছান্দস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অকাল মৃত্যু নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, অতএব যাঁহারা অমর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ছান্দস বা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই কথাই বুঝাইয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন এবং ছান্দস বা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এক কথা। ছান্দস বা বৈদিক কর্ম্মই বস্তুতঃ ধর্ম্ম। ফুস্‌ফুসাদি দৈহিক যন্ত্র সমূহ যে ছন্দে ক্রিয়া করিলে, উহাদের ছান্দস বা বৈদিক কর্ম্ম করা হইবে,সেই ছন্দে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ফুস্‌ফুসাদি দৈহিক যন্ত্র সকলের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, অন্যথা উহারা রুগ্ন হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, দেবতারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ছান্দস কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তা'ই ছন্দের "ছন্দঃ" এই নাম হইয়াছে। মৃত্যু বা পাপ হইতে রক্ষা করা, পাপ স্পর্শ করিতে না পারে, এইভাবে আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা ছন্দের ছন্দস্ত্ব ("ছন্দোভিরাচ্ছাদয়ন্যদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্বম্।"—ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ)। ঐতরেয় আরণ্যকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। প্রাণাখ্য দেব, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ দ্বারা আচ্ছাদিত হ'ন, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সকল প্রাণকে পাপ বা মৃত্যু হইতে আচ্ছাদন করে এই নিমিত্ত উহাদের "ছন্দঃ" নাম হইয়াছে (প্রাণো বৃহতী সচ্ছন্দোভিশ্ছন্নো য চ্ছন্দোভিশ্ছন্নস্তস্মাচ্ছন্দাংসীত্যাচক্ষতে। ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাং কর্ম্মণো যস্তাং কস্তাঞ্চিদ্দিশি কাময়তে য এবমেতচ্ছন্দসাং

ছন্দস্বং বেদ ॥"—ঐতরেয় আরণ্যক)। মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্ম্মে করে. ইতর জীবেরাও শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে; মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া এবং ইতর জীব বৃন্দের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া একরূপ ছন্দে নিষ্পন্ন হয় না। মনুষ্যমাত্রেই একরূপ মানুষ নহে, মানুষের মধ্যে যে বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতি-গত ভেদ আছে, তাহা ধীমান্ পুরুষগণের সুবিদিত বিষয়। ছন্দের ভেদ নিবন্ধন মানুষের মধ্যে বিবিধ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, মানুষ মাত্রের দৈহিক ও মানস প্রকৃতিগত ভেদ নিষ্কারণ নহে। পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে, যাদৃশ কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা স্থির আছে। বেদ ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় মানুষের মধ্যে গায়ত্র্যাদি ছন্দের ভেদ বশতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদ হইয়াছে, অথবা কেবল মানুষ কেন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রের পরিণাম গায়ত্র্যাদি ছন্দানুসারে হইয়া থাকে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদ আছে। বেদের যে সকল উপদেশ ইদানীন্তন শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের জ্ঞানে বিজ্ঞানালোক বিহীন বর্ব্বরোচিত, বেদের সেই সকল উপদেশ যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমূলক, যাবৎ তাহা পূর্ণভাবে অনুভূত (Realized) না হইবে, মানুষ তাবৎ বিশুদ্ধ ও পূর্ণ বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে পারিবে না, তাবৎ মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি, মানুষের পরিণাম-সমাপ্তি সুদূর পরাহত থাকিবে। বেদে "যজ্ঞ" শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বিচার না করিয়া, যাঁহারা যজ্ঞকে কেবল উদর পূরণার্থ পশু হনন ব্যাপার বা মূর্খোচিত প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাদি প্রক্ষেপ কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, এবং এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানের উপরি নির্ভর করিয়া যাঁহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে স্ব-স্বপ্রতি-ভানুসারে অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি "প্রজা-পতি ইচ্ছা করিলেন, আমি সর্ব্ব সাধক যজ্ঞের সৃষ্টি করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ—আবৃত্তিত্রয় সাধ্য স্তোম সৃষ্টি করিলেন; তৎপরে তিনি গায়ত্রী নামক ছন্দ সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে অগ্নি দেবতা সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ মুখ সৃষ্ট বলিয়া মুখ্য, ব্রাহ্মণ মুখ সৃষ্ট বলিয়া স্বাধ্যায়-প্রবচনাদি জন্য সামর্থ্য বিশিষ্ট, স্বাধ্যায়-প্রবচনশীল ব্রাহ্মণের বাক্ই বল, বাক্ই অস্ত্র, শস্ত্র, (রামায়ণ ও মহাভারতে এই বেদ বচন উপবৃংহিত হইয়াছে) * এই সকল বেদ বচনকে বর্ব্বরোচিত বোধে উপহাস না করিয়া

* "সোঽকাময়ত যজ্ঞং সৃজেয়েতি সমুখতঃ এব ত্রিবৃতমসৃজত তং গায়ত্রী ছন্দোঽন্বসৃজ্যতাগ্নির্দ্দেবতা ব্রাহ্মণো মনুষ্যো * * * তস্মাদ্ব্রাহ্মণো মুখেন বীর্য্যং করোতি মুখ তো হি সৃষ্টঃ।" * * *—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ।

থাকিতে পারেন? যাহা হোক্ গায়ত্র্যাদি ছন্দের ভেদানুসারেই যে ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টি হইয়াছে, ছন্দের ভেদই যে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, বেদে তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। তুমি যদি যদৃচ্ছাক্রমে শ্বাস, প্রশ্বাস ও আহারাদি কর্ম্ম কর, তাহা হইলে, তুমি কদাচ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে না, তাহা হইলে ছন্দোভঙ্গ নিবন্ধন উন্নতি না হইয়া, তোমার অবনতিই হইবে, তোমার স্বভাবের মৃত্যু হইবে, তুমি অকাল মরণ গ্রাসে নিপতিত হইবে। বেদ তা'ই বুঝাইয়াছেন, ছান্দস বা বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু ভয় নিবারিত হয়, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ হয়, অতএব স্বচ্ছন্দের-অনুবর্ত্তন ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান এক কথা। গীতাতে যে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে প্রশংসা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কি, গীতা পাঠক মাত্রেই বোধ হয় তাহা যথার্থভাবে জানেন না। শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন, চাতুর্ব্বণ্য ধর্ম্ম যাহাতে সুস্থিত হয়, তাহা করিবেন, মহর্ষি নারদের এই কথা স্মরণ কর। মহর্ষি নারদের এই কথার অভিপ্রায় কি যথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, বৈদিক বা ছান্দস্ ধর্ম্ম সংস্থাপনই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মনুষ্যাকারে অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য, শ্রীভগবান বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু—যাহা শুনিলাম, যদি কখন তাহার যথার্থ অভিপ্রায় উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে, কৃতার্থ হইব, দৃঢ় প্রত্যয় হইল, কৃতার্থ হইবার পরমপুরুষার্থ সিদ্ধির যথাবিধি বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য পথ নাই, নিখিল বিদ্যাই বেদ প্রসূত, বেদই ধর্ম্ম, আমার বোধ হইতেছে, এই সকল বাক্য সত্য স্বরূপ।

বক্তা—শ্রীরামচন্দ্র যে ধর্ম্ম স্বরূপ, তাঁহার সকল কার্য্যই যে, বেদ বোধিত বিমল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী হইতেই তাহা স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র হইতে কখন ধর্ম্ম বিচলিত হয় নাই, শ্রীরামচন্দ্র কদাচ বেদ বিরুদ্ধ বা অচ্ছান্দস কর্ম্ম করেন নাই, ছন্দোময় শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্ম স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র, পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্র তাহা করিতে পারেন না। বোধায়ন আচার্য্য বলিয়াছেন, ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপ রথারূঢ়, বেদরূপ খড়্গধর দ্বিজগণ ক্রীড়ার্থ (খেলার ছলে) যাহা বলেন তাহাও পরম ধর্ম্ম ("ধর্ম্মশাস্ত্র রথারূঢ়া বেদ খড়্গ ধরা দ্বিজাঃ। ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্ম পরমঃ স্মৃতঃ॥") বোধায়ন আচার্য্যের এই কথা সার গর্ভ সন্দেহ নাই। বেদাত্মা, বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ক্রীড়ার্থ (খেলার ছলে) যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন তাহাই যে পরম ধর্ম্ম তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত মানুষ মাত্রের পরম হিতকর।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবন মানুষমাত্রের পরম হিতকর, এমন আদর্শ জীবন আর কাহার ছিল, বা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আহা! পরম কারুণিক মহামতি মহর্ষি বাল্মিকি পুণ্যশ্লোক, পরম পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়া মানুষের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন, আর কেহ তাদৃশ উপকার করিতে পারেন নাই। প্রায় প্রত্যেক পুরাণ ও উপপুরাণে শ্রীরামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতেও রাম কথা আছে। আপস্তম্ব ঋষি বলিয়াছেন, তেজস্বী ঋষি ও দেবতাগণের তেজোবিশেষ হেতু কদাচিৎ ধর্ম্মের ব্যতিক্রমের কথা, তাঁহাদের সাহসের কথা শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। বিশিষ্ট শক্তিমত্তা নিবন্ধন, ধর্ম্ম ব্যতিক্রম করাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় হয় নাই, কিন্তু অবর বা শক্তিহীন পুরুষেরা তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইলে, ধর্ম্ম ব্যতিক্রম হেতু অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে পতিত হয়। * ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ সামর্থ্য যুক্ত হইয়াও, সাধারণের অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, তথাপি কদাচ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করেন নাই, তথাপি লোক সংগ্রহার্থ বেদ বোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, বেদময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন এই নিমিত্ত সর্ব্বজনের সর্ব্বথা হিতকর, মহর্ষি বাল্মীকি তাই লোকহিতার্থ এই পুরুষরত্নের, অধর্ম্ম স্পর্শবিহীন পরম পবিত্র চরিত্রের বর্ণনকে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বাল্মীকি ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত সংবাদ এই স্থলে স্মরণ কর।

বাল্মীকি! তুমি রামায়ণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার আর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই বটে, তোমা দ্বারা অক্ষয় ধর্ম্মরূপিণী পরমাকীর্ত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেবী সরস্বতী তোমার প্রস্ফুটিত মুখপদ্মে নিত্যক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি দেবীর ইচ্ছা অবগত হইয়া, তদনুরূপ কর্ম্ম কর। আমি যে মহাভারত নামক পরম পবিত্র, সনাতন ও পুরাতন ইতিহাস প্রকল্পিত করিয়াছি, তুমি তাহাকে শ্লোক বদ্ধ কর। বাল্মীকি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো! রামায়ণ করিয়াছি, মোক্ষের সাধন অভিব্যক্ত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ হইয়াছি; ক্ষোভ ও মোহ বর্জ্জিত হইয়াছি, আর কি জন্য

---

* "দৃষ্টো ধর্ম্ম ব্যতিক্রমঃ সাহসং চ পূর্ব্বেষাম্ তেষাং তেজো বিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে, তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ"—আপস্তম্ব

অপর গ্রন্থ কবির ? শতপথ ব্রাহ্মণে স্বাধ্যায়ের যে একারামতা নামক ফলের কথা আছে, মহর্ষি বাল্মীকি ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, যখনি তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনি সেই একারামতার রূপ যেন স্পষ্টভাবে নয়নে পতিত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—বেদ বা ছন্দ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা শুনাইলেন, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, বেদ বা ছন্দ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলেই, আমি কৃতার্থ হইব। অধুনা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন। শ্রুতি ও শাস্ত্র হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, আমি যাহাতে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি কৃপা পূর্ব্বক সেই ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিবেন। আমাদের চিত্ত যথাবিধি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার বিহীন, সুতরাং শ্রুতি ও শাস্ত্রের উপদেশ আমরা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা, শ্রুতি-ও-শাস্ত্রের অনেক কথা এই নিমিত্ত আমাদের দুর্ব্বোধ্য অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। তবে তাহা হইলেও, শ্রুতি শাস্ত্রের কথাতে আপনার অনুগ্রহ হেতু আমার অশ্রদ্ধা হয় না।

বক্তা—শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার শক্তি আমার নাই, আমার বিশ্বাস যিনি যথার্থ বেদবিৎ, অতএব যিনি যথার্থ যোগবিৎ—যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি ভিন্ন শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য অন্যের হইতে পারেনা। শ্রীরামচন্দ্র যে, সর্ব্বব্যাপক সগুণ-নির্গুণ পরব্রহ্ম, তাহা সত্য কিন্তু এ সত্য যথা-যথভাবে অনুভব করা দুঃসাধ্য। শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বজ্ঞ, রুদ্রাবতার, বায়ুপুত্র, করুণার্দ্রহৃদয়, সদা পরহিতে রত হনুমান পরব্রহ্মের সগুণ অবস্থাও পূর্ণ, এই তথ্য কিরূপ দুর্ব্বোধ্য, তাহা জানাইবার জন্য বলিয়াছেন, হে ভগবন্! হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বের অন্তর্বহিঃ! আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী, হে ভক্ত বৎসল করুণাসাগর! যাবৎ তুমি কৃপা পুরঃসর এই শরণাগত দাসকে তোমার বিশ্বরূপ না দেখাইয়াছিলে, তাবৎ আমি তোমার নির্গুণ রূপেরই পূর্ণতা মানিতাম, তোমার মায়াময় সগুণ রূপের পূর্ণতা উপপন্ন হইতে পারেনা, তাবৎ আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি শরণাগত দীন ভক্তের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাক, তুমি ক্ষমার আধার অতএব আমার এই অজ্ঞানজনিত অপরাধ ক্ষমা কর ("মায়াময়ত্বাৎ সগুণস্য পূর্ণতা নৈবোপপন্নেতি ময়া হি নিশ্চিতম্। অন্তর্বহিস্সন্ পুরুষোত্তম প্রভো তন্মা-পরাধং কৃপয়া ক্ষমস্ব মে॥"—শ্রীরামগীতা)।

জিজ্ঞাসু—শ্রীরামচন্দ্র রুদ্রাবতার হনুমানকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে আমি তাহা শুনি নাই।

বক্তা—শ্রীবশিষ্ঠ মহর্ষি প্রোক্ত তত্ত্ব সারায়ণান্তর্গত শ্রীমদ্‌রামগীতাতে এই কথা আছে।

জিজ্ঞাসু—আমি শ্রীরামগীতার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষতঃ উপকৃত হইলাম।

বক্তা—পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ কিরূপ দুর্ব্বোধ্য, তাহা চিন্তা কর। তুলসীদাস গোস্বামীর রামায়ণ হইতে আমি তোমাকে পরে শুনাইতেছি, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ কিরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয়। আপাততঃ বাল্মীকি রামায়ণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন।

বিশ্বমাতা, অযোনিসম্ভবা জনকনন্দিনী শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে বিনীতভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর নিকট হৃদগত ভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। * * * * * * * তুমি রাবণের গৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ, তাহাতে তুমি দিব্য রূপবতী, সীতে! তোমার মনোরম দিব্যরূপ দর্শনে এবং এতাদৃশ সুযোগ লাভে, দুষ্ট রাবণ যে, নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে, ইহা কখন সম্ভব হয়না। * * * জানকী সরোষ রাঘবের এইরূপ রোমহর্ষণ অশ্রুত পূর্ব্ব পরুষ বচন শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন, তিনি অবশেষে দীন ভাবাপন্ন, ধ্যান পরায়ণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, সৌমিত্রে! আমার জন্য চিতা নির্ম্মাণ কর, চিতাই এই উপস্থিত ব্যসনের ভেষজ। আমি মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আর আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিনা। আমার চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া ভর্ত্তা আমাকে জনতা সমক্ষে পরিত্যাগ করিলেন, অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব, * * * অনন্তর জানকী অধোমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের নিকট গমন পূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার হৃদয় কখনই রাঘব হইতে বিচলিত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষি পাবক! আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি বিশুদ্ধ চরিত্রা হইলেও, রাঘব আমাকে দুষ্টা বোধ করিয়াছেন, অতএব হে লোকসাক্ষি পাবক! আপনি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, ("যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ। তথালোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতুপাবকঃ॥ যথা মাং শুদ্ধ চারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ। তথা

লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতুপাবকঃ ॥") এই বলিয়া মৈথিলী নির্ভয়ান্তঃ-করণে প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন, সমবেত জনতার আবালবৃদ্ধ সকলেই দেখিতে লাগিল, জানকী প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তপ্ত নব কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তি, তপ্ত কাঞ্চন ভূষণা মৈথিলী সর্ব্বলোকের সমক্ষে প্রজ্জ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিলেন, * সকলেই দেখিতে লাগিল বিশালাক্ষী জনক নন্দিনী স্বর্ণ বেদিকার ন্যায় হব্যবাহনে প্রবেশ করিলেন; সমগ্র ত্রিলোকবাসী দেখিতে লাগিলেন, মহাভাগা সীতা আজ্যাহুতির ন্যায় হুতাশন মধ্যে পতিত হইলেন। যজ্ঞ স্থলে মন্ত্র সংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় জানকী হুতাশনে পতিতা হইলেন দেখিয়া, সমস্ত নারীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানব প্রভৃতি ত্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল, অভিশাপ হেতু মর্ত্তলোকে নিপতিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় জানকী অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জানকী এইরূপে অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর রাক্ষস ও বানরগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সকলেই বিপুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল।

বানর ও রাক্ষসগণের ঈদৃশ কোলাহল শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র বাষ্পাকুল লোচনে দুর্ম্মনা (দুঃখিতমনা) হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। এই সময়ে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ, পিতৃলোকের সহিত ধর্ম্মরাজ যম, দেবরাজ সহস্রাক্ষ, জলেশ্বর বরুণ, ভগবান্ বৃষধ্বজ ত্রিলোচন মহাদেব এবং সর্ব্বলোক কর্ত্তা বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা ইঁহারা সকলে সূর্য্যসন্নিভ স্ব-স্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় আগমন করিলেন ও শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া, আভরণ সহ বিপুল ভুজ সকল উত্তোলন করিয়া, কৃতাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান রামকে বলিলেন, 'আপনি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও, অগ্নি পতিতা সীতা দেবীকে অজ্ঞের ন্যায় উপেক্ষা করিতেছেন কেন? দেবগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও, আপনি কি জন্য আপনাকে জানিতেছেন না? আপনি পূর্ব্বকল্পে বসুদিগের মধ্যে প্রজাপতি ঋতু-ধামা নামক বসু ছিলেন, আপনি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং স্বয়ং প্রভু; আপনি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য 'বীর্য্যবান' ("অষ্টমঃ মহাদেবাখ্যঃ কৈলাসবাসি শঙ্করোঽত্র বিবক্ষিতঃ। পরমো বীর্য্যবান্নাম")

---

* "এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্। বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা ॥ জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধ সমাকুলঃ। দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্ ॥"—বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড।

অশ্বিনীকুমার যুগল আপনার কর্ণদ্বয়, চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার দুই চক্ষুঃ, হে পরন্তপ! ভূতগণের আদিতে ও অন্তে আপনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; অতএব আপনি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন ? * ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লোকনাথ রামচন্দ্র লোকপালদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাকে মানুষ ও রাজা দশরথের পুত্র বলিয়াই জানি, আমি কে, কাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ এবং কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে আমি আসিয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে তাহা বলুন।

জিজ্ঞাসু—আমি আপনাকে মানুষ বলিয়াই, চক্রবর্ত্তি রাজা দশরথের তনয় বলিয়াই, জানি, ভগবানের এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি ?

বক্তা—পরত্বের অপেক্ষায় মানুষত্বের অভিনয়ই, সর্ব্বেশান ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অভিমত, অবতারাপেক্ষায় চক্রবর্ত্তি-পুত্রত্বই তাঁহার প্রিয়তম, লোকে আমাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানে, ভগবানের তাহা অনভিমত, তা'ই ভগবান্ ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কি জানিতেন না, তিনি কে, কি নিমিত্ত তিনি পৃথিবীতে মানুষ বিগ্রহবান্ হইয়া, অবতরণ করিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সকলই জানিতেন, তবে নিজস্বরূপ গোপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ নিহত হওয়ায়, শ্রীরামচন্দ্র যখন নিষ্পন্ন-কার্য্য হইলেন, তখন তিনি (স্বয়ং নিজ পরত্বের প্রকটন অনভিমত তা'ই) ব্রহ্মাকে নিজ স্বরূপ জ্ঞাপন করিতে অনুমতি দিলেন।

---

* "কর্ত্তা সর্ব্বস্য লোকস্য শ্রেষ্ঠো জ্ঞানবতাং বরঃ। উপেক্ষসে কথং সীতাং পতন্তীং হব্যবাহনে॥ কথং দেবগণ শ্রেষ্ঠমাত্মানং নাববুধ্যসে। ঋতুধামা বসুঃ পূর্ব্বং ত্বং প্রজাপতিঃ॥ ত্রয়াণাং ত্বং হি লোকানামাদি কর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ। রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামসি পঞ্চমঃ॥ অশ্বিনৌ চাপিতে কর্ণৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী। অন্তে চাদৌ চ লোকানাং দৃশ্যতে ত্বং পরন্তপ। উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা॥

ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ। অব্রবীত্রিদশ শ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥ আত্মানং মানুষং মন্যে রামদশরথাত্মজম্। যো'হহং যস্য যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ব্রবীতুমে॥"—রামায়ণ—যুদ্ধকাণ্ড। "যোহহং" এতদ্দ্বারা ভগবান্ স্বরূপের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; "যস্য" এতদ্দ্বারা সম্বন্ধি বিষয়ক প্রশ্ন করা হইয়াছে, "যতশ্চাহং" এতদ্দ্বারা পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ যাহা যাহা বলিয়াছেন, এখন তাহা বলুন।

বক্তা—আমি আপনাকে মানুষ ও রাজা দশরথের পুত্র বলিয়াই জানি, আমি কে, এবং কি নিমিত্ত কোথা হইতে আসিয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা বলুন, কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ব্রহ্মা কহিলেন—তুমি দেবনারায়ণ, তুমি জগৎ কারণ ("একোহবৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মানেশান নেমে দ্যাবাপৃথিবী" ইতি শ্রুতেঃ), তুমি শ্রীমান্—লক্ষ্মীপতি, (সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী), তুমি চক্রায়ুধ, তুমি বিভু-সর্ব্বব্যাপক, তুমি এক শৃঙ্গ বরাহ, (প্রলয় পয়োধিমগ্না ভূমিকে তুমি এক শৃঙ্গ বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়াছিলে ("উদ্ধৃতাসি বরাহেণ"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক), তুমি ভূত অতীত (মধুকৈটভাদি) এবং ভব্য (শিশুপালাদি) সপত্ন (শত্রু) জিৎ, তুমি ত্রিলোক বিজয়ী, রাঘব! বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্তে যে সত্য স্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্ম আছেন, তুমি সেই জন্মাদি ষড়্ভাববিকার শূন্য ব্রহ্ম, তুমি লোক সকলের পরম ধর্ম্ম, তুমি নিখিল লোককে ধরিয়া রাখিয়াছ, তুমি বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, তুমি সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃ সাধনীভূত, তুমি যজ্ঞস্বরূপ (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ), তুমি শার্ঙ্গধন্বা (শার্ঙ্গ নামক ধনুঃ যাঁহার, তিনি শার্ঙ্গধন্বা), লোকরক্ষণার্থ তুমি শার্ঙ্গ নামক ধনুঃ ধারণ করিয়া থাক, তুমি হৃষীকেশ (তুমি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, তুমি অখিল ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষক দিব্য বিগ্রহবান্), তুমি পুরুষোত্তম, (ক্ষরও অক্ষর পুরুষ সকলের মধ্যে তুমি উত্তম পুরুষ), তুমি অজিত, তোমাকে কেহই গুণৈশ্বর্য্য দ্বারা জয় করিতে পারেনা, তুমি বিদ্যাময় নন্দকাখ্য খড়্গধারী, তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি বৃহদ্বল, তুমি সেনানী ও গ্রামণী (তুমি দেব সেনানির্ব্বাহক, তুমি দিব্যজনপদাদি পালক), তুমি বুদ্ধি, সত্ব, ক্ষমা, দম ইত্যাদির প্রবর্ত্তক, তুমি সর্ব্বজগতের উৎপত্তি ও লয়স্থান, তুমি উপেন্দ্র, তুমি মধুসূদন (তুমি বেদাপহারক দৈত্যসংহারী), তুমি ইন্দ্রকর্ম্মা, তুমি মহেন্দ্র (নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন), তুমি পদ্মনাভ (আমারও জনক), তুমি রণান্তকৃৎ, তুমি শরণ্য—শরণার্হ (তদুচিত জ্ঞান, শক্তি ও দয়াদি সম্পন্ন), তুমি শরণ (রক্ষণোপায়—সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ইতি শ্রুতেঃ), তুমি দিব্য (অলৌকিক তত্ত্ব সাক্ষাৎকার-সমর্থ) সনকাদি মহর্ষিগণ, তুমিই সহস্রশৃঙ্গ, শতজিহ্ব ও মহর্ষভ বেদাত্মা—বেদস্বরূপ, তুমি লোকত্রয়ের আদিকর্ত্তা (সমষ্টিকর্ত্তা), তুমি স্বয়ং প্রভু, তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যদিগের আশ্রয়, তুমি পূর্ব্বজ—তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলে (সৃষ্টে পূর্ব্বমবস্থিতঃ)। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি প্রণব, তুমি পরন্তপ। তুমি

কে, বস্তুতঃ কেহই তাহা জানেনা, তুমি অপরিচ্ছিন্ন মহিম ("ক ইত্থা বেদযত্র সঃ—ঋগ্বেদসংহিতা), তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, রাম আমি (ব্রহ্মা) তোমার হৃদয় গ্বোতমানা সরস্বতীদেবী তোমার জিহ্বা, অখিল দেবগণ তোমার গাত্রে লোমবৎ অবস্থান করেন, অর্থাৎ দেবগণ কদাচ তোমা ছাড়া থাকেন না। তোমার নিমেষ ও ও উন্মেষ যথাক্রমে রাত্রি-দিবা, নিখিল বেদ তোমাতে নিত্য সংস্কার—(কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ব্যাপার সমূহের ব্যবস্থাপক) রূপে অবস্থান করেন, তুমি লোকত্রয় ব্যাপিয়া বিস্তমান আছ ("ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্"—ঋগ্বেদসংহিকা) সীতাদেবী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সমাসতঃ সর্ব্বজগৎই তোমার শরীর, তোমা বিনা কোন পদার্থ থাকিতে পারে না, অতএব তুমি বিশ্বের পরমধর্ম্ম। আমার কি প্রয়োজন, আমি কি নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়াছি এই প্রশ্নের উত্তর—"বধার্থং রাবণস্তেহ প্রবিষ্টো মানুষীংতনুম্।", অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তুমি মানুষী তনু ধারণ করিয়াছ। রাবণ মানুষের বধ্য, অন্যের বধ্য নহে, তাই তোমাকে মানুষী তনু ধারণ করিতে হইয়াছে। রাম! তোমার বলবীর্য্য অমোঘ (অপ্রতিহত ফল) তোমার পরাক্রম অমোঘ (কথন ইহা নিষ্ফল হয় না) রাম! তোমার দর্শন অমোঘ, যে সুগ্রীবাদি তোমার এই পরম রমণীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, যাঁহারা কালান্তরে ধ্যাননেত্রে তোমাকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদেরও তাদৃশ দর্শন সফল হইবে, তাঁহারাও ঐহিক, পারত্রিক ক্ষেমভাজন হইবেন, তাঁহাদেরও সর্ব্বকামনা চরিতার্থ হইবে; অতএব তোমার দর্শন ঐহিক ও আমুষ্মিক সকল ফলের সাধন। রাম! তোমার স্তবও অমোঘ—সর্ব্বইষ্টপ্রদ, যাঁহারা তোমাতে ভক্তিমান্, তাঁহারা অবিলম্বে অনায়াসে অভিমত ফল প্রাপ্ত হইবেন। রাম! তুমি সকলেরই উপাস্য, তুমি সকলেরই সর্ব্ব অভীষ্টপ্রদ। ভক্তগণকে কৃতার্থ করাও তোমার অবতারের অন্যতর প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জিদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা বিনাক্লেশে সমাধি সিদ্ধি হয়, করুণা সাগর, প্রেম পারাবার ভগবান্ তাঁহার ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহাদের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন। লোক-শঙ্কর শঙ্কর পার্ব্বতীকে, নিরাকার রামচন্দ্রের সাকার হইবার কারণ কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর, অথবা তাহা অবগত হও। 'সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বময় সর্ব্বভূতহিতেরত নিরাকার পরমাত্মা যে, সকলের উপকারার্থ সাকার হইয়াছিলেন, ভক্ত বৎসল ভগবান্ যে, লোকে সংসারীর ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন, অগস্ত্য সংহিতাতে তাহা উক্ত হইয়াছে ("সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।

সর্ব্বেষামুপকারার্থং সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥ স ভক্তবৎসলো লোকে সংসারীব ব্যচেষ্টত॥"—অগস্ত্য সংহিতা)। করুণাময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, হে দেব! পুরাণ পুরুষোত্তম! তোমাতে যাহারা অকপটচিত্তে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা ইহলোক সর্ব্ব ভোগ, ভোগ করিয়া দেহাবসানে পরলোকে সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হইবে। যাহারা এই দিব্য আর্ষ—বেদ বোধিত সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশক, পুরাণ (অনাদি সিদ্ধ কথা বিষয়ক) ইতিহাস রূপ স্তব নিত্য কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের কোথাও পরাভব হইবে না, তাহাদেরও আর এই দুঃখময় সংসারে পুনরাবৃত্তি হইবে না। (অমোঘং বলবীর্য্যং তে অমোঘস্তে পরাক্রমঃ। অমোঘং দর্শনং রাম ন চ মোঘঃ স্তবস্তব॥ অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তশ্চ যে জনাঃ। যে ত্বাং দেবং ধ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমং॥ প্রাপ্নুবন্তি সদা কামানিহ লোকে পরত্রচ। ইমমার্ষং স্তবং নিত্য মিতিহাসং পুরাতনম্॥ যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবম্॥"—শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকিয়ে যুদ্ধকাণ্ডে বিংশত্যুত্তর শততমঃ সর্গঃ)।

বাল্মীকি রামায়ণ হইতে ব্রহ্মা পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে শুনাইলাম। রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে এই আর্ষ ব্রহ্মকৃত শ্রীরাম স্তুতির পরে যথাশক্তি ব্যাখ্যা করা হইবে। এখন নৃসিংহ পুরাণ হইতে ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এবং তুলসীদাস রামায়ণে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রেকে যে ভাবে যে ভাষায় স্তব করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অংশ তোমাকে শুনাইতেছি।

শ্রীরামচন্দ্র যে, বিষ্ণু, তিনি যে, ভূত সকলের আদি তিনি যে, অনন্ত, শ্রীরামচন্দ্রই যে, বেদান্ত বিদিত শাশ্বত পরব্রহ্ম, নৃসিংহ পুরাণে ব্রহ্মার বচন হইতে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। "ত্বং বিষ্ণুরাদি ভূতানামনন্তো * * * ত্বমেব শাশ্বতঃ ব্রহ্ম বেদান্ত বিদিতং পরম্॥"—নৃসিংহ পুরাণ।

"অনবদ্য অখণ্ড ন গোচর সো, সবরূপ সদা সব হোই ন সো।
ইতি বেদ বদন্তি ন দন্ত কথা, রবি আতপ-ভিন্ন ন ভিন্ন যথা॥"

ব্রহ্মাজী বলিয়াছেন, হে ভগবন্ শ্রীরামচন্দ্র! তুমি অনবদ্য—দোষ রহিত, তুমি অখণ্ড—সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, তুমি অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তুমি সদা সব রূপে আছ, আবার তুমি সদা সব রূপ হইতে ভিন্ন; ইহা সনাতন বেদের উপদেশ, ইহা আমার দন্ত কথা নহে, ইহা মদীয় বচন নহে ("একোদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা")। সূর্য্য ও আতপ যেমন পরস্পর ভিন্ন এবং অভিন্ন,

সেইরূপ তুমি সর্ব্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন।—তুলসীদাস কৃত রামায়ণে ব্রহ্মা কৃত শ্রীরাম স্তুতি।

"কোই ব্রহ্ম নিগুর্ণ ধ্যাব, অব্যক্ত জেহি শ্রুতিগাব। মোহি ভাব কোশল ভূপ, শ্রীরাম সগুণ—স্বরূপ। বৈদেহী অনুজ সমেত মম হৃদয় করহুঁ নিকেত। মোহি জানিয়ে নিজ দাস, দে ভক্তি রমা নিবাস"—

কেহ নিগুর্ণ ব্রহ্মের ধ্যান করে; শ্রুতিতে তোমার অব্যক্ত রূপ গীত হইয়াছে। কিন্তু হে শ্রীরামচন্দ্র! অযোধ্যার রাজা, তোমার এই সগুণ রূপের ধ্যান করিতে আমার বড় ভাল লাগে। তোমার এই সগুণরূপই আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, অতএব হে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু! তুমি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আমার হৃদয় মন্দিরে নিত্য নিবাস কর, তোমার দাস জানিয়া, হে রমারমণ! আমাকে তোমার চরণে বিমল ভক্তি প্রদান কর।—

তুলসীদাস কৃত রামায়ণে ইন্দ্রকৃত শ্রীরাম স্তুতি।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে অগ্নি দেবের উক্তি।
শ্রীরামচন্দ্র যে, পরব্রহ্ম দশরথের মুখ হইতে ও
তাহা অভিব্যক্তি হইয়াছে।

ক্রমশঃ

আগমনী ভাবনায়।

ভৈরবী—সুর।

বড় আশা প্রাণে শুভ আগমনে সজাগ হইবে নিদ্রিতাধরণী॥
জয়মা তারিণি ভবেশ ভামিনি অসুরে নাশিতে ত্রিশূল ধারিণী।
বজ্রোদ্যত করে দশ অস্ত্র ধরে সমর প্রাঙ্গনে নাচিবি শিবানি॥
সাধের রাজত্ব এ দেশ তোমার, মহিষ-অসুরে করে অধিকার,
স্বরাজ্য রক্ষিতে এলিকি এবার রাজরাজেশ্বরি করুণা রূপিণি।
লোভ ও মাৎসর্য্য মদগর্ব্ব আদি, সতত তাহারা হয় মা বিরোধী,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ চণ্ডমুণ্ডবাদী বিনাশ করমা অসুর নাশিনি॥
কাম রক্তবীজ মনের হিল্লোলে, জনমিছে তারা নব লক্ষ দলে,
করাল বদনে গ্রাসিবার ছলে, এলিকি কৌশিকি গজেন্দ্রগামিনি॥
নিজসত্য সতি রক্ষিতে চপলে, এলি কি তারিণি এ মহীমণ্ডলে,
অন্নপূর্ণা দীনে রক্ষ-মা কমলে, এ মহা সমরে রম্যকপর্দ্দিনি॥

৺দুর্গা পূজায় ৺দুর্গা ভাবনা ও দেশের কার্য্য।

(১)

ভাবনা ও কর্ম্ম পৃথক ভাবে করিলে জাতির ও ব্যক্তির অনিষ্ট হইবেই কিন্তু সমুচ্চিত ভাবে করিলেই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। যাঁহারা কেবল কর্ম্মই করেন ঈশ্বরের ভাবনাও করেন না—ঈশ্বরের নামও করেন না তাঁহাদের গতি অন্ধতম লোকে আর যাঁহারা শুধু পুস্তক পড়িয়া ঈশ্বর আলোচনা করেন কিন্তু কোন কর্ম্ম করেন না তাঁহাদের গতি আরও অধিক অন্ধতম লোকে। ঈশ্বরের কথা কই কিন্তু "আচার হীনং ন পুনন্তিবেদাঃ"—সদচার মানিনা, "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"—শুদ্ধ আহার, মেধ্য আহার মানি না এইরূপ পুরুষের গতি অতি ভীষণ কিন্তু যাঁহারা কেবল কর্ম্ম করেন তাঁহাদের গতি কর্ম্মশূন্য ঈশ্বরালোচকের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ ভাল। শ্রুতি ইহাই দেখাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঈশাবাস্যোপনিষদের নবম মন্ত্র হইতে চতুর্দ্দশ মন্ত্র পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে শ্রুতি মীমাংসা পাইবেন।

"তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে" তোমার সন্তোষের জন্য সংসার যাত্রা করি, তোমার প্রিয় কর্ম্ম জন্য জীবন ধারণ করি—ইহা আমাদের জাতির সকলেরই প্রাতঃকৃত্যের অঙ্গ। সদাচার, শুদ্ধ আহার, সন্ধ্যা বন্দনা, শ্রাদ্ধ তর্পণ এই সমস্ত তোমার প্রিয় কর্ম্ম। এই সমস্ত আলোচনার স্থান ইহা নহে কেবল মাত্র লোক হিতকর কর্ম্মের দুই একটি কথা এখানে সংক্ষেপে বলিয়া ৺দুর্গা পূজায় ৺দুর্গা ভাবনার কথা বলা যাইবে।

যে সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম হাতে পায়ে করা যায় সে কর্ম্মে ঈশ্বর ভাবনা কঠিন নহে, কিন্তু যে কর্ম্ম মন দিয়া করিতে হয় সে কর্ম্মের প্রথমে তোমার স্মরণ, কর্ম্মের বিরাম কালে তোমার স্মরণ এবং কর্ম্ম অন্তে তোমার স্মরণে তোমার নাম জপ করিতে করিতে বিশ্রাম—ইহাই ঋষিগণের ব্যবস্থা। ঈশ্বর ভাবনা নাই, দেশের কর্ম্ম করি ইহাতে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হয় সত্য কিন্তু তোমার জন্য লোক হিতকর কর্ম্ম করি, তুমিই লোক সাজিয়াছ, তুমিই আমার দেশ সাজিয়াছ, সব দেশ সাজিয়াছ এইগুলি বুঝিয়া কার্য্য করিলেই সকল দিকে সুবিধা হয়—ভারতের ভারতত্ব ঠিক রাখিয়া জীবন চালান যায়। মহাত্মা গান্ধীর চরখা, খদ্দর; অহিংসা ব্রত ইত্যাদির ভিতরে এই ব্যাপার আছে। এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই

ক্রমে হইবে। মহাত্মা এই মাত্র বলিয়াছেন যে রাজনীতির ও ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্ম্ম নতুবা ইহা নীতি নহে দুর্নীতি। এই যে যুবক সম্প্রদায় গত চন্দ্রগ্রহণের সময় ৺গঙ্গাস্নানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া বহু লোকের আশীর্ব্বাদ পাইলেন ইহা অতি উত্তম লোক হিতকর কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম আরও আছে। কিন্তু এই সমস্ত লোক হিতকর কর্ম্ম যদি ঈশ্বরের জন্য করিতেছি মনে করিয়া কৃত হয়, ৺দুর্গা ৺দুর্গা করিয়া, বা ৺কালী ৺কালী করিয়া; বা ৺রাম ৺রাম করিয়া, বা ৺কৃষ্ণ ৺কৃষ্ণ করিয়া, বা ৺শিব ৺শিব করিয়া করা যায় তবে সকল দিকে বিশেষ লাভ হয়, জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স্ সমকালে সাধিত হয়।

ঈশ্বর ভাবনা লইয়া কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। আমাদের নারী জাতির জন্যও ইহারই ব্যবস্থা। নাম জপ লইয়া গৃহস্থালী করা যায়, বিছানা করা যায়, ঘর ঝাঁট দেওয়া যায়, চরখা কাটা যায়, স্নান করা যায়, রন্ধন করা যায়। তিনি এই ভাবে কর্ম্ম করিলে বড়ই প্রসন্ন হয়েন। ঈশ্বর ভাবনা, দুর্গা ভাবনার সম্বন্ধে আরও জানিবার কথা আছে—আমরা এক্ষণে ইহাই আলোচনা করিতেছি।

(২)

শরৎকালে—এই ৺দুর্গা পূজার কালে এই অকাল বোধনের কালে—দুর্গা ভাবনা সহজ। এই নিষ্পঙ্ক ঘননীল শারদ গগন, এই জ্যোৎস্নানুলিপ্তা শারদী রজনী, কেন ইহারা প্রাণ মন পুলকিত করে? শরৎকালের এই প্রকৃতির শোভার দিকে একবার চাহিয়া দেখ—দেখ দেখি আপনা হইতে প্রাণে আনন্দ আইসে কিনা? পর্ব্বত প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল আর আকাশ ছাইয়া নাই। গগন মণ্ডল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস যে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল বর্ষাকালে সন্তান প্রসব করিল—আর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশের গাত্রে এখানে ওখানে কখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল কখন বা মন্থর গতিতে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সকামা বকপংক্তি গর্ভধারণের নিমিত্ত হর্ষবতী হইয়া বায়ু কম্পিতা উৎকৃষ্ট মালার মত মনোহর আকাশের গলে লম্বিত হইয়া যে শোভা ধারণ করিত এখন আর তাহা দেখা গেল না। আকাশে আর মেঘ নাই, মেঘে আর বিদ্যুৎ খেলিল না, মেঘের কোলে কোলে আর বলাকা উড়িল না—মনোহর জোৎস্না লিপ্ত আকাশ স্থল কোটি কোটি তারকা খচিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিল। শারদীয়া রজনীর শেষ যামে ঘন নীল, মুক্ত—আকাশে হীরকখণ্ড দেখিতে দেখিতে কখন কি চিন্তা করিয়াছ "যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে আর সবই আমাতে দেখে"? বলিতে পার তার কি হয়?

অব্যক্ত মূর্ত্তির এই উজ্বল অভিব্যক্তি ত সহজে চিত্রপট হইতে অপসারিত হয় না। একবার পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ বর্ষার অবিরল বারি-ধারা বসুন্ধরার তৃপ্তি সাধন করিয়া শস্য সম্পাদন কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; মেঘ, মাতঙ্গ, ময়ূর, প্রস্রবণ সকলের শব্দ এক সঙ্গেই নিবৃত্ত হইয়াছে। মহামেঘ ধৌত বিচিত্র তরুলতা চন্দ্ররশ্মি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া কত শোভা উদগীরণ করিতেছে। নদী জলের প্রবাহ ক্ষীণ হইয়াছে আর সেই নির্ম্মল নদী সরোবরে সূর্য্যাগ্রকিরণ প্রস্ফুটিত পদ্ম সমূহ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পদ্মধূলি আকীর্ণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত হংসগণ নদী পুলিন গত চক্রবাক সমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দিক সকল অন্ধকার বিমুক্ত হইয়া প্রকাশমান হইয়াছে। পবন, কহ্লার গন্ধ মাখিয়া শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভূমিতলস্থ পঙ্ক রাশি সূর্য্যাতপ সম্পর্কে বিনষ্ট হইয়াছে। নগরে কোন ঋতুর সৌন্দর্য্যই ত সকল লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে না কিন্তু এই শরতে একবার পর্ব্বত-বন-ভূমিতে চল দেখিবে প্রকৃতি তোমার প্রাণের গুপ্ত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবে। গঙ্গাতীরে চণ্ডীর পাহাড়ের সিদ্ধাশ্রম যদি দেখিয়া থাক এই কালে তাহা স্মরণ কর। কত ময়ূর আপনার উৎকৃষ্ট ভূষণ স্বরূপ বর্হ পরিত্যাগ করিয়া সারস কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে বিমলা হইয়া দীনভাবে কি যেন কি দেখিতেছে। কত গজেন্দ্র প্রফুল্ল পদ্ম সরোবরে কারণ্ডব ও চক্রবাকগণকে ত্রাসিত করিয়া জলপান করিতেছে। সারস রব বিশিষ্ট, বিগত পঙ্ক, বালুকা সমাকীর্ণ, গোকুল যুক্ত নদী সমূহে হংসগণ হৃষ্ট হইয়া রব করিতেছে। কিন্তু নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর ও উৎসব রহিত ভেক সমূহের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কালে অনেক বর্ণ বিশিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত সর্প সকল বিল হইতে নির্গত হইয়া বিচরণ করিতেছে; শোভমান চন্দ্রকিরণ স্পর্শজাত হর্ষে ঈষৎ উন্মীলিত তারারূপ নেত্র-কনীনিকা— বিশিষ্ট রাগবতী সন্ধ্যা অম্বরস্থল পরিত্যাগ করিতেছে আর উদিত শশাঙ্ক— জ্যোৎস্না-শুক্লবসনান্বিতা রজনী, সুলক্ষণা ললনার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। পক্কশালী ধান্য ভক্ষণ করিয়া শারসগণ আনন্দে পবনান্দোলিতা মালার ন্যায় আকাশ মণ্ডলে বেগে উৎপতিত নিপতিত হইতেছে। নদীর কূলে কূলে ধৌত অমল-ক্ষৌম-পট্ট তুল্য প্রস্ফুটিত কাশপুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিতেছে; নির্ম্মল জল, প্রস্ফুটিত জবা, শেফালিকা, পদ্ম, কুমুদ, ক্রৌঞ্চরব, পক্কশালিবন, মৃদুল বায়ু, বিমল চন্দ্র. ইহারা শরতের আগমন বলিয়া দিতেছে—আহা! আর কাহারও আগমন কি বলিতেছে? প্রাণ কি এই সব দেখিয়া আনন্দ ভরিত হয়

না? তুমি বলিবে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে আনন্দ আইসে—আমি বলি কেন পরিবর্ত্তন হয়? প্রকৃতিকে কে পরিবর্ত্তন করে?

বলিতে ছিলাম ৺পূজার কালে ঈশ্বর ভাবনা সহজ। সমস্ত প্রকৃতিতে যে ভাব খেলা করে, মানুষের প্রাণে—যদি সে প্রাণ একেবারে দগ্ধ হইয়া না থাকে—তবে মানুষের প্রাণে প্রকৃতির ভাবের ছায়া পড়িবেই। যখন মানুষের প্রাণ আপনা হইতে ফুটিতে চায় তখন তাহাকে আরও ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অন্তরের ও বাহিরের দেবতার পূজা করা আবশ্যক। বলিতেছিলাম পূজার প্রাণ হইতেছে ভাবনা। ভাবনা শূন্য পূজা, আর "তুষাণাং কণ্ডণং" একই বস্তু। তাই বলিতেছি ৺দুর্গা পূজার দিনে একটু দুর্গার ভাবনা করিয়া পূজা করা ভাল। যদি কেহ মনে করেন পূজারই বা প্রয়োজন কি—ভাবনারই বা কি আবশ্যক—ইহার উত্তরে বলা হয়—দুঃখত পাও বহু প্রকারের দুঃখ-মানুষ পায়। দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই পূজা ভাবনা ইত্যাদি।

(৩)

ভাবনা করিলে কি হয়—যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তর আর আমরা কি দিব? যাঁহারা ভাবনা করিয়াছেন—ভাবনা করিয়া নাম করিয়াছেন তাঁহারা কি বলিতেছেন তাহা বলাই ভাল। রুদ্রজামলে পাই—

"আরোগ্যস্য চ সম্পত্তে র্জ্ঞানস্য চ মহোদয়ে।
নামেদং পরমে হেতুর্মুক্তয়ে ভব সঙ্গিনাম্॥

যাহারা ভবসঙ্গী—যাহারা বড় দুঃখী—যাহারা সংসারী—তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির বা সংসার মুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম—এই দুর্গা নাম—ইহাতে আরোগ্য লাভ হয়, ধন সম্পত্তি আগমন করে, জ্ঞানের উদয় হয়—কি লাভ না হয়? কেন হয় জান? মন যখন দুর্গা ভাবনায়—দুর্গা দুর্গা করিয়া করিয়া ডুবিয়া যায় তখন তুমিই পরীক্ষা করিয়া দেখ—তোমার কোন প্রকার ক্লেশ কি থাকে? সুষুপ্তিতে সকল নর নারীর কি হয়—প্রত্যহ হয় লক্ষ্য কি করিয়াছ? শোকশান্তির প্রকৃতি দত্ত মহৌষধ হইতেছে ঘুমাইয়া পড়া। পূজার বাজনা কোথাও আনন্দ জাগায়, কোথাও বা শোক জাগাইয়া তুলে। পুত্রহারা জননী, সকলের সন্তানকে পূজার সাজে সাজিয়া আনন্দ করিতে দেখিয়া যখন হারানিধির বিরহে অস্থির হইয়া কুররীর মত রোদন করেন, যতক্ষণ জাগিয়া থাকেন ততক্ষণ ছট্‌ফট্ করেন—সেই জননীকেও আবার নিদ্রিত হইতে দেখা যায়। যখন স্বপ্নশূন্য নিদ্রা আইসে তখন ত কোন শোক থাকেনা, সুষুপ্তিতে শোক থাকে না কেন? সুষুপ্তিতে

মানুষ আপনার গৃহে গমন করে; আপনার গৃহে গিয়া মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ে তাই শোক থাকে না। কিন্তু ইহা হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে ঘুমাইয়া পড়ে বলিয়া মাকে দেখেনা। সেইজন্য জাগিয়া উঠিয়া আবার সেই শোকে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু যদি জ্ঞানে একবার মায়ের কোলে যাইতে পারে তখন জানিয়া শুনিয়া দেখে সকল শোক অন্তর্হিত হইয়াছে আর কোন দুঃখ নাই। জানিয়া শুনিয়া মায়ের কোলে ডুবিয়া যাইবার জন্যই মা-মা করা। নাম জপে যিনি ডুবিয়া যাইতে পারেন তিনিই জানেন শোক শান্তি কেন হয়। শোক করে ত মন। মনটার তখন লয় হইয়া যায়। জীব মনটাকেই আমি বলিয়াছিল আবার মনটাই দেহকে অহং বলিয়াছিল। জ্ঞানে যখন চৈতন্যে ডুবিয়া যায়, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না আর মনের সংস্কারের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক থাকেনা, তখন মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয় তাই শোক মোহ থাকে না। এই ডুবিয়া যাইবার জন্য দুর্গা দুর্গা সর্ব্বদা সাধন করিতে হয়। রুদ্রজামল সেই জন্য আবার বলিতেছেন—

কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি।
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংস্মরণং প্রিয়ে॥

বলিতেছেন—বিশেষ এই কলিকালে হে প্রিয়ে! হে পার্ব্বতি! হে দুর্গে! সম্যক্‌রূপে নামের স্মরণই হইতেছে নিস্তার বীজ। মহাপাতকীরও পক্ষে সর্ব্বদা নাম করাই হইতেছে নিস্তার বীজ। রুদ্রজামল আরও বলিতেছেন

পরদাররতোঽপি স্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকঃ।
সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত যদি স্যাদতি পাতকী॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
এতেভ্যোপি বিমুচ্যেত যদি নাম স্মরেৎ সুধীঃ॥

অতি পাতকীও যদি নাম স্মরণ করে তবে তার সমস্ত পাপের ক্ষমা তিনি করেন। এই স্মরণে ক্লেশ কি? দুই-টি অক্ষয় সর্ব্বদা কি উচ্চারণ করা যায়না? হাতে পায়ে সকল কার্য্য করিতে করিতেও ইহা হয়। আহা! এই নিস্তার বীজ থাকিতেও মানুষ নরকে যায় কেন? শুধু সাধনার অভাব, তপস্যার অভাব, পুণ্যকর্ম্মের অভাব আর অভ্যাসের অভাবে মানুষের দুর্গতি, মানুষ আপনিই ডাকিয়া আনে।

মুণ্ডমালা তন্ত্র বিশেষ করিয়া বলিতেছেন

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মনুম্।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি! জীবন্মুক্ত স মানবঃ॥

হে চণ্ডি! দুর্গা দুর্গা এই পরম মন্ত্র সতত যে জপ করে সে জীবন্মুক্ত হয়। এই জন্য ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্র মত কার্য্য করিয়া দুর্গা দুর্গা জপ অভ্যাস চাই তবেই সর্ব্বদা নাম জপ করা যাইবে। এই জন্যই সদাচার চাই, মেধ্য আহার চাই আর চাই সকল বস্তুর সার যে দুর্গা, সেই দুর্গাকে সকল অবস্থায়—যাহা কিছু দেখিব, যাহা কিছু শুনিব—সকল কার্য্যে স্মরণ করা চাই। সর্ব্বদা স্মরণ জন্যই নাম জপ। চৈতন্য রূপিণী যিনি—যাঁহার উপরে জগৎ ভাসিয়াছে—যিনি ভিন্ন জগতের পৃথক্ সত্তা নাই—যিনি আপনি—আপনি, আপনি চৈতন্যরূপিণী সর্ব্বদা থাকিয়াও আপনার মায়া দ্বারা জগৎ সাজিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নাম জপ করা—কলিযুগের মুখ্য সাধনাই ইহা। এই কালে মানুষ প্রায়ই অল্পায়ু প্রায় মানুষই ধর্ম্ম কর্ম্মে অলস—উৎসাহ হীন। ইহারা প্রায়ই মন্দবুদ্ধি। ইহা-দের ভাগ্যও মন্দ। মন্দলোকের সঙ্গ ভিন্ন ইহাদের সৎসঙ্গ প্রায়ই যুটে না তজ্জন্য ইহারা নানা প্রকার বিঘ্নে সদা আকুল। ইহারা প্রায়ই রোগ শোক জনিত বহু উপদ্রবে সর্ব্বদা চঞ্চল। অথবা যদি কেহ দীর্ঘায়ু হয় তাহারা পরমার্থ বিষয়ে উৎসাহ হীন। যদি বা কাহাকেও উৎসাহী দেখা যায় তাহারা মন্দমতি—ইহারা সুবুদ্ধি নহে। যদি কাহাকেও সুবুদ্ধি দেখা যায়, আর তাহারা দীর্ঘায়ুও হয় এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে উৎসাহশীলও হয়, কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা যে ইহারা সাধুসঙ্গ পায় না বলিয়া মন্দ ভাগ্য। যদি তাহাও যুটে তথাপি ইহারা রোগাদি উপদ্রব হেতু সাধুমুখে যাহা শ্রবণ করে তাহা অনুষ্ঠানে অবকাশ পায় না। শ্রীভাগবত সম্বন্ধে কলিযুগে মানুষের অবস্থা এইরূপই বলিয়াছেন—

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য! কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ॥

তাই বলা হইতেছে এই কালে "সংসারস্যৈক সারা" যিনি তাঁর স্মরণ—সর্ব্বদা নাম জপে স্মরণ—ভিন্ন মানুষের কঠিন সাধনার সামর্থ্য নাই। এই সর্ব্বদা জাপকের সংসার ভ্রমণ—ইহা "রমণং ন পীড়নং"—এই সংসার ভ্রমণটা ক্রীড়া—পীড়ন নহে।

যিনি এখানে সংসারকে কিছুমাত্র চিনিয়াছেন—যিনি বুঝিয়াছেন এখানে জীবনত প্রভঞ্জন মধ্যস্থিত দীপশিখাবৎ, যিনি দেখিয়াছেন পদার্থ শোভা এখানে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়, জানিয়াছেন এখানে "ক্ষণমৈশ্বর্য্য মায়াতি ক্ষণমেতি দরিদ্রতাম্" ক্ষণে ঐশ্বর্য্য ক্ষণে দরিদ্রতা, যিনি দেখিয়াছেন এখনকার সকল বস্তুই বিনাশ পথে ছুটিয়াছে, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এখানে বাড়বানল কবলিত

সলিল রাশির ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন তিনি আর এখানে আস্থা করিবেন কিসে? তথাপি সংসার চক্র হইতে বাহির হওয়া যায়না বলিয়া—সংসার হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না বলিয়া নাম স্মরণ রূপ নিস্তার বীজ অবলম্বন করিবেন। দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ। স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি। দুর্গার স্মরণে সকল ভীত জীবের ভয় দূর হয়, সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে অতীব শুভ মতি দুর্গাই দিয়া থাকেন।

নিস্তার পাইবার জন্য যাহার নাম জপিব, এই পূজার দিনে যখন জড় প্রকৃতির সকলেই তাঁহার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে তখন এই সৃষ্টি স্থিতি সংসার রূপ লীলাকারিণীর এই কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চের পরিপক্ক নর্ত্তকীর, এই সংসার নাটকের অভিনেত্রীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই দুর্গাই বিদ্যা অংশে পরমপুরুষ অবিদ্যা অংশে দুঃখদায়িনী। যে পরম পুরুষ চৈতন্যরূপী বা চৈতন্যরূপিণী হইয়া মায়া যোগে আত্ম প্রতিবিম্বে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ লীলা করিতেছেন তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা মনন করিতে পারিলে—সর্ব্বদা নাম জপ আপনিই চলিবে।

বলিতেছি নিস্তার কিসে পাইব? সর্ব্বদা স্মরণে জপে। হয় না কেন? দেহশুদ্ধিতে যত্ন করিনা, মনঃ শুদ্ধিতে যত্ন করিনা তাই। কেন করিনা? বৈরাগ্য আসিলেও ধরিয়া রাখিনা, বিষয় অনুরাগে লুটপুট খাই—জগৎ দেখিয়াও ইহার দোষ দেখিনা তাই। কি করিতে হইবে? মানুষের মধ্যে প্রধান বস্তু দুইটি—(১) জ্ঞান (২) কর্ম্ম। মানুষের হয় তখন, যখন মানুষ বিষয়ের দোষ দেখিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের শোধন করে এবং কর্ম্মের শোধনে তাঁহার প্রীতি জন্য কর্ম্ম করে। যাঁর জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে তাঁর স্বভাব একটু দেখা প্রথমেই আবশ্যক। আমার উপাস্য বস্তুটিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সত্য কিন্তু অপরের উপাস্যটি নিকৃষ্ট এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট ভক্তকে তামসিক বা আসুরিক ভক্ত বলে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুই উপাস্য। যিনি যাঁহার উপাসনাই করুন না কেন—যে নামে, যে রূপেই ডাকুন না কেন—উপাসনার বস্তুটি হইতেছেন চৈতন্য। ইনিই নির্গুণ, ইনিই সগুণ, ইনিই আত্মা, ইনিই অবতার সমকালে। জানিয়া রাখা উচিত একশাস্ত্রে যিনি কৃষ্ণ, অন্য শাস্ত্রে তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই রাম, তিনিই শিব। যাঁহাদের জ্ঞান শোধিত হয় নাই তাঁহারাই আমার উপাস্য বড় আর সকলের উপাস্য ক্ষুদ্র এই রূপ বিরোধ উপস্থিত করেন। শাস্ত্র একত্বই দেখান।

যোঽর্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্।
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥
যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ॥
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারা হরির অর্চনা করেন তাঁহারা শিবেরও অর্চনা করেন। যাঁহারা শিবকে জানেন না তাঁহারা কৃষ্ণকেও জানেন না। শিবও যিনি, দুর্গাও তিনি; যিনি দুর্গা তিনিই বিষ্ণু। দেবী, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, সূর্য্য, গণেশ—সকল দেবতাই একজনই—এক চৈতন্যই—এক ব্রহ্মই—এইরূপ চিন্ত করিবে। আমারটি ভাল অপরেরটি কিছুই নয়, কৃষ্ণ ভজিলেই হইবে, কালী ভজিলে কিছুই হইবে না এইরূপ ভেদ যাহারা করে ও সমাজকে শিক্ষা দেয় তাহারা রৌরব নরকে যাইবেই—ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই শিক্ষা।

(৪)

ঈশ্বরকে এক জানিলে তবে যথার্থ ঈশ্বর ভাবনা হয়। ঈশ্বর ভাবনায় মানব জীবনের অত্যন্ত জটিল সমস্যারও মীমাংসা হয়। সর্ব্বদা নাম জপে কোন্ কষ্ট দূর হয় তাহাই বলা যাইতেছে।

মানুষের মন সর্ব্বদা সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে-সর্ব্বদা চিন্তায় আকুল। কাহারও ধনদৌলত, রাজ্য সংসার শত্রুতে কাড়িয়া লইল—মানুষ অপহৃত বস্তুর চিন্তায় মহাকষ্টে পড়িল। কাহারও স্ত্রীপুত্র কন্যা ধনলোভে স্বামীকে বা পিতাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল আর সেই ব্যক্তি চিন্তা জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া বনবাসী হইল। "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং" ইহাতেও স্বস্তি নাই। বনে গিয়াও হৃত বিষয়ের ভাবনা—বনবাসী হইয়াও "যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ। পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দিতেষ্বেব মে মনঃ" যাহারা ধন লোভে পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, মিত্রপ্রীতি দূর করিয়া দিয়া আমায় তাড়াইয়া দিল তাহাদের জন্যই আমার মন স্নেহ শীল। বন্ধু বিগুণ, তথাপি নিষ্ঠুর ক্লেশদায়ী বন্ধুর জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস, চিত্ত বৈকল্য। মনের এই অহঃরহঃ দুঃখ—এই সঙ্কল্প বিকল্প ইহাই মানুষকে দগ্ধ করে। মানুষ জানে যে মানুষের বুদ্ধিও আছে—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া মানুষ এই সঙ্কল্পাত্মক মনকে নিরোধ করিতেও পারে, মানুষ দেখিতেছে মানুষের দেহ, মানুষের মন শত্রু হইয়াও মিত্র সাজিয়া মানুষকে কষ্ট দিতেছে—

তথাপি যাহা আমার নহে তাহার জন্য মানুষ জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞের মত তাহাতে মমতা করিতেছে। "স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি" পুত্র, ভার্য্যা, ভৃত্য কর্ত্তৃক বহিস্কৃত হইল, স্বজনগণ পরিত্যাগ করিল তথাপি তাহাদের প্রতি অতি স্নেহবান মানুষ হয় কেন? যাহারা যাতনা দেয় তাহাদিগকেও মানুষ আমার আমার করে কেন? মমতা জন্যই সমগ্র নরনারীর প্রধান সমস্যা। যাহা আমার নয় জানি তাহার জন্য মমত্ব কেন হইবে? দেহ আমার, না মন আমার, না সংসার আমার, না ধন দৌলত আমার—যে ইহারা নষ্ট হইলে এত দুঃখ? বিষয় দোষ দেখিলে মমত্ব যায় ইহা জানি তথাপি "দৃষ্ট দোষেঽপি বিষয় মমত্বাকৃষ্ট মানসৌ" বিষয় দোষ দেখি তথাপি মমত্বে আকৃষ্ট কেন? বিচার করিতেছি তথাপি কার্য্যে বিবেকহীনের মত মূঢ়তা কেন? সমস্তই ক্ষণিক তথাপি ক্ষণিকের প্রতি মমতা কেন? এইত কঠিন প্রশ্ন। আর একটু স্পষ্ট করা যাউক।

যাঁহারা বিষয়ের দোষ দেখিতেও পারেন তাঁহারাও কেন বিবেকহীন ব্যক্তির মত মোহে আচ্ছন্ন হইয়া শোক করেন—ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তর হইতেছে সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানে কিন্তু মোহ দূর হয় না। পক্ষী জানে যে শাবকের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাংশ্চাব চঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥

পক্ষী জানিয়াও মোহ বশতঃ নিজে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও শাবক চঞ্চুতে আহার দানে ব্যস্ত থাকে। এই মোহেই সংসারের স্থিতি। মানুষও যে স্ত্রীপুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ করে সেটা লোভ বশতঃ প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্য।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারিণঃ॥

মানুষ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সংসারে স্নেহ রাখার ফল কি তাহা জানিলেও মহামায়ার প্রভাবে আমি আমার রূপ মমতা আবর্ত্ত বিশিষ্ট মোহহ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়। মোহ জনিত—আমি আমার রূপ মমতাই সংসার স্থিতির হেতু। জগতের স্থিতিটাও মোহ বা অজ্ঞান হইতেই হয়।

সংসারে স্নেহ রাখিলে কি হয় যদি জিজ্ঞাসা কর—উত্তরে বলি ভগবানকে ভুল হয় আর সংসারের দুঃখ নিজের উপরে লইতে হয়। ভগবানকে "আমি আমার" করিলে দুঃখ আর কোথা হইতে আসিবে? ভগবানে যে দুঃখ নাই। এই জন্য

শাস্ত্র বলিতেছেন যতদিন জ্ঞান না হইতেছে ততদিন কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর। ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্যই সংসার সেবা রূপ কর্ম্ম মানুষকে করিতে হইবে—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর সেবা করিতেছি, তিনিই সংসার সাজিয়াছেন এইরূপ বোধ না হইলে সংসার স্নেহ দূর হয় না। মোহ বা অজ্ঞানই স্নেহের মূল। স্নেহই সংসার স্থিতির হেতু। আর জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রারূপা মহামায়াই মোহ বা অজ্ঞানের হেতু। মহামায়াই জগৎকে সংমোহিত করেন। "মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ"। হরিনেত্র কৃতালয়া—হরিনেত্র বাসিনী, স্থিতি সংহার কারিণী, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী এই মহামায়া ইনিই বিষ্ণুরূপা নিদ্রা, ইনিই বিষ্ণুর নিদ্রা, বিষ্ণুর বহিরিন্দ্রিয় নিমীলনকারী। বিষ্ণুরূপ নিদ্রাই যোগনিদ্রা মহামায়া। ইনিই তমোগুণ প্রধানা মহাকালী। বিষ্ণুর যোগনিদ্রাই সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিণী ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তি।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

এই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক বিবেক হইতে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করেন।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

মহামায়াই চরাচর—স্থাবর জঙ্গম—সমস্তই সৃষ্টি করেন। মহামায়া প্রসন্না হইলে মানুষের মুক্তির জন্য বরদাত্রী হন। মহামায়াই মানুষকে মোহান্বিত করেন আবার ইনিই মানুষকে মুক্তি দেন। এই মহামায়া তবে কি?

সা বিদ্যা পরমামুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

[সা বিদ্যা—সা পরমা—সা মুক্তেঃ হেতুভূতা সা—সনাতনী। সংসার বন্ধহেতুঃ চ সা এব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী] মহামায়া বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা; উৎকৃষ্টা—পুরুষার্থ সাধনের নিদানভূতা; মুক্তি দায়িনী; সনাতনী—সদা বর্ত্তমানা ব্রহ্মরূপা। ইনিই আবার সংসার বন্ধনের হেতু; ইনিই সর্ব্বা—বিশ্বরূপা; ইনিই ঈশ্বরের ঈশ্বরী—চৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী। মহামায়া বিদ্যারূপিণী—মোক্ষদায়িনী ইনিই আবার অবিদ্যারূপিণী মোহ প্রদায়িনী।

মোহে নিক্ষেপ করিতে ও তিনি আবার মোহমুক্ত করিতে ও তিনি। তবে মানুষ করিবে কি? গীতা উত্তর দিতেছেন।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

আমার মায়াকে অতিক্রম করিবার উপায় হইতেছে আমার শরণাপন্ন হওয়া। চণ্ডীতে যিনি বিদ্যা গীতাতে তিনিই কৃষ্ণ। দেবী ভাগবতে এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের একনাম গোপাল সুন্দরী। ইনিই গায়ত্রী—বরণীয় ভর্গ রূপিণী। ইনিই রাম। সনৎকুমার সংহিতাতে এইজন্য বলা হইয়াছে "ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্‌গুরুম্"। আবার ইনিই ব্রহ্ম। "গায়ত্রী ত্বং যৎ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্বাং"।

বলিতেছিলাম—সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা শিব শিব, যাঁহার যাহা ইষ্ট সেই নাম যিনি জপ করেন, মহামায়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। নাম জপের জন্যই দুর্গাকে একটু জানিতে হয়। একটু বলিতেছি এইজন্য যখন ব্রহ্মাও বলিতেছেন, "আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিতস্তন্নাধ্যগচ্ছম্ যত আত্ম সম্ভবঃ"—আমি বেদময়, আমি তপোময়, তপস্যার আধার ও প্রজাপতিগণের আদৃত পতি। নিপুণ যোগ অবলম্বনে সমাহিত চিত্ত হইয়াও যাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। আবার বলিতেছেন

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু—
ন বামদেবঃ কিমুতা পরে সুরাঃ।
তন্মায়ামোহিত বুদ্ধয় স্থিদং
বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষহে॥ ২।৬।৩৫ ভাগবত।

ব্রহ্মা বলিতেছেন আমি, নারদ। তোমারা ও বামদেব, শ্রীরুদ্র—আমরাই যখন তাঁহাকে জানিলাম না তখন আর অন্য দেবতার কথা কি? তাঁহার মায়া নির্ম্মিত এই বিশ্বকেও মায়া মোহিত বুদ্ধি আমরা—আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ মাত্রই যখন দেখি—প্রপঞ্চের এক দেশ মাত্রই প্রত্যক্ষ করি—সম্পূর্ণ পারি না—তখন কে তোমার তত্ত্ব জানিবে? জানিতে কেহই পারে না বলিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইতে হয়। তাই সকল নরনারীর উপাস্য গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হইয়াছে "বিদ্মহে, ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ"—মা আমরা জানিতে ও পারি না, ধ্যান করিতে ও পারি না—সেইজন্য কাতর হইয়া বলি মা সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে তুমিই আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ কর।

তাই বলিতেছি দুর্গার কথা একটু জানিয়া মনন করিতে করিতে নাম জপ কর, করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর, কর্ম্ম দ্বারা, বাক্য দ্বারা, ভাবনা

দ্বারা তাঁহার দিকে চাহিয়া নাম করিতে শিক্ষা কর— করিলে বুঝিব "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" তখনই "বুঝিব যে মাতা বাঁধেন মোহে মোহমুক্ত করিতে ও তিনি" ইনি প্রসন্না হইলে মানুষের মুক্তি জন্য বরদাত্রী ইনিই হয়েন। দৃশ্য দর্শনরূপ বন্ধনের হেতুভূত এই যে জগৎ দেখিতেছি এই জগৎ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ব বীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত বিভ্রমাৎ॥

অখণ্ড সুখ জলধি আমি—আমাতে এই বহু বিশ্ব তরঙ্গ উঠিতেছে, লয় হইতেছে কিরূপে? মায়া মারুতের বিভ্রম হইতেই উঠিতেছে। মায়াই ভ্রম দেখাইয়া ইহা দেখাইতেছেন। যদি বিদ্যারূপিণী জগৎ জননীকে তাঁহা আজ্ঞা পালন করিয়া কেহ প্রসন্ন করিতে পারেন তবে তাঁহার কাছে এই জগৎ কি? শ্রুতি বলেন "অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞ-স্যানন্দময়ং জগৎ"

অজ্ঞের কাছে জগৎ দুঃখময় কিন্তু মাতার কৃপালব্ধ জ্ঞানীর কাছে জগৎ আনন্দময়।

এই ভাবে দুর্গা ভাবনা করিয়া যদি সকল সময়ে কেহ দুর্গা দুর্গা করিতে অভ্যাস করেন—তাহা হইলে সে সাধকের যমের ভয়ও থাকেনা। মহামায়াই ইহাকে জ্ঞান দিয়া দেন—ইহাকে দর্শন দিয়াও থাকেন। যদি কর্ম্মফলে কখন জন্মও হয় তবে এইরূপ সাধক দেবীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। "এবং কৃত্বা প্রযত্নেন দেব্যাঃ পুত্রো ভবেৎ ধ্রুবম্"। নিশ্চয়ই দেবী পুত্র হইয়া তিনি জন্মেন। দেবী পুত্র হইলে কি হয় ইহা বলা অপেক্ষা ভাবনা করাই ভাল।

সর্ব্বদা নাম জপের সুবিধা হয় তাঁর যিনি ভাবনাও করেন আবার লীলা চিন্তাও করেন। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গই শ্রীভগবানের প্রথম লীলা। ইহার ভিতরেই অবতার লীলা রহিয়াছে। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইহার প্রথম সাধনাই হইতেছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ চিন্তা করিতে পারিলে ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করা যায়।

বিশ্বের জন্মটা কি? "ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ। উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত বিভ্রমাৎ"। এক অখণ্ড সুখ সাগর। তাহার উপরে নানাবিধ সৃষ্টিতরঙ্গ ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে। তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক নহে সেইরূপ সৃষ্টিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। "ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ" ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে ভাসেন। মায়া মারুত বিভ্রমে দুর্গাই বিশ্বরূপে ভাসিয়াছেন। দুর্গা

দুর্গা জপিয়া ডুব দিতে পারিলেই আর দুর্গাকে বিশ্বরূপে দেখা হইবে না—দুর্গাকে দুর্গারূপেই দেখা হইবে। আবার স্থিতিটা হইতেছে দুর্গাকে অন্যরূপে দেখিয়া তাহাকেই "আমার "আমার" করা। মমতা মোহ হইতেছে এই "আমার আমার"। দুর্গাকে ভাবনা করিলেই এই মোহ কাটিয়া যায়। কাজেই সৃষ্টির মূলে যাঁহাকে পাওয়া যায় স্থিতির মূলেও তাঁহাকেই ধরা যায়। সংহার লীলা চিন্তায় তাঁহাকে যে সহজে পাওয়া যায় তাহা সাধক মাত্রেই ধরিতে পারেন। অবতারের লীলা অসুর সংহার করিয়া দেবভাবে স্থিতি জন্য।

বিষ্ণুমায়াই বিষ্ণু হইয়া মধুকৈটভ বিনাশ করিলেন।

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে।

ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপে চ কালী সমরে চ দুর্গা॥

ইতি বচনাদিভিঃ বিষ্ণু কালিকয়ো রেকমূর্ত্তিত্বাৎ মধুকৈটভ হননমপি তেনৈব বেশেন কার্য্যমিত্যাশয়েন তামৈব স্তৌতি লোক পিতামহঃ। সেইজন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু রূপা কালিকা দেবীকেই স্তব করিয়া বলিলেন ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ইত্যাদি। সৃষ্টি ভঙ্গ লীলা ভাবনায় বিলক্ষণ জ্ঞান বিচার চাই কিন্তু ব্রহ্মময়ীর অবতার লীলায় বিশ্বাস চাই। এই লীলা কত সুন্দর তাহা কে বলিবে? মধুকৈটভ আমার মধ্যে এখনও আছে। চৈতন্যময়ীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেই দানব বিনাশ হয়। আধ্যাত্মিক যেমন সত্য, আধিদৈবিকও সেইরূপ সত্য আবার আধিভৌতিকও সেইরূপ সত্য। মধুকৈটভের বিনাশের পর মায়ের দ্বিতীয় লীলায় মহিষাসুর বধ। শেষে শুম্ভ নিশুম্ভাসুর বধ। এই লীলা চিন্তার কথা বলা গেলনা। শ্রীচণ্ডী পাঠ করিয়া করিয়া এই লীলা মনন করিতে হয়। মনন করিয়া করিয়া একান্তে পূজা ও জপ আবার লোক ব্যবহারেও লৌকিক কর্ম্মে সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা জপ ইহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবেই।

(৬)

জগন্মাতার সংহার লীলার কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রার্থনা সহ এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

অপরপক্ষ শেষ হইয়াছে। অপরপক্ষে পিতৃলোক মর্ত্ত্যে আগমন করেন। বড় আগ্রহে তাঁহারা তাঁহাদের বংশধরগণকে দেখিতে আইসেন। তাঁহারা পিণ্ডোদকের বড় আশা করিয়া অপর পক্ষের এই পঞ্চদশ দিবস মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করেন। পুত্র পিতা মাতা পিতামহাদির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে এই আনন্দে তাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন। লোকে কেন মনে করে তাহাদের

কেহ নাই? শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া দেখিলেই পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করা যায়। তর্পিত পিতৃলোক আরও কত কি স্মৃতি পটে জাগরূক করিয়া দিয়া যান। আজ তাঁহারা সূক্ষ্মদেহ ধরিয়াছেন স্থূলদেহে কিন্তু একদিন ছিলেন। আজ পল্লী শ্মশান হইতেছে কিন্তু এই পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন। সহরে সংহার লীলা অন্য প্রকার কিন্তু পল্লীতে বড়ই স্পষ্ট। তাঁহাদের পূজার মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তির আর সেরূপ পূজা হয়না, তাঁহাদের বাসস্থান সকল আভরণ হীনা দুঃখিনী বিধবার মত শুষ্কমুখে বিশীর্ণভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে—সবই আছে কিন্তু কাহারও কোন সংস্কার নাই—৺পূজায় সে উৎসব নাই—আজ তাঁহাদের কথা স্মরণে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। জগদম্বার সংহার লীলা চিন্তায় প্রাণ ভরিয়া উঠে।

সংহার লীলার ভাবনায় মানুষ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। বড় দুর্ল্লভ এই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য না আসিলে সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা করা যায়না। বৈরাগ্যের আয়োজন ত পৃথিবী ভরিয়া দেখা দিয়াছে। ইহার সাহায্যে সর্ব্বদা নাম করা ইহা ভিন্ন কলির জীবের গত্যন্তর নাই। আমরা সংহার লীলা ভাবনায় শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট একটী প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতেছি।

অবিদ্যাবৃতা চিৎস্বরূপা, নিখিল সংসার চিত্রে দেদীপ্যমানা, বিদ্যাবলে অবিদ্যা-মালিন্য অপসারিত করিয়া নিষ্পঙ্ক নির্ম্মল প্রশান্ত আকাশরূপিণী, বিশাল শরীরা শ্রীভৈরবী দেবী অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অতি ভৈরবরূপী কল্পান্তরুদ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন। আর কল্পান্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে নিখিল—সংসাররূপ বনভূমি দগ্ধ হইয়া স্থাণুমাত্রাবশেষ হইয়া গেল, অতিদ্রুত নৃত্যাবেশে দেবী প্রবল প্রলয় বাত্যাবিধূনিত অরণ্যশ্রেণির ন্যায় দুলিতেছেন আর নৃত্য করিতে করিতে আকাশের ন্যায় ভীষণ দেহ কল্পান্তরুদ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কল্পান্তরুদ্র দেবও দেবীর ন্যায় বিশাল শরীর ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা ঝম্য ঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তি শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসিশিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাসবানাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্বো বন্দ্যমান প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্র্যা॥
বদ্ধা খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে কপিলমুরুজটামণ্ডলং পদ্মযোনেঃ
কৃত্বাদৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসিশিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ

যা দেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাদ্রিভূপীঠমাদ্যং
সা দেবী নিষ্কলঙ্কা কলিততনুলতা পাতু নঃ পালনীয়ান্॥

হে শ্রোতৃবর্গ! যে দেবী রক্ত ও মাদকদ্রব্যেপূর্ণ যমমহিষের মহাশৃঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া ডিম্ব ডিম্ব সুডিম্ব পচ পচ ঝম্য ঝম্য প্রঝম্য ইত্যাদি তাল ব্যঞ্জক শব্দ বাদ্যে নৃত্যপরায়ণা, যে দেবী গলদেশে মুণ্ডমালার মালা পরিয়া শোভমানা, যে দেবী গরুড়ের পক্ষদ্বারা শিরোভূষণ করিয়াছেন, প্রলয়ে জগদ্ভক্ষণ করিয়া কালরাত্রিস্বরূপিণী যে দেবী প্রলয়-আনন্দ বিহ্বলা, সেই দেবী নৃত্য করিতে করিতে যে মহাভৈরবকে অর্চ্চনা করিতেছেন—কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র— হে শ্রোতৃবর্গ! তিনি তোমাদিগের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষ নিরাস করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

হে ভৈরব! হে কালরুদ্র! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ডিম্বকে—অনর্থভোগের উপাধিস্বরূপ এই স্থূল শরীরাদি প্রপঞ্চকে ভক্ষণ করিয়া থাক [আঝম্য—ঝমু অদনে] পরে ডিম্বকে—সূক্ষ্মশরীরাদি প্রপঞ্চকে ভক্ষণ কর [ঝম্যং], পুনরায় সুডিম্বকে—মূলোপাধিভূত কারণ শরীরকেও চরম সাক্ষাৎকারে তত্ত্বতঃ আবির্ভূত করিয়া প্রঝম্য—সম্যগ্রূপে ভক্ষণ করিয়া থাক। ভক্ষণ করিয়া পঞ্চমাদি যোগ-ভূমিকা রোপণ করিয়া, সহসা অতি শীঘ্র পচ পচ—সপ্তম ভূমিকা পর্য্যন্ত সম্যক্-রূপে পরিপাক করিয়া থাক। কাল রাত্রি কর্ত্তৃক বিদেহ কৈবল্য দ্বারা তুমি স্তূয়মান্। আহা এই নৃত্য পরায়ণা কালরাত্রির সহিত আমরাও তোমাকে নমঃ করি। তুমি আমাদের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষরাশি নিরাস করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

সর্ব্বশরণ্যা কালরাত্রি স্বরূপিণী ময়ূরী মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডকোটি বিষধর সমূহকে গ্রাস করিয়া যখন নৃত্য করেন তখন উঁহার রূপ কি ভয়ঙ্কর! যে দেবী মহা-কল্পান্তে সংহৃত পদ্মযোনির কপিল উরু জটামণ্ডল খড়্গাঙ্গশৃঙ্গে বন্ধন করেন, যে দেবী দৈত্যগণের মস্তকদ্বারা মুণ্ডমালা গাঁথিয়া গলদেশে ঝুলাইয়া রাখেন, যে দেবী সংহৃত গরুড়ের পক্ষদ্বারা শিরোভূষণ করেন, যে দেবী বিশ্বের প্রাণিজাত ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বত ও ভূপীঠের সহিত এই জগৎ পান করেন—এইরূপে সর্ব্বনাশ কারিণী হইয়াও যিনি নিষ্কলঙ্কা—দোষলেশ শূন্যা, শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাবা, যে দেবী আমা দিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কলিত তনুলতা—শরীর স্বীকার করেন, আহা! হরিহর ব্রহ্মাদি বন্দিতা সেই দেবী অবশ্যপালনীয় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীগুরবে
নমঃ

দুর্গা নামের ফল।

(১)

হরি চরণের নাম হরি চরণ হইলেও লোকে তাহাকে দুর্গাদাস বলিয়া ডাকিত, অবশ্য তাহারও একটু কারণ ছিল। সে যখন দীক্ষা লয়, তখন তাহার গুরুদেব বলে ছিলেন বাবা সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা জপ করবে

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নাম পরংমন্ত্রঃ।
যে জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্ত স মানবঃ॥
মুণ্ড মালা তন্ত্র

দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই দুর্গা নামই পরম মন্ত্র এ নাম যে মানব সতত জপ করে—সে জীবন্মুক্ত, শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত হরিচরণ দুর্গা দুর্গা বলিতে আরম্ভ করিল। হরিচরণ সকালে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে উঠে, অবিরাম দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে স্নান করিয়া আসে, পূজা জপান্তে দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে শাঁখার পুঁটুলী কাঁধে করিয়া যাত্রা করে, হরি চরণ জাতিতে শাঁখারি; শাঁখা বিক্রয়ের দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ কিছুদিন দুর্গা দুর্গা করার পরই সকলে সম্মুখে তাহাকে দুর্গাদাস আড়ালে দুগো পাগ্লা বলিতে লাগিল। হরি চরণ সে সব কথায় লক্ষ্য না করিয়াই আপন ভাবে দুর্গা দুর্গা করিত, সারাদিন দুর্গা দুর্গা করতঃ শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, সন্ধ্যার পর কর্ম্ম ক্লান্ত দেহে দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয়ন করিত। তাহার এরূপ অবস্থা হইল—সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার জিহ্বা জপ করিত, তাহার এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া কামিনীকাঞ্চনের ক্রীতদাস ভোগ বিষ্টার কৃমি প্রতিবাসীগণ স্থির করিল তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—নচেৎ দিবারাত্রি দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? যখন রোগে শোকে সুখে দুঃখে সকল সময়েই হাঁসি মুখে দুর্গা দুর্গা করিতেছে তখন এ পাগল না হইয়া যায় না; এ একটা পুরো পাগল। যাঁরা বয়স্থা তাঁরা দুর্গাদাস বলে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন আর দুষ্টু ছেলেরা ছড়া বেঁধে বলিতে লাগিল

দুর্গা বলে দুগো খ্যাপা শাঁখা নিয়ে যায়।
দুর্গা তার পেছু পেছু ঘুরিয়া বেড়ায়॥

হরি চরণের শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ত সে পেছু ফিরে দেখিত বাস্তবিক দুর্গা তার পিছুতে আছে কি না; আর ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসিয়া উঠিত, এবং তাহার গায়ে যে ধূলা না দিত এমন নয়।

সে সেসব অগ্রাহ্য করতঃ শাঁখার পুঁটুলী কাঁধে করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিত। যাই হোক অবিরাম দুর্গা নাম করার জন্য তাহার পিতা মাতার দত্ত হরিচরণ নামটী লোপ হইয়া গেল। জন সমাজে দুর্গা-দাস বলিয়াই সে পরিচিত হইল তাহাতে তাহার কোন দুংখ ছিল না। সে এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দুর্গা দুর্গা বলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিল। (২)

বৈশাখ মাস দুপুর বেলা রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করছে, দুর্গাদাস শাঁখার পুটুলি কাঁধে লয়ে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে তারিণীপুরের সীমা ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল; কিছুদ্দুর যাইবার পর মাঠের মাঝখানে একটা দীঘি আছে, দুর্গাদাস যেমন দীঘি পার হইয়া গিয়াছে এমন সময় তাহার কানে একটা আওয়াজ গেল, ওছেলে ওছেলে আমায় শাঁকা দেবে? দুর্গাদাস এমন মিষ্টি কথা কখন শুনে নাই। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল একটী মেয়ে জলে দাঁড়াইয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে তাহাকে ডাকিতেছে। সে পিছু ফিরিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী সে শাঁখা পরাইয়াছে কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখন দেখে নাই। সে বলিল কেন দিব না মা, সেখানে একটা বটগাছের তলায় সে বসিল। ধীরে ধীরে মেয়েটী তাহা নিকটে আসিল, সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিল ছেলেরা যে বলে "দুর্গা তার পেছু পেছু ঘুরিয়া বেড়ায়" আজ সত্যিই তাই হইল নাকি? মেয়েটী বালিকা কি যুবতী দুর্গাদাস ঠিক করিতে পারিল না। কখন তার মনে হইতেছে যুবতী কখন মনে হইতেছে বালিকা।

সে মেয়েটী হাঁস্তে হাঁস্তে কাছে আসিয়া বলিল বেশ ভাল দেখে আমায় শাঁখা দাওনা ছেলে—

দুর্গাদাস বাছিয়া বাছিয়া খুব ভাল শাঁখা বাহির করিয়া পরাইতে লাগিল। যেমন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে অমনি তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া সে তাহা সামলাইয়া লইল। দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে শাঁখা পরাইতেছে—

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল হাঁা ছেলে অমন করে দুর্গা দুর্গা বল্‌ছ কেন? আর বল্‌লে কি হয়?

দুর্গাদাস কথা কইতে পারিতেছে না। খানিক পরে দুর্গাদাস বলিল গুরু ঠাকুর দুর্গা দুর্গা বল্‌তে বলেছেন তাই বলি মা—আর দুর্গা দুর্গা বল্‌লে মা দয়া করেন,

হ্যা ছেলে তুমি মাকে দেখেছ—

না মা আমি এমন পুণ্যি কি করেছি যে মাকে দেখ্‌তে পাব?

কেন দুর্গা দুর্গা করলে কি দেখা যায় না! যদি দেখা না যায়—তবে ডাক কেন? দুর্গাদাস বলিল মা আমি মুক্ষু মানুষ অত জানিনে যদি নাম কল্লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তবে দেখা পাবই। শাঁখা পরাণ শেষ হইল।

মেয়েটী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল ওই যা—ও ছেলে আমার কাছে ত পয়সা নেই—তোমায় কি করে দাম দোব? তোমার শাঁখা খুলে নাও।

দুর্গাদাস যেন কেমন হয়ে গেছে। না থাকুক্ গে—এয়োস্ত্রী মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী, আমি হাত থেকে শাঁখা খুল্‌তে পার্‌বোনা; আমার দামে কাজ নেই ,বলিয়া পোঁটলা বাধিতে লাগিল।

মেয়েটী বলিল বা তা হবে কেন? আমিই বা অমনি তোমার কাছে শাঁখা পর্‌বো কেন? তুমি যেওনা তুমি এক কাজ কর। গ্রামের ভিতর যাও; আমার বাবার নাম উমাপদ ভট্টাচার্য্য। তাঁর কাছে থেকে দামটা আনগে—বলগে আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে দাম দিন। কৈ আমার মেয়ে ত নাই মেয়েকে তো কখন আমি দেখিনি তুমি সে কথা শুনো না—ব'লো এইমাত্র শাঁখা দিয়ে এলাম মেয়েনেই বল্‌লে শুন্‌বো কেন, ওই দুর্গা ঠাকুরের পায়ের তলায় সিন্দুর কৌটোতে একটা আধুলি আছে তিনি দিতে বলেছেন বলিও। যাও ছেলে যাও—

আবার যাব আবার যাব বলিতে বলিতে দুগাদাস অগ্রসর হইল আর মেয়েটী জলে নামিল।

৩

দিন ত আর চলেনা। দোকানদার অনেক ধার দিয়েছে তারা গতিক খারাপ বুঝেও এখনও ধার দিচ্ছে। প্রতিবাসীরা বুঝেছে উমাপদ ভট্টাচার্য্যকে ধার দিলে আর পাবার আশা নাই, তথাপি ধার দেয়।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের অবস্থা যে চিরদিন এরূপ তা নয়। আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল, কিক্ষণে উমাপদ ভট্টাচার্য্য দীক্ষা লইল—দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তার মতি ও অবস্থা দুইই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা পাঠ নাম জপ ধ্যান আত্মবিচারে দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ কাটাইতে লাগিলেন; সাধ্বী পত্নী অন্নপূর্ণাও পূজা পাঠের সঙ্গিনী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র শিবরাম দুর্গা দুর্গা বলিয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করিয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তাঁহাদের ভোগের বাসনা ক্ষীণ হইতে লাগিল। রহিল শ্রীভগবানের মন্দির দেহ-তাহার রক্ষার জন্য আহার আর রহিল অতিথি সেবা।

উমাপদ ভট্টাচার্য্য নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে স্নান করিয়া আসিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যা জপ ইত্যাদি সারিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন, তদন্তে গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতেন, স্বাধ্যায়ান্তে পূজা হোম মার ভোগ দিতেন, তাহার পর বৈশ্বদেব বলি, গোগ্রাস দিয়া অতিথির অপেক্ষা করিতেন, অতিথি সেবার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেবী ভাগবত, মহাভাগবত, দেবী পুরাণ দেব্যুপনিষৎ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনায় অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। যথা সময়ে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া দেবীর আরত্রিক করিয়া শীতল দিয়া জপে ব'সিতেন বহুক্ষণ জপান্তে লীলাচিন্তা করতঃ কণ্টকিত দেহে আত্মবিচার করিয়া সায়ংকৃত্য শেষ করিয়া, অতিথি থাকিলে অতিথির সেবা করিয়া, কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আবার মধ্য রাত্রে, জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইত তখন হৃদয় কমলে চিত্ত ধারণা করিয়া মার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন এইরূপে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ; তিনি দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে সাংসারিক কাজ করিতেন, গৃহকর্ম্ম স্বামীসেবা দেবসেবা অতিথি সেবা লইয়াই তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন, জিহ্বা কিন্তু একক্ষণ একদণ্ড দুর্গা দুর্গা না করিয়া স্থির থাকিত না।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের পৈত্রিক যজমান কয়েকঘর আছে, উপনয়ন ও বিবাহ এ ভিন্ন ত আর পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না, কাজে কাজেই যজমান থাকা না থাকা সমান হইয়াছিল, তিনি অন্য কোন প্রকার অর্থ চেষ্টা করিতেন না।

উপার্জ্জনের ঔদাসীন্যে ধীরে ধীরে অভাব আসিয়া আপন প্রভাব দেখাইতে লাগিল, বাজারে ধার হইয়া পড়িল, যদি কোন দিন অভাবের কথা মনে পড়িত অমনি গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন—

ভাবিলে শঙ্করীপদ সম্পদ কোথাপাবে।
সম্পদ নাশা সে পদ।
নৈলে শিব কেন শ্মশান বাসী হবে॥

গাহিতে গাহিতে তৃপ্ত হইয়া যাইতেন অভাব আর বোধ হইত না। প্রাণের ভিতর একটা সাড়া পেতেন অভয় আশ্বাস মাভৈঃ ধ্বনি শুনিয়া দুর্গা দুর্গা করিতেন।

এই একটা সংশয় তাঁহার মাঝে মাঝে উঠিত, দেবতার দর্শন, ভাবের উপরই হয়, অথবা চর্ম্ম চক্ষে হয়, কলির জীব কি চর্ম্ম চক্ষের দ্বারা দেব দর্শন লাভ করিতে পারে?

এ সংশয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই, জয় দেবের গীত গোবিন্দে 'দেহিপদ পল্লব মুদারং" লিখিয়া দিয়াছিলেন একথা তিনি জানিতেন। গীতা ভক্ত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া—

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহং" এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নরাকার ধারণ করেছিলেন, সে উপাখ্যানও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তুলসী দাস মহারাজজী একাধিকবার শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেছিলেন, তিনি তুলসীদাসের জীবনীতে তাহা পড়িয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার কথা ও যে শুনেন নাই তাহা নয় তথাপি তাহার সংশয় ছিল।

ক্রমশঃ যখন অধিক ঋণ হইয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন না আর ঋণও করিব না, কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবনা, মা দেন খাব, না দেন না খাব, ঋণ করিয়া অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করি কেন? দেখি মা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাপি মা ছাড়া আর কাহারও কাছে প্রার্থনা করিবনা।

সন্ধ্যাপূজাদি করিলেন আজ আর ভোগ দিবার কিছু নাই, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তিনি ধ্যানমগ্ন, শিবরাম ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে, অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল ও শিবরাম একবার বাহিরে এসনা। শিব রাম চক্ষু মুছিয়া বাহিরে যাইল, একটু পরে একটা পেতে করিয়া কয়েকটা আম ও চারিটা সন্দেশ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া মাকে দিয়া বলিল মা কে একজন ঠাকুরের ভোগের জন্য আম সন্দেশ দিয়া গেলেন।

কে যে দিয়াছেন অন্নপূর্ণার বুঝিতে আর বাকী রহিলনা, অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই সমস্ত লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে উমাপদর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন মার ভোগের যোগাড় হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলেন এ সব কোথায় পেলে ?

অন্নপূর্ণা বলিল কে দিয়া গেছেন—আমার অভাব আরত কেহ জানে না—তবে কি তিনি নরাকারেও আসেন। আচ্ছা দেখা যাক্।

দেবীর ভোগ দিলেন, বল্লেন শিবরামের জন্য মা পাঠিয়েছেন আমরা উপবাস করি এস। তাহাই হইল। দুর্গা দুর্গা করিয়াই ব্রাহ্মণ দম্পতির দিবারাত্রি চলিয়া গেল।

দ্বিতীয়দিন মধ্যাহ্নে কে এক ঘটী দুধ শিবরামের হাতে দিয়া গেল—তাহার দ্বারা ভোগ হইল—শিবরামের জীবনরক্ষা হইল—ব্রাহ্মণ দম্পতি দুর্গা দুর্গা করিয়া দিবারাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করিলেন।

তৃতীয়দিন পূজা শেষ হইল—মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল—ক্ষুধার জ্বালায় শিবরাম অত্যন্ত কাঁদিতেছে তাহাকে আর কিছুতেই রাখা যাইতেছেনা।

উমাপদ প্রতিমার নিকট গিয়া মার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মা তুমি কি আছ ? তিনি যেন তাঁর অধর কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখিলেন।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন একবার বাহিরে আসুন আমরা অতিথি।

উমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন তিনজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন; সাদরে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া পাধুইয়া দিয়া বসিবার আসন দিলেন; তাহার পর পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, "এইবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি বলিলেন কল্য হইতে আমাদের আহার হয় নাই—আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমাদের আহারের ব্যবস্থা করুন, যান আপনি বাড়ীর ভিতর যান।

উমাপদর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—কি করবো কেমন করে অতিথির সেবা করব—কিছুই যে নাই কি হবে অন্নপূর্ণা ?

অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উমাপদ উন্মাদের মত মার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল মা অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। ওমা বিপৎতারিণি ওমা মহাভয়নাশিনি মা দুর্গা রক্ষা কর মা এমন সময় দেওয়ালের গায়ে মুণ্ডমালা তন্ত্রের একটী শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্য পড়িল।

মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুত্থিতে॥
যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মনুঃ।
সজীব লোকে দেবেশি নীল কণ্ঠত্ব মাপ্নুয়াৎ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—মা আমি নীলকণ্ঠ হইতে চাহিনা—আজ এদায় হইতে রক্ষাকর। ছেলে যায় দুঃখ নাই, অতিথি বিমুখ হয়ে যায় রক্ষা কর মা।

বাহির হইতে অতিথিরা ডাকিলেন, দেরী কচ্ছেন কেন ? আমরা কি অন্যত্র

যাক? উমাপদ পাগলের মত বলিতে লাগিল বাড়ী থেকে অতিথি ফিরে যাবে কি করব? কারুর কাছে কি প্রার্থনা করব? আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না, কি করি কি করি? আমরা অত্যন্ত পিপাসিত একটু জল নিয়ে আসুন।

অন্নপূর্ণা সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে সর্ব্বনাশ হোলো আজ অতিথি বিমুখ হয়ে যায়—মা মা মা গো।

উমাপদ বলিল অন্নপূর্ণা ভাঁড়ার ঘর বেশ করে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ যদি কিছু মিষ্টী থাকে নিয়ে এস এখানে জল আছে ইহাই নিয়ে যাই।

অন্নপূর্ণা চলিয়া গেল সহসা একটা বিড়াল লাফাইয়া পড়িয়া জলের কলসীটা ফেলিয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত নাই—না—না—অতিথি বিমুখ দেখ্‌ব না—তার আগে আত্মহত্যা করি, এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মার হাত থেকে খড়্গ গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলেন।

ঠিক এমন সময় দুর্গাদাস গিয়া ডাকিল ভট্টাচার্য্যি মশাই ও ভট্টাচার্য্যি মশাই কি কচ্ছেন একবার আসুন না।

খাঁড়া ফেলিয়া বলিলেন আবার কে ডাকে, দেখি আরও কি আছে, মা মা বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন, দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি বাপু—

অতিথিরা বল্লেন দেরী কচ্ছেন কেন? .

তিনি জোড় হাতে কাতরস্বরে বলিলেন দয়াকরে একটু অপেক্ষা করুন।

দুর্গাদাস বলিল আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে দাম দিন্।

কি বল্‌ছো?

আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন দাম দিন।

উমাপদ সাশ্চর্য্যে বলিলেন সে কি আমার ত মেয়ে নাই?

দুর্গাদাস বলিল আপনি ও কথা বল্‌বেন তিনিও তাহা বলেছেন আমায় বলে দিয়াছেন তুমি সে কথা শুনো না—

মেয়েকে কোথায় দেখলে?

ঐ মাঠের মাঝখানে দীঘীতে।

একি ব্যাপার আমার মেয়ে—আচ্ছা দেখতে কেমন?

দুর্গাদাস বলিল যেন দুর্গা প্রতিমা, আমি অমন রূপ আর কখন দেখিনি, হ্যাঁ তিনি বলে দিয়েছেন, আপনার প্রতিমার পায়ের তলায়, সিঁদুরের কৌটায় একটা আধুলি আছে আমায় দিতে—

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন দেখিলেন সত্যই একটা সিন্দুর কৌটা—তাহাতে একটা আধুলী রহিয়াছে—তিনি সে আধুলিটা নিলেন—দেখিলেন আবার একটা আধুলী রহিয়াছে—আবার নিলেন—আবার আধুলী—একি ব্যাপার—শুধু কৌটায় এত আধুলী কোথা থেকে আস্‌ছে—হাত পূর্ণ হইয়া গেল। একটা ছোটো কৌটায় এত আধুলি একি ব্যাপার! একি ইন্দ্রজাল! মার মুখপানে চেয়ে বলিলেন বাজীকরের মেয়ে একি বাজী মা—

এমন সময় আবার কে বাহিরে ডাকিল ভট্টাচার্য্যি মশাই বাড়ী আছেন।

তিনি ভিতর হইতে বলিলেন কেহে।

এই জমীদার বাবুরা মায়ের ভোগের জন্য সিধে পাঠিয়েছেন।

তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন এক বড় ধামায় ১০।১২ জনকার উপযোগী চাল ডাল তৈল লবণ তরকারী আম্র সন্দেশ। এইবার উমাপদ করুণাময়ী করুণাময়ী বলে কাঁদ্‌তে লাগিলেন, একটু স্থির হইয়া বলিলেন মহাশয়গণ এইবার আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করছি। ঘর পানে চাহিয়া দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ অতিথি বিমুখ হয়ে গেল। দুর্গাদাস সদরে দাঁড়ায়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যা বাবা সন্ন্যাসীরা কোথা গেলেন? দুর্গাদাস বলিল ও ঘর থেকে কেউ বের হননি; এখান দিয়ে কেহ যাননি—উমাপদ বলিলেন ও গৃহের ত অপর দ্বার—নাই এই প্রকাশ্য দিবা লোকে কি আমার দৃষ্টি ভ্রম হ'ল? আমি কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপন দেখ্‌ছি?ঃমা মা একি প্রহেলিকা—মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা—মা একি পরীক্ষা—মা মা যেমন বিপদ দিস্‌ তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার করিস্‌।

তিনি আম্রাদি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দুর্গাদাস ও শিবরামকে প্রসাদ দিলেন। নিজে চরণামৃত নিলেন—দুর্গাদাস ভোজন করিবার পর তার হাতে আধুলী দিয়ে উমাপদ বলিলেন বাবা কোথায় আমার মেয়েকে দেখেছ শীঘ্র আমায় সেখানে নিয়ে চল। দুর্গাদাস কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে—সে অথিতিগণকে ঘরে দেখে ছিল তারপর তাঁরা কোথা দিয়ে চলে গেলেন কিছু ঠিক করিতে পারিল না—যাইহোক উভয়ে দীঘির দিকে ছুটালেন।

(৪)

কোথায় দেখেছিলে বাবা?

দুর্গাদাস বলিল এই ঘাটে ছিলেন। সে স্থানে কেহ কোথাও নাই ওমা অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস চূর্ণ করে দিয়ে কোথায় লুকালি মা? একবার দেখা দে মা একবার আয় মা এত করুণা তোর আমি তাত জানিনা মা। উমাপদ মা মা বলে বালকের মত আকুল হয়ে কাঁদিতে লাগিল।

দুর্গাদাস এইবার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, আজ কাকে শাঁখা পরিয়েছে এতক্ষণে তার জ্ঞান হইল। সেও হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ওরে আমি পেয়েও পেলুম না রে—ওরে ধরে ও ধর্‌তে পারলুম নারে—বুক চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে কাঁদিতে লাগিল—ওমা তোমায় পেয়েও চিন্‌তে পার্‌লাম না। ওমা একবার দেখা দেমা—বামুন ঠাকুরকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি একবার দেখা দেমা—তুই শাঁখা পরেছিস্‌ একবার বলমা আমার কথা সত্য কর মা—

ধীরে দীঘির কাল জল ভেদ করে শাখা পরা লালাটুকুটুকে দুখানী ননীর মত হাত বাহির হইল।

ওই যে মা—ওই যে—মা বলিয়া দুইজনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।—

———

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৮০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন. বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুমুদ্রিত এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷৹ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মূল্য ২৸৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তক খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৸৹ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১৷৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—৷৷৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.
Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুরাতন উৎসবের মূল্য হ্রাস।

"উৎসব" প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে "মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১৷৹ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে ৩৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

সুযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায়!

ডাঃ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্, বি, সম্পাদিত—

স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচর্চ্চা এবং গৃহ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য ২৲ যিনি ৬ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং ঐ সঙ্গে ২৫ জন কিম্বা ৫০ জন স্বদেশ বৎসল উদার মতাবলম্বী স্বাস্থ্যব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশা স্পষ্ট করে লিখে জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ৫০০ পৃষ্ঠা পূর্ণ যুগপ্রবর্ত্তক নূতন সালের ১ খানি বা ২ খানি

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা

বিনামূল্যে ঘরে বসে' উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫০০ খানি এই ভাবে বিতরণ করা হবে। খুচরা মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ পয়সা। একশ খানি ঐ তারিখের মধ্যে লইলে ১৫৷৷য় দেওয়া হইবে। রেল মাশুল স্বতন্ত্র। পঞ্জিকার নূতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত ও চমৎকৃত হ'য়েছেন; ভারতবর্ষ, বসুমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আর মাত্র ৮০০ কপি গুদামে আছে; প্রত্যহ উঠিয়া যাইতেছে। এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। সত্বর হউন।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু
কর্ম্মকর্ত্তা,
৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪৷৷০

২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০

৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০

৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ৷৷০ আট আনা

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ আনা।

৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০

৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [প্রথম খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০

১০। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড [উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে]— —

১১। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২৷৷০ আবাঁধা, অর্দ্ধ বাঁধাই ২৸০,

১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ৷৷০

১৩। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ৷৷০ আবাঁধা ।০

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ—নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ত্ব, লীলা, নাম কীর্ত্তন—সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে ঋষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ত্তনের জন্য ইহা বিরচিত।

মূল্য বাঁধাই ৷৷০ আট আনা। আবাঁধা ।০ চারি আনা

উৎসবের নিয়মাবলী।

১ উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্যে** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

১৯শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল। [৮ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

ওপথে যেওনা—ফিরে এস।

পূর্ণ করিয়া দিতেছে তোমার
অসীম সিনেহ করুণা।
কতনা ভাবেতে পায় যে তোমারে
(লোকে) কেননা হারায় আপনা॥
কখন বা দেখি বিশ্ব ব্যাপিয়া
শ্রীগুরু আমার ভাসিছে।
তাঁহারি অঙ্গুলি চালনে বিশ্ব
ছন্দে ছন্দে নাচিছে॥
কখনও বা দেখি আচার্য্য শঙ্কর
জ্ঞান গরিমা মণ্ডিত।
কখন বা দেখি স্নেহময় পিতা
সন্তান কল্যাণে নিরত॥
কখন বা দেখি বালকের মত
সুবিমল হাঁসি বদনে।
কখন বা দেখি আমাদের সখা
প্রীতির উৎস নয়নে॥

কখন বা দেখি আমাতেই তুমি
আনন্দে ডুবিয়া যাই।
কি দিয়ে পূজিব কি বলে ডাকিব
(সেখানে) আমার কিছুই নাই॥

[২]

বাহিরে তোমারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া
ক্লান্ত চরণে আজ।
ফিরিয়া দেখিনু হৃদয় আসনে
আমারি হৃদয় রাজ॥
কত যুগ হ'তে আমার লাগিয়া
চাহিয়া পথের পানে
ওপথে যেওনা ফিরে এস ব'লে
ডেকেছ ব্যাকুল পরাণে॥
কত ভাল বাস এত কাছে আছ
তুমি যে আমার আমি।
মোহ মদিরায় বিভোরতা মোরে
বুঝিতে দেয়নি স্বামি॥
ভ্রান্তি কালিমা হইল বিলয়
অমল চরণ পরশে।
আমার মাঝারে পাইয়া তোমারে
পূর্ণ মিলন হরষে॥
এই শুভক্ষণ কোটি কল্প হ'ক
যায়না যেন গো ভাঙ্গিয়া।
অনুরাগ ছেড়ে শুধু বিশোয়াসে
যায়না পারণ ভরিয়া॥

সৎসঙ্গের উপকার।

(১)

বলিতেছ এত করিতেছি তথাপি মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত দূর হইল না। কত সংস্কারই আমার আছে, কত কর্ম্মই করিয়া রাখিয়াছি কিছুতেই ত লয় বিক্ষেপ ছাড়িল না। কখন মন যেন সুস্থ থাকে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ত নানা প্রকার বাজে কথার ঘসর মসরে যাতনা বোধ করি। কি উপায় হইবে আমার ?

ঐ যে বলিলে এত করিতেছি—জিজ্ঞাসা করি কত করিতেছ ? কি করিয়াছ ? কত দিন সাধনা করিলে তাই বল ? সাধকেরা কত কষ্ট সহ্য করেন—কত দুঃখ অগ্রাহ্য করেন—কত উৎপীড়ন সহ্য করেন—কত ভোগ ভোগেন—কত অনভিলষিত কর্ম্মে "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন" এই ভাবে জড়িত হয়েন তথাপি অভ্যাস ছাড়েন না—মরিয়া যাইতেছেন তথাপি রাম রাম করা ছাড়েন না, একক্ষণও তাঁহারা নাম ছাড়েন না—আহার করেন, আহার কালে সর্ব্বদা রাম রাম করেন, নিদ্রা যান যতক্ষণ না নিদ্রা আইসে ততক্ষণ রাম রাম করিতে থাকেন, নিত্য কর্ম্মের আদিতে রাম রাম করিয়া করিয়া কতক্ষণ জপ করেন—পরে নিত্য কর্ম্ম করেন—আবার নিত্য কর্ম্ম শেষ হইলে রাম রাম কতক্ষণ জপ করিয়া উঠেন, লোক আসিলে দুই চারিটি কথা কহিয়া আগন্তুককে কথা কহিবার অবসর দিয়া নিজের কাজ করেন কাহাকেও বলেন না কি করেন—এমন কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ক'রে তবে তাঁহারা নামে ডুবিয়া যান—তুমি কি করিলে তাই বল ?

এই সব যাহা বলিতেছেন তাহা ইচ্ছা করিলে সকলেই অন্তত চেষ্টা করিতে পারে।

সকলে করুক চাই না করুক তুমি করনা তাহা হইলেই লোকে তোমায় দেখিয়া করিবে—এও এক রকম প্রচার।

আচ্ছা আর একবার বলুন—আমিও আর একবার শেষ চেষ্টা করি ; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আপনার ও ভগবানের আশীর্ব্বাদ অনুভব করিতে পারি আর নাম না ছাড়ি।

ভাল—বলিতেছি শ্রবণ কর, করিয়া আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিও না—সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ কর, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় হইবেই—যাহা চাও তাহাই পাইবে—তোমার আচার মানা, শুদ্ধ আহার করা, স্বাধ্যায় করা—সমস্ত কার্য্যই তোমাকে শুভ ফল প্রদান করিবে। ছাড়িয়া দিও না—মরিবে তাহাও স্বীকার তথাপি জপ শিথিল করিও না। তোমার মত দুর্ব্বল কলির জীবের রক্ষার একমাত্র উপায়—সব শাস্ত্রীয় কার্য্য যথাসাধ্য করা—কিন্তু মুখ্য ভাবে রাম রাম সর্ব্বদা করা।

(২)

অদ্ভুত সৎসঙ্গ হইল। কি কথা হইল—মনে রাখিয়াছ কি? মরণ কালেও যে আমাকে স্মরণ করে সে আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়।

মরণ কালে মানুষের কি হয়—শ্রুতি হইতে ইহা দেখান হইল। উদ্দেশ্য মরণের ভাবনায় প্রাণকে কাতর করিতে হইবে। কাতরতা না জাগিলে রাম রাম করা ঠিক হয় না। আবার রাম রাম করিলে কি উপকার হয় তাহার দৃষ্টান্ত ও দেওয়া হইল। রাম কে? তাহাও বলা হইল। দেখান হইল মহাপ্রলয়ে সব জীব মরিয়া লয় হইল প্রকৃতিতে। আর প্রকৃতি পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছেন—আর কিছুই নাই; পুরুষ রামই আছেন—আপনার আপনি—আপনি স্বরূপে আছেন। আবার সৃষ্টি হইল। রামই সগুণ বিশ্বরূপে সাজিলেন। আবার সকলের মধ্যে আত্মা হইয়া প্রবেশ করিলেন। আবার পৃথিবীর পাপ ভার দূর করিবার জন্য ঘনশ্যাম রাম রূপে মায়া মানুষ হইলেন। কত লীলা করিলেন; লীলার যে কোন দৃশ্যের ছবি ভাবিয়া ভাবিয়া রাম রাম কর।

যঃ পৃথ্বীভর বারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবী তলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হত রাক্ষসঃ পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্ব মাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে॥

এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরের শ্লোকটিও মুখস্থ করিয়া ফেল—রাম রাম সর্ব্বদা করার সুবিধা হইবে।

বিশ্বোদ্ভব স্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দ সান্দ্রমমলং নিজ বোধরূপং
সীতাপতিং বিদিত তত্ত্বমহং নমামি॥

রাম বিশ্বাসী পণ্ডিতের নিকট শ্লোকটির অর্থ ধারণা কর—রাম তত্ত্ব জানিতে পারিবে। তারপর তোমার মনের প্রলাপ ত তুমি জানিতেছ—ইহাই তোমাকে সর্ব্বদা কাতর রাখিবে। মনের প্রলাপইত দুরত্যয়া মায়া। ইহার জন্যই রাম রাম করা। পুরুষকারত ইহারই সহিত সংগ্রাম করা। উপকার অর্থে যেমন উপ সমীপে কার করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ লোককে বা তোমাকেও ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী করাই যেমন তোমার যথার্থ উপকার করা, সেইরূপ তোমার মধ্যে প্রকৃতি যেমন প্রলাপ তুলিতেছেন, পুরুষও ত সেইরূপ তোমাকে শান্ত করিতে আছেন; তুমি প্রকৃতির না হইয়া নিজেকে পুরুষের করিয়া ফেল অর্থাৎ প্রকৃতি না হইয়া পুরুষ হইয়া যাও—প্রাচীন সংস্কার সমূহকে দূর করিবার জন্য চৈতন্য স্বরূপ রামকে বুঝিয়া রাম রাম কর। রামই তোমার দুর্ব্বার প্রকৃতি জয় করিয়া দিবেন। তুমি যে রাম রাম করিতেছ—ইহা তোমার বিফল হইবে না। রাম ত এইরূপ কত লোককে রক্ষা করিয়াছেন, করিতেছেন, তোমাকেও রক্ষা করিবেন, যে সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের সহিত সংগ্রাম করিবে, পার্থসারথির মত রামই তাহার জন্য প্রকৃতিকে জয় করিয়া দিবেন।

তারপরে সৎসঙ্গ আলোচনায় যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হইল তাহা স্মরণ কর।

গোস্বামী তুলসী দাস সর্ব্বদা রাম রাম করিতেন। নিত্য ক্রিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিতেন, রামায়ণ স্বাধ্যায় করিতেন আর স্বাধ্যায় পূর্ণ করিবার জন্য রামায়ণ লিখিতেন আবার অন্য অবশিষ্ট সময় রাম রাম করিতেন। ছিলেন তখন চিত্রপুটে। নাম জাপীর বিভূতি প্রকাশ পাইবেই। তুলসী মহাত্মার বিভূতি পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। গোস্বামী নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। বড় দরিদ্র—লোকে দেখিত। এক রাজা গোস্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ভক্তের মুখে ভগবানের নাম কত মধুর। রাজা আনন্দে মগ্ন হইতে ছিলেন। শরীরে অশ্রু পুলক দেখা দিতে লাগিল। রাজা এমন সুখ আর জীবনে কখন ভোগ করেন নাই। মহৎ হৃদয়ের লক্ষণ হইতেছে উপকার পাইলে প্রত্যুপকার করা। তুলসী দাসজী রাজাকে ভগবানের সমীপে উপস্থিত

করিয়া "উপকার" করিলেন, রাজা কিন্তু তাঁহার পার্থিব সুবিধা করিয়া দিয়া যথাসাধ্য নিজের হৃদয়ের ভাব জানাইলেন। গোস্বামীর লোটা থালা বাটী কিছুই ছিল না। রাজা স্বর্ণের থালা লোটা বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিয়া পাঠাইলেন।

তখন চিত্রকূটে বড় চোরের উৎপাৎ। গোস্বামীর সোনার তৈজস পত্র চুরী করিবার জন্য চোর লাগিল। তিন রাত্রি ধরিয়া চারিজন ডাকাত চুরী করিবার চেষ্টা পাইল—পারিল না।

প্রাতঃকালে গোস্বামীজী—কুটীর দ্বারে আসন করিয়া রাম রাম করিতেছেন—ডাকাতেরা আসিয়া পদতলে পড়িল। গোস্বামী প্রভু বিস্মিত হইয়াছেন, কিছু বলিতে না বলিতেই সর্দ্দার ডাকাত বলিল "গুসাঁই জী তোম্‌হারা কুটীয়ামে এক শাঁওলে সিপাহি ধনুষ্‌বাণ লে কর পাহিরা দেতা হ্যায় ও কোন হ্যায়? তুলসী প্রভু হাহাকার করিয়া উঠিলেন; দ্রুতপদে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুবর্ণ থালী লোটা বাটী সব আনিয়া লোকদিগকে বলিলেন তোমার এই সব লইয়া যাও—আহা! আমি কি অধম! আমার জন্য আমার প্রভু এত ক্লেশ করিয়াছেন—হায়! হায়! তোমাদের পরম ভাগ্য—এই বলিয়া তুলসী প্রভু তাহাদের পায়ে পড়িলেন। ডাকাতেরা বলিল আমরা ডাকাত—সেই "শ্যাঁওলে সিপাহিকে" আপনি নিযুক্ত করেন নাই—তিনি রাম—তিনি আপন ইচ্ছায় ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জিনিষ পত্র "পাহিরা" দেন। আমারা বড় পাপী আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন। চোরেরা গোস্বামীর নিকট হইতে মন্ত্র পাইল আর উদ্ধার পাইল। আহা! এই ভগবান্ ধনুর্ব্বাণ লইয়া তোমাকেও রক্ষা করিবেন—রক্ষাও করিতেছেন—তুমি বুঝিতে পারিবে—তুমি মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রাম রাম করিতে চেষ্টা করিয়া চল।

সৎসঙ্গে আরও কতকগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা হইল। পশ্চিম প্রদেশের কোন এক গ্রামে এক বৃদ্ধ সর্ব্বদা রাম রাম করিত। সেই বৃদ্ধ খুনী আসামী সাব্যস্থ হইল। জজ সাহেব বিচার করিলেন। বৃদ্ধের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। বৃদ্ধ কিন্তু তখন ও রাম রাম করা ছাড়ে নাই। জজ সাহেব বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি কিছু বলিবার আছে? এমন সময়ে বৃদ্ধের গ্রাম হইতে তিনজন লোক স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া জজ সাহেবের এজলাসে আসিয়া কাঁদিতে কাঁসিতে বলিল হুজুর ঐ বৃদ্ধ নির্দ্দোষী। পুলিসের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা তাহাদের পরামর্শ মত বৃদ্ধকে খুনী বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছি। হুজুর বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিন—আমাদিগকে যাহা দণ্ড দিতে হয় প্রদান করুন।

বৃদ্ধের চক্ষে জল আর মুখে তখন ও রাম রাম। জজ সাহেব সত্য ঘটনা জানিয়া বৃদ্ধকে খালাস দিলেন—আর ঐ তিন জনকে দুই বৎসর করিয়া জেলে থাকিতে দণ্ড হইল। ঐ তিনজন অতি আনন্দের সহিত দণ্ড গ্রহণ করিল। রাম রাম করিলে রাম এমনি করিয়া রক্ষা করেন। আরও দৃষ্টান্তের কথা বলা হইল।

রক্ষাত তিনিই করেন। সকলের ভিতরে তিনি আছেন সত্য কিন্তু "বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু" যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন দুগ্ধের ভিতরেই ঘৃত থাকে কিন্তু তাহাতে গাভীর অঙ্গপুষ্টি হয় না। দুগ্ধ হইতে ঘৃত বাহির করিয়া লইয়া সেই ঘৃত খাইতে হয় তবেই "আয়ুর্বৈ ঘৃতঃ" হয় নতুবা নহে। ঈশ্বর আছেন সত্য—উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হয়, তবে তিনি যে হিতকারী তাহা জানা যায়। যে যাহা ভজনা করে করুক কিন্তু সর্ব্বদা নাম করাটিকে মুখ্য কার্য্য করুক আর জানুক সত্য ভগবান মঙ্গল ময়, তিনি অমঙ্গলকেও মঙ্গল করিয়া দিয়া থাকেন।

শেষ রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখনই মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া বিছানায় বসিয়া শয্যাকৃত্য গুলি করিতে হয়। অনেকেই ইহা করেন কিন্তু ইহাতে অনেকেরই মনে হয় না "কিছু করিলাম"। শয্যাকৃত্য করার পর "নাম" করা হউক। এখানে সংখ্যা রাখার আবশ্যক নাই। শুধু ঘন ঘন "রাম রাম" করা। মনের প্রলাপ যদি জোর করে তবে উচ্চ করিয়া রাম রাম করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসে লক্ষ্য রাখা উচিত। তার পরে শ্বাস ধরিয়া ধীরে ধীরে রাম রাম করিতে করিতে উপরে উঠা ও রাম রাম করিতে করিতে নীচে নামা। এই ভাবে কিছুক্ষণ করিয়া যদি দেখা হয় আলস্য অনিচ্ছা ছাড়িল না তখন গুরুর নিকট হইতে আলস্য অনিচ্ছা কাটাইবার জন্য যে আসন শিক্ষা করা হইয়াছে তাহা এবং কিছু প্রাণায়াম ও কিছু মুদ্রা করিয়া একটু স্থির হইয়া বসিয়া শ্বাসে শ্বাসে আবার রাম রাম জপিয়া পরে শৌচাদি করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা—ক্রিয়া ইত্যাদি করা। তারপরে কোন সময় রাখা উচিত স্বাধ্যায়ের জন্য। এইভাবে তিন বেলায় ভগবান লইয়া থাকিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া জীবন কাটান।

সর্ব্বদা রাম রাম যাঁহারা করিবেন তাঁহারা জপে পরিশ্রান্ত হইলে কথা কহিতে কহিতে ধ্যান অভ্যাস করিবেন। আবার ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে আবার জপে আসিবেন। আবার জপ ও ধ্যানে পরিশ্রান্ত হইলে রাম তত্ত্ব বিচার করিবেন। যিনি যাহারই সাধনা করুন না কেন তিনি আত্মারই সাধনা করেন। শিব ভক্ত বলেন "আত্মাত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং" ইত্যাদি। শক্তি

ভক্ত বলেন "আত্মা এবাসিমাতঃ" রামভক্ত বলেন "রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ মদ্বয়ং সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং" ইত্যাদি। আবার যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ। শ্রুতি বলেন "যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য সার্ব্বাত্ম্যং প্রাপ্যলীলয়া" "কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্" ইত্যাদি।

তাই বলিতেছি বিপদ আসিতে দেখিয়াও নাম করিতে করিতে তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বলিতে হইবে "যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম্" পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যাহা হইবার তাহাই হউক কিন্তু

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি
তৎ পাদাম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্ বিশেষরূপে আমার প্রার্থনা এই যে জন্মজন্মান্তরে ও যেন তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

সংসার সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো!
আধি ব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো!

এই গুলি অনুভব করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে কথা কহিতে করিতে যিনি রাম রাম করেন তিনিই রামের কৃপা বুঝিতে পারেন। আর কি বলিব—জগন্মাতার অশোক কাননে অবস্থান যাঁর হৃদয়ে ভাসে তিনি বড় ভাগ্যবান্! একান্তে শত চেড়ীর দুর্ব্বাক্যকে যিনি অন্তরে প্রলাপরূপে দেখেন আর বাহিরে অনাত্মা সম্বন্ধে বাক্যালাপকে যিনি রাবণের প্রতিনিধি রূপে ভাবিতে পারেন—ভিতর বাহিরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যিনি জগন্মাতার অবস্থা স্মরণে তাঁর সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া রামের স্মরণে সময় অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করেন আহা! তাঁহার জন্য শ্রীভগবানই সদা চিন্তিত থাকেন—তাঁহারই ধর্ম্ম কর্ম্ম করা সফল—তাঁহার জীবনই সার্থক। ভক্ত হৃদয় চিরিয়া দেখাইয়া ছিলেন সীতারাম এইরূপে সকলের হৃদয়ে—যিনি বাক্যে কর্ম্মে এবং ভাবনায় এই সীতারামকে ভিতরে জানাইয়া—কমল লোচন সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া আছেন স্মরিয়া, সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পারেন—আর বাহিরে এই সমন্তাৎ প্রসারিত নীল আকাশ চক্ষুতে তিনিই আমার প্রতি চাহিয়া আছেন, স্বরূপে রূপ মিশাইয়া—সকলের ভিতর হইতে তিনিই আমার প্রতি চাহিয়া আছেন মনে করিয়া যিনি সর্ব্বদা রাম রাম করিতে পারেন আর গোস্বামী তুলসী দাসের মত যিনি বলিতে পারেন "সীয়া রামময় সব জগ জানি করো প্রণাম জোড়ি যুগপাণি" আহা সেই সাধকই সফল জন্মা, সৎসঙ্গের ফল তাঁহাতেই ফলে।

———

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

খ্যাপার গান।

নাম রসায়ন।

দুঃখ দৈন্য অনুপান সহ
অনুক্ষণ সেবনীয়॥

(প্রথম মাত্রা)

নাম রসায়ন সেবন করিতে
বাসনা জেগেছে মনে।
রাম রাম রাম বল অনিবার
অয়ি সরস রসনে॥
শয়নে স্বপনে বল রাম রাম
জাগরণে নাম গাও।
শোকে সুখে দুঃখে পাপ তাপ রোগে
রাম নামে ডুবে যাও॥
ভোজনে গমনে আলোকে আঁধারে
বল সুধামাখা নাম।
প্রাণপূর্ণ হবে যাবেরে পিপাসা
পাইবি আনন্দ ধাম॥
স্বরূপ হারাণ জীবরে আমার
কেঁদনা কেঁদনা আর।
(তোর) সকল যাতনা হবে অবসান
নিলে নাম সুধাসার॥
নেরে নেরে নাম সর্ব্ব পাপ হরা
ত্রিতাপ যাবেরে দূরে।
জাগিবি আনন্দে আনন্দে ঘুমাবি
থাকিবি আনন্দপুরে॥

আনন্দ হইতে হেথায় আসিয়ে
তাহারে হারায়ে ফেলে।
এত হাহাকার এতরে যাতনা
কেবল স্বরূপ ভূলে॥
সম্মুখে শ্রীগুরু করুণা সাগর
আর কিবা আছে ভয়।
বল গুরু গুরু গাও রাম রাম
দাওরে নামের জয়॥
বলেছেন গুরু নাম নিলে পরে
সব ভয় দূরে যাবে।
হউক নির্ব্বাণ অথবা জনম
আমার কোলেতে রবে॥
জয় জয় গুরু জয় জয় রাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটেছে কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ॥

দ্বেষবুদ্ধিতে ভগবান লাভ—মারীচ।

বিরোধ বুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি।
দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ॥

ভক্তি ভাবে শ্রীভগবান্‌কে শীঘ্র প্রসন্ন করা যায় না—আমি বিরোধ বুদ্ধিতেই হরিকে লাভ করিব—এই নিশ্চয় করিয়া রাবণ মারীচের নিকটে আসিলেন। তখন ও সীতা হরণ হয় নাই। রাবণ মারীচকে সীতা হরণ ব্যাপারে সহায়তা করিতে বলিলেন।

রাবণ মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মারীচ বিস্মিত হইয়া রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল পরে বলিল—

কেনেদং উপদিষ্টং তে মূলঘাতং করং বচঃ॥

রাক্ষস কূল সমূলে বিনাশ করিবার এই মূলঘাতকর উপদেশ কে তোমায় দিল—মারীচ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের ইতিহাস বলিতে লাগিল।

আমি রাক্ষস—হিংসা করাই আমাদের স্বভাব। যেথানে যে যাহা সাধুকর্ম্ম করিবে—মুক্তির জন্য যে যাহা করিবে তাহার বিঘ্নাচরণেই রাক্ষসের সুখ। লোকে দুঃখে ছট্‌ফট্‌ করিবে তাহা দেখিলেই আমাদের আনন্দ।

বাল্যকালে আমি কৌশিকের যজ্ঞের বিঘ্নাচরণ করিতাম। বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার জন্য এই রামকে আনিল। রাম একবাণে আমাকে সাগরে নিক্ষেপ করিল। কি প্রতাপ! কোথায় বিশ্বামিত্রের আশ্রম আর কোথায় দক্ষিণ সমুদ্র। শত যোজন দূরে আমি নিক্ষিপ্ত হইলাম।

* * তদাদি ভয় বিহ্বলঃ

স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ।

সেই পর্য্যন্ত ভয় বিহ্বল হইয়া আমি রামকে স্মরণ করিয়া করিয়া সর্ব্বত্রই দেখি রাম আমায় বিনাশ করিতে আসিতেছে।

রাম দণ্ডকারণ্যে আসিলেন—সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে আমি পূর্ব্বের বৈরিভাব চিন্তা করিয়া তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ মৃগরূপ ধরিয়া তাহাদিগকে হনন করিতে ছুটিলাম। রাম আমার বক্ষে এক শর নিক্ষেপ করিলেন আমি বিভ্রান্ত হৃদয়ে সাগরে গিয়া পড়িলাম।

কি বলিব রাক্ষসেন্দ্র! সেই অবধি আমি আর সুস্থ হইতে পারিলাম না। আর আমার অদৃষ্টে কোন কিছু ভোগ করা হইলনা। কোন কিছু ভোগ করিতে গেলেই রাম দেখি—ভয় হয় বুঝি রাম বিনাশ করিতে আসিতেছে।

রাম মেব সততং বিভাবয়ে
ভীত ভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্ন রমণী রথাদিকং
শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ।

কোন কিছু ভোগ করিব মনে হইলেই ভয় হয়। কর্ণে যদি শুনি ভয় হয়।

রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া
বাহ্য কার্য্যমপি সর্ব্বমত্যজম্।

নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপে
রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্ ॥
স্বপ্নদৃষ্টি গত রাঘবং তদা
বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ।

এই বুঝি রাম আসিল মনে করিয়া আমি সমস্ত বাহ্য কার্য্যও ত্যাগ করিয়াছি। এমন কি সুখে নিদ্রা যাইতেও পারিনা। যখন নিদ্রাচ্ছন্ন হই তখন স্বপ্নে রামকে চিন্তা করিয়া—স্বপ্নে রামকে দেখিয়া জাগিয়া উঠি—আর ঘুমাইতে পারিনা।

রাক্ষস হইলে কি হয়—সর্ব্বদা রাম চিন্তা মারীচের হইয়া গিয়াছিল। ভাল বাসিয়া হয় নাই—বিরোধ বুদ্ধিতে হইয়াছিল? তা যাহাতেই হউক যে সর্ব্বদা রাম চিন্তা করিতে পারে সেইত সাধক, তাহার জীবনই সার্থক।

রামের শরে মায়ামৃগরূপধারী এই মারীচ মরিল।

যন্নামাজ্ঞোহপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ।
কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যন্ তেনৈব নিহতোঽসুরঃ॥
তদ্দেহাদুত্থিতং তেজঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাম মেবাবিশদ্দেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
কিং কর্ম্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ।
অথবা রাঘবস্যায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ।

অজ্ঞানেও রাম রাম করিয়া যে মরে রাম তাহাকেও নিজের সমান করিয়া লয়েন—তা এই অসুর হরিকে দেখিতে দেখিতে মরিতেছে। সকলে দেখিল তাহার দেহ হইতে একটা তেজ আসিয়া রামের শরীরে প্রবেশ করিল। দেবতাগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন আর ভাবিলেন এই পাতকী মুনিহিংসক কি কর্ম্ম করিয়া কি পাইল অথবা ইহা রামেরই মহিমা ইহাতে সংশয় নাই। রাম বাণে বিদ্ধ হইয়া এ সর্ব্বদা রাম রামই স্মরণ করিত, ভয়ে গৃহ বিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে রাম চিন্তা করিয়া পাপ রাশি প্রক্ষালন করিয়া নির্ম্মল হইয়াছিল তাই অন্তে রামের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া রামকেই পাইল। ব্রাহ্মণই হও রাক্ষসই হও, পাপী হও বা ধার্ম্মিকই হও রামকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলেই নিশ্চয়ই পরমপদ পাইবেই।

ভুলে দেখা।

ভুলে এককে আর দেখা হইল। ভুল আসিল কিরূপে? এক একই। আপনা হইতে আপনাতে একটা স্ফুরণ হইল যেমন আপনা হইতে সঙ্কল্প ভাসে সেইরূপ। কেন এই স্ফুরণ হয়? স্বভাব। কখন স্ফুরণ হয় কখন অস্ফুরণ। যখন স্ফুরণ শূন্য তখন আপনি—আপনি, যখন স্ফুরণ তখন স্ফুরণ দেখিয়া আপনি আপনি ভুল।

কোন কিছু জানি—আবার জানার অভাবকেও জানি। আপনি—আপনি পূর্ণকেও জানি—ইহার অভাব যে অপূর্ণ তাহাকেও জানি। ক্রোধকেও জানি ক্রোধের অভাবকেও জানি। আপনি—আপনিকেও জানি আপনি আপনির অভাব যে বহু তাহাকেও জানি। অভাবটা নাই কিন্তু কল্পনা করিতে পারি। কল্পনা যখন করি তখন আপনি—আপনি ভুলিয়া। সত্য আপনি আপনি চিরদিন সত্য—মিথ্যা আপনি ভুল চিরদিন অসত্য—চিরদিন ভুল। বল ইহা লীলা—ক্ষতি নাই। ইহা কিন্তু স্বভাব প্রথমে—পরে লীলা।

যাহা দেখি তাহা আপনি আপনির উপরে ভুলের দেখা। চিৎ আপনাকে আপনি যাহা মনে করেন তাহারই স্ফুরণে তাই সাজেন। মনে করাটা অসত্য। এক একই। এক এককে জানেন আবার একের অভাবকেও জানেন। এই অভাবটা কোথাও নাই—একবারেই নাই—ইহা মিথ্যা—ইহা কল্পনা—ইহা উঠিতেই পারেনা। কেননা অভাবটা নাইই। তথাপি কল্পনা যখন হইল—তখন দেখা হইল—ভুল দেখা হইল, ভুল আপনাকে আপনি ভুল। আপনাকে আপনি ছাড়িয়া আমি যে অন্য সেই অসত্য যেন দেখা। এই দেখাতে উল্লাস। স্বয়মন্য ইবোল্লসন্। মিথ্যাতে উল্লাস। মানুষ কম্বল মুড়ি দিয়া ভাল্লুক সাজিয়া হাঁসি—এই উল্লাস। আমি এটা নই তবু এটা—এই উল্লাস। আমি দেহ আমি মন আমি জগৎ এই উল্লাস—উল্লাস—এই ভুলের উল্লাস।

ভুল দেখিতে দেখিতে দেখিতে উল্লাস করিয়া করিয়া—কল্পনার ভুল সত্য মত হইল। তখন আপনি আপনি পূর্ণ থাকিয়া ও পূর্ণের অভাব কল্পনার উল্লাসে পূর্ণ যেন ভুল হইল—অপূর্ণ বহু ভাসিল। ভুলের ভাসা সত্য মত হইল। ব্রহ্ম জীব সাজিলেন, ঈশ্বর সাজিলেন, জগৎ সাজিলেন। ভুলের ঈশ্বর, ভুলের জীব, ভুলের জগৎ। পূর্ণ পূর্ণই সর্ব্বদা—পূর্ণের অভাবটা যাহা কল্পনায় ছিল তাহাই

মূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে পূর্ণের গায়ে ভাসিল। বায়স্কোপের ক্যানভাসের গায়ে ছবি হাসিল কাঁদিল ছুটিল বসিল। এইগুলি নাই তথাপি ক্যানভাসই সব সাজিল আর ক্যানভাসের ভুল ছবি সত্য হইয়া গেল।

যখন ভুল দেখা পাকা হইয়া গেল—জীব জগৎ সাজা সত্য হইয়া গেল তখন ভুল ভাঙ্গান যায় কিরূপে? যিনি ভুল কল্পনা করিলেন তিনি ঠিকই আছেন কিন্তু তাঁহার কল্পনা সত্যমত যখন হইল তখন তাহা ভাঙ্গে কিরূপে?

ভুলের প্রসার কত একবার ভাবনা কর। জন্ম হওয়া ভুল, মরণটা ভুল; ক্ষুধা ভুল, পিপাসা ভুল; শোক ভুল, মোহ ভুল। জাগ্রত হওয়া ভুল, নিদ্রা যাওয়া ভুল, সুষুপ্তি ভুল। কিছু দেখা ভুল, শুনা ভুল, স্মরণ করা ভুল। হরি হরি ভুলের সাগরে ভুলের তরঙ্গ। অপার সাগর সর্ব্বদা তরঙ্গ। অহো মায়া অহো মায়া। অহো! ভুল ভাঙ্গিবে কিরূপে?

সত্যই "মম মায়া দুরত্যয়া" আমার মায়াকে অতিক্রম করিতে কেহ পারেনা। কিন্তু আমি পারি। আর যে আমার শরণ লয় "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে"—আমার শরণ যাহারা লয় তাহারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে।

আমার অবতার এই মায়া অতিক্রম করাইবার জন্য। তুমি অজ্ঞান সমুদ্রে ডুবিয়াছ। তুমি আমার শরণ লও। বল—হায় কে আছে?—কে আমাকে মায়া সমুদ্র হইতে তুলিবে? আহা! আমি যে পারিলাম না—মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়াও ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কে আছ যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়াও ত্যাগ করিয়া সত্য হইয়া আছ? তুমিই সেই আপনি আপনি। আপনি আপনি তুমি সর্ব্বদা। তথাপি ভুল ঈশ্বর সাজিয়া, ভুল জীব সাজিয়া সত্য মত ভুলকে সত্য দেখাইবার জন্য আসিয়াছ। ঈশ্বর ও ভুল? হাঁ—"ময়ি জীবত্ব-মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি" শ্রুতিই এই বলিতেছেন—ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। এক একই আছেন—আর কিছুই নাই, আর কিছুই উঠে নাই। যাহা উঠা মত দেখিতেছ তাহা সেই আপনি আপনি, তা ঈশ্বর উঠাই কি, জগৎ উঠাই কি আর জীব উঠাই কি? দেখার দোষে এককে—নানা দেখা হইয়া যায় নতুবা "বন্ধ্যা পুত্রোন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" বন্ধ্যার পুত্র ইহা অসৎ। তত্ত্ব দ্বারাই বল বা মায়া দ্বারাই বল বন্ধ্যাপুত্র জন্মিতেই পারেনা—সেইরূপ জগৎ উঠিতেই পারেনা—দেহ উঠিতেই পারেনা—মন উঠিতেই পারেনা। তথাপি যে দেখা তাহা ভুলে দেখা।

"আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—ইহাই সত্য।

ভুল বুঝিয়া ও যখন ভুল ছাড়া যায় না তখন যিনি তাহা পারিয়াছেন তাঁর আশ্রয় লওয়া এক উপায়। এইটি ভক্তির পথ। জগৎটা মিথ্যা। এই মিথ্যা ভুলিবার জন্য আকাশ মত তোমাকে দেখিলাম, তোমার সঙ্গে থাকিলাম, তোমায় লইয়া থাকিলাম। এইটি ভক্তি পথ। আর জ্ঞান পথ হইতেছে—জগৎটা মিথ্যা ইহার বিচার পুনঃ পুনঃ করা। করিয়া দেখা—তোমার গায়ে দেখার দোষে জগৎ ভাসিয়াছিল। তোমার কথা শুনিয়া—চৈতন্যের কথা শুনিয়া, চৈতন্যকে মনন করিয়া, চৈতন্যকে ধ্যান করিয়া চৈতন্যকে দেখা। দেখিয়া চৈতন্যের গায়ে যাহা ভাসিয়াছিল তাহা আর না দেখা। ঘট পট শরাব—সমস্তই মাটি। মাটি ভাবিতে ভাবিতে আর ঘটের আকার, পটের আকার না দেখা। স্থির সমুদ্র ভাবিয়া ভাবিয়া তরঙ্গের দিকে চাহিয়াও তরঙ্গ না দেখা—স্থির সমুদ্রই দেখা। ইহা জ্ঞান মার্গ। তত্ত্বাভ্যাস করিয়া করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাসনা ক্ষয় করা আর মনোনাশ করা। জ্ঞানীর সাধনা এই। জ্ঞানী না হইতে পার ভক্ত হইয়া যাও। তুমি তোমার ইচ্ছা আর রাখিওনা। শুধু তাঁর আজ্ঞা, তাঁর ইচ্ছা ধরিয়া যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও। তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তোমার কার্য্য তুমি কর যেখানে লইয়া গেলে হয়, সেই সেখানে লইয়া যাইবে, ভুল দেখা সেই ছাড়াইয়া দিবে। ভক্তি পথ তাই নিরুপদ্রব। ভক্তি পথে গিয়া জ্ঞানপথে যাইবার সামর্থ্য লাভ কর এই সব।

———

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকা বা সীতারামতত্ত্বকৌমুদী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পিতামহ (ব্রহ্মা) কর্ত্তৃক সমীরিত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া, চিতা সঞ্চালন পূর্ব্বক জনকাত্মজা বৈদেহীকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং বালসূর্য্যসমপ্রভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা, রক্তাম্বরধরা, নীল কুঞ্চিত কেশা, অম্লান

মাল্যাভরণধারিণী অনিন্দিতা, জনক দুহিতাকে ক্রোড়ে করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং লোকসাক্ষীপাবক বলিলেন রাম! এই তোমার জানকী, ইহাঁতে কোন পাপ নাই, এই শুভা, সচ্চরিত্রা জনকনন্দিনী বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই, নির্জ্জন কাননে তোমা কর্ত্তৃক বিরহিতা হওয়ায় ইনি নিরুপায়া ও বিবশা ছিলেন, সুতরাং বীর্য্যগর্ব্বিত রাবণ বলপূর্ব্বক ইহাঁকে অপসারিত করিয়া আনিয়াছিল, ইনি অন্তঃপুর মধ্যে রুদ্ধা ও স্বজনসম্পর্ক রহিতা ছিলেন, ভীষণ রজনীচর রমণী সকল নিয়ত ইহাঁর প্রহরী স্বরূপ ছিল, ইনি অবিরাম তোমার মুখচন্দ্রকেই ধ্যান করিতেন, ইহাঁর অন্তরাত্মা তোমাতেই সদা অনুরক্ত ছিল, এই নিমিত্ত তুমি ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ইহাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, নানাবিধ তর্জ্জন ও লোভ প্রদর্শন করিলেও, ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রাহ্য করেন নাই। অতএব বিশুদ্ধভাবা নিষ্পাপা মৈথিলীকে কোন কথা না বলিয়া, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। সর্ব্বলোক সাক্ষী মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা প্রীতমনা শ্রীরামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, এবং পরে মহাতেজা, ধৃতিমান্, মহাবিক্রম ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুল লোচন শ্রীরামচন্দ্র দেবপ্রধান বিভাবসুকে বলিলেন, শুভাজানকী দীর্ঘকাল রাবণের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোক সমক্ষে ইহাঁর পবিত্র ভাবের পরীক্ষা হওয়া অবশ্য উচিত; আমি যদি বিনা পরীক্ষায় জানকীকে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে, লোকে বলিত যে, দশরথের পুত্র মূর্খ ও কামাত্মা। মৈথিলী যে, অনন্য হৃদয়া, মচ্চিত্ত পরায়ণা, তাহা আমি অবগত আছি, এই বিশালাক্ষীর পাতিব্রত্য তেজ ইহাঁকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই, সমুদ্র যেমন বেলা ভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ ইহাঁর প্রতি অত্যাচার করা রাবণের সাধ্য হয় নাই, আমি নিশ্চয় জানি, দুষ্টাত্মা রাবণ প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় অপ্রাপ্যা মৈথিলীকে মন দ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই, রাবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও, ইহাঁর কদাচ চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে না, প্রভা যেমন ভাস্করের ইনিও তদ্রূপ আমার, অপরের নহেন। যাহা হোক্, স্বভাবতঃ শুদ্ধা জনকাত্মজা ত্রিলোকের সমক্ষে স্বীয় বিশুদ্ধতা স্থাপন করিলেন, অতএব আত্মবান্ ব্যক্তি যেমন স্বীয় কীর্ত্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও সেইরূপ ইহাঁকে এখন আর ত্যাগ করিতে পারি না, বিশেষতঃ আপনারা লোকপাল হইয়া যখন স্নেহ সহকারে উচিত বোধে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই আপনাদের হিতবাক্য পালন করিতে হইবে। মহাশয়া মহাবল শ্রীরাম-

চন্দ্র এই কথা বলিয়া প্রিয়া সম্মিলনে সুখী হইলেন, তৎকালে সকলেই তাঁহার এই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। *

অধ্যাত্মরামায়ণে মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেবের মুখে সীতারাম স্তুতি।

লোক সাক্ষী বিভাবসু লোকগুরু ব্রহ্মার শ্রীরামস্তুতি শ্রবণ পূর্ব্বক বিমল অরুণদ্যুতিবৎ শোভমানা রক্তাম্বরা দিব্যভূষণান্বিতা জনক নন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, হে প্রপন্নের (শরণাগতের) সর্ব্ব দুঃখহর! যে জানকীকে পূর্ব্বে দেবকার্য্য সাধনার্থ তুমি বনে আমাতে স্থাপিত করিয়াছিলে, সেই জানকীকে গ্রহণ কর। হে হরে! দশাননের প্রাণ বিনাশ হেতু তুমি মায়া জনকাত্মজা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, দশানন পুত্র-বান্ধবগণের সহিত হত হইয়াছে, হে প্রভু! পৃথিবীর ভার নিরাকৃত হইয়াছে। তুমি যে উদ্দেশ্যে প্রতিবিম্বরূপিণী

---

* "এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং পিতামহ সমীরিতম্। অঙ্কেনাদায় বৈদেহী মুৎপপাত বিভাবসুঃ॥ বিধূয়াথ চিতাং তাং তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ। উত্তস্থৌ মূর্ত্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাং॥ তরুণাদিত্য সঙ্কাশাং তপ্তকাঞ্চন ভূষণাং। রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাং॥ অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাম্। দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্কে কৃত্বা বিভাবসুঃ॥ অব্রবীত্তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ। এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥ নৈব বাচা ন-মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা। সুবৃত্তাবৃত্ত শৌচীর্য্যে ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা॥ রাবণেনাপনীতৈষা বীর্য্যোৎসিক্তেন রক্ষসা। ত্বয়া বিরহিতা দীনা বিবশা নির্জ্জনে সতী—॥ রুদ্ধা চান্তঃপুরে গুপ্তা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা। রক্ষিতা রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ॥ প্রলোভ্যমানা বিবিধং তর্জ্জ্যমানা চ মৈথিলী। নাচিন্তয়ত তদ্রক্ষস্ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা॥ বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব মৈথিলীং। ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥ ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং বরঃ। দধ্যৌ মুহূর্ত্তং ধর্ম্মাত্মা হর্ষব্যাকুল লোচনঃ॥ এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ। উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥ অবশ্যং চাপি লোকেষু—সীতা পাবনমর্হতি। দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃ পুরে শুভা॥ বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ। ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি॥ অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্ত পরিরক্ষিণীং। অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥ ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা। রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥ ন চ শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্। প্রধর্ষয়িতু-

জানকীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, কৃতকৃত্যা হইয়া সেই মায়া সীতা এখন তিরোহিতা হইয়াছেন। *

দেবী ভাগবতে সীতারাম স্তুতি।

লক্ষ্মীর অংশরূপিণী কুশধ্বজকন্যা নারায়ণ পরায়ণা, আজন্মতপস্বিনী, সাধ্বী বেদবতীকে (ইনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র উত্তম জ্ঞান সম্পন্না হইয়া, স্পষ্ট বেদধ্বনি করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মনীষিগণ ইহাঁর "বেদবতী" নাম রাখিয়াছিলেন) দুষ্ট রাবণ সকামভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া ইনি, 'তুমি আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে,' রাবণকে এই শাপ প্রদান পূর্ব্বক যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন। বেদবতীর এই লোকোত্তর ভাব, এই অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, রাবণকেও হতবুদ্ধি, বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল, হায়! কি গর্হিত কার্য্যই করিলাম, আহা, কি অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলাম লোক রাবণ, দুষ্ট রাবণের মুখ হইতেও অবশভাবে এইরূপ কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই সাধ্বী, মহাতপস্বিনী কালান্তরে জনকাত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ কালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর "সীতা" নাম

মপ্রাপাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী। অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥ বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা। ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥ অবশ্যং চ ময়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো বচো হিতম্। স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবং চ বদতাং হিতম্॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্ম্মণা। সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ॥" —বাঃরামাঃযুদ্ধকাণ্ড।

* "শ্রুত্বা স্তুতিং লোকগুরোর্বিভাবসুঃ স্বাঙ্কে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাং। বিভ্রাজমানাং বিমলারুণদ্যুতিং রক্তাম্বরাং দিব্যবিভূষণান্বিতাম্॥ প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রঘূত্তমং প্রপন্ন সর্ব্বার্ত্তিহরং হুতাশনঃ। গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ! জানকীং পুরা ত্বয়া ময্যবরোপিতাং বনে॥ বিধায় মায়াজনকাত্মজাং হরে দশাননপ্রাণ-বিনাশনায় চ। হতো দশাস্যঃ সহ পুত্রবান্ধবৈর্নিরাকৃতোঽনেন ভরো ভুবঃ প্রভো! তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা॥ * * * অধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড।

হইয়াছিল। † জন্মান্তরীয় তপস্যা বলে, মহাতপস্বিনী সীতা পরিপূর্ণতম হরি শ্রীরামচন্দ্রকে পতি লাভ করেন ("মহাতপস্বিনী সা চ তপসা পূর্ব্বজন্মতঃ। লেভে রামং চ ভর্ত্তারং পরিপূর্ণতমং হরিম্॥"—দেবী ভাগবত, নবম স্কন্ধ)। সত্য স্বরূপ রঘূত্তম বলবত্তর কালপ্রভাবে পিতৃ সত্য পালনার্থ সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমুদ্র নিকটে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ বিপ্ররূপধারী হুতাশনকে দেখিতে পান। সত্যপরায়ণ বিপ্ররূপধারী অগ্নিদেব, সত্যপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, ভগবন্ যাহা কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার এই সীতা হরণের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, দৈব দুর্নিবার্য্য, অতএব আপনি আমার জননী সীতা দেবীকে আমাকে অর্পণ করুন এবং নিজসমীপে ছায়ারূপিণী সীতাকে রাখুন, অগ্নি পরীক্ষা সময়ে আমি ইহাঁকে পুনর্ব্বার প্রদান করিব। দেবগণ এইজন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি স্বয়ং অনল, দেবপ্রেরিত হইয়া আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। রামচন্দ্র অগ্নিদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। হে নারদ! অগ্নিদেব তখন যোগবলে সীতা তুল্য রূপ-গুণশালিনী মায়াসীতা সৃষ্টি করিয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্যের কথা কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন না। * অধ্যাত্ম রামায়ণে উক্ত

---

† "কুশধ্বজস্য পত্নী চ দেবী মালাবতী সতী। সা সুষাব চ কালেন কমলাংশাং সুতাং সতীং॥ সা চ ভূমিষ্ঠকালেন জ্ঞানযুক্তা বভূব হ। কৃত্বা বেদধ্বনিং স্পষ্টং উত্তস্থৌ সূতিকা গৃহাৎ॥ বেদধ্বনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কণ্যকা। তস্মাত্তাং চ বেদবতীং প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥"—* * * "সা শশাপ মদর্থে ত্বং বিনংক্ষ্যসি সবান্ধবঃ। স্পৃষ্টাহং চ ত্বয়া কামাৎ বলং চাপ্যবলোকয়। ইত্যুক্ত্বা সা চ যোগেন দেহত্যাগং চকার সা॥"—* * * "সা চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা। সীতা দেবীতি বিখ্যাতা যদর্থে রাবণো হতঃ॥"—দেঃ ভাঃ ৯ম স্কন্ধ।

* "পিতুঃ সত্যপালনার্থং সত্যসন্ধো রঘূদ্বহঃ। জগাম কাননং পশ্চাৎ কালেন চ বলীয়সা॥ তস্থৌ সমুদ্র নিকটে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। দদর্শ তত্র বহ্নিং চ বিপ্ররূপধরং হরিঃ॥" * * "উবাচ কিঞ্চিৎ সত্যোষ্টং সত্যং সত্যপরায়ণঃ॥ দ্বিজ উবাচ। ভগবন্ শ্রূয়তাং রাম কালোঽয়ং যদুপস্থিতঃ। সীতাহরণকালোঽয়ং

হইয়াছে, 'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সর্ব্বচেষ্টা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়া, সীতাদেবীকে একান্তে বলিয়াছিলেন, জানকি! আমার কথা শ্রবণ কর, রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকটে আসিবে, অতএব তুমি ত্বৎ সদৃশ ছায়া, উটজে (পর্ণ নির্ম্মিত শালা) স্থাপন পূর্ব্বক, আমার আজ্ঞানুসারে এক বৎসর অদৃশ্য রূপে অগ্নিতে অবস্থান কর; হে শুভে! রাবণবধান্তে তুমি আমাকে পূর্ব্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মীরূপিণী, পতিপ্রাণা সীতা দেবী তাহাই করিয়াছিলেন, মায়াসীতা বাহিরে স্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং অনলে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দুষ্ট রাবণ এই মায়া সীতাকেই হরণ করিয়াছিল। †

স্কন্দ পুরাণে ও সীতা উপনিষদে সীতা ও শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন স্কন্দপুরাণে ও সীতা উপনিষদে সীতাদেবী যে, সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা, ইনি যে, ব্রহ্মবিদ্যা, ইনি যে, বেদস্বরূপিণী স্পষ্টতঃ তাহা উক্ত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণ বলিয়াছেন, সীতাদেবী সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সীতাদেবী শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, জনকের কুলে আবির্ভূতা হইয়া, জনকাত্মজা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। এই সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্ববিদ্যাময়ী সীতাদেবী পূর্ব্বে "বেদবতী"

তবৈব সমুপস্থিতঃ॥ দৈবং চ দুর্নিবার্য্যং চ ন চ দৈবাৎ পরো বলী। জগৎপ্রসূং ময়ি ন্যস্য ছায়াং রক্ষান্তিকেঽধুনা॥ দাস্যামি সীতাং তুভ্যং চ পরীক্ষাসময়ে পুনঃ। দেবৈঃ প্রস্থাপিতোঽহং চ ন চ বিপ্রো হুতাশনঃ॥ রামস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ন প্রকাশ্য চ লক্ষ্মণম্। স্বীকারং বচসশ্চক্রে হৃদয়েন বিদূয়তা॥ বহ্নির্যোগেন সীতায়া মায়াসীতাং চকারহ। তত্তুল্যগুণসর্ব্বাঙ্গাং দদৌ রামায় নারদ॥ সীতাং গৃহীত্বা স যযৌ গোপ্যং বক্তুং নিষিধ্য চ। লক্ষ্মণো নৈব বুবুধে গোপ্যমন্যস্য কা কথা॥" দেঃ ভাঃ ৯ম স্কন্ধ।

†"অথ রামোঽপি তৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্। উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি! মে বচঃ॥ রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্। ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ॥ অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া। রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ব্ববৎ প্রাপ্স্যসে শুভে॥ শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাঽপি তত্র তথাঽকরোৎ। মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেঽনলে॥"—অধ্যাঃ রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৭ম সর্গ।

এই নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। রাজর্ষি জনক এই অযোনিজা কামরূপিণী (স্ব-সংকল্পানুযায়ি-রূপধারিণী) ব্রহ্ম বিদ্যাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সমর্পণ করেন। বিশ্বমাতা, বাঙ্‌ময়ী বেদবতী স্বয়ং রাবণকে আত্মপরিচয় প্রদানকালে, যাহা বলিয়াছিলেন, বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বাবা! আপনার মুখ হইতে আমি পূর্ব্বে এই সকল কথা শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি এই শাস্ত্র বচন সমূহের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বক্তা—সীতাদেবী পূর্ব্বাবতারে বেদবতী ছিলেন, সীতাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, ইনি শরীরিণী আন্বীক্ষিকীবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সীতাদেবী সুরকার্য্য সাধনার্থ সীতারূপে অবতীর্ণা হইয়া ছিলেন, রাজর্ষি জনক এই অযোনিসম্ভবা কামরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সমর্পণ করেন, ইত্যাদি শাস্ত্র বচন সমূহ যে অনর্থক, ইহারা যে মিথ্যা উপকথা, তুমি কেন, বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা মনে করেন, ইহারা অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য রূপে, অসার-বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তুমি এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পার নাই ব'লে আমি বিস্মিত হই নাই, দুঃখিত হই নাই। দুঃখ হয়, বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার, বিচার বুদ্ধির শোচনীয় অপকর্ষ নিবন্ধন, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের ক্রমাবনতি, আমার হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করে। যাহা হোক্, যথাসময়ে আমি তোমাকে যথাশক্তি, অনর্থকরূপে, অসার গল্পরূপে প্রতীয়মান এই সকল শাস্ত্র বচন যে, বস্তুতঃ অনর্থক নহে, অসার গল্প নহে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এখন শঙ্কর ও রাজা দশরথ সীতারামের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, হে কমললোচন! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ষঃ! হে পরন্তপ! হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবলে আজ তুমি এই মহৎকার্য্য সাধন করিলে, সর্ব্বলোকের রাবণভয়রূপ যে ঘোর অন্ধকার প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, রাম! তুমি যুদ্ধ করিয়া সেই অন্ধকার অপসারিত করিলে। কাকুৎস্থ! মানুষলোকে তোমার পিতা রাজা দশরথ তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া, তারিত হইয়াছেন, ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই দেখ, তিনি বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন কর। মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত বিমান শিখরস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের পিতা নির্ম্মল বসন

পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া আছেন, বিমানস্থিত মহাসিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ দশরথ তখন প্রাণ প্রিয়তম পুত্রকে অবলোকন করিয়া, ক্রোড়ে লইয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমি স্বর্গগত এবং দেবতাদিগের সহিত সমান হইয়াছি, তথাপি আমি সত্য বলিতেছি, তোমা-বিহীন হইয়া এই সকল আমার মনোমত হইতেছে না, শ্রেষ্ঠ! তোমার প্রব্রাজন জন্য (বনে পাঠাইবার নিমিত্ত) কৈকেয়ী আমাকে যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে সেই সকল বাক্য অদ্যাপি নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তোমাকে ও লক্ষ্মণকে কুশলী দেখিয়া, তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহার মুক্ত মিহিরের ন্যায় সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম, অষ্টাবক্র হইতে ধর্ম্মাত্মা কহোল ব্রাহ্মণের ন্যায় হে সুপুত্র! হে মহাত্মন্! তোমা হইতেই আমি উদ্ধার পাইয়াছি। সৌম্য! আমি সুরেশ্বর দিগের নিকট ইদানীং জানিতে পারিলাম যে, তুমি পুরুষোত্তম নারায়ণ, রাবণ বধার্থ তুমি মানুষরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। রাম! কৌশল্যাই ধন্যা, বনবাসের পর প্রত্যাগত শত্রুসূদন তোমাকে দর্শন করিয়া, তিনি আনন্দ লাভ করিবেন, রাম! তুমি অযোধ্যায় যাইবার পর যাহারা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য; রাম! তোমাকে, তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, বলবান্, শুচি, ধর্ম্মচারী ভরতের সহিত সমাগত দেখিতে ইচ্ছা করি। সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির জন্য সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ, এখন তোমার বনবাস নিবৃত্ত হইয়াছে, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। যুদ্ধে রাবণকে নিধন করিয়া, তুমি দেব বৃন্দের প্রীতি সাধন করিয়াছ, তুমি এখন কৃতকার্য্য হইয়াছ, শত্রুসূদন! শ্লাঘনীয় যশও প্রাপ্ত হইয়াছ, বৎস! অধুনা রাজ্যস্থ হইয়া, ভ্রাতৃবর্গের সহিত দীর্ঘায়ুঃ লাভ কর। রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিভাবে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হো'ন্, পিতঃ! "আমি সপুত্র তোমাকে ত্যাগ করিলাম" এই বলিয়া আপনি যে, ঘোর অভিশাপ দিয়াছিলেন, প্রভো! আপনার সেই শাপ যেন মাতা কৈকেয়ী ও তাঁহার পুত্রকে স্পর্শ না করে। রাজা দশরথ তখন বদ্ধাঞ্জলি শ্রীরামচন্দ্রকে তথাস্তু বলিয়া, লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! রাম প্রসন্ন থাকিলে, তুমি ইহলোকে ধর্ম্ম ও বিপুল যশঃ, এবং চরমে স্বর্গ ও অনুত্তম মহিমা প্রাপ্ত হইবে। হে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! তোমার মঙ্গল হো'ক্, তুমি রামের শুশ্রূষা কর, রাম সদা সর্ব্বভূতের হিতেরত। সম্মুখেই দেখিতে পাইলে ত এই ইন্দ্রাদি লোক-

পালগণ, এই সিদ্ধ ও পরমর্ষিবৃন্দ, মহাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন, হে সৌম্য! বেদে যে অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্ম দেবতাদিগের গুহ্য হৃদয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন পরন্তপ এই রাম সেই বস্তু। লক্ষ্মণ! তুমি ধৈর্য্য সহকারে সীতার সহিত রামের সেবা করিয়াছ তাহাতে তোমার ধর্ম্মাচরণ ও বিপুল যশোলাভ হইয়াছে। লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মানা পুত্রবধূকে প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে অল্পে, অল্পে বলিলেন, পুত্রি! বৈদেহি! রাম যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইও না, কারণ রাম হিতাভিলাষী হইয়া, লোক প্রত্যয়ার্থ স্বভাবতঃ অপাপবিদ্ধ তোমার বিশুদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পুত্রি! তোমার বিশুদ্ধ-চরিত্রতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তুমি যে দুষ্কর কার্য্য করিলে, ইহা অন্য স্ত্রীলোকের সর্ব্বথা অসাধ্য, বৎসে! তোমার চারিত্র লক্ষণ অনুপমেয়, তুমি যাহা করিলে, তজ্জন্য তুমি সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বকালে নারিদিগের বিশুদ্ধ চরিত্রের আদর্শ হইবে। বৎসে! পতি সেবা বিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্যক না থাকিলেও উপদেশ প্রদান আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎসে! এই রামই তোমার পরম দেবতা। রাজা দশরথ দুই পুত্র ও সীতাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া, বিমানে আহোরণ পূর্ব্বক ইন্দ্র লোক গমন করিলেন। *

---

* "এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রাঘবেনানুভাষিতম্। ততঃ শুভতরং বাক্যং ব্যজহার মহেশ্বরঃ॥ পুষ্করাক্ষ মহাবাহো মহাবক্ষঃ পরন্তপ। দিষ্ট্যা কৃতমিদং কর্ম্ম ত্বয়া ধর্ম্মভৃতাং বর॥ দিষ্ট্যা সর্বস্য লোকস্য প্রবৃদ্ধং দারুণং তমঃ। অপবৃত্তং ত্বয়া সংখ্যে রামরাবণজং ভয়ম্॥" * * * "এষ রাজা দশরথো বিমানস্থঃ পিতা তব। কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাযশাঃ॥ ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া পুত্রেণ তারিতঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা ত্বমেনমভিবাদয়॥ মহাদেববচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। বিমানশিখরস্থস্য প্রণামমকরোৎ পিতুঃ॥ দীপ্যমানং স্বয়া লক্ষ্ম্যা বিরজোঽম্বরধারিণম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা দদর্শ পিতরং প্রভুঃ॥ হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বিমানস্থো মহীপতিঃ। প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট্বা পুত্রং দশরথস্তদা॥ আরোপ্যাঙ্কে মহাবাহু র্বরাসনগতঃ প্রভুঃ। বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ততো বাক্যং সমাদদে॥ ন মে স্বর্গো বহু মতঃ সমানশ্চ সুরর্ষভৈঃ। ত্বয়া রাম বিহীনস্য সত্যং প্রতি শৃণোমি তে॥ কৈকেয্যা যানি চোক্তানি বাক্যানি বদতাং বর। তব প্রব্রাজনার্থানি স্থিতানি হৃদয়ে মম॥ ত্বাং তু দৃষ্ট্বা কুশলিনং পরিষ্বজ্য সলক্ষ্মণং। অদ্য দুঃখাদ্বিমু-

শ্রীরামচন্দ্র যে, সনাতন বিষ্ণু তিনি যে রাবণ কর্ত্তৃক অভিভূত, পরিতপ্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ, সুরগণের কার্য্য সিদ্ধি হেতু সর্ব্বাভিরাম রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, রঘুবংশে স্পষ্টাক্ষরে বহুশঃ তাহা উক্ত হইয়াছে, রঘুবংশের দশম সর্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা আলোকিত হৃদয় কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস তাহা বর্ণন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ কাব্য ও বিজ্ঞান যে, ভিন্ন সামগ্রী নহে, কবিবর কালিদাসের কাব্য পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে, কাব্য হইতে চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্তি হয়, মহৎ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মানুষের কাব্য শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কবিই ধর্ম্ম বক্তা, কবিই সর্ব্বরসৈকবিৎ, যথার্থ কবির বর্ণন কখন মিথ্যা হয় না, কবিই পরসৃষ্টি কর্ত্তা, কবি সর্ব্বোপরিদ্রষ্টা, কবির দৃষ্টি সার্ব্বভৌম, অন্যের দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও যমাদি দেবগণ, মনুষ্যবৃন্দ সকলেই কবিদিগের বশগ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইঁহারা কবি। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব বিশুদ্ধ কাব্য। অনাদি নিধন শব্দতত্ত্ব হইতে বিশ্বের পরিণাম হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বভূত, এক কথায় সর্ব্ব পদার্থই শব্দব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়। বেদান্তসূত্রে এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, দেবতাদিগের আবির্ভাবও শব্দ বা বেদ হইতে হইয়া থাকে। কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি ইতিহাস, কি দর্শন, সকলেই বাগাত্মক, রসাত্মক বাক্য কাব্য ; অতএব সকলই কাব্য, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ এই নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, পালন কর্ত্তা বিষ্ণুকে এবং সংহার কর্ত্তা মহেশ্বরকে "কবি" বলিয়াছেন, কবিকে সর্ব্বরসৈকবিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কবিকে ধর্ম্মবক্তা ও শ্রেষ্ঠ

মোক্তঽস্মি নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা। অষ্টাবক্রেণ ধর্ম্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা ॥ ইদানীং চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ। বধার্থং রাবণস্যেহ পিহিতং পুরুষোত্তমং ॥

সিদ্ধার্থা খলু কৌশল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতং। বনান্নিবৃত্তং সংহৃষ্টা দ্রক্ষ্যতে শত্রু সূদনম্ ॥ সিদ্ধার্থা খলু তে রাম নরা যে ত্বাং পুরীং গতম্। রাজ্যে চৈবাভিষিক্তং চ দ্রক্ষ্যন্তে বসুধাধিপম্ ॥ অনুরক্তেন বলিনা শুচিনা ধর্ম্মচারিণা। ইচ্ছেয়ং ত্বামহং দ্রষ্টুং ভরতেন সমাগতম ॥ চতুর্দ্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্য্যাতিতাস্ত্বয়া। বসতা সীতয়া সার্দ্ধং মৎপ্রীত্যা লক্ষ্মণেন চ ॥ নিবৃত্তবনবাসোঽসি প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া। রাবণং চ রণে হত্বা দেবতাঃ পরিতোষিতাঃ ॥ কৃতং কর্ম্ম যশঃ শ্লাঘ্যং প্রাপ্তং তে শত্রুসূদন। ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥ ইতি ব্রুবাণং

সৃষ্টিকর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। * বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই সকল কথাকে অনেকে সারহীন কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। আমি কবি ও কাব্য এবং বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান নামক সম্ভাষণে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই সকল কথা যে অতিমাত্র সারগর্ভ, তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কবিবর ইমার্শন্ (R. W. Emerson) এবং আর্থর লিঞ্চ্ (A. Lynch) কাব্য (Poetry) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে, তুমি স্বীকার করিবে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উক্ত কথাগুলি সারহীন বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। †

রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। কুরু প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ॥ সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কেকয়ী ত্বয়া। স শাপঃ কেকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশেৎ প্রভো॥ তথেতি স মহারাজো রামমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিম্। লক্ষ্মণং চ পরিষ্বজ্য পুনর্বাক্যমুবাচ হ॥ ধর্মে প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ যশশ্চ বিপুলং ভুবি। রামে প্রসন্নে সর্গে চ মহিমানং তথোত্তরম্॥ রামং শুশ্রূষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন। রামঃ সর্বস্য লোকস্য হিতেষ্বভিরতঃ সদা॥ এতে সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। অভিবাদ্য মহাত্মানমর্চন্তি পুরুষোত্তমম্॥ এতত্তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসংমিতম্। দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রাম পরন্তপ॥ অবাপ্তধর্ম্মাচরণং যশশ্চ বিপুলং ত্বয়া। এবং শুশ্রূষতা ব্যগ্রং বৈদেহ্যা সহ সীতয়া॥ ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রাজা স্নুষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাং। পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ॥ কর্ত্তব্যো নতু বৈদেহি মন্যুস্ত্যাগমিমং প্রতি। রামেণেদং বিশুদ্ধ্যর্থং কৃতং বৈ ত্বদ্ধি তৈষিণা॥ সুদুষ্করমিদং পুত্রি তব চারিত্র লক্ষণম্। কৃতং যত্তেঽন্যনারীণাং যশোহ্যভিভবিষ্যতি॥ ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং প্রতি। অবশ্যং তু ময়া বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরং॥ ইতি প্রতি সমাদিশ্য পুত্রৌ সীতাং চ রাঘবঃ। ইন্দ্রলোকং বিমানেন যযৌ দশরথো নৃপঃ॥"—বাল্মীকিরামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড।

* "চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিঃ কাব্যাদেবোপজায়তে—। মহতঃ পূর্ব্ব সংস্কারাৎ কাব্যশক্তির্নৃণাং ভবেৎ॥" * * * "কবির্বৈ ধর্ম্মবক্তা চ কবিঃ সর্ব্বরহৈকবিৎ॥ ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ। সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি॥ কবীনাং বশগা দেবা ইন্দ্রোপেন্দ্র যমাদয়ঃ। কবীনাং বশগা মর্ত্ত্যাঃ কবয়ো দেবগোচরাঃ॥" * * * "কবির্ব্রহ্মা, কবির্বিষ্ণুঃ কবিরেব স্বয়ং শিবঃ॥"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

† "Every word was once a poem. Every new relation is a new word * * * Language is fossil poetry. * * * But

তুমি কবিবর ভবভূতি প্রণীত উত্তর রাম চরিত নাটক পড়িয়াছ, অতএব আবিভূ্ত শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ—(আবিভূ্ত হইয়াছে তপস্যা দ্বারা নির্দ্দগ্ধ কল্মষ হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে শব্দ ব্রহ্ম—বেদ যাঁহার) ঋষি বাল্মীকির সমীপে আগমন পূর্ব্বক ভূতভাবন, পদ্মযোনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তোমার স্মৃতি পথে জাগরূক আছে, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—ভূতভাবন পদ্মযোনি আবিভূ্ত শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন, ঋষে! তুমি তপস্যা দ্বারা বাগাত্মাতে (বাঙময় বেদে) প্রবুদ্ধ (প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্) হইয়াছ, অতএব তুমি রাম চরিত বর্ণন কর, তোমার অব্যাহত জ্যোতিঃ (অপ্রতিহত, অকুণ্ঠিত প্রকাশ;) আর্য চক্ষুঃ (মনুষ্যদিগের অদৃষ্টগোচর যোগ নেত্র) প্রতিভাত (প্রকাশিত) হোক্, ইতঃপর তোমার কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না, পরোক্ষ বা অতীত ও অনাগত বিষয় সকলও তুমি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইবে, তুমি আদি কবি ("তেন খলু সময়েন তং ভগবন্তমাবিভূ্ত শব্দ প্রকাশমৃষিমুপসঙক্রম্য ভগবান্ ভূতভাবনঃ পদ্মযোনিঃ অবোচৎ; ঋষে! প্রবুদ্ধোঽসি বাগাত্মনি ব্রহ্মণি তদ্ব্রূহি রামচরিতম্, অব্যাহত জ্যোতিরার্ষং তে চক্ষুঃ প্রতিভাতু আদ্য কবিরসি।"—উত্তর রামচরিত)।

---

the poet names the thing because he sees it, or comes one step nearer to it than any other. This expression, or naming, is not art, but a second nature, grown out of the first, as a leaf out of a tree. What we call nature is a certain self-regulated motion or change; and nature does all things by her own hands, and does not leave another to baptize her, but baptizes herself. * * * The poet made all the words and therefore language is the archives of history." * * * The Works of R. W. Emerson vol I Essay XIII—The Poet.

"Form beauty to the expression of beauty is but a step, and that step leads us to poetry. The poet is the historian of beauty. * * * And yet withal, poetry seems to me the finest expression of the human mind. There is no great truth that does not express itself in poetry."—Modes Life by A. Lynch

বক্তা—ভগবান্ প্রাচেতস (বাল্মীকি) মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম বা বেদের ইতিহাস রূপে প্রথম বিবর্ত্ত এই রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—মনোরম দিব্য রাম কথাকে শ্লোক বদ্ধ করিয়াছিলেন ("অথ ভগবান্ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেষু শব্দব্রহ্মণস্তাদৃশং বিবর্ত্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায়") বাল্মীকি রামায়ণেও এইরূপ কথা আছে। আমার প্রসাদে রামায়ণ মহাকাব্যে তোমার কোন বাক্য অনৃতা (মিথ্যা) হইবে না, তুমি মনোরম দিব্যা রাম কথাকে শ্লোক বদ্ধা কর ("ন তে বাগনৃতা কাব্যে মৎপ্রসাদাৎ ভবিষ্যতি। কুরু রাম কথাং দিব্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং॥"—বাল্মীকি রামায়ণ ১।২।৩৮)।

"আবির্ভূত শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ," "বাগাত্মা ব্রহ্মে বা বেদে প্রবুদ্ধ," "শব্দ ব্রহ্ম বা বেদের ইতিহাস রূপে প্রথম বিবর্ত্ত রামায়ণ," এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু—এই সকল কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে (দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারি না, কারণ এখনও ইহাদের প্রকৃত আশয় আমার পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় নাই) বেদ বা শব্দ ব্রহ্মই মূল কাব্য, বেদ বা শব্দ ব্রহ্মই আদি কবি, 'বিজ্ঞান,' 'শিল্প,' 'কাব্য' ইহারা স্বরূপতঃ বিভিন্ন সামগ্রী নহে। ভবভূতি যদি বেদকে কাব্য বা নিখিল বিদ্যা প্রসূতি বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন 'তুমি সমাধি দ্বারা বাগাত্মা বেদে প্রবুদ্ধ হইয়াছ,' 'রামায়ণ শব্দ ব্রহ্মের ইতিহাস রূপে প্রথম বিবর্ত্ত' এইরূপ কথা বলিতেন না।

বক্তা—"বেদই প্রাচেতস হইতে রামায়ণ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন" মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা এস্থলে স্মরণ কর। রাম কথাকে রামায়ণে 'দিব্য কথা' বলা হইয়াছে কেন, তাহা চিন্তনীয়। রামচরিত্রে যাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে কেবল মানুষোচিত চরিত্রই দেখিতে পান, দিব্য চরিত্রের ধারণা যাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, যাঁহাদের বুদ্ধিতে অহিতকর, তাঁহারাই পবিত্র রামচরিত্রে মানুষোচিত দুর্ব্বলতাদি দোষ দেখিতে বিশিষ্ট প্রতিভা প্রসাদে বা দুর্ভাগ্য নিবন্ধন সমর্থ হইয়া থাকেন। লৌকিক সাধুদিগের বাক্য অর্থের অনুবর্ত্তন করে, লৌকিক সাধুরা অর্থের অনুসন্ধান করিয়া বস্তুতত্ত্বের বিচার করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু আদ্য (আবির্ভূত বেদ প্রকাশ, ত্রিকালদর্শী) ঋষিদিগের বাক্যকে অর্থ অনুধাবন করে, অর্থের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া তপঃ সিদ্ধ শক্তি বশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা কদাচ মিথ্যা—নিষ্ফল হয় না (লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥—উত্তর রামচরিত)

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথার হৃদয় কি, যদি তাহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পার, তাহা হইলে, আমার (ব্রহ্মার) প্রসাদে রামায়ণ মহাকাব্যে তোমার (বাল্মীকির) বাক্য মিথ্যা হইবেনা, হে মুনে! তুমি ভাবি রাম চরিত্র যে যে রূপ বর্ণন করিবে, তাহাই রামায়ণ নামক মহাকাব্য হইবে, তুমি যে যে রূপ ভাবি রাম চরিত্র বর্ণন করিবে বিষ্ণু (শ্রীরামচন্দ্র) অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই রূপ কার্য্য করিবেন ("ত্বং তু রামচরিত্রাণি মুনে ভাবীনি বর্ণয়। তত্তু রামায়ণং নাম মহাকাব্যং ভবিষ্যতি। বর্ণয়িষ্যসি যদ্ যৎ ত্বং তত্তু বিষ্ণুঃ করিষ্যতি"--বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ) এই সকল শাস্ত্র বচন আর তোমার কল্পনা বিজৃম্ভিত মিথ্যা কথা বলিয়া মনে হইবে না, রামচন্দ্র ইহা না করিয়া এইরূপ করিলে ভাল হইত, সুজনোচিত হইত তোমার মনে এবম্প্রকার আত্ম-পরের ঘোর অনিষ্টকর ভাবের উদয় হইবেনা। ইতঃপর কবিশ্রেষ্ঠ মহামতি কালিদাস শ্রীরামতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীরামতত্ত্ব।

রাবণ কর্তৃক উপদ্রুত দেবগণ সনাতন বিষ্ণুকে রাবণের বধার্থ মানুষ শরীরে অবতরণ করিবার নিমিত্ত যে ভাবে স্তব করিয়াছিলেন, রঘুবংশের দশম সর্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী, শব্দ ব্রহ্ম নিষ্ণাত কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

"অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্তাং বিমুক্তয়ে॥"—রঘুবংশ ১০ম সর্গ ২৩ শ্লোক।

অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা নিগৃহীত— বিষয়ান্তর হইতে নিবর্ত্তিত মন দ্বারা যোগিরা হৃৎপদ্মস্থ তোমাকে মোক্ষার্থ ধ্যান করেন।

অজস্য গৃহ্ণতঃ জন্ম, নিরীহস্য হত দ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদকস্তব॥

অজ—জন্মরহিতের মৎস্যাদিরূপে জন্ম গ্রহীতার, নিরীহের (চেষ্টা রহিতের) শত্রু বিনাশ, জাগরূকের (সর্ব্বসাক্ষিতা নিবন্ধন নিত্য প্রবুদ্ধের), ও নিদ্রিতের যোগ নিদ্রানুভব, হে প্রভো! তোমার এইরূপ বিরুদ্ধ চেষ্টার যাথার্থ্য কে বুঝিতে সমর্থ? কৃষ্ণাদিরূপে শব্দাদিবিষয় ভোগ করিতে, নর-নারায়ণরূপে দুশ্চর তপশ্চরণ করিতে, দৈত্যমর্দ্দন দ্বারা প্রজাপালন করিতে, অপিচ ঔদাসীন্যভাবে, তটস্থরূপে অবস্থান করিতে, একমাত্র তুমিই সমর্থ, ভোগ ও তপঃ, পালন ও ঔদাসীন্য

পরস্পর বিরুদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি ভিন্ন আর কে সমর্থ হইতে পারে? ("শব্দাদীন্বিষয়ান্ ভোক্তুম্ চরিতুং দুশ্চরং তপঃ পর্য্যাপ্তোহসি প্রজাঃ পাতু মৌদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্।"—রঘুবংশ ১০ম সর্গ)।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস এতদ্দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে, পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনি যে যুগপৎ মানুষোচিত ও দেবোচিত এই উভয়বিধ ব্যবহার করিতে ক্ষমবান্ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও তাঁহার যে, স্বভাব চ্যুতি হয় না, পরমেশ্বরের ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ শরীর গ্রহণ যে, অসম্ভব নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন।

দেবতাদিগ দ্বারা স্তুত হইয়া, সনাতন বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, রাবণ যখন অষ্টবিধ দৈব সৃষ্টির অবধ্য, তখন আমি দাশরথি হইয়া, তীক্ষ্ণ শর দ্বারা রাবণের শিররূপ কমল রাশিকে রণভূমির পূজার্হ করিব ("সোহহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্। করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃ কমলোচ্চয়ম্॥"—রঘুবংশ ১০ম সর্গ)। কালিদাস শ্রীরামচন্দ্র যে, পুরাতন পুরুষ—সনাতন বিষ্ণু পরশুরামের বাক্য দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"প্রত্যুবাচ তমৃষির্ন তত্ত্বতস্ত্বাং ন বেদ্মি পুরুষং পুরাতনম্। গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতোহসি ময়া দিদৃক্ষুণা॥" রঘুবংশ ১০ম সর্গ।

অর্থাৎ ঋষি ভার্গব (পরশুরাম) শ্রীরাম কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, বলিয়াছিলেন, "তুমি যে স্বরূপতঃ পুরাতন পুরুষ, তাহা কি আমি জানিনা? নিশ্চয় জানি; জানিয়াও পৃথিবীতে অবতীর্ণ তোমার বৈষ্ণব শক্তি দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমি তোমাকে কোপিত করিয়াছি।"

ভট্টি কাব্যে শ্রীরামতত্ত্ব।

"অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।
গুণৈর্ব্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎস্বয়ম্॥"—
ভট্টিকাব্য, ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক।

ভট্টি কাব্য রচয়িতা ভট্টি কাব্যের প্রথম সর্গের এই আদ্য শ্লোক দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র যে, সনাতন বিষ্ণুর অবতার, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"প্রণমন্তং ততো রামমুক্তবানিতি শঙ্করঃ।
কিং নারায়ণ মাত্মানং নাভোৎস্মতভবানজম্॥

কোঽন্যোঽর্কৎস্তদিহ প্রাণান্ দৃপ্তানাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
কোবা বিশ্বজনীনেষু কর্ম্মসু প্রাঘটিষ্যত ॥”—

ভট্টিকাব্য একবিংশ সর্গ ১৬।১৭ শ্লোক

রাবণ বধান্তে অযোনিজা অতএব জন্মতঃ পরিশুদ্ধা, জগন্মাতা সীতা দেবীর মূঢ়-জনের প্রত্যয়ার্থ অগ্নি পরীক্ষা সময়ে সমাগত শঙ্কর, ব্রহ্মার বচনানন্তর প্রণত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি কি, আপনাকে অজ (নিত্য) নারায়ণ বলিয়া জানেন না? নিশ্চয় জানেন। আপনি যদি জগৎ পালয়িতা সনাতন বিষ্ণু না হইতেন, আপনি যদি নিজ স্বরূপ না জানিতেন, তাহা হইলে কি, আপনি অন্যের অসাধ্য দৃপ্ত (প্রবল গর্ব্বিত) সুরশত্রু রাক্ষসগণের প্রাণনাশ করিতে সমর্থ হইতেন? আপনি কি এই বিশ্বজনীন (বিশ্বের হিতকর) কর্ম্ম নিষ্পাদনে সচেষ্ট হইতেন?

ভট্টিকাব্য প্রণেতা এই শঙ্কর বাক্য দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র যে, অপ্রতিহত প্রভাব, বিশ্বজনীন প্রেমপূর্ণ হৃদয়, করুণাবরুণালয়, পরহিতৈকব্রত ধর্ম্মসংরক্ষক সনাতন বিষ্ণু, শ্রীরামচন্দ্র যে, লোকহিতার্থ অন্যের সাধ্যাতীত বহু অদ্ভুত কর্ম্মসম্পাদন করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব বিরচিত রুচির শ্রীরামগীত গোবিন্দ নামক মহাকাব্যে শ্রীরামস্তুতি।

“সংসার সাগর তরীকৃত নামধেয়ং ধ্যেয়ং সমাধিরসিকৈর্মুনিভিঃ সদৈব।
দৈবং বিনাঽপি দদতং প্রিয়মানতেভ্যো বন্দে বিভুং রঘুপতিং করুণৈকসীমম্ ॥”

কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব রচিত রামগীতগোবিন্দ।

যাঁহার নাম দুষ্পার ভবপারাবারের তরণি স্বরূপ, যিনি সমাধি রসিক—সমাধি রসবিৎ নারদাদি মুনিগণের সদাধ্যেয়—ধ্যানার্হ, যাঁহারা অকিঞ্চন, যাঁহারা অন্য কোনরূপ সাধন সম্পন্ন নহেন, তুমি ক্ষমাধার, তুমি দীনবন্ধু, তুমি অধম তারণ, তুমি শরণাগত পালক, তুমি পতিত পাবন, যাঁহারা এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবান্ হইয়া, প্রপন্ন হইলে, কেবল প্রণাম মাত্র করিলে, যিনি তাঁহাদিগকে স্বর্গ, অপবর্গ প্রভৃতি তাঁহাদের সর্ব্ববাঞ্ছিত পদার্থ প্রদান করেন, সেই করুণৈক সীম (যাঁহার ন্যায় দয়াবান্ দ্বিতীয় পুরুষ নাই) রঘুপতিকে—রঘুবংশে অবতীর্ণ জগৎপতিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

"রাজব্রহ্মমহর্ষিভ্যো রাজংশ্চিত্রমিদং তপঃ।
রাজন্তে যেন রামাদ্যা ব্রহ্মেশা লোকশাসিনঃ॥"—
কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব রচিত রামগীতগোবিন্দ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! তোমার তপঃ, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদিগের তপ হইতেও আশ্চর্য্যরূপ, কারণ ব্রহ্মেশ (বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবতা) লোক স্থিতি প্রবর্ত্তক রাম লক্ষ্মণাদি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্তুত শ্রীরামস্তুতি।

"অয়ং ত্রয়ীময়ো দেবস্ত্রৈগুণ্য গহনাতিগঃ।
জয়ত্যঙ্গৈরয়ং ষড়্ভি র্বেদাত্মা পুরুষোঽদ্ভুতঃ॥"—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
নির্ব্বাণ প্রকরণ, পূর্ব্বার্দ্ধ ১২৮ সর্গ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন কালে বলিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র ত্রয়ীময়, ইনি বেদাত্মা, অখিল বেদের পরমার্থসার স্বরূপ, এই ত্রিগুণাতীত অদ্ভুত পুরুষই শিক্ষাদি (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ) ষড়্বিধ অঙ্গে জয় যুক্ত হইতেছেন; ইনিই বিশ্বের পালন কর্ত্তা চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু, ইনিই বিশ্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ইনিই সংহার কর্ত্তা ত্রিলোচন মহাদেব। যাঁহারা বেদাত্মা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন, নামস্মরণ অথবা গুণ শ্রবণ করিবেন, যাঁহারা ইহাঁর ধর্ম্মময়, পবিত্র চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিবেন, ইহাঁকে ভক্তি করিবেন, বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, পতিত পাবন, অধমতারণ শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহাদিগকে (তাঁহারা যে রূপ অবস্থায় থাকুন না কেন) মুক্তি প্রদান করিবেন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র জীবের প্রতি স্বভাব সিদ্ধ কৃপা পরবশ হইয়া, এই সত্যের প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র যে বেদাত্মা, শ্রীরামচন্দ্র যে সাঙ্গ, সশাখ, ইতিহাস-পুরাণ. বিশিষ্ট বেদস্বরূপ, তুমি বহুবার তাহা শুনিয়াছ, বহুশাস্ত্রে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, শ্রীরামোত্তর তাপনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র সাঙ্গ, সশাখ, ইতিহাস-পুরাণবিশিষ্ট বেদস্বরূপ, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে হিরণ্যগর্ভকে "বেদাত্মা" বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ, পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন। সর্ব্বাত্মা প্রজাপতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, "তপ" করিয়াছিলেন, "তপ" করিয়া, সৃষ্টি সাধনভূত "রয়ি" ও "প্রাণ" এই মিথুন বা দ্বন্দ্বকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ("প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে।" প্রশ্নোপনিষৎ)।

প্রজাপতি তপ করিয়া, "রয়ি" ও "প্রাণ" সৃষ্টি সাধনভূত এই মিথুনকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই দুর্ব্বোধ্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের হাস্যোদ্দীপক কথার অভিপ্রায় কি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহা বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, "তপ" শব্দ এখানে অন্তঃকরণে ভাবিত, সংস্কার রূপে অন্তঃকরণে বিদ্যমান, শ্রুতি প্রকাশিতার্থ বিষয়ক জ্ঞানেরপর্য্যালোচনার বাচক, বেদ পরমেশ্বরে সংস্কাররূপে নিত্যবিদ্যমান আছেন, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ বেদদ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করেন। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন কালে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যে শ্রীরামচন্দ্রকে "বেদাত্মা," নিখিল বেদ শ্রীরামচন্দ্রে নিত্য সংস্কার রূপে অবস্থান করেন, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ, অতএব "শ্রীরামচন্দ্র বেদ স্বরূপ" এই কথা শুনিয়া (ইহার প্রকৃত আশয় কি, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলেও) তুমি একেবারে বিস্মিত হইবে না, ইহাকে সারহীন, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিবে না, অপিচ এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে তোমার কৌতূহল হওয়া সম্ভব। আমি যে নিমিত্ত রামায়ণকে "বেদ" বলিয়াছি, বলিতেছি, শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত বলিব, আশাকরি, আমার সঙ্গ করিয়া, তোমার তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে, ইহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হইবে না। যাঁহারা বলেন, বেদে রামায়ণী কথা নাই, তাঁহারা বেদ প্রকাশিত, বেদপ্রাণ ঋষিগণ ব্যাখ্যাত বেদের স্বরূপ দর্শন করেন নাই, বলা বাহুল্য, বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ তাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে না। বেদে বেদাত্মার নাম নাই, বেদে বেদাত্মার কোন কথা নাই, আত্মজ্ঞান বিহীন ভিন্ন, আর কেহ, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না। যাঁহারা বেদের স্বরূপ দেখেন নাই, তাঁহারা যেমন বেদকে অসভ্য কৃষকের গান বলিয়া, অপরিপুষ্ট কাব্য বলিয়া, সন্তুষ্ট থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা বেদাত্মা শ্রীরা চন্দ্রের স্বরূপ দেখিতে পান নাই, তাঁহারা কখন শ্রীরামচন্দ্রকে বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম বলিতে, (রাক্ষস মারীচ ও যাহা বলিয়াছিলেন) পারিবেন না, তাঁহারা কখন শ্রীরামচরিত্রে লোকোত্তর ভাব সমূহকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহলোক ভিন্ন লোকান্তরের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের সত্তাকে হৃদয়ে ধারণ করা, যাঁহাদের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অসম্ভব, কোন অলৌকিক পদার্থের বর্ণন শ্রবণ করিলে, তাঁহারা মিথ্যা উপকথা শুনিতেছি, ইহা ছাড়া আর কি ভাবিতে পারেন? তাঁহারা কি শ্রীরামচন্দ্রকে

আপনাদের মত মানুষ ভিন্ন অন্যরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন ? হৃদয়ে যে ভাব নাই, কেহ কি, তদ্ভাবের ভাবনা করিতে পারে ? দেবভাবকে হৃদয়ে আনিতে না পারিলে, মানুষভাবে চিত্ত সদা ভাবিত থাকিলে, দেবতার দর্শন লাভ হইলেও তাহা মানুষের দর্শন বলিয়াই নিশ্চয় হইবে, তাহা হওয়াই যে, প্রাকৃতিক, ধীমান্ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের (Psychologist) তাহা সুখ বোধ্য। শাস্ত্রে আছে, "দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিতে হয়, ("দেবোভূত্বা দেবমর্চ্চয়েৎ"), নচেৎ দেবতার উপাসনা হয় না"। যাঁহারা উপাসনার তত্ত্ব সম্যকরূপে বিদিত নহেন, তাঁহারা এই উপাদেয় সারবান্ কথার মূল্য বুঝিবেন কি ? আজকাল বহুব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ভূভারভঞ্জন, সংসার তারক, সর্ব্ব দুঃখ নাশক দেবতা বলিয়া, ভাবনা করাকে অজ্ঞোচিত প্রাথমিক (Premitive) মানুষোচিত বলিয়া মনে করিতেছেন ; আমি এই নিমিত্ত বিস্মিত হই নাই, তবে দুঃখিত হইয়াছি। "দেবতা" কাহাকে বলে, তাহা যাঁহারা জানেন না, তাহা জানিবার প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, মানুষ হইতে উৎকৃষ্টতর জীব থাকিতে পারে, যাঁহারা দুর্ভাগ্য নিবন্ধন তাহা ভাবিতে ও অক্ষম, তাঁহারা যে বিনা বিচারে শ্রীরামচন্দ্রে দেবতারোপকে অজ্ঞোচিত বলিতে সাহসী হ'ন, সর্ব্বলোক হিতকর, বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, সংসার সাগর তারক শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র, মধুময় জীবনে দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাই নিদারুণ দুঃখের কারণ। শ্রীরামচন্দ্রের অনুপমেয় পবিত্র চরিত্র বৈদিক আর্য্যজাতির যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মময় চরিত্র আদর্শরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, সহস্রাধিক বর্ষ হইতে ক্রমশঃ অধঃপতনশীল, মহিমান্বিত বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যে কি ধর্ম্ম থাকিত ? পবিত্রতা থাকিত ? বৈদিক জাতির কিঞ্চিন্মাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত ? বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অদ্যাপি যে, কতিপয়কে কিঞ্চিন্মাত্রায় পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, বিশুদ্ধ পত্নী প্রেমানুরাগী, ত্যাগশীল ও বিনয়ী করিয়া রাখিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র আদর্শ চরিত্রই তাহার কারণ ; জগন্মাতার, ব্রহ্ম বিদ্যাময়ী সীতাদেবীর পরম পবিত্র সর্ব্ব সম্পূর্ণ গুণ বিভূষিত পতিব্রতাময় আদর্শ চরিত্র যদি প্রভাসিত না থাকিত, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যজাতীয় মহিলাগণের সতী ধর্ম্মের অনুপমেয় অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ কি, সাটোপে গগনস্পর্শী হইয়া, এই সুদীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিতে পারিত ? সীতারামের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিমল চরিত্রের ন্যায় চরিত্র কোন জাতির, কোন ভাষার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় কি ? সংসারাশ্রমীরা আর কোন পুরুষের চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থায়—সকল

বিষয়ের, সকল গুণের যথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি? সীতারাম চরিত্র আংশিক পদার্থ নহে, উহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ৺শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন, "রামচরিত" নামক অপূর্ব্বগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। "রামচরিত" কবিবর ভবভূতি প্রণীত মহাবীর চরিতের বঙ্গানুবাদ। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন রামচরিতের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন,'লোকোত্তর ভাবের বিন্দুমাত্র আরোপ না করিয়া দেখিলেও, আদি কবি বাল্মীকি বিরচিত শ্রীরামচন্দ্র চরিত অতি মহৎ এবং পরম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে এই যে মহনীয় নিধি উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা আর্য্য জাতীয়দিগের উদার ও পবিত্র মনের বিশেষ পরিচায়ক, কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে, যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় কবিরা সেই সেই গুণে বিভূষিত নায়কের সরল প্রকৃত বর্ণনা করিতে পারেন না।

কবিবর ভবভূতি প্রণীত মহাবীর চরিতে শ্রীরামতত্ত্ব।

ইদং হি তত্ত্বং পরমার্থভাজাম্।
অয়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
ত্রিধা বিভিন্না প্রকৃতিঃ কিলৈষা।
ত্রাতুং ভুবি স্বেন সতোঽবতীর্ণা॥--মহাবীর চরিত ৭ম অঙ্ক।

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী, অলকার অধিষ্ঠাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি! তুমি এ সময়ে এখানে আসিয়াছ কেন? অলকা উত্তর করিলেন, বৈমাত্রেয় পৌলস্ত, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মুখে রাবণ বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অবশিষ্ট স্বজন বর্গের সান্ত্বনার নিমিত্ত, বিভীষণের লঙ্কাভিষেক দেখিবার জন্য এবং রাবণাপহৃত বিমান রাজ পুষ্পকের প্রতি রামোপস্থানার্থ উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। লঙ্কা বিস্মিত হইয়া, কহিলেন, ভগবান্ পশুপতির মিত্র, ধনাধিপ কুবেরও শ্রীরামচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত!!! লঙ্কার কথা শুনিয়া, অলকা উত্তর করিলেন, ভগিনি! ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই রাম রূপ বস্তু পরমার্থ দর্শীদিগের তত্ত্ব, পরমধন, এই শ্রীরামচন্দ্র,, সাক্ষাৎ পুরাণ (আদি) পুরুষ—হিরণ্য গর্ভ; সীতাদেবী ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি; দুর্জ্জন দিগ হইতে সাধুগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, ভূভার হরণার্থ এই আদি পুরুষ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব কুবের যে ইহাঁর সেবা করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে।

"প্রতিমন্বন্তরং ভূতৈর্গীয়মানা চরিষ্যতি।

প্রাতঃ পবিত্রং লোকানামিয়ং চারিত্র পঞ্জিকা॥"—মহাবীর চরিত, ৪র্থ অঙ্ক।

যুধাজিৎ (শ্রীভরতের মাতুল) কহিলেন, বৎস রাম! জনকপুরের অবস্থার প্রতি একবার নেত্রপাত কর, যে পুরী তোমার বিবাহ মহোৎসবে তাদৃশ আনন্দ-ময়ী হইয়াছিল, এখন তাহা কেবল শোকময়ী হইয়াছে। সকলেই সকল কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল হাহাকার করিতেছে, নর নারীগণের নেত্রজলে পথ কর্দ্দমিত হইয়া যাইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র মাতুলের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতুল! এখন আর ও কথায় কাজ নাই, আপনি ফিরিয়া যান, ভরতকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। মাতুল যুধাজিৎ কহিলেন, বৎস রাম! আমি তোমার অনু-গমন করিব। রাম বলিলেন, সে কি? আপনি গুরুজন, আপনি আমার অনুগন্তা হইতে পারেন না, ইহা ছাড়া আমরা তিন জনেই বনে যাইব, মাতা কৈকেয়ীর ইহাই আদেশ। যুধাজিৎ কহিলেন, বৎস! আমি একাকী তোমার অনুগমন করিতেছি না, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, অযোধ্যার প্রজাবর্গ এখানে আসিয়াছে, তাহারা সকলেই তোমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বহির্গত হইলেই, তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। রামচন্দ্র বলিলেন, 'মাতুল! শিশুদিগকে ধর্ম্মলোপ হইতে রক্ষা করা, গুরুজনেরই কার্য্য, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হোন্ এবং প্রজাবর্গকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করুন' রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া মাতুল যুধাজিতের চরণে নিপতিত হইলেন। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার অনুরোধ উল্লঙ্ঘনীয় নহে, অতএব মন্দভাগ্য আমি, প্রজাদিগকে বঞ্চনা করিতে চলিলাম,' এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাবাহু লক্ষ্মণ! হে বিদেহনন্দিনি! পাপাত্মা আমি, তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া নিবৃত্ত হইলাম, তোমাদের কল্যাণ হোক্। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"বৎস! লোকের প্রাতঃ-স্মরণীয় তোমার এই চারিত্র পঞ্জিকা যুগে যুগে প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইয়া চলিবে।"

জিজ্ঞাসু—বাবা! পুজ্যপাদ বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, কবিবর, এবং পরম ভক্ত ও জ্ঞান চূড়ামণি জয়দেব প্রভৃতি শ্রীরামভক্ত মহাপুরুষদিগের চরণে কোটিশঃ নতশির হইতেছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন চিরদিন ইহাঁদের সমীপে কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি অতিমাত্র আনন্দিত হইলাম, ইহারা

জগতের কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, জগৎ তাহা সম্যগরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হোক, করুণৈক সীম শ্রীরামচন্দ্র সকলের হৃদয়েই রামভক্তি প্রদান করুন; আহা! তিনি যে, সকলের, তিনি যে সকলকেই দয়া করেন, তিনি যে, শরণাগত বৎসল, পাপীকেও তিনি যে, উপেক্ষা করেন না, নীচকেও তিনি যে, ঘৃণা করেন না, অন্যে যাহা বলুন, যাহা ভাবুন, আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের করুণা সাগর শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ শরণ্য নাই। সংসার যে, দুঃখময়, সাংসারিক জীবন যে, অশান্তি, আধি ও ব্যাধির প্রতিকৃতি, আহা! সংসারে এমন একটী হৃদয়ও কি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দুঃখশরে বিদ্ধ হয় নাই? সংসারে এমন একজনও কি, নয়নে পতিত হ'ন, যাঁহার চিত্ত দুঃখের মলিন বসনে কদাচ আচ্ছাদিত হয় নাই? যিনি তপ্ত বিলোচননীর মোচন করেন নাই, এমন কোন সংসারীর গৃহ কি, দৃষ্টি গোচর হয়, যাহা কখন রোগ, দস্যু প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, যাহা পুত্রাদির বিয়োগ যাতনা দ্বারা শতধা ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই? যাহাতে বহ্নি সম নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হয় নাই, আহা! শুনিয়াছি করুণাসাগর শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে কোন হৃদয় কখন শোক শরে বিদ্ধ হয় নাই, কোন পিতাকে কখন পুত্ররত্ন হারাইতে হয় নাই, কোন রমণীকে কখন বৈধব্য যাতনা ভোগ করিতে হয় নাই, একথায় দুঃখের বার্ত্তাও তৎকালে কাহাকেও শুনিতে হয় নাই। আহা এ রামচন্দ্রকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা না করিয়া, শরণাগতপালক এমন দয়ার অবতারের শরণ না লইয়া কিরূপে থাকিব? অতএব সীতারাম যে মানুষমাত্রের (সকলে তাহা না বুঝিলেও) ভজনীয়, মানুষ মাত্রের শরণ্য তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? ধন্য তাঁহারা, জগৎ পূজ্যচরণ তাঁহারা, প্রাতঃস্মরণীয় তাঁহারা, যাঁহারা জগতে সর্ব্বজন হিতকর, মধুময় শ্রীসীতারামচরিত্র যথার্থভাবে আঁকিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সীতা-রামের চারিত্রপঞ্জিকাকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া বুঝাইয়াছেন। বাবা! আমি অনেক কথাই তোমাকে শুনাইলাম, আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হইতেছে, কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না, আর এখন কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে না, আপনার শ্রীমুখ হইতে কেবল মধুময় শ্রীরামচরিত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, "শ্রীরাম নাম মনোরমং ভজ অমৃত তত্ত্বময়ম্। ন তনোতি যৎ স্মরণেন জন্মজরাধি মরণভয়ম্॥ সুকৃতেঃ পরং প্রকৃতেঃ পরং সত্ত্বাদি ভাবগতম্। বিশ্রামমেকমনোগিরামজশংকরাভিমতম্॥ প্রহ্লাদ নারদ পুণ্ডরীক পরাশরাদিনুতম্। সংসার সাগর সুপ্লবং মন্ত্রাধিমন্ত্রযুতম্॥

যদি ভজসি হরিমপি কেবলং হৃদি কর্ম্মণা বচসা। যোগেন কিং যজ্ঞেন কিং হ্যপরেণ কিং তপসা॥" ভগবান জয়দেব ভাষিত ভবসারভূত এই অদ্ভুতগান, যাহা ভক্ত শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিজ চিত্তকে উদ্দেশ করিয়া গাইয়াছিলেন, যাহা শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, শুনিতেছি, অবিরাম সেই গান গাইতে ইচ্ছা হইতেছে, জয়দেব রচিত এই প্রাণারাম রাম গীতির অর্থ জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি দয়াপরবশ হইয়া যাহা শুনাইবেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—রাম ভক্তাগ্রগণ্য সুগ্রীব স্বচিত্তকে উদ্দেশ করিয়া, যাহা বলিয়াছিলেন, কবিশ্রেষ্ঠ ভক্তচূড়ামণি জয়দেব ভবসারভূত, অত্যন্ত মধুর আটটী অদ্ভুত গীত দ্বারা তাহা ভাষিত করিয়াছেন। জয়দেবের গীতি কাব্য কিরূপ সারবৎ, কিরূপ রসাত্মক, যিনি জয়দেবের গীতি কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের সর্ব্বতাপ-পাপহর, সমাধি রসিক, যোগিগণের সতত ধ্যেয়, ভবাব্ধির ভেষজ, রমণীয় রাম পদাম্বুজে রতি আছে, যাঁহাদের কাব্য কলাতে কৌতুক আছে, তাঁহারা রামগীত গোবিন্দ পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যথোক্ত আটটী গানের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, তোমার প্রতীতি হইবে, ইহারা বস্তুতঃ অমৃততত্ত্বময়, ইহাদের হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রসার বিরাজ করিতেছে, ইহাদের গর্ভে প্রেম ভক্তির উৎস আছে, ইহারা সাধকের পরম ধন। আমি পরে তোমাকে এই আটটী গানের যথাশক্তি ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইব, এখন পূজ্যপাদ কবিরত্ন ভবভূতি প্রণীত উত্তর রামচরিত হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনাইতেছি।

উত্তর রামচরিতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ।

উত্তর রাম চরিত নাটকে শূদ্র তপস্বী শম্বূকের কথা আছে, তাহা তুমি অবগত আছ। শূদ্র হইয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন বলিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে কোন ব্রাহ্মণের পুত্রের অকালমৃত্যু হইয়াছিল। পুত্রের অকাল মৃত্যু জনিত শোকে অতিমাত্র আর্ত্ত ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্রের প্রাসাদ-দ্বার-ভূমিতে মৃত শিশুকে উৎক্ষেপণ (স্থাপন) পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষ করদ্বয় দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিতাড়িত করিতে করিতে, উচ্চৈঃস্বরে বহু অসমঞ্জস বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পুত্র শোকার্ত্ত উক্ত ব্রাহ্মণ আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, বিনা পাপে কখন কাহার অকাল মৃত্যু হইতে পারেনা, অতএব ব্রাহ্মণের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, রাজার বা তদধিকৃত পুরুষ বিশেষের ধর্ম্মব্যতিক্রম নিবন্ধন তাঁহার শিশুপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ করুণাময় রামচন্দ্রে

এইরূপ আত্মদোষ নিরূপণ করিতেছেন ইত্যবসরে "পৃথিবীতে শম্বূক নামক শূদ্র তপশ্চরণ করিতেছে, অতএব তাহার শিরচ্ছেদ তোমার কর্ত্তব্য, তুমি দণ্ডার্হ উক্ত শূদ্র তপস্বীকে বিনাশ করিয়া মৃত দ্বিজ শিশুকে জীবিত কর" এইরূপ অশরীরিণী বাক্ (দৈববাণী) উচ্চারিত হইয়াছিল। এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র আকৃষ্টকৃপাণপাণি—কোশবহিস্কৃত-খড়্গহস্ত হইয়া পুষ্পকবিমানে (ব্রহ্মপ্রদত্ত কুবেরের পুষ্পক নামক উৎকৃষ্ট ব্যোমযানে) আরোহণ পূর্ব্বক শূদ্র তাপসের অন্বেষণার্থ দিক্ বিদিক্ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। যে জনস্থানে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন সেই স্থানে নিত্যোপবাসী, অধোমুখে তপশ্চরণশীল শম্বূককে তিনি দেখিতে পান, এবং খড়্গ দ্বারা তাঁহার শিরচ্ছেদ করেন। শম্বূকের শিরচ্ছেদ করিবামাত্র মৃত দ্বিজ শিশু জীবিত হয়, অপিচ শম্বূক মানুষ শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য শরীর প্রাপ্ত হ'ন। শম্বূক দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বিজয় নাদে এই স্তব করিয়াছিলেন—"তুমি যমভয় নিবারক, যমালয় হইতে তুমি মৃত দ্বিজ শিশুকে আনয়ন করিলে, তুমি যথার্থ দণ্ডধর, তুমি ধর্ম্মতঃ প্রকৃত শাসন কর্ত্তা, তুমি নারায়ণ স্বরূপ, কারণ তুমি স্বধর্ম্মাতিক্রম পূর্ব্বক তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত আমার (বৈদিক প্রতিভা বিহীন সাধারণ দৃষ্টিতে নিরপরাধ এই শূদ্র তপস্বীর) শিরচ্ছেদ রূপ শাসন বিধান করিয়াছ; প্রকৃত দণ্ডধরের কার্য্য করিয়াছ বলিয়াইত আজ গতপ্রাণ এই দ্বিজ শিশু সঞ্জীবিত হইল, আর আমারও এই দিব্য শরীর প্রাপ্তিরূপ সমুন্নতি হইল। দেবত্ব প্রাপ্তি হেতু (যদুদ্দেশ্যে শম্বূক অনধিকারী হইয়াও, কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল) পরমোপকৃত এই শম্বূক তোমার চরণে নতশির হইতেছে, আহা! সাধু সংসর্গজাত নিধনও ভবার্ণবের তারক হইয়া থাকে (দত্তাভয়ং ত্বয়ি যমাদপি দণ্ডধারে সঞ্জীবিত শিশুরয়ং মম চেয়মৃদ্ধিঃ। শম্বূক এষ শিরসা চরণৌ নতস্তে, সৎসঙ্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি॥"—উত্তর রাম চরিত নাটক)।

শম্বূকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণাসাগর,—স্বভাবতঃ নিরাকৃত অহংকার, বিনয়াদি কল্যাণ গুণগ্রামভূষিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, মৃত দ্বিজ শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভ এবং তোমার এই দেবত্ব প্রাপ্তি, এই উভয়ই আমার আনন্দদায়ক, তুমি এখন তোমার উগ্র তপশ্চরণের মধুময় ফল অনুভব কর। যে সকল লোকে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে জায়মান সুখ প্রাপ্তি হয়, যে সকল লোকে অভিলাষমাত্র উপনীত প্রিয়বস্তু সমূহের লাভ জন্য হর্ষ প্রাপ্তি হয়, যে সকল লোকে পুণ্যসম্পৎ সমূহের অনায়াসে সমধিগম হইয়া থাকে, সেই নিত্যালোক সম্পন্ন

বৈরাজ নামক (ব্রহ্মলোক) লোক সকলে তোমার ধ্রুব বাস হোক্ ("যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ যত্র পুণ্যাশ্চ সম্পদঃ। বৈরাজা নাম তে লোকাস্তৈজসাঃ সন্তু তে ধ্রুবাঃ॥"—উত্তর রামচরিত)। করুণাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণানন্তর, শম্বূক বলিয়াছিলেন, তোমার চরণ প্রসাদই আমার বৈরাজ লোক প্রাপ্তিরূপ সমুন্নতির দ্বার, এবিষয়ে আমার তপস্যার ফল কি? অথবা বলিতে পারি মদীয় তপস্যা দ্বারাই আমার মহদুপকার হইয়াছে, কারণ তুমি ত্রিভুবনে ভূতনাথ—তুমি সর্ব্বপ্রাণির পতি, অতএব তুমি সকলের শরণ্য, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সকলে তোমাকে আশ্রয় করে, তুমি সর্ব্বাশ্রয়, অতএব তুমিই সকলের অন্বেষ্টব্য, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, আর্ত্ত প্রভৃতি সতত তোমারই অন্বেষণ করেন, তোমাকে পাইবার জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করেন, যোগ, যজ্ঞ ও বিবিধ তপশ্চরণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বাশ্রয় তুমিই সকলের গন্তব্য কিন্তু সর্ব্বভূতের শরণ্য, সকলের অন্বেষ্টব্য তুমি বহু যোজন অতিক্রম করিয়া, এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছ, ইহা আমার তপস্যার সম্প্রসাদ সন্দেহ নাই। যদি আমি তপশ্চরণ না করিতাম, তাহা হইলে, সর্ব্বভূতের কায়, মন ও বাক্য দ্বারা অন্বেষ্টব্য তুমি কি এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিতে? কোথায় শত যোজন দূরবর্ত্তিনী অযোধ্যা, আর কোথায় রাবণ বধানন্তর তোমার এই দণ্ডকারণ্যে পুনরাগমন!! (অন্বেষ্টব্যো যদসি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্যো মামন্বিষ্যন্নিহ বৃষলকং যোজনানাং শতানি। ক্রান্ত্বা প্রাপ্তঃ স ইহ তপসাং সম্প্রসাদোঽন্যথাচেৎ ক্বাঽযোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকায়াং বনে বঃ॥"—উত্তর রামচরিত নাটক, ২য় অঙ্ক)।

উত্তর রাম চরিতে মৃত দ্বিজ শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভ, শূদ্র তপস্বী শম্বূকের শিরচ্ছেদ ও দেবত্ব প্রাপ্তি এবং শম্বূকের শ্রীরামস্তুতি পাঠ করিয়া, তোমার কি ধারণা হইয়াছে? শ্রীরামচন্দ্রের নিরপরাধ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদকে কি, তুমি ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া মনে কর? শ্রীরামচন্দ্রের এই কার্য্যকে ইদানীন্তন শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু—বাবা! যাঁহার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল, তিনি যদি প্রকৃত আত্মকল্যাণ প্রার্থিগণের ঈপ্সিততম দিব্য শরীর প্রাপ্ত না হইতেন, সর্ব্বথা দুঃখ রহিত সর্ব্বানন্দ পরিপূর্ণ বৈরাজ লোক প্রাপ্ত না হইতেন, তিনি যদি সনাতন পুরুষ প্রধান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া, তোমার অনুগ্রহ বশতঃ আমার ঈপ্সিত ফল প্রাপ্তি হইল, আমি পরমোপকৃত হইলাম, তুমি সর্ব্বপ্রাণীর অন্বেষ্টব্য, তুমি

সকলের শরণ্য, তুমি ভূতনাথ, পরমানন্দ পূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সহাস্যবদনে এই প্রকার স্তব না করিতেন, সৎসঙ্গজনিত নিধনও ভবার্ণবের তারক হইয়া থাকে, শম্বুক যদি এইরূপ কথা না বলিতেন, শম্বূকের শিরশ্ছেদ করিবামাত্র যদি মৃত দ্বিজ শিশুর প্রাণপ্রত্যাগত না হইত, শ্রীরামচন্দ্র করুণৈকসীম, করুণামূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাতিগ, সকলের তাপত্রয় হর, রাগ-দ্বেষাদি হইতে শ্রীরামচন্দ্র বহুদূরে অবস্থান করেন, মারীচ, শুক প্রভৃতি রাক্ষসগণও শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্ত্তধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদি আমার এই সকল বেদ-শাস্ত্র বচন বহুশ্রুত না থাকিত, ইন্দ্রিয়গম্য ভাব সকলই সত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত সত্য নাই, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগই অত্যন্ত পুরুষার্থ, যদি আমি দুর্ভাগ্য নিবন্ধন এইরূপ প্রতিভা বিশিষ্ট হইতাম, নিখিল শাস্ত্রোপদেশকে অবধীরিত করিয়া, যদি আমি শ্রীরামচন্দ্রকে আমাদের ন্যায় মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতাম, নবোদিত ক্রমবিকাশবাদকে যদি আমি অভ্রান্তবাদ বলিয়া, বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে শম্বূককে বিনাশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন, অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন, আমি এইরূপ মতাবলম্বী হইতে পারিতাম বলিয়া মনে হয়। তবে বাবা! আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, শূদ্রের তপস্যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? শম্বূকের তপস্যা নিবন্ধন দ্বিজ শিশুর মৃত্যু হইবার কারণ কি?

বক্তা—তোমার এই সকল কথা ইদানীং বহুব্যক্তির মর্ম্মস্পর্শ করিবে, ভাল লাগিবেনা, জানিয়াও, বলিতেছি, রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হৃদয় লইয়া, বিচার করিলে, ইহারা যে, সারহীন, অতএব উপেক্ষণীয় কথা নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই বিষয়ের ভাল করিয়া বিচার করিতে হইলে, যাহা যাহা কর্ত্তব্য, আমি তোমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত, রাগ-দ্বেষ বশগ হৃদয় না হইয়া, ধ্যান করিলে, দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পুরুষ, শ্রীরামচন্দ্র বেদাত্মা, শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বপ্রাণাভিরাম, শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বভূতের অন্বেষ্টব্য, শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বাশ্রয়, আপাত দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় ব্যবহার সাধারণ মনুষ্যোচিত বলিয়া বোধ হইলেও, বেদ-শাস্ত্র সংস্কৃত বুদ্ধি লইয়া বিচার করিলে, উপলব্ধি হইবে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যেই বিমল দৈবত ভাব আছে, বিশ্বজনীন হিতকর উদ্দেশ্য আছে, শ্রীরামচন্দ্র মানুষ শরীরে পবিত্র দেবভাবের লীলা করিয়াছেন, মানুষকে দেবতা হইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষভাবে দেখিলে কি ক্ষতি হয়, যথার্থ রামোপাসক ভিন্ন অন্যের তাহা অনুভব করা সম্ভব নহে।

শূদ্রের তপস্যা শাস্ত্রে কি নিমিত্ত অধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইয়াছে, শূদ্র শম্বুকের তপস্যা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের শিশু পুত্রের মৃত্যুর কারণ হইল কেন, শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শিরশ্ছেদ যে, বিগত প্রাণ দ্বিজ শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিল, তাহার হেতু কি, এই সকল বিষয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাস্য না হইয়া থাকিতে পারেনা।

বাবা! শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই, তথাপি (—নিতান্ত অক্ষম হইলেও) তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামের বর্ণন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এস্থলে শ্রীভগবানের অনুপমেয় গুরুভক্তি ও বিনয়াদি সদ্‌গুণগ্রামের কথা মনে পড়িল, তাই সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাবণবধান্তে সীতা, লক্ষ্মণ ও বিভীষণাদির সহিত বিমানে অধিরোহণপূর্ব্বক ভগবান্ যখন অযোধ্যাধামে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি চতুর্দ্দিকে সবিশেষ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া, লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, বৎস! এই সকল শ্রীগুরুদেব কৌশিক (বিশ্বামিত্র) মুনির পাদসঞ্চরণ দ্বারা পবিত্রীকৃত তপোবনভূমি। লঙ্কেশ্বর! শ্রীগুরুদেবের চরণপঙ্কজাঙ্কিত ভূমির উপরিভাগে আমাদের বিমানাধিরোহণ উচিত নহে। এই কথা বলিবামাত্র, নিম্নদেশ হইতে শব্দ উঠিল, বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ! কৌশিক মুনি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছেন, তোমরা যেরূপ আছ, ঐরূপেই অযোধ্যায় গমন কর—পথে বিলম্ব করিওনা, আমিও আবদ্ধ ধর্ম্ম্য ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সত্বরেই তথায় উপস্থিত হইব। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া, বলিলেন, 'আমাদের প্রতি গুরুদেবের বাৎসল্য কি অদ্ভুত! অথবা ইহা অযুক্ত নহে, যেহেতু ইহাঁরা স্বভাবতই কারুণিক, স্বভাবতই কোমলস্বভাব, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তপোবনের মৃগ ও তরুদিগের প্রতিও ইহাঁরা সবিশেষ স্নেহসম্পন্ন। আমাদের জন্মই কেবল সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গৃহে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান, অস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারই এই মহাত্মা হইতে অধিগত ('লঙ্কেশ্বর! নোচিত—মিদানীং গুরুচরণপঙ্কজপবিত্রিতেষু পরিসরেষু বিমানাধিরোহণম্।' * * * 'রাজ্ঞাং মার্ত্তণ্ডবংশ্যানাং গৃহে নৌ জন্ম কেবলম্। শাস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানমুখ্যস্তু সংস্কারোঽস্মান্মহাত্মনঃ।'—মহাবীরচরিত, ৭ম অঙ্ক)।

ইহা হইতে ভক্তি বাৎসল্য ও বিনয়াদি সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের গুরুভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনুপমেয়। যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ত্রয়ীময় বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া স্তব করিয়াছেন, সেই

বিশ্বামিত্রের প্রতি ভগবানের এইরূপ ভক্তি ছিল, ইহা ভাবিলে, হৃদয়ে অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়, ভগবান রামচন্দ্রের চরণে লুণ্ঠিত হইতে তীব্র ইচ্ছা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মানুষ কি ঈশ্বর, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মানুষের স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য, মানুষের অভিব্যক্তি (Evolution) কিরূপে হয়, দেবতা ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব কি না, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যগ্‌রূপে তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, ঐন্দ্রিয়ক সংস্কারের উর্দ্ধে উত্থিত হইতে না পারিলে, সাধ্য হইতে পারেনা। আহা! যে রামচন্দ্রকে শ্রুতি ও নিখিল শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহ 'বেদ' বলিয়াছেন, সনাতন পুরুষ বলিয়াছেন, ক্ষমা, জ্ঞান, প্রেম, বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতির আধার বলিয়াছেন, যাঁহার জীবন চরিতকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়াছেন, সে রামচন্দ্রকে, বিনা বিচারে অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতাদি দোষযুক্ত মানুষ বলিবার প্রবৃত্তি হওয়া, বোধ হয়, যথার্থ মানুষোচিত নহে। বেদজ্ঞ যাস্কের নিরুক্ত পাঠ করিলে, দেবতা ও মনুষ্যের পার্থক্য কি, ঈশ্বর কি নিমিত্ত, কিরূপে দেবতা হন্ ইত্যাদি অবশ্য বিচার্য্য, অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের সমীচীন জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অবতার, দেবতাগণের ও মনুষ্যাদির জন্ম সমান কারণবশতঃ হয় না, মনুষ্যধর্ম্ম ও দেবতাধর্ম্ম একরূপ নহে, অনৈশ্বর্য্য-নিবন্ধন মানুষ, মানুষ, ঐশ্বর্য্যবশতঃ দেবতা, দেবতা। মনুষ্য কর্ম্মফলভোগার্থ অবশভাবে জন্মগ্রহণ করে, দেবতা মানুষের কর্ম্মফল সিদ্ধির নিমিত্ত, লোকানুগ্রহ বশতঃ স্বয়ং অবির্ভূত হইয়া থাকেন। *

শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্য যে, মনুষ্যবিপরীত, দেবধর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, আবির্ভূত শব্দব্রহ্মপ্রকাশ বাল্মীকি প্রভৃতি রামভক্তগণ পবিত্র রামচরিত্রে লোকহিতার্থ তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁহার প্রকৃত ভক্ত শ্রীরামতত্ত্বজ্ঞ বাল্মীক্যাদির অনুগ্রহ পাইয়া, শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পুরুষ, এই সত্যের কিয়দংশও যদি তোমাকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে, আমি কৃতকৃত্য হইব। যে ছন্দে রামচন্দ্রের কমললোচন হইতে সীতার বিরহজনিত তপ্ত বারি বিমোচিত হইয়াছিল, মায়ামুগ্ধ, শোকাধীন অস্মদাদির, লোচন হইতে সে ছন্দে অশ্রুবিমোচন হইতে পারেনা। ছন্দোময় শ্রীরামচন্দ্র যে ছন্দে যে কার্য্য করিয়াছেন,

---

* "ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ"। "কর্ম্মজন্মানঃ"। "আত্ম-জন্মানঃ"।—নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড। "মনুষ্যধর্ম্মবিপরীতো হি দেবতাধর্ম্মঃ অনৈশ্বর্য্যান্মনুষ্যাণামৈশ্বর্য্যাচ্চ দেবতানাং।"—নিরুক্তভাষ্য।

ছন্দোভ্রষ্ট অতএব অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমরা কি করিয়া সে ছন্দে সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হইব? সেই ছন্দে সেই কার্য্য করা সম্ভব বলিয়া, আমরা বুঝিতে পারিব? কি করিয়া ভাবিতে পারিব, তিনি আমাদিগ হইতে ভিন্ন ছন্দে সেই কার্য্য করিয়াছেন? সর্ব্বদর্শী অতএব সমদর্শী বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী জীবমাত্রকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রুতিতে, রামায়ণে, পুরাণে স্পষ্টতঃ এই কথা উক্ত হইয়াছে। পরিচ্ছিন্ন মানুষবুদ্ধি লইয়া, কিরূপে আমরা শ্রুতিপুরাণাদি প্রকটিত * এই সত্যকে সত্য বলিয়া বিনিশ্চয় করিতে, ইহা কল্পনা বিজৃম্ভিত উপকথা নহে বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইব? সকলে যে, সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে পারেনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্পকলার এই অভ্যুদয়ের দিনেও, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন, কোন বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে যে, প্রাথমিক, মানুষোচিত বিশ্বাস স্থান পায়, তাহার কারণ কি, ক্রমবিকাশবাদি সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত নহে কি? ক্রমশঃ

———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

খ্যাপার ঝুলি

(নূতন)

কামিনী কাঞ্চন। (ক)

খ্যাপা

ওঁঃ কি ভীষণ অন্ধকার! আমায় কোথায় নিয়ে এলে! আমার শ্বাস রোধ হয়ে আস্‌ছে, ওগো আমায় কোন্ নরকে রেখে তুমি কোথা চলে গেলে! আমি তোমার! আমায় রক্ষা কর—কি বল্লে ভয় নাই—তবে চোখ খুলি।

বাঃ—বাঃ এতো বেশ সুন্দর দেশ—বৃক্ষ লতা গুলি বড় সুন্দর! আহা কি সুন্দর পাখীর গান! মনে হচ্ছে যেন নদীর প্রতি তরঙ্গে স্বর লহরী খেলা করছে। এদেশেও দেখ্‌ছি মাটী জল আগুণ বাতাস আকাশ আছে। প্রতি প্রভাতে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া এদেশেও দিনমণি উদিত হন—শশধর ও এদেশের লোককে অমৃত ধারায় অভিষিঞ্চিত করেন। নদীর ধারে ধারে এই পথ—যাই এই পথ ধরে যাই—

---

* "বিশ্বব্যাপী রাঘবোঽথো তদানীমন্তর্দধে শঙ্খচক্রে গদাব্জে।
ধৃত্বা রমাসহিতঃ সানুজঃ সপত্তনঃ সানুজ সর্ব্বলোকী॥"
শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ।

ঐ একটী লোক কি বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছে—হাঁ বাপু এ রাস্তা কোথায় শেষ হয়েছে ?

১ম আগুন্তক। অর্থ অর্থই জগতের মধ্যে সাধনার ধন, অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না, ধর্ম্ম কর্ম্ম যাই বলো না কেন অর্থ না হ'লে কিছুই হয় না—যার অর্থ নাই সে কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষা হীন—তার পিতা মাতা তাকে যত্ন করে না, স্ত্রী পুত্র তার কাছে আসে না—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অর্থ হীনকে দেখিলে দূর হ'তে পলায়ন করে—

খ্যাপা। হাঁ বাপু এ রাস্তা কোথায় গেছে ?

১ম আগুন্তক। সুখ বল শান্তি বল অর্থ না হইলে হইতে পারে না—যাহার অর্থ নাই তাহার মরণই মঙ্গল। চাই অর্থ—চাই অর্থ—চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা শঠতা যেমন করেই হ'ক অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে হবে—অর্থ অর্থ অর্থ—

খ্যাপা। এ কি ! এ লোকটা পাগল নাকি ! আমার কথার উত্তর না দিয়েই অর্থ অর্থ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল। এই যে আর একটী ভদ্রলোক আসছেন—হাঁ মহাশয় ? এ রাস্তা ধরিয়া কোথা যাওয়া যায় ?

২য় ভদ্রলোক। অর্থ যে দেয় সে হাড়ী মুচি চণ্ডাল বিধর্ম্মী যাই হোক না কেন সে প্রণম্য—অর্থ যার আছে সেই ত দেবতা—যে দিন কাল পড়েছে অর্থ ভিন্ন এক পা চলিবার উপায় নাই। দাসত্ব করেই হোক আর যাই করে হ'ক যে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারে তার জীবন ধন্য—সেই সার্থক জন্ম—ওরে যদি মানুষ বলে পরিচয় দিতে চাস্ অর্থ সংগ্রহ কর্ অর্থ অর্থ অর্থ—

খ্যাপা। এ ব্যক্তি ও ত আমার কথা শুনিতে পাইল না—অর্থ অর্থ করে চলে গেলো—এই একজন ব্রাহ্মণ আস্‌ছেন— গায়ে নামাবলী, দীর্ঘ ফোঁটা, শ্রীভগবানের নাম কর্‌ছেন ব'লে বোধ হ'চ্ছে—না না ভগবানের নাম তো নয়—ইনি যে অর্থ অর্থ জপ কচ্ছেন হাঁ মহাশয়—

৩য় ব্রাহ্মণ। "ধনেন বলবান্ লোকো ধনাদ্ভবতি পণ্ডিতঃ" ধনের দ্বারাই মানুষ বলবান হয়, ধনের দ্বারাই মানুষ পণ্ডিত হয়

"অর্থেনতু বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥

গ্রীষ্মে যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শুকাইয়া যায় সেইরূপ অর্থ হীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়।

"যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাংল্লোকে যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ"॥

শাস্ত্রকারগণ যা বলে গেছেন, অকাট্য সত্য, যার অর্থ আছে, তারই মিত্র বন্ধু বান্ধব। "সে হাসিলে মুক্তা পড়ে কাঁদিলে মাণিক ঝরে" অর্থ হীনের জগতে কেহ নাই—যে ধনবান্, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ তাহার করতল গত; যেমন ভোজন কল্লেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় সেইরূপ তাই থাকিলেই শান্তিলাভ করা যায়; ইহকালেই যদি শান্তি না পেলুম পরকাল নিয়ে কি কর্‌বো "ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন" ব্রাহ্মণের চাকরী করতে নাই ও সব বাজে কথা। বেদ বিক্রয় করিয়াই হ'ক, অযাজ্য যাজন করিয়াই হ'ক, যাকে তাকে উপবীত দিয়া হ'ক, চাকুরী করে হ'ক, চুরী করে হ'ক, মিথ্যা কথা বলে হ'ক, জাল করে হ'ক, জুয়াচুরি করে হ'ক, যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কর—এই শাস্ত্র—এই ধর্ম্মের আমি এক নিষ্ঠ সেবক আমার আদর্শ—"অর্থমর্থং ভাবয় নিত্যং"

খ্যাপা। যা—ইনিও আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন—সকলের মুখে সেই এক কথা—অর্থ আর অর্থ—একি ব্যাপার সকলেই কি পাগল—

এই যে একজন সাধু আসছেন! আহা কি সৌম্য মুর্ত্তি—পরিধানে গৈরিক বস্ত্র—বাম হস্তে কমণ্ডলু—দক্ষিণ হস্তে মালা জপ কর্‌তে কর্‌তে এখানে আস্‌ছেন ও হরি এর মালা জপের মন্ত্র 'অর্থ'

সাধু। অর্থ অর্থ অর্থ—আমি তো নিজের ভোগের জন্য বলিতেছি না—আপনার ভোগের জন্য চাচ্ছি, না আমার কুটীরে সাধু বৈষ্ণব গণ পদধূলি দেন—তাঁদের সেবার জন্যই আমার অর্থের প্রয়োজন—এই দেখ আমার গৈরিক—এই দেখ আমার কমণ্ডলু—এই দেখ আমার জপের মালা—আমি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করেছি—আমার সবই পরের জন্য—আমি তীর্থ যাত্রা করিব—দাও অর্থ দাও অর্থ

খ্যাপা। ওঃ হরি! সাধুজী একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত ও করিলেন না—দাও অর্থ—দাও অর্থ বলিয়া চলিয়া গেলেন

খ্যাপা। এ কোথায় আন্‌লে ঠাকুর—ঐ যে দূরে হরি সঙ্কীর্ত্তন হচ্ছে—খোল করতালের শব্দ পাইতেছি—যাউক এই দিকেই হরি নামের দল আস্‌ছে। যাই হ'ক ঐ দলে মিশে একটু ভগবানের নাম করি—ও গুরুদেব একি! হরিসঙ্কীর্ত্তন

অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ জপনা।
অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ বলনা॥

("বলো বলো রে
অর্থ অর্থ মহামন্ত্র
বলো বলো রে)

খ্যাপা। একি হ'ল সকলের মুখে এক কথা—শত শত কণ্ঠে শুধু অর্থ অর্থ চীৎকার—ওই যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি অর্থ অর্থ বলিতে বলিতে ছুটছে—পড়িকি মরি

জ্ঞান নাই—সবাই ছুট্‌ছে—আমি শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি—সকলে পাগল কি আমি পাগল বুঝতে পার্‌ছি না—কে আছ একবার বলে দাও আমি পাগল কি না? ওগো আমার তুমি বল—বল বল

"স্বপ্নোঽয়ং স্থিরোভব"

স্বপ্ন! ওঃ হরি আমি এই সকালবেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লাম—যাক্‌ ও রাস্তায় আর যাবো না—এই বিপরীত পথ ধরে যাই—এই যে একটী সুন্দর যুবক—হাঁ ভাই লোকালয় কতদূর—

যুবক। মানুষ হওয়া গেছে স্ফূর্ত্তি কর্‌তে—যদি নেশা ভাঙ্‌ করা না হ'ল—স্ত্রীলোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ না করা হ'ল—তাহা না হ'লে মানুষ না হয়ে পশু পক্ষী হওয়াই উচিত ছিল। ভগবান্‌ যখন মানুষ করেছেন তখন স্ফূর্ত্তি কর—গান বাজনা কর—নারী সঙ্গ কর—চক্ষুকর্ণ সার্থক কর।

খ্যাপা। ওঃ দুর্গা এ আবার নূতন উপসর্গ; এ আমার কথার উত্তর না দিয়েই চলে গেল—এই যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আস্‌ছেন। হাঁ মহাশয় গ্রামের পথ কোন দিকে?

প্রৌঢ়। এ বিশ্বের রাণী নারী; নারীকে যে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারে, তার জীবন সার্থক, সেই কৃতকৃত্য, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। পিতা মাতা আজ বাদে কাল দেহত্যাগ কর্‌বে—তাদের সেবা করে লাভ কি—স্ত্রীর সেবা কর—তিনি তোমায় চতুর্ব্বর্গ দান কর্‌বেন। ফুল তুলসী চন্দন লয়ে ঠাকুর পূজা না করে, নারীর পূজা কর, অন্ধকারে স্যাঁত সেঁতে ঘরে চামচিকের আড্ডায় যে ঠাকুর থাকে, তার বাসন ইনি কি মাজ্‌তে পারেন—সেই চামচিকের সর্দ্দার ঠাকুরের, এই কোমলাঙ্গী কি পাচিকা—যে রোজ ভাত রেধে দিবে? কুঁড়ো শুদ্ধ চালের ব্যবস্থা কর—যেন অতিথি ব্রাহ্মণের সেবা ইহার দ্বারা করাইয়া ইঁহাকে কষ্ট দিও না। তুমি সযতনে সঙ্গোপনে নারীর সেবা কর—নারী তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট হবে—নারী নারী নারী।

খ্যাপা। এ ভদ্র লোকও তো নারী নারী করে চলে গেলেন—আমি এখন কোন দিকে যাই—এই যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আস্‌ছেন—নামাবলী তিলকে আর বিশ্বাস নাই বাবা। যাই হ'ক জিজ্ঞাসা করি—হাঁ মহাশয় কতধূর গেলে গ্রাম পাওয়া যাবে?

ব্রাহ্মণ। সম্পর্কের বাচ বিচার অর কর্‌তে গেলে চলে না—ভোগের জিনিস ভোগ করে যাও—কোন্‌ দিন দেহত্যাগ কর্‌বে তার স্থির নাই তখন যতক্ষণ বেঁচে আছ—ভোগ কর—ভোগকর—ভোগকর—যদি ধ্যান কর্‌তে হয়—নারী মূর্ত্তি ধ্যান কর

যদি জপ করতে হয়—নারী এই মন্ত্রজপ কর—যদি পূজা করতে হয় নারীর চরণ পূজা কর—যদি দাসত্ব ক তে হয়— নারীর দাসত্ব কর।

খ্যাপা—নারী নারী নারী বলতে বলতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর চ'লে গেল— এ কি হ'ল—এ আমি কোথায় এলাম? সহস্র সহস্র বালক বৃদ্ধ যুবক, নারী নারী করে ছুটছে—এ কি সেই ব্রহ্মচারীর লীলা নিকেতন পবিত্র আর্য্যভূমি? না মহাশ্মশান? এরা মানুষ না প্রেত? কি ভীষণ স্রোত—রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমি তোমার শরণাপন্ন—জগতকে রক্ষা কর—আমার মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে গিয়াছি, সত্যই কি তাই? একি দেখ্‌ছি বলে দাও?

"কিমত্রহেয়ং কনকঞ্চ কান্তা।
"দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী।
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত স্বপ্নোঽয়ং স্থিরোভব॥

খ্যাপা। রাম রাম! আবার স্বপ্ন দেখলাম—যাক্ আর কোথাও যাবো না—যা থাকে অদৃষ্টে, এইখানে বসি। ঐ একটী রমণী আস্‌ছেন—আর কথা ক'ব না। ইনি কি বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছেন।

রমণী। পুরুষ পশু আমার ইঙ্গিতে উঠ্‌বে বস্‌বে হাঁস্‌বে কাঁদ্‌বে নাচ্‌বে—আমাদের যা ইচ্ছা তাহাই কর্‌বো—জগৎ ধ্বংস করিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি—দেবসেবা অতিথিসেবা ব্রাহ্মণ সেবা সংসারে হইতে দিব না—একমাত্র আমাদের সেবা করেই পুরুষ কৃতার্থ হবে—গৃহ হতে আত্মীয় স্বজনকে দূর করে দিয়ে, গৃহের কর্ত্রী হইয়া স্বামীরূপী বানরকে দাস করিয়া রাখিব—সে সকল ত্যাগ করে, আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকবে—আমার হাস্য মুখ দেখলে,সে ধন্য হবে, তার সমস্ত শক্তি সমস্ত চেষ্টার দ্বারা আমার পূজা করবে—তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করবার জন্যই আমাদের জন্ম—তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবার জন্যই আমাদের জন্ম!! তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবার জন্যই আমাদের জন্ম!!! যতদিন পুরুষ নারীর দাসত্ব না করবে ততদিন পুরুষ পশুতুল্য।

খ্যাপা। ওঃ এ সব কি? কি বিশ্বব্যাপী ভীষণ চীৎকার। ভোগকর ভোগকর ভোগকর—দুদিনের জন্য সংসারে এসেছ— ভোগ করে নাও—যেন পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গাদিও ভোগ কর বল্‌ছে—বায়ু যেন ভোগকর ভোগকর বলিতে বলিতে ছুটিয়া যাইতেছে—নদীর তরঙ্গ যেন ভোগকর ভোগকর বলিয়া কূলে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তাই কি? এত বড় মানব জীবনের কি এই

উদ্দেশ্য ? আমার যে বড় ঘুম আস্‌ছে—আমি যেন খুব ছোট হয়ে গেছি—আমায় কোলে লয়ে স্তন্য পান করাতে চাও কে তুমি ?

আমি তোর মা—খা বাবা মাই খা।

খ্যাপা। কি করে তুমি আমার মা হলে ? আমি ত এই মাত্র এদেশে এসেছি—সব যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা—সবই যেন গোলমাল—আমার যেন একজন কে ছিল—সে বড় ভালবাসিত—সমুদ্রে জল বিন্দুর মত তারই বুকে যেন আমি খেলা করতুম—বড় ঘুম আস্‌ছে তুমি আমার কে ?

আমি তোমার পিতা।

খ্যাপা। পিতা মাতা পিতা কি যেন একটা কথা মনে করতে পারছিনা—মনে করতে গিয়া ভুলে যাচ্ছি—আমার একজন কে ছিল—সর্ব্বদা সে বুকে করে রাখতো—আচ্ছা বল বল—তোমরাই বল কি করবো বল ?

লেখাপড়া শিখ্‌তে হয়—মাতা পিতার সেবা করতে হয়—অর্থোপার্জ্জন করতে হয়।

খ্যাপা। তাই কি ? আমার সে কোথা গেল—ওঃ বড় ঘুম আস্‌ছে—তুমি আবার কে ?

আমি তোমার স্ত্রী।

খ্যাপা। সেই পুরাণ কথা—মনে করতে পাচ্ছিনা—আমার একজন কে ছিল—সে কোথায় গেল ? এরা সব কা'রা এল ? বল আমায় কি করতে হবে ?

আমি স্ত্রী আমার ভরণপোষণ করতে হয়, আমায় আদর যত্ন করতে হয় অর্থোপার্জ্জন ও সুখ ভোগ করতে হয়।

খ্যাপা। পিতা মাতা স্ত্রী অর্থের কথা বলছে—আমার এক স্বপ্নের রাজ্যের কথা মনে পড়ছে—সে যেন কি সুন্দর দেশ—সে ছিল আর আমি ছিলাম—আমিও যেন ছিলামনা—বড় ঘুম আস্‌ছে কে তোমরা ?

আমরা তোমার পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন—আমরা তোমার প্রতিপাল্য—এরূপ উদাসীন ভাবে থেক না—অর্থোপার্জ্জন কর।

খ্যাপা। রাস্তার মাঝখানে আমার এত লোক কোথা থেকে জুটে গেল—সবাই অর্থের কথা বল্‌ছে—অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন—আচ্ছা তাহাই করবো—আচ্ছা সে কোথায় লুকাল—সেই যে আমার কে হত—আমায় কত ভাল বাস্‌ত—ওরে বাপরে ও কি ? স্ত্রী একটা সাপ হয়ে গেল—ছুটে এসে বুকে ছোবল মারছে—গেলুম গেলুক ও মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কোথায় তোমরা—আমায় রক্ষা কর—গেলুম।

ক্রমশঃ।

নমূর্তহি ত্যাজ্যং কর্ম্মোপাস্যাশ্চ দেবতা অথবা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বক্তব্যং ইত্যত আহ ততঃ [শঙ্করানন্দঃ]

বিদ্যায়াং রতাঃ—কর্ম্মহিত্বা যে তু দেবতা জ্ঞান এব অভিরতাঃ [আচার্য্যঃ]

আত্মজ্ঞান এব ত্যক্তকর্ম্মাণো রতাঃ [উবটাচার্য্যঃ]

দেবতাজ্ঞানে কেবল আত্মজ্ঞানে বা রতাস্তদেকনিষ্ঠাঃ

[শঙ্করানন্দঃ]

কেবলায়াং বিদ্যায়াং দেবতোপাসনায়াং রতা আসক্তাঃ [রামচন্দ্রঃ]

যে তু কর্ম্মহিত্বা জ্ঞান এব রতাঃ [আনন্দভট্টঃ]

আত্মজ্ঞানে দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ কর্ম্মহিত্বা বিহিতকর্ম্ম-অননুষ্ঠানেন প্রত্যবায়ে সত্যন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুদয়াদিতি ভাবঃ [অনন্ত্যাচার্য্যঃ]

দেবতাজ্ঞানে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং দেবতাসু ব্রহ্মবুদ্ধ্যারতাঃ পরন্তু কর্ম্মত্যাগিনঃ।

[সত্যানন্দঃ]

যাহারা অবিদ্যার [জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম] উপাসনা করে তাহারা অদর্শনরূপ গাঢ় অবিবেকে প্রবেশ করে কিন্তু যাহারা [কর্ম্মত্যাগ করিয়া] বিদ্যাতে রত হয়—কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে রত থাকে, তাহারা অদর্শনরূপ তমঃ অপেক্ষা অধিকতর তমোমধ্যেই প্রবেশ করে ॥৯॥

মুমুক্ষু—এই নবম মন্ত্রে কি বলিতেছেন ?

শ্রুতি—ঈশাবাস্যের প্রথম মন্ত্রে জ্ঞানীর সাধনা, এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মীর সাধনা বলা হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে যাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করেনা, যাহারা স্বেচ্ছাচারী বা সুবিধাবাদী তাহাদের গতির কথা বলা হইয়াছে। নবম মন্ত্রে যাহারা শাস্ত্রবিধি মত কর্ম্ম করে কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য নাই বা ঈশ্বরে লক্ষ্য নাই অথবা যাহারা জ্ঞানের আলোচনা করে অথচ কর্ম্ম করেনা ইহাদের উভয়ের গতি নির্দ্দেশ করা হইতেছে। (জ্ঞানের সাধনাতে অধিকার হইল কিনা ইহার পরীক্ষা হইতেছে যখন পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা না থাকে)।

মুমুক্ষু—যাহারা অবিদ্যার বা কেবলই কর্ম্মের উপাসনা করে তাহারা অদর্শনাত্মক অজ্ঞান দেহে—আমি আমার ইত্যাদি অভিমানাত্মক দেহে প্রবিষ্ট হয় আবার যাহারা বিদ্যার বা কেবলই দেবতা জ্ঞানের উপাসনা করে তাহারা আরও অধিক অজ্ঞান দেহে প্রবেশ করে। অবিদ্যার উপাসনা ও বিদ্যার উপাসনা—ইহা ভাল করিয়া বলুন।

শ্রুতি—অবিদ্যার উপাসনাতে বলিতেছি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম কিন্তু ফলকামনা করিয়া—স্বর্গাদি ভোগের জন্য। নিষ্কাম কর্ম্ম যাহা তাহাতে ফলের উপর লক্ষ্য থাকেনা—ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করা হয়—কি হইবে কি না হইবে তাহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য কর্ম্ম করা হয়। যদি বল ঈশ্বরের প্রসন্নতাও ত ফল কামনা—উত্তরে বলি "অকামো বিষ্ণুকামো বা" ঈশ্বরের প্রসন্নতা জন্য কর্ম্মও নিষ্কাম, কেননা ইহাতে কোন ভোগের ইচ্ছা নাই বরং ভোগ ত্যাগ এখানে আছে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকেও অবিদ্যা বলা হয় কারণ কর্ম্ম, জ্ঞানের বিরোধী। কর্ম্মদ্বারা কখনও জ্ঞান হইতে পারেনা। কর্ম্মশূন্য না হইলে জ্ঞানে স্থিতি হইতে পারেনা। একবারে কর্ম্মত্যাগ মানুষ করিতে পারেনা, সেই জন্য বলা হইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া, লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ এই ফলের দিকে না চাহিয়া ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করুক—তাহা হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম করিতে হইলে ঈশ্বরকেও অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে জানা চাই; কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায়—ইহাতেও জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যাহারা শুধু কর্ম্মই করে কিন্তু দেবতা জ্ঞান শূন্য ইহারাও মৃত্যুর পরে অদর্শনাত্মক অজ্ঞানাবৃত শরীরে প্রবেশ করে। শ্রুতিও বলেন **"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি"** মুণ্ডক ১।২।১০। সংসারই হইতেছে অদর্শনাত্মক অনাত্ম অন্ধকাররূপ অজ্ঞান। কর্ম্ম যেরূপ ভাবে করিলে অনাত্ম অজ্ঞানে প্রবেশ করা হয় তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার কর্ম্ম যাহারা করে তাহারাই আত্মঘাতী।

বিদ্যা বলে জ্ঞানকে। যে মানুষ লোক দৃষ্টিতে বিদ্যা রূপ ব্রহ্মবিদ্যায় বড় অর্থাৎ বচনেই জ্ঞানী কিন্তু কোন কর্ম্ম করে না আত্ম-অভ্যাসের জন্য চিত্তশুদ্ধি কর কর্ম্ম করেনা—মনে প্রবল বিষয় বাসনা কিন্তু মুখে জ্ঞানের কথা ইহাদের গতি জ্ঞানশূন্য কর্ম্মী অপেক্ষা অধিক অন্ধকারে। ইহারা কুক্কুর শূকর কীট পতঙ্গাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন **অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয় যোনিমাপদ্যেরন্ শ্ব যোনিং বা শূকর যোনিং বা চাণ্ডাল যোনিং বা অথৈতয়োর্যথা ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব"** ছান্দোগ্য উ ৫ প্রঃ ৭.৮ ইতি শ্রুতেঃ। এই মন্ত্রে কর্ম্মেরও নিন্দা করা হইল না এবং উপাসনার ও নিন্দা করা হইল না। বলা হইল কর্ম্মী যদি দেবতাজ্ঞান

শূন্য হয় তবে সে "অন্ধংতম প্রবিশন্তি" আবার যাহারা শাস্ত্র পড়ে, আত্মা কি, দেবতা কি তাহার কথাই আলোচনা করে অথচ কোন কর্ম্ম করে না তাহাদের গমন হয় আরও অন্ধকারময় নরকে। সেইজন্য কেবল কর্ম্ম করিওনা কিন্তু দেবতা জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্ম কর এবং কেবল দেবতা জ্ঞানের জন্য পুস্তক পাঠ করিও না, সঙ্গে কর্ম্ম রাখ ইহাই বলা হইল।

মুমুক্ষু—আমি যাহা ধারণা করিলাম তাহা বলিব ?

শ্রুতি—আচ্ছা।

মুমুক্ষু—তৃতীয় মন্ত্রে আত্মঘাতী কাহারা তাহা বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যাহারা কেবল অবিদ্যা বা কর্ম্ম করে এবং যাহারা কেবল বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান লইয়া থাকে তাহাদের গতির কথা বলা হইল। ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম যে করে এবং যে কর্ম্ম আদৌ করে না এই দুই প্রকার অজ্ঞানীর অন্ধমত ও অধিক অন্ধমত লোক প্রাপ্তি হয়। ভগবতী শ্রুতি মোক্ষার্থীর প্রতি কৃপা করিয়া বলিয়া দিতেছেন দেবতাকে জানিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি কর, করিয়া আমি আত্মা এই জ্ঞানাভ্যাসে সর্ব্বদা রত থাক। মিথ্যা জ্ঞানী বা বচন জ্ঞানী হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিও না—বা দেবতাকে না জানিয়া শুধু কর্ম্ম লইয়া দিন যাপন করিওনা।

শ্রুতি। হাঁ—ইহাই। বিদ্যা ও অবিদ্যার অসমুচ্চিত ভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌ ভাবে উপাসনার ফল বলা হইল।

অন্য দেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০ ॥

[বেদাঃ বিদ্যয়া অন্যদ্‌এব আহুঃ অবিদ্যয়া অন্যৎ আহুঃ। যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে তেষাং ধীরাণাং ইতি বচনং বয়ং শুশ্রুম]

সরলার্থঃ—**বিদ্যয়া** দেবতাজ্ঞানেন **অন্যদেব** দেবলোকাদি ফলম্‌ দেব-লোক প্রাপ্তি লক্ষণং ইতি **আহু** বদন্তি বেদাঃ। **"বিদ্যয়া দেবলোকঃ"** **"বিদ্যয়া তদারোহন্তি"** ইতিশ্রুতেঃ। তথা **অবিদ্যয়া** কেবল কর্ম্মণা **অন্যৎ** পিতৃলোকাদি ফলম্‌ **আহু** বেদাঃ। **"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ"** ইতি শ্রুতেঃ। **যে** ব্রহ্মতৎপরাঃ গুরবঃ আচার্য্যাঃ **নঃ** অস্মভ্যম্‌ **তৎ** কর্ম্ম চ জ্ঞানং চ যদ্বা বিদ্যা—অবিদ্যা দ্বয়ং উক্ত ফল দ্বয়ং বা **বিচচক্ষিরে** ব্যাখ্যাতবন্তঃ [তেষাময়ং আগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইত্যর্থঃ] তেষাং

ধীরাণাং বেদবিদাং—ব্যাখ্যাতৃণাম্ **শুশ্রুম** এবং বচনম্ বয়ং [মন্ত্রদ্রষ্টুরিদং বাক্যং] **শুশ্রুম** শ্রুতবন্তঃ ॥১০॥

চূর্ণিকা—

বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলং [আচার্য্যঃ] "**বিদ্যয়া দেবলোকঃ**" "**বিদ্যয়া তদারোহন্তি**"

বিদ্যায়া দেবলোকাদি ফলম্ [ভাস্করানন্দঃ]

বিদ্যায়া আত্মজ্ঞানাৎ [উবটাচার্য্যঃ]

বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন-আত্মজ্ঞানেন বা [শঙ্করানন্দঃ]

বিদ্যায়া দেবতোপাসনায়াঃ ফলমন্যদেব [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

বিদ্যয়া আত্মজ্ঞানেন অন্যদেব ফলং অমৃতরূপং আহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

অবিদ্যয়া কর্ম্মণাক্রিয়তে "**কর্ম্মণাপিতৃলোক ইতিশ্রুতিঃ** [আচার্য্যঃ]

অবিদ্যায়াঃ কর্ম্মণঃ [উবটাচার্য্যঃ]

অবিদ্যায়া-অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মণঃ [ব্রহ্মানন্দঃ]

অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অন্যদেব ফলং ক্রিয়ত ইত্যাহুর্বেদাঃ [আনন্দভট্টঃ]

অবিদ্যয়া কেবল কর্ম্মণা সাধ্যমন্যদেব ফলং [অনন্তাচার্য্যঃ]

বেদ সকল বিদ্যা দ্বারা পৃথক্ ফল হয় বলেন অবিদ্যা দ্বারা পৃথক ফল হয় বলেন। যে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্ গুরু আমাদের নিকট সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ধীর বেদব্যাখ্যাতাগণের নিকট এই বাক্য আমরা শুনিয়াছিলাম ॥ ১০ ॥

শ্রুতি—এই মন্ত্রে এবং পূর্ব্ব মন্ত্রে কি বলা হইল বুঝিলে ?

মুমুক্ষু—যাঁহারা বিদ্যাদ্বারা উপাসনা করেন—অর্থাৎ দেবতা চিন্তা রূপ উপাসনা করেন তাঁহারা দেবলোকে গমন করেন। আর যাঁহারা কেবল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে গমন করেন। শাস্ত্র যে ভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, সে ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, যাহারা স্বর্গাদির লোভে যাবজ্জীবন কর্ম্মই করে অর্থাৎ জ্ঞানে লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম করে, তাহারা "অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি" অন্ধতমে প্রবেশ করে অর্থাৎ "আমি আমার" রূপ অভিমানাত্মক অজ্ঞানে মুগ্ধ হয়। কর্ম্মের ফল পিতৃলোক প্রাপ্তি।

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে অবিদ্যামগ্নিহোত্রাদি লক্ষণামেব কেবলামুপাসতে” আচার্য্যঃ।

কিন্তু যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবলই বিদ্যার বা দেবতা চিন্তায় নিরত থাকে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করে। “ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম্ম হিত্বা যে তু দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ”। ইতি আচার্য্যঃ।

শ্রুতি—যাহারা জ্ঞানে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু স্বর্গাদি প্রাপ্তি জন্য অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে। কিন্তু যাহারা কোন প্রকার শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করেনা, ভোগত্যাগ করে না, সদাচার করে না, কেবল দেবতা চিন্তা করে তাহারা অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করে। জ্ঞান শূন্য কর্ম্মীর গতি অন্ধতম লোক কিন্তু কর্ম্মশূন্য জ্ঞানীর গতি অধিকতর অন্ধতম লোক। তবে বেদ যে বলিতেছেন **“কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ”** কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয় আর **“বিদ্যয়া দেবলোকঃ”** বিদ্যা দ্বারা দেব লোক প্রাপ্তি হয়? দেবলোক প্রাপ্তি কি অধিকতর অন্ধতম লোকে গমন আর পিতৃলোক প্রাপ্তি কি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল—শুধু অন্ধতম লোকে গমন? ইহাতে কি বুঝিতেছ?

মুমুক্ষু—মা! ইহাত দেখা যায় যাহারা ফল কামনা করিয়াও শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করে—এই সব কর্ম্মী বরং ভাল কিন্তু যাহারা জ্ঞানের কথা কয়, আত্মা পরমাত্মার কথা শাস্ত্রে পড়ে, পড়িয়া ঈশ্বর দেবতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ কথা কয় কিন্তু ইহারা যদি বেদ বিহিত কোন প্রকার কর্ম্ম না করে যদি ইহারা সদাচার না মানে, ইহারা যদি আহারের কোন বিচার না করে তবে এই সব কর্ম্ম শূন্য মৌখিক জ্ঞানী অতি অধম—ইহারা যে অধিকতর অন্ধতম লোকে যাইবে তাহা দেখাই যায়। কিন্তু বেদ যে বলিতেছেন **“বিদ্যয়া দেবলোকঃ”** এখানে কর্ম্মশূন্য জ্ঞানীযে বিদ্যা লইয়া থাকে তাহার কথা বলা হইতেছে না। দেবলোক প্রাপ্তি কর্ম্মশূন্য মূর্খ জ্ঞানীর ব্যভিচার দ্বারা লাভ হয় না। যাহাদের দেব লোকে গমন হয় তাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেনা—বিহিত কর্ম্মের সহিত দেবতা জ্ঞান লইয়া থাকে। তাই ইহাদের দেবলোকে গতি হয়। কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে ইহারা মর্ত্তলোকে পুনঃ পতিত হয়—হইয়া বহু ক্লেশ ভোগ করে। আচার্য্য বলিতেছেন “যৎ দৈবং বিত্তং দেবতা বিষয়ং জ্ঞানং কর্ম্ম সম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, পরমাত্মাজ্ঞানং, **“বিদ্যয়া দেব লোকঃ”** ইতি পৃথক্ ফল শ্রবণাৎ তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠান নিন্দা সমুচ্চিচীয়য়া, ন নিন্দা পরৈব, একৈকস্য পৃথক্ ফল শ্রবণাৎ। **“বিদ্যয়া**

নদারোহন্তি" "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি ন হি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্ত্তব্যামিষ্যাৎ।

পরমাত্ম জ্ঞান বেদরহিত কর্ম্মের দ্বারাও লাভ হয় না—এই জন্য বেদ বিহিত কর্ম্মকেও অবিদ্যা বলা হইয়াছে। অবিদ্যা বা বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়। এই বিদ্যা দ্বারা দেব লোক প্রাপ্তি ঘটে। আর যদি বিত্ত, পুত্র, স্বর্গাদি লোক লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া সাধক নিষ্কাম কর্ম্ম করে, তবে সেই সাধক ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন পরমাত্ম জ্ঞান লাভ করে।

কিন্তু কর্ম্মের সহিত যতটুকু জ্ঞানের অনুষ্ঠান্ হইতে পারে ততটুকু কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলাইয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহা না করিয়া যাহারা কেবল কর্ম্মে বা কেবলই জ্ঞানে রত সেই সমস্ত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা, শ্রুতি করিতেছেন। দেবতার চিন্তা কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠেয় ইহাই বেদ বলিতেছেন। কিন্তু ইহাতে পরমাত্ম জ্ঞান হইবেনা। কারণ এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে দেব লোক প্রাপ্তি। আর পরমাত্ম জ্ঞানের ফল হইতেছে, মোক্ষ প্রাপ্তি। দেবতা—জ্ঞান লইয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। শুধু কর্ম্মের, বা শুধু দেবতা আরাধনার অনুষ্ঠানের নিন্দাই শ্রুতি করিতেছেন। শ্রুতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ের যে অনুষ্ঠান তাহার নিন্দা করেন নাই। যদি করিতেন তবে বিদ্যা দ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি হয়, বিদ্যাদ্বারা সেই স্থানে গমন করে, কর্ম্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারেনা, কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়—শ্রুতি এই ভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক ফলের উল্লেখ করিতেন না। ফলতঃ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অকর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠানের অযোগ্য ইহা কিছুতেই অনুমান করা উচিত নহে ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

[বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যঃ তৎ উভয়ং সহ বেদঃ [সঃ] অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃত অশ্নুতে]

সরলার্থঃ—**বিদ্যাং চ** দেবতা জ্ঞানং চ কোমলং ব্রহ্মজ্ঞানং বা **অবিদ্যাং** কর্ম্ম **চ যঃ** সংজাতবৈরাগ্যঃ কর্ম্মপরিত্যক্ত্বমশক্তঃ **তৎ** এতৎ **উভয়ং সহ** জ্ঞানং কর্ম্মচ সহ একেন রূপেণানুষ্ঠেয়ং যদ্বা কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডং চ একীভূতং কৃত্বা একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ম্ ইতি **বেদ** ইতি জানাতি সঃ **অবিদ্যয়া** কর্ম্মণা

অগ্নিহোত্রাদিনা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মণা **মৃত্যুং** স্বাভাবিকং রাগপ্রাপ্তক্রিয়মানং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যমুভয়ং যদ্বা মৃত্যুং মারকমন্তঃকরণ-মলং আত্মজ্ঞানোৎপাদক প্রতিবন্ধকং বিস্মরণ লক্ষণং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ দুঃখ কারণং **তীর্ত্বা** অতিক্রম্য উত্তীর্য্য অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা **বিদ্যয়া** দেবতাজ্ঞানেন ব্রহ্মপরিজ্ঞানেন অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ কারেণ **অমৃতং** দেবতাত্ম-ভাবং **অশ্নুতে** প্রাপ্নোতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে—যদ্দেবতাত্মগমনম্‌॥ ১১॥

চূর্ণিকা—

বিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং চ [আচার্য্যঃ]
আত্মজ্ঞানং চ [উবটাচার্য্যঃ]
দেবতাজ্ঞানং কোমলং ব্রহ্মজ্ঞানং বা [শঙ্করানন্দঃ]
দেবতোপাসনং [ব্রহ্মানন্দঃ]

অবিদ্যাং চ কর্ম্ম চ [আচার্য্যঃ] [অগ্নিহোত্রং চ ব্রহ্মানন্দঃ]
কর্ম্মানুষ্ঠানং চ কেবলং স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিদ্যাপ্রতিবন্ধক দুরিতশামক বুদ্ধ্যা বা [ভাস্করানন্দঃ]
দ্বিতীয়মন্ত্রোক্তানি কর্ম্মাণি। চ কারাবুপায়োপেয় ভাবেন সমুচ্চয়ার্থৌ [শঙ্করানন্দঃ]
কর্ম্মান্ যথাজ্ঞাননিন্দনং বা। চ দ্বয়ং পরস্পর সমুচ্চয়ার্থং।

যস্তদ্বেদোভয়ং সহ বেদ যস্তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ একৈক পুরুষার্থ সংবন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে অবিদ্যয়া [আচার্য্যঃ]

যঃ তৎ উভয়ং সহ বেদ মিলিতং করোতি [ভাস্করানন্দঃ]

যস্তদুভয়ং বেদ জানাতি সহৈকীভূতং কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডস্য গুণভূতমথ কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডং চৈকীকৃত্যা [উবটাচার্য্যঃ]

যঃ সংজাত বৈরাগ্যঃ কর্ম্মপরিত্যক্তুমশক্তোঽন্তরালাবস্থস্তৎ কর্ম্ম জ্ঞানং চ বেদ জানাতি [শঙ্করানন্দঃ]

তদুভয়ং সহ সমুচ্চিতং ফলাদাত্রিতি যঃ পুমান্ বেদ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

যস্তবেদ তদুভয়ং জ্ঞানং কর্ম্ম চ সহৈকেন রূপেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ তস্যৈব সমুচ্চয়কারিণ একপুরুষার্থসম্বন্ধক্রমেণ কিস্যাদিত্যুচ্যতে—অবিদ্যয়া ইতি।
[আনন্দভট্টঃ]

তদুভয়ং সহ যে পুরুষার্থ হেতুত্বেন যো বেদ একেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়মিতি জানাতি [অনন্তাচার্য্যঃ]

যস্তদুভয়ং বিদ্যাবিদ্যে বেদ আচরতি সহ একত্রেণ বিদ্যোদ্ভাসিতাম্ অবিদ্যাম্ আচরতীত্যর্থঃ [সত্যানন্দঃ]

[সঃ] **অবিদ্যয়া**—কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা [আচার্য্যঃ]

কর্ম্মকাণ্ডেন [উবটাচার্য্যঃ]

ভুক্তৈহিক পুত্রবিত্তাদ্যকামনানুষ্ঠিত কর্ম্মণা [ভাস্করাচার্য্যঃ]

বিদ্যোদ্ভাসিতয়া অবিদ্যয়া কর্ম্মণা। দেবতা জ্ঞানসহকৃতং কর্ম্ম স্বর্গসুখ লাভেচ্ছাবিবর্জ্জিতং সন্নিষ্কামং ভবতি। তথা সতি স নিষ্কামকর্ম্মী অবিদ্যয়া কর্ম্মণা [সত্যানন্দঃ]

মৃত্যুং তীর্ত্বা স্বাভাবিক কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দ বাচ্যং উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য [আচার্য্যঃ]

মৃত্যুং-ঐহিকামুকালিকং পুনঃ পুনর্ভাবি মৃত্যুং অপ্রাপ্য [ভাস্করানন্দঃ]

মৃত্যুং উত্তীর্য্য কৃত কৃত্যোভূত্বা [উবটাচার্য্যঃ]

মৃত্যুং—আত্মজ্ঞানোৎপাদ প্রতিবন্ধকং স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞানং চ দুঃখকারণং আত্মজ্ঞানোৎপাদেন অতিক্রম্য [শঙ্করানন্দঃ]

মৃত্যুং—স্বাভাবিকং অজ্ঞানং বিস্মরণ লক্ষণং দূরীকৃত্য [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ।

মৃত্যুং—স্বাভাবিকং রাগতঃক্রিয়মাণং কর্ম্মজ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যং তদুভয়ং অতিক্রম্য [আনন্দভট্ট]

মৃত্যুং মারকমন্তকারণমলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যোভূত্বা [অনন্তাচার্য্যঃ]

মৃত্যুং-জন্ম মৃত্যুচক্রমতিক্রম্য [সত্যানন্দঃ]

বিদ্যয়া দেবতা জ্ঞানেন [আচার্য্যঃ]

বিদ্যয়া-ব্রহ্মপরিজ্ঞানেন [উবটাচার্য্যঃ]

বিদ্যয়া—উপাসনয়া [ভাস্করাচার্য্যঃ]

বিদ্যয়া—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ কারেন [শঙ্করানন্দঃ]

বিদ্যয়া—দেবতোপাসনেন [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

কর্ম্মণোপাসনাঽপি মানসং কর্ম্মৈব মৃত্যুং স্বরূপা বিস্মরণ হেতুং চিত্তমলম নৈকাগ্রং অতিক্রম্য [রাঃ পঃ]

বিদ্যয়া—বেদান্তজ্ঞানেন [আনন্দভট্টঃ]

বিদ্যয়া—আত্মজ্ঞানেন [অনন্তাচার্য্যঃ]



শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪॥০
২। " দ্বিতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৩। " তৃতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ॥০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১॥০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [প্রথম খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড [উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে]— —
১১। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য—
২॥০ আবাঁধা, অর্দ্ধ বাঁধাই ২৸০,
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০
১৩। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ॥০ আবাঁধা।০

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ—নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ত্ব, লীলা, নাম কীর্ত্তন—সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে ঋষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ত্তনের জন্য ইহা বিরচিত।

মূল্য বাঁধাই ॥০ আট আনা। আবাঁধা।০ চারি আনা

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৴৹ আনা। নমুনার জন্য ।৴৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

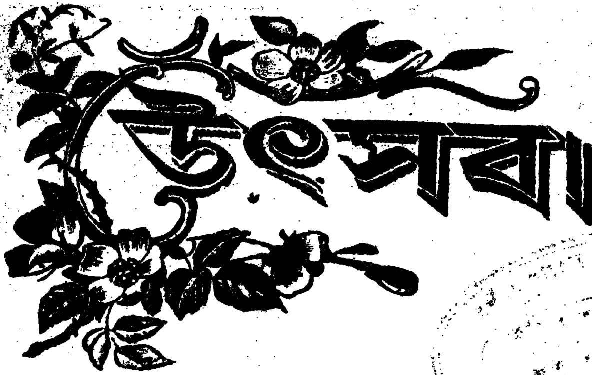
৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

১৯শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩৩১ সাল। [৯ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ	পৌষ, ১৩৩১ সাল।	৯ম সংখ্যা।

দর্পহারী।

দর্পহারি, ওহে দর্পহারি!
খর্ব্ব করে দাও হে আমায়
দর্প চূর্ণ করি!
সকলের বড় হতে আমি চাই
আমি নিজেই নিজের গুণ গাই
আমি নিজের গর্ব্বে নিজ পথে যাই
মহাজন পথ তুচ্ছ করি।
গর্ব্ব-দৃপ্ত এই অভাগায়
নিয়ে যাও প্রভু হাতে ধরি।

(২)

দর্পহারি, ওহে দর্পহারি!
হৃদয়ে যাহার রহিছে দর্প
তুমি, চূর্ণ করহে তাহারি!
যখনি নিজেরে ভাবি বড় ব'লে
তখনি ফেল হে সাধু পদতলে
শিখাতে বিনয়, অনুতাপানলে,
নিঠুর হৃদয়ে দগ্ধ করি।
মহাজন পদে দাওহে লুটায়ে
উন্নত শিরে নত করি।

দর্পহারী, ওহে দর্পহারী !
(আমি) থাকিলে সুখেতে চাহিনা তোমারে,
চাহিনা সঙ্গ তোমারি !
পড়িলে বিপদে ডাকিহে তোমারে,
চাহি ওহে ক্ষমা তোমা সকাতরে
(তখন) তাপিত জনেরে তুমি দয়াক'রে
লও হে কোলেতে তোমারি।
তুমি চূর্ণিত করি দর্পিত শিরে
লুটাও চরণে সবারি।

(৪)

দর্পহারি, ওহে দর্পহারি !
হৃদয় মধ্যে আসিলে দর্প
(মোরে) রেখ হে চরণে তোমারি !
ঘৃণা যেন কভু নাহি করি কারে
পারি যেন পূজা করিতে সবারে,
সকলের বড় জানি আপনারে
কভু যেন নাহি দর্প করি।
তুমি, সকল সময়ে রেখ হে আমারে
চরণ তলেতে তোমারি।

শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী !

৩১—১—৩১

বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা।

দেহাভিমানী আমি—যে আমি শতচেষ্টা করিয়াও দেহাভিমান ছাড়িতে পারি না—সেই "আমি"—দেহাভিমান শূন্য—নির্ম্মল চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছেন—আহা ! তুমিই প্রণব—সৃষ্টিস্থিতি লয় শক্তি—তুমিই নাদ বিন্দু—তুমিই জগত নাশে যে শব্দমাত্র অবশিষ্ঠ থাকে—তাহারও বিনাশে যে বিন্দু থাকেন জগতের বিনাশে—শব্দের লয় অবস্থায়—দৃশ্য দর্শন মুছিয়া গিয়া—নিরালম্ব-অনন্তের

প্রবেশ দ্বার স্বরূপ বিন্দুস্থানে আসিয়া—যে প্রণব অনন্ত হইয়া অনন্তরূপে নিত্য স্থিত হইয়াও—মিথ্যা ইন্দ্রজাল তুলিয়া—তাহাও ত্যাগ করিয়া স্থিতি লাভ করেন—আহা! তুমিই সেই প্রণব—তুমি সেই উপাসনার শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আবার তুমিই ভূর্ভুবঃস্বর্লোক—ভূর্ভুবঃস্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য লোকে যাহা কিছু আছে, ছিল, থাকিবে তাহার আকার ধারণ করিয়া সগুণব্রহ্ম—আবার তুমিই সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল সগুণব্রহ্মের বরণীয় তেজ—জগৎবরেণ্য জ্যোতিঃস্বরূপ—আপনাতে আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও—আপনার বক্ষে পূর্ণের অভাব ভাবনা রূপ ইন্দ্রজাল তুলিয়া—মায়াতুলিয়া—মিথ্যা কল্পনা তুলিয়া—জগৎপ্রসবিতা হইয়া—সেই জগৎপ্রবসিতার বরেণ্য ভর্গরূপ ধারণ করিয়া সুন্দর মূর্ত্তিতে হৃদয়ে বিরাজ কর—বাহিরে প্রকাশিত হও—জগতের পূজনীয়—সেই প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তি ধারণ কর তুমি—আমি—দেহাভিমানী আমি—দেহাভিমান ছাড়িতে না পারিয়া—আমি—আমার চৈতন্যের মূর্ত্তি তুমি—তোমাকে ধ্যান করিয়া—তুমিই আমি এই ভাবনা করি—তুমিই আমি—ইহার ধারণা করিতে না পারিলে "তোমার আমি" এই ধ্যান অভ্যাস করিতে চেষ্টা করি—"তোমার আমি" ভাবিয়া ভাবিয়া—তোমার আজ্ঞা পালনকেই জীবনের ব্রত করি—কয়িতে চেষ্টা করি—করিয়া বুঝিতে পারি—এই ধ্যানই আমার বুদ্ধিকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া যায়—ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে সত্য সত্যই তোমার স্বরূপে পৌঁছিবার পথ নাই—ইহাই বেদ কথিত শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

বৈদিক উপাসনা পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান মার্গ। অদ্বৈত তত্ত্ব যিনি ধারণা করিতে না পারেন, সর্ব্ব ভীতি শূন্য অদ্বৈত ভাবকে ভয়ের বস্তু বলিয়া যিনি দর্শন করেন—যিনি অভয়ে ভয়দর্শী—তিনি জ্ঞান মর্গে পৌঁছিতে পারেন যাহাতে তান্ত্রিক উপাসনায় সেই ভক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে।

প্রথমেই রূপ দেখাইয়া—মূর্ত্তি দেখাইয়া—বলা হইতেছে এস আমরা ইঁহাকে জানি—ইঁহাকে ধ্যান করি—পরেই বলা হইতেছে কেমন করিয়া জানিতে হয়, কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয়—মূর্খ আমি—আমি ত তাহা পারি না। পিতা তুমি, রাজা তুমি, মা তুমি—দেবী তুমি, আমি—তোমার আশ্রিত একান্ত শরণাগত—তুমি আমাকে সেই জ্ঞানে সেই ধ্যানে সামর্থ্য দিয়া তোমার কাছে লইয়া চল—যাহা করিলে তোমার ক্রোড়ে স্থিতি লাভ করিতে পারি—তুমি তাহাই করিয়া দাও—ইহা ভিন্ন আমার উদ্ধারের আর পথ নাই। শ্রুতি বলেন শক্তিকে আত্মা না জানিয়া যিনি উপাসনা করেন তিমি অসম্ভূতি—অজ্ঞা প্রকৃতি—মায়ার

উপাসনা জন্য অন্ধতমে প্রবেশ করে। আর যিনি—অবতার বীজ হিরণ্যগর্ভকে—আত্মা না ভাবিয়া উপাসনা করেন, তিনি আরও অধিক অবিদ্যাত্মক অন্ধকার নরকে পড়েন। শক্তি উপাসনাই কর আর শিব রাম কৃষ্ণাদি অবতারের উপাসনাই কর যদি অসম্ভূতি বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিতে না পার আর সম্ভূতি বা অবতার বীজ হিরণ্যগর্ভকে আত্মা বলিয়া উপাসনা না কর, তবে তোমাকে শূকর কুক্কুর বা বৃক্ষ পাষাণাদি হইয়া জন্মিতেই হইবে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা অসমুচ্চিত ভাবে যাঁহারা শক্তি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন তাহাদের গতি শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। কিন্তু সমুচ্চিত ভাবে উপাসনা করিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং শেষে জ্ঞান লাভে অধিকার আনিয়া দিবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিব মানস পূজা স্তোত্রে এই জন্য শিবকে উপাসনা করিয়া বলিতেছেন "আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ" ইত্যাদি। আবার গুপ্তার্ণব তন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতী সংবাদে অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রে দেবীর উপাসনায় নানা কথা বলিয়া বলা হইয়াছে—

"আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি।

ফলে উপাসনা আত্মারই। যেখানে আত্মাতে লক্ষ্য থাকে না অথচ জপ পূজা সবই হয়, সেখানে পুতুল পূজা ভিন্ন অন্য কিছুই হয় না।

শেষ কথা হইতেছে এই—"তুমিই আমি" এই ধ্যান হইয়া গেলে কর্ম্ম নাই। তুমি পূর্ণ—"তুমিই আমি" ভাবনাই পূর্ণের ভাবনায় পূর্ণ হইয়া যাওয়া। এখানে স্বরূপে স্থিতি। স্বরূপটি "অনেজৎ" কম্পন শূন্য, চলন শূন্য—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এখানে কর্ম্ম থাকিতেই পারে না, স্থিতিতে গতি থাকেই না।

কিন্তু যেখানে "তবাস্মি" বা "দাসোঽস্মি"—"তোমার আমি" বা "দাস বা দাসী আমি" সেখানে কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্মশূন্য পূর্ণ অবস্থায় যাইতে হয়। ইতি

———

তথাপি তোমার হইবে।

যথা সময়ে সন্ধ্যা পূজাদি হয় না, স্বরতঃ বর্ণতঃ মন্ত্রোচ্চারণ হয় না, প্রতিদিন ভাবের সহিত অনুষ্ঠান হয় না, কোন দিন চিত্ত সুস্থ হয় কোন দিন হয় না, অর্থের সহিত সন্ধ্যাদি হয় না, রস কোন দিন পাই—অধিকাংশ দিনই পাই না, তবে আমার কি হইল? দেখা পাওয়া ত দূরের কথা, কোন সাড়াই যে পাই না, তবে আমি কি করিতেছি?

তথাপি তোমার হইবে—যখন তুমি বিশ্বাস রাখ—তিনি আছেন, তোমার হৃদয়ে আছেন, সকলের হৃদয়ে আছেন—সকলের বাহিরে ভিতরে আছেন। তোমার হইবে—কেননা তুমি পরের অনিষ্ঠ চিন্তা কর না, তুমি পরকে ব্যথা দাওনা, তুমি অন্যের দুঃখ দেখিয়া যথাসাধ্য দুঃখ দূর করিতে ছুটিয়া যাও। তোমার হইবে—কারণ অনুরাগ না আসিলেও তুমি আজ্ঞাপালনে চেষ্টা কর, তুমি অপরকে প্রতারণা করিতে ইচ্ছা কর না—তুমি তাঁহাকে লইয়া থাকিবার কার্য্যেই অধ্যবসায় কর।

কেন হতাশ হইবে? তোমায় দেখা দেওয়া—সে ত তাঁর ইচ্ছা; তোমায় এক ভাবে রাখা—সেও ত তাঁহার হাতে। যখন উপযুক্ত হইব তিনি আসিবেন—নিশ্চয়ই আসিবেন—এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা কর—কখন পারিতেছ, কখন পারিতেছ না—ইহাতে ও হতাশ হইও না—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকিতে প্রয়াস কর—সর্ব্বদা স্মরণে অধ্যবসায় কর—আর কাহারও অহিত কর চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য করিও না; কোন প্রাণীকে পীড়া দিও না, কাহাকেও অশীতল বুলি বলিও না, সংসার চিন্তা করিও না, তাঁহারই চিন্তা কর, দুঃখের কথা তাঁহাকেই জানাও, অভাবের কথা তাঁহাকেই বল; নিশ্চিন্ত হইয়া যাহাতে ডাকিতে পার, সে জন্যও তাঁহাকে বল—হইবেই নিশ্চয়। বিষাদ যোগী হও—বিষাদে যুক্ত থাকিয়া সব ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিও না। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যথা সাধ্য নিয়ম পালনে চেষ্টা কর, নাম জপ কর, মনে মনে সকলকে প্রণাম করিবার জন্য প্রতি জপে হৃদয়স্থ তাঁহাকে প্রণাম কর—কেন হইবে না?

কিছু হইতেছে না ভাবিবে কেন? কিছু হউক বা না হউক তুমি অমন কর কেন? আজ কিছুই হইল না এই বলিয়া যে দুঃখ কর তা কেন কর? যে দিন ভাল করিয়া ডাকিয়াছিলে সে দিনেই বা কি হইয়াছিল? আর যৎকিঞ্চিত যাহা হইয়াছিল তাহা কি স্থায়ী হইল? স্থায়ী করা না করা তাঁর হাত। কর্ম্ম করিবারই অধিকার তোমার—স্থায়ী করা না করা তাঁর হাত। তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া আজ্ঞা পালনে চেষ্টা কর মাত্র। এ জন্মে আর কবে হইবে ইহা বলিয়াও তুমি আলস্য অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিওনা। এ জন্মে হইবে—কি না হইবে—তাহা তিনি জানেন—তোমার কর্ম্ম তুমি করিয়া যাও—যেমন ভাবে পার, কর, ইহাতে আলস্য অনিচ্ছা করিও না—কিন্তু কর আর যতদুর ভাল করিয়া করিতে পার তাহার ও জন্য যত্ন কর, নাম জপ সর্ব্বদা অভ্যাস জন্য একান্তে নিত্য কর্ম্মের পরে কতক্ষণ করিয়া জপ কর—আলস্য অনিচ্ছা দূর করিয়া জপ করিবার জন্য প্রাণায়ামাদি যাহা অভ্যাস করিতেছিলে তাহা ছাড়িও না—স্বাধ্যায়টি ভাল করিয়া করিতে চেষ্টা কর—মনে, যে ভাবে সে খেলা করে, সে গুলি দেখিয়া লিখিয়া রাখিতে চেষ্টা কর—লিখিয়া লিখিয়া অধ্যয়ন কর—তোমার হইবেই। যখন দেখ পাপ কর্ম্ম করিতে তোমার ইচ্ছা আদৌ নাই, বিলাসিতা করিতে তোমার ইচ্ছা আদৌ হয় না, কাহাকেও পীড়া দিতে তোমার ক্লেশ হয়, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, পরের অনিষ্ট ইত্যাদিতে তোমার রুচি নাই, কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে প্রশ্রয় দিতে তোমার ইচ্ছা আদৌ হয় না, সব মিথ্যা, সব মায়া বলিয়া বলিয়া তুমি তাহার নাম লইয়াই থাকিতে চাও—নাম সরস ভাবে করিবার জন্য মহাপ্রলয়ের চিন্তা করিয়া তাঁহার নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার ভাব যে সমকালেই আছে তাহার ভাবনা তুমি কর আর ধ্যান সরস করিবার জন্য নাম রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপ এই গুলির মধ্যে যখন যেটি, ভাল লাগে তাহা লইয়াই থাকিতে যাও তখন তোমার হইবেই। ঋষিগণের মত কার্য্য করিতে পার না—তথাপি এই নিরুপদ্রব ভক্তি যোগে হইবেই।

চরণ-রেণু।

প্রথমে যেদিন শ্রবণে শুনিনু
চরণ-কমল রেণু—
পাষাণে পড়িল উঠে দাঁড়াইল
ধরিয়া মানবী তনু॥
শুভ্র জ্যোতি মাঝে— সুনীল চরণ
সোনার নুপুর পায়
পরাণ আমার উধাও হইয়া
চরণ পাইতে ধায়॥
আহা! কেমন সেজন (যার) চরণ রেণুতে
পাষাণী মানবী হয়।
কবে বা দেখিব! দেখিব কি কভু?
হব কি চরণে লয়?
ঋষি হাতে ধরে পাষাণী উপরে
চরণ থুইতে বলে।
তখন—হইল কেমন, বল জনার্দ্দন
কোথায় চরণ থুলে?

(শ্রীআমি)

এস আমরা ধ্যান করি।

কে কাহাকে বলিল এস আমরা ধ্যান করি?

ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশ কিন্তু মহাকাশই। আকাশ সূক্ষ্ম। আকাশকে খণ্ড করা যায় না—বহু অস্ত্র বিগ্নাও না। তথাপি ঘটের মধ্যে যে আকাশ, যদি তাহাকে চৈতন্য দেওয়া যায় তবে ঘটাকাশ মনে করে আমি আকাশ খণ্ড মাত্র। উপাধি হইতেছে ঘট। উপাধিটা জড় মাত্র। জড়টা চৈতন্যের কল্পনা মাত্র।

কিন্তু উপাধি গ্রহণ যখন চৈতন্য করেন তখন চৈতন্য সান্নিধ্যে উপাধিটা ও চেতন হইয়া যায়। আকাশ তখন ভাবিলেন আমি ঘটই।

জীব চৈতন্যের স্বভাবে, উপরের দৃষ্টান্ত মিলাইয়া লও, বুঝিবে কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি।

চৈতন্য একটিই। ইনি জ্ঞান স্বরূপ, ইনি আনন্দ স্বরূপ, ইনি নিত্য। সর্ব্ব-শক্তিমান্ ইনি। ইঁহার অতি সূক্ষ্ম, অতি প্রধান শক্তি হইতেছে ইঁহার কল্পনা। কল্পনার তেজ অবর্ণনীয়।

চৈতন্যে তেজোময়ী কল্পনা উঠিল। স্বভাবতঃ ইহা উঠে। এই তেজোময়ী কল্পনা অঘটন ঘটাইতে পারেন। যেমন ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব কৌশলে দর্শকবৃন্দকে ভুলাইয়া অদ্ভুত খেলা দেখায় সেইরূপ চৈতন্য যখন ঐ তেজোময়ী কল্পনা কে স্বীকার করেন চৈতন্য মায়াবী হয়েন। মায়াবী সর্ব্বদাই জানেন আমি মায়া দেখাইতেছি, আমি আমিই—মায়া লোককে মোহিত করিতেছে কিন্তু আমাকে মোহিত করিতে পারেনা। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং" আমার আর এক তোজোময়ী পরমা শক্তি আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকেন—তাঁহার কাছে ঐ অবরণীয় ভর্গ, আসিতে পারে না। "তত্ত্বোবিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া"। অবরণীয় ভর্গ, বরণীয় ভর্গকে সর্ব্বদা ভয় করেন। মহামহিমান্বিতা, তেজোয়মীর কাছে মোহময়ী যাইতেই পারে না। ইঁহারা সপত্নী—সপত্নী বিদ্বেষ সর্ব্বত্রই আছে। মহামহিমান্বিতা তেজোময়ীকে বামাঙ্গে ধারণ যিনি করেন, বরণীয় ভর্গ মণ্ডিত যিনি তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্মই মোহময়ীকে স্বীকার করিয়া বহু হয়েন সৃষ্টি কর্ত্তা হয়েন—গুণময় হয়েন।

সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাই এই জগৎ। কল্পনা একেবারে মিথ্যা। তথাপি সত্য সঙ্কল্প যিনি তাঁহা হইতে আসিতেছে বলিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা সমূহ সত্যমত ভাসে। কিন্তু মরীচিকাতে যেমন জলভ্রম, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম সেইরূপ যোগ মায়ার সৃষ্ট যাহা কিছু তাহা চৈতন্য লইয়াই ভাসে বলিয়া ভ্রম হইলে ও সত্য মতই দেখায়।

এখন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি। ঐ যে ঘট—উহা যেমন আকাশের উপাধি সেইরূপ চৈতন্যের উপাধি হইতেছে ত্রিবিধ। প্রথম উপাধি অজ্ঞান, দ্বিতীয় উপাধি সূক্ষ্ম দেহ, তৃতীয় উপাধি স্থূল দেহ। চৈতন্য আপনি—আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও যখন মিথ্যা উপাধি যোগে আপনাকে অন্য মত কল্পনা করেন তখন উপাধি বিশিষ্ট বস্তু সমূহ মিথ্যা হইলেও সত্য সঙ্কল্পের কল্পনা

বলিয়া—বিশেষতঃ চৈতন্যকে লইয়া কল্পনা ভাসেন বলিয়া সমস্ত সৃষ্ট বস্তু সত্য মত দেখা হইয়া যায়।

কল্পনা স্বভাবতঃ উঠে ঐ যে বলা হইল—ইহা বুঝিবার কি কোন উপায় আছে? এই "স্বভাবতঃ" কথাটির ভিতরে বহু সন্দেহ থাকিয়া গেল। এ যেন কৌশল করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া। এ ব্যাখ্যাতে প্রাণ তৃপ্ত হইল না।

অচ্ছা অন্যরূপে বলি শ্রবণ কর।
পরমেশ্বর পূর্ণ এ কথাটি বিশ্বাস করিতে পার?
পারি—তারপর বলুন।

যিনি পূর্ণ তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি ও আছে। কাজেই পূর্ণ যিনি তিনি পূর্ণের অভাবও কল্পনা করিতে পারেন। ধন যাঁর আছে তিনি ধনের অভাব ও কল্পনা করিতে পারেন। বিদ্বান্ বিদ্যার অভাবও কল্পনা করিতে পারেন। জ্ঞান স্বরূপ যিনি তিনি জ্ঞানের অভাবও কল্পনা করিতে পারেন। এই জন্য বলা হয় জ্ঞান অজ্ঞান কল্পনা করেন। এই অজ্ঞান হইতে জগৎ ভাসিয়া উঠে। কিরূপে ভাসে? যেমন রজ্জুতে সর্প ভাসে সেইরূপে। কল্পনার একটা আধার না থাকিলে কল্পনা কোথায় ভাসিবে? সেইরূপ কল্পনার আধার যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মকে লইয়া কল্পনা ভাসে। তাহাতে ব্রহ্মই কল্পনার জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্ম কল্পনা বশে সব সাজেন। তুমি কল্পনা ছাড়, এককক্ষণে আপনার স্বরূপ যে আপনি-আপনি ব্রহ্ম তাহাতে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে। এই জন্য শাস্ত্র সঙ্কল্প ত্যাগের কথা এত করিয়া বলিয়াছেন। সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ হইতেই পারে না। মিথ্যা ত্যাগ ভিন্ন সত্যে স্থিতি কিছুতেই হইতে পারে না।

এস আমরা ধ্যান করি—এখন দেখ ইহাতে কে কাহাকে ডাকিতেছে। সত্য স্বরূপ চৈতন্য কল্পনা তুলিয়া যখন মিথ্যাকে দেখেন তখন মিথ্যাতে আপনি আপনার স্বরূপে থাকিয়াও আর এক আপনি যেন আত্ম বিক্রয় করেন। আপনার স্বরূপ ছাড়িয়া তিনি মিথ্যা মনে, মিথ্যা দেহে, মিথ্যা সংসারে—আমি আমার করিতেছেন। আমি মন, আমি দেহ এই করিয়া করিয়া মানুষ প্রকৃত আমিকে ছাড়িয়া দেহ মন সংসার লইয়া আমি আমার করিতে করিতে মোহ গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এই মোহ কাটাইতে হইবে। শ্রুতি বলেন—

ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোজঃ সহোজমসি প্রাণাপানৌ।

মহাবীররূপ যে সমস্ত ভীষণ কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্ম জনিত রাগ দ্বেষাদি—ইহারা সর্ব্বদাই মনুষ্য মধ্যে বিরোধ তুলিতেছে। সেই সমস্ত শান্তির জন্য এই সমস্ত প্রয়োগ বিধি।

আমি ঋগ্বেদ ও বাণীর শরণ লইতেছি। মন ইন্দ্রিয় ও যজুর্ব্বেদের শরণ লইতেছি। সামবেদ ও প্রাণের শরণ লইতেছি। চক্ষু ও কর্ণ এই ইন্দ্রিয় দ্বয়ের শরণ লইতেছি। কেন শরণ লইতেছি? বাক্য, বল, প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ু ইহাদের সহিত আমি এক হইয়া গিয়াছি বলিয়াই ইহাদের শরণ লইতেছি। ইহাদের কর্ম্ম অতি ভীষণ। ইহারা সর্ব্বদা বিরোধ তুলিতেছে। আমি বাক্য ও প্রাণাপানের স্থিতি জন্য ঋগাদি বেদত্রয়ে বাক্, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ঢালিয়া দিবার জন্য ইহাদের সকলের শরণ লইতেছি। যাহাদের সঙ্গে বহুদিন একত্রে থাকা যায়, তাহাদের সঙ্গে একত্ব স্থাপিত হইয়া যায়। তাহাদের উপর জোর করিলে তাহারা অতি ভীষণ হইয়া উঠে। তাই ইহাদের শরণাপন্ন হইয়া ইহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য উপায় করিতেছি। বুঝিতেছ রিপুর উপর জোর করিলে রিপু কত ভীষণ হয়?

সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত যিনি তিনি অস্পন্দ স্বভাবে নিত্য স্থিতি লাভ করিয়াও—চিরদিন একভাবে থাকিয়া ও স্পন্দ স্বভাব তুলিতে পারেন। অস্পন্দ স্বভাবের অভাব স্পন্দ স্বভাব। ইহা কল্পনা ইহা মিথ্যা। ইহাই অবিদ্যা ইহাই অজ্ঞান। স্পন্দন কল্পনা যখন হয় তখন যেখানে স্পন্দন সেইখানে মহা প্রাণের উদয় হয়। আদি ব্রহ্মের আদি স্পন্দনই মহাপ্রাণ। স্পন্দনাত্মিকা প্রাণ হইতেই বিশ্বের উদ্ভব হয়। বেদই ব্রহ্ম—শুভ শব্দরাশিই বেদ। শুভ শব্দরাশির সাহায্যে—বেদের সাহায্যে অস্পন্দ স্বভাবে যাওয়া যায়। শুভ শব্দ দ্বারা শব্দশূন্য অস্পন্দ স্বভাব পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা যায়।

যাহাদের সঙ্গে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া দুঃখ পাই—তাহাদের শরণাপন্ন হইয়া তাহাদিগকে তাহাদিগের স্বরূপে লইয়া যাইবার জন্য চক্ষু কর্ণাদি সকলকে বলি এস এস অস্পন্দ স্বভাবকে জানি, ধ্যান করি। আর এই দুইই আপনার শক্তিতে পারি না বলিয়া বলি "তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ"। সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে তুমি দেবি আমাকে লইয়া চল। আমি তোমার প্রীতি জন্য তোমারই আজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা করিয়া বুঝিতেছি তোমার আজ্ঞা পালন করিলে তুমি আমার চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া তোমাতে ডুবাইয়া দাও—জ্ঞানে চিত্তকে লগ্ন কর। ইহাতেই সব হয়।

প্রার্থনা।

শুনি—যে ডাকে তোমারে,
সকলি সে পায়,
আমি ত কিছুই পাই না।
এবে কিছু দাও,
কামন পূরাও,
মরুভূমি ক'রে রেখনা॥
ধনমান আমি,
চাহিনে হে স্বামি,
অসার কিছু মোরে দিওনা।
অসার সকল,
বৃথা সে জঞ্জাল,
ক'রনা আমারে বঞ্চনা॥
দিয়ে জ্ঞান নীতি,
জীবে দয়া প্রীতি,
পূরণ করহে সাধনা।
স্বদেশের তরে,
দীন হীন তরে,
সহিতে পারি যেন যাতনা॥
আমায় যে দিবে জ্ঞান,
পারি যেন দিতে দান।
না করিয়ে হীন নীচ গণনা।
পরের দুঃখেতে,
কাঁদিতে শিখিতে,
শিখাতে যেন প্রভু ভুলনা॥

শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। চন্দ্রভাগ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

খ্যাপার ঝুলি।

(নূতন)

কামিনী কাঞ্চন (ক)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খ্যাপা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবাই সাপ হয়ে গেল—ছেলেটা সাপ হ'ল—মেয়েটা সাপ হ'ল চতুর্দ্দিক হ'তে অবিরত আমায় ছোবল মারছে—গেলুম গেলুম জ্বলে পুড়ে বিষের জ্বালায় জ্বলে মলুম—কে আছ আমায় রক্ষা কর—আমি তোমার শরণাপন্ন আমি তোমার, রক্ষাকর রক্ষাকর রক্ষা কর।

"ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ হরেঃ সংসার সাগরাং"

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ

কিরে খ্যাপা আমার রূপ দেখে ভয় খেয়েছিস্? ভয় নাই।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ো ভাবো।
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোর মীদৃঙ্ মমেদম্॥

খ্যাপা। এই যে এসেছ—কি সব তোমার রূপ—কে তুমি গুরুরূপে আমায় উদ্ধার করতে এসেছ—তবে বলি—

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ

কিরে খ্যাপা নাচ্‌ছিস্ নাকি?

খ্যাপা। আবার নাচ্‌বোনা—তুমি যখন শব্দ ব্রহ্ম রূপে দেখা দিয়েছ, আবার নাচ্‌বোনা—শুধু আমি নাচিনি—আমার হাত নাচ্‌ছে—আমার পা নাচছে—জিহ্বানাচ্‌ছে—শিরায় শিরায় রক্ত কণিকা সব নাচ্‌ছে—আমার গাত্র রোম সকল নাচছে—আমি নাচের সাগরে ডুবে গেছি।

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ—ওগো শোন শোন সাপ গুলো সব পালিয়ে গেল।

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ আবার মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র সেজেছে।

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ বেশতো তুমি—

কিরে হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ

ও হরি তুমিই তো সব সেজেছ। তুমি পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র সেজেছিলে দেখ। আমি তোমায় একটুও চিন্‌তে পারিনি ; কি যন্ত্রণা—তুমি যদি এ যন্ত্রণা অনুভব করতে তা হলে এমন খেলা খেল্‌তেনা। তুমি তো দেখ্‌ছি বহুরূপী—একলা তুমি এত সাজিতে পার ? নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা সব সেজে খেলা কর। বা বেশ ত একথা বলে দাওনি কেন ?

দেখ সবাই আমি—এদেশে এসে যে ঘুমায়ে পড়ে—সেইই স্বপ্নদেখে—যন্ত্রণাপায় তুই জেগে থাক্ সকলি আমি এ জ্ঞান স্থির থাক্‌বে।

খ্যাপা। বড় ঘুম আসে যে ?

জপকর, সর্ব্বদা হরি ওঁ হরি ওঁ জপকর ; অনিবার উচ্চৈঃস্বরে বল হরি ওঁ হরি ওঁ—তোর আর কিছুতেই ঘুম আস্‌বে না ; যারা ঘুমিয়ে আছে তোর চীৎকারে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যাবে—তোর সুরে সুর মিশায়ে তারায়ও গাহিবে হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ—যতই বিভীষিকা আসুক না কেন নাম ছাড়্‌বিনা।

খ্যাপা। কিসের বিভীষিকা ? তুমি আছ আর আমি আছি—হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ তুমি আছ—

হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ

জয়গুরু

নিজের স্বরূপ দান।

প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অর্থাৎ নিজ স্বরূপ পাইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। চারিটি অবিদ্যা জীবের স্বরূপ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক। অবিদ্যার প্রকার হইতেছে, এই ধ্বংসশীল অনিত্য দেহে নিত্য বুদ্ধি। ২। মলমূত্রাদি অশূচি দেহে শূচি বুদ্ধি। ৩। রোগ শোক গ্রস্ত অসুখকর দেহে সুখ বুদ্ধি। ৪। জড় অনাত্ম দেহে আত্ম বুদ্ধি। এই চারি প্রকারের অবিদ্যা ছাড়া যে অহং সেইটী সুখকর আমি। এই আমিতে স্থিতিলাভ করিলেই জীব শিব হইয়া যায়। ক্ষুদ্র দেহগণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া সে তখন জ্ঞানীর পদে সমারূঢ় হয়।

বিশ্ব তখন জ্ঞানীর নয়নে বারাণসী সম হয়
নদী ও তড়াগ কূপ ও সাগর সব গঙ্গাজল ময়।
তৃণলতা হতে প্রতি বনস্পতি হয় গো নন্দন বন
হেয় উপাদেয় বিচার রহিত হয় সম দরশন।

কিন্তু এ অবস্থা কি শুধু শুধুই আসে? কখন নয়। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রবল পুরুষকার ও গুরু কৃপার আবশ্যক। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হইতে হয়। যে ভাগ্যবান্ দৃঢ়তাও অধ্যবসায়ের সহিত আজ্ঞা পালন রূপ কর্ম্ম করিতে পারে তাঁহার কর্ম্মরূপ যজ্ঞ অন্তে যজ্ঞেশ্বর হরি জ্ঞানগুরুরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। শিষ্য তখন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া গুরুর শরণাপন্ন হন ও ব্রহ্মবিদ্ গুরু তখন বুঝাইয়া দেন তুমিই ব্রহ্ম। এ স্থলে দাতার দানের শক্তি থাকা চাই ও গৃহীতারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই। তবেই অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। গুরুর প্রতি শিষ্যকে বিশ্বাসে ও ভক্তিতে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ হইতে হইবে তবেই গুরু সেই শিষ্যে নিজ স্বরূপ দান করিতে পারেন।

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমোগণেশায়
শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

যোগতত্ত্ব।

যোগস্বরূপচন্দ্রিকা
বা
যোগ বিষয়ক সাধারণ কথা

যোগের স্বরূপ দর্শনার্থীর কি কর্ত্তব্য?

বক্তা—যোগের স্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, যে পুরুষপ্রধান, যে অনন্তজ্ঞানবান্, যে বিশ্বের সমষ্টিভূত অনুগ্রহ শক্তি বা বিশ্বের আদিগুরু, দুঃখার্ণবে নিমগ্ন জীববৃন্দের উদ্ধারার্থ, বিশ্বজীবনোপযোগী, সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রদানপটু, সর্ব্বপ্রকার ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণহেতু, মোক্ষের রাজপথ এই যোগবিদ্যার আদ্যপ্রণেতা, প্রথমে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহার চরণে কোটিশঃ নতশিরঃ হওয়া

উচিত। তৎপরে যাঁহারা যোগের অনুশাসন করিয়াছেন, জীবের কল্যাণার্থ যোগের প্রশংসা করিয়াছেন, বিশদভাবে যোগের স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের চরণে নিপতিত হওয়া উচিত; তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে, যে ভাবে যোগের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। বিশ্বাস করিও, যোগনিষ্ঠ, যোগতত্ত্বজ্ঞ, সত্যবচন মহাপুরুষেরা যোগের বৃথা প্রশংসা করেন নাই, তাঁহাদের যোগপ্রশংসাবাক্য অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত নহে, সত্যবচন মহাপুরুষদিগের যোগ-প্রশংসা বাক্যের প্রত্যেক অক্ষর সত্যময়। বিশ্বাস করিও বিমল শ্রদ্ধাই সত্য জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র কারণ, বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাই সিদ্ধির একমাত্র হেতু। "শ্রদ্ধা" ও "সত্য," "শ্রদ্ধা" ও "ধর্ম্ম", "শ্রদ্ধা" ও "সিদ্ধি", "শ্রদ্ধা" ও "জ্ঞান", বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। যাঁহার যাদৃশী শ্রদ্ধা, তাঁহার তাদৃশী ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কোন পুরুষ উন্নত হইয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান কুশল হইয়াছেন, বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, ধর্ম্মাচার্য্য হইয়াছেন,লোক নায়ক হইয়াছেন, রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন, কৃত্যকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারা যোগের প্রসাদেই তাহা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যোগের কাছে ঋণী, যোগাচার্য্যের কাছে ঋণী, যোগের আদ্যুপদেষ্টার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। স্মরণ করিও, যোগের সমান আর বল নাই, সকল বলই যোগপ্রসূত। যোগের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, ইতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি।

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকল হইতে যোগের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিবে, তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ যত্নশীল হইবে, কিছুই অসম্ভব নহে ('Nothing is impossible') যাহা এখন অসম্ভব বা অসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, যোগেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তাহাও যে, সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহাও যে, সুখসাধ্য, পরে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। শ্রুতি এবং পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, তন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ, "যোগ" সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবে। একটী মাত্র শাস্ত্র পাঠ করিলে, শাস্ত্র বিনিশ্চয় হয় না। পরিশেষে বক্তব্য কেবল যোগ শাস্ত্র পাঠ করিয়াই, সন্তুষ্ট থাকিওনা; যোগতত্ত্বজ্ঞ, যোগনিষ্ঠ, সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, যোগাভ্যাসে নিরত হইবে। যোগের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বেদবর্ণিত যোগের স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিব, বেদের অঙ্গ, উপাঙ্গ ও উপবেদ ব্যাখ্যাত যোগের স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিব; প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে যাঁহারা জন্মান্তরের বিশিষ্ট প্রতি-

তার প্রেরণায় যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, যথাশক্তি যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিছু কিছু সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন, যোগ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, আমি তোমাকে তাঁহাদের মতও যথা প্রয়োজন জানাইব। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা যোগের স্বরূপ দর্শনের কীদৃশ আনুকূল্য হইতে পারে, তাহাও তুমি জানিতে পারিবে। 'যোগ সর্ব্ববিদ্যার প্রসূতি', 'সর্ব্বসিদ্ধির নিদান,' 'শিল্প, কলা প্রভৃতিও যোগ প্রসূত'; 'যোগই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির রাজ পদ্ধতি', ইহারা যদি মিথ্যা বাক্য না হয়, অতিশয়োক্তি না হয়, তাহা হইলে, পূর্ণভাবে যোগের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অধিভূত বিজ্ঞান, অধিদেব বিজ্ঞান, মানুষ শিল্প ও দেব শিল্প, কর্ত্তব্যনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির স্বরূপ দেখিতেই হইবে। সংকীর্ণ বুদ্ধি, রাগ-দেষের বশগ ব্যক্তি, যোগের বিশুদ্ধ রূপ দর্শনের উপযুক্ত পাত্র নহেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাহারা অল্পমতি ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ চিত্ত, তাহারা ধনাদি হেতু মহত্ত্বের একদেশ প্রাপ্ত হইয়াই, গর্ব্বমল দিগ্ধ হইয়া থাকে, কলহশীল হয়, পরদোষের উদ্ভাসক হয়; এই রূপ ব্যক্তিগণ কদাচ যোগের বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে পায়না ("অথ যে হল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে ।"—ছান্দোগোপনিষৎ)। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতির অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে প্রসারিত করিতে না পারিলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, যোগবিভূতির আবির্ভাব হয় না। অতএব যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মল বিমুক্ত হয়, তজ্জন্য সদা সচেষ্ট হইবে। চিত্তমুকুর যে মাত্রায় বিশুদ্ধ (Purified) হইবে, সেই মাত্রায় যোগের যথার্থ স্বরূপ উহাতে প্রতিভাত হইবে। বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রোপদিষ্ট যোগে, কোন বিমল বুদ্ধির, কোন প্রকৃত আত্মকল্যাণ প্রার্থীর, দেষ-বুদ্ধি হইতে পারেনা; যোগ বিদ্যা উদারতা পূর্ণ; সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি না হইলে, পূর্ণভাবে যোগের স্বরূপাবলোকন সম্ভবপর হয় না, যোগ দ্বারা অত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম। এখন যোগের আদ্যুপদেষ্টার এবং যোগানুশাসন কর্ত্তৃগণের চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হইয়া, যোগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ ও যথাশক্তি শ্রুতবিষয়ের মনন কর।

যোগের আদ্যুপদেষ্টার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমিকা রূপে কিছু বলা অত্যাবশ্যক, কারণ আমি প্রধানতঃ শাস্ত্র প্রদর্শিত রীত্যনুসারেই যোগের আদ্যুপদেষ্টার তত্ত্বান্বেষণ করিব, আধুনিক ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান নিরত পুরুষদিগের রীত্যনুসারে করিব না। সনাতন বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সকল

বিশ্বের নিত্য ইতিহাস, অতএব বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকল যোগের আদ্যুপদেষ্টা কে তাহা জানাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, আমি প্রথমে তোমাকে তাহাই জানাইব, পরে, আবশ্যক হইলে, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিব, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরুদ্ধ হইলেও, আপ্তোপদেশকেই আমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহা করাই শাস্ত্র শাসন। বলা বাহুল্য বর্ত্তমানকালে, অত্যল্প ব্যক্তিই এই নিমিত্ত আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, অত্যল্পব্যক্তিই আমার এতাদৃশ পদ্ধতির অনুমোদন করিবেন।

যোগের আদ্যুপদেষ্টার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমিকারূপে কিছু বলা আবশ্যক, আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য।

যোগের আদ্যুপদেষ্টা কে? শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সমূহকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, 'হিরণ্যগর্ভই' সর্ব্বাপেক্ষায় পুরাতন যোগতত্ত্ব বেত্তা, 'হিরণ্যগর্ভই' যোগের আদ্যুপদেষ্টা, তুমি এই উত্তর পাইবে। ("হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)। "হিরণ্য গর্ভ যে, যোগের আদ্যুপদেষ্টা," যোগ সূত্রকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের "অথ যোগানুশাসনম্," এই সূত্রটী দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। "অনুশাসন" শব্দ, পশ্চাৎ শাসন—"শিষ্টের শাসন," এই অর্থের বোধক। বক্ষ্যমাণ যোগসূত্র সমূহ দ্বারা প্রতিপাদিত যোগবিদ্যা, "হিরণ্যগর্ভ" ও প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন অবলম্বন পূর্ব্বক প্রোক্ত হইয়াছে, ইহা পতঞ্জলিদেবের নবোদ্ভাবিত বিদ্যা নহে, পতঞ্জলিদেব, "যোগানুশাসন" এই পদ দ্বারা ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ যোগের আদ্যুপদেষ্টা, এই কথার অভিপ্রায় কি, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেরই তাহা দুর্ব্বোধ্য, যোগের আদ্যুপদেষ্টা কে? এই প্রশ্নের "হিরণ্যগর্ভ যোগের আদ্যুপদেষ্টা," এইরূপ উত্তর শুনিয়া, একালে কাহারও কিছু লাভ হইবে বলিয়া, আমার মনে হয়না। ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত অমুক নর শরীর ধারী যোগের আদ্যুপদেষ্টা, যোগের আদ্যুপদেষ্টা কে? এই প্রশ্নের ইদানীন্তন শিক্ষিত পুরুষবৃন্দ, এবম্প্রকার (ক্রমবিকাশবাদের অবিরুদ্ধ) উত্তর শুনিলে, ইহা যে, একেবারে অসভ্যোচিত উত্তর নহে, বোধ হয় তাহা স্বীকার করিতে পারেন। হিরণ্যগর্ভ কে, বর্ত্তমান সময়ে বহু ব্যক্তিই, তাহা অবগত নহেন। শাস্ত্র যে ভাবে, যে ভাষায় তত্ত্বোপদেশ করেন, তাহা এখন কেন

দুর্বোধ্য বা অবোধ্য হইতেছে, কি শাস্ত্র ব্যবসায়ী, কি শাস্ত্র সম্পর্কবিহীন, শিক্ষিতম্মন্য পুরুষগণ, এতদুভয়ের কেহই সাধারণতঃ তাহা চিন্তা করেন না। শাস্ত্র বিশ্বাস যে, কেবল শাস্ত্রসম্পর্ক বিহীন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরই বিচলিত বা বিলুপ্ত হইতেছে তাহা নহে, শাস্ত্রীদিগেরও আর শাস্ত্রেরপ্রতি (যথোচিত আত্ম শিক্ষার অভাব বশতঃ) পূর্ণ বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আর সাধারণতঃ তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা জন্মান্তরীণ প্রতিভা বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যের সাধ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের যে, এই কথা শ্রুতিকটু হইবে, তাহা জানি, তথাপি, শাস্ত্রের উপদেশ বলিয়া এই দুর্দ্দিনেও, এই কথা বলিতে সাহসী হইলাম। আধুনিক স্বদেশীয়, বিদেশীয়, শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে, অনেকের ধারণা হইয়াছে, শাস্ত্রোপদেশে দর্শনের গাম্ভীর্য্য নাই, বিজ্ঞানের প্রমাণ পরীক্ষা নাই, ইহাতে কেবল বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, প্রৌঢ়োক্তি (unscientific, arrogant or bold assertions) আছে, শুদ্ধ কাল্পনিক বর্ণন আছে; ক্বচিৎ সত্যের আভা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা এইরূপ অতিরঞ্জিত, তাহা এইরূপ দুর্ভেদ্য আলঙ্কারিক ভাষা-বর্ম্মে সন্নদ্ধ গাত্র যে, তদ্দ্বারা কাহারও কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। যে দেশের সৌভাগ্য রবি যখন অস্তমিত হয়, অবনতির ঘোরা তামসী রজনী, স্বীয় কৃষ্ণ বসন দ্বারা যে দেশকে যখন আবৃত করে, তদ্দেশবাসীর তখন এই প্রকার মতিভ্রম, এই প্রকার অকল্যাণকর বিশ্বাস, প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মানবীয় বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় অতিপ্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বলিয়া বিনিশ্চিত হয়, যে সকল বিষয় অসম্ভব বা মিথ্যা রূপে অবধারিত হইয়া থাকে, বেদে, পুরাণে, অন্যান্য বেদমূলক শাস্ত্রে, তাহারা প্রায়শঃ প্রাকৃতিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাদৃশ বিষয় সকলকে সম্ভাব্য বলিয়া, সত্য বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।

বেদের কথা, পুরাণেতিহাসের কথা, জ্যোতিষের কথা, এক কথায় শাস্ত্রমাত্রের কথা এই নিমিত্ত অতিরঞ্জিত বোধে, কাল্পনিক জ্ঞানে, অসম্ভব গল্প পূর্ণ জ্ঞানে, আধুনিক শিক্ষিত পুরুষগণের সমীপে অবজ্ঞাত হয়, অসারবৎ পরিত্যক্ত হয়। বেদ, জড় অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু ইত্যাদিকে পুরুষ জ্ঞানে, দেবতা বোধে পূজা করিতে বলিয়াছেন, (বস্তুতঃ বেদের কোথাও জড়ের উপাসনার কথা নাই) গ্রহাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিয়াছেন, স্তব দ্বারা অগ্ন্যাদিকে সন্তুষ্ট করিতে

পারিলে, স্তোতার কল্যাণ হয়, ইষ্টসিদ্ধি হয়, স্তবে সন্তুষ্ট দেবতাগণ স্তোতার বিঘ্ন-বিপত্তির নিরাকরণ ও অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন, বেদে এবম্প্রকার উপদেশ আছে। বেদ বলিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত, শিবসংকল্প যোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়া, অতীত, অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, সর্ব্বপ্রকার বস্তু সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যে দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস, অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য লোকদিগেরই স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, বেদ সেই দেবতাকে সৎ বলিয়া, তাঁহার সমীপে নিজ নিজ অভাব জানাইতে উপদেশ দিয়াছেন। যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলিদেবও বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বারা দেবতার দর্শন লাভ হয়, দেবতারা স্বাধ্যায় শীলের কার্য্য সম্পাদন করেন। অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপানের কথা শাস্ত্রে আছে, নহুষের সর্পাকারে পরিণত হওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে, লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রদ্যোতক, পরম কারুণিক্ পরমেশ্বর, নির্ম্মাণ শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া, দুঃখময় সংসার সাগরে নিমগ্ন জীববৃন্দের উদ্ধারার্থ জ্ঞানোপদেশ করেন, পাতঞ্জল দর্শনাদি শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহকে এই নিমিত্ত ইদানীন্তন, স্বদেশীয়, বিদেশীয় শিক্ষিত পুরুষগণ, অসার বা স্বল্পসার কাব্য বলেন, "বিজ্ঞান" বলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রুতি-শাস্ত্রের উপদেশ অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃতিক রূপেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তুমি যে যোগের স্বরূপদর্শনার্থী হইয়াছ, সেই যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'যোগিগণ সিদ্ধি প্রভাবে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন'। যাহা হোক্ "হিরণ্যগর্ভ যোগের আদ্যোপদেষ্টা," এই কথা বর্ত্তমান কালে অনেকের দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইলেও, ইহা বস্তুতঃ কল্পনা বিজৃম্ভিত, অলীক কথা নহে। আমি যাহা করিতে পারিনা, আমি যাহা বুঝিতে পারিনা, আমি যাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, অন্য কেহই তাহা করিতে পারেন না, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারেন না, অন্য কাহারও তাহাকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিবার সামর্থ্য থাকিতে পারেনা, এবম্প্রকার ধারণা সুবিজ্ঞোচিত নহে। যাঁহারা অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কার করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই (মুখে যাহাই বলুন) হৃদয়ে যথোক্তপ্রকার ধারণাকে স্থান দিতে পারেন না, পারেন নাই। আমরা যাহা জানিয়াছি, তাহাই জ্ঞাতব্য, তদতিরিক্ত জ্ঞাতব্য নাই, সম্ভাব্যতার আমরা যে সীমা নিরূপণ করিয়াছি, তাহাই সম্ভাব্যতার চরম সীমা, বৈজ্ঞানিক মাত্রের যদি এবম্প্রকার ধারণা সুদৃঢ় হইত, তাহা হইলে, কোন অনাবিষ্কৃত তথ্যের আবিষ্কার হইত না, তাহা হইলে, বিজ্ঞানের উন্নতি পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইত।

ক্রমশঃ



শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ

যোগতত্ত্ব

ঈশ্বর প্রণিধান

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্, বি,

"ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের অর্থ এবং পাতঞ্জলদর্শনে "ঈশ্বর প্রণিধান" এই পদের প্রয়োগ বিষয়ক বিচার।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের মূল অর্থ কি? পাতঞ্জল দর্শনে "ঈশ্বর প্রণিধান" এই পদের বহু স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে। সমাধি পাদের একটী সূত্রে "ঈশ্বর প্রণিধান" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ("ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—পাঃ দঃ ১।২৩), সাধন পাদে "ক্রিয়াযোগ" ও "নিয়ম" নামক যোগাঙ্গের স্বরূপ প্রদর্শন কালে "ঈশ্বর প্রণিধান" পদের ব্যবহার হইয়াছে, অপিচ "নিয়ম" নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা কি সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা বলিবার সময়ে "ঈশ্বর প্রণিধান" পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। * আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, পাতঞ্জলে সর্ব্বত্র একরূপ অর্থে "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কি না।

বক্তা—যাঁহারা বিদ্যাকে উপযুক্তা (অভীষ্ট ফলদানে সমর্থা) করিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা কর্ম্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রার্থী, যে কর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাদৃশ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাঁহারা কর্ম্ম

---

* "তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"—পাঃ দঃ ২।১

"শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।"—পাঃ দঃ ২।৩২

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।"—পাঃ দঃ ২।৪৫

করেন, অনর্থক চেষ্টা করিতে যাঁহারা অনভিলাষী, "ঈশ্বর প্রণিধান" এই পদের মূল অর্থ কি, এবং পাতঞ্জলদর্শনে সর্ব্বত্র এক অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়াছে কি না, তাঁহাদের তাহা জানিবার ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব "ঈশ্বর প্রণিধান" পদের মূল অর্থ কি এবং পাতঞ্জল দর্শনের সর্ব্বত্র ইহার এক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে কি না, তোমার এইরূপ হিতকরী জিজ্ঞাসা হইয়াছে, অবগত হইয়া, আমি অতিমাত্র সুখী হইলাম।

"প্রণিধান" শব্দ চিত্তের একাগ্রতা, মনের বিষয়ান্তরে গমন নিবারণ, সমাধি, অভিনিবেশ, অভিযোগ (Application or devotion to something) প্রযত্ন (Effort), প্রবেশন (Entrance. access) চিন্তন বা ভাবনা বিশেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। "ঈশ্বর প্রণিধান", ঈশ্বরে একাগ্রতা, মনের বিষয়ান্তরে গমন নিবারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরে অভিযোগ, ঈশ্বর পূজন, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন-পূর্ব্বক পরমগুরু ঈশ্বরে অখিল কর্ম্ম সমর্পণ, ভক্তিবিশেষ, এই সকল অর্থের বাচক রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"প্রণিধান" শব্দের অর্থ হইতে "ঈশ্বর প্রণিধান" যে কারণে ঈশ্বরে একাগ্রতা, মনের বিষয়ান্তরে গমন নিবারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরে অভিযোগ—ঈশ্বরে ধারণা, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি অর্থের বাচক হয়, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক অখিল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দ কি নিমিত্ত এই অর্থের বোধক হয়, তাহা সম্যগরূপে উপলব্ধি হইতেছে না।

"ঈশ্বর প্রণিধান" যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবার যুক্তি।

বক্তা—পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য এবং ইহার বার্ত্তিকাদিতে ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের যে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্মরণ কর। "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দ পাতঞ্জলে সর্ব্বত্র একরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এতদ্দারা তোমার এই প্রশ্নেরও সমাধান হইবে।

জিজ্ঞাসু—সমাধিপাদের "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার "প্রণিধান" শব্দের "ভক্তি বিশেষ" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ("প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাৎ।"—পাতঞ্জলভাষ্য)। বাচস্পতি মিশ্রের মতে "প্রণিধান" শব্দের "মানস," "বাচিক" ও "কায়িক" ভক্তি বিশেষই অর্থ ("প্রণিধানাদ্ভক্তি বিশেষান্মানসাদ্বাচিকাৎ কায়িকাদ্বা"—বাচস্পতি মিশ্র কৃত টীকা)। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, এস্থলে যে 'প্রণিধান' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয়

(সাধন) পাদে বক্ষ্যমাণ প্রণিধান পদার্থ নহে, অর্থাৎ সাধন পাদে ক্রিয়া যোগ সূত্রে ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের স্বরূপ বর্ণন সূত্রে যে অর্থে 'প্রণিধান' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এখানে তদর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই।

"প্রণিধান" শব্দ এই স্থলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণীভূত সমাধি বা ভাবন বিশেষ, এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। * ভোজদেব, "ভক্তিবিশেষ," "বিশিষ্ট উপাসন," বিষয় সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্মের ফল পরমগুরু ঈশ্বরে সমর্পণ, 'প্রণিধান', শব্দের এই সকল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ("তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনম্ সর্ব্বক্রিয়াণাং তত্রার্পণং বিষয় সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া স্তস্মিন্ পরম গুরাবর্পয়তি তৎ প্রণিধানং সমাধেস্তৎফল লাভস্য প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।"—ভোজদেব কৃত যোগসূত্র বৃত্তি) বিদ্বদ্‌বর শ্রীরামানন্দ যতি স্বপ্রণীত মণিপ্রভা নামক যোগবৃত্তিতে "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের ঈশ্বরে কায়িক-বাচিক ও মানস ভক্তিবিশেষ, বাচস্পতি মিশ্রকৃত এই অর্থই অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীসদাশিবেন্দ্র সরস্বতী প্রণীত যোগসুধাকর নামক যোগসূত্র বৃত্তিতে "প্রণিধান" শব্দের "ভাবনা বিশেষ" এই অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে ("তস্মিন্ পরমগুরৌ প্রণিধানং ভাবনাবিশেষঃ।")। ভাবাগণেশীয় ও নাগোজী ভট্টীয় যোগসূত্র বৃত্তিতে ও 'ঈশ্বর প্রণিধান' শব্দের 'প্রেমলক্ষণা ভক্তি' এবং পরমেশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ ও তৎফল ত্যাগ এই দ্বিবিধ অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

বক্তা—সমাধিপাদের "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ব্যবহৃত ঈশ্বর প্রণিধান শব্দ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার তদর্থে ব্যবহৃত হইবার যুক্তি কি, ইতঃপর তাহা চিন্তা করিতে হইবে, এবং সাধন পাদে ঈশ্বর প্রণিধান শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বলা বাহুল্য তাহাও এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—সাধন পাদের ক্রিয়া যোগসূত্রে ব্যবহৃত "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের ভাষ্যকার সর্ব্বক্রিয়ার পরমগুরুতে সমর্পণ অথবা কর্ম্মফলত্যাগ, এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ("ঈশ্বর প্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং তৎফলসন্ন্যাসো বা"—যোগসূত্রভাষ্য)। নিয়মসূত্রে ব্যবহৃত "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দেরও ভাষ্যকারের মতে পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ, ইহাই অর্থ ("ঈশ্বর প্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্।"—যোগসূত্রভাষ্য)। "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ"

---

* "প্রণিধানমত্র ন দ্বিতীয় পাদ বক্ষমাণং কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত কারণীভূত সমাধির্ভাবনা বিশেষ এব। যোগবার্ত্তিক।

ভাষ্যকার এখানে ঈশ্বরে অর্পিত সর্ব্বভাব ঈশ্বর প্রণিধানের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ("ঈশ্বরার্পিত সর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধি"।—যোগসূত্রভাষ্য)। ভোজদেবও ক্রিয়াযোগ সূত্রে ও নিয়মসূত্রে ব্যবহৃত "ঈশ্বর প্রণিধান" শব্দের—ফল নিরপেক্ষ হইয়া, পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ," ভোজদেবের মতে এস্থলে "ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ" এই অর্থ বুঝাইতে ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ("ঈশ্বরে যৎপ্রণিধানং ভক্তিবিশেষস্তস্মাৎসমাধেরুক্তলক্ষণস্যাবির্ভাবো ভবতি।"—ভোজদেবকৃত বৃত্তি)। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, প্রথমপাদোক্ত প্রণিধান হইতে দ্বিতীয়পাদোক্ত প্রণিধান অতিরিক্ত—ভিন্ন। লৌকিক—বৈদিক সর্ব্বকর্ম্মের অন্তর্যামী পরমেশ্বরে অর্পণ দ্বিতীয়পাদোক্ত "প্রণিধান" শব্দের অর্থ ("প্রথমপাদোক্ত প্রণিধানাদতিরিক্তমত্র প্রণিধানমাহ।" সর্বক্রিয়াণামিতি। লৌকিকবৈদিকাসাধারণ্যেন সর্ব্বকর্ম্মণাং পরমেশ্বরেঽন্তর্যামিণি অর্পণমিত্যর্থঃ।"—যোগবার্ত্তিক)।

বক্তা—"প্রণিধান" শব্দের মূল অর্থ হইতে পাতঞ্জলদর্শনে যে যে অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাদের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য আছে কি না, এখন তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

যে সমস্ত উপায় হইতে অচিরে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিপাদের প্রথমে তাহা উক্ত হইয়াছে। সমাধি পাদের প্রথমে সমাধি সিদ্ধির যে সমস্ত উপায় উক্ত হইয়াছে, তাহারাই সমাধিসিদ্ধির একমাত্র উপায়, অথবা এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় আছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রটী রচনা করিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ হইতেছে, কায়িক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ ভক্তি বিশেষ দ্বারা উপাসনা করিলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া, ইহার অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হোক, এবম্প্রকার ইচ্ছা সহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ভক্তবৎসল করুণাময় ঈশ্বরের এতাদৃশী ইচ্ছা হইতেও যোগীর সমাধি লাভ আসন্নতম হইয়া থাকে, বিনা বিলম্বে অন্য কোনরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে যোগীর সমাধি সিদ্ধি হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—প্রণিধান (ভক্তিবিশেষ) দ্বারা আবর্জ্জিত—অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর, অভিধ্যান দ্বারা যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের অভিধ্যান হইতেও যোগীর সমাধি ও তাহার ফল কৈবল্য লাভ আসন্ন হয় ("কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি? অথাস্য

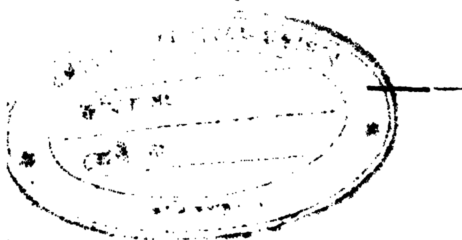
লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বা ইতি। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যান মাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি।"—যোগসূত্রভাষ্য)।

জিজ্ঞাসু—"অভিধ্যান" শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—ঈশ্বর অনন্যাপেক্ষ (যিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও অপেক্ষা করেন না) সর্ব্বথা শরণাগত ভক্তের ভক্তি দ্বারা অভিমুখ হইয়া ভক্তের প্রতি ইহার অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হো'ক্, এইরূপ যে ইচ্ছা করেন তাহার নাম "অভিধ্যান"। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—ইহার এই অভিমত সিদ্ধ হো'ক্ এবম্প্রকার অনাগতবিষয়ে যে ইচ্ছা তাহা অভিধ্যান ("অভিধ্যানমনাগতার্থেচ্ছা—ইদমস্যাভিমতমস্ত্বিতি।"—বাচস্পতি মিশ্র কৃত টীকা)। এই সকল কথা শুনিয়া তোমার মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তোমার সেই সমস্ত প্রশ্নের পরে যথাসম্ভব উত্তর প্রদত্ত হইবে।

জিজ্ঞাসু—"চিত্তের একাগ্রতা," "অভিযোগ," "ভাবনা বিশেষ" প্রণিধানের ইত্যাদি অর্থ হইতে কিরূপে ভক্তিবিশেষ, ঈশ্বরে অখিল কর্ম্ম সমর্পণ প্রভৃতি অর্থের উপপত্তি হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

(ক্রমশঃ)



শৌচের স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি

মল্ কোন্ পদার্থ?

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

বক্তা—শোধনার্থক "মৃজ" ধাতুর উত্তর "অলচ্" প্রত্যয় করিয়া অথবা ধারণার্থক "মল" ধাতুর উত্তর "অচ্" প্রত্যয় করিয়া "মল" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা শোধিত হয়, অথবা যাহা ব্যাধি, দৌর্গন্ধ প্রভৃতিকে ধারণ করে তাহা "মল"। অভিধানে "মল" শব্দের পাপ, বিষ্ঠা, কিট্ট (Secretion, Excrement, Sediment, Fices, Rust, Drit), কৃপণ, অপবিত্র বস্তু (Any impure

matter), নাস্তিক (Infidel, Godless), দুষ্ট (Wicked) ইত্যাদি অর্থ উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—"যাহা শোধিত হয়," অথবা যাহা ব্যাধি, দৌর্গন্ধ্যাদিকে ধারণ করে, তাহা "মল," মল শব্দের এই অর্থ হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানা যায়? যে যে অর্থে "মল" শব্দের সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে, "যাহা শোধিত হয়", অথবা "যাহা ব্যাধি—দৌর্গন্ধ্যাদিকে ধারণ করে, তাহা মল," 'মল' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হইতে ইহার সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবার কারণ কি, তাহা জানিতে পারা যায় না কি? যাহা শোধিত হয়," "যাহা ব্যাধি প্রভৃতিকে ধারণ করে", এইরূপ অর্থের প্রকৃত অভিপ্রায় কি?

বক্তা—যাহা শুদ্ধ (Pure) তাহাকে শোধিত করিতে হয় না, যাহা অশুদ্ধ, তাহাকেই শোধিত করিতে হয়।

জিজ্ঞাসু—শুদ্ধের লক্ষণ কি? কোন্ বস্তুকে সাধারণতঃ "শুদ্ধ" বলিয়া গ্রহণ করা হয়?

বক্তা—যাহা সত্ত্বগুণ প্রধান, যাহাতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য নাই, যাহা অপাপবিদ্ধ, যাহা স্বভাবে স্থিত, তাহা "শুদ্ধ"। রাগার্থক রঞ্জ্ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে "অসুন্" প্রত্যয় করিয়া "রজঃ," এবং 'গ্লানি', এই অর্থের বাচক "তম" ধাতুর উত্তর "অসুন্" প্রত্যয় করিয়া "তমঃ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব যদ্দারা রঞ্জিত হয়—চিত্রিত হয়, তাহাকে "রজঃ" এবং যদ্দারা ইহা তমিত হয়—ম্লানীকৃত হয়, তাহাকে "তমঃ" বলে। যদ্দারা কোন বস্তু রঞ্জিত হয়, তাহাকে "রাগ" বলে, অতএব "রজঃ" ও "রাগ" সমানার্থক। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, কাম—রাগ বা প্রবৃত্তিই (Attraction) রজঃ এবং দ্বেষ—বিরাগ বা সংস্ত্যানই (Repulsion) তমঃ। সত্ত্বের উপরি আবির্ভাবাত্মক "রজঃ" এবং তিরোভাবাত্মক "তমঃ" এই গুণ বা শক্তিদ্বয় কৃত ভাববিকারকেই আমরা "দ্রব্য," "গুণ" ও "ক্রিয়া" বলিয়া বুঝিয়া থাকি। ভগবান্ যাস্ক এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং রজঃ ও তমঃ উভয় পার্শ্বে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ইহাই স্বরূপ। * "শুদ্ধ" ও "অশুদ্ধের" স্বরূপ জানিতে হইলে, "সত্ত্ব," "রজঃ" ও "তমঃ" এই গুণত্রয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেই হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যাহা সত্ত্বগুণ প্রধান, যাহাতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য নাই, যাহা অপাপবিদ্ধ, যাহা

* "মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি। সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী। রজঃ ইতি কামদ্বেষস্তম ইতি"—নিরুক্ত পরিশিষ্ট।

স্বভাবে স্থিত (যাহাতে বিজাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণ নাই) তাহা শুদ্ধ। শুদ্ধের এই লক্ষণের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, বলা বাহুল্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের স্বরূপাবলোকন অবশ্য কর্ত্তব্য। অল্প কথায় গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা বৃথা শ্রম। "যাহা অপাপবিদ্ধ তাহা শুদ্ধ," এই কথাও উক্ত হইয়াছে। "যাহা অপাপবিদ্ধ তাহা শুদ্ধ", শুদ্ধের এই লক্ষণের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে হইলে "পাপ" কোন্ পদার্থ, তাহা অবগত হইতে হইবে। "পা" ধাতুর অর্থ রক্ষণ; যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করা হয় ("পাত্যস্মাদাত্মানম্"। "পা রক্ষণে"), তাহা 'পাপ'।

জিজ্ঞাসু—"যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করা হয়," এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি ? "পাপ" বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, "যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করা হয়" পাপের এই অর্থ হইতে কি তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ? পাপ বলিতে লোকে অধর্ম্মকেই বুঝিয়া থাকে।

বক্তা—'পাপ' বলিতে লোকে অধর্ম্মকে বুঝিয়া থাকে বটে, কিন্তু "অধর্ম্ম" কাহাকে বলে, অধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা সকলেই জানেন কি ? যিনি অধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা জানেন না, 'পাপ,' অধর্ম্ম, এই কথা বলিতে পারিলেই কি, তাঁহার পাপ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে ? "মল" শব্দের পাপ একটী অর্থ, বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে "মল" শব্দের পাপ বুঝাইতে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যাহা স্বীয় ও পরকীয় অনিষ্ট জনক তাহা পাপ, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পাপের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। যাহা অনিষ্টজনক, যাহা দুঃখের হেতু, প্রেক্ষাবান্, আত্ম কল্যাণপ্রার্থী, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাহার সহিত আত্মার সংযোগ না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। যাহা অসাত্ম্য—যাহা আত্মার অহিতকর তাহার সহিত সংযোগকে চরক সংহিতা রোগের কারণ বলিয়াছেন। মাধব নিদানে উক্ত হইয়াছে কুপিত মল—বিকার প্রাপ্ত বায়ু পিত্ত ও কফ, সর্ব্ব রোগের নিদান (সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।"—মাধব নিদান)।

জিজ্ঞাসু—বাত, পিত্ত ও কফ, আয়ুর্ব্বেদে এই তিনটীকে "দোষ" এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে, অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা, শারীর রোগের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, "দোষবৈষম্য"—বাত, পিত্ত ও কফের বিষমতা, রোগের এবং ইহাদের সাম্য (সমতা) অরোগতা ("রোগস্তু দোষ বৈষম্যং দোষ সাম্যমরোগতা।"—অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা)। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়কে "মল" বলা হইয়াছে

কেন, এই প্রশ্নের মাধব নিদানের টীকাতে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় হইতেছে, "বাত," "পিত্ত," "কফ" ইহারা মলিনীকৃত করে বলিয়া ইহাদিগকে "মল" এই নামে উক্ত করা হইয়াছে ("মলা দোষাঃ মলিনীকারণাৎ)। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের প্রকোপ সর্ব্বরোগের নিদান, এবং বিবিধ অহিত সেবন ইহাদের (বাত, পিত্ত, ও কফ এই দোষত্রয়ের) প্রকোপের কারণ ("তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনম্।"—মাধবনিদান)। "বিবিধ অহিত সেবন," এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত মাধবনিদানের টীকাকার চরক সংহিতা প্রোক্ত অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ প্রভৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন ("বিবিধস্য নানাবিধস্যাহিতস্যাসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ প্রজ্ঞাপরাধ পরিণাম লক্ষণস্য সেবনমিতি।"—মাধবনিদান টীকা)।

বক্তা—"যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করা হয়," তাহা "পাপ." "পাপ" শব্দের এই ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ কিরূপ সুন্দর, কিরূপ পূর্ণ, কিরূপ ব্যাপক, এখন তাহা চিন্তা কর। "পাপ" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, "পাপ" কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, কোন দেশের তত্ত্বচিন্তকেরা বহুবাক্য ব্যয় করিয়া, তদিতিরিক্ত জ্ঞান দানে সমর্থ হ'ন নাই। যাহা অসাত্ম্য—যাহা আত্মার অহিতকর, অতএব যাহা দুঃখপ্রদ তাহা হইতে সকলে আত্মাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, অসাত্ম্যের পরিবর্জ্জন এবং সাত্ম্য (আত্মার হিতকর) বস্তুর গ্রহণ, এতদ্দ্বারাই স্বাস্থ্য সংরক্ষিত ও রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্রতীচ্য দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীল স্যার অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) "পাপের" (Sin, Vice, Crime) তত্ত্ব বিচার করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, অত্যাল্প চিন্তাতেই তোমার উপলব্ধি হইবে, পাপের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থের গর্ভে তৎসমুদায়ের সার বিদ্যমান আছে। স্যার অলিভার লজ পাপের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিত অর্থ হইতেছে, 'মিথ্যা জ্ঞানই, আমাদের আত্মা বা উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের অভাবই, পাপ, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা বশতঃ মানুষ, পরকে দুঃখ দিয়া থাকে। আত্মার সংকীর্ণ বোধই চিত্তকে পাপ প্রবণ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন, মানুষ আত্ম-পরের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করে, সমাজের অহিতকর কার্য্য করিয়া থাকে। *

* "The essence of sin is error against light and knowledge, and against our own higher nature. Vice is error against natural law, crime is error against society," * * * —The substance of faith P. 53.

"যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানার নাম মিথ্যাজ্ঞান"। যাহা ক্লেশ দেয়, যাহা দুঃখ হেতু, পতঞ্জলিদেব তাহাকে "ক্লেশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশের বিবরণ আছে। অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে, অবিদ্যাই অন্য চারিটী ক্লেশের নিদান। "অনিত্যে নিত্যবোধ," অশুচিতে শুচিত্ব প্রত্যয়, দুঃখে সুখত্বের আরোপ—যথার্থ দুঃখকে 'সুখ' বলিয়া মনে করা, এবং দেহাদি অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধি, অবিদ্যার স্বরূপ। স্যার অলিভার লজ্ মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাকেই যে, পাপ বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, স্যার অলিভার লজ্, পতঞ্জলিদেব অবিদ্যার যাদৃশ পূর্ণ রূপ দেখাইয়াছেন মিথ্যা-জ্ঞানের তাদৃশ পূর্ণরূপ দেখাইতে পারেন নাই। অবিশুদ্ধ বা অপূর্ণ আত্মজ্ঞানই যে, সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রসূতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা অনিষ্টকর বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করা, এবং যাহা হিতকর বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা না করা, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ,—হিতকর কর্ম্মের অননুষ্ঠান, ক্লেশপ্রদ, এতদ্বারা বিবিধ শারীর ও মানস দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। "যাহা অপাপবিদ্ধ তাহা শুদ্ধ," এই কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা জানাইবার নিমিত্ত পাপের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল।

"শুদ্ধ" শব্দের কত প্রকার অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, এবং যত প্রকার অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়, তত প্রকার অর্থে ইহার প্রয়োগ হইবার কারণ—

জিজ্ঞাসু—যাহা আত্মার অহিতকর, যাহা অসাত্ম্য, তাহা মল, তাহা পাপ,। যাহাতে অসাত্ম্যের—আত্মার অহিতকর পদার্থের সংযোগ নাই, যাহা পাপবিদ্ধ বা মলদিগ্ধ নহে, তাহা শুদ্ধ, "শুদ্ধ" শব্দের এই অর্থ অবগত হইবার পর, আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক আমার মনে উদিত ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিন।—ক্রমশঃ

———

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বনপ্রস্থান কালে।

"ঔর করৈ অপরাধ কোউ
ঔর পাব ফল ভোগ
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি
কো জান জনন যোগ"।

তুলসীদাস

(১)

কনক ভূষিত রথ, সুশোভিত অশ্বে যোজিত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান—বাসবের মাতলি তুল্য রাজা দশরথের সুমন্ত্র সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে ইহাই নিবেদিত করিলেন। বিনয়জ্ঞ বিনীত সুমন্ত্র মহাযশা রাজপুত্রকে বলিলেন আপনার মঙ্গল হউক, আপনি রথে আরোহণ করুন "ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে" রাম তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে আমি সত্বর তোমাকে সেইখানে লইয়া যাইব। অদ্য হইতেই তোমার বনবাসের দিন আরম্ভ করা বিধেয়।

সর্ব্বালঙ্কারালংকৃতা সীতা হৃষ্টচিত্তে প্রথমেই সেই সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। আহা! কত হাহাকার ধ্বনির সহিত সীতা রথে উঠিতেছেন একবার ভাবনা চক্ষে স্থির হইয়া দেখ দেখি কি হয়? রাম ও লক্ষ্মণ, রাজা বর্ষ সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া ছিলেন তাহা এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম্ম, চর্ম্ম পরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া রথে উঠিলেন। সুমন্ত্র অশ্বে কষাঘাত করিলেন আর রথ ঘর্ঘররবে বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

আজ আর সে অযোধ্যা নাই। এখনও কিন্তু মনে হয় সেই রাজপথ আছে। ফয়জাবাদের কালীবাড়ী হইতে যাঁহারা নন্দীগ্রাম ও তমসা নদী দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে যে রাজপথ দিয়া যাইতে হয়, যে রাজপথ অযোধ্যা হইতে প্রয়াগ মুখে গিয়াছে সেই রাজপথ মুখে রথ ছুটিল। আর "বভুব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্যচ" আর নগরে মনুষ্য, অশ্ব, গজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই মোহ

প্রাপ্ত হইল। দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার সময় ইন্দ্রিয়গণ যেমন বিকল হয়—অযোধ্যার জীবন আজ অযোধ্যা ছাড়িয়া যাইতেছেন, অযোধ্যার সকল প্রাণীই আজ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

তৎ সমাকুল সম্ভ্রান্তং মত্ত সঙ্কুপিতদ্বিপম্।
হয় শিঞ্জিত নির্ঘোষং পুরমাসীম্মহাস্বনম্॥

অবধপুরীতে মহাশব্দ উঠিল। সকলে ইতি-কর্ত্তব্যতা মূঢ়, সকলে রামের অনুগমনে ত্বরাযুক্ত। রাম বিয়োগে মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দ করিতেছে, অশ্বগণের ভূষণশব্দে চারিদিক নিনাদিত।

ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরম পীড়িতা।
রাম মেবাভিদুদ্রাব ঘর্ম্মার্ত্তঃ সলিলং যথা॥

পরম পীড়িতা অবধপুরীর আবালবৃদ্ধ বনিতা, নিতান্ত কাতর হইয়া, ঘর্ম্মার্ত্ত মানুষ জল দেখিলে যেমন ছুটিয়া যায় সেইরূপে রামের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। আহা! বিস্তর লোক রথের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বমান হইয়া বাষ্পপূর্ণমুখে উচ্চৈঃস্বরে সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, সুমন্ত্র অশ্বরশ্মি সংযত কর, ধীরে রথ চালাও "মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দ্দর্শনো ভবিষ্যতি"—আমরা একবার ভাল করিয়া রামের মুখকমল দর্শন করি, এখনি যে আর দেখিতে পাইবনা। আহা! রামজননী কৌশল্যার হৃদয় বুঝি লৌহদ্বারা নির্ম্মিত—এমন দেবনিধি হিরণ্যগর্ভ প্রতিম পুত্র বনে যাইতেছে এখনও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছেনা? আর সীতা? বৈদেহী কৃতকৃত্যা। এই জনক দুহিতা সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরু কখন ত্যাগ করেনা সেইরূপ ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা হইলেন। অহো লক্ষ্মণ! তুমিও ধন্য। কেননা তুমি সতত প্রিয়বাদী দেবতুল্য ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিবার জন্য বনে চলিলে। তোমার বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়। ইহাই তোমার উন্নতি ও স্বর্গের সোপান। এই বুদ্ধিই তোমাকে ভ্রাতার অনুগমন করাইতেছে। এইরূপ বলিতে বলিতে সকলে কাঁদিতেছিল এবং রোদন করিতে করিতে রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

(২)

দীনচিত্ত রাজা দশরথ দীনা ললনাগণে পরিবৃতা হইয়া "আমি প্রিয় পুত্রকে দেখিব" এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দলপতি হস্তী বদ্ধ হইলে করেণুগণ যেমন আর্ত্তনাদ করে সেইরূপ স্ত্রীদিগের রোদনের মহাশব্দ শ্রুত হইল। রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রাজা বিষাদে অবসন্ন হইয়াছেন। অচিন্ত্যাত্মা রাম

সুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, সূত সত্বর রথ পরিচালনা কর। রাম বলিতে লাগিলেন "চল" আর পৌরজন বলিতে লাগিল "থাক," সুমন্ত্র কোন্ দিক রাখিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের অশ্রুজলে পথ যেন ধূলি শূন্য হইল। অযোধ্যার সর্ব্বত্রই হাহাকার, সকলেই যেন অচেতন। রাম, পুরী হইতে বহির্গমনে উদ্যত হইলে নগর শোকপীড়িত হইয়া উঠিল। মীন সংক্ষুব্ধ পঙ্কজ তীর্য্যগ্ ভাবে হেলিয়া পড়িলে তাহা হইতে যেমন জলধারা ক্ষরিত হয় সেইরূপে স্ত্রীগণের নয়ন হইতে খেদাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। পুরবাসী দিগের সকলের একপ্রকারের দুঃখ দেখিয়া রাজা ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর রামের পৃষ্ঠদেশবর্ত্তিজনগণ দুঃখে হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্তঃপুর সহিত রাজাকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কেহ হা রাম কেহ হা কৌশল্যা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাম পশ্চাৎ ভাগে ফিরিয়া দেখিলেন, পিতা মাতা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে অতি বিষন্নভাবে রাজপথে পদব্রজে তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন। পাশবদ্ধ বালক-অশ্ব যেমন মাতার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারেনা, ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ রামও সেইরূপ জনক জননীকে সঙ্কুচিত ভাবে দেখিলেন, সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলেন না। নিয়ত-সুখোচিত, দুঃখ ভোগের অযোগ্য পিতা মাতাকে অতি বিষন্নভাবে পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া, রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র শীঘ্র রথ চালাও। আহা! বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, রাম মাতা কৌশল্যাও হা রাম—রাম, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে রথের পশ্চাতে ধাইয়া চলিয়াছেন। অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে মাতা রথের অনুগামিনী হইতেছেন, রাম বারংবার ইহা অসকৃত ভাবে দেখিতে লাগিলেন। রাজা বলিতেছেন "দাঁড়াও" রাম বলিতেছেন "চল" সুমন্ত্রের চিত্ত চক্রদ্বয় মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান করিতেছিল।

না শ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি।
চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তম ব্রবীৎ॥

রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন "আমি শুনিতে পাই নাই"—ফিরিয়া আসিলে রাজা যখন তিরস্কার করিবেন তখন ইহাই বলিও। কারণ দুঃখের হেতুই হইতেছে বহুবিলম্ব করা। শ্রীভগবান্ ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার আচরণ দেখিয়া মানুষ আচরণ শিক্ষা করিবে। এখানে শ্রীভগবান্ সুমন্ত্রকে মিথ্যা কথা বলিতে বলিলেন। অথচ শাস্ত্রে দেখা যায় বরং শিরশ্ছেদও শ্রেয়ঃ তথাপি বাগকে

কখন মিথ্যাতে প্রয়োগ করিবেনা—কখন মিথ্যা কহিবেনা। এই দুই ব্যাপারের সামঞ্জস্য কোথায় ? সামঞ্জস্য আছে। আর্য্যশাস্ত্রে স্থান বিশেষে মিথ্যাকেও ধর্ম্ম বা জগতের ধারক বলা হইয়াছে। পাঁচ স্থানে মিথ্যার প্রয়োগ হয়। যেখানে প্রাণহানির আশঙ্কা সেখানে মিথ্যা দ্বারাও প্রাণরক্ষা করিতে হইবে ইহাই ধর্ম্ম। রাজা দশরথের প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখিয়া ভগবান্ মিথ্যা দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম। সত্য মিথ্যার বিচারও সকলে করিতে পারেনা। সাধারণ ধর্ম্ম মনুষ সহজে বুঝিতে পারে কিন্তু মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে যখন জগতের হিত হয় তখন মিথ্যা প্রয়োগই ধর্ম্ম ইহার বিচার মূঢ় মানব করিতে পারেনা। নতুবা পরম সত্য একটিই। "সত্যপরং ধীমহি" ইহাতে পরম সত্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পারমার্থিক সত্য যাহা তাহাতে মিথ্যা প্রয়োগ হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক সত্যে স্থান বিশেষে মিথ্যার প্রয়োগ করাই ধর্ম্ম। এইজন্য মহাভারতেও মিথ্যার প্রয়োগে জগতের হিত সাধিত হইয়াছে। রামায়ণেও শ্রীসীতা চেড়ীদিগের নিকটে সত্যগোপন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে মিথ্যা দোষের নহে বরং মিথ্যা প্রয়োগ না করাই অধর্ম্ম। সুমন্ত্র রামের বাক্যে প্রবলবেগে রথ চালাইলেন আর যাহারা সঙ্গে আসিতেছিল তাহাদিগকে রামের আজ্ঞায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ তখন মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেহমাত্র লইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কাহারও মনও ফিরিলনা, অশ্রুবেগও নিবৃত্ত হইল না।

"যমিচ্ছেৎ পুনরায়াস্তং নৈবং দূরমনুব্রজেৎ"

"যাহার পুনরাগমন ইচ্ছা করা যায় বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করা উচিত নহে"—মহারাজের অমাত্যগণ রাজাকে ইহাই বলিলেন। রাজা অমাত্যগণের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ শুনিলেন, শুনিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষন্নমুখে রাণীদিগের সহিত দীনভাবে রামের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই ধ্যান-দৃশ্য জয় যুক্ত হউক। ভগবান্ বাল্মীকি ধ্যানে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই রামায়ণে লিখিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদা "রাম" "রাম" করা অভ্যাস করিবেন তাঁহাদের জন্য এই প্রকার ধ্যানের দৃশ্য নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সীতা রথে উঠিতেছেন—কি ভাবে উঠিতেছেন, রথের কোন স্থানে উপবেশন করিলেন ? সীতার দক্ষিণে রাম, রামের দক্ষিণে লক্ষ্মণ, রথে বসিয়াছেন, রাজা, রাণী, অযোধ্যার জনগণ অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া আর রথের পশ্চাতে যাইতে পারিলেন না, বাষ্পাকুল লোচনে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

আহা এ কি দৃশ্য! কুরুপিতামহ ভীষ্মদেবও এইরূপ ভাবনা করিয়া অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবন কমনং তমালবর্ণং রবিকর-গৌর-বরাম্বরং দধানে।
বপু-রলক-কুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেহনবদ্যা॥
যুধি তুরগ-রজো বিধূম্রবিষক্ কচ লুলিত শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিত-শরৈ-র্বিভিদ্যমান-ত্বচি বিলসৎ কবচেহস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥

ত্রিভুবনমধ্যে কমনীয়, তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, এই দেহ সূর্য্যকিরণের ন্যায় গৌরবর্ণ বসনে বিভূষিত, বক্রভাবাপন্ন কুন্তলাবৃত বদন মণ্ডলে সুশোভিত। ইনি অর্জ্জুনের রথে সারথি ইঁহাতেই আমার ফলাভিসন্ধান রহিতা রতি হউক।

যুদ্ধকালে অশ্বগণের খুরাঘাতে-সমুত্থিত-ধূলিপটলে ধূসরিত, ইতস্ততঃ বিচলিত কুন্তলদ্বারা বিলুলিত ও শ্রমবারিতে পরিব্যাপ্ত ইঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তৎকালে আমার সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে ইঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং গাত্রস্থিত কবচও সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছিল—আত্মা শ্রীহরির এই রূপটিতে আমার মন রতিলাভ করুক।

আমরাও বলি এস বনপ্রস্থান কালে সীতারামের রথাবস্থানের রূপে আমাদের মন রতিলাভ করুক আর সর্ব্বদা রাম রাম করা অভ্যাস করুক।

আর একটি কথার এখানে আলোচনা আবশ্যক মনে করি। রাজা রাণীর শোকের কথা পড়িয়া আমার কি উপকার হইবে, কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারেন। প্রভূত উপকার আছে। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই মানুষকে শোক ভোগ করিতে হইবে—তাহা সাধারণ মানুষই হউক বা মায়া মানুষই হউন। সংসারের স্বরূপই এই। এক্ষেত্রে জীবের উপকার এই যে শ্রীভগবানের সংসারের এই গুরুশোক, তোমার আমার সংসারের ক্ষুদ্র শোক ভুলাইতে সমর্থ। এই জন্য জগৎ সংহার লীলার ব্যাপার ঈশ্বর চিন্তার সহায়ক। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব যাতনায় ছটফট্ করিতে করিতে লয় হইয়া যাইতেছে এই চিন্তায় শোক জাগাও, শোকে হৃদয় যখন কাতর হয় তখন অবসন্ন হওয়াই সাধারণ মানুষের স্বভাব। সব লয় হইলে যিনি থাকেন তিনিই ভগবান্। জগতের প্রবল হাহাকারে নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ যখন কাতর ভাবে ভগবানের সাহায্য চাহিয়া চাহিয়া রাম রাম করে, তখনই তাহার যথার্থ উপকার সাধিত হয়। "উপকার" এই শব্দের অর্থ হইতেছে উপ=সমীপে; কার—করিয়া দেওয়া। যাহা শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী করে তাহাই উপকার। শোক

বস্তুটি মানুষের মনকে জগতের সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়। সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য আনিতে পারিলে রামে অনুরাগ হয়। রামের লীলা স্মরিয়া স্মরিয়া অন্য সকল ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করিয়া অনুরাগে রাম রাম করা সংসার পরিত্রাণের লঘুপায়। শ্রীভগবানের লীলার দৃশ্যের মধ্যে যে অবস্থায় যাহা উপযোগী তাহা দেখিয়া দেখিয়া রাম রাম করা—ইহাই সহজ উপায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রামশূন্য অযোধ্যা।

রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ।
সুনি ন জায় পুর আরত বাদূ॥
কু-শকুন লঙ্ক অবধ অতি শোকু।
হর্ষ-বিষাদ-বিবশ সুরলোকু॥

রাম চলিলেন, অতি বিষাদ হইল। অবধপুরীর আর্ত্তনাদ আর শুনা যায় না। লঙ্কায় অমঙ্গলকর পক্ষী সকল পড়িতে লাগিল, অযোধ্যা অত্যন্ত শোকাকুলা হইল আর দেবলোকও হর্ষ-বিষাদে বিবশ হইল।

লাগত অবধ ভয়াবনি ভারী।
মানহু কালরাতি আঁধিয়ারী॥
ঘোর জন্তু সম পুর-নর-নারী।
ডরপহিঁ এককি এক নিহারী॥
ঘর মশান পরিজন জনু ভূতা।
সুত হিত মীত মনহুঁ যমদূতা॥
বাগন বিটপ বেলি কুমিহ্‌ লাহিঁ।
সরিত সরোবর দেখি ন জাহি॥

হয় গজ কোটিন কেলি মৃগ—পুর পশু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ শুক শারিকা—সারস হংস চকোর॥
রাম্‌ বিয়োগ বিকল সব ঠাড়ে—জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্রলিখি কাড়ে॥
নগর সকল বন গহ্বর ভারি—খগ মৃগ বিপুল সকল নরনারী॥
বিধি কৈকয়িহি কিরাতিনী কিন্‌হী—জেহি দবদুসহ দশহু দিশিদিন্‌হি॥

অযোধ্যাকে বড় ভয়ঙ্কর লাগিতেছে, মনে হইতেছে যেন ইহা ঘোর অন্ধকারময় কালরাত্রি। এখানে পুরের নরনারী সকল ভয়ঙ্কর জন্তু—একজনকে দেখিয়া

আর একজন ভীত হইতেছে। গৃহ যেন শ্মশান, গৃহের পরিজন সকল ভূত, সুহৃমিত হিতকারী সকলেই যেন যমদূত। উদ্যানের তরুলতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নদী সরোবরের দিকে চাওয়া যায়না। কোটি কোটি অশ্ব হস্তী, ক্রীড়ার্থ মৃগ, গৃহপালিত পশুপাল, চাতক, ময়ূর, শুক, সারী, টীয়া, কোকিল, চক্রবাক্ চকোর, হংস—রাম বিয়োগে যেন সকলেই ব্যাকুল—ইহারা চিত্রাঙ্কিত জীবের মত যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। নগর যেন ভয়ঙ্কর বনগুহা, নরনারী যেন বন্যপশু। বিধাতা কৈকেয়ীকে কিরাতিনী করিলেন—কৈকেয়ী দশদিকে দুঃসহ অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে।

গোস্বামী তুলসী দাস রামশূন্য অযোধ্যার অবস্থা চিন্তা করিয়া কল্পনায় এই সব লিখিয়াছেন কিন্তু ভগবান্ বাল্মীকি ধ্যান নেত্রে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাই দেখাইতেছেন। ভগবান্ বাল্মীকির বর্ণনা সাধারণ ভাবে নহে কিন্তু ক্রম অনুসারে একটির পর একটি যেমন দেখিয়াছেন সেইরূপে। রামশূন্য অযোধ্যাকে, ভগবান্ বাল্মীকি কিরূপ দেখিয়া ছিলেন আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

মাতৃগণবেষ্টিত, পিতার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি বদ্ধ রাম—রামের রথ দেখিতে দেখিতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল আর অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদ উঠিল।

হায়! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও তপস্বিগণের সুখের হেতু, সকল আপদে রক্ষাকর্ত্তা, সেই অনাথ নাথ আজ কোথায় চলিলেন? অভিশপ্ত হইয়াও যিনি ক্রোধ করিতেন না, ক্রোধকর কার্য্য বর্জ্জন করিয়া যিনি ক্রুদ্ধকে প্রসন্ন করিতেন, যিনি সকলের দুঃখে দুঃখী হইতেন তিনি আজ কোথায় চলিলেন? যিনি আপনমাতা কৌশল্যার মত আমাদিগেরও সহিত ব্যবহার করিতেন, সেই রাম এখন কোথায় যাইতেছেন? কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজা কর্তৃক বনগমনে নিয়োজিত, জগৎ জনের পরিত্রাতা আজ কোথায় যাইতেছেন? অহো! রাজা কি চেতনা শূন্য হইয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি এই সর্ব্ব লোকের আশ্রয় সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ সত্যব্রত রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিলেন? সকল মহিষী বিবৎসা ধেনুর মত দুঃখে আর্ত্ত হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রশোক সন্তপ্ত রাজা অন্তঃপুরে সেই ঘোরতর বিলাপধ্বনি শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাম বিরহে অগ্নিহোত্রিগণ আর অগ্নিতে আহুতি দিলেন না, অসময়ে সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন, হস্তী সকল আহার পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করাইল না। ত্রিশঙ্কু, লোহিতাঙ্গ মঙ্গল গ্রহ, বুধ ও বৃহস্পতি—এই সমস্ত দারুণ গ্রহ চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র সকল

হীনপ্রভ হইল, শনি প্রভৃতি গ্রহ গণ নিস্প্রভ হইয়া বিরুদ্ধ মার্গে সধূমে আকাশ মণ্ডলে প্রকাশিত হইল। কালিকা সকল—মেঘ সকল বায়ু প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া উচ্ছ্রিত সমুদ্রের ন্যায় দেখা গেল। রামের বনগমনে নগর কম্পিত হইল। দিক্ সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। তখন আর গ্রহ, নক্ষত্র কিছুই প্রকাশিত হইল না। নগরের সমস্ত নর নারী অকস্মাৎ দীন ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, আহার বিহারে কাহারও মন রহিল না। শোকে সকলেই সন্তপ্ত, সকলেই সতত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল—অযোধ্যার জনগণ সকলেই রাজা দশরথের প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজপথে সকলেই বাষ্প পর্য্যাকুল মুখ, কাহারও অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র নাই সকলেই শোকপরায়ণ।

ন বান্তি পবনাঃ শীতা ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্য্যস্তপতে লোকং সর্ব্বং পর্য্যাকুলং জগৎ॥

শীতল বায়ু বহিল না, চন্দ্র আর সৌম্যদর্শন নাই, সূর্য্যও লোক সকলকে তাপদানে বিরত হইলেন, আহা! সমস্ত জগৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার অপেক্ষা রাখিল না, ভ্রাতা ভ্রাতার, স্বামী ভার্য্যার কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখিল না--সবাই সব পরিত্যাগ করিয়া রামকেই চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা সকলেই দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান—সকলেই শয়ন ত্যাগ করিল। সশৈল কাননা পৃথিবী ত্রিলোক পতি মহেন্দ্রের অভাবে যেমন ভয়ে ও শোকে চঞ্চল হয় সেইরূপ মহাত্মা রামের বিরহে অযোধ্যা ভীতা ও কম্পিতা হইল এবং হস্তী অশ্ব, যোদ্ধা সকল চীৎকার করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাম অদর্শনে—রাজা

"পুত্রদ্বয় বিহীনঞ্চ স্নুষয়া চ বিবর্জ্জিতম্।
অপশ্যদ্ভবনং রাজা নষ্ট চন্দ্রমিবাম্বরম্॥
তচ্চা দৃষ্টা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধা রাম বিজহাসি নৌ॥ বাল্মীকি।

আহা! কে বুঝিবে রাজার প্রাণের ভিতর কি করিতেছে? যতক্ষণ ধূলি পর্য্যন্ত দেখা গেল ততক্ষণ রাজা চক্ষু ফিরাইতে পারিতে ছিলেন না। রথধূলি দর্শন দ্বারা রাজা প্রিয়তনয় অতি ধার্ম্মিক রামকেই যেন দেখিতে ছিলেন, আর ধরণীস্থিত

তাঁহার দেহ যেন পুত্র দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে রথ আর দেখা গেল না। রথ চক্রের সীমা অতিক্রম করিয়াছে আর রজঃ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। রাজা আর্ত্ত ও বিষণ্ণ হইয়া ধরণী তলে পতিত হইলেন। উত্তমাঙ্গনা কৌশল্যা রাজার দক্ষিণ বাহু ধরিয়া উঠাইলেন আর সুমধ্যমা কৈকেয়ী রাজার বামপার্শ্ব ধারণ করিলেন। নীতি সম্পন্ন, বিনয়ী, ধার্ম্মিক রাজা কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, হইয়া বলিলেন পাপ-নিশ্চয়ে কৈকেয়ি! আমার অঙ্গ আর তুমি স্পর্শ করিও না, আমি তোমাকে আর দেখিতে ইচ্ছা করি না; তুমি আর আমার ভার্য্যাও নও, বান্ধবীও নহ। তোমার অনুজীবী যাহারা, আমি তাহাদের কেহ নই, আর তাহারাও আমার কেহ নহে। কেবল অর্থ লুব্ধা হইয়া তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্র বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলাম—ইহকাল ও পরকালের ফল আমি জানি, পরন্তু তোমার প্রাপ্ত এই অক্ষয় রাজ্য পাইয়া ভরত যদি তুষ্ট হয়, তাহা হইলে পিতার ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্যের উদ্দেশে ভরত দত্ত কোন কিছু, লোকান্তরে আমার নিকটে আসিবে না জানিও। ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ রাজাকে উত্থাপিত করিয়া শোককর্ষিতা দেবী কৌশল্যা তাঁহার সহিত প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে ও জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দ্দাহ হয়, রাম চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম্মাত্মা রাজার তাহাই হইতে ছিল। যাইতে যাইতে রাজা ফিরিয়া ফিরিয়া রথের পথের দিকে দেখিতে ছিলেন এবং অবসন্ন হইয়া পড়িতে ছিলেন। রাজার রূপ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। দুঃখে আর্ত্ত হইয়া তিনি প্রিয় পুত্রকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! এতক্ষণে আমার প্রিয় পুত্র রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছে। আহা! যে সকল অশ্ব আমার রামকে বহন করিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি—কিন্তু "স মহাত্মা ন দৃশ্যতে" কিন্তু সেই মহাত্মাকে আর দেখিতে পাইতেছি না। যে রাম চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে, উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুখে শয়ন করিতেন, আর উত্তম অলঙ্কারবতী অঙ্গনাগণ যাহাকে চামর বীজন করিত, আহা! আজ আমার সেই রাম কোন বৃক্ষতলে কাষ্ঠ বা পাষাণ উপাধান করিয়া শয়ন করিবে? আর কোন্ গিরিপ্রস্থ হইতে করেণুগণের অধিপতি মাতঙ্গের ন্যায় ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অতি দীন ভাবে—ভূমি শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে? আহা! কোন বন্দী স্তব স্তুতি করিয়া

রামের নিদ্রাভঙ্গ করিবেনা! বনবাসী পুরুষেরা নিশ্চয়ই দেখিবেন সেই দীর্ঘ বাহু লোকনাথ রাম অনাথবৎ স্বয়ং তরুতল ত্যাগ করিয়া গমন করিতেছে! হায়! সেই নিয়ত সুখোচিতা জনক প্রিয় তনয়া আমার বধূ আজ কণ্টকাক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বন প্রবেশ করিবেন। সীতা ত বনের কিছুই জানেনা—বনে হিংস্রজন্তু গণের লোমহর্ষণ গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আহা! সীতা কতই ভীতা হইবে! কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হউক—তুমি বিধবা হইয়া রাজ্যে বাস কর! আমি আমার সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম বিনা কিছুতেই প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করি না।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজা জন সমূহে পরিবৃত হইয়া স্নানান্তে শব-নির্দ্দহনকারী পুরুষের ন্যায় অতি দুঃখিত মনে পুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহপ্রান্ত ভাগ এবং গৃহমধ্য শূন্য—কোন মানুষ নাই, পণ্যস্থাপন বেদিকা আবৃত, যাহারাও আছে তাহারা ক্লান্ত, দুর্ব্বল, দুঃখী, রাজপথে জনসঞ্চার নিতান্ত বিরল। পুরীর এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, রামচিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া, সূর্য্য যেমন মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন রাজা সেইরূপে বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাম, লক্ষণ, সীতা নাই—গরুড় মহাহ্রদ হইতে ভুজঙ্গ হরণ করিলে শক্র যেমন নির্ভয়ে হ্রদ প্রবেশ করে, রাম লক্ষণ সীতা রহিত পুরীর অবস্থাও সেইরূপ। বসুধাধিপ বিলাপ করিতে করিতে গদ্ গদ্ বাক্যে কণ্ঠধ্বনি রহিত মৃদুমন্দোচ্চারিত দীন বাক্যে বলিলেন—কে আছ—তোমরা আমাকে রাম মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল—আর কোথাও আমার হৃদয়ের তাপ কথঞ্চিৎ সাম্যও হইবেনা।

তখন দ্বারদর্শিগণ রাজাকে দেবী কৌশল্যার গৃহে আনয়ন করিল। রাজা বিনীতবৎ অধোমুখে গৃহ প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন কিছুতেই শান্ত হইল না। দুই পুত্র নাই, বধূ নাই, রাজার নিকটে রাজভবন শশাঙ্কশূন্য আকাশের ন্যায় শূন্য বোধ হইতে লাগিল। শূন্য গৃহ দেখিয়া পৃথিবীর অধিপতি মহারাজা বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "হা রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে তাহারাই ধন্য, তাহারা তোমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইবে।

রাজার নিকটে কালরাত্রির ন্যায় রাত্রি আসিল। অর্দ্ধরাত্রে রাজা কৌশল্যাকে বলিলেন কৌশল্যে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছিনা—তুমি একবার হস্তদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর। আমি যে আছি আমি বুঝিতে পারিতেছিনা—

আমার দর্শন শক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে এখনও ফিরিয়া আসিতেছেনা। রাম চিন্তায় রাজাকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া রাণী রাজার শয্যার উপরে আসিয়া রাজার নিকটে উপবেশন করিলেন। রাণী অতিশয় আর্ত্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতিদীন ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

রাম বিরহে রাণী কৌশল্যা ও সুমিত্রার শান্ত্বনা।

তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।
কথং বৎসন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ॥
দৈবতং দৈবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কে হ্যগুণা দেবি বনে প্যাপ্যহথবা পুরে॥ বাল্মীকি॥

শয্যায় রাজাকে শোকে অবসন্ন দেখিয়া পুত্র শোকার্ত্তা কৌশল্যা রাজাকে বলিতে লাগিলেন মহারাজ! সাপিনীর মত কুটিলগতি—কুটিল চরিত্রা—কৈকেয়ী নরশার্দ্দূল রাঘবের প্রতি বিষ নিক্ষেপ করিয়া এখন কঞ্চুকনির্ম্মুক্তা পন্নগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া কৈকেয়ী আজ ভাগ্যবতী—নিজের কার্য্য, সাবধানে সম্পন্ন করিয়া, আজ সে আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। সে এখন গৃহস্থিত দুষ্টসর্পের ন্যায় আমাকে ত্রাসিত করিবে। রাম যদি গৃহে থাকিয়া এই নগরে ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ করিত, আমি আমার পুত্রকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, ইহাও ভাল ছিল। আহিতাগ্নি ব্যক্তি পর্ব্বকালে যেমন রাক্ষসগণের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করেন সেইরূপ কৈকেয়ী ইচ্ছানুসারে রামকে স্থান ভ্রষ্ট করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। গজরাজগতি মহাবাহু ধনুর্দ্ধারী আমার বীরপুত্র এখন সীতাও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের ক্লেশ কিরূপ তাহা জানেনা, আপনি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে বনে দিলেন—এখন "কান্ত্বাবস্থা ভবিষ্যতি"—এখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে? তাহাদের ভোগের কোন উত্তম বস্তু নাই—এই তাহাদের তরুণ বয়স। ভোগের সময়েই আপনি তাহাদিগকে বনবাসী করিলেন—এখন তাহারা ফলমূল আহার করিয়া দীনভাবে কিরূপে বনে দিন যাপন করিবে? আহা! এখনই কি আমার সেইদিন হইবে যে আমি রাঘবকে ভার্য্যার সহিত এবং ভ্রাতার সহিত ফিরিতে দেখিয়া আমার শোকতাপ ভুলিব? হায়! কবে সেই দুই বীর ভ্রাতা এখানে আসিতেছেন শুনিয়া যশস্বিনী অযোধ্যানগরীর জনগণ সকলে হৃষ্ট হইবে—আর সমস্ত নগর পুষ্পমাল্যে

অলঙ্কৃত ও ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত হইবে ? আহা ! কবে সেইদিন হইবে যখন তাহাদিগকে নগরে ফিরিতে দেখিয়া এই পুরী পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে ভরিয়া উঠিবে ? কবে সেই মহাবাহু রাম, বৃষভ যেমন গোবধূকে অগ্রে করিয়া পুর প্রবেশ করে সেইরূপে সীতাকে অগ্রে করিয়া রথারোহণে এই পুরে প্রবেশ করিবে ? কবে রাম লক্ষ্মণকে পুর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র অযোধ্যাবাসী রাজপথে উহাদিগের মস্তকে লাজবর্ষণ করিবে ? হায় ! কবে আমি দেখিব, কর্ণে শুভকুণ্ডল পরিয়া, উচ্ছ্রিত আয়ুধ ও অসি ধারণ করিয়া তাহারা সশৃঙ্গ শৈলের মত অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছে ? কবে তাহারা ব্রাহ্মণ কণ্যা ও ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ফল পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে ? কবে সেই, বুদ্ধিতে বৃদ্ধ কিন্তু বয়সে তরুণ ধর্ম্মাত্মা, কালে বৃষ্টির ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া আগমন করিবে ? মহারাজ ! আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে যে পূর্ব্বে আমি কদর্য্য স্বভাব বশতঃ দুগ্ধপানেচ্ছু বৎসগণের মাতার স্তনচ্ছেদ করিয়াছি, সেই কারণে বৎসবৎসলা গবী, সিংহ কর্ত্তৃক বিবৎসা হইলে যেমন হয় আমিও কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বিবৎসা হইলাম। রাম ভিন্ন আমার আর পুত্র নাই, আমি সেই সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া জীবন রাখিতে ইচ্ছা করিনা। আমার প্রিয়পুত্র ও মহাবল লক্ষ্মণকে না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিবার কিঞ্চিৎ মাত্র প্রয়োজনও আমি দেখিতেছিনা।

অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিতস্তনুজ শোক প্রভবো হুতাশনঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ।

গ্রীষ্মকালে ভগবান্ দিবাকর যেমন প্রখর-কিরণ হইয়া রশ্মি দ্বারা এই মহীমণ্ডল উত্তপ্ত করেন সেইরূপ পুত্র শোক সমুদ্ভূত হুতাশন আজ আমাকে দগ্ধ করিতেছে।

প্রমদোত্তমা কৌশল্যা রাজার সমক্ষে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা তখন ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন আর্য্যে ! রাম তোমার সদ্গুণ সম্পন্ন, রাম পুরুষোত্তম—রামের বিপদ সম্ভাবনা নাই, কি জন্য আপনি তাহার জন্য দীনভাবে বিলাপ করিতেছেন ? কেনই বা কাঁদিতেছেন ? আর্য্যে পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য, পিতাকে সিদ্ধসঙ্কল্প করিবার জন্য—মহাবল রাম, রাজ্যত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। রাম সাধু আচরিত, সর্ব্বদা লোকান্তরে ফল প্রদ ধর্ম্মে অবস্থিত ; রাম শ্রেষ্ঠ—তাহার জন্য শোক করা কিছুতেই উচিত

নয়। সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সদা নিষ্পাপ লক্ষ্মণ উত্তমা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে অতএব বিনা আয়াসেই রামের সমস্ত বস্তু লাভ হইতেছে। অরণ্যবাসে যে দুঃখ, নিয়ত সুখোচিতা জানকী তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি ধর্ম্মাত্মা রামের অনুগমন করিয়াছেন। যিনি ত্রৈলোক্যে আপনার কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিতেছেন সেই সর্ব্বভূত পালক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যব্রত নিরত আপনার পুত্র, জগতে এমন কি শ্রেয়ঃ আছে, যাহা তিনি না পাইয়াছেন ; সকল দেবতাই রামের সেবায় নিযুক্ত হইবেন। রামের প্রকটীকৃত শৌচ—পবিত্রতা এবং উত্তম মাহাত্ম্য—সর্ব্বলোক নিয়ন্তৃত্ব জানিয়া সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণ দ্বারা তাঁহার গাত্র সন্তপ্ত করা উচিত বিবেচনা করিবেন না। সর্ব্বকালে মঙ্গলময় সুখস্পর্শ সমীরণ বনভূমি হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত অনতিউষ্ণ হইয়া রাঘবের সেবা করিবেন। নিষ্পাপ রাম রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিবেন আর চন্দ্রমা স্বীয় রশ্মিরূপ কর দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করতঃ পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রামকে আহ্লাদিত করিবেন।

দদৌ চাস্ত্রাণি দিব্যাণি যস্মৈ ব্রহ্মা মহৌজসে।
দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্টা তিমিধ্বজ সুতং রণে॥ *

দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া মহাবীর রাম স্বভুজ বীর্য্যে নির্ভয় হইয়া অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রু সকল যাঁহার অস্ত্রপাত পথের পথিক হইয়াই বিনষ্ট হয় এই পৃথিবী কেননা তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবে ? রামের যেরূপ শরীরের শোভা, যেরূপ শৌর্য্য, যেরূপ মঙ্গল ভাব, আপনি জানেন, তাহাতে

* টীকাকার কতক এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন তিমিধ্বজ শম্বর। তাহার পুত্র সুবাহু। কোন সময়ে তীর্থযাত্রাকালে রাম বৈজয়ন্ত নগর অবরোধ করিয়া তিমিধ্বজ নামক শম্বর পুত্র এক দানবকে বধ করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা রামকে দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রদান করেন। কতকের এই ব্যাখ্যা রামানুজ অযুক্ত বলেন। রামানুজ ব্যাখ্যা করেন, তাড়কা বধের পর সুবাহু বধের পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অস্ত্র সমূহ দান করেন। ব্রহ্মা অর্থ এখানে ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র। ইনি ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টি করণে সমর্থ বলিয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাও কষ্ট কল্পিত। বরং কতকের ব্যাখ্যায় যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণোক্ত তীর্থ যাত্রা কালে রাম ঐরূপ দানবকে বিনাশ করিতে পারেন। ইহাও কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পাওয়া যায় না।

নিশ্চয়ই তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় রাজ্য গ্রহণ করিবেন। দেবি! তিনি সূর্য্যের ও সূর্য্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, সম্পদের ও সম্পদ, কীর্ত্তিরও কীর্ত্তি, ক্ষমারও ক্ষমা, দেবতারও দেবতা, ভূত সমুদায়েরও মহাভূত; বনেই থাকুন বা নগরেই থাকুন, তাঁহাতে দোষ জনক কোন কিছু কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবী, বৈদেহী ও রাজশ্রীর সহিত শীঘ্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। অযোধ্যায় সকল নর নারী রামকে নগর হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। রাজলক্ষ্মীও সীতার ন্যায় যে কুশ-চীর-ধারী বনগমন তৎপর অপরাজিত রামের অনুগমন করেন—সেই রামের দুর্লভ কি থাকিতে পারে? ধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং লক্ষ্মণ খড়্গ বাণ ও অস্ত্র সমূহ ধারণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে তাঁহার আবার দুর্লভ কি থাকিতে পারে? দেবি! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি আপনি রামকে বনবাস হইতে পুনরাগত দেখিবেন—আপনি শোক মোহ ত্যাগ করুন। কল্যাণি! উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন রামকে আপনি পুনরায় মস্তক দ্বারা আপনার চরণ বন্দনা করিতে দেখিতে পাইবেন। অনিন্দিতে! আপনি শীঘ্রই সেই রামকে অযোধ্যাতে প্রত্যাগত ও অভিষিক্ত হইয়া মহা শোভাসমন্বিত দর্শনে নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। দেবি! আপনি শোক করিবেন না—রামের কোন দুঃখ বা অমঙ্গল হইতেই পারে না। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে শীঘ্রই আপনি ফিরিয়া আসিতে দেখিবেন। হে অনঘে! কোথায় আপনি এই অশেষ জনগণকে আশ্বাস দিবেন তাহা না হইয়া কি জন্য দেবি! আপনি আপনার চিত্তকে এইরূপ ব্যাকুল করিতেছেন? দেবি! রাঘব যাঁর পুত্র তাঁহার কি শোক করা উচিত? এই লোকে রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—সৎপথাবলম্বী আর কেহই নাই। আত্মীয় বর্গের সহিত প্রিয় পুত্রকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া শীঘ্রই আপনি বর্ষার মেঘ মালার ন্যায় আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। আপনার সেই বরদ পুত্র শীঘ্রই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া কোমল কর যুগল দ্বারা আপনার চরণদ্বয় বন্দনা করিবেন। আপনার সেই বীর পুত্র সীতা লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে বন্দনা করিয়া যখন প্রণাম করিবে তখন আপনি মেঘ যেমন জল ধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে সেইরূপে তাহাকে আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন।

সুমিত্রার এক নাম আজকাল বাহির হইয়াছে "কাব্যে উপেক্ষিতা"। সুমিত্রা কোন দিনই উপেক্ষিতা নহেন। ভগবান্ বাল্মীকিও কবি আর

আজকালকার কবিও কবি। কিন্তু কত প্রভেদ! ভগবান্ বাল্মীকি সমাধিস্থ হইয়া যেমন যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সেইরূপই লিখিয়াছেন। সুমিত্রার স্বভাব যেরূপ কবি তাঁহাকে সেইরূপই দেখাইয়াছেন। আজকাল কার কবির সম্বল কল্পনা। আর সমাধি কোন বস্তু তাহা আজকালের কোন সাহিত্যিকও জানেন না—কোন কবিও তার ধার ধারেন না। কাজেই ভগবান্ বাল্মীকির কোন কথাই তাঁহারা যে যথাযথ বুঝিবেন তাহার আশা করা যায় না। সেই জন্য রাম সাধারণ মানুষের মত অনেক ভুল করিয়াছেন এই কথা বলিতে আজকাল কার লোকে কোন শঙ্কা করেন না। তাই ইঁহারা বলেন রক্ত মাংসের দেহ ধরিয়া যদি অসংযমের কিছু না থাকে তবে তাহা কাব্যে বা উপন্যাসে স্বাভাবিক হয় না। কাজেই প্রমাণ করিতে হইবে রাম যশোলিপ্সু হইয়া নিরপরাধিনী নিজ পত্নীকে বিসর্জ্জন করিলেন—করিয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য করিলেন—কি ভয়ানক! প্রজা-রঞ্জন জন্য পত্নী বিসর্জ্জন? যে কালে মানুষ "স্ত্রীদেবা" "কাম কিঙ্করা" সে কালে অবশ্যই বলিতে হইবে অসভ্য বর্ব্বর সে কালের বাল্মীকি নিতান্ত ভুল করিয়াছেন। আবার শম্বুক শূদ্র—শূদ্র তপস্যা করিতে পারিবে না কেন? শূদ্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া বর্ব্বর বাল্মীকি কাপুরুষ রামকে দিয়া শূদ্রকে বধ করাইলেন—ইহা কত ভীষণ কথা!!! আজকাল কার স্বভাববাদী সুবিধা বাদীদিগের কাছে রামায়ণ একটা অমূলক গল্পই দাঁড়াইবে। কিন্তু যাঁহারা ঋষিগণকে নির্ভুল বলিতে পারেন, পূর্ব্ব সুকৃতি বশে রামায়ণ যে বেদের উপবৃংহণ! একথা বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহারা জানেন সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র মানুষের লীলা করিলেও তাঁহার সকল কার্য্যই ধর্ম্ম সঙ্গত—ভগবান রামচন্দ্র ধর্ম্মেরই মূর্ত্তি, তাঁহার কার্য্যে কোথাও দোষ থাকিতে পারে না। আর যাঁহার দোষ নাই তিনিই যে অস্বাভাবিক—আজকালকার সাহিত্যিকের এই বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক। রামচন্দ্রের অমানুষিক ভাব মানুষের মত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক।

ভগবানই মানুষকে সৎপথে চালাইবার জন্য মানুষ হইয়া লীলা করেন একথা আচার ভ্রষ্ট, শ্রাদ্ধ তর্পণ ভ্রষ্ট, শাস্ত্র গণ্ডীতে ভয়দর্শী, সন্ধ্যা আহ্নিক বিবর্জ্জিত সুবিধাবাদিগণ বুঝিবে কিরূপে? এইরূপ মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১
মোঘাশা মোঘ কর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯।১২

সুমিত্রা বাক্যপ্রয়োগ কুশলা। সুমিত্রা অনবদ্যা—নিন্দার অযোগ্যা। বিবিধ বাক্যে রামমাতাকে আশ্বস্ত করিয়া রমণীয়া দেবী সুমিত্রা বিরত হইলেন। আর

নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ
শরদ্গতো মেঘ ইবাল্পতোয়ঃ॥

লক্ষ্মণমাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নর দেবপত্নী রামমাতার বক্ষস্তাড়ন পূর্ব্বক রোদনাদি শারীরশোক জলশূন্য শারদ মেঘের ন্যায় সদ্য সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল কিন্তু মনের শোক একবারে নিঃশেষ হইল না।

(ক্রমশঃ)

ভক্তের স্মরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাপী পুরোহিতগণ অপাপ বালকের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায় উহা ঐ যাজকদিগকেই বিনাশ করিল। এই দেখিয়া বালক তখন ত্রাহি কৃষ্ণ ত্রাহি অনন্ত বলিতে বলিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। বালক ব্যাকুল হইয়া স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে জগৎগুরো! হে জগৎস্রষ্টা জনার্দ্দন! এই দুঃসহ মন্ত্র পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা করুন। আপনি সর্ব্বভূতে আছেন, এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া—জলন্ত শূলকেও তুমি মনে করিয়া—রক্ষা পাইয়াছি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইঁহারা জীবিত হউন। যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা হস্তী দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, সর্প দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সে সকলের প্রতি সমমিত্র ভাবাপন্ন—সকলকে আমি তুমি মনে করিয়াছিলাম, কাহার ও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই—সেই সত্যে আজ অসুর যাজকগণ জীবিত হউন। বালক এই বলিয়া সকলকে স্পর্শ করিলেন—সকলে বাঁচিয়া উঠিল—বলিতে লাগিল, বৎস তুমি উত্তম—তুমি দীর্ঘায়ু হও—তুমি অপ্রতিহত বলবীর্য্য সম্পন্ন হও, পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্য্যশালী হও। পুরোহিতেরা তখন বালকের পিতাকে সমস্ত জানাইল।

পিতা পুত্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এই প্রভাব কিরূপে আসিল? ইহা কি মন্ত্র শক্তি, না তোমার স্বাভাবিক? পুত্র পিতাকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিলেন এই প্রভাব মন্ত্রাদিকৃত নহে, স্বাভাবিক ও নহে, যাহার হৃদয়ে অচ্যুত জাগিয়া বসেন—ইহা তাঁহাদের সামান্য প্রভাব।

অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেতুভাবান্ন বিদ্যতে॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্‌বীজজন্ম ফলতি প্রভূতঃ তস্য চাশুভম্॥

নিজের অনিষ্ট কেহই ত করে না সেই জন্য যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না তাহার পাপাগম—দুঃখাগম হয় না—কারণ দুঃখের হেতুই থাকে না। যে, কর্ম্মে, মনে ও বাক্যে পরপীড়া করে তাহার পরপীড়ারূপ বীজ উৎপন্ন হইয়া অশুভ ফল জন্মায়।

সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্॥

পিতঃ আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না—কার্য্যে ও বলি না—বাক্যেও বলি না। আমি কেশবকে সর্ব্বভূতস্থিত চিন্তা করি এবং আমাতেও অবস্থিত চিন্তা করি। শারীরিক, মানসিক দুঃখ, দৈব ও ভূতোৎপন্ন দুঃখ আমার কেন হইবে? আমি যে সর্ব্বত্র শুভচিত্ত—সর্ব্বত্র তাহাকেই স্মরণ করি। "সর্ব্বভূতময়ং হরিং" হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করাই পণ্ডিতের কর্ত্তব্য। পিতা প্রাসাদশিখরে পুত্রের সহিত কথা কহিতেছিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া কিঙ্করগণকে আজ্ঞা করিলেন, দুরাত্মাকে শত যোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর—এটা গিরি পৃষ্ঠে পতিত হউক, ইহার অঙ্গ সন্ধি সকল শিলায় পড়িয়া ভঙ্গ হইয়া যাউক। কিঙ্করেরা তাহাই করিল—বালক হরি স্মরণ করিতে করিতে অধঃপতিত হইল। হরির প্রতি ভক্তিযুক্ত বালককে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী ধারণ করিলেন। বালকের কিছুই হইল না। পিতা তখন শম্বরাসুরকে আজ্ঞা করিলেন—তুমি মায়া দ্বারা ইহাকে বিনাশ কর। শম্বর বহু চেষ্টা করিল কিন্তু সবই বিফল হইল—বালক "সস্মার মধুসূদনম্" বালক মধুসূদনকে স্মরণ করিল। স্মরণ মাত্রে শ্রীভগবানের চক্র আসিয়া শম্বরের সমস্ত মায়া নষ্ট করিয়া দিল। আর কত কত বধোপায় বালকের প্রতি প্রযুক্ত হইল—বায়ু পর্য্যন্ত বালককে ক্ষয় করিতে পারিল না। বালককে পুনরায় গুরুগৃহে পাঠান

হইল। আচার্য্য তখন ঐ বালককে শুক্রনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালক যখন নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ও বিনীত হইল তখন গুরু তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলেন বালক নীতি শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছে।

পিতা পুত্রকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র! বল দেখি মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি রাজা ক্ষয় কালে, বৃদ্ধিকালে ও সাম্যকালে কিরূপ ব্যবহার করিবেন? মন্ত্রী, অমাত্য, বাহিরের ভিতরের লোক, চার চোর, যুদ্ধেজীত, ইতর, কৃত্যাকৃত্য বিধান, অরণ্য বাসীদিগের বশীকরণ, গূঢ় শত্রু প্রতীকার—ইত্যাদি বিষয়ে রাজার কিরূপ আচরণ করা উচিত?

পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল গুরু আমাকে এই সমস্তই শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু আমার মনে হয় এই সকল নীতি ভাল নহে। "ন সৎ এতৎ মতং মম"। মিত্রাদির বশীকরণে সাম দান ভেদ ও দণ্ড—এই উপায় কথিত হইয়াছে কিন্তু পিতঃ ক্রোধ করিবেন না—আমি শত্রু মিত্র ইত্যাদিই ত দেখি না। সাধ্যাভাবে সাধনের প্রয়োজন কোথায়?

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ॥

তাত! সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ যখন জগন্ময়—তখন মিত্রই বা কে অমিত্রই বা কে—সবই ত তিনি। বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। "ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণু র্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ" যেথানে সেখানে গোবিন্দই ত মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? অবিদ্যার অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের ফল কি?—শত্রু ভাবিয়া পরে শত্রু বশীকরণে চেষ্টা কেন? নিষ্কাম আত্ম-বিদ্যাতে যত্ন করাই ত কর্ত্তব্য। অজ্ঞানীই অবিদ্যাকে বিদ্যা মনে করে—বালকইনা খদ্যোতকে অগ্নি মনে করে?

তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়া পরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥

যে কর্ম্ম করিলে বন্ধনে পড়িতে হয় না তাহাই কর্ম্ম। সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যাহা আমাদিগকে দেহ হইতে, মন হইতে, জগৎ হইতে মুক্ত করে। অপর কর্ম্ম আয়াস মাত্র এবং অপর বিদ্যা শিল্প নৈপুণ্য মাত্র। পিতঃ আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া সার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাজ্য চিন্তা কে না করে, ধন বাঞ্ছা কে না করে? তথাপি ভবিতব্য বলেই মানুষ এই দুইই পায়। সকল মানুষই বড় হইতে চায় কিছু ভাগ্য বলেই মানুষ মহৎ হয়। শুধু উদ্যমে হয় না।

প্রভো! জড়—নিশ্চেষ্ট, বিবেক হীন, কুনীতি পরায়ণ অসুরদিগের ভাগ্যেও ভোগ প্রচুর রাজ্য লাভ হয়। লক্ষ্মীলাভ জন্য বা নির্ব্বাণ লাভ জন্য পুণ্য কর্ম্ম করা চাই এবং সমতার জন্য যত্ন চাই।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি বৃক্ষ সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্ন মিব স্থিতম্॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎস্থাবর জঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ বিষ্ণু র্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥
এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশ সংক্ষয়ঃ॥

দেবতা, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপ—ইহারা দেখিতে ভিন্ন হইলেও—ইহারা অনন্ত বিষ্ণুরই রূপ। ইহা জানিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎকে আত্মবৎ দেখা উচিত, কারণ এই এক বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই জ্ঞান হইলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত প্রসন্ন হন আর তিনি প্রসন্ন হইলে মানুষের সর্ব্ব-প্রকার ক্লেশের নিঃশেষ হয়।

এই কথা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পিতা—"পুত্রং পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ" পিতা পুত্রের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। কোপে অসহিষ্ণু পিতা, প্রজ্বলিত হইয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক জগৎকে যেন নাশ করিবেন এই ভাবে বলিতে লাগিলেন—হে রক্ষকগণ তোমরা এই পাপ পুত্রকে নাগ পাশে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ কর—বিলম্ব করিও না, কারণ আমার এই পুত্র আমার সকল প্রজাকে নিজের মতে আনয়ন করিবে। আমি নিবারণ করিলাম—সকলে নিবারণ করিল—পাপিষ্ঠ কিছুতেই বিষ্ণুর স্তুতি ছাড়িল না। বধই ইহার উপকারক।

দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞামত কার্য্য করিল, পুত্রকে সলিলালয়ে নিক্ষেপ করিল। প্রহ্লাদ বিচলিত হইলেন—আর মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল—সমন্তাৎ উদ্বেলিত হইল। চারিদিক জলপুঞ্জে প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে বলিতে লাগিলেন—হে দিতিপুত্রগণ তোমরা সমুদ্রে নিশ্ছিদ্র পর্ব্বত সমূহ নিক্ষেপ করিয়া এই দুর্ম্মতিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত কর।

নাগ্নির্দহতি নৈবায়ং শস্ত্রৈশ্ছিন্নো ন চোরগৈঃ।
ক্ষয়ংনীতো ন বাতেন ন বিষেণ ন কৃত্যয়া॥

ন মায়াভি র্ন চৈবোচ্চাৎ পাতিতো ন চ দিগ্‌গজৈঃ।
বালোঽতি দুষ্টচিত্তোঽয়ং নানেনার্থোঽস্তি জীবতা॥

এই বালক অগ্নিতে পুড়িল না, অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইল না, সর্প দংশনে মরিল না, বায়ুতে শুষ্ক হইল না, বিষ পানে ইহার প্রাণ গেল না, কৃত্যা, মায়া, দিগ-গজ—কেহই ইহার কিছুই করিতে পারিল না, অতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না। এই বালক অতি দুষ্টচিত্ত—ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই। এ সহস্র বৎসর সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বত তলে থাকুক—দুর্ম্মতির ইহাতেই মৃত্যু হইবে।

দৈত্যগণ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত সমুদ্রকে পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু ভক্তের সম্বল মাত্র স্মরণ। প্রহ্লাদ স্মরণ করিলেন—স্তব করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। আহা! পুরুষোত্তম, সর্ব্ব লোকাত্মন্, তীক্ষ্ম চক্রিন্! গো ব্রাহ্মণ হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেব, জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণ, গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার। আহা! সমস্তই তুমি, তুমিই স্তোতা স্তুতি স্তব্য—সকলেই তোমারই চিন্তা করেন, সকলে তোমাকেই পূজা করেন; তুমি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম আবার সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর তুমি, অচিন্ত্য তুমি—আহা! পুরুষোত্তম আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি, সর্ব্বভূতে তোমারই অপরা প্রকৃতি—তোমারই জড়শক্তি কার্য্য করেন—তাঁহাকে আমার নমস্কার, তোমার অতি দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরী বা পরা বা চিৎ শক্তিকেও আমি নমস্কার করি। তোমার নামরূপ নাই—তুমি "আছ" এই অস্তিত্বে মাত্র তুমি উপলব্ধ হও। দেবতারা তোমার পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া তোমার অবতার রূপের অর্চ্চনা করেন।

যস্যাবতার রূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥

ভগবন্ আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি।

তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥
নমোস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥

(ক্রমশঃ)

তখন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় সাগরতটস্থ কুঞ্জ এবং গিরিকন্দর নিচয় হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। দানব সৈন্যে তাঁবা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। সুর সৈন্যগণও সুমেরু কন্দর ও নিকুঞ্জ হইতে বিনির্গত হইয়া ঊর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিল। অকালে মহাপ্রলয়েরন্যায় তখন দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড ছিন্ন মস্তক সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, তাহাদের কুণ্ডল যুক্ত তেজোময় মস্তক সকল চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করায় মনে হইতে লাগিল যেন প্রলয় কালীন চন্দ্র সূর্য্য সকল বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইতেছে। দেবাসুরগণের অস্ত্রাঘাতে কুলাচল নিচয়ের সানুপ্রদেশ সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল—তাহার ভীষণ শব্দে গিরিগুহাশায়ী কেশরী সকল ভয়ে অন্তর্নিলীন হইতে লাগিল। পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় মনে হইতে লাগিল যেন চূর্ণ বিচূর্ণ তারকা রাজি চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে। এই ভীষণ সংগ্রামে দেখা গেল, প্রলয় কালের তালবৃক্ষসদৃশ উন্নতকায় বেতাল সকল যেন শোণিত মাংসময় মহাসমুদ্রতীরে তাললয় সহকারে নৃত্য করিতেছে। প্রচণ্ড মারুত যেমন জলদাবলীকে আক্রমণ করে, মার্জ্জারগণ যেমন বৃদ্ধ মূষিকদিগকে আক্রমণ করে সেইরূপে দানব-অস্ত্রাঘাত-বিপর্য্যস্ত দেবগণ দানব নিচয়কে আক্রমণ করিলেন এবং দানবেরা ভল্লুকগণের বৃক্ষারূঢ় মনুষ্য আক্রমণের ন্যায় সমরোন্মত্ত দেবগণকে আক্রমণ করিল। যেমন উডুম্বর মধ্যস্থ আকাশে মশকগণের তুমুল যুদ্ধ হয় সেইরূপ আকাশাবকাশে দেব দানব সেনায় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মাতঙ্গ মণ্ডল পদদলিত যোদ্ধাগণের চীৎকার ও মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে প্রলয় কালীন ঘোর ঘন গর্জ্জনের ন্যায় সমর কোলাহল অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। রথনিচয়ের সংঘর্ষণে দুর্ব্বল যোদ্ধৃবৃন্দের হৃদয় দলিত হইতে লাগিল। তৎকালে নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, বন, মনুষ্য—সমস্তই নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। পর্ব্বত সকলের পার্শ্ব দেশে বীর-গণের ভীষণ বাহবাস্ফোটনে পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল মনে হইল যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপই কম্পিত হইতেছে। পদ্মিনীতে ভ্রমরের

ন্যায় যমরাজ, সেনানায়কগণের প্রাণ হরণার্থ কখন বা লুক্কায়িত কখন বা যুদ্ধার্থ সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। সপক্ষ পর্ব্বত-প্রায় ভীমকায় দানব গণের দ্রুত গমনাগমন জন্য শব্ শব্ শব্দে এবং ভূয়োভূয় ভয়ঙ্কর ঝাঙ্কার শব্দে রণস্থল নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। কেহ চীৎকার করিয়া পলায়ন করিতেছে, কেহ রক্তে ধৌত-সর্ব্বাঙ্গ হইতেছে, কেহ রক্ত কর্দ্দম মক্ষিত হইয়া সমরাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। আগ্নেয়াস্ত্রে, বারুণাস্ত্র ঘন ঘন বর্ষিত হইতেছে, কখন ঘোর অন্ধকার পরক্ষণেই প্রকাশ, কখন অজস্র বারিধারা বষণ, কখন অগ্নি বর্ষণে তাহার নিবারণ—এই ভীষণ দেব দানব সংগ্রামে প্রলয় পয়োধরের জল ধারা বর্ষণের ন্যায় অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হইল। বজ্র প্রহারে যে সকল মহাসুর গতাসু হইতে লাগিল, শুক্র গুরুর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে তাহারা আবার জীবিত হইতে লাগিল। দেবগণ কখন পরাস্ত কখন বা জয়োদ্ধত হইতে লাগিলেন। কত কত তরুশাখার অগ্রভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শব দেহ সকল লম্বমান হইয়া দোদুল্যমান হইতে লাগিল। গণপতি সুদীর্ঘ শুণ্ড দ্বারা পর্ব্বতোপম দানবগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি দিকপতিগণ দানব ভয়ে একদিকেই মিলিত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, মরুদ্গণ নিস্পন্দ হইলেন, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর ও চারণগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অসুরবর দাম অস্ত্রনিচয়ে দেবগণকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ব্যাল সুরাসুরগণের গৃহ সকল স্বীয় করে আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল এবং কট দেববৃন্দকে বিদলিত করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দেবগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। অসুরেরা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু সিংহ যেমন লতাজালব্যাপ্ত নিবিড় অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত মৃগগণের অনুসন্ধান পায় না সেইরূপ দানবগণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও দেবগণের সন্ধান পাইল না। দামাদি তখন প্রফুল্লচিত্তে শম্বরের নিকট গমন করিল।

দেবগণ পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রমা সায়ংকালে সূর্য্যকিরণরঞ্জিত রক্তবর্ণ সমুদ্রে উদিত হইলে যেমন দৃশ্য

হয়, ব্রহ্মা রক্তাক্ত কলেবর ও রক্তানন দেবতা বৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ দৃশ্যের প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাগণের মুখে যুদ্ধ বিবরণ শুনিলেন, শুনিয়া মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, হে দেবগণ সহস্র বর্ষের পর শম্বর হরির হস্তে বিনষ্ট হইবে—তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। সম্প্রতি তোমরা দাম ব্যাল কটের সহিত পুনঃ পুনঃ মায়াযুদ্ধ কর এবং পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাস বশে উহাদিগের দর্পণ বৎ সুবিমল অন্তরে প্রথমে বাসনা বীজ অহঙ্কার প্রতিবিম্বিত হইবে। পরে বাসনা জাগিবে তখন উহারা জালবন্ধ বিহঙ্গবৎ তোমাদের নিকট পরাজিত হইবে। অহং পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মই বাসনার কারণ। হে দেবগণ ইহারা এখন বাসনাবিহীন ও সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত। সেই কারণে ইহাদের ধৈর্য্যগুণ দুর্জ্জয় বলিয়া ইহারা তোমাদিগকে পরাস্ত করিতেছে।

এই জগতে যাহারা বাসনা রজ্জুতে আবদ্ধ ও আশার বশীভূত তাহারাই রজ্জুবদ্ধ বিহগের ন্যায় শত্রুর বশতাপন্ন হইয়া থাকে. কিন্তু যাহারা বাসনা বিহীন ও সর্ব্বত্র আসক্তি শূন্য তাহারা কিছুতেই হৃষ্টতুষ্ট পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না।

যস্যান্তর্ব্বাসনারজ্জ্বা গ্রন্থিবদ্ধঃ শরীরিণঃ।
মহানপি বহুজ্ঞোপি স বালেনাপি জীয়তে॥ ২০
অহং সোহং মমেদং তদিত্যাকল্পিতঃ কল্পনঃ।
আপদাং পাত্রতামেতি পয়সামিব সাগরঃ॥ ২১
ইয়ন্মাত্রপরিচ্ছিন্নো যেনাত্মা ভব্যভাবিতঃ।
স সর্ব্বজ্ঞোপি সর্ব্বত্র পরাং কৃপণতাং গতঃ॥ ২২
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যেনেয়ত্তা প্রকল্পিতা।
আত্মন স্তস্য তে নাত্মা স্বাত্মনৈবাবশীকৃতঃ॥ ২৩
আত্মনোব্যতিরিক্তং যৎ কিঞ্চিদস্তি জগত্ত্রয়ে।
যত্রোপাদেয়ভাবেন বদ্ধা ভবতু বাসনা॥ ২৪
আস্থামাত্রমনন্তানাং দুঃখানামাকরং বিদুঃ।
অনাস্থা মাত্রমভিতঃ সুখানামাকরং বিদুঃ॥ ২৫

যাহার অন্তস্থ বাসনায় শরীরের গ্রন্থি পর্য্যন্ত আবদ্ধ, সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহৎ হইলেও বালকের নিকটেও পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই আমি, ইহা আমার, এইরূপ কল্পনাকারী পুরুষ—সাগর যেমন নিখিল জল প্রবাহের আধার—সেইরূপ সকল প্রকার আপদের ভাজন হয়। সকল প্রকার বাসনার মধ্যে দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই মহৎ অনর্থের কারণ। দেহাদিতে অহং বুদ্ধি বশতঃ আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যে বোধ করে, সে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও নিতান্ত দীনহীন। অপরিচ্ছিন্ন অপ্রমেয় আত্মার ইয়ত্বা যে কল্পনা করে—এই আমি ইত্যাকার অবধারণ করে সে আপনা দ্বারাই আপনাকে সংসারের অনর্থ পরম্পরায় ক্লিষ্ট করিয়া থাকে।

আত্মা ছাড়া এই ত্রিজগতে যদি কিছু থাকে তবেইত উপাদেয় বুদ্ধিতে তাহাতে বাসনা হইতে পারে—কিন্তু আত্মা ভিন্ন ত আর কিছুরই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই—তবে আবার বাসনা কিসের হইবে?

আত্মা ভিন্ন কোন কিছুতে আস্থা কর অনন্ত দুঃখ পাইবে, সর্ব্বত্র অনাস্থা কর সুখের আকরে পৌছিবে—ইহাই পণ্ডিতেরা বলেন।

দাম ব্যাল ও কট যাবৎ এই সংসার স্থিতিতে অনাস্থাবান থাকিবে তাবৎ মশক সমূহের অনল জয় করার মত তোমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবেনা। দীনতা—কাতরতার পশ্চাৎগামী যে অন্তর বাসনা তাহার দ্বারাই মানুষ পরাজিত হয়—বাসনা-কাতর না হইলে মশকও অমরাচলের ন্যায়—সুমেরু পর্ব্বতেরন্যায় নিশ্চলভাবেই থাকে। যেখানে বাসনা থাকে সেখানেই ইহা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় যেহেতু গুণধর্ম্মী পদার্থেই পীনত্ব গুণ দেখা যায়, এবং অবয়বের উপচয় ভিন্ন স্থূলতা সিদ্ধ হয় না। বিদ্যমান দ্রব্যেই দ্বিত্ব-বৃদ্ধি দেখা যায়—অসৎ বা অবিদ্যমান বস্তুতে তাহা দেখা যায় না। সেই জন্য বলিতেছি "বিদ্যতে বাসনা যত্র তত্র সা যাতি পীনতাম্" যেখানে বাসনা জন্মে সেইখানেই ইহা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হে ইন্দ্র! যাহাতে দামাদি শত্রু "এই দেহই আমি" "এই জয় পরাজয় আমার" ইত্যাদি বাসনা যুক্ত হয় তোমরা তাহাই কর।

যা যা জনস্য বিপদো ভাবাভাবদশাশ্চ যাঃ।
তৃষ্ণাকরঞ্জবল্ল্যাস্তামঞ্জর্য্যঃ কটু কোমলাঃ ॥ ৩০

লোকের যে যে বিপদ এবং ভাব অভাব ইত্যাদি অবস্থা সংঘটিত হয় তাহা সমস্তই তৃষ্ণারূপ করঞ্জবল্লীর কটু কোমল মঞ্জরী।

বাসনাতন্তুবদ্ধো যো লোকো বিপরিবর্ত্ততে।
সা প্রবৃদ্ধাতিদুঃখায় সুখায়োচ্ছেদমাগতা ॥ ৩১

যে ব্যক্তি বাসনা সূত্র দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, তাহার বাসনাই অতিশয় দুঃখের জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বাসনার উচ্ছেদই তাহার সর্ব্বপ্রকার সুখের জন্যই হয়। সিংহ যেমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় সেইরূপ অতি ধীর জ্ঞানী ব্যক্তিও তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ হয়েন। তৃষ্ণাই হইতেছে দেহরূপ বৃক্ষস্থিত হৃদয় রূপ নীড় বাসী চিত্ত বিহঙ্গের বাগুরা। বাসনা-কাতর মনুষ্যকে যমরাজ আকর্ষণ করেন যেমন রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গকে বালক যখন আকর্ষণ করে তখন উহা বিবশ হইয়া ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধড়ফড় করে সেইরূপ। দেব-রাজ! এখন আর তোমাদের আয়ুধ ভার বহনের ও রণ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই, যাহাতে দাম ব্যাল কটের মনে অভিমান জাগ্রত হয়, যুক্তি সহকারে সেই বিষয়ে যত্নবান হও। হে অমর নায়ক! যতদিন শত্রুদিগের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুব্ধ থাকিবে ততদিন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও শুক্রকূট নীতি—কিছুতেই তোমরা উহাদিগকে জয় করিতে পারিবেনা। দাম ব্যাল কট তোমাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে অবশ্যই উন্মত্তচিত্ত হইয়া অহঙ্কারময়ী বাসনার বশীভূত হইবে, আর তখনই তোমরা শম্বর সৃষ্ট অজ্ঞ ঐ অসুরদিগকে জয় করিতে পারিবে।

সম বিষমমিদং জগৎ সমগ্রং
সমুপনতং স্থিরতাং স্ববাসনান্তঃ।
চলচল লহরীভরো যথাব্ধা
বত ইহ সৈব চিকিৎস্যতাং প্রয়াতা ॥ ৪১

সমবিষমং স্থিরতাং = প্রবাহ নিত্যতাং সমুপনতং সমুপগতং স্থিতমিত্যর্থঃ। যথা জলাশয়ান্তশ্চলচলানামত্যন্তচপলানাং বিচিত্র

লহরীণাং ভরোঽতিশয়ো জলাত্মনৈবাস্তি তথা স্ববাসনান্তরিদং সমবিষমং স্থিরতাং ইত্যাদি।

সমগ্র জগৎ প্রবাহ বিলোল সমুদ্রলহরীর ন্যায় স্বীয় বাসনারই অন্তরে নিত্যপ্রবাহিত হইতেছে। তোমরা অগ্রে যাহাতে শত্রুপক্ষের বাসনা জাগাইতে পার তাহাই কর পশ্চাৎ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিবে।

স্থিতি প্রকরণ ২৮ ও ২৯ সর্গঃ।

পুনর্যুদ্ধ—অহংকার গ্রস্ত।

দেবগণকে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলেন। "বেলাবনিতটে শব্দং কৃত্বেবাম্বুতরঙ্গকঃ" বেলাভূমিতে শব্দ করিয়া যেমন সমুদ্রতরঙ্গ সমুদ্রে অন্তর্ধান করে সেইরূপ। দেবতাগণ উপদেশ লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন "কমলা-মোদমাদায় বনমালামিবানিলাঃ" বায়ু কমলের সুরভি গ্রহণ করিয়া যেমন বনবীথিতে গমন করে সেইরূপ। দেবগণ স্ব স্ব মনোহর মন্দিরে কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন "দ্বিরেফা ইব পদ্মেষু" ভ্রমর যেমন পদ্মমধ্যে বিশ্রাম করে সেইরূপ। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে দেবগণ আপনাদের কল্যাণকর অভ্যুদয় কাল আগত বুঝিয়া পুনরায় সংগ্রাম প্রস্তুত হইলেন। তখন "প্রলয়াভ্র-রবোপমম্" প্রলয় কালের জলদনাদের ন্যায় তাঁহারা দেব দুন্দুভি নিনাদ করিলেন। পাতালতলে অসুরগণ সেই মহাব্যোমে দুন্দুভিনাদ শ্রবণ করিলেন। পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। অন্তরীক্ষমণ্ডল দেবাসুরে পরিপূরিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ যেমন কলহকালে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধ আকাশ হইতে নিম্ন আকাশে আপতিত হয়, কেহ বা উৎপতিত হয় কেহ বা অতি ক্ষিপ্রবেগে তির্য্যগ্‌ভাবে ছুটিয়া যায় সেইরূপ অসুরগণ কখন বসুধাতল হইতে গগনে উৎপতিত কখন বা দেবগণ ঊর্দ্ধদেশ হইতে ভূতলে আপতিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষ হইতে ক্রোধভরে অসি, শর, শক্তি, মুষল, মুদগর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, পর্ব্বত, অগ্নি, বৃক্ষ, অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র চারিদিকে নিক্ষিপ্ত

হইতে লাগিল। ঘন ঘোষবতী অস্ত্রনদী চারিদিক হইতে যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর মায়াযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেখা গেল কখন সমস্তই পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন জলময়ী, কখন বায়ুময়ী হইতেছে। পৃথিবীময়ী মায়া প্রকটিত হইলে মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে, পাতালস্থ জলে নিমজ্জিত হইতেছে। অগ্নিময়ী মায়াতে মনে হইতে লাগিল যেন অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। জলময়ী মায়াতে পৃথিবী যেন একার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। বায়ুময়ী মায়াতে মনে হইল পৃথিবী যেন পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন হইতেছে। দেব দানবের আয়ুধ রাশি পৃথিবীর পর্ব্বত সমূহকে বিঘট্টিত ও বিচূর্ণিত করিতে লাগিল; দেব দানবের শরীর শোণিত সলিলে সমর মহার্ণব পরিপূর্ণ হইল। এই মায়া যুদ্ধে দেখা গেল শত শত লৌহসিংহ সজীব হইয়া চারিদিকে নানাবিধ অস্ত্র উদ্গীরণ করিতেছে এবং শত শত দেব দানব বিনাশ করিতেছে। কখন বা মায়া সর্প সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া সমুদ্র তরঙ্গের উল্লাস সহকারে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে এবং বিষ উদ্গীরণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতেছে। উভয় পক্ষ হইতে শৈলাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে যুদ্ধ প্রাঙ্গনে কখন মায়া সমুদ্র, কখন মায়ার অগ্নিরাশি, কখন শতসূর্য্য, কখন প্রগাঢ় অন্ধকার পটল দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। দেব দানবের ছিন্ন শির, ছিন্ন কর, ছিন্ন উরু চারিদিক পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কোথাও হস্তিগণের ভীম দেহ, কোথাও ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। রণদুন্দুভি ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পূর্ণ হইল, রুধির ধারায় ভূধর ও ধরামণ্ডল প্রক্ষালিত হইল, রুধির হ্রদ ভক্ষক যক্ষ রক্ষঃ পিশাচের অতিভয়ঙ্কর শব্দে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল যেন আকুলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তদৃক্‌প্রসৃত বিকারকারিণী
ক্ষয়োদয়োন্মুখসুখ দুঃখশংসিনী।
রণক্রিয়াসুরসুরঘট্টসঙ্কটা
তদাভবৎ খলু সদৃশীহ সংসৃতে ॥ ৩০

অনন্ত ব্রহ্ম চৈতন্যে জগদ্বিকার যে ভাবে আবির্ভূত হয়, পাপীর হৃদয়ে দুঃখের প্রকাশক সংসার যে ভাবে কার্য্য করে, পুণ্যবানের হৃদয়ে সুখের প্রকাশক সংসার যে ভাবে আবির্ভূত হয়, অশাস্ত্রীয় চিত্তবৃত্তিরূপ দানব এবং শাস্ত্রীয় চিত্তবৃত্তিরূপ দেবতাগণের সংঘট্টনে হৃদয় যেরূপ বিষম ভাব ধারণ করে, এই দেবাসুর সংগ্রাম অবিদ্যাদি দুঃসংস্কারের ন্যায় সেইরূপ দুস্তর হইয়া উঠিল। সহসা অসুরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মায়াযুদ্ধ, বাগ্যুদ্ধ, সন্ধি, বিগ্রহ, পলায়ন, ধৈর্য্যাবলম্বন, অস্ত্রযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ—বহুপ্রকারের যুদ্ধ চলিল। দেবাসুরের প্রথম যুদ্ধ ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী, দ্বিতীয় যুদ্ধ পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস দশদিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশদিন ব্যাপী হইল।

দামাদি অসুরেরা অনুরক্ত হইয়া যুদ্ধ করায় তাহাদের অহংবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ক্রমে চিত্ত অহংগ্রস্ত হওয়ায় অহংকারের উপরে আস্থা জন্মিল।

নৈকট্যাতিশয়াৎ যদ্বৎ দর্পণং বিম্ববৎ ভবেৎ।
অভ্যাসাতিশয়াৎ তদ্বৎ তে সাহঙ্কারতাং গতাঃ ॥ ৬

বস্তু অতিশয় নিকটে থাকিলে যেমন দর্পণটাই প্রতিবিম্বমত হইয়া যায় সেইরূপ অতিশয় অভ্যাসে তাহাদের চিত্তে অহংকার আসিয়া গেল।

যদ্বৎ দূরগতং বস্তু নাদর্শে প্রতিবিম্বতি।
পদার্থ বাসনা তদ্বৎ অনভ্যাসান্ন জায়তে ॥ ৭

যেমন দূরস্থ বস্তু আদর্শে প্রতিবিম্বিত হয় না সেইরূপ অভ্যাসের অভাব হইলে পদার্থ বাসনা জন্মেনা। যখন দামাদি অসুরেরা অহঙ্কারময়ী বাসনাগ্রস্ত হইল তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা দানতা প্রাপ্ত হইল।

ভব বাসনয়া গ্রস্তা মোহ বাসনয়া ততঃ।
আশাপাশ নিবন্ধাস্তে ততঃ কৃপণতাং গতাঃ ॥৯

এইরূপ ভাবে থাকা উচিত, এইরূপ ভাবে থাকা উচিত নয়—এইরূপ সংসার বাসনা যখন উঠিল তখন আমাদের দেহকে রোগ

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতৈব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪৷৷৹ টাকা, মোট ১৩৷৷৹ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৷৹ আবাঁধা ১৷৹।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৷৹ আনা বাঁধাই ১৷৷৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

বাহির হইল।

মূল্য আঁবাধা ৩৲ বাঁধাই ৪৷৷০

যাঁহারা অগ্রিম ১৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, ঐ টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পি ডাকে পাঠাইতেছি যাঁহারা অন্যান্য খণ্ডগুলি এপর্য্যন্ত লয়েন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইব। কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীতা প্রচার এখন হইতে বন্ধ করা যাইবে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

মানুষ মরিলে কি হয়?

যদি এই রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের কৌতুহলোদ্দীপক উত্তর জানতে ইচ্ছা করেন তবে

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত

"জন্মান্তর তত্ত্ব"

পাঠ করুন। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

ম্যানেজার নিগমাগম বুকডিপো,

ভারত ধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেড, বেনারস সিটি।

Books on Comparative Religion & Vedanta PHILOSOPHY.

BY

Shyamananda Brahmachary, Ph. D.A.

1. Truth Revealed or Problems of Life and Death and Moksha—Rs. 1/8/-
2. The Soul Problem and Maya Rs.—1/8/-
3. Self Realisation (in the Press.)
4. তত্ত্বদর্শন (in preparation.)

The books contain many original research and have been accepted as Text Books by the Self culture University, Tinnevelly. Many **practical** hints on spiritual life." "Full of sounds philosophy." Highly **interesting**" "**Admirable** in all respects." Abstruse tenets clearly explained." Got up [illegible]

Priced Cheap. Postage Extra.

To be had of the **Author** Shivala Ghat, [illegible]

Registered No. C. 583

১৯শ বর্ষ।] মাঘ, ১৩৩১ সাল। [১০ম সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীনারায়ণ প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩১ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

শেষ সঙ্গীত।

(১)

আজ কেমন এমন হলেম তারা।
আঁধার দেখি যে থাকিতে নয়ন তারা॥
অবশ ইন্দ্রিয় একি ধারা; আমি বুঝিতে না পারি মা গো
রাত্রি কি দিবস এখন, উলঙ্গ কি আছি বসন পরা॥
কণ্টক সম কেন, শয্যা বিঁধছে গায়, কণ্ঠ করিল রোধ কে যেন পাষাণী প্রায়
(আমি) কি যেন বলিতে চাই, আবার ভুলিয়া যাই
পলে পলে হতেছি জ্ঞান হারা।
অনন্ত বৃশ্চিক যেন, করিছে ঘন দংশন; অন্তর্দ্দাহে দেহ জরা
ফেলিলে নিশ্বাস আর, তুলিতে না পারি কেন,
হরনারি এতই কি আজ হয়েছ নাড়িক্ষীণ
উহু উহু মুহুর্মুহু, পিপাসা প্রলাপ বহু
অমৃতে অরুচি বল কি করা॥
আজি কেন হেরি মাগো, জ্বলন্ত অনল রাশি
চৌদিকেতে নরক মাঝে ঘেরা।

গোবিন্দ কয় মন তোমার নিকটে এসেছে শমন,
এ সংসারে পাপে জীবের, জেন রে পুরস্কার এমন
যদি এদায় এড়াতে চাও
দুর্গা দুর্গা বলে এখন, নয়ন মুদে শয়ন কর ধরা ॥

(২)

আমি চলিলাম রে ভাই আনন্দ কাননে।
সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে ॥
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে, মিশাইবার শুভদিন
ঘটাকাশ আজকে আমার মহাকাশে হবে লীন
জল যাবে সেই জলধরে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে
রন্ধ্রগত বায়ু আমার মিশ্‌বে মহা সমীরণে ॥
শয্যা কণ্টক ছলেরে ভাই, কর্‌ছি আমি এপাশ ওপাশ
পাশ ফিরে দেখছিরে ভাই (আমার) ছিঁড়লো কিনা মায়ার পাশ
তোমরা বল্‌ছ মৃত্যুকালে, মুখে বলছি হরিবোল
আমিত ভাই স্থির নেত্রে, দেখ্‌ছি শ্যামা মায়ের কোল
মা আমার সদয় হ'য়ে, দুটি বাহু প্রসারিয়ে
ডাক্‌ছেন আমায় কোলে আয় বাপ ভয়কি দুরন্ত শমনে ॥
তোমরা বল্‌ছ বিকারে বা দারুণ বিভীষিকার ভয়ে
কর্‌ছি আমি নানারূপ বিকটভঙ্গী ভীত হয়ে
ভাইবন্ধু দারা সুত তারাইত এ কারাগারে,
দারুণ মায়া শৃঙ্খলে (ভাই) বেঁধে রেখে ছিল মোরে
তাইতে ওরা এলে কাছে, ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে
তাইতে এদিক ও'দক চাই ভাই বিকট আকৃতি বদনে ॥
শিরোলুণ্ঠন ছলে মায়ের, কাছে মাথা নেড়ে রে ভাই
আর হবেনা বলে আমি কৃত পাপের ক্ষমা চাই
তোমরা বল্‌ছ মৃত্যুকাল তাই মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি
আমিত ভাই চারিদিকে হেরিতেছি স্বর্ণভূমি
বৈতরণীর নয় তপ্ত জল, আনন্দ উছলে কেবল
আনন্দময় হংস তায় পার হচ্ছে সুখ সন্তরণে ॥
সেথা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়

আনন্দময় ফল ফুলে ভাই দুলিছে আনন্দ বায়
নিত্যানন্দ ধাম সে যে কিছু নাই আনন্দ বই
সকলই আনন্দ সেথা মাতা যে আনন্দময়ী
যদি কারও হয় ক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দ সুধা
তাইতে এ দীন কাঙ্গালের আজ এত আনন্দ মরণে॥

দ্বিতীয় সঙ্গীতটি পূর্ব্বে উৎসবে বাহির হইয়াছিল কিন্তু দুইটি একসঙ্গে বাহির হয় নাই। শেষ সঙ্গীত দুইটি একসঙ্গে দেওয়া গেল।

যতই কেননা নাস্তিক হও—যতই কেননা উড়াইয়া দাও, পরকাল নাই—এই-খানেই সব শেষ—কিন্তু শেষ সময়ের স্মরণ কর—কত দুঃখ যাতনা তোমার জন্য পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। ব্যাধির যাতনা ত এখনও অনুভব কর। মৃত্যুকালে কিছুই হইবে না ইহা ভাব কিরূপে? উহু উহু মুহুর্মুহু পিপাসা প্রলাপ বহু ইহা কি হইবেনা ভাব? "উলঙ্গ কি আছি বসন পরা" ইহা কি কারও হইতে দেখ নাই? বেদে মানুষের শেষে কি হয় ইহা দেখান হইয়াছে—লোকেরও হইতেছে দেখা যায় তথাপি নাস্তিকতা কর কিরূপে? শেষের দিন স্মরণ করিয়া এখন হইতে শমন ভয়ে ভীত হইয়া দুর্গা দুর্গা করা অভ্যাস কর—সব দিকে ভাল হইবে।

"নাই" এর ভিতরে "আছে"—
"আমার" ভিতরে "তুমি"।

সকলই অদ্ভুত। আমার ভিতরে তুমি—বিন্দুর ভিতরে সিন্ধু। সীমাশূন্য তুমি—শুধু তুমিই তুমি—নিশ্চল, অনেজৎ, এক, আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী,—আবার সর্ব্ব না থাকিলে—আপনাকে আপনি ব্যাপী—মূর্ত্তি শূন্য, অবয়ব শূন্য আপনিই আপনার আধার—কিছু দিয়াই বলা যায়না এই আপনি—আপনি কি? এই তুমি তোমার এক দেশে স্পন্দন যেন ভাসে—কল্পনার স্পন্দন—মিথ্যার স্পন্দন—পূর্ণের অপূর্ণ, অস্পন্দের অভাব, কল্পনার স্পন্দন—সীমাশূন্য তুমি—তোমার একদেশে এই অভাব ভাবনার স্পন্দন—ইহার ভিতরে অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—কল্পনায় উঠিলেও সত্য সত্য উঠে নাই—তুমি তুমিই আছ

সর্ব্বদা—এই তুমি আমার ভিতরে। অদ্ভুত অদ্ভুত—মিথ্যার ভিতরে পূর্ণ সত্য—অসত্য কল্পনার ভিতরে পরিপূর্ণ সত্য—আমার দেহে তুমি। তোমার ভিতরে কোটি কোটি, অনন্ত অনন্ত বিশ্ব থাকিয়াও নাই—উঠা মত দেখা গেলেও উঠে নাই—অজ্ঞানে দেখা যায় যেন স্তিমিত গম্ভীর বারিধির বক্ষে কত বীচিমালা ভাসিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, লয় হইয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে আবার লয় হইয়া যাইতেছে—এই সত্য স্বরূপ—এই সত্যং পরং তুমি—এই কল্পনার ভিতরে—মিথ্যার ভিতরে—"নাই" এর ভিতরে "আছে"। অদ্ভুত—অদ্ভুত—এমন অদ্ভুত আর কি কোথাও আছে? সীমাশূন্য তোমার এক দেশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—তাহার মধ্যে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডের কোন এই "নাই" এর ভিতরে "আমি" হইয়াও বলি আমার ভিতরে তুমি।

এই দেহের ভিতরে—এই মিথ্যা হইয়াও সত্যমত দেহের ভিতরে—সত্যের সত্য—পরম সত্য তুমি—এই তুমিকে পাইলে—এই তুমিকে দেখিলে তবে ভ্রম যাইবে। কিন্তু যাহাতে যে তন্ময় হইয়া থাকে তাহাকে তাহা হইতে ছাড়াইবে কে? মিথ্যাতে তন্ময় সত্য—এই মিথ্যা তন্ময়ত্ব ছাড়িবে কিসে? বিন্দু, সিন্ধু হইবে কি প্রকারে?

বিচার কি করিতে পার—"অতো বিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ"? পার ত কর—সত্য বুঝিবে—সত্য পাইবে।

আমার ভিতরে তুমি—তুমি—তুমিই—তুমিই সব—তথাপি আমার ভিতরে তুমি? ঘটের ভিতরে আকাশ—সীমাশূন্য আকাশ। এত বড় আকাশের কোথায় একটা ঘট ভাসিল—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী আকাশের কোন একদেশে ঘট—আকাশ ভাবিলে ঘট আছে কি নাই জানাই যায় না—সেই নাই ঘটটার ভিতরে আকাশ—অখণ্ড হইয়াও খণ্ডমত আকাশ—ঘটাকাশ—ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি আছে—আর কি হইতে পাবে?

এই তুমিকে ধরিতে হইবে আমার ভিতরে—এই "আছে কে" ধরিতে হইবে—"নাই এর" ভিতরে।

এই আমার ভিতরে তুমি—তুমি সর্ব্বদা তুমিই আছ—তথাপি যেন মিথ্যাতে তন্ময় হইয়া আছ—হইয়া একটা নূতন আমি—ভুল আমি—দুঃখী আমি—দেহধারী আমি—মূর্ত্ত্য আমি—এই একটা কল্পনার আমি—সত্যকে ঢাকিয়া মিথ্যাতেই সজ্জিত আমি—এই আমি আমার ভিতরে তুমি এই তুমির স্বরূপ ছাড়িয়া দিয়া—আমির স্থানে বসান তুমি—এই আমার ভিতরে সত্য তুমি—

সীমাশূন্য তুমি—সচ্চিদানন্দ তুমি এই তুমিকে যদি স্মরণ করাইতে পার—তুমি তুমি সর্ব্বদা থাকিয়াও আমি সাজিয়াছ—সাজিতে সাজিতে ভুল আমি হইয়া গিয়াছ—সে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভুলিয়াছ, সে সর্ব্বব্যাপী ভাব ভুলিয়াছ—বিচার করিয়া জানিতেছ তুমিই আমি হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছে আর ব্যবহারে দেখিতেছে এই আমি বড় দুঃখী—সর্ব্বদা এটা হায় হায় করে—আমার কিছুই হইল না—আমি কিছুই পারিলাম না—কোন শক্তি আমার নাই—অহো! কি বিড়ম্বনা। কল্পনায় বন্ধন লইয়া—সাধের কাজল পরিয়া—শুধু শুধু হায়! হায়!

এই আমিকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে আমি আর কেহই নয় সেই চৈতন্যই—সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই আমি সাজিয়া—ভুল আমি হইয়া—মিথ্যা অভিনয় মত করিয়া—সর্ব্বদা আপনি আপনি থাকিয়াও একটা ইন্দ্রজালে একটা মিথ্যা আমি সৃজন করিয়া সেটাকে প্রাণ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। মিথ্যার হাহাকার—কল্পনার হাহাকার লইয়াই এই জগৎ।

এই মিথ্যা আমিকে মারিয়া সত্য আমি বা তুমি হইতে হইবে ইহাই মুক্তি।

"তত্ত্বমসি," "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি." "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদের এই মহাবাক্যগুলি এই জাগরণের জন্য। আমার আমিটা যখন দুঃখ করে তখন এটাকে মহাবাক্য স্মরণ করাইয়া দাও "তৎ ত্বং অসি" সেই তুমি। জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই তুমি। আমিই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম। স্মরণ করিবারও ক্রম আছে। নতুবা মুখে স্মরণ করাইলে—কাজের বেলা যে দুঃখী সেই দুঃখীই রহিলে—সেই হাহাকারই করিলে—এটা কিছুই করা হইলনা। চিড়িয়ার রাধাকৃষ্ণ বলা কতক্ষণ থাকিবে? দুধ ছোলা খাইয়া, বেশ আরামে থাকিয়া রাধাকৃষ্ণ বলিতেছে কিন্তু বেরাল ধরিলেই ট্যাঁট্যাঁ। আর যম বেরাল ত ধরিয়াই আছে—আরাম আর কতটুকু?

কিছুই করিবেনা—আর ধ্যানে বসিলেই কি ধ্যান হইবে? ধ্যান বলে চিন্তাকে। গায়ত্রী মন্ত্রে যে "ধীমহি" পাওয়া যায় তাহাই এই ধ্যান। ধীমহি—চিন্তয়ামঃ—ধ্যায়েমহি—সোঽহমস্মীতানেন চিন্তয়ামঃ—যাহাকে ধ্যান করিতেছ "সেই আমি" এই ভাবনাই উৎকৃষ্ট ধ্যান। এই ধ্যানে—সর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িয়া যাইবে, সমস্ত কর্ম্ম ছুটিয়া যাইবে—ব্রহ্মের মত—গায়ত্রীর মত স্থির শান্ত হইয়া যাইবে—ইহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধ অন্তঃকরণ হইলেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইল, পূর্ব্বেত ব্রহ্মই ছিলে—স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া হাহাকার করিতেছিলে—এখন জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞানোপশমে আপনার স্বরূপে—ব্রহ্মভাবে সত্য সত্য স্থিতি লাভ

করিলে। বৈদিক সন্ধ্যার ইহাই কার্য্য। কিন্তু ইহা হয় কয় জনের? সেইজন্য তান্ত্রিক সন্ধ্যার সাহায্যে বৈদিক সন্ধ্যার স্থানে পৌঁছিতে হইবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যা-তেও বিদ্মহে আছে, ধীমহি আছে—তার পরে আছে তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ—মা তোমাকে জানিতে চাই—পারিনা—তোমাকে ধ্যান করিতে যাই—পারি না—কি আমার উপায় হইবে?—তুমি আমাকে তোমার জ্ঞানে ও তোমার ধ্যান পৌঁছাইয়া দাও—এই প্রার্থনা তান্ত্রিক সন্ধ্যার প্রধান অংশ—ইহাই নির্ভরতা, ইহাই শরণাপত্তি। ইহাও কি মুখে বলিলে হইবে? হইবেনা—আজ্ঞাপালন চাই। তবে কি হইল? অগ্রে "আমি তোমার" সাধনায় আজ্ঞাপালন কর, পরে দেখিবে "তুমি আমার", শেষে হইবে তুমিই আমি—বা গায়ত্রী কথিত ধ্যান।

'চিত্রকূট'

নহ তুমি তুচ্ছ জড় স্তূপ, হে মহান্!
অতীতের ইতিহাস তব অঙ্গে লেখা,
বল মোরে প্রকাশিয়া হে গূঢ় তপস্বি!
কোন্‌মন্ত্রে কি সাধনে পেয়েছিলে দেখা!
সে গোপন চিত্ত চোরে খুঁজি পদচিন্'
ভক্ত তার পায় দেখা হৃদয়ে আঁকিয়া;
বিশ্বচিত্রে লুকাইয়া সে খেলে কৌতুক
বিশ্বে তার লুকোচুরি স্বরূপ ঢাকিয়া।
কোন্ ব্যাকুলতা স্পর্শে অপেক্ষা সাধিয়া—
দ্রব হয়েছিল বক্ষ পাষাণ গলিয়া,
বহাইল প্রীতি উৎস করুণার বারি
চির সাধনের ধনে রূপ ধরাইয়া।
সে চিন্ময় চিন্তামণি পরশে প্রস্তর
জড়ত্বেরে করি দূর হয়েছে অমর;
অঙ্গে তব রামগন্ধ পুণ্য-স্মৃতি আঁকা
তব ধূলি কণাস্পর্শে ভাগ্য মানে নর।
ভক্তের সে সাধভরা ব্যাকুল পরশ
সেই গন্ধ অঙ্গে তব আজো ব্যাকুলিয়া,

সেই দিঠি প্রাপ্তির সে গভীর কামনা
আজো আছে রাঙা হয়ে ইষ্টে পরশিয়া।
সেই শক্তি সে একাগ্র নিষ্ঠা ব্যাকুলতা
হে কামদ! দাও পুরি বাসনা আমার,
আসি নাই ক্ষুদ্র ইচ্ছা ক্ষুদ্র আশা লয়ে
তোমার তপস্যা ধনে দাও অধিকার।
কত যুগ কত জন্ম ধেয়ায়ে সাধক,
ক্ষণ নিদর্শনে পাই সার্থক জীবন;
যে চরণ কণামাত্র করে আস্বাদন
তুমি তারে করিয়াছ সর্ব্বস্ব আপন।
বিশ্বের সাধনা যারে পায়না খুঁজিয়া,
তুমি করিয়াছ তারে অঙ্গের ভূষণ;
রোমে রোমে রাখিয়াছ তাহার পরশ
আনন্দের সুখস্পর্শ চির শিহরণ।
কোথা সে হৃদয়মণি রেখেছ গোপনে
কৌশল্যা দুলাল কই, দশরথ প্রাণ!
চিণ্ময় বিজলী সীতা, কণক লক্ষণ,
নব দুর্ব্বাদলকান্তি চিব অভিরাম।
"হনুমান ধারা"গাত্রে গিরিসানু তলে
"প্রমোদকানন"পাশে "দিব্যাঙ্গনা" ছায়
ঘন বিটপীর কুঞ্জে "জানকী কুণ্ডেতে"
"গুপ্ত গোদাবরী" পথে "স্ফটিক শিলায়",
কেকারবে সন্ধানিয়া ফিরিছে ময়ূর
অশ্রান্ত পাপিয়া কণ্ঠ 'পিউ কাহাঁ হাঁকি'
চকিত হরিণ খুঁজে কানন ঢুঁড়িয়া
উন্মত্তা ছুটেছে 'মন্দা' ছলছলি ডাকি
কোথা সে প্রাণের নিধি পায়না খুঁজিয়া,
গাহে মধুময় স্মৃতি তুলিয়া ঝঙ্কার;
হারান পরশমাখা ব্যাকুল সমীরে
'শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা তার'॥

অনুরাগ লেখিকা।

প্রার্থনা।

কথা কহিতে মানুষ কতই ভালবাসে! লোক দেখিলে—প্রিয় কোন কিছু দেখিলে কত কথাই কয়। যাহারা মুখ ফুটিয়া কিছু বলেনা তাহারা মনে মনেও অন্ততঃ প্রকৃতির সুন্দর বস্তুর সঙ্গে কথা কয়। ভিতরে বাহিরে মানুষ নিরন্তর কথা কয়—যখন কথা কওয়ার দোষ বুঝিয়া কথা বন্ধ করিতে চায় তখনও কত অসম্বন্ধ প্রলাপ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" বড় সাধক ভিন্ন হয় না।

আমি যখন কথা বন্ধই করিতে পারিলাম না তখন কি করিব? একটি প্রার্থনা করি তোমার কাছে। আমার এই কর যে, আমি ভিতরে বা বাহিরে যত যত কথা কহিব সব যেন তোমার সঙ্গে কহিতে পারি। আহা! বুঝিয়া যদি আমার মত মূর্খ জনেও এই অভ্যাস করিতে পারে—তবে কি কিছু হয়? যার হয় হউক, যার না হয় না হউক—আমি ভাবি ইহা আমার ভারি সাধনা। ইহার ভিতরে আমার ভগবৎ প্রাপ্তির সমস্তই আছে। নিত্য সন্ন্যাসীর সকল কার্য্যই—এই সাধনাতেই হয়—ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। শত চেষ্টা করিয়াও পারি না—তাই প্রার্থনা করিতেছি—আমি চেষ্টা করি হয় না—তুমি করিয়া দিবে কি? তুমি আমার এই চেষ্টাকে সফল কর না!

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং" ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য আছে? সন্ধ্যা বন্দনা, পূজা, জপ, স্বাধ্যায় সকলই ত কথা কওয়া। ঐ যে সন্ধ্যাতে বলা হয় আমাদের কল্যাণ কর, আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর, আমাদিগকে তোমার শিবতম রসে ভরিত কর—এই সবই ত তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। যেন তুমি সম্মুখে আসিয়াছ আর আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি। আশ্চর্য্য! এতকাল তোমারই সঙ্গে কথা কওয়া রূপ ধর্ম্ম আচরণ করিতেছি কিন্তু কখন কি মনে করিতেছি তুমি আমার সম্মুখে? এই ভাব যদি থাকিত—অন্ততঃ ঠিক ঠিক বিশ্বাসও যদি হইত, তবে কি বাজে কথা কওয়া—তোমা ছাড়া অন্য কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে ভাল লাগিত? বলিতেছি বড়ই আশ্চর্য্য! তুমি সর্ব্বত্র আছ—আকাশ ব্যাপিয়া আছ, হৃদয় ভরিয়া আছ, ভিতরে বাহিরে সব ছাইয়া ওতপ্রোত ভাবে তুমিই আছ—সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথাই শুনিতেছি—সাধু সঙ্গে এই কথাই পাই, তথাপি তোমার সঙ্গে কথা হয় না। আকাশ হইয়া তুমি আমার দিকে চাহিয়া আছ, সকল বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া তুমি আমাকে দেখ—আহা! এইটিও

মনে রাখিতে পারিনা! কি দুর্ভাগ্য! কোন পুণ্য কর্ম্ম বুঝি করা নাই, সদাচার বুঝি নাই, সাধু আহার বুঝি নাই, তাই মিথ্যার সঙ্গে কথা কই, তাই তোমার সঙ্গে না কথা কহিয়া যমরাজের সঙ্গে কথা কই! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর—যাহাতে তোমার সঙ্গে নিরন্তর কথা কহিয়া তোমার হইতে পারি সেই জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

চিত্রকূট দর্শন।

মনের মত সঙ্গী লইয়া রাম রাম করিতে করিতে আমরা ছয় জনে চিত্রকূট তীর্থে যাত্রা করিলাম। কি জানি রামদর্শনে যাইয়া রামের প্রেরণায় বুঝি আমাদের এই ইচ্ছা? তাই আর বিলম্ব হইল না, মাকে সঙ্গে লইয়াই আমরা রওয়ানা হইলাম।

সে বিশ্বাস নির্ভরতা এখনও হয় নাই, তাই ভয় ও একটু হইতে ছিল, কারণ সঙ্গে পুরুষ কেহ ছিল না। কিন্তু ভব-ভয়হারী শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিলে তিনি যে কাহারও ভাবনা ভীতি রাখেন না, তাই ট্রেনেই রাম সঙ্গ মিলিল, চিত্রকূটের বাবুরাম পাণ্ডার লোক, নাম বংশী, বড় ভাল লোক, সে সঙ্গে চলিল।

"করবী" ষ্টেশনে নামিয়া আমি ও আর দুই জন পদব্রজে, ও অন্য ৩ জন একায় চিত্রকূটে চলিলাম। হাঁটা রাস্তা এতই রমণীয় যে বর্ণনাতীত। ভগবান্ বাল্মীকি বর্ণিত মৃগ পক্ষী ফুল ফল শোভিত "দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্" মহা মেঘমালার ন্যায় বন সকল দেখিতে দেখিতে পরে দেবনদী অতিক্রম করিলাম, কিছুক্ষণ পরে একটি ছায়াশীতল বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিয়া,—চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত—সেই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণটা যেন গলিয়া গেল, পাহাড় পথে চলিতে চলিতে সত্যই মনে হইল আমরা সেই চিত্রকূটাদ্রি—নিবসন রামের নিকটেই গমন করিতেছি। এই স্থান হইতেই রাম দর্শনের বড় প্রবল ইচ্ছা হইল। ঠাকুর! বাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল তুমি, দীনের বাঞ্ছা কি পূর্ণ হইবে?

এই কি সেই অতীতের কত পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত সীতারামের আনন্দ লীলা ক্ষেত্র চিত্রকূট গিরি? তবে কই সে চিত্রকূটাদ্রি নিবসন কৌশল্যার হৃদয় দুলাল?

এই তো পূত ক্ষেত্রে দূর হইতে ভক্ত, মুনিগণ-নিষেবিত রামবাস মনোহর শুভ রামশ্রম দর্শনে—

"শিথিল অঙ্গ পগ ডগমগ ডোলহি
বিহ্বল বচন প্রেমবশ বোলহি"

ভক্তের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া চরণ টলমল করিয়াছিল, বিশ্ব প্রেমিকের প্রেম মহিমা স্মরণে ভাষা গদ্ গদ্ হইয়াছিল। তৃষাতুর চাতক নবীন জলদ দর্শনে যেমন আনন্দে নৃত্য করে, রাম জলধরের অদর্শনে তৃষিত অবধ বাসী আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এই জনশূন্য অরণ্যে রমণীয় কানন-সমাকীর্ণ চিত্রকূটাদ্রি দর্শনে—

"দেখি করহি সব দণ্ড প্রণামা
কহি জয় জানকী জীবন রামা"

জয় জয় জানকী জীবন রাম বলিয়া এই পুণ্যময় গিরিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

পরে আশ্রম সমীপে ভুবন মঙ্গল ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি রেখাযুক্ত সীতারামের চরণ চিহ্ন দর্শনে শ্রীভরত অনুজের সহিত গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিয়াছিলেন—

"অহো সুধন্যোঽহমমুনি রাম
পাদারবিন্দাঙ্কিত ভূতলানি
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং
ব্রহ্মাদি দেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্"

অহো আজ আমি ধন্য হইলাম, ব্রহ্মাদি দেবগণের এবং বেদগণের অন্বেষণীয় চরণ চিহ্ন যুক্ত এই সকল ভূভাগ আমি নয়ন গোচর করিতেছি।

প্রেম রসে আর্দ্রচিত্ত রঘুনাথ-চিন্তা নিমগ্ন শ্রীভরত আনন্দাশ্রু প্লাবিত অন্তরে এই স্থানেই বাঞ্ছিতের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, ভক্ত ভগবানের সে অপূর্ব্ব মিলনানন্দে—কি এক মধুর স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া চিত্রকূটস্থিত পশু পক্ষীদেরও নয়নে তখন প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল, এ, তো সেই পবিত্র পুণ্যময় স্থান! আহা! সেই ভক্তের মত কণামাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেও বুঝি আজ রাম দর্শন হইত!

স্বভাব সুন্দর চিত্রকূট, শ্রীভগবানের বিহারের উপযুক্ত স্থান জানিয়া মুনি বাল্মীকি যখন বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন, না জানি তখন "ফলে ফুলে তৃণ পল্লব দলে" এই গিরি কাননের আরও কতই সমৃদ্ধি ছিল? শ্রীভগবানও যে শৈল শোভা দর্শনে জানকীকে বলিয়া ছিলেন—

"ন রাজ্যভ্রংশেনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভব
মনো মে বাধতে দৃষ্টা রমণীয়মিমং গিরিম্"

ভদ্রে! এই রমণীয় গিরি দর্শনে সুহৃজ্জন বিয়োগ জন্য দুঃখ আর আমার হইতেছে না।

তখন রামাশ্রমের অনতিদূরে পর্ব্বতের উত্তর দিকে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী প্রবাহিত ছিল। রঘুকুল বর্দ্ধন রাম, সীতার সহিত নদী বর্ণনা প্রসঙ্গে নানাবিধ মধুরালাপ করিতে করিতে—

"চচার রম্যং নয়নারঞ্জনং প্রভুং" "স চিত্রকূটং রঘুবংশ বর্দ্ধনং" সীতার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মধুময়ী প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করিয়া সেই হংস সারস-শোভিতা, শত শত মুনিগণ নিষেবিতা বিচিত্র পুলিন শালিনী মন্দাকিনী দেখাইয়া বলিলেন—

"দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে
অধিকং পুর বাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ"

শোভনে! চিত্রকূট ও মন্দা'র দৃশ্য গৃহবাস হইতে কি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ প্রদান করিতেছে।

আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ফলমূল আহার করত অযোধ্যা রাজ্যের ও আর কামনা করি না।

"ইমাং হি রম্যাং গজযূথপীড়িতাং নিপীত তোয়াং গজসিংহবানরৈঃ"
"সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং" ন সোঽস্তি যঃ স্যান্নগতক্লমঃসুখি"

গজযূথ কর্ত্তৃক আলোড়িতা সিংহ মাতঙ্গ বানরগণ দ্বারা পীত সলিলা কুসুমিত বনশালিনী কুসুম সমূহে বিভূষিতা এই রমণীয় নদীতে স্নান করিলে যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয় তেমন লোকই নাই। এখানে নদী পর্ব্বত এখনও সেই শ্রীবাল্মীকির বর্ণনা মত, দেখা যায়।

মন্দা দর্শনে সত্যই মনে হয়, চিত্রকূটের এত রমণীয়তা বুঝি 'মন্দারই' জন্য? শ্রীভগবানের পরশ মাখা 'মন্দার' নির্ম্মল বারিতে অবগাহন করিলে মনে হয় অনাদি কালের সঞ্চিত কল্মষ রাশি ক্ষালনে আজ আমি পবিত্র হইলাম, ত্রিতাপ তাপিত ক্লান্ত দেহ যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া জুড়াইয়া গেল।

ভগবান যখন আসিয়া ছিলেন, তখন এই কুসুমিত চিত্রকানন, পুষ্পিত ক্রমতটা 'মন্দা' আরও কত না জানি সুন্দরী ছিল? এই মন্দাকিনী, সীতার সখী হইয়াছিল। 'মন্দা'র সহিত সীতা একদিন কতই খেলা খেলিয়াছিলেন। বাল্মীকি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, 'চিত্রকূট কাহিনী' বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্মরণে এখন ও যে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। অঞ্জলি অঞ্জলি কুসুম

নিক্ষেপে সীতা 'মন্দার' অঙ্গ চর্চ্চিয়া দিতেন, আর 'মন্দা'? বিপুল যৌবনশ্রী লইয়া যেন শুভ্র হাস্য-কৌমুদি বর্ষণে তরঙ্গ বাহু তুলিয়া ছুটিয়া আসিত, এই তো সেই সীতাকুণ্ড! বিনা অলক্তক রাগে রঞ্জিত কুসুম কোমল চরণ চিহ্ন, এখনও যে 'মন্দা' তটে চিহ্নিত! শ্যাম জলধর রাম সঙ্গে বিদ্যুৎ বরণী সীতা স্নান অবগাহনার্থ 'মন্দায়' নামিলে, সময় বুঝিয়া 'মন্দাও' তখন সখীর কণ্ঠালিঙ্গনে আদরে সোহাগে কলচ্ছ্বাসে রামের কথা তুলিয়া পরিহাস করিত। রাম বাহুকে অবলম্বন করিয়া জলধারা শোভী নীলাব্জ তনুর আশ্রয়ে, রঞ্জিত মুখী সীতা শিশির স্নাত গোলাপের মত ফুটিয়া যখন সখীর দুষ্টামির কথা রামকে জানাইতেন, বল না, তখন সে যুগল ছবি কেমন দেখাইত?

প্রকৃতির নির্জ্জন ক্রোড়ে লালিতা হইয়া মন্দার হাস্য চপলতা এখনও বুঝি তেমনই আছে, কিন্তু, আজ কি যেন সে হারাইয়াছে, তাই কুলুনাদিনী তেজস্বিনী অগভীর-সলিলা 'মন্দা' আরণ্য নেপথ্য পথে আপন বরকান্তি হিল্লোলিয়া উন্মাদিনী মত এখানে সেখানে কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

সেই রমনীয়া শুভদর্শনা মন্দাকিনী, সেই রম্য চিত্রকূট গিরি, সেই ময়ূর নিনাদিত কানন, সেই আকাশ, সেই বাতাস, মৃগ পক্ষীকুল সবই তেমনি আছে, শুধু সে আনন্দের হাট আর নাই। বিদ্যুল্লতা-বিজড়িত কালাম্ভোধর কান্তি সীতারামের কনক ছবি দর্শনে একদিন এই শিখিকুল সেই নবীন জলদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, আজ যেন সেই প্রিয় বিচ্ছেদ কাতর ময়ূরগণ, কেকারবে এ কানন সে কাননে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে কাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। সেই জটামুকুট ধারী চীর পরিধায়ী, আজানুলম্বিত পীনবাহু নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামের পানে অপলক নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কুরঙ্গ স্থির হইয়া যাইত, আজ বুঝি সেই নয়ন মন রসায়ন সে রূপের অদর্শনে, অস্থির চিত্তে তাহারা ইতঃস্তত ধাবিত হইতেছে। এখানে সবই যেন রাম রংয়ে রাঙা হইয়া রামমাখা হইয়া আছে। পুষ্পস্তাবকানন বন লতিকায়, প্রভাময় সূর্য্যমণ্ডলে, নয়ন রঞ্জন ভূধরে, মৃদু মলয় পবনে, নক্ষত্র পুঞ্জ বেষ্টিত প্রশান্ত নীলাকাশে, সুখময়ী মন্দাকিনীতে, ময়ূর মৃগকুলের ও অঙ্গে যেন সীতারামেরই স্মৃতি আঁকা। দেশ বাসী সকলেই আপন আপন কার্য্য শেষে ভক্ত তুলসী দাসের রামায়ণ লইয়া রামের কথা কয়, সকলেই রাম রাম করে, এত রাম রাম বুঝি আরও কোথাও ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। এইতো সেই চিত্রবর্ণ মৃগপক্ষী শোভিত স্নিগ্ধ চ্ছায়া তরু সমাকীর্ণ রাম গিরি! কিন্তু সেই—

"চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলি বিরাজিতম্'
বিশাল নয়নং শান্তং স্মিত চারু মুখাম্বুজম্"

স্বচ্ছ শ্যাম মণির মত অঙ্গদ্যুতি, পরিধানে চৈলাজিন, জটা মুকুট মণ্ডিত "আকর্ণান্ত নীল-নলিনাভ নয়ন কমল কৌশল্যার নয়ন মণি দশরথ জীবন, কিশোর সুন্দর শ্যামল বালক কই? আর কই সে নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়না নীলাম্বরালঙ্কৃতা শরদিন্দু সুন্দরমুখী রাম মানস-সর-মরালী, রাম বল্লভা সীতা? কোথায় বা সেই সেবার মূর্ত্তি সুগঠিত বপু গৌর কান্তি? কোথায় আজ সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় অলসতা অবসাদ শূন্য রাম সেবক সুমিত্রানন্দন? এই তো সেই লক্ষণ শৈল! ধনুকের রেখা এবং সেই মহাপুরুষের চরণ চিহ্ন এখনও যে বর্ত্তমান। এই তো সেই গিরি সেই শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ কান্তার এখানে তন্দ্রাবিহীন নয়নে, শর-শরাসন তূণীব সঙ্গী লক্ষণ, কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া কামদ গিরির দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভুর প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকিতেন। ছায়া শীতল, ঘন বিটপী ছায়, রম্য গিরি গুহার শোভা সম্পাদন করিয়া, নবদূর্ব্বাদল শ্যামমূর্ত্তি শ্যাম স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোতিতে বনভূমি প্রমুদিত করিয়া যখন বিচরণ করিতেন, হিংস্র জন্তু শ্বাপদ কুলের বাধা দূর করিতে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভক্ত তখন প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন আবার যখন সেই নবনীরদ কান্তি বদন কমল আতপ তাপে রক্তিমাভ হইত, ব্যাকুল ভক্ত বৃক্ষ পল্লবে বীজন করিয়া আতপ তাপ নিবারণের জন্য কতই না যত্ন করিতেন। চির অনভ্যস্ত কোমল চরণে কঠিন মৃত্তিকায় বেদনা বাজিবে, তাই প্রভুর গমনের সারা পথে পুষ্পাস্তরণ বিছাইতে ভক্ত সতত উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। সেই সদা প্রফুল্ল সুশ্যাম বদন-কমল, বিশুষ্ক মলিন হইলে, বনে বনে ঘুঁড়িয়া মধু ফল আহরণে এবং 'মন্দার' শীতল উদকে প্রভুর সেবা করিয়া ভক্ত ধন্য হইয়া যাইতেন। সীতারামের শয়নের জন্য তৃণশয্যা বিছাইতে দুধারে যাঁর নয়নধারা প্রবাহিত হইত, আহা! যাঁহার শিরীষ কুসুম তুল্য কোমলাঙ্গ, যিনি অযোধ্যার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিলেও, মনে হ ত বুঝি বা শ্রীঅঙ্গে ব্যাথা লাগিতেছে, এই কি সেই অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ নন্দনের শয্যা? অহো! বিধাতার কি কঠিন নির্ব্বন্ধ!

আজ কোথায় বা সেই অনন্ত সহিষ্ণুতা ভরা সরল ভক্তের কনক ছবি? সেই সবই আছে সে আনন্দ মাধুরী মূর্ত্তি কই? শ্রীভগবান্ যেখানে প্রত্যক্ষ লীলা করিয়াছেন, সেই পূত ক্ষেত্রের আনন্দের হাট কি একেবারে ভাঙ্গে?

সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যে রাম সমস্ত সাজিয়া "সুর মানুষতির্য্যগাদীন দেহান্ বিভর্ষি" ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ত্রিভুবন রক্ষার জন্য, দেবতা মানুষ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা জল স্থল অম্বর পর্ব্বত সমুদ্র দেহ যিনি ধারণ করিয়াছেন, দেহ ধারণ করিলেও দেহগুণে যিনি অনাসক্ত, মায়া মানুষ বেশে সেই ভগবান্ সীতার সহিত কিছুকাল এই পুণ্যময় গিরিকাননে লীলা করিয়াছিলেন---তাই কেন? সে লীলা এখনও তিনি করেন, তখন প্রত্যক্ষে আসিয়া তিনি প্রত্যক্ষে লীলা করিয়াছিলেন আর এখনকার লীলা—সকল লোক চক্ষুর অগোচরে অথবা "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"। বৃহৎ রামায়ণে ভগবান্ বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"কথং শ্রী রাজরাজাসৌ সপ্তাবরণ শোভিতঃ।
জানক্যা সহিতঃ শ্রীমান্ মন্দিরে রত্নভূষিতে॥
অভ্যন্তরে পর্ব্বতস্য বিহারং কুরুতে পরঃ"

রত্ন ভূষিত সপ্তাবরণ শোভিত পর্ব্বত অভ্যন্তরবর্ত্তী মন্দিরে রাজ রাজেশ্বর জানকীর সহিত এখনও বিহার করেন।

কামদ গিরিতে তাই কাহাকেও উঠিতে দেওয়া হয় না, শুধুই পরিক্রমণ ও প্রণাম বিধি। কামদ গিরি যাইবার পথে একজন সাধু মহারাজ (ঝোলাবাবা) শ্রীভগবানের পরমাদ্ভুত বিহার সম্বন্ধে, বোধ হয় অদ্ভুত রামায়ণের শ্রীবাল্মীকির লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াই বলিলেন—

এই রাম গিরির তিন যোজন নিম্নে সীতারামের মন্দির এখনও বর্ত্তমান। সেখানে এখনও নিত্য লীলা হয়। কামদ গিরির তিন যোজন নিম্নে সন্তানকবন, অপূর্ব্ব মানস সরোবর, আর সরোবরের মধ্যস্থলে কল্পবৃক্ষ। কল্পতরুতলে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মণি মাণিক্য বিজড়িত সীতারামের মন্দির। তার রত্নময় কবাট, তোরণ দ্বারে মুক্তাদাম বিলম্বিত। সেই রমণীয় বনভূমিতে কত ময়ূর কোকিল সারিকা শুকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিতেছে। কত মন্দার, কত পারিজাত, কত সন্তান, কত হরিচন্দন বৃক্ষ। মণি মন্দিরের মাঝে রত্নময় বেদী, সপ্তাবরণে কত কত দেবতা, কেহ জপে, কেহ ধ্যানে, কেহ পূজায়, কেহ গানে মগ্ন। সেই রত্ন কাঞ্চন নির্ম্মিত নব রত্ন খচিত মনোহর সিংহাসনে, ব্রহ্মাদি ত্রিদশ সেব্যমান রস বিগ্রহ শ্রীভগবান্ সীতার সহিত উপবিষ্ট।

আনন্দে গলিয়া গলিয়া সাধু মহারাজ কতই কামদ গিরির মাহাত্ম্য বলিলেন, তাহা লিখিলে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ হয়।

"ঝোলা বাবার" বলার মাধুর্য্য এই যে তিনি যেন এই মাত্র সীতারামের লীলা দর্শন করিয়া আসিলেন, তাই সে আনন্দ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আরে "ইয়া গজ্‌রা মালা" রামজী জানকী মাতার 'শিঙ্গার' করাচ্ছেন, সে কত সুন্দর কি বলা যায়? ফুলে ফুল, সেখানে শুধুই ফুল" সীতাদেবীর কত সখি—

"রামরম্যা রামরতা রামনাম পরায়ণা
জানকী লক্ষণাভিজ্ঞা জানকী পাদসেবিকা"

কেহ বা "শ্রীরাম চন্দ্রস্য মুখ পঙ্কজ নিঃসৃতং তাম্বূলং "চর্ব্বণং চক্রে" সেখানে সকলেই রামানন্দে বিভোর। রামের দেশে বিষাদ নাই। সেই রাম রাম মাখা নির্জ্জন কাননে কামদ নাথের নিকটে গিয়া প্রাণটা যেন কি দেখিতে ব্যাকুল হইল—মনে হইল দুর্ভাগিনী আমি—তাই এই পুণ্যস্থানে আসিয়াও উগ্রভাবে তোমার সাধনার আয়োজন করিতে পারি না—কিন্তু জীবন লইয়া কি হইবে? যদি তোমার দেখা না পাই, কল্পনায় আর কতদিন দেখিব? আর এ দেশ সে দেশে তীর্থে তীর্থে কত খুঁজিয়া বেড়াইব? সর্ব্বজন বল্লভ জানকী জীবন যে সকলের আত্মা! ঠাকুর তুমিত কল্পনার বস্তু নও! তুমি তো কত সাধক, কত ভক্ত, কত জ্ঞানী, কত মহাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলে? তোমারই বাক্য—"ভক্ত চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবান অজঃ" সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তুমি! তবে লওনা আমায় ভক্ত করিয়া? যাহা করিলে তোমার দর্শন পাই তাহাই কেন করিয়া, একবার দেখা দাও না! পতিত দীন কাঙাল হুর্ব্বল যদিও আমি—তবে তো "মৎসমা পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি" এই অধমের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া সেই নয়নাভিরাম রাম রূপে এই নির্জ্জন বন পথে একবার দেখা দাও না! সেই—

"জানকীলক্ষণোপেতং জটামুকুট মণ্ডিতম্
কন্দর্প সদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেক্ষণম্"

সেই ভক্তের দেখা, ভুবন ভুলান রূপে একবার এস না প্রভু! তোমার অনন্ত শক্তি, আশ্চর্য্য মহিমা! তুমি জগতের ভিতরে থাকিয়া জগৎকে পরিপালন করিতেছ, অথচ জগৎ তোমাকে জানে না, তুমি মায়ার মধ্যে থাকিয়া মায়াকে পরিচালিত করিতেছ, মায়া তোমাকে জ্ঞাত নহে, সব সাজিয়া সব হইয়া এক সৎ চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সর্ব্বোপাধি রহিত, তুমি মাত্র বর্ত্তমান, আমার অন্তর বাহিরে

ওতপ্রোত ভাবে তুমিই ব্যাপিয়া আছ, কিন্তু কি মোহের ঘোরে পড়িয়া মায়ার ঠুলি চোখে বাঁধিয়াছি, যে, নিত্য সত্য অনন্ত চিন্ময় আত্মাকে চিনিলাম না? এই চিত্রকূটের সারাপথে, শ্রীভগবান বিচরণ করিয়াছেন, পথ রেণুতে তাঁর শ্রীচরণ রেণু কণা এখনও যে মিশ্রিত! সে পূত রেণু কণার স্পর্শে যে পাষাণেও চেতনা সঞ্চার হইয়াছিল, চৈতন্য স্বরূপ প্রাণ বল্লভ ভুলিয়া, নিজ স্বেচ্ছাচারে আমিও যে আজ পাষাণের মত জড় হইয়া আছি; বল দয়াময়! এই পূত ক্ষেত্রের পবিত্র রজঃ কণায় আমার অনাদিকালের অজ্ঞান জড়ত্ব কি মুছিবে না? আজ সেই পাষাণী গৌতম পত্নীর ভাষায়, পবিত্র রেণু কণায় লুটাইয়া লুকাইয়া যে শুধু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"যোঽস্মিন্মূঢ়াঽহমজ্ঞা তে তত্ত্বং জানে কথং বিভো।
তস্মাৎ তে শতশো রাম নমস্কুর্য্যা মনন্যধীঃ॥
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্ত বৎসল
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥"

তোমার করুণা ব্যতীত কে কবে তোমার দর্শন পায়? শুধু স্মৃতির স্মরণে, সবের অন্তরাল হইতে, শুধু শূন্যে শূন্যে লক্ষ্য করিয়া, আমি ত পূর্ণ হইতে পারিনা, সে দর্শনে আমার তৃপ্তি হয় না আড়াল হ'তে এ লুকাচুরির তোমার কি প্রয়োজন গো? আমার এ মায়ার ঠুলি উন্মোচন করিয়া প্রত্যক্ষে-একবার আসিবে না কি? সেই মহা মহিমান্বিত রামশৈল পরিক্রমার সময় সকলেই গাহিতেছিল "রঘুপতি রাঘব সীতারাম পতিতপাবন জয় সীতারাম' জয় রঘুনন্দন জয় সীয়ারাম' পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নাম করিতে এত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল, মনে হইল যেন আমরা ধন্য হইলাম, চিরদিনের যাওয়া আসার এইবার বুঝি নিবৃত্তি হইল। কিছুক্ষণ নাম করিতে করিতে, লীলা কর্ম্ম গুণ সব, যেন ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল চিত্রকূটের প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত করিয়া রামই দাঁড়াইয়া আছেন, অথবা প্রকৃতি বড় যত্ন করিয়া, তাঁকে ঢাকা দিতে গিয়াছে, কিন্তু স্বপ্রকাশ রূপ কি ঢাকা যায়? তাই সবের ভিতরে যেন রামরূপই ফুটিয়া উঠিতেছে। বৃহৎ রামায়ণে চিত্রকূট মাহাত্ম্যে ভগবান্ বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"চিত্রকূট গিরৌ রম্যে মন্দাকিন্যা স্তটে শুভে
ঋষিণামাশ্রম পদে সদা তিষ্ঠতি সানুজঃ
যয়ো ভূতা নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়ঃ"

ইহারা রাম রূপেই চিরদিন ছিল, যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন থাকিবে। কিন্তু এ দর্শনেও যে পূর্ণ হওয়া যায় না! সে রূপ দর্শনের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল, সেই শৈলমালা বেষ্টিত নির্জ্জন কাননে রাম রাম রং মাখান কচি কচি পাতা, আকাশ শৈল কানন বায়ু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় আমার সীতারাম? সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল, কোথায় সে "সীতারাম"? তখন যেন পাদপ লতা গিরি কানন আকাশ বায়ু সকলেই রামচরণ চিহ্নিত আপন অঙ্গ দেখিয়া, দেখাইয়া দিল, যেন বেদনা-বিজড়িত করুণা কোমল সুরে গাহিয়া উঠিল "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" সঙ্গে সঙ্গে 'মন্দা' কালধ্বনিতে উত্তর দিল "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" শ্যাম চ্ছায়া পূর্ণ মেঘ মেদুর অম্বরে ধ্বনি উঠিল, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" ভূধরকে বীণা নির্ঝরিণীর মুখরিত সুরে গাহিতে শুনিলাম, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" শৈল কুঞ্জের সমীর প্রবাহ কাণে কাণে আসিয়া বলিয়া গেল, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" বিহগ কুল আকুল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া বীণা বাজাইল, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো" তখন সঙ্গের সঙ্গিনীরা কি এক মধুর ভাবে ডুবিয়া সকলেই গাহিল—"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো"।

যে স্থানে ভরত মিলন হইয়াছিল, সত্যই সেখানে কি অপূর্ব্ব মহিমান্বিত শ্রীপাদপদ্ম চিহ্ন, সে চিহ্ন দর্শনে অতীতের কত পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া মুহুর্মুহু অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়। মনে হইল এই সে পাষাণে চরণ রেখা! ইহা পাষাণের গুণ না চরণের গুণ? অথবা—"চতুরাণি পদানি গত্বা" চার পা গমন করিয়াই, মা জানকী ভগবানকে যখন বলিয়াছিলেন—আর্য্যপুত্র! আর কতদূর গমন করিতে হইবে? ভগবান্ তখন পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

অরুণদলনলিন্যা স্নিগ্ধপাদারবিন্দা
কঠিনতনুধরণ্যাং যাতাকস্মাৎস্খলন্তি
"ধরণী তব সুতেয়ং পাদ বিন্যাস দেশে
ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্যরণ্যম্"

শ্রীভগবানের প্রার্থনায় পাষাণও বুঝি তখন কুসুম কোমল হইয়াছিল? তাই বুঝি পাষাণে এই দেব বাঞ্ছিত চরণ রেখা! অথবা শ্রীভগবানের স্পর্শে পর্ব্বত আপন কঠিনত্ব ত্যাগে, ভগবৎ প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া আদর করিয়া চরণ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। চরণ চিহ্নের কথা কতই যে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে আর বলা হইল না।

বলা বাহুল্য শুধু চরণ চিহ্ন চিত্তে আঁকিয়া সীতারামের দেশ হইতে ফিরিতেছি। এখনও সেই ভগবানের বিহারভূমি পুণ্যস্থান স্মরণে প্রাণ মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়—সকলকেই বলি শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন যুক্ত চিত্রকূট কত রমণীয় একবার দেখিয়া এস।

শ্রীভরত লেখিকা।

ভক্তের স্মরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি

জগৎব্যাপী তুমি পরমেশ্বর বিষ্ণুঃ—সর্ব্বসাক্ষী তুমি—জগতের শুভাশুভ তুমিই অবলোকন করিতেছ আমি তোমাকে নমস্কার করি। শ্রীবিষ্ণুকেই নমঃ বলি —আমার কিছুই নাই সবই তোমার। এই জগৎ তোমা হইতে অভিন্ন। বিষ্ণুকেই জগৎরূপে দেখাইতেছেন তোমার মায়া। মায়ার অন্ধকারের পরদা যাঁহাদের চক্ষু হইতে তুমি সরাইয়া দাও তাঁহারাই আর নানা দেখেননা, দেখেন সর্ব্বত্রই তুমি। জগতের আদি তুমি, ধ্যেয় তুমি, অব্যয় তুমি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি থাকাতেই বিশ্ব তোমাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। কবে তুমি নাই? কোথায় তুমি নাই? তুমি অক্ষর, অব্যয় বলিয়া এই বিশ্বও অক্ষর, অব্যয়। আহা! সকলের আধার ভূত হরি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বিষ্ণু—তোমাকে আমি নমস্কার করি—পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি, সমস্ত জগৎ তোমাতেই দেখা যাইতেছে—তোমা হইতেই সমস্ত উঠিতেছে—তুমিই সমস্ত—তুমিই সর্ব্ব সংশ্রয়।

অনন্ত তুমি—সর্ব্বব্যাপী তুমি—সকলরূপে প্রকাশিত তুমি—তবে আমি কোথায়? আহা! স এবাহমবস্থিতঃ—তুমিই আমিরূপে অবস্থিত। মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে। আমা হইতেই সমস্ত জন্মিতেছে, আমি সমস্ত হইয়া ভাসিতেছি, সনাতন আমাতেই সমস্ত।

অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥

আমিই অক্ষয়, নিত্য পরমাত্মা—আমিই আমাকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া আছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ব্রহ্মনামধারী—আবার সৃষ্টির অন্তে আমিই সেই পরম পুরুষ।

সব তুমি, সব তুমি করিতে করিতে হরির ভক্ত প্রহ্লাদ হরিতে তন্ময় হইয়া আপনাকেও হরি দেখিলেন। ভক্ত প্রহ্লাদ আর পৃথক্ কেহ নহেন—হরিই। আপনাকে হরিতে হারাইয়া, হরি ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারিলেন না—হরি ভাবনায় দেখিলেন—আমিই অব্যয়, অনন্ত, পরমাত্মা।

তস্য তদ্‌ভাবনা যোগাৎ ক্ষীণপাপস্য বৈক্রমাৎ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তস্থৌ জ্ঞানময়েঽচ্যুতঃ॥

প্রহ্লাদের এই ভাবনা যোগ প্রহ্লাদকে ক্ষীণপাপ করিল—প্রহ্লাদের অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল—পাপক্ষয়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল, তখন ইহা জ্ঞানময় লইল। সেই জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিষ্ণু, অচ্যুৎ যে স্থিত, প্রহ্লাদ তাহা দেখিতে পাইলেন। ক্রম ত ইহাই। প্রথমে ভক্তি অবলম্বন করিয়া—"আমি তোমার" সাধনা কর ; পরে "তুমি আমার" বুঝিবে, শেষে হইবে "তুমিই আমি"। ভক্তি সাধনা না করিয়া "সোঽহং" পথে যাওয়া পাপ।

যোগ প্রভাবে অসুর প্রহ্লাদ বিষ্ণুময় হইলে সর্প-বন্ধন বিচলিত হইল, এবং একক্ষণেই নাগ পাশ ছিন্ন হইয়া গেল। ভ্রমণশীল মকরকুম্ভীর পূর্ণ উর্ম্মিমালা ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, শৈলবন কানন সহ পৃথিবী কম্পিত হইল। দৈত্যনিক্ষিপ্ত শৈলসম্পাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মহামতি প্রহ্লাদ সলিল রাশি হইতে উত্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ আবার আকাশাদি লক্ষণ জগৎ দেখিলেন—পুনরায় আপনার দ্বারা "আমি প্রহ্লাদ" এই ভাবে আপনাকে স্মরণ করিলেন। কেমন হইল ? যেমন "অনেজদেকং" "মনসো জবীয়ঃ" হয়েন, যেমন "আসীনঃ" "দূরং ব্রজতি" করেন, যেমন "শয়ানঃ" "যাতি সর্ব্বতঃ" হয়েন, প্রহ্লাদও সেইরূপ স্বরূপে থাকিয়াও "দৈত্য প্রহ্লাদ আমি" ভাবনা করিলেন— সমকালে নিরাকার আপনাকে নরাকার স্মরণ করিলেন। এই অবস্থায় যাহা হয় তাহাই হইল। প্রহ্লাদের মন এখনও তাহাতেই ডুবিয়া আছে। প্রহ্লাদ একাগ্র মনে, অব্যগ্র হইয়া, যতবাক্‌কায় মানসে সেই পরম ব্যোম, পরমপদ, পরমপুরুষ, সেই পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন।

হে নির্গুণ সগুণ, হে গুণাতীত গুণময়, হে ব্যক্তাব্যক্ত, মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তি, হে স্ফুটাস্ফুট স্থূলসূক্ষ্মমূর্ত্তি, হে করাল সৌম্যরূপিন্, হে বিদ্যা-অবিদ্যালয় অচ্যুত, হে নিষ্প্রপঞ্চ প্রপঞ্চাত্মন্—হে এক অনেক, হে বাসুদেব, হে আদিকারণ, তোমাকে নমস্কার।

যঃ স্থূল সূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্ব হেতো
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥

যিনি স্থূল সূক্ষ্ম প্রকাশিত এবং চিন্ময় বলিয়া প্রকাশ স্বরূপ, যিনি আপনি সর্ব্বভূত সাজিয়াছেন—কিন্তু সর্ব্বভূত অহংকার বিমূঢ় হইয়া তাঁহা হইতে পৃথক ভাবনা করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বভূত যিনি নহেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব ভাসিয়াছে, যিনি বিশ্বের হেতু নহেন—সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।

প্রহ্লাদের চিত্ত এই ভাবে স্তব করিলে "আবির্ভূত ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ" পীতাম্বরধারী হরি আসিয়া উদয় হইলেন।

তুমি তুমি করিয়া তুমি হইয়াও আবার নিজরূপ স্মরণে স্তব করিয়া প্রহ্লাদ শ্রীহরির দর্শন পাইলেন। তুমি আমি যে তাঁহাকে দেখিব সেই জন্য নিজে শুদ্ধ হই আইস আর তাঁহাকেও শুদ্ধ ভাবনা করি এস, এই "ত্বং" শুদ্ধি আর "তৎ" শুদ্ধি ভিন্ন তিনিত দেখা দেননা। তিনি সর্ব্বদাই আছেন সত্য কিন্তু আমরা আমাদের কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে এমন রূপ দি, যে তাঁহার আকার ঢাকা পড়ে, আমাদের কৃতকর্ম্মের রূপে তাঁহার যে রূপ হয় আমরা তাহাই দেখি।

পীতাম্বরধারী হরি আসিলেন আর প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন মাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদ্‌গদ স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "বিষ্ণবে নমঃ"।

দেখিতে দেখিতে যেন দেখা গেলনা। প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন হে দেব! হে প্রপন্নার্ত্তিহর কেশব—শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান্—আমাকে আবার দেখা দেও—দিয়া পবিত্র কর "অবলোকন দানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত"। শ্রীভগবান্ তখন আবার দেখা দিলেন, বলিলেন প্রহ্লাদ তুমি অব্যভিচারিণী ভক্তি করায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট হইতে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ আর কি প্রার্থনা করিবেন? প্রার্থনা করিলেন—

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

নাথ! আমি যে যে সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, সেই সেই দেহে যেন তোমাতে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে। অবিবেকী মানুষ সকলের যেমন

বিষয়ে অবিচলিত প্রীতি থাকে, সেইরূপ তোমার স্মরণ জন্য প্রীতিতে, বিষয় প্রীতি যেন আমার হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন আমাতে ভক্তি ত তোমার আছেই ইহা জন্মে জন্মে থাকিবেই। এখন তোমার অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর।

প্রহ্লাদের প্রার্থনা হিরণ্যকশিপুর জন্য। আহা! ভগবদ্ভক্তের হৃদয় কত সুন্দর! প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন দেব! তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে পিতা যে আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন—পিতার আমার সেই পাপ যেন নাশ হয়। আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়ায় পিতা আমার প্রতি যে সমস্ত অসাধু আচরণ করিয়াছেন, আরও তাঁহার অসাধুকর্ম্ম যাহা আছে তজ্জন্য যে পাপ, সেই পাপ হইতে যেন তিনি সদ্যই মুক্ত হন।

শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন প্রহ্লাদ আমার প্রসাদে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তুমি আরও বর চাও। প্রহ্লাদ বলিলেন ভগবান্ আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি; তোমার প্রসাদে তোমাতে আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকিবে।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥

সমস্ত জগতের মূলে যার ভক্তি তোমাতে স্থির রহিল তাহার আর ধর্ম্মার্থ কামে কি প্রয়োজন প্রভু? মুক্তিত তার করস্থিত।

"তুমি পরম নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ কর" এই বলিয়া ভগবান্ তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। ভগবানের বরে হিরণ্যকশিপুর আর পাপ নাই।

তৎপিতা মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ॥

পিতা সেই বহুক্লেশ প্রাপ্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পার্দ্রনয়নে বলিলেন বৎস! বাঁচিয়া আছ? অসুর, প্রহ্লাদের উপরে প্রীতিমান হইল এবং নিজের অসৎব্যবহার স্মরণে অনুতপ্ত হইল। ধর্ম্মবিৎ প্রহ্লাদ পিতার ও গুরুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ভগবান হরি তৎপরে নৃসিংহরূপ ধরিয়া হিরণ্যকশিপুকে অসুর দেহ হইতে মুক্ত করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন

প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি য স্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা॥

প্রহ্লাদকে সকল আপদ হইতে হরি যেমন রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ যে হরির চরিত্র সর্ব্বদা শ্রবণ করে তাহাকেও তিনি সেইরূপ রক্ষা করেন। "ভক্তের স্মরণে" ভক্ত কোন্ গতি লাভ করেন তাহা দেখান হইল। এখানে আর একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া স্মরণতত্ত্ব প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করা যাইতেছে।

(৪)

প্রহ্লাদের হরি সাধনার কথায় বিষ্ণুপুরাণ দেখাইলেন—প্রহ্লাদ হরি হরি করিয়া সর্ব্বত্র হরি দেখিয়া হরি হইয়া গিয়াছিলেন। হরি হইয়াও তিনি আবার ভক্ত হইয়া বর প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া বলিলেন এখন সোঽহং জ্ঞানে স্থিতি লাভ কর। ভক্তির শেষই সোঽহং জ্ঞানে।

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের" উপশম প্রকরণের ৩১ হইতে ৪১ সর্গে এই সাধনার বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর বিনাশের পূর্ব্বে প্রহ্লাদের জীবন্মুক্তি হয়। যোগবাশিষ্ঠে হিরণ্যকশিপু বিনাশের পরে দৈত্যগণের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষতঃ অসুর বধূগণকে, গ্রামগত মৃগীরা যেমন পত্র শব্দেও ভীত হয় সেইরূপ সর্ব্বদা ভীত চকিত থাকিতে দেখিয়া প্রহ্লাদ হরির সাধনা করেন।

কায়মনোবাক্যে হরির শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত জনগণের গত্যন্তর নাই। আমি (প্রহ্লাদ) এই নিমেষ হইতে অজ নারায়ণকে সর্ব্বভাবে প্রপন্ন হইলাম— সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। প্রহ্লাদ সিদ্ধমন্ত্র "নমো নারায়ণায়" গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই মন্ত্র জপিবেন নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রণব রহিত করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতেন। প্রহ্লাদ স্থির সঙ্কল্প করিলেন—আকাশ হইতে যেমন বায়ুর অপগমন হয়না সেইরূপ আমার হৃদয় হইতে উক্তমন্ত্রের অপগতি হইবেনা। অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন সাক্ষাতে আকাশ হরি, দিক সকল হরি, পৃথিবী হরি, জগৎ হরি আর আমিও ইদানীং অপ্রমেয় বিষ্ণুময়। "দেবোভূত্বা যজেদ্দেবং" "না বিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং না শিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্" ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। প্রহ্লাদ বলিলেন "অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ" ইহাই যখন বেদের উপদেশ তখন আমি বিষ্ণু এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে করিতে হইবে। আমি হরি আমি সর্ব্বত্র অবস্থিত। এই আমার বাহন গরুড় এইলক্ষ্মী, এইমায়া, এই আমার পাঞ্চজন্য আমি লোক বিনাশে সমর্থ ইত্যাদি। যাহারা সমস্ত সাধনা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ দেখিবেন।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

নমস্তত্ত্ব।

বক্তা—ভৃগুরূপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎশিবরামানন্দ সরস্বতী স্বামী।

জিজ্ঞাসু—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

প্রস্তাবনা।

প্রথমোচ্ছ্বাস।

নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

"বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব প্রপত্তিতত্ত্বেরই বিশুদ্ধ রূপ" এই কথার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা এবং প্রপত্তি ও নমস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জিজ্ঞাসু—নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীচরণের প্রসাদে উপলব্ধি হইয়াছে। প্রার্থনাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে শ্রীমুখ হইতে "বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব, প্রপত্তিতত্ত্বেরই বিশুদ্ধরূপ, বেদের আদ্যোপান্ত নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ বলিলেও চলে", অতিমাত্র গম্ভীরার্থক উপাদেয় বচন সমূহ নিঃসৃত হইয়াছিল। "বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব প্রপত্তিতত্ত্বেরই বিশুদ্ধরূপ," এই মধুময় উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় আমার পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। "বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ত্ব প্রপত্তিতত্ত্বেরই বিশুদ্ধরূপ," এই মধুময় উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে তাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলাম, আদেশ হইয়াছিল, "নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব"। আমি এই নিমিত্ত নমস্তত্ত্বের স্বরূপ দর্শনার্থী হইয়া আপনার পাদপদ্মের সমপবর্ত্তী হইয়াছি।

প্রার্থনাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে প্রপত্তি ও নমস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছিল।

প্রার্থনাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে প্রপত্তি ও নমস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি চিত্তে লাগিয়া আছে, সে মধুময় উপদেশ সমূহকে কখনও ভুলিতে পারিবনা,

তাহাদের সংস্কার আমার চিত্ত হইতে কখনও প্রোৎসারিত হইবেনা, আমার বর্ত্তমান স্থূলদেহের পতন হইলেও, আমার সূক্ষ্মদেহে, (যে দেহ আমোক্ষস্থায়ী, স্থূল দেহের নাশ হইলেও, যে দেহের নাশ হয়না, যে দেহ অপ্রতিহত গতি, সেই দেহে,) সেই অমৃতময় উপদেশ সকলের সংস্কার বিদ্যমান থাকিবে।

"আমার কিছুই নাই, বল, বুদ্ধি, প্রাণ, মন সকলই তোমার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি সর্ব্বভাবময়, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, তোমার সত্তায়, আমি সত্তাবান্, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার মনের মন, তোমা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তুমি ছাড়া আমি বস্তুতঃ অসৎ, জীবের হৃদয় যখন সর্ব্বথা আত্মজ্ঞানের আবরক পাপপঙ্ক বিমুক্ত হয়, তখনি উহাতে সর্ব্বতিমিরনাশী, সমন্তাৎ প্রদ্যোতমান, এই জ্ঞান প্রভাকরের উদয় হইয়া থাকে, হৃদয় সর্ব্বতোভাবে বিমল না হইলে, এই জ্ঞানের বিকাশ হয় না। আমার কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন, আমি অনন্যগতি, আমি তোমার, এই জ্ঞানই জীবকে তাহার সর্ব্বসত্তাপ্রদ, সর্ব্বভাবাধার ভগবান্ ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই অজ্ঞানকে প্রোৎসারিত করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বসত্তাপ্রদ পরমেশচরণে প্রণত করায়, এই জ্ঞানই জীবকে পরমেশ চরণে প্রপন্ন হইতে, বিগলিতাভিমান হইয়া তাঁহার শরণাগত হইতে প্রেরণ করে। নমস্কারই প্রকৃত যোগ, নমস্কারই পরমেশ চরণপ্রান্তে উপনীত হইবার, নিত্যানন্দধামে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায়। নমস্কারই যে, উপাসনা, নমস্কারই যে পরমাত্মার সমীপে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়, ঋগ্বেদ প্রথমেই তাহা বুঝাইয়াছেন।"

"নমস্কারই প্রকৃত যোগ" নমস্কারই প্রকৃত উপাসনা, এই কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা—

"উপ" উপসর্গ পূর্ব্বক "আস্" ধাতুর উত্তর "যুচ্ ও "টাপ" প্রত্যয় করিয়া" "উপাসনা" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমীপে উপবেশন, নিকটে আসন গ্রহণ, উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হওয়া, "উপাসনা" শব্দের মূল অর্থ। বস্তুদ্বয়ের অন্তবর্ত্তি ব্যবধানের হ্রাস না হইলে, উহারা পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেনা। আমি তোমা হইতে পৃথক্, তোমা হইতে ভিন্ন, তোমা হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ বোধ থাকিলে, কেহ কাহার সমীপে গমন করেনা, কেহ কেহ কাহার নিকটে আসন গ্রহণ বা উপবেশন করেনা। অতএব উপাস্য ও উপাসক যে পরস্পর বশতঃ ভিন্ন নহে, অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, ইঁহারা যে, বস্তুতঃ পৃথক্ বা নিঃসম্বন্ধ নহেন, উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উপাসকের এইরূপ প্রতীতি হওয়া প্রাকৃতিক। যাঁহার প্রতি যাঁহার

প্রীতি বা অনুরাগ নাই, তাঁহার সমীপে তিনি গমন করেন না। 'উপাসকের উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব'। যে যাহার আত্মীয়, যে যাহার প্রেমাস্পদ, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সে তাহার সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, যে যাবৎ ঈপ্সিততমের সহিত সঙ্গত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার চঞ্চলতা—বিনিবৃত্ত হয় না, গতি স্থির হয় না। সরিৎ (নদী) যতকাল সরিৎপতির (সমুদ্রের) সহিত সঙ্গত হইতে না পারে, ততকাল সে অবিরাম গতিতে তাহার উপাস্য সরিৎপতির অভিমুখে একতান প্রবাহে ধাবমান্ হয়। জগতের যে কোন দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করা যায়, সেইদিকেই উপাসনার রূপই নয়নে পতিত হয়, উপাস্যের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্তই যে, জাগতিক পদার্থ নিচয় সতত চঞ্চল, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

উপাস্যের স্বরূপ কি? কাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎ সদা চঞ্চল? জীবের প্রিয়তম, জীবের প্রকৃত প্রেমাস্পদ পদার্থ কি? কাহাকে পাইবার নিমিত্ত জীব নিয়ত গতিশীল? কাহাকে পাইলে, জীব প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়?

পরমাত্মাই জীবের প্রিয়তম, পরমাত্মাই পরম প্রেমাস্পদ। যাহারা আত্মার স্বরূপ জানে না, তাহারাও আত্মার জন্যই (আত্মা তাহাদের অলক্ষিত পদার্থ হইলেও) চঞ্চল, আত্মার স্বরূপ না জানিলেও, অনাত্ম পদার্থ হইতে আত্মার বিবেচন করিতে অসমর্থ হইলেও, সর্ব্বভূতের আত্মপ্রীতি যে নৈসর্গিক, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ, সকলেই যে, স্বভাবতঃ পরমপ্রীতির সহিত আত্মারই ভজন করে, আত্মাই যে, সর্ব্বভূতের উপাস্য, তাহা নিশ্চিত।

সকলেই উপাস্যের সমীপে গমনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সকলেই যথোচিত জ্ঞানাভাব বশতঃ যথাযথভাবে উপাসনা করিতে পারগ হয়না। বেদের উপদেশ—দিবানিশ নমোনমঃ করাই, উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবার একমাত্র উপায় ("উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি॥"—ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।১।৩)। উপাসনা সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকিলেও, "নমঃ" শব্দ বাচ্য অর্থই যে, উপাসনার প্রকৃত অর্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আপনি বলিয়াছেন, "নমস্করণই যে, প্রপত্তি যোগ," "নমস্করণই যে, সমাধি", "নমস্করণই যে, উপাসনা," নমস্তত্ত্বের গর্ভেই যে, সর্ব্বপ্রকার

উপাসনাতত্ত্ব বিরাজমান আছে, নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। নমস্তত্ত্বের গর্ভে সর্ব্বপ্রকার উপাসনাতত্ত্ব বিরাজমান আছে, কেবল বৈদিক আর্য্যজাতির উপাসনা পদ্ধতিকে লক্ষ্য করিয়া, এই কথা বলিতেছিনা, মানুষমাত্রের উপাসনা পদ্ধতিকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়া, এই কথা বলিতেছি,—যে কোন দেশে, যে কোন জাতি উপাসনা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, সকলেই নমোনমঃ করিয়াছেন, সকলেই নমোনমঃ করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদী নমোনমঃ করিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়া থাকেন, নমোনমঃ করিয়াই অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন, দ্বৈতবাদী চিরদিনই নমোনমঃ করিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়া থাকেন, নমস্কারের প্রভাবেই জ্ঞানী, জ্ঞানী হইয়াছেন, যদি কেহ জ্ঞানী হ'ন, তবে নমোনমঃ করিয়াই হইবেন, যোগী নমোনমঃ করিয়াই যোগী হইয়াছেন, বৃত্ত্যধীন আমিত্ব বোধকে ত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, নমোনমঃ করাই প্রকৃত যোগসাধন। ভক্ত নমোনমঃ করিয়াই ভক্তি সুধার সন্ধান পাইয়া থাকেন, সর্ব্বথা নির্ভয় হ'ন, মৃত্যুকে জয় করেন। প্রপত্তি যোগ—একান্তভাবে, আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া ভগবানের শরণগ্রহণ যে, নমোনমঃ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা আর বলিতে হইবেনা। পরমাত্মা বা ভগবানের যতপ্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, "নমঃ" শব্দ তত প্রকার উপাসনা পদ্ধতির বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাধক মাত্রেই বুঝিয়া হোক্ না বুঝিয়া হোক্ নমোনমঃ করিয়া থাকেন।

প্রার্থনাতত্ত্ববিষয়ক সম্ভাষণে নমস্তত্ত্ব ও প্রপত্তি যোগের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপরূপ, তাহা মনোহর, বিমল মতির সমীপে তাহাই নমস্তত্ত্ব ও প্রপত্তি যোগ বিষয়ক পূর্ণ চিত্ররূপে বিবেচিত হইবে, কিন্তু আমার বুদ্ধি বিমল নহে, নমস্তত্ত্ব ও প্রপত্তি যোগ সম্বন্ধে এই সকল অপূর্ব্ব উপদেশ শ্রবণ করিলেও, আমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা অদ্যাপি বিনিবৃত্ত হয় নাই, আমার এখনও এ সম্বন্ধে বহু বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়।

নমস্তত্ত্ব বা প্রপত্তিযোগ সম্বন্ধে প্রার্থনাতত্ত্ববিষয়ক সম্ভাষণে যাহা উক্ত হইয়াছে, বিমলমতি তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর পক্ষে, তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে এখনও বহু বিষয়ের জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম, যাবৎ যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত না হয়, তাবৎ তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃত জিজ্ঞাসাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের নিদান, যাহার হৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয় না,

যাবৎ যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত না হয়, তাবৎ তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, অবশ্য কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা সপ্তজ্ঞান ভূমির আদ্য-ভূমি, প্রকৃত জিজ্ঞাসা ও মুমুক্ষা সমান পদার্থ।

তাহার কোন বিষয়ের প্রাপ্তি হয় না, জানিবায় ইচ্ছা ও পাইবার ইচ্ছা এক কথা। বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও যাবৎ উহার জিজ্ঞাসার উদয় না হয়, যাবৎ উহার প্রাপ্তি কামনা না জাগিয়া উঠে, তাবৎ উহা জ্ঞাত বা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বসুন্ধরা, ধন পূর্ণা হইলেও, সকলকেই ধন দান করিবার নিমিত্ত বসুন্ধরার দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকিলেও, সকলেই যথা প্রয়োজন ধনলাভে সমর্থ হয় না। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক, অনন্তজ্ঞান, কারুণ্য, বাৎসল্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণগ্রামের আধার হইলেও, সর্ব্বদা সকলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও, সকলেই কি, তাঁহাকে জানিতে পারে? সকলেই কি সমভাবে তাঁহাকে পাইতে সমর্থ হয়? জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণা-বরুণালয়, সতত জীবের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিলেও, জীব-মাত্রেই কি, তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইতে পারে? জীবমাত্রেই কি, তাঁহার কাছে, তাহার অভাব জানাইতে পারে? জীবমাত্রেই কি, তাহার আত্মার আত্মাকে, তাহার সর্ব্বসত্ত্বাপ্রদকে জানিতে ইচ্ছা করে? সর্ব্বভাবময় ভগবানই জিজ্ঞাসা রূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, জিজ্ঞাসাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, জিজ্ঞাসাই ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব প্রভৃতির প্রাপ্তি হেতু, জিজ্ঞাসাই বৈরাগ্যোৎপত্তির কারণ, জিজ্ঞাসাই মুক্তির প্রধান সাধন, জিজ্ঞাসাই ভক্তির বীজ। শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্র সমূহ জিজ্ঞাসাকেই সপ্ত জ্ঞান ভূমির আদ্যভূমি বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসাই শুভেচ্ছা—মুমুক্ষা ইত্যাদি নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। যাবৎ জ্ঞাতব্যকে পূর্ণভাবে জানা না যায়, তাবৎ প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা কখন বিনিবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব নমস্তত্ত্ব ও প্রপত্তি সম্বন্ধে তোমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, বিনা সংকোচে তাহা আমাকে জানাও।

জিজ্ঞাসু—আমি ভগবানের চরণে নমোনমঃ করিবার প্রার্থী, আমি ভগবানের শরণাগত হইবার একান্ত অভিলাষী। যে উপায়ে আমি যথার্থভাবে ভগবানের চরণে দিবানিশ নমোনমঃ করিতে সমর্থ হইব, যে রূপ সাধনা করিলে, আমি একান্ত ভাবে সর্ব্বশরণ্যের চরণে প্রপন্ন হইত ক্ষমবান্ হইব, আপনি আমাকে সেই উপায় বলিয়া দিন, আপনি আমাকে সেইরূপ উপায় বা সাধন সম্পন্ন করিয়া দিন। প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, দিন শেষ হইয়া আসিল, যাহা কর্ত্তব্য তাহার যে কিছুই করিতে পারি নাই, আর যে কিছু করিতে পারিব, তাহাও বিশ্বাস হয় না। আগে মনে হইত ভগবানের চরণে নমোনঃ করাই,

নমোনমঃ করা সুসাধ্য সাধন নহে, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত, ইঁহারাই নমোনমঃ করিবার যোগ্য।

শক্তিহীনের, অকিঞ্চনের সুখ সাধ্য শ্রেষ্ঠ সাধন, কিন্তু এখন আর তাহা মনে হয় না, এখন উপলব্ধি হইয়াছে, যথার্থভাবে নমোনমঃ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, "নমোনমঃ" করা সুগম সাধন নহে। প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত যোগী, যথার্থ ভক্ত, ইহাঁরাই শ্রীভগবানের চরণে যথার্থভাবে নমোনমঃ করিবার যোগ্য। স্বয়ং অসংখ্যবার নমস্কার করিয়াছি, করিয়া থাকি, বহুব্যক্তিকে নমস্কার করিতে, প্রণম্যের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইতে দেখিয়াছি, পূর্ব্বে তাই বিশ্বাস হইয়াছিল, ভগবানের চরণে এই প্রকার নমোনমঃ করাই, সর্ব্বাপেক্ষা সুসাধ্য সাধন, কিন্তু আপনার কৃপায় সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষতিই হইয়াছে, যে আশা সূত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা যে মরীচিকা, তাহা যে অনৃত আশা—তাহা জানিতে পারায় হৃদয় নৈরাশ্য মেঘে আবৃত হইয়াছে, আমার চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ হইতেছে।

বক্তা—মানুষ সহস্রবার, আমি অকিঞ্চন, আমার কিছুই নাই আমি অতিদীন, আমি অপরাধী, এই রূপ বাক্য উচ্চারণ করিলেও, তাহার মানস ও শারীর প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র বাচিক প্রবৃত্তির সমান হয় না, আমি অকিঞ্চন, আমার কিছুই নাই, আমি অতিদীন, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে ইহা বিশ্বাস করে, এবং ভগবান্ অকিঞ্চনেরই সর্ব্বস্ব, তিনি দীননাথ, তিনি শরণাগত পালক, তিনি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন, যাহার মনে এই প্রকার বিশ্বাস অচল হইয়াছে, সেই ত প্রকৃত প্রস্তাবে নমোনমঃ করিবার যোগ্য। ভগবান্ ক্ষমাধার কিন্তু তুমি যে, অভিমান বশতঃ আপনাকে অপরাধী বলিয়াই মনে কর না, তুমি যে, আমি অপরাধী, ভগবান ক্ষমাধার, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান দিতে পার না, তুমি কি, হে ক্ষমাধার! "আমাকে ক্ষমা কর," এই বলিয়া প্রার্থনা কর? যে আপনাকে অপরাধী বলিয়াই মনে করে না, ক্ষমাধার তাহাকে ক্ষমা করিবেন কেন? ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, সকলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও, কারুণ্য, বাৎসল্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের আশ্রয় হইলেও, তুমি যদি "আমাকে ক্ষমা কর" "আমাকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে স্থান প্রদান কর," মোহ বশতঃ এইরূপ প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে, তিনি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন? তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় চরণে তোমাকে আশ্রয় দিবেন? ভগবান্ অপ্রার্থিত হইয়া কিছু করেন না। বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিধি আছে, যে ভাষায় প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার উপদেশ আছে ("সর্বজ্ঞ সর্ব-

রক্ষা সমর্থঃ কারুণ্যবাৎসল্যাদিগুণসাগরোঽপি পুরুষোত্তমঃ। প্রার্থনা শূন্যৈরাত্ম-পরাঙ্মুখৈরপ্রার্থিতো ন গোপায়তি।" বেদান্তরত্নমঞ্জুষা)।

জিজ্ঞাসু—আপনার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি অনেকতঃ শান্তি পাইলাম, আমার এখন বোধ হইল, আমি অদ্যাপি পূর্ণভাবে সরল হইতে পারি নাই, মুখে যাহা বলি, তাহার সহিত সকল সময়ে আমার মনোভাবের যে একতা থাকে না তাহা সত্য। আমি "দীনাতিদীন" "আমি অকিঞ্চন," "আমি অপরাধী," "আমি মূর্খ," এইরূপ কথা বলিলেও, আমার মনে সর্ব্বদা এইভাব থাকে না। সর্ব্বদা আমার মনে যে, এই ভাব থাকে না, তাহার প্রমাণ হইতেছে, অন্যে আমাকে দীন বলিলে, অকিঞ্চন বলিলে, অপরাধী বা মূর্খ বলিলে, আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, আমার অভিমানে আঘাত লাগে, আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, আমি বিরক্ত হই, কখন কখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকি। কৃপা নিধান আমাকে সরল করিয়া দিন, আমার মন, বাক্, ও কায় প্রবৃত্তির মধ্যে যেন বৈষম্য না থাকে। আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, ভগবান্ ক্ষমা, বাৎসল্যাদি কল্যাণ গুণ সাগর হইলেও, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, 'প্রার্থনা শূন্য, আত্মপরাঙ্মুখদিগকে রক্ষা করেন না,' এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি? ভগবান্‌ও কি মানুষের ন্যায় পাত্রাপাত্র বিচার পূর্ব্বক দয়া করেন, রক্ষা করেন? যিনি রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন, তিনি পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দয়া করিবেন না কেন? যে তাঁহার শরণাগত হইবে না, তাহাকেও তিনি রক্ষা করিবেন না কেন? আমি অপরাধী, হে ক্ষমাধার! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এইরূপ প্রার্থনা না করিলে, তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে বিমুখ হইবেন কেন?

*ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও-সর্ব্বরক্ষা সমর্থ হইলেও, কারুণ্য-বাৎসল্যাদি গুণ সাগর হইলেও, প্রার্থনা শূন্য, আত্মপরাঙ্মুখ দিগকে রক্ষা করেন না এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য।

বক্তা—যাহারা স্বীয় বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে, তাহারা 'ক্ষমা,' 'শক্তি,' 'কৃপা,' 'বাৎসল্য' ইত্যাদি কল্যাণগুণগ্রামের স্বরূপ কি, তাহা জানেনা, তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। "অপরাধ সহনের নাম ক্ষমা," যাহারা সাপরাধ, অপিচ যাহারা আপনাদিগকে অপরাধী বলিয়া, ও ভগবানকে ক্ষমার আধার বলিয়া বিশ্বাস করে, আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, সরলভাবে এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া, ভগবানের

*শক্তি সকল স্ব-স্ব বিষয়ের উপরি ক্রিয়া করে, ভগবানের ক্ষমাদি গুণ সমূহ এই নিমিত্ত সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষে ক্রিয়া করেনা।

শরণাগত হইলে, ক্ষমাধার ভগবান্ নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করিবেন, যাহাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানের ক্ষমাগুণ তাহাদের উপরি ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষের উপরি ক্রিয়া করাই "ক্ষমা শক্তি"র ধর্ম্ম। যে শক্তির যাহা বিষয়, সে শক্তি তাহাতেই ক্রিয়া করিয়া থাকে, বিষয়ান্তরে ক্রিয়া করেনা ("ক্ষমা সাপরাধানাং")। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও, ইহাদের অভিব্যক্তি যে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হয় না, তাহা তোমার জানা আছে, সন্দেহ নাই। যে দুঃখী, যে আপনাকে দুঃখী বলিয়া বিশ্বাস করে, যে ভাগবান্‌কে সর্ব্বদুঃখহর বলিয়া জানে, দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া, দুঃখ সাগরের একমাত্র তরণি জ্ঞানে যে সর্ব্ব ক্লেশ নাশন ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, কৃপা নিধানের কৃপা শক্তির (পরদুঃখ সহিতে না পারা যে শক্তির স্বরূপ) সেই বিষয়, ভগবানের কৃপা শক্তি তাহারই উপরি ক্রিয়া করিয়া থাকে ("কৃপা দুঃখিনাং")। সদ্যোজাত বৎসের শরীর হইতে মল আহরণ পূর্ব্বক উহাকে নির্ম্মল করা যেমন ধেনুর স্বভাব, সেইরূপ দোষযুক্ত আশ্রিতদিগের দোষ সমূহকে নিজ ভোগ্যরূপে স্বীকার, বাৎসল্য গুণের স্বরূপ। অতএব যাহারা মলিন, যাহারা আপনাদিগকে মলিন বলিয়া বিশ্বাস করে, ভগবান্ বাৎসল্যের পারাবার, যাহাদের ইহাও হৃদয় প্ররূঢ় দৃঢ় ধারণা, যাহারা বিমল হইবার নিমিত্ত, বাৎসল্যের পারাবার ভগবানের চরণে একান্তভাবে শরণাগত হয়, ভগবানের বাৎসল্যগুণের তাহারই উপযুক্ত ক্রিয়া ক্ষেত্র ("বাৎসল্যং সদোষাণাং")। আর্জব—সরলতা ভগবানের একটী গুণ, যাহারা আপনাদিগকে কুটিল বলিয়া জানে, যাহারা সর্ব্বদা সরল হইতে অভিলাষ করে, সরল হইবার নিমিত্ত যাহারা আর্জব স্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, ভগবানের আর্জবগুণের তাহারাই ক্রিয়াক্ষেত্র ("আর্জবং কুটিলানাং")। যে ব্যক্তি আপনাকে সরল বলিয়াই বিশ্বাস করে, সে কখন আর্জব স্বরূপ ভগবানের কাছে, আমাকে সরল করিয়া দেও, এই প্রকার প্রার্থনা করে না, অতএব ভগবানের আর্জব গুণ তাহাকে উপযুক্ত ক্রিয়া ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে কেন? ভগবান্ অতীন্দ্রিয় বিগ্রহ হইলেও, স্থূল নেত্রের অবিষয় হইলেও, যাহারা তাঁহাকে দেখিবার আশা করে, ভগবানকে স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাহাদিগের সুলভ হইয়া থাকেন, তাহারা ভগবান্‌কে স্থূল নেত্র দ্বারা দেখিতে পায়। ভগবানের এইগুণ 'সৌলভ্য' নামে উক্ত হইয়া থাকে। "ঈশ্বর নামক পদার্থ নাই," থাকিতে পারেন না, অথবা তাদৃশ পদার্থ যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে

স্থূল নেত্র দ্বারা দেখা অসম্ভব, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, ভগবান্ তাঁহাদিগ হইতে চিরদিন দূরেই থাকেন, তাঁহারা কখন ভগবান্‌কে স্থূল নেত্র দ্বারা দেখিতে পান না। যাহারা প্রার্থনা শূন্য, যাহারা আত্মপরাঙ্মুখ, যে কারণে তাহারা ভগবানের কারুণ্য, ক্ষমাদি কল্যাণগুণনিচয়ের ক্রিয়াভূমি হয় না, তাহা বুঝিতে পারিলে কি ?

জিজ্ঞাসু—যতদিন পূর্ণভাবে সরল হইতে না পারিব, যতদিন তুমি ভিন্ন আর গতি নাই তুমি অগতির গতি এইরূপ বিশ্বাস অবিচালী না হইবে, যতদিন পূর্ণভাবে হে করুণৈকসীম গুরুদেব ! তোমার চরণে দিবানিশ নমোনমঃ করিতে না পারিব, ততদিন "বুঝিতে পারিয়াছি". "আশাতীত লাভবান্ হইয়াছি," "কৃতার্থ হইয়াছি," আর এইরূপ কথা বলিব না। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমার যে একটা পরম লাভ হইয়াছে, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে, আমি যে অপরাধী তাহা আমার মনে হইত, আমি যে, অদ্যাপি পূর্ণভাবে সরল হইতে পারি নাই, আপনার কৃপায় তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম, আমি যে মলিন—দোষযুক্ত, তাহা আমার বিশ্বাস হইত, কিন্তু আমি পূর্ব্বে এই নিমিত্ত নিরন্তর অশান্তিতে দিনযাপন করিতাম, আমার ন্যায় অপাত্রকে কি ভগবান্ কৃপা করিবেন, আমি কি ক্ষমাধারের ক্ষমা পাইব, বাৎসল্যের পারাবার আমার এই ঘন মল পুঞ্জকে কি স্বভোগ্যরূপে স্বীকার করিবেন, আমাকে কি বিমল করিবেন, আমি কি পূর্ণভাবে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব, আমি কি যথার্থভাবে তাঁহাকে দিবানিশ নমোনমঃ করিতে ক্ষমবান্ হইব, এইরূপ সংশয় দোলাতে আমি অবিরাম দুলিতাম, কিন্তু দয়াময় ! আজ আমি অনেকতঃ নির্ভয় হইয়াছি ; আজ আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশার উদয় হইয়াছে, "কলুষ নাশন," "অধমতারণ," "শরণাগত পালক," "অগতির গতি," ইত্যাদি নাম সমূহ যে, অর্থ শূন্য নহে, আপনার অনন্ত কৃপায় আজ আমি যেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা জানি না, করপুটে এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি যেন অনন্তকাল তোমার দাসানুদাস হইয়া, থাকিতে পারি, এতদ্ব্যতীত আমার যেন কখন অন্য রূপ প্রার্থনা না হয়।

বক্তা—ভগবান্ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। নমস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার যে যে বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—জ্ঞানোদয় হইবার পর হইতে স্বেচ্ছায়, পরেচ্ছায়, পর প্রেরণাবশতঃ

নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়াছি, করিতেছি, "নমঃ" এই শব্দের বহুবার ব্যবহার করিয়াছি এখনও করিয়া থাকি, বেদে, পুরাণাদি শাস্ত্রে নমঃ শব্দের বহুপ্রয়োগ দেখিয়াছি, বর্ত্তমান দেহে জিহ্বা অনেক বৈদিক স্তুতির আবৃত্তি করিয়াছে, অদ্যাপি করিয়া থাকে, পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্রপ্রোক্ত অনেক স্তব উচ্চারণ করিয়াছি, এখনও প্রতিদিন করিয়া থাকি, "নমঃ" শব্দের অর্থ জানি, ইতঃ পূর্ব্বে এই প্রকার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম, এতদিন কাহাকেও যথার্থভাবে নমস্কার করি নাই, অজ্ঞান বশতঃ করিতে পারি নাই, এতদিন শির নত করিয়াছি বটে, কিন্তু মনকে ঠিক নত করি নাই, মুখে বহুবার "নমঃ" শব্দের উচ্চারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব্বক যান্ত্রিক ব্যাপারই এতদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। "নমঃ শব্দের অর্থ জানি," এইরূপ বিশ্বাস যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা এখন উপলব্ধি হইয়াছে। নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান যে, মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারিলাম। কেবল "নমঃ" শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিনা তাহা নহে, আমার এখন বোধ হইতেছে, আমি কোন শব্দেরই প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারি নাই। "সম্যগভাবে জ্ঞাত, যথার্থভাবে প্রযুক্ত একটী শব্দ" স্বর্গলোকে কামধুক্ হয়—সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে ("একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতীতি"—মহাভাষ্যধৃত শ্রুতি), এই শ্রৌত উপদেশ যে, অমূল্য, তাহা এখন কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব হইতেছে, "সাধু শব্দ বা বেদই বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রসূতি," এই সত্য কখন যথাযথভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইব, এই প্রকার আশা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছে।

বহুবার বহু নমস্যদিগকে নমস্কার করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত নমস্কার করা হয় নাই। নমস্কার কাহাকে বলে, অদ্যাপি তাহা যে জানিতাম না, তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম।

সাধুশব্দ বা বেদই বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রসূতি।

প্রার্থনাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে নমস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে "নমস্করণই সমাধি", "নমস্করণই উপাসন।", অদ্বৈতবাদী নমোনমঃ করিয়াই, অদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়াই জ্ঞানী জ্ঞানী হইয়াছেন, যোগী সমাধি লাভ করিয়াছেন, কোন দিন আমার মনে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় নাই। উপাসনাপদ্ধতি বা সাধনমার্গকে, "আমি পরমাত্মা" "আমিই ব্রহ্ম", আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, অথবা আমি

নমস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে—

"আমিই ব্রহ্ম" এবং "আমি তাঁহার দাস" এই দ্বিবিধ উপাসনার কথা।

তাঁহার দাস, তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার সেবক, "তিনি আমার সেব্য," "আমি তাঁহার সন্তান," "তিনি আমার মাতা-পিতা," প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আমার পূর্ব্বে এই জ্ঞান ছিল। "প্রথম প্রকার উপাসনা জ্ঞানীর উপাসনা, দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা ভক্তের উপাসনা", পূর্ব্বে আমি ইহাই জানিতাম। "আমি তোমার" এবং "তুমিই আমি" এই দুই ভাবের উপাসনাকে আমি আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া মনে করিতাম। আপনি বলিয়াছেন, আপাত দৃষ্টিতে উক্ত দ্বিবিধ প্রকার উপাসনা পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাদের একতা সিদ্ধ হইয়া থাকে, যথাবিধি সাধনা করিলে, পরিশেষে হৃদয়ঙ্গম হয়, জ্ঞানী ও ভক্তের ভেদ বাস্তব নহে।

"আমি পরমেশ্বরের দাস" এই ভাবের উপাসনা, অনেকের মতে আত্মার অবমাননা, শ্রুতিতেও আমি উপাস্য পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন এইভাবে উপাসনার নিন্দা আছে।

নমোনমঃ করাকে, ভগবানের প্রসন্ন হওয়াকে, অনেকে পরমেশ্বরের অধীনতা, আত্মার অবমাননা বলিয়া বুঝেন, শ্রুতিতেও (শ্রুতি কি উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই) এই ভাবের উপদেশ আছে বলিয়া, আমার বিশ্বাস হইত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মই উপাস্য, "আমি ব্রহ্ম" এই ভাবে উপাসনা করিলে, উপাসক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইতে পারে, তাহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বামদেবাদি ঋষিগণ, এইভাবে উপাসনা করিয়া, মনু, সূর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থে স্বীয় ঐকাত্ম্য—একাত্মতা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদের উপরি অন্যের কথা কি, দেবতারাও প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হননা, যাহারা আত্মবিৎ নহে, যাহারা পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা

যাহারা পরমাত্মার অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করে, তাহারা আত্মবিৎ নহে, স্বতন্ত্রতা কাহাকে বলে, তাহা দের তাহা জানা নাই, প্রকৃত পুরুষকার কোন্ পদার্থ তাহা তাহারা অবগত নহে পরমেশ চরণে নমোনমঃ করাই প্রকৃত পুরুষকার।

কখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইতে পারগ হয়না, তাহারা অজ্ঞ, তাহারা দেবতাদিগের পশুবৎ অধীন হইয়া থাকে ("অথ যো হন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪)। আপনি বলিয়াছেন, যাঁহারা পরমাত্মার অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করেন, আত্মার অবমাননা বলিয়া বুঝেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞান বিহীন। প্রপন্ন বা ভগবানের শরণাগত হওয়াকে, যাঁহারা কাপুরুষতা

বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধিতে, প্রকৃত আত্মদর্শনের অভাব নিবন্ধন, প্রকৃত পুরুষকারের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় নাই, ঈশ্বরই যে পুরুষকার রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই। পুরুষের কার পুরুষের চেষ্টা—যত্ন=পুরুষকার। ঈশ্বর পরম পুরুষ; জীব যখন ইহা জানিতে পারে, অহং প্রত্যয় গম্য জৈবরূপ, পরমেশ্বরতত্ত্ব নহে, "আমি" বলিতে জীব সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, আমার অভ্যন্তরে বাস্তব স্বরূপ অন্য "অহং" আছেন, সেই অহংই ঈশ্বর তত্ত্ব। জীবের যখন এই জ্ঞানের আবির্ভাব-হয়, তখন তাহার পরিচ্ছিন্ন অহং বিলীন হইয়া যায়, তখন পরমাত্মা সাগর হইতে উত্থিত জীববুদ্বুদ্, পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, তখন জীব বুঝিতে পারে, পরম পুরুস পরমেশ্বরের প্রযত্নই মূল প্রযত্ন, মুল পুরুষকার, তখনই জীব "নমোনমঃ" করে, পরমেশ চরণে প্রণত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতন্ত্র হয়।

প্রকৃত পুরুষকারের স্বরূপ "স্বতন্ত্র" শব্দের অর্থ।

পুরুষের পরমপুরুষের চরণে প্রপন্ন হওয়া কাপুরুষতা নহে, ইহাই বস্তুতঃ সুপুরুষকার—ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ পুরুষকার। "স্বতন্ত্র" শব্দের অর্থ বিচার করিলে, প্রতীতি হয়, যিনি স্ব বা আত্মার তন্ত্র, স্ব-বা আত্মার অধীন, যিনি পরতন্ত্র নহেন, তিনিই স্বতন্ত্র। আত্মেতর—আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থের অধীনতাই প্রকৃত প্রস্তাবে পরাধীনতা। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ কি উদ্দেশ্যে যথোক্ত কথা বলিয়াছেন, আপনার কৃপায়, তাহা এখন কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। তথাপি এসম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, আশা, নমস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, আমার ঐসকল জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে। নমোনমঃ করা যে, বেদ-ও-তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের অনুমোদিত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি, প্রপত্তি যে বেদ শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধ্য বা ফলরূপ ভক্তি, তাহা শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে বহুবিধ বাদ আছে, নমস্তত্ত্ব ও প্রপত্তিতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে আমার বিশ্বাস, আপনি কৃপাপূর্ব্বক, আমার সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের নিরাস করিবেন। আপনি বলিয়াছেন, যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, "নমঃ" শব্দের অর্থ, যথার্থভাবে পরিগৃহীত হইলে, উপলব্ধি হইবে, তৎসমুদায় "নমঃ" শব্দ বোধ্য অর্থের গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি ইহা উপলব্ধি করিবার একান্ত অভিলাষী। "নমঃ" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, কৃপা পূর্ব্বক তাহা বলুন। শেষ প্রার্থনা পূর্ব্বেই শ্রীচরণে জানাইয়াছি, আমি যাহাতে যথার্থভাবে নিরন্তর "নমোনমঃ" করিতে পারি, আমাকে তাদৃশ যোগ্যতা প্রদান করুন, আমি-

আপনার নিত্য দাসানুদাস পদেরই একান্ত প্রার্থী। যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, আমি তাহা ঠিক জানিনা, আমার যাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত, আপনি আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করাইয়া আমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করুন, আমার যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি আমাকে তাহা জানাইয়া দিন।

দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস।

নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য

এতদ্বাক্যের ব্যাখ্যা—

নমস্তত্ত্বের নাম ও রূপ অনেকের সুপরিচিত নহে।

বক্তা—তুমি বলিয়াছ, নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি যে এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছ তাহার কারণ কি? আমার মুখ হইতে নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, তাহা হইতে তোমার কি অনুভব হইয়াছে? "নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য," তোমার যে ইহা ঠিক ধারণা হইয়াছে, আমি যাহাতে তাহা বুঝিতে পারি, তুমি এইভাবে "নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য," তোমার এই প্রবচনের ব্যাখ্যা কর। নমস্তত্ত্বের রূপ ব্যক্তিমাত্রের না হইলেও অনেকের সুপরিচিত নহে, নমস্তত্ত্ব এই নামও যে, বহু ব্যক্তির অশ্রুত পূর্ব্ব তাহা বলা যাইতে পারে। বেদে নমস্তত্ত্বের রূপই বিশেষতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ যে, "নমঃ" "নমঃ" নাম দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্র পড়িয়াছেন, যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, একালে যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের উপদেষ্টা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে, নমস্তত্ত্বের যথার্থরূপ দেখিয়াছেন, আমার তাহা মনে হয় না। বেদ ও শাস্ত্র পাঠ করিলেই, ঈশ্বর প্রণিধান হয় না, বিশ্বের নমস্কার্য্য পরমেশ চরণে শিরঃ প্রণত হয় না, তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। নমস্তত্ত্বের প্রকৃতরূপ নিষ্পাপ হৃদয়েই যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, নিষ্পাপ না হইলে, কেহ বিশুদ্ধভাবে নমস্কার দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করিতে পারে না, বাৎসল্যের আধার, কৃপার পারাবার পরমেশ্বর কৃপাপূর্ব্বক নিষ্পাপ করিয়া দিলে, তবে যথার্থভাবে নমস্কার করিবার অধিকার হইয়া থাকে।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥"
ঋগ্বেদসংহিতা ২।১।১৮৯, শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা,
ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, ভগবান্ শরণাগত ভক্তের, মুমুক্ষু যোগীর সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। ভবধাম ছাড়িবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে জানিয়া, মুমুক্ষু ভগবানের কাছে এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন, হে অগ্নে! হে অগ্নিপ্রতীক পরমাত্মন্! হে দানাদিগুণযুক্ত দেব! আমি পুনঃ পুনঃ এই দুঃখ সংকুল সংসারে যাতায়াত করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আর আমার এখানে আসিবার ইচ্ছা নাই, আমার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আমি এই নিমিত্ত তোমার কাছে সরলভাবে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, যে পথ সুপথ, যে পথ দিয়া গমন করিলে, আর এই দুঃখময় সাংসার সাগরে আসিতে হয় না, তুমি আমাকে এইবার দেহ ত্যাগের পর, সেই গমনাগমন বর্জ্জিত শোভনমার্গ দিয়া লইয়া যাইও, আমাকে আর যাহাতে এখানে আসিতে না হয়, তাহা করিও। যাহার যাদৃশ কর্ম্ম, যাহার যাদৃশ জ্ঞান, যাদৃশ কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, তৎসমস্তই তুমি অবগত আছ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি সব করিতে পার, তুমি পাপহারী, তুমি বাৎসল্যাদি কল্যাণগুণগ্রামের আধার, আমি তাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কুটিল—প্রতিবন্ধক, বঞ্চনাত্মক পাপপুঞ্জ হইতে আমাকে পৃথক কর—আমার নিখিল কলুষ রাশিকে বিনাশ কর, আমাকে বিমল কর। হে করুণাবরুণালয়! তোমার অনন্ত কৃপায় আমি বিশুদ্ধ হইয়া, তোমাকে বহুবার নমোনমঃ করিব, পাপমলীমস বলিয়া আমি বিশুদ্ধভাবে তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে নিষ্পাপ করিলে, আমি বিশুদ্ধ হইয়া যথার্থভাবে নমস্কার দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব।"*

আমি এই মন্ত্র প্রমাণেই বলিলাম—পরমেশ্বর কৃপাপূর্ব্বক নিষ্পাপ করিয়া দিলে, তবে যথার্থভাবে নমস্কার করিবার অধিকার হইয়া থাকে। যাঁহারা

---

* "পাপমস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যুযোধি—পৃথক্ কু—বিযোজয়—নাশয়েত্যর্থঃ। * * * ততো বিশুদ্ধা বয়ং তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং বহিতরাং নম উক্তিং নমস্কার বচনং বিধেম—কুর্য্যাম ইদানীং সপাপত্বাত্তব পরিচর্য্যাং কর্ত্তুং ন শক্নুমস্তত ত্বয়া পাপ নাশে কৃতে শুদ্ধা বয়ং নমস্কারেণ ত্বাং পরিচরেমেত্যর্থঃ।
মহীধর ভাষ্য।

বেদ ও শাস্ত্র পড়িয়াছেন, যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যাপক, যাঁহারা একালের ধর্ম্মাচার্য্য, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে, নমস্তত্ত্বের প্রকৃত রূপ দেখিয়াছেন, আমার তাহা মনে হয়না। যাঁহারা জড় বিজ্ঞানের অনুশীলনে সদা নিযুক্ত, যাঁহারা পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তি দ্বয় ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে যাঁহারা অজ্ঞোচিত বলিয়াই মনে করেন, "নমস্কার", "প্রার্থনা" ইত্যাদিকে যাঁহারা অসভ্যোচিত, অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম বোধে অবজ্ঞা করেন, নমস্তত্ত্বের নাম শুনিলে, তাঁহারা বিরক্ত হইবেন, নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কথা শুনিলে তাঁহারা খড়্গ-হস্ত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—"নমস্তত্ত্ব" সম্বন্ধে আমি শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কি করিলে সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বপ্রাণারাম, পরমানন্দময়, পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হইবে, কি করিলে, আধি-ব্যাধির আবাস স্থল, শোক-তাপের লীলা ভূমি, অশান্তির নিত্য নিকেতন, দুঃখের অবিমুক্ত ক্ষেত্র এই সংসার হইতে উদ্ধার হইব, কি করিলে কৃতকৃত্য হইব, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট পুরুষগণ যখনই ব্যাকুলীভূত হৃদয়ে বেদ ও শাস্ত্র সমূহের শরণ গ্রহণ করেন, তখনি ত তাঁহারা বেদ ও শাস্ত্র মুখোচ্চারিত "নমঃ" "নমঃ" শব্দই শ্রবণ করেন, তখনি ত "নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান কর" বেদের এই উপদেশই তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

উপাসকমাত্রেই নমস্কার করিয়া থাকেন, নমস্করণই বস্তুতঃউপাসনা।

"নমঃ" এই নাম উচ্চারণ না করিলেও, মনে মনে নমস্কার করেন না, শরীরকে আবশ্যক হইলে, নত করেন না, এমন উপাসক কি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? বৌদ্ধ বলুন, জৈন বলুন, মুসলমান বলুন, জোরেস্তান বলুন, সকলেই নমস্কার করেন, যাঁহারা ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন, নমস্করণই (Respectful or Reverantial salutation, bowing or bending down) প্রকৃত পূজা। অমর কোষে "পূজা" ও "নমস্যা" সমানার্থকরূপে ধৃত হইয়াছে। "বরিবস্যা", "শুশ্রূষা", "পরিচর্য্যা," "উপাসনা", ইহারাও সমানার্থক।* ইংরাজী "যোয়ারসিপ্" (worship) শব্দের সহিত "বরিবস্যা" শব্দের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

---

* "বরিবস্যা তু শুশ্রূষা পরিচর্য্যাপ্যুপাসনা"—অমরকোষ।"

আপনার এই সকল উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার প্রতীতি হইয়াছে, নমস্কারই পূজা বা উপাসনা।

"নমস্কারই যে প্রকৃত উপাসনা," তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ন্যায় স্বল্প বুদ্ধিরও আজ উপাসনার যথার্থ রূপ দেখিতে পাইলাম, কিয়ৎকালের জন্য এই প্রকার অনুভব হইয়াছিল। "উপাসকের উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব," স্বল্প অক্ষরাত্মক এইরূপ মধুময় সারতম বাক্য আর কখন শুনি নাই। "যে যাহার আত্মীয়, যে যাহার প্রেমাস্পদ, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য—আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, সে তাহার সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, ঈপ্সিত-তমের সহিত যাবৎ সঙ্গত হইতে না পারে, তাবৎ অবিরাম গতিতে তাহার উপাস্যের অভিমুখে একতান প্রবাহে ধাবমান হয়। জগতের যে কোন দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করা যায়, সেই দিকেই উপাসনার রূপ নয়নে পতিত হয়, উপাস্যের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্তই যে, জাগতিক পদার্থ নিচয় সতত চঞ্চল, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। জানিনা, বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহ উপাসনার এই প্রকার ব্যাপকতম, এই প্রকার বিশুদ্ধতম, এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা। উপাসনার এই পবিত্র ছবি সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক যে দিকে তাকাইয়াছি, যে দিকে তাকাইয়া থাকি, মনে হইয়াছে, অদ্যাপি মনে হয়, নাস্তিক, আস্তিক, বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, জড়, চেতন, সকলেই যেন উপাসনা করিতেছে, সকলেই যেন প্রাণবন্ধনের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্তই সদা চঞ্চল, উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার জন্যই নিরন্তর ইতস্ততঃ ধাবমান, পরমাণু পুঞ্জ হইতে বিশ্বের নিখিল বস্তুই যেন উপাসনা পরায়ণ, "উপাসকের উপাস্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব," এ উপদেশ আমার সমীপে অতুলনীয় (Unequalled) সর্ব্বোপরি মহনীয় (Worthy of honour, glorious) বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে, যাবজ্জীবন হইবে। সুধীবর বেকন্ বলিয়াছেন, 'তত্ত্ববিদ্যার পল্লবগ্রাহিতাই নাস্তিক জননী, এবং ইহার পূর্ণ পরিচিতি আস্তিক বিধাত্রী," বিজ্ঞানের পূর্ণরূপের সহিত পরিচয়, নাস্তিককে পুনর্ব্বার ঈশ্বর বিশ্বাসী করে। * অধ্যাপক টিনড্যাল্ বলিয়াছেন, কি ধর্ম্মযাজক, কি দার্শনিক, আমাদের

* "A smattering of philosophy leads to atheism; whereas a thorough acquaintance with it brings a man back again to religion"—

সকলেরই নতশিরে আজ্ঞা স্বীকার্য্য, আমরা যে, বিশ্বের কোন তত্ত্বই জানিতে পারি নাই, অবনত মস্তকে আমাদিগকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে ("Let us lower our heads, and acknowledge our ignorance, Priest and Philosopher one and all"—Fragments of science Vol II P 88)। হক্‌সলী, বুক্‌নার প্রভৃতি নীরস বৈজ্ঞানিকগণকেও স্ব-স্ব অজ্ঞতা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। অতএব আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানের প্রকৃতরূপ দেখিতে পাইলে, নাস্তিকতা দূরে পলায়ন করে, জ্ঞানাভিমান বিধ্বস্ত হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাসাগর ভগবানের চরণে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে নমো নমঃ করিতেই হয়। আপনার নমস্তত্ত্ব বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, নমস্তত্ত্বের বিশুদ্ধরূপ, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দিগের পরম সুখপ্রদ, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নমস্তত্ত্বের প্রাণাভিরাম রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে সদা অভিলাষী। বিজ্ঞান সোপানের অধস্তন পর্ব্বে বিচরণ শীল, আসন্ন চেতন (যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষের অতীত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ, অতীত ও অনাগতের কোন সংবাদ লইতে যাহারা অনিচ্ছুক, বর্ত্তমানেই যাঁহাদের চক্ষুঃ নিয়ত নিবদ্ধ) পুরুষগণ মনে করেন, যদ্দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি ও প্রাণ হইতেও প্রিয়তর ধনের সম্প্রাপ্তি হয় না, যদ্দ্বারা রোগ মুক্তি হয় না, অর্ণবযান, বাষ্পযান, বিমান প্রভৃতি ঐহিক সুখপ্রদ উপকরণাদির আবিষ্কারে ক্ষমবান্ হওয়া যায় না, তাদৃশ বিদ্যা নিরর্থক, তাদৃশ কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ নমস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অতএব যাঁহারা পরলোকের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত কদাচ ব্যগ্র হন না, পরিচ্ছিন্ন সুখভোগকেই যাঁহারা জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, একদিন মরিতেই হইবে, সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে, ভবলীলার অবসান হইবে, তাহা অনিশ্চিত, পরমুহূর্ত্তই সেই মুহূর্ত্ত হইতে পারে, তথাপি যাঁহারা ক্ষণকালের নিমিত্ত এই সকল বিষয় চিন্তা করেন না, দুর্দ্দমনীয় ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগ লালসা ক্ষণকালের জন্যও যাঁহাদিগকে এই সকল বিষয় ভাবিবার অবসর দেয়না, জড় প্রকৃতিই যাঁহাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বেসর্ব্বা, মরণ হইলেই আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের একেবারে শেষ হইয়া যাইবে, তাহা হইলেই, আমরা কৃতার্থ হইব, আমাদের অপবর্গ হইবে, "পুনর্জ্জন্ম হয়", ইহা অজ্ঞোচিত ধারণা, যাঁহারা এইরূপ

মতাবলম্বী, তাঁহারাই "নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য" এই কথা শুনিয়া হাস্য করিবেন, অসভ্যোচিত কথা বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিবেন।

প্রকৃতিকে যাঁহারা নিত্যা বলিয়া স্বীকার করেন, মানুষ প্রকৃতির মুখ হইতেই বিদ্যা শিক্ষা করে, প্রকৃতির সকাশ হইতেই শিল্প, কলা শিখিয়া থাকে, প্রকৃতির জড়ভাবই পূর্ণভাব নহে, প্রকৃতি কেবল জড় নহেন, ইনি পুরুষ বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত, যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসবান্, ঈশ্বর ও কাল, প্রকৃতি বা স্বভাবেরই নামান্তর, যাঁহাদের চিত্ত এইরূপ প্রতিভাবিশিষ্ট, মানব প্রকৃতির মুখ হইতেই প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির মুখ হইতেই শিল্প ও কলা শিখিয়া থাকে, এই কথার পরিবর্ত্তে "মানুষ ঈশ্বর হইতেই সর্ব্ববিদ্যা, নিখিল শিল্প ও কলা প্রাপ্ত হয়," এই কথা শুনিলে, যাঁহারা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা শ্রবণ করিতেছি এইরূপ মনে করেন না, শব্দব্রহ্ম বা বেদই ঈশ্বরের সনাতনী জ্ঞানশক্তি, শব্দ ব্রহ্ম বা বেদই ঈশ্বরের সনাতনী ক্রিয়াশক্তি, তাঁহার সনাতনী ইচ্ছাশক্তি, অতএব মানুষ বেদ হইতেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, বেদ হইতেই শিল্প ও কলার শিক্ষা লাভ করে, যাঁহারা বিনা বাধায় বেদ ও শাস্ত্রোপদিষ্ট এই সত্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ, আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক, সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে আমরা ঈশ্বর হইতেই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের বল, আমাদের আমাদের বলিবার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের, যাঁহাদের হৃদয় এই পরম শুভজনক প্রত্যয়কে স্থান দিয়া চরিতার্থ হইয়াছে, নির্ভয় হইয়াছে, সদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, ঈশ্বরের শরণ গ্রহণই প্রকৃত পুরুষকার, যাঁহারা এই সারতম, এই পরম হিতকর উপদেশের তাৎপর্য্য কিয়ৎ পরিমাণেও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নমস্তত্ত্বের অনুসন্ধান যে, আত্মহিতার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, নমস্তত্ত্ব তাঁহাদের পরম আদরের সামগ্রী হইবে, তাঁহারা এই মহৎ তত্ত্বের যথাবিধি অনুসন্ধান করিতে সদা উৎসাহী হইবেন, নমস্তত্ত্বের যথাবিধি অনুসন্ধান করিলে, ক্ষুধার ভেষজ পাওয়া যায় কিনা, ধনার্থী ধন লাভে সমর্থ হন কিনা, রোগার্ত্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন কিনা, নমস্তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সরল হৃদয়ে দীনতার সহিত নমন, পরম কারুণিক পরমপিতার চরণে শরণ গ্রহণ, ইহারাই ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ নিদান কিনা, তাঁহারা স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার যোগ্য। অজ্ঞ, অল্পজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ না হইলে কেহ ঈশ্বর বিমুখ হইতে পারে না, ভগবানের চরণে সতত নমোনমঃ না করিয়া থাকিতে পারে

না। আপনি বলিয়াছেন, নমস্করণই প্রকৃত যোগসাধন, সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না হইলেও, আপনার এ উপদেশ আমার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, আমার বোধ হইয়াছে, প্রকৃত যোগের ইহাই স্বরূপ। আশা, পরে এ বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। আমার দৃঢ় ধারণা, বেদ ও বেদপ্রাণ বেদপাদ সম্ভূত শাস্ত্র সমূহ নমস্তত্ত্বের যে রূপ দেখাইয়াছেন, স্বধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক আর্য্যগণ বেদ ও শাস্ত্রের অনুগ্রহে নমস্তত্ত্বের যে রূপ দেখিয়াছিলেন, নমস্তত্ত্বের সে অপরূপ রূপ, সে হৃদয় রমণ, সর্ব্বসন্তাপ শমন, মনোরম রূপ উপাসক মাত্রের সুপরিচিত নহে, উপাসকমাত্রেই সে রূপ দেখেন নাই। আপনার শ্রীমুখ হইতে নমস্তত্ত্ব বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সারতম উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, আমি যে কারণে ইহার অনুসন্ধান, প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম।

বক্তা—আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যথার্থভাবে নিত্য পরমেশ চরণে নমোনমঃ করিতে সমর্থ হও, প্রণত পালক, প্রপন্নার্ত্তিহর শ্রীভগবান্ তোমাকে সদা পালন করুন, তোমাকে তাঁহার নিত্য দাসানুদাস করুন। ইহাই ত তোমার একান্ত প্রার্থনা?

জিজ্ঞাসু—অন্তর্যামিন্! আপনিই তাহা জানেন, তবে আমি এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি, যাবৎ বলিবার শক্তি থাকিবে, তাবৎ বলিব, ইহা ছাড়া আমি কখন কিছু চাহি নাই, চাহিব না। দিবানিশ এই প্রার্থনা করিয়াছি, করিতেছি, যতদিন এই দেহ পতিত না হইবে, ততদিন করিব, হে আমার সর্ব্বস্ব! হে আমার প্রিয়তম! আমি যেন তোমার হইতে পারি, আমি যেন তোমার নিত্য সেবক পদ প্রাপ্ত হই, আমি যেন আমার আমিত্ব বুদ্‌বুদ্‌কে তোমার চরণ সাগরে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত করিতে সমর্থ হই। আমি নিরন্তর তোমার সেবা করিব, তোমার কাছে থাকিব, তোমার জ্ঞান ধনের ভিখারী হইব, তুমি ছাড়া আর কোন বস্তু যেন আমার রমণীয় রূপে, মহনীয় ভাবে প্রতীয়মান না হয়। আজ আমাকে যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, আমি যেন কোন দিন এতদ্ব্যতীত আপনার সকাশ হইতে অন্য কোনরূপ আশীর্ব্বাদ পাইবার ইচ্ছা না করি।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

ভাবনাতত্ত্ব।

প্রস্তাবনা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস, সি, এম, বি।

ভাবনা তত্ত্বের প্রয়োজন ও অভিধেয়।

জিজ্ঞাসু—"ভাবনা" শব্দের অর্থ অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে, ইহা প্রসিদ্ধ শব্দ, প্রায়শঃ ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। "ভাবনা" শব্দ প্রসিদ্ধ শব্দ হইলেও, শাস্ত্রে যে যে অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

বক্তা—"ভাবনা" শব্দের শাস্ত্রে যে যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই, আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, "ভাবনা" শব্দের শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, তুমি কি নিমিত্ত সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন অধুনা উপলব্ধি করিতেছ? "ভাবনা" শব্দের শাস্ত্রে যে যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান দ্বারা কি লাভ হইতে পারে বলিয়া তোমার বিশ্বাস হইয়াছে? শব্দের শুদ্ধ ব্যবহার এবং উহার সম্যক্ অর্থ পরিগ্রহ যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সাধন, তাহা বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রুতির উপদেশ—"সম্যগ্-জ্ঞাত, শাস্ত্রান্বিত ও সুপ্রযুক্ত একটী মাত্র শব্দ স্বর্গ লোকে কামধুক্ হইয়া থাকে, সম্যগ্-জ্ঞাত শাস্ত্রান্বিত ও সুপ্রযুক্ত একটী মাত্র শব্দ সর্ব্বপ্রকার পারত্রিক শুভ কামনা চরিতার্থ করিতে পর্য্যাপ্ত ("একঃ শব্দঃ সম্যগ্-জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।"—মহাভাষ্যধৃত শ্রুতি)। একটী

শব্দের বা একটী বেদমন্ত্রের অর্থ সম্যগ্ জ্ঞাত হইলে, সর্ব্বপ্রকার কামনা চরিতার্থ হয়", এই শ্রুত্যুপদেশের মূল্য কত, তাহা কি আমরা এখন সাধারণতঃ চিন্তা করি? এই শ্রুত্যুপদেশের যথাযথভাবে মূল্যাবধারণের শক্তি কি আমাদের আর আছে? যাহা হোক্, শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহের চেষ্টা যে, প্রকৃত কল্যাণ প্রার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব "ভাবনা" শব্দ শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা যে কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।

"ভাবনা" শব্দ শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে নিমিত্ত জিজ্ঞাসুর সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে, বহুদিন হইতে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব সংহিতার সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য হইতে আপনি অনেকবার শুনাইয়াছেন ভাবনা দ্বারা দুগ্ধ সোমরসে পরিণত হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি যদি অনুকূলভাবে ভাবিত হয়, তাহা হইলে সে বন্ধু হয়, প্রতিকূলভাবে ভাবিত হইলে শত্রু হইয়া থাকে। ভক্ষ্য দ্রব্য বিষভাবে ভাবিত হইলে বমন কারক হয়, অমৃতভাবে ভাবিত হইলে জীর্ণ হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও উক্ত হইয়াছে, "বন্ধু", "শত্রু", "বিষ", "অমৃত" ইত্যাদির স্থিতি, ভাবনানিবন্ধনী,—বন্ধুত্বাদি ভাব সমূহের স্থিতির, ভাবনা বিশেষই কারণ, বন্ধু ভাবনা বশতঃ বন্ধু হয়, শত্রু ভাবনা বশতঃ শত্রু হইয়া থাকে, "বিষ" ভাবনা বশতঃ "বিষ" হয়, "অমৃত" ভাবনা নিবন্ধন "অমৃত" হইয়া থাকে। ইংরাজী সজেশন্ (Suggestion) শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ হয়, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে "ভাবনা" শব্দ বোধ্য অর্থের সমান। "সজেশন্" (Suggestion) ও "অটো-সজেশন্" (Auto-Suggestion) নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, "যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে," ভাবনা দ্বারা দুগ্ধ সোমরসে পরিণত হইয়া থাকে, ভক্ষ্য দ্রব্য 'বিষ'ভাবে ভাবিত হইলে "বিষ" হয়, "অমৃত"ভাবে ভাবিত হইলে অমৃতবৎ কার্য্য করে, "বন্ধু"

"শক্র" "বিষ" "অমৃত" প্রভৃতির স্থিতি ভাবনা নিবন্ধনী, ইত্যাদি স্থলে যদর্থে "ভাবনা" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, ইংরাজী সজ্জেশন্ (Suggestion) ও অটো-সজ্জেশন্ (Auto-Suggestion) নামক গ্রন্থ সমূহে সেই অর্থেই "সজ্জেশন্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। হেনরী হ্যারিসন্ ব্রায়ন্ (Henry Harrison Brown) তাঁহার "সজ্জেশন্" (Suggestion) দ্বারা আত্মা চিকিৎসা (Self Healing through Suggestion) নামক গ্রন্থে ভাবনাই (Suggestion) যে, সুখ-দুঃখের, স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের কারণ, মনোভাবের ভেদ বশতই যে, শারীরযন্ত্র সমূহের ক্রিয়াগত ভেদ হয়, "ক্রোধ," "ভয়," "সংশয়," "দুঃখ" প্রভৃতি যে রোগোৎপাদক, এবং "প্রীতি," "বিশ্বাস," "হর্ষ," "শান্তি" ইত্যাদি যে, রোগনাশক—স্বাস্থ্যপ্রদ, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার এণ্ডার্শন (Dr. Anderson) পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, শরীরের কোন যন্ত্রোপরি চিত্তসংযম করিলে ভাবনানুসারে সেই যন্ত্রে শোণিত ও স্নায়ুশক্তির আপূরণ হইয়া থাকে, রুগ্ন ভাবনা নিবন্ধন শারীরযন্ত্র সমূহ রোগার্ত্ত, এবং সুস্থভাবনা বশতঃ সুস্থ হয়। বস্তুতঃ অনুষ্ণ দ্রব্যে, ইহা উষ্ণ, ইহা দাহক এই প্রকার ভাবনা হইলে, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, উহা দ্বারা দাহ হইয়া থাকে। ডাক্তার হার্ব্বার্ট্ এ পার্কিন্ (Dr. Herbert A. Parkyn M. D. C. M.) এবং উইলিয়ম, ওয়াল্‌কার এট্‌কিন্‌শনের W. W. Atkinson) "সজ্জেশন" ও "অটো সজ্জেশন্" (Suggestion and Auto—Suggestion) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও "সজ্জেশন" সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে, ভাবনা বশগ হইয়া কার্য্য করে, সকলেই যে ভাবনানুসারেই কর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাঁরা তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। "যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে" আমার বোধ হইয়াছে, ইহাঁরা যেন এই সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন। ডাক্তার জেম্‌স্ বোয়ালশ্ (Dr. James Walsh, M. D., Ph D.) প্রণীত সাইকো থেরাপী (Psycho therapy) নামক গ্রন্থেও সজ্জেশন্ (Suggestion) সম্বন্ধে বহু কথা আছে। ডাক্তার বোয়াল্‌শ্ (Walsh) বলিয়াছেন, ভাবনা (Suggestion) ভেষজ বিজ্ঞানে (Therapeutics) একটী নিয়ত প্রধান উপাদান, তবে ইহার ব্যবহার সাধারণতঃ বিচার পূর্ব্বক এবং সাবধানে ও সাক্ষাৎ ভাবে করা হয়না। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান চিন্তাশীল পুরুষবৃন্দ যে, ইহার মূল্য জানেন না, যথাসময়ে বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহার যে ব্যবহার করেন না তাহা নহে, তবে ভৌতিক ভেষজ

দ্বারা রোগ প্রতীকারে ইঁহারা এরূপ ব্যাপৃত যে, ভাবনার রোগ শমনে কার্য্যকারিতার অবুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলেও, ইঁহারা সচরাচর ইহার কার্য্যকারিতা অনুভব করেন না। * সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব (বিমলচিত্ত) পুরুষের প্রকৃতির ন্যায়, সর্ব্বৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে, ভাবনা নামক উপাসনা দ্বারা নিষ্পাপ পুরুষ, প্রকৃতিবৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পাদনে সমর্থ হয়েন—("ভাবনোপচযাচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ।"—সাং, দং ৩।২৯)।

ভাবনার কার্য্যকারিতার এইরূপ প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি, তাই আমার, "ভাবনা" কোন্ পদার্থ, ভাবনা দ্বারা যে এতাদৃশ প্রভূত ফলনিষ্পত্তি হয় তাহার কারণ কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, এবং আমি কিরূপে শুদ্ধভাবে ভাবনা করিতে সমর্থ হইব, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিমাত্র ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিতে পারিলে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাহার বেদনার উপশম করিতে সমর্থ হইলে অত্যন্ত সুখ হয়; ব্যাধিতকে সর্ব্বদা সুখী করিতে পারিনা বলিয়া অনেক সময়ে সমধিক ক্লেশানুভব করি, তখন অবশভাবে নিজ স্বল্প বিদ্যাকে, নিজ স্বল্প শক্তিকে নিন্দা করিয়া থাকি, তখন অর্জ্জিত চিকিৎসা বিদ্যাকে, বর্ত্তমান রোগ নিবারণ শক্তিকে বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ হয়। যে নিমিত্ত আমি ভাবনাতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছি, যে নিমিত্ত শুদ্ধভাবে ভাবনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহা নিবেদন করিলাম।

ভাবনার কার্য্যকারিতা বস্তুতই অসীম।

বক্তা—তুমি যে কারণে ভাবনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছ, শুদ্ধভাবে ভাবনা করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, তাহা অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

* "Suggestion has always been an important factor in therapeutics, but has been used indeliberately and indirectly rather than with careful fore-thought. Not that the great thinkers in medicine have not known its value and have not used it deliberately on appropriate occasions, but that the profession generally has been so much occupied with the merely material means of curing that parctitioners have not realized the influence for good of the psycho-therapeutic factors they were unconsciously employing."—Psycho theraphy by J. J. Walsh M. D., Ph. D. P. 2.

নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, ভাবনার কার্য্যকারিতা বস্তুতই অসীম (Practically unlimited), "যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে" এই কথা কিরূপ সারবতী মানুষ সাধারণতঃ তাহা অনুভব করিতে পারেনা, ভাবনাই সদসৎ চরিত্র গঠনের হেতু, চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক তোমাতে নিরন্তর যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহাদের সংস্কার তোমার অন্তঃকরণে ভাবিত হইয়া থাকে, এই ভাবনাই তোমাকে সদসৎভাবে গঠিত করে, এই ভাবনানুসারে কেহ আস্তিক হ'ন, আবার এই ভাবনানুসারে কেহ নাস্তিক হইয়া থাকেন ; কেবল মনুষ্যের নহে, প্রাণিমাত্রের নিখিল ব্যবহার ভাবনামূলক, প্রাণিমাত্রের ইতিকর্ত্তব্যতা স্ব-স্ব ভাবনানুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। তা'ই বলিতেছি, ভাবনার কার্য্যকারিতা বস্তুতই অসীম। যাঁহারা উন্নতি প্রার্থী, পূর্ণ বা কৃতকৃত্য হইবার অভিলাষী, তাঁহাদিগকে ভাবনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইতেই হইবে, তাঁহাদিগকে শুদ্ধভাবে ভাবনা করিতে অধিকারী হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেই হইবে, ভাবনাই যে সর্ব্ব সিদ্ধির হেতু, পরে তাহা বিশদীকৃত হইবে।

ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধচিত্তের প্রকৃতিবৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব হয়, এইরূপ কথা পাশ্চাত্য দেশে কেহ বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, ইহা কি ভাবনার প্রশংসা মাত্র ?

জিজ্ঞাসু—সত্যানুসন্ধিৎসু, অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ "সজ্জেশনের" প্রকৃত কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, "ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত পুরুষের প্রকৃতিবৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে" এইরূপ কথা পাশ্চাত্য দেশে কেহ বলিতে পারেন নাই। ভাবনার কার্য্যকারিতার সাংখ্যদর্শনে যে এতাদৃশ প্রশংসা করা হইয়াছে তাহার কারণ কি, আমি তাহা অদ্যাপি সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ইহা কি ভাবনার প্রশংসা মাত্র ?

ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধ চিত্তের প্রকৃতিবৎ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা কেবল প্রশংসা নহে।

বক্তা—ভাবনার স্বরূপদর্শন হইলে, যথাযথভাবে ভাবনা নামক উপাসনা করিতে সমর্থ হইলে, তুমি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিবে, সাংখ্যদর্শনের এই কথা

শুদ্ধ ভাবনার প্রশংসা নহে, ইহা সত্যোপদেশ। তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, "যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়া থাকে," যথোচিত ভাবনা ব্যতিরেকে সাংখ্যদর্শনের এই সত্যোপদেশ যে অনর্থক প্রশংসা নহে, তাহা অনুভব করা অসাধ্য। যাহা হোক্ ভাবনাতত্ত্বের অনুসন্ধান যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই, এখন ভাবনাতত্ত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে ভাবনার স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা কর।

ভাবনাতত্ত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে, ভাবনার স্বরূপ দর্শনার্থীর কি কর্ত্তব্য, ভাবনার ব্যবহারভূমি কিরূপ বিস্তীর্ণ, অখিল বিদ্যাই ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ।

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্রপাঠ ও আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া ভাবনা পদার্থ সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারি, ভাবনার তত্ত্বানুসন্ধান সুখসাধ্য নহে, ভাবনার ব্যবহার ভূমি অতি বিস্তীর্ণ, ভাবনা শব্দের গর্ভে বহু অর্থ বিদ্যমান আছে। ভূতত্ত্ব (Physics) রসায়নতন্ত্র (Chemistry), প্রাণবিদ্যা (Biology), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany) শরীর সংস্থানও ক্রিয়া বিজ্ঞান (Anatomy and Physiology), মানবতত্ত্ব (Anthropology) মনোবিজ্ঞান (Psychology), ভৈষজ্যবিদ্যা (Medical science), ধর্ম্মতত্ত্ব (Theoritical and Practical Philosoply of Dharma) সমাজ বিজ্ঞান (Sociology) যোগশাস্ত্র (Theoretical and practical Philosophy of joga) ইত্যাদি অখিল বিদ্যাই, আমার বিশ্বাস হইয়াছে ভাবনাতত্ত্বের ব্যবহার-ভূমি, ভূতত্ত্বাদি অখিল বিদ্যাই যেন ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ। কিরূপে চরিত্রবান্ হইব, চরিত্রগঠনের (Character building) বিধি কি, কিরূপে আত্ম-পরের কল্যাণ সাধনে উপযুক্ত হইব, কিরূপে স্বাস্থ্যলাভে এবং আত্মপরের আধি (মানস রোগ) ও ব্যাধির উপশম করিতে সমর্থ হইব, তাহা ভাবিতে যাইলে, ভাবনাতত্ত্বের অনুসন্ধান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই এখন মনে হয়। আপনার মুখ হইতে মানস চিকিৎসা ও প্রতিভাতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, মানসচিকিৎসা ও প্রতিভাতত্ত্ব

বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক উপলব্ধি হইয়াছে, মানসচিকিৎসা ও প্রতিভাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপনি প্রধানতঃ ভাবনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের উপদেশ "ক্রীয়াশীল বা প্রবৃত্তি শক্তির (Energy of Motion), স্থিতি শীল শক্তিরূপে তন্বাবস্থায় অবস্থান যোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণামের ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না। অণু সম্মূর্চ্ছন, অণুসমূহের ঘনীভাবধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফাটিক পরিণাম (Crystalization)" উদ্ভিদও জৈবশরীরের ক্রমবিকাশ এ সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির স্থিতিশীল শক্তিরূপে তন্বাবস্থায় অবস্থান যোগ্যতাপেক্ষ। * আমার অনুভব হইয়াছে, বিজ্ঞানের এই সকল উপদেশ ভাবনাতত্ত্বেরই স্বরূপ বর্ণন করিতেছে।

বক্তা—ভাবনাতত্ত্বের ব্যবহারভূমি অতি বিস্তীর্ণ, অখিল বিদ্যাই ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, তোমার এই কথা যথার্থ। ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, প্রাণবিদ্যা, শীলতত্ত্ব বা চরিত্র গঠনের বিজ্ঞান ও শিল্প (The science and art of Character building) মনোবিজ্ঞান (Science of Mind), ভূবিদ্যা, (Geology) ভৈষজ্যবিদ্যা (Science of Medicine), ধর্ম্মতত্ত্ব (Theoretical and Practical philosophy of Dharma or Religion), গর্ভব্যাকরণ (Embryology) ইত্যাদি নিখিল বিদ্যাই, ভাবনাতত্ত্বের ব্যবহার ভূমি, সকল বিদ্যাই ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, তোমার এইরূপ ধারণা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তোমার এইরূপ ধারণা যখন যথোচিত উপচিত (পরিপুষ্ট) হইবে, তখন তুমি যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, "ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের প্রকৃতিবৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদনের শক্তি আবির্ভূত হয়," মহর্ষি কপিলের এই উপদেশ কিরূপ সত্যভূমিক, কিরূপ গম্ভীরার্থক, সম্পূর্ণ হইবার

---

* "In truth, modern science teaches that diversity and Change in the phenomena of nature are possible only on condition that energy of motion is capable of being stored as energy of position. The relatively permanent concretion of material forms, Chemical action and reaction, Crystalization, the evolution of vegetal and animal organisms-all depend upon the 'locking up' of kinetic action in the form of latent energy".—Concepts of Modern Physics P. 68.

নিমিত্ত সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হৃদয় মানুষের কিরূপ আশাপ্রদ, পূর্ণভাবে না হইলেও, তথ্যানুসন্ধানে নিরত, যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে, আদি সিদ্ধ মহর্ষি কপিলের এই অমূল্যোপদেশের সারবত্তা অংশতঃ যে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র (Physics and Chemistry) অধ্যয়ন করিয়া, যাঁহারা ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র ভাবনা তত্ত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, এই সত্যের রূপ দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের ভূততন্ত্রও রসায়ন তন্ত্রের অধ্যয়ন যথোচিত ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে না। ভূততন্ত্র ও রসায়ন তন্ত্র (Physics and Chemistry) ভূত ও শক্তির স্থিতিশীলত্বের (Conservation of Energy and Matter) প্রবৃত্তি শক্তির স্থিতিশীল শক্তিরূপে তন্ত্বাবস্থায় অবস্থান যোগ্যতার, অণুসমূহের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ তত্ত্বের, সজাতীয়, বিজাতীয় অণুপুঞ্জের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংযোগ-বিভাগের স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. A Bain) বলিয়াছেন, রসায়ন তন্ত্রের চরম সামান্য তত্ত্ব প্রদর্শন করিতে যাইলে, ইহা নিশ্চয় শক্তির স্থিতি শীলত্ব বিষয়ক নিয়মের (The Law of Conservation of Force) অন্তর্ভূ'ত হইয়া থাকে (The ultimate generaliation of Chemistry must fall under the Law of Conservation of Force)। বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ হেকেল্ বলিয়াছেন, রসায়নতন্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে ভূততন্ত্রেরই বিভাগান্তর (Is really only a part of Physics)। রসায়ন তন্ত্র পরমাণুর ধর্ম্মের, পরমাণুর ক্রিয়া কারিত্বের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করেন, ভূততন্ত্র অণু সমূহের ধর্ম্মের, উহাদের ক্রিয়া কারিত্বের বর্ণন করেন। * ভাল করিয়া ধ্যান করিলে, প্রতীতি হয়, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র অণু ও পরমাণু নিষ্ঠ ভেদবৃত্তি ও সংসর্গ বৃত্তি শক্তির ধর্ম্মের, উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক বেন্ বলিয়াছেন, যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিণাম হৌক্ তাহাতে শক্তি সাতত্য নিয়মের প্রভুত্ব আছে, তবে প্রত্যেক

---

* "The acceptance of these atoms (as space-filling separate particles of matter—however we may regard them in other respects) as an indispensable hypothesis in Chemistry ; like the hypothesis of the molecule in Physics."—
h Wonder of Life—

Monism. by E. Haeckel

পরিণামে যে শক্তি সাতত্যের পৃথক্ পৃথক্ সংস্কারবত্তার সহকারিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। † বেদের এই সকল কথা, জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, উত্তর সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির সদৃশী, প্রলয় কালেও ধর্ম্মি-বা-বস্তু সমূহে ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বিদ্যমান থাকে, ইত্যাদি বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রোপদেশের অস্ফুট প্রতিধ্বনি। শক্তি সাতত্যের সন্ধান, প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা অল্পদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছেন। শক্তি সাতত্যতত্ত্ব পাশ্চাত্য দর্শন—বিজ্ঞান ভাণ্ডারের নবসঞ্চিত সামগ্রী। কিন্তু অনন্ত রত্ন পরিপূর্ণ শাস্ত্র রত্নাকরের ইহা নবসঞ্চিত সামগ্রী নহে, সনাতন বেদ রত্নাকর গর্ভে এই তত্ত্ব রত্নের সমুজ্জ্বল রূপ দেদীপ্যমান আছে। ডাক্তার জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপার ও ষ্ট্যালো, আমি যাহা বলিলাম, বলিতে পারি, কিয়দংশে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। * অতএব ভূততত্ত্ব ও রসায়নতত্ত্ব ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ তোমার এই কথা যথার্থ। প্রাণ বিদ্যাও (Biology) তাহাই ; ইহাও ভাবনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ। প্রাণবিদ্যার ব্যাপক রূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন—কেবল উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও প্রাণি বিদ্যা বায়োলজীর অন্তর্ভূ‍‌ত নহে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে, মানবতত্ত্ব ও (Anthropology—The Scilnce of man)

---

† "The Law of Persistence over-rides every phenomenon of change, but it must be accompanied in each case with laws of Collocation."—

Logic of Chemistry by Prof. A. Bain.

* ডাক্তার ড্রেপার বলিয়াছেন—"The doctrine of the conservation and correlation of Force yields as its logical issue the time-worn Oriental emanation theory, the doctrines of Evolution and development strike at that of successive creative acts. Now the Asiatic theory of emanation and absorption is seen to be in harmony with this grand idea"—The conflict between Religion and science P. 358.

সুধী শ্রেষ্ঠ ষ্ট্যালো বলিয়াছেন —"In a general sense this doctrine is coeval with the dawn of human intelligence. It is nothing more than an application of the simple principle that nothing can come from or to nothing"—Concepts of Modern Physics P. I. 68-9.

ইহার সীমান্তর্গত। † স্থাবর ও জঙ্গম জীবের শরীরের জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারের তত্ত্বান্বেষণ করিলে, ভাবনাতত্ত্বের রূপ নয়নে পতিত হইবেই। মনোবিজ্ঞানে (Psychology) ভাবনাতত্ত্বের রূপই বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার সংস্কার বা ভাবনাই যে, মনের প্রধান ঘটকাবয়ব, তাহা বোধ হয়, স্থূল প্রত্যক্ষ বাদী প্রতীচ্য সুধীবর্গেরও স্বীকৃত বিষয়। মনের বৃত্তি সকলের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া মনস্তত্ত্বচিন্তক সুধী বর্গ যে, ভাবনার স্বরূপই বিশেষতঃ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ব বাদ, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও দ্বৈতবাদ এই চতুর্ব্বিধ প্রবাদ ভেদ নিবন্ধন প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বহুবিধ মত জন্মলাভ করিয়াছে। অতএব মন কোন্ পদার্থ, তদ্বিষয়ে যে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মত বিদ্যমান থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য। "মন" কোন্ পদার্থ তদ্বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মত ভেদ থাকিলেও, মনস্তত্ত্ব চিন্তক সুধীগণের মধ্যে কেহই ভাবনাতত্ত্বের সুবিশাল রাজ্য অতিক্রম করিতে পারেন নাই। "ভাবনা" কোন্ পদার্থ, যখন তাহা যথা প্রয়োজন বিবৃত হইবে, তখন তুমি বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে, মত ভেদ ভাবনা ভেদ মূলক, তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ হইতে বিশ্বজগতের আবির্ভাব হয়, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ হইতেই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—ভাবনাই "বাহ্য ও আন্তর জগতের মূলতত্ত্ব" এই অতিমাত্র সারগর্ভ কথার আশয় পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিলে, বোধ হয় সর্ব্ব পদার্থ বিষয়ক মত ভেদের সমন্বয় হইবে।

বক্তা—ভাবনাতত্ত্বের ব্যবহার ভূমি কিরূপ বিশাল, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন এই ভাবনাতত্ত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে, ভাবনার স্বরূপ দর্শনার্থীর কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা কর।

জিজ্ঞাসু—ভাবনাতত্ত্ব যে, দুরবগাহ, ইহার তত্ত্বানুসন্ধান যে, সুখসাধ্য নহে, পূর্ব্বে তাহা নিবেদন করিয়াছি। ভাবনাতত্ত্বের যে আভাস পাইয়াছি, তাহাতে

---

‡ "In the broadest sense in which we can take it, Biology is the whole study of organisms or living beings. Hence not the Botany (the science of plants) and Zoology (the science of animals) but also Anthropology (the science of man) fall within its domain"—

The Science of Life.

বলিতে পারি, যথাযথভাবে ইহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, সর্ব্ব বিদ্যার প্রতিকৃতি বুদ্ধি দর্পণে স্থাপন করিতে হইবে।

বক্তা—পূর্ণভাবে ভাবনার তত্ত্বানুসন্ধান যে, সুখসাধ্য নহে, তাহাঁ স্থির, যাহার প্রয়োগ ভূমি এত বিস্তীর্ণ, পূর্ণভাবে তাহার স্বরূপাবলোকন করিতে হইলে, যে রূপ সাধন দ্বারা তারক (স্বপ্রতিভা হইতে উৎপন্ন, অনৌপদেশিক, (যে জ্ঞান উপদেশ হইতে লব্ধ হয় না) সর্ব্ব বিষয়, (যে জ্ঞানের কিছুই অবিষয়ীভূত থাকে না), সর্ব্বথা বিষয় (যে জ্ঞানে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়), যে জ্ঞানের উদয় হইলে, একই ক্ষণে বুদ্ধিতে আরূঢ় সর্ব্ব বিষয়ের সর্ব্বথা অবগতি হয়, যে জ্ঞান বস্তুতঃ "পরিপূর্ণ জ্ঞান," সেই বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে, প্রকৃত বেদবিৎ, অতএব যথার্থ যোগতত্ত্ববিৎ, যোগনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর অন্তেবাসী হইয়া, সেইরূপ সাধনা করিতে হইবে। যাবৎ যথোক্ত বিবেকজ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ কেহ সর্ব্বথা সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না, তাবৎ পূর্ণভাবে কোন পদার্থের তত্ত্ব দর্শন হইতে পারে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভাবনাই, সদসৎ চরিত্র গঠনের হেতু, চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক, অবুদ্ধি পূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহাদের সংস্কার অন্তঃকরণে ভাবিত হইয়া থাকে, এই ভাবনাই মানুষকে সদসদ্ভাবে গঠিত করে, এই ভাবনানুসারেই কেহ আস্তিক হন্, কেহ নাস্তিক হন, কেবল মনুষ্যের নহে, প্রাণি মাত্রের নিখিল ব্যবহার স্ব-স্বভাবনা মূলক, প্রাণি মাত্রের ইতি কর্ত্তব্যতা, স্ব-স্বভাবনানুসারে নিশ্চিত হইয়া থাকে। মানুষের চরিত্র গঠনের নিয়মের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, উপলব্ধি হয়, ভাবনাই মানুষের চরিত্র গঠনের (Character building) কারণ, ভাবনা বিশেষ দ্বারাই সদ্‌সৎ চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মের (Conscious act) সংকল্প আগ্যাবস্থা ; সংকল্পকে মানস কর্ম্ম বলা হয়।

[ক্রমশঃ]

খ্যাপার ঝুলি।

(নুতন) ভীষণ ডাকাতি (খ)

বেণী দা'র বড় বিপদ—বাড়ীতে ডাকাতি হবে বলে ডাকাতেরা পত্র দিয়াছে। আহা শুন্‌ছি বেণীদা বড় চিন্তিত—শুনে একটু দুঃখ হইল। বেণীদার ব্যাপার দেখিয়া আমি দরিদ্র বলিয়া যে মনঃক্ষোভ ছিল তাহা আর রহিল না। আমার আর ডাকাতের ভয় নাই—কি নিতে আস্‌বে—কিছুই নেই– থাকিবার মধ্যে অভাব আছে তা ডাকাতদের ও অভাবের অভাব নাই—তা না হ'লে ডাকাতিই বা কর্‌বে কেন ? ভগবান্ দরিদ্র করে কি সুবিধাই করেছেন—চোর ডাকাতের আর ভাবনা নাই ; এরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি যেন কোথায় চলে গেলুম।

সহসা ঘরের ভিতর পানে চাহিয়া দেখি ভীষণ ব্যাপার—ডাকাতি আরম্ভ হয়েছে ; ছয়টা ডাকাতে ছয় কলসী মোহর নিয়ে পালাচ্ছে—যা সব গেল সব গেল। আমার মোটে পুঁজি ছয় কলসী মোহর—তা সব ডাকাতে নিয়ে গেল—ওগো কে আছে গো—আমার যথা সর্ব্বস্ব যা কিছু ছিল—সব নিয়ে গেল—আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম।

এমন সময় দেখি না একজন সাদা মতন লোক—পরনে সাদা কাপড়—গলায় সাদা ফুলের মালা, গায়ে শ্বেত চন্দন মাখান, হাঁসিতে হাঁসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেরে তুই কাঁদছিস্ কেন ?

আমি যে কে আমি ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিনা—আমি ভুলে গেছি "আমি ভুলো আমি"—আপনি কে মশাই ?

তিনি বলিলেন আমার নাম গুরু—তোর কাঁদবার কারণ কি ?

দেখুন গুরুঠাকুর আমার ছয় কলসী মোহর ছয়টা ডাকাতে মাথায় করে পালাচ্ছে—আমি কি করি—ওগো আমি কি করি গো ? গুরুঠাকুর বল্‌লেন আচ্ছা আচ্ছা আমি এর উপায় করে দিচ্ছি—তোর কলসী ছটা চিনে নিতে পার্‌বি ? হাঁ পার্‌বো বৈ কি—আমার কলসীর গায়ে নাম লেখা আছে। তিনি বলিলেন কি কি নাম।

আমি বলিলাম ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, তোষ, ভক্তি, ওই যে ডাকাত গুলোর পিঠেও নাম লেখা রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

গুরুঠাকুর বলিলেন দেখ দেখি কোন কলসীটা কে মাথায় করে পালাচ্ছে।

আমি—ওই যে আর্জ্জব মাথায় করে কাম পালাচ্ছে, ক্ষমা মাথায় করে ক্রোধ পালাচ্ছে, দয়া মাথায় করে লোভ পালাচ্ছে, তোষ মাথায় করে মোহ পালাচ্ছে, সত্য মাথায় করে মদ পালাচ্ছে, ভক্তি মাথায় করে মাৎসর্য্য পালাচ্ছে, যা যা সব গেল ও গুরুঠাকুর একটা উপায় করুন বাবা—দোহাই বাবা।

তিনি বলিলেন। আচ্ছা এই নে নামের বন্দুক নিয়ে ছয়টা ডাকাতকে তাড়াকর্—দিবা রাত্র নামের বন্দুকের আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে ওদের পেছুপেছু ছোট, আর মার ওই ডাকাত গুলোকে, তোর চীৎকারে ওরা যে পথ ধরেছে আর বেশী দূর যেতে পার্‌বেনা—কিছু দূর গেলেই, বৈরাগ্যের এক অতলস্পর্শ গর্ত্ত এবং তার উপরেই দুরারোহ জ্ঞানের পাহাড় দেখে তারা আর অগ্রসর হ'তে পার্‌বে না—যা তুই দেরি করিস্‌না।

আমি না সেই নামের বন্দুক নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে আওয়াজ কর্‌তে কর্‌তে সেই ছ বেটা ডাকাতকে তাড়া কর্‌লাম, তারাও ছুটে আমিও ছুটি, কখন বন্দুক ধরা অভ্যাস নাই, অনেক আওয়াজ ব্যর্থ হতে লাগিল, ও তাদের গায়েও লাগিতে লাগিল, কিদুর্দ্দান্ত ডাকাত—গুলি খেয়েও ছুট্‌ছে, আমিও মুহুর্মুহু প্রতি শ্বাসে শ্বাসে গুলি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম।

খানিকদূর যাওয়ার পর তারা সেই বৈরাগ্যের অতলস্পর্শ গর্ত্ত ও জ্ঞানের দুরারোহ পাহাড় দেখে দাঁড়াইল, সমুখে যাবার আর উপায় নাই এবং পিছুতে নামের আগ্নেয় অস্ত্র হাতে আমাকে দেখে উভয় শঙ্কটে পড়িয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিল। সহসা ষড়া ছয়টা নাবাইয়া নিজেদের কাছ থেকে এক একখানা ঢাল বের করে—ছ খানা ঢাল এক করে—কি মন্ত্র বলে জুড়িয়া ফেলিল; সেই ঢাল চাপা দিয়া ছয়জনে বসিয়া পড়িল। আমি ঢালের উপরই গুলি করিতে লাগিলাম—দেখ্‌লাম ঢালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে **সংসারা-সক্তি**। ঢাল চাপা ডাকাত কয়টার উদ্দেশে ঢালের উপরই অনবরত গুলি চালাইলাম; ক্রমশঃ ক্লান্তি আসিল—আবার ডাক্‌লাম ও গুরুঠাকুর ও গুরুঠাকুর। সেই ছটা বেটা ডাকাত সংসারাসক্তি ঢাল চাপা দিয়া পড়ে রয়েছে—কি করি—আমি কাছে যাই, কি দূর হতে গুলি করি?

গুরুঠাকুর একখানি তরবারি দিয়ে বল্‌লেন—যা এই ধ্যানের তরবারের দ্বারা দস্যু কয়টাকে দমন কর।

আমি বাম হাতে নামের বন্দুক, ডানহাতে ধ্যানের তরবার লয়ে, বাঘের মত তাদের আক্রমণ কর্‌লাম। ঢাল্ কেড়ে নিলাম—দেখ্‌লাম ঢাল ভেদ করে নামের গুলি তাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে—তারা শীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি বলিলাম পাজি বেটারা--ছুঁচো বেটারা—আমার ছ ঘড়া মোহর চুরি করে পালাবে? তোদের খুন কর্‌বো।

সবাই পায়ে লুটায়ে পড়িল। আমরা তোমার শরণাপন্ন, আমাদের মের না, যা বল্‌বে তাহাই কর্‌ব।

আমি বলিলাম কর্‌বি? আচ্ছা তোর নাম কি?

আমার নাম কাম।

আচ্ছা তুই সর্ব্বদা বল—আমার মোক্ষ হোক আমার মোক্ষ হ'ক। অপরকে বলিলাম তোর নাম কি।

আমার নাম ক্রোধ।

তুই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের উপর আপন পরাক্রম দেখা। তোর নাম কি?

আমার নাম লোভ।

আজ হ'তে তোর প্রতাপ শ্রীভগবানের সেবায় দেখা। তোর নাম কি?

আমার নাম মোহ।

আচ্ছা তোর পরাক্রম শ্রীভগবানের রূপের উপর দেখা। তোর নাম কি?

আমার নাম মদ।

আচ্ছা তোর পরাক্রম, আমি সকলের ক্ষুদ্র, এই বাক্যের উপর দেখা। তোর নাম কি?

আমার নাম মাৎসর্য্য।

আচ্ছা আমি কিছু নই, আমি ভগবানের দাস, এই বাক্যের উপর নিজের কৃতিত্ব দেখা। তারা বাম হাতে বন্দুক, ডান হাতে তরবার দেখে, তাহাই স্বীকার করিল। আমি ঘড়া ছটা তাদের কাঁধে চাপাইয়া আস্‌ছি, পথের মাঝে গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা হ'ল, বল্‌লাম ঠাকুর! এই আপনার নামের বন্দুক ও ধ্যানের তরবার নিন্, দস্যুজয় করেছি, অপহৃত ধন উদ্ধার হয়েছে। গুরুঠাকুর বল্‌লেন না বাবা এখনও

হয় নাই, ওদের জয় করা খুব কঠিন—জয় হয়েছে মনে করোনা—অনবরত ওরা অবসর খুজ্‌ছে, সুবিধা পেলেই তোমার গলা টিপে সর্ব্বনাশ কর্‌বে। ওই নামের বন্দুক জিহ্বার কাছে জমা রাখ, আর ধ্যানের তরবার খানা মনের কাছে রাখ; কোন ভয় থাক্‌বে না। যেদিন অস্ত্র ফেরত দিবার সময় হ'বে, সেদিন আমায় খুঁজে পাবে না। তোমারও কথা কহিবার শক্তি থাক্‌বেনা, যাও বাবা, দিন রাত আওয়াজ কর্‌তে ভুলোনা, দুটা দশটা ফাকা আওয়াজ হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আওয়াজ করা চাই তবে এরা বশে থাক্‌বে।

হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেঁখি কোথায় বা ডাকাত আর কোথায় বা মোহর! হরিহরি! একি জেগে স্বপ্ন দেখলাম, যাই হোক গুরুঠাকুর যখন বলেছেন তখন যতক্ষণ বেঁচে আছি আওয়াজ করি।

জয় জয় রাম সীতারাম।
গৌরীশঙ্কর রাধেশ্যাম॥
রাধেশ্যাম সীতারাম।
গৌরীশঙ্কর জয় জয় রাম॥

———

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষ নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৸০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তক খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছ্বাসাঃ ৸০ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১॥০ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—॥০।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.
Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুরাতন উৎসবের মূল্য হ্রাস।

"উৎসব" প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে "মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" ২৲ স্থলে ১।০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে ৩৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

সুযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায়!

ডাঃ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্, বি, সম্পাদিত—

স্বাস্থ্য-সমাচার

নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচর্চ্চা এবং গৃহ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক পত্রের বার্ষিক মূল্য ২৲ যিনি ৬ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং ঐ সঙ্গে ২৫ জন কিম্বা ৫০ জন স্বদেশ বৎসল উদার মতাবলম্বী স্বাস্থ্যব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশা স্পষ্ট করে লিখে জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ৫০০ পৃষ্ঠা পূর্ণ যুগপ্রবর্ত্তক নূতন সালের ১ খানি বা ২ খানি

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা

বিনামূল্যে ঘরে বসে' উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫০০ খানি এই ভাবে বিতরণ করা হবে। খুচরা মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ পয়সা। একশ খানি ঐ তারিখের মধ্যে লইলে ১৫॥য় দেওয়া হইবে। রেল মাশুল স্বতন্ত্র। পঞ্জিকার নূতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত ও চমৎকৃত হ'য়েছেন, ভারতবর্ষ, বসুমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আর মাত্র ৮০০ কপি গুদামে আছে; প্রত্যহ উঠিয়া যাইতেছে। এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। সত্বর হউন।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু
কর্ম্মকর্ত্তা,
৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলা কি ভাষায় গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪।।০
২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪।।০
৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪।।০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২।।০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ।।০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১।।০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [প্রথম খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড [উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে]— —
১১। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২।।০ আবাঁধা, অর্দ্ধ বাঁধাই ২৸০,
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ।।০
১৩। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ।।০ আবাঁধা ।০

হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব।

প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ—"ঈশ্বরের স্বরূপ"—মূল্য ।০ আনা।
দ্বিতীয় ভাগ—"ঈশ্বরের উপাসনা"—মূল্য ।০ আনা।
গৌহাটীর গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ—

রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুর বি, এল প্রণীত।

এই দুইখানি পুস্তকের সমালোচনা "উৎসবে" প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংসিত। যাহারা সাধন ভজন দ্বারা জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সাধারণের উপকারের জন্য মূল্য অতি অল্পই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তি স্থান—"উৎসব" আফিস

১। উৎসবের বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৴০ আনা। নমুনার জন্য ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক-কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 133

১৯শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। [১১শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

আপনি-আপনি।

আমাতে কখন ছিলনা সংসার
তুলিয়াছে মায়া রঙ্গ।
অসীম অনন্ত স্বরূপ আনন্দ
নাই মম কোন সঙ্গ॥
(যে) হাসিত কাঁদিত মোহিত হইত
প্রকৃতির নৃত্য দর্শনে।
সে মন এখন লভেছে বিশ্রাম
নাচেনা কোন স্পন্দনে॥
গুরু কৃপাবলে বিলয় সঙ্কল্প
নির্ম্মল চিত্ত দর্পনে।
আপনি আপনি আর কিছু নাই
বিস্ময়ে হেরি আপনে॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

কি লইয়া ডুবিবে।

ঈশ্বর ভাবনা লইয়া যদি ডুবিতে পার—যা চাও—তাহাই পাইবে—পাইয়া জুড়াইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে ভাবনা করিতে করিতে যদি তন্ময় হইতে পার তবেই তুমি দুঃখ সমুদ্রের পর পারে যাইবে। সেখানে আর জন্মিতে হইবে না—আর মৃত্যু হইবে না—আর জরা ছুঁইতে পাইবেনা—আর বৃদ্ধ হইবেনা। সেখানে নিত্য নূতন—সেখানে ভাব আসিয়া আর ফুরাইয়া যাইবেনা—এক ভাবই—অনন্ত ভাবে খেলা করিবে। তুমি ভাবময় হইয়া ভাব স্বরূপে কখন স্থিতি লাভ করিবে, কখন ভাবময় হইয়া ভাব লইয়া খেলা করিবে, আবার ভাবের অভাব সৃষ্টি করিয়া রঙ্গময় হইবে। ঈশ্বর ভাবনা লইয়া যদি ডুবিতে পার তবে এই বিশ্ব ভ্রমণ তোমার কাছে ক্রীড়া মাত্র—ইহা আনন্দমাত্র—এ ভ্রমণে রমণ—এ ভ্রমণে তোমার কাছে পীড়ন হইবেনা।

ঈশ্বর ভিন্ন আর যাহাতে ডুবিবে তাহাতেই আর তলাইয়া যাইবেনা—একবার ডুবিবে—আবার উঠিবে—আবার ডুবিবে। এই উঠা ডুবার ক্লেশে তোমার প্রাণান্ত হইবে। পৃথিবীতে জীব যতদুঃখ পায় সব দুঃখই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। যাহা বলা হইতেছে তাহা যে কল্পনা নহে—একেবারে সত্য তাহা এখানকার মানুষকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই ইহার সাক্ষ্য দিবে।

কেহ কামিনী লইয়া ডুবিতে চায়—বলে প্রেম করার মত সুখ আর জগতে নাই। কিন্তু শুধু কামিনীর রূপ, কামিনীর গুণ, কামিনীর খেলায় যদি ডুব দেয়, তবে সে রূপ, সে গুণ, সে খেলা দুই দিনে ফুরাইয়া যাইবে—অমৃতের স্থানে বিষ উঠিবে। সুখের লাগিয়া ঘর বাঁধিলে অনলে পুড়িয়া যাইবে—অমৃত সেবিতে গরল উঠিবে। যাহাকে প্রেম বলিতে ছিলে, বুঝিবে সেটা প্রেম নয়, সেটা কাম, নতুবা প্রেমের জোয়ার ভাটা নাই—প্রেম একবার আসিয়া আর ফুরাইয়া যায়না। প্রেম বস্তুটিই আনন্দ। এই বস্তুটি নিরতিশয় আনন্দ। কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া ইহা উঠিতে পারে কিন্তু যে বস্তুতে ইহা উঠে এবং যে ইহাকে উঠিতে দেখে—উভয়েই যদি স্বরূপ ভাবনা করিতে না পারে—ইহার স্বরূপে পৌঁছিতে না পারে, তবে ইহা প্রেম থাকেনা—প্রেমের বিকৃতিতে বিপরীত ছন্দ তুলিবেই। যাহা ধরিবে তাহা তোমাকে ক্লেশ দিবে—আবার সে থাকিবেও না। তোমার

আত্মগ্লানিতে ইষ্টনাশ হইয়া যাইবে। তুমি উঠিবে পড়িবে আবার ডুবিবে আবার উঠিবে—আর কেবল ক্লেশ পাইবে।

তার পরে যদি কাঞ্চনে ডুব তবে একক্ষণও শান্তি পাইবেনা—নিরন্তর টাকা টাকা করিবে—তোমার সব সদ্‌গুণ দূর হইবে, তুমি আমার টাকা আছে, আমার ভাবনা কি মুখে বলিবে, সর্ব্বদা তোমার প্রাণ পুড়িবে।

কামিনী কাঞ্চন ডুবিবার বস্তু নহে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতরে যিনি, যাঁহাকে লইয়া কামিনী কাঞ্চন মূর্ত্তি ধরিয়া ভাসে তাহাতে যাইতে হইবে। তবেই সংসারবৈশ্যেক সারা যিনি তাহাতে ডুবিতে হইবে—স্পষ্ট বস্তু মাত্র উপলক্ষ।

ঈশ্বর ভাবনা করিবে কিরূপে জান? জগতে যত ধর্ম্ম আছে সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বর ভাবনা কিছু না কিছু আছে। কিন্তু কেহ যদি ঈশ্বরের একদেশ মাত্র ভাবনা করে, অপরে আর একদেশ, তৃতীয়ে আর, তবে সবাই সত্য বলিলেও—ইহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বড়ই বিবাদ করিবে—ধর্ম্মের জন্য পৃথিবী মানুষ রক্তে পশু রক্তে প্লাবিত হইবে। উপস্থিত পৃথিবী দেখ—কি হইতেছে বুঝিবে। সকল ধর্ম্মই খড়্গ ধরিয়া মারিয়া কাটিয়া অন্য ধর্ম্মকে নিজের বশ করিতে ছুটিতেছে। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পারসী, কতকিত উঠিয়াছে—ইহারা কেহ কি কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছে। আবার প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া আধুনিক শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব, গৌড়ীয় আরও কতকিছু উঠিয়া কেমন হাহাকার করিতেছে। সকলেই সকলকে নিজের মত আনিতে ঢাল তরোয়াল খুলিতেছে, কলে কৌশলে লোভ দেখাইয়া অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া, নিজের দলের উপকারিতা দেখাইতেছে। কিন্তু কয়জন দেখিতেছে উপকার কাহাকে বলে? উপ—নিকটে কার—করিয়া দেওয়া—শ্রীভগবানের নিকটে করিয়া দেওয়াই যে উপকার তাহা কাহার মাথায় খেলিতেছে? ভগবানকে পরিচয় করিয়াই বা কে দিতেছে—পরিচয় করিতে হইলে কি করিতে হইবে তাহাই বা কে দেখিতেছে বা দেখাইতেছে?

যে দেখাইবে এবং যাহাকে দেখাইবে—উভয়েরই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তৎ ত্বং—শোধন করা চাই।

"ত্বং" এর শোধন হবে তখন যখন সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানের জন্য করিতেছি মনে থাকিবে। কোন কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া করিনা। যা করি সবই তাঁর জন্য—তিনি করিতে বলিয়াছেন বলিয়া করি—জীবন আমার তাঁহার আজ্ঞা পালন জন্য। "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ"—সকল সময়ে স্মরণ কর

আর স্বধর্ম্ম পালন জন্য ভিতরে বাহিরে আলস্য, অনিচ্ছা, কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু, প্রকৃতি-দর্শন-ব্যগ্র ইন্দ্রিয়, মান, অভিমান, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ কর—হরি হরি স্মরণে হরি লালসে কর্ত্তব্য করিয়া যাও। এইরূপে যখন সব করিবে, কিন্তু একবারও স্মরণ ভুল হইবে না, তখন তোমার "ত্বৎ"পদার্থ শুদ্ধ হইল—তোমার কর্ম্ম শুদ্ধ হইল। তারপরে "তৎ"পদার্থ যে মায়ার সঙ্গে—পরা ও অপরা প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছেন, তুমি সেই "তৎ" এর স্বরূপটি জান, তবেই তোমার হৃদয়ে "তৎ"পদার্থের শোধন হইল। শুদ্ধ করিয়া দেখ—দেখিবে যিনি "তৎ" তিনিই "ত্বং"। এই একত্বই স্থিতি-পরমার্থ প্রাপ্তি।

ডুবিবে এই পরম পদে? "ত্বং" এবং "তৎ"কে বেশ করিয়া জানিয়া—"ত্বং" কে "তৎ" এ উঠাইবার জন্য রাম রাম করিয়া মনে আর অন্য চিন্তা উঠিতে দিওনা। যা দেখ, যা শুন, সবই সেই রাম সর্ব্বদা ইহা স্মরণ কর। কোথাও আর কিছুই নাই—সবই চৈতন্য। সব চৈতন্য স্মরণ করিয়া রাগ, দ্বেষ ত্যাগ কর। চিত্তশুদ্ধি লইয়া ধ্যান যোগে দুর্গাই আমি বা দুর্গার আমি অভ্যাস কর—করিয়া ডুবিয়া থাক। ইহাই সমস্ত।

স্মরণই শান্তির ঔষধ।

চৈতন্যকে না জানাই অবিদ্যা। অবিদ্যাই সকলকে দুঃখ দিতেছে। না জানা রূপ দুঃখ দৈন্যের মূল উৎপাটন কর স্মরণ দ্বারা। আমি দেহ এই ভাবনায় অনাস্থা করিয়া—অহং সীমাশূন্য তেজোময় আকাশের মত—ইহা নিরন্তর ভাবনা কর। কোন জ্যোতির্ম্ময় আকাশ ভ্রূমধ্যে শ্রীগুরু ধরাইয়া দিয়া থাকেন। পরিপূর্ণ জ্যোতিই ভিতরে—আবরণের ভিতর দিয়া তাঁহাকেই বিন্দুরূপে দেখা যায়। সব আবরণ সরাইতে পারিলেই তিনিই পূর্ণ। এইটি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া অহংকে দীর্ঘ কর, করিয়া পূর্ণ কর—সঙ্কল্প ক্ষয় হইল—জ্ঞানীর স্মরণ ইহাই। ইহা না পার ভক্তের স্মরণে আইস। ভক্তের স্মরণ অবলম্বন করিলেও শেষে জ্ঞানীর স্মরণে আসিতে হইবে তবে শান্তির ঔষধ মিলিবে।

ভক্ত বলেন "স্মরণে কোন ক্লেশ নাই"। আমি আমার অহংকে সীমাশূন্য জ্যোতির্ম্ময় আকাশ রূপে ভাবনা করিতে পারিনা—চেষ্টা করি—তথাপি হয়না—কি করিব?

জ্যোতির্ম্ময় রূপে আমি তোমার আছি—আমি তোমার হইয়া করিয়া দিব, তুমি আমাকে নিত্য সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ কর; প্রতি দুঃখে, প্রতি দৈন্যে, প্রতি অশান্তিতে, প্রতি আধি ব্যাধিতে, প্রতি সুখে, প্রতি সুবিধায়, প্রতি অসুবিধায়, প্রতি স্তুতিতে, প্রতি নিন্দাতে আমাকে স্মরণ কর—আমার দিকে চাইতে অভ্যাস কর। তোমার সব কথা আমাকে জানাও—সব অপরাধ আমাকে জানাও—সব গ্লানির কথা আমাকেই বল। নিত্যকর্ম্ম না পারিলে বল—পারিলেও বল কেমন? স্বাধ্যায়ে আমাকে বল—না পারিলেও আমাকে বল। আমি তোমার জন্য সর্ব্বদা আছি।

ভক্তের স্মরণ জন্য আরও কিছু ভাবনা নিত্য অভ্যাস কর। কি করিবে জান? ভ্রূমধ্যে যে জ্যোতি—নীল আকাশকে খণ্ডিত করিয়া চক্রাকারে যে জ্যোতি ভাসে—তার ভিতরে যে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু ভাসে সেই নীল আকাশ বেষ্টিত সেই জ্যোতি—তোমার ইষ্ট দেবতার স্মরণ—ইহা স্মরণ কর। তারপরে আরও স্মরণ কর—কোন্ অবস্থায় তোমার দেবতা পৃথিবীতে আসেন—পৃথিবীর কোন্ অবস্থা হইলে নিরাকার নরাকার রূপে আগমন করেন।

পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি দেখ পৃথিবীতে মৃত্তিকা। যাহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা দেখেন পৃথিবীও দেবতা। তাঁহারা ধ্যান করেন।

ওঁ চতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরিস্থিতাম্।
প্রসন্ন বদনাং চক্র-শূল শঙ্খং প্রধায়িণীম্॥

তাঁহারা আবাহন করেন—

ওঁ আগচ্ছ সর্ব্বকল্যাণি বসুধে লোক ধারিণী।
পৃথিবি লোক দত্তাসি কাশ্যপে নাভিবন্দিতে॥

এই পৃথিবী যখন পাপভারে ভরিত হইয়া যান, তখন দেবতাগণ ও ঋষিগণ সকলেই বড় কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ডাকেন। আচ্ছা রাম অবতারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হউক।

দেবতাগণ শ্রীভগবানকে ব্যথা জানাইলেন আর প্রার্থনা করিলেন—প্রভু নরাকার হইয়া তুমি পৃথিবীতে আগমন কর, আর এই দেব কণ্ঠক, এই ঋষি দ্বেষী, এই ধর্ম্ম দ্বেষী, এই আচা দ্বেষী, এই শাস্ত্রদ্বেষী দুর্ব্বৃত্তকে বিনাশ কর। শ্রীভগবান্ স্বীকার করিলেন, বলিলেন আরও অনেকে আমার জন্য প্রাণপাত করিতেছে—আমি শীঘ্রই অবতীর্ণ হইতেছি—তোমরাও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার

অপেক্ষা করিতে থাক। দেবতারাও "পর্ব্বত বৃক্ষ যোধিনঃ" হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রাদি ঋষি যজ্ঞ বিঘ্ন দূর করিবার জন্য তাঁহাকেই নিরন্তর ডাকিতে লাগিলেন—রাজা রাণী তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এদিকে কত যুগ ধরিয়া পাষাণী তাঁহার স্মরণে দিন রাত্রি কাটাইতেছে "আতপানিল বর্ষাদি সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরং" চণ্ডালিণী তাঁহার অপেক্ষায় কত ক্লেশ সহ্য করিতেছে, স্বয়ংপ্রভা ঘোরতর তপস্যায় প্রাণপাত করিতেছে, আবার যাহারা পৃথিবীর পাপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে, তাঁহারাও তাহাদের শুভ সময়ে নিজের অধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকেই জানাইতেছে—ঠাকুর তপস্যা করিয়া এই দেহ-টাকেই প্রায় অমর করিয়াছি—এই দেহটাই আমাকে অধর্ম্ম করাইতেছে—তোমার হাতে না মরিলে এই দেহ রাক্ষস আমাকে ছাড়িবেনা—আমি ইহার জ্বালায় বড়ই জ্বলিতেছি, তুমি আসিয়া আমার এই ব্যভিচারী সূক্ষ্মদেহ মনকে বিনাশ কর, এই সুবিধান্বেষী, সদাচার,—সদাহার—সৎশাস্ত্র দ্বেষী এই রাক্ষসী প্রবৃত্তি জড়িত দেহকে বিনাশ কর—এইভাবে নানা প্রকারের স্রোত একত্র মিলিয়া শ্রীভগবানকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করায়।

তুমি কূটস্থ জ্যোতিতে লক্ষ্য রাখিয়া রাম রাম করিতে করিতে এই ভাবে স্মরণ অভ্যাস কর—যতক্ষণ না রামায়ণের কোন ভাবে আইস, ততক্ষণ জপ কর এই ভাবে স্মরণ অভ্যাস কর আর সঙ্গে সঙ্গে সৎশাস্ত্রেও সৎসঙ্গে স্বরূপের কথা শ্রবণ কর, করিয়া একান্তে তাহাই মনন কর, আর ভ্রূমধ্য জ্যোতিকে দেখিয়া দেখিয়া ধ্যান কর—তোমার কোন ভাবনা নাই—নিশ্চিন্ত হইয়া—সুবিধায় অসুবিধায় ইহাই অভ্যাস করিয়া চল—হইবেই হইবে।

কর্ম্মী-ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধনা সঙ্কেত।

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীর লক্ষ্য ও প্রাপ্তি আত্মত্যাগ। অর্থাৎ বাহিরের আমিকে ভুলিয়া যাওয়া। কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া, ভক্ত উপাসনা করিয়া ও জ্ঞানী জ্ঞান-প্রাপ্ত হইয়া একস্থানেই উপস্থিত হয়। কর্ম্মার্পণ হইতেছে কর্ম্মীর জীবনের মূলমন্ত্র আমি তোমার, কর্ম্ম ও তোমার। বিনা স্মরণে কর্ম্মীর একটি নিশ্বাস

পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেকটি কর্ম্ম অর্পণ করিতে করিতে কর্ম্মীর ক্ষুদ্র "আমি" হারাইয়া যায়, থাকে শুধু "তুমি"।

আর ভক্ত ঠিক যেন তাঁর পাশার ঘুটি, কাঁচায় কাঁচি, পাকায় পাকি। ভগবান ছাড়া ভক্তের পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না। তুমি যা কর ঠাকুর বলিয়া ভক্ত নিশ্চিন্ত। এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ভগবান তাঁহাকে ভক্তের আমার বলিবার অধিকার দেন। ভক্ত দৃশ্য জগত ছাড়িয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রিয়তমকে প্রতীষ্ঠা করে। সেখানে সে তাহার আরাধ্যকে ইচ্ছামত সাজায়, পূজা করে, খেলা করে, ও রঙ্গ করে। ঠিক ভাবটি "কাঁধে করি কাঁধে চড়ি কার ক্রীড়ারণ" আহা সে যে অনন্তকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনন্ত হইয়া যায়, তাহার ভয় ভাবনা থাকে কি? ভক্তের উপাসনা বড় মধুর, ভক্তের দৃঢ় ধারণা যে অরূপের রূপলীলা তাহার জন্যই। ভক্ত মানস পূজায় গুচ্ছাগুচ্ছ পুষ্পে সুচারু ভূষণ রচণা করিয়া সুনিপুণ হস্তে তাহার প্রাণারামকে সাজায় ও অরূপের রূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তাহার সকল সাধের সমষ্টি চিরারাধ্য ইষ্টের নয়নে নয়ন বদ্ধ হইয়া যায়।

স্থির নয়নে ভেনু ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ইল পার।

এখানে ভক্তের আমিত্ব থাকে কি? এখানে ভক্তের সর্ব্বার্পণ হইয়া যায়। ভক্ত বলে কি দিব কি দিব বঁধু কি দিব তোমারে হে।

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে।
সর্ব্বস্ব তোমারে দিয়ে দাসী হয়ে রব হে॥

আর জ্ঞানী দৃশ্য প্রপঞ্চ মিথ্যা ইন্দ্রজাল জানিয়া আপত প্রতীয়মান আমিকে ত্যাগ করিয়া সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ যে তুমি তোমাকে প্রাপ্ত হয়!

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মসঃ
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

জ্ঞানীর কি সুন্দর অবস্থা! বিশ্বের সাম্রাজ্য জ্ঞানীর নিকট অতি তুচ্ছ। অত্যন্ত দুঃখেও তিনি ক্লিষ্ট হন না ও সুখেও হৃষ্ট হন না। আত্মাতে সদাই তুষ্ট। এখানেও আমি থাকিল না, থাকিল তুমি। স্বার্থপর ভালবাসিতে পারেনা, অনাসক্ত যে সেই ভাল বাসিতে পারে। ভগবান অনাসক্ত, তাই তিনি তাঁহার জগতকে এত ভালবাসেন। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অনাসক্ত হওয়া। কিন্তু

এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মী ও ভক্ত হইতে হয়। স্মরণাগত না হইলে স্মরণাগত প্রতি পালক তাঁহার স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু



শ্রীশ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমো গণেশায়
শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার তত্ত্ব।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল্,
ভূতপূর্ব্ব মুন্‌সেফ।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে, এই নিমিত্ত ইহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য হইয়াছে। দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের সমন্বয় হইতে পারেনা কি? কোন বিষয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ বহুমত থাকিলে, উহাদের তথ্য নিরূপণ দুষ্কর হইয়া থাকে, কোন্ মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, কাহাকেই বা ভ্রান্ত বলিয়া ত্যাগ করিব তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বক্তা—এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহার তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত নাই? প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধেই ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুমত আছে, তুমি কোন পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্ববাদিসম্মত মত দেখিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে না, প্রায় প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেই মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেই পরস্পর বিরুদ্ধ মত আছে বটে, কিন্তু অদৃষ্ট বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে যত মত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে তত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। দৈব বা অদৃষ্ট, অদৃষ্ট (unseen), স্থূল প্রত্যক্ষ-

গম্য নহে, এই নিমিত্ত দৈব বা অদৃষ্ট সম্বন্ধে পরস্পর বহু মতের আবির্ভাব হইয়াছে।

বক্তা—যে কোন পদার্থ হোক্, তাহার তত্ত্ব (তত্ত্ব শব্দের মূল অর্থ গ্রহণ করিলে উপলব্ধি হইবে) স্থূল প্রত্যক্ষগম্য নহে। অতএব বলা যাইতে পারে, পদার্থমাত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অতত্ত্বদর্শীদিগের মধ্যে মতভেদ থাকাই প্রাকৃতিক। তাপ, তড়িৎ, আলোক, মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) প্রভৃতি পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, বৈজ্ঞানিকেরা কি একমত হইতে পারিয়াছেন? তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে কত প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মতের আবির্ভাব হইয়াছে হইতেছে, তাহাত জান?

জিজ্ঞাসু—"পদার্থ মাত্রের তত্ত্ব অদৃষ্ট, স্থূল প্রত্যক্ষের অগম্য," এই সত্যের রূপ ইতঃপূর্ব্বে কোন দিন আমার চিত্তমুকুরে পতিত হয় নাই। "তত্ত্ব" শব্দের প্রায়ই ব্যবহার করি, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এতদিন ভাবি নাই।

বক্তা—শব্দের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও যথার্থ ব্যবহারের উপরিই যথার্থ জ্ঞান অবস্থান করে। মিল্, বেন্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষবৃন্দও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। মিল্, বেন্ প্রভৃতি সুধীগণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু "শব্দ" বলিতে বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, মিল্, বেন্ প্রভৃতি কোবিদগণ 'শব্দ' বলিতে ঠিক তৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই। নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ (Modern Evolution theory) এবং বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক সম্ভাষণে এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ ও মনন কর।

তত্ত্ব শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু—"তত্ত্ব" কাহাকে বলে, "তত্ত্ব" শব্দের মূল অর্থ কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—এ সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারি, তাহা বলিবার আমার বিশেষ আপত্তি নাই, তবে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং আশঙ্কা হয়, তুমি অধিককাল আমার কথাতে মনোযোগ করিতে পারিবে কি না। প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার (বিশেষতঃ এই মুমূর্ষু বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের চিত্ত ক্ষেত্রের) ক্রমশঃ শোচনীয় মলিন দশাই উপস্থিত হইতেছে। যাহা হোক্ অতিসংক্ষেপে (বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক না হয় এই ভাবে) তত্ত্ব পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

অভিধান বা কোষশাস্ত্রে "পরমাত্মা," "স্বরূপ," তত্ত্ব শব্দের ইত্যাদি অর্থ

উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "তৎএর ভাবতত্ত্ব" ("কিং পুনস্তত্ত্বম্ ? তদ্ভাবস্তত্ত্বম্"—মহাভাষ্য)। "তৎ" কি ?– বিস্তারার্থক "তন্" ধাতু হইতে "তৎ" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বিতত, বিস্তীর্ণ বা প্রপঞ্চিত হয় তাহা "তৎ"

"একমেবাদ্বিতীয়ম্ সৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥"—পঞ্চদশী

ছান্দোগ্যোপনিষদের "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশীকার প্রথমতঃ উদ্ধৃত শ্লোকটী দ্বারা উক্ত মহাবাক্যস্থ "তৎ" এই পদের (তৎ+ত্বম্+অসি=তত্ত্বমসি) অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ হইতেছে, প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নামরূপ বর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন এবং এখনও তিনি তদ্রূপেই বিদ্যমান আছেন। শ্রুতি সর্ব্বকার্য্যের কারণ, স্বয়ং অকারণ (কাহারও কার্য্য নহেন বলিয়া, অবিকৃতী বলিয়া, যাঁহার কোন কারণ বা পূর্ব্বভাব নাই, তিনি অকারণ) পরব্রহ্মকেই "তৎ" শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, "তত্ত্ব" প্রকৃত প্রস্তাবে এই তৎএর ভাব। "তত্ত্ব" শব্দটী যে কারণে অভিধানে পরমাত্মার বাচকরূপে ধৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা সুখ-বোধ্য হইবে।

"তত্ত্ব" শব্দের এই অর্থ অবগত হইবার পরে "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা" ও কার্য্যের পরম কারণ জিজ্ঞাসা যে, এককথা, "তত্ত্ব" ও "পরমকারণ"—পরমাত্মা—পরব্রহ্ম সমা-নার্থক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, অসঙ্গত নহে, তুমি বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবে না।

কার্য্যের কারণানুসন্ধানই যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ মূলক একমাত্র কার্য্য, যে কোন শাস্ত্র হোক, তাহাই যে, পদার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য, শাস্ত্র মাত্রেই "তত্ত্ব" শব্দের "পরম কারণ বা পরমাত্মা" এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই, কার্য্যের পরম কারণের অনুসন্ধান শাস্ত্রমাত্রের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে না। শক্তিহীনতাও অনেক স্থলে "তত্ত্ব" শব্দটীর প্রকৃত অর্থ পরি-গ্রহে বাধা দেয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যখন এইরূপ কারণ প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ কারণান্তর দ্বারা পিহিত (আচ্ছাদিত) নহে, যাহা অকার্য্য—অবিকৃতি যাহা পরম কারণ, কারণানুসন্ধান

তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক কার্য্যের পরম কারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে না পারিলে, কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না, প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না।

প্রতীচ্য দার্শনিক হ্যামিল্‌টন্ বলিয়াছেন, কার্য্যের কারণানুসন্ধানই দর্শন শাস্ত্রের (Philosophy) উদ্দেশ্য, এবং কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাবৎ পরমকারণকে দর্শন করিতে না পারা যায়, তাবৎ কারণানুসন্ধিৎসা বিনিবৃত্ত হয় না, কিন্তু দর্শন শাস্ত্র কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে পরম কারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবে না, দর্শন শাস্ত্রের পরম কারণের দর্শন প্রবৃত্তি চিরদির প্রবৃত্তি রূপেই থাকিবে, ইহা কদাচ চরিতার্থ হইবে না। চিন্তাশীল হ্যামিল্‌টনের এই কথা একেবারে মিথ্যা নহে।* বিষয়াসক্তি যুক্ত বুদ্ধি কদাচ সে পরম কারণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেনা, তাহা স্থির। তবে পরমাত্মা বা পরম কারণকে দেখিবার উপায় আছে, যথার্থ ভাবে বেদ ও বেদপাদ সম্ভূত শাস্ত্র সকলের চরণ সেবা করিলে, পরম কারণ বা পরমাত্মাকে দেখিবার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়।

পদার্থ মাত্রের তত্ত্ব পরমাত্মা হইলেও, ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে সমর্থ নহেন। কোন একটী কার্য্যের কারণ বা স্বরূপাবস্থার নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া, লোকে স্ব স্ব শক্তি বা প্রয়োজনানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি ক্রম সূক্ষ্ম অবস্থা বা পর্ব্বকে উহার স্বরূপাবস্থা বলিয়া, উহার পরম কারণ মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। পুরুষগণের বুদ্ধি বা প্রয়োজন ভেদই তত্ত্ব বিষয়ক মত ভেদের কারণ।

ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন "সতের সদ্ভাব এবং অসতের অসদ্ভাব অর্থাৎ তথ্য বা সত্যই তত্ত্ব"। "কিং পুনস্তত্ত্বম্? সতশ্চ সদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি,

*"Philosophy, guided by the principle of causality, finds itself on the path which leads from effects to causes and, thus seeks to trace up the series of effects and causes, until we arrive at causes which are not themselves effects. But these first causes or the first cause, philosophy cannot actually reach. Philosophy thus remains for ever a tendency—a tendency unaccomflished."—

Hamilton by John Veitch L. L. D. P. 37

অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।" (ন্যায় সূত্র ভাষ্য)।

বৈষম্য ভাব জাতের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার হইতেই বিজ্ঞানের (Science) উৎপত্তি হয় ("Science arises from the discovery of Identity amidst diversity"—The princeple of science)

আপাত দৃষ্টিতে উপলভ্যমান বৈষম্যভাব জাতের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব স্ব বুদ্ধি বা প্রয়োজনানুসারে কেহ এক, কেহ অনেক "তত্ত্ব" নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তপস্যা নির্দ্দগ্ধ কল্মষ সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তু তত্ত্ব—আবির্ভূত প্রকাশ ঋষিদিগের মধ্যে যে তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আপাত প্রতীয়মান মতভেদ লক্ষিত হয়, তাহা বোদ্ধব্য, উপদেশ্য বা শিষ্যদিগের হীন-মধ্য ও উৎকৃষ্ট অধিকার বিচার মূলক। সকলেই একেবারে পরম তত্ত্বের উপদেশ ধারণের অধিকারী নহেন, এই নিমিত্ত অপিচ ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ, পরম কারুণিক শিষ্য বৎসল, ঋষিগণ বোদ্ধব্য বা শিষ্যদিগের অধিকারানুসারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু---তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইহারা কোন্ পদার্থ? ইহাদের তত্ত্ব বা স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের "পরমাত্মাই ইহাদের স্বরূপ—ইহাদের তত্ত্ব" এই প্রকার উত্তর পাইলে, মানুষের যে, ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিপক্ষে কোন উপকার হয় না তাহা বলা বাহুল্য।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, তবে এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য, বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহের আবিষ্কার এবং তাহাদিগকে এক একটী তত্ত্ব বলিয়া অবধারণ, কি ব্যাবহারিক, কি পারমার্থিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি পক্ষেই হিতকর নহে। আমার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিও। তত্ত্বদর্শী, ঋষি বা সাক্ষাৎ কৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব (সাক্ষাৎ কৃত হইয়াছে, বিশিষ্ট তপশ্চরণ দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্ব যৎ কর্ত্তৃক) না হইলে, কোন পদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। "বিশিষ্ট তপশ্চরণ দ্বারা", এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইও না, "তপঃ" বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, এস্থলে ঠিক তদর্থে ইহার ব্যবহার করা হয় নাই। ভূয়ো দর্শন ও পরীক্ষা, ইহারাও 'তপঃ' শব্দের ব্যাপক অর্থের বহির্ভূত নহে, ইহা স্মরণ করিবে, বেদ শাস্ত্র ব্যাখ্যাত তপঃ শব্দের অর্থের স্মরণও মনন করিবে।

লৌকিক চক্ষু দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের দর্শন হয় না, অতীন্দ্রিয় পদার্থ অলৌকিক চক্ষুতেই পতিত হয়, "স্বর্গ," "অদৃষ্ট," "ধর্ম্মাধর্ম্ম," ইত্যাদি লৌকিক

প্রত্যাক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহের জ্ঞান আপ্তোপদেশ প্রমাণ দ্বারাই অর্জ্জিত হয়। ন্যায় সূত্র প্রণেতা মহর্ষি গোতম "আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ", এই সূত্র দ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি গোতম ইহাও বলিয়াছেন। কিথ্যা জ্ঞানের নিবর্ত্তনক্ষম তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি সমাধি বিশেষ দ্বারা হয়, যোগজ ধর্ম্ম দ্বারাই, সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বদর্শনের সামর্থ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে (সমাধি বিশেষাভ্যাসাৎ।"—ন্যায়দর্শন ৪।২।৩৬)। যাঁহারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তনপটু সমাধি বিশেষের যথা প্রয়োজনে অভ্যাস করেন না, যাঁহারা যথার্থ আপ্তোপদেশে কর্ণপাত করেন না, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা বর্দ্ধিত শক্তি স্থূলচক্ষুই যাঁহাদের একমাত্র দর্শন, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানকে বৃথাশ্রম মনে করেন, "আত্মা," "অদৃষ্ট," "পূর্ব্বজন্ম,", "পুনর্জ্জন্ম," "স্বর্গ," "দেবতা," "ঈশ্বর" ইত্যাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগম্য পদার্থ সমূহকে তাঁহারা প্রমের রূপেই অবধারণ করেন না। অতএব সূক্ষ্ম পদার্থ বা কোন পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াইত প্রাকৃতিক, স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে অধিক মত ভেদ না থাকিবারই কথা।

যাঁহারা আপ্তোপদেশে কর্ণপাত করেন না, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব কল্পনা, প্রাথমিক অসভ্য মানুষদিগেরই কার্য্য, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী (ধীমান হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ হেকেল প্রভৃতির কথা স্মরণ কর), তাঁহাদের মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থ নাই, আর যদি থাকে, তবে তাহাদের তত্ত্ব বিনির্ণয়ের চেষ্টা দ্বারা মানুষের কোন ইষ্টাপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলের তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা যাঁহাদের দৃষ্টিতে বৃথা শ্রম, সূক্ষ্ম পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার ত কোন কারণ নাই। বাৎস্যায়ন মুনির কথানুসারে বলিতেছি, তাঁহারাত অসৎকে অসৎ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের ত তত্ত্ব বিনিশ্চয় হইয়াছে, সংশয় সর্ব্বথা নিরস্ত হইয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্ম পদার্থের অনুসন্ধান করেন, সূক্ষ্ম পদার্থ বস্তুতঃ অসৎ নহে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, যথার্থতত্ত্ব দর্শনের অভাব নিবন্ধ তাঁহাদেরই মতভেদ হইবার কথা।

জিজ্ঞাসু—আপনি কি উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিতেছেন, আমি তাহা এখনও ভাল করে বুঝিতে পারিতেছি না। যে কোন পদার্থ হোক, তাহার "তত্ত্ব" যে সূক্ষ্ম, তাহার তত্ত্ব (তত্ত্ব শব্দের মূল অর্থকে লক্ষ্য করিতেছি) যে, ইন্দ্রিয়গম্য নহে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, বুঝিয়া আনন্দিত হইয়াছি, অতত্ত্ব-

দর্শীদিগের পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে, মতভেদ হওয়া প্রাকৃতিক, তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি? অপিচ জিজ্ঞাসা হইতেছে, অতীন্দ্রিয় বা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহের কথা কিরূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছে? যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, যাঁহারা আপ্তোপদেশকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না, অতীন্দ্রিয় পদার্থ যাঁহাদের দৃষ্টিতে অসৎ, কল্পনাগর্ভসম্ভূত, তাঁহাদিগ দ্বারা যে সূক্ষ্ম, অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সকলেরও অগম্য পদার্থ সমূহের নাম জগতে প্রচারিত হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাথমিক বা অসভ্য মানুষদিগের অপরিপুষ্ট মস্তিষ্কই কি, "অদৃষ্ট," "স্বর্গ," "আত্মা," "ঈশ্বর," "পূর্ব্বজন্ম" পরলোক অনাদি কর্ম্ম প্রভৃতি স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহের কথা জগতে প্রচার করিয়াছে? স্বচ্ছমস্তিষ্ক, সুসভ্য উন্নতমন্য নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের সুখবোধ্য হইলেও, প্রাথমিক অসভ্য মানুষদিগের অপরিপুষ্ট মস্তিষ্ক অদৃষ্টাদি সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহের নাম জগতে প্রচার করিয়াছে, এইমত আমাদের দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য।

বক্তা—স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি, তাহাত দুর্ব্বোধ্য নহে। "তাপ," "তড়িৎ," "আলোক" ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি, আমি তোমাকে পূর্ব্বে তাহা (স্পষ্টভাবে না হইলেও) জানাইয়াছি। তাপ, ((Heat) কোন্ পদার্থ, তড়িৎ কোন পদার্থ, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত বৈজ্ঞানিকগণই প্রতিভাভেদ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, অতএব বলা যায় না কি, স্থূল পদার্থ সকলের তত্ত্ব নিরূপণ বা উহাদের সূক্ষ্ম অবস্থার অবলোকন করিতে যাইয়াই, তত্ত্বদর্শনেচ্ছুগণ স্ব স্ব প্রতিভানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, উহাদের স্থূলরূপ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির বিশেষ মতভেদ হয় না। যে কোন পদার্থ হোক্ তাহার তত্ত্ব স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য নহে, আমার এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা কর। লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা (অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সমূহকে ভুলি নাই) যাহা নির্ণীত হয়, তদ্দারা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইলেও, ব্যক্তিমাত্রেই, অদৃষ্ট বশতঃ তাহাকে পদার্থের ঠিক তত্ত্ব মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। অতএব স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার বিশেষ কারণ নাই, পদার্থের তত্ত্ব বিচার করিতে বা সূক্ষ্ম অবস্থা দেখিতে যাইলেই, মতভেদ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দোষ বশতঃ যে, স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কার দোষ, অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের

কারণ। * অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ যত, স্থূল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ তত নহে, এখন এই কথার তথ্য নিরূপণের চেষ্টা কর। অতীন্দ্রিয় পদার্থের যথার্থ তত্ত্বান্বেষণের প্রবৃত্তি, এই বাহুল্যতঃ জড় বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কালে, এই নাস্তিকতার বিজয় দিনে অত্যল্প বক্তিরই হইয়া থাকে, পরলোকের (যাহা লোকাতীত, অর্থাৎ যাহা স্থূল প্রত্যক্ষ গম্য নহে, পরলোক বলিতে তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিতেছি বুঝিতে হইবে) তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা, একালে অধিক লোকের হয় না। নাস্তিকতার প্রবলতারদিনে, পরলোক বিষয়ক চিন্তা হইতেই পারে না। যাঁহাদের পরলোক—অতীন্দ্রিয় পদার্থে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারাই নাস্তিক, এই কথা মনে করিও। অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বেই যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের অসৎরূপে নিশ্চিত অদৃষ্ট, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের তত্ত্বদর্শন হইতে পারে না। যাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই হয় না, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—তবে অদৃষ্টাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবার কারণ কি ? অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ জন্মলাভ করিয়াছে কেন ?

বক্তা—অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের সংবাদ দাতা, অতীন্দ্রিয় পদার্থ দ্রষ্টা "ঋষি" বা সনাতন বেদ (ঋষি শব্দ বেদবুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়) ও তন্মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র সকল দ্বারাই জগতে স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় অদৃষ্টাদি পদার্থ সমূহের নাম প্রচারিত হইয়াছে, উহাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাথমিক অসভ্য মানুষের মস্তিষ্ক, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলের কল্পনা করিয়াছে, সুচিন্তাশীলের কাছে ইহা বালকোচিত অনুমান রূপে প্রতীত হওয়াই সম্ভব। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে অদৃষ্ট, আত্মা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের নাম ও বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক, উহাদের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায়, যাঁহাদের এইরূপ শ্রদ্ধা হইয়াছিল, তাঁহারাই অদৃষ্ট আত্মা ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বান্বেষণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ তাঁহাদিগ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। তাই বলিতেছি, যাঁহারা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রানুসারে যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের অদৃষ্টাদি পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কি ? যাহা অসৎরূপেই নিশ্চিত হইয়াছে, অতএব যৎ সম্বন্ধে একরূপ মত স্থির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইবে কেন ? 'ইহা কি,' ইহা 'এইরূপ ? না অন্যরূপ' ? এবম্প্রকার মতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভাভেদ নিবন্ধন মতভেদ হইয়া থাকে।

*"ইন্দ্রিয় দোষাৎ সংস্কার দোষাচ্চাবিদ্যা।"—বৈশেষিক দর্শন ৯।২ ১০

জিজ্ঞাসু—বেদ হইতেই যখন সর্ব্ববিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, বেদই যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলের আত্মপদেষ্টা, তখন বৈদিক আস্তিকদিগের মধ্যেও, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি, ইতঃপর এইরূপ জিজ্ঞাসারি উদয় হইতেছে।

বক্তা—তাহা হওয়াইত উচিত। "বেদ" কাহাকে বলে, এবং মতভেদের কারণ কি, যথার্থভাবে তাহা না জানিলে, এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে না। যথাস্থানে এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা বলিতে পারিব, তাহা বলিব। অধুনা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কি নিমিত্ত, দৈব বা অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছ? যে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানকে আধুনিক উন্নতম্মন্য, সমুন্নত ও সুসভ্য বোধে বহুজন কর্ত্তৃক বহুশঃ সমাদৃত পুরুষবৃন্দ, নিরর্থক বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তুমি যে তদ্বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে কৌতূহলী হইয়াছ, তাহার কারণ কি? উন্নতম্মন্য সভ্যজন সঙ্ঘের উপহাসাস্পদ হইতে চাহিতেছ কেন?

দৈব বা অদৃষ্ট এবং পুরুষকার বিষয়ক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইবার কারণ।

জিজ্ঞাসু—আপনার প্রতিভাতত্ত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়াছি, সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না হইলেও, উপলব্ধি হইয়াছে, মতভেদ প্রতিভা ভেদ মূলক, যাঁহার যাদৃশ প্রতিভা, তিনি তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, স্ব স্ব প্রতিভাকে (Bias) অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ কোন কার্য্য করিতে পারেন না, প্রাণি মাত্রেই স্ব স্ব প্রতিভানুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করে, স্ব স্ব প্রতিভাকে প্রমাণরূপে অবধারণ করিয়া থাকে। "পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন করে," প্রতিভা মালিন্য নিবন্ধন যাঁহারা এই সত্যের রূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, পান না, তাঁহাদিগকেও (স্পষ্ট, অস্পষ্ট যে ভাবেই হোক) বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার বা বাসনার সত্তা স্বীকার করিতে হয়। সংসার বা বাসনার সত্তা স্বীকার না করিলে, ব্যক্তিভেদে প্রবৃত্তি বা রুচিভেদের, জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ভেদের কোন কারণ স্থির করিতে পারা যায় না। মনোবিজ্ঞান (Psycholgy) যে, ভাবনা বা সংস্কার তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা পূর্ণ, আপনার ভাবনা তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা বিশদভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমার ধারণা হইয়াছে শাস্ত্র অদৃষ্ট বা দৈব বলিতে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কার, তাহা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি, তাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে অভিহিত

হইয়া থাকে। স্থূলের সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সূক্ষ্মভাবে—যোগ্যতা বা, শক্তিরূপে অবিদ্যমানের জন্ম—অভিব্যক্তি (Manifestation) হইতে পারে না। অতএব 'যে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানকে আধুনিক উন্নতম্মন্য, সমুন্নত ও সুসভ্য বোধে বহুজন কর্ত্তৃক বহুশঃ সমাদৃত পুরুষবৃন্দ, নিরর্থক বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তুমি যে, তদবিষয়ের তত্ত্ব জানিতে কৌতূহলী হইয়াছ, তাহার কারণ কি ? উন্নতম্মন্য সভ্যজন সঙ্ঘের উপহাসাস্পদ হইতে চাহিতেছ কেন ? আপনার এই প্রশ্নের, 'আমার প্রতিভা, আমার বাসনা, পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কার বা অদৃষ্ট আমাকে তাহা করিতে প্রেরণ করিতেছে বলিয়া, আমি তাহা করিতেছি, আমার বিশ্বাস ইহাই যথার্থ উত্তর।

বক্তা—আমার ঐ প্রশ্নের ইহাই যে, সংক্ষিপ্ত সদুত্তর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি হয়, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও অদৃষ্টের জিজ্ঞাসা, স্থূলের সূক্ষ্ম অবস্থাকে দেখিবার ইচ্ছা, ভিন্ন পদার্থ নহে।

দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্টের সিদ্ধি হয়, স্থূলই সূক্ষ্মকে দেখিবার ইচ্ছা উৎপাদিত করে, স্থূলকে দেখিয়া, তাহার সূক্ষ্মভাবকে, তাহার অব্যক্ত বা অদৃষ্ট (Unseen—invisible) অবস্থাকে, তাহার ব্যাপক রূপকে জানিবার চেষ্টা হইতেই তত্ত্বচিন্তকদিগের, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে। চক্ষুরাদি পঞ্চইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহারা কি ? মনুর সন্তান—মননশীল মানুষ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে কি ? কার্য্যের কারণানুসন্ধান ও দৃষ্টের অদৃষ্ট অবস্থার গবেষণা এক কথা নহে কি ? যাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, যাঁহারা স্থূলদর্শী বা নাস্তিক, তাঁহারা ভ্রান্ত, কি করেন, কেন করেন, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন না। যাঁহারা পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহারা কি ঔচিত্যের সহিত বলিতে পারেন, আমরা অদৃষ্টকে মানি না, অদৃষ্টের সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন অসভ্যোচিত কার্য্য। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক শিরোমনি বাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট ও পি, জি, টেট্ এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ বা স্মরণ কর। "আমরা যাহা দেখিতে পাই, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহা ব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত মূলক, তাহা অব্যক্ত কারণ প্রসূত"।

যে ইথার (Ether) নামক পদার্থকে একমতে ব্যক্ত বা দৃশ্য জগতের কারণ রূপে অবধারণ করা হয়, আমাদের বিশ্বাস তাহাই ব্যক্ত জগতের চরম কারণ বা সূক্ষ্মতম অবস্থা নহে, তাহারও পশ্চাৎ কারণান্তর আছে, সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে। ব্যক্ত জড় জগতের উপাদান কারণ অণু সমূহের আত্মাবস্থা কি, কেবল তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই যে, আমরা অব্যক্তের অভিসর্পণ, অব্যক্তের আশ্রয় করিতে চাই, তাহা নহে, যে সকল শক্তি ঐ জড় অণুপুঞ্জকে উত্তেজিত করে—প্রণোদিত করে, আমরা সেই সকল শক্তির তত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ্যও অব্যক্তের—সূক্ষ্মের অভিসর্পণ করিতে অভিলাষী। যখন যাহাকেই আমরা কোন কার্য্যের—কোন ব্যক্ত অবস্থার কারণ বলিয়া অবধারণ করি, কারণানুসন্ধায়িনী বুদ্ধি তখনি আমাদিগকে বলিয়া দেয়, অনুসন্ধান কর, ইহারও কারণ আছে, ইহারও সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে। ব্যক্ত জগতের পরিণাম যে চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে, উক্ত সুধীদ্বয় স্পষ্টাক্ষরে তাহা বুঝাইয়াছেন।* অতএব বলিতে পারি, বৈজ্ঞানিক শিরোমণি ষ্টুয়ার্ট ব্যালফোর ও পি, জি টেটের মতে অদৃষ্টের তত্ত্বানুন্ধান অসভ্যোচিত, নিরর্থক কার্য্য নহে, অদৃষ্টের অনুসন্ধানই প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য্য।

জিজ্ঞাসু—বৈজ্ঞানিক চূড়ামণি ষ্টুয়ার্ট ও টেটের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল, ইহাদিগকে অনেকতঃ শাস্ত্রীয় প্রতিভা বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হইল।

---

*" But again, we are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term, we desire to go back even further than other, which according to one hypothesis has given rise to the visible order of things. And again, we must resort to the unseen not only for the origin of the molecules of the visible universe, But also for an explanation of the forces which animate those molecules and not only so, but we are always carried back from one order of the unseen to another. "—The Unseen Universe, P. 198—199.

" Finally our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intellegent agency residing in the universe. "—P. 218.

"অদৃষ্ট" শব্দের বেদ-শাস্ত্রে যদর্থে ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে বিনা বাধায় বলা যায়, অদৃষ্টের তত্ত্বানুসন্ধান মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য, মানুষ মাত্রেই তাহা করিয়া থাকেন। বিবাদ হইবে "দৈব" কথা লইয়া, "দৈব" শব্দেরও, আমার বিশ্বাস, সর্ব্বদা শুদ্ধভাবে ব্যবহার হয় না। "দৈব" শব্দের অযথা অর্থে ব্যবহার হয় বলিয়াই, শাস্ত্র ব্যবহৃত দৈব পদার্থ লইয়া, এত বিবাদ হইয়া থাকে।

বক্তা—বহুবারই বলিয়াছি শব্দের যথার্থ অর্থ গ্রহণ এবং বিশুদ্ধ ব্যবহারই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎপাদক। "দৈব" পদার্থ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে, ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ ও যে, (পূর্ণ বা বিশুদ্ধভাবে না হইলেও), অদৃষ্টের অনুসন্ধান করেন, বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিকগণ ও অদৃষ্টের অনুসন্ধান করেন, বেদশাস্ত্রোপদিষ্ঠ দৈব পদার্থকে প্রকারান্তরে মানিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

সদাশিবঃ
শরণং।
নমোগণেশায়।
১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
সীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারাম তত্ত্ব কৌমুদী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্ঞানপারদর্শী মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে রাজর্ষি জনককে যাহা বলিয়াছিলেন।

জনক! "কুলপতির্জ্জগতামুপকারকঃ শ্রুতিবিদাং প্রথমো মুনিপুঙ্গবঃ।
বিধিসুত স্ত্বমসি প্রিয়কাঙ্ক্ষয়া কথয় যৎ প্রকরোমি তদেব হি॥"—রামগীত গোবিন্দ

বশিষ্ঠ।—"রাজর্ষে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ কিং নিযোজ্যং ময়া ত্বয়ি।
প্রক্ষালয় পদাম্ভোজং রামস্য পরাত্মনঃ॥"—

মহাবীর রঘূত্তম শ্রীরামচন্দ্র যখন সর্ব্ব রাজন্যবর্গের গর্ব্বহর হরকোদণ্ডকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তী যেরূপ ইক্ষুদণ্ডকে বিখণ্ডিত করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বিখণ্ডিত করিলেন—

("আদায় দক্ষিণে পাণৌ মহাবীরো রঘূত্তমঃ।
খণ্ডয়ামাস কোদণ্ডমিক্ষুদণ্ডমিবদ্বিপঃ॥"—রামগীত গোবিন্দ)

তখন রাজর্ষি জনক বিস্ময় ও হর্ষ পূর্ণ হৃদয়ে বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের কুলপতি—পুরোহিত, আপনি জগতের উপকারক, আপনি বেদজ্ঞগণের মধ্যে প্রথম (মুখ্য), মুনিদিগের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, এবং আপনি ব্রহ্ম-তনয়, অতএব আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কিরূপে ইহাঁর সৎকার করিব, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন। বশিষ্ঠদেব রাজর্ষি জনকের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষে! তোমাকে আমার আর কি বলিবার আছে? তবে তুমি যখন আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিতেছ, তখন আমি বলিতেছি, 'তুমি পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের পদকমল প্রক্ষালন কর।'

শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা।

বক্তা—রামায়ণে (বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে) উক্ত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা।

জিজ্ঞাসু—"শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা", আপাততঃ ইহা যেন অর্থশূন্য কথা বলিয়াই, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই মনে হয়। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের আবার পিতা কে হইতে পারেন? যে কালকে জন্য পদার্থ মাত্রের জনক বলা হয়, যে কালকে জগতের আশ্রয় বলা হয়, * শ্রীরামচন্দ্র সেই কালের পিতা, ইহার প্রকৃত আশয় কি?

বক্তা—তুমি কি রামায়ণ পড় নাই?

জিজ্ঞাসু—অনেক বার পড়িয়াছি, এখনও পড়িয়া থাকি, রামায়ণ আমার নিত্য পাঠ্য। বহুবার নিবেদন করিয়াছি, রামায়ণই আমার বেদ, রামায়ণই আমার শরণ্য, রামায়ণকে আশ্রয় করিয়াই, আমি জীবিত আছি, রামায়ণ আমার ইহলোকের পরমবন্ধু, পরলোকেও রামায়ণই, আমার বিশ্বাস আমাকে রক্ষা করিবেন। বেদ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই। অসাধারণ যোগবল সম্পন্ন (যিনি সমুদ্রকে আচমন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) বেদজ্ঞ মহর্ষি অগস্ত্য বলিয়াছেন, রামায়ণ বেদেরই

* "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়োমতঃ।"—ভাষা পরিচ্ছেদ

রুচির রূপ, প্রাচেতস (বাল্মীকি) হইতে সাক্ষাৎ বেদই রামায়ণাত্মাতে আবির্ভূত হইয়াছেন ("বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা। তস্মাদ্রামায়ণং দেবি! বেদ এব ন সংশয়ঃ।"—অগস্ত্যসংহিতা)।

বক্তা—ইহা লোকশঙ্কর শঙ্করের কথা, শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীকে এই কথা বলিয়াছিলেন, শঙ্করের কথাই অগস্ত্যসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে। যাহা বলিতেছিলে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমি তা'ই রামায়ণকে আশ্রয় করিয়াছি, আমার এই জন্য দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, রামায়ণ পড়িলে, আমি বেদ পাঠের ফল পাইব। তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ? আপনি যে নিমিত্ত আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি। ভালই হইল, আমার এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, আজ তাহা পূর্ণ হইবে।

বক্তা—তোমার কি জিজ্ঞাসা আছে?

জিজ্ঞাসু—পিতামহ (হিরণ্যগর্ভ) কর্ত্তৃক প্রেরিত "কাল" বিশ্বপালক ভগবান্ শ্রীরাম চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, হে বীর! আপনি আপনার পূর্ব্ব সদ্ভাবে যে আমাকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্ব্বসংহারক ভবদীয় পুত্র কাল। * ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বসদ্ভাবে মায়ার গর্ভে কালকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই রামায়ণী কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—রামায়ণে যে এই কথা আছে, তাহা তোমার জানা ছিল, তবে তুমি, "শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা," আমি এই কথা বলাতে বিস্মিতবৎ হইয়াছিলে কেন? যেন অশ্রুত পূর্ব্বকথা কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিলে কেন?

জিজ্ঞাসু—বর্ত্তমান কালে এই জাতীয় কথা শুনিলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, আমার মনে তদ্রূপ ভাবের উদয় হয় নাই, যে রামায়ণকে আমি বেদ বলিয়া শ্রদ্ধা করি, আমার ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণ হেতু বলিয়া বিশ্বাস করি, সে রামায়ণের কথাকে আমি কি কখন অর্থ শূন্য বলিয়া, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি? রামায়ণে যে এই কথা আছে,

---

*"তবাহং পূর্ব্বসদ্ভাবে পুত্র পরপুরঞ্জয়। মায়া সম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহর॥"—রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড।

তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু আমি এই দুর্ব্বোধ্য কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। রামায়ণের এই কথা শুনিয়া ইদানীন্তন শিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই যে, ইহাকে অর্থশূন্য কথা বলিয়া মনে করিবেন, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি আপনার মুখ হইতে এই রামায়ণী কথা শুনিয়া, তাই বর্ত্তমান কালোচিত ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন, রামায়ণের এই গম্ভীরার্থক কথার আশয় কি, তাহা জানাই আমার উদ্দেশ্য।

"শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা" এই বাক্যের অভিপ্রায়।

বক্তা—"কাল" চৈতন্যাধিষ্ঠিত মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম। "পূর্ব্বসদ্ভাব" শব্দের অর্থ সত্তারূপ ব্রহ্মসদ্ভাব। সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বমহিম প্রতিষ্ঠ এক অদ্বিতীয় সত্তা স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন ("সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। পরব্রহ্মই শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব সদ্ভাব। সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ, নয়নাভিরাম রামরূপের একান্ত দর্শন পিপাসু ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছা পূর্ত্তির নিমিত্ত, দুষ্টকর্ম্মকারী লোক বিদ্রাবণ, দুর্জ্জয় রাবণাদির বিনাশ পূর্ব্বক সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের যে সদ্ভাব, তাহা "পরব্রহ্ম," "পরমাত্মা," "পরমেশ্বর" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের কর্ম্ম পরিপাক জনিত সম্বন্ধ বশতঃ সর্ব্ব দেবতাত্মক পরব্রহ্মের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা সিসৃক্ষা (জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা)—অবস্থাপন্না মায়া শক্তি পরব্রহ্মের জায়া।

জিজ্ঞাসু—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে পরমাত্মার জায়া বলা হইয়াছে কেন? বেদে কি, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে পরব্রহ্মের "জায়া" রূপে রূপিত করা হইয়াছে?

বক্তা—অথর্ব্ববেদ সংহিতাতে স্পষ্টাক্ষরে তাহা করা হইয়াছে। অন্য কোন বেদে তাহা করা হয় নাই, আমার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইওনা।

মায়াশক্তিকে পরব্রহ্মের জায়া বলিবার কারণ।

মায়ার গর্ভেই বিশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, মায়াকে এই নিমিত্ত পরব্রহ্মের "জায়া" বলা হইয়াছে। "জায়া" শব্দের বুৎপত্তি বা মৌলিক অর্থ কি, তাহা

স্মরণ কর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, পতি পুত্ররূপে স্বীয় পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত জায়ার "জায়া" নাম হইয়াছে। * পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে বলিয়াছেন, অখিল জগৎ, সৃষ্টি করিবার অবস্থাপন্না পারমেশ্বরী মায়া নাম্নী শক্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, মায়া বা প্রকৃতিকে এই নিমিত্ত পরব্রহ্মের "জায়া" বলা হইয়াছে ("জায়তেঽস্যাং সর্ব্বং জগৎ ইতি মায়া সিসৃক্ষাবস্থাপন্না পারমেশ্বরী মায়া শক্তিঃ।"—অথর্ব্ববেদভাষ্য)।

"যন্মন্যুর্জায়ামাবহৎ সংকল্পস্য গৃহাদধি।
ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ॥"—

অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।১০।১

বেদে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে পরব্রহ্মের জায়ারূপে রূপিতা করা হইয়াছে কি না, অথর্ব্ববেদ উদ্ধৃত মন্ত্রটী দ্বারা তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। †

জিজ্ঞাসু—রামায়ণে যে নিমিত্ত কালকে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব সম্ভাবের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত সুখী হইলাম। অবিক্রিয় (বিকার রহিত), চিদেক রস পরমাত্মার, মায়াশক্তির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে, "আমি বহু হইব," এই প্রকার সংকল্প হইতে পারে না। পরমেশ্বরের, 'আমি বহু হইব,' এই প্রকার সংকল্প হইবার পর, তিনি কালকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন করিলেন, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্যে 'কাল' কিরূপ সহায়তা করেন? 'কাল' কোন পদার্থ?

বক্তা—কালের স্বরূপ সম্বন্ধে তুমি পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছ (দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার তত্ত্ব নামধেয় সম্ভাষণে), তাহা হইতে (একটু ধ্যান করিলে,) তোমার এই প্রশ্নের তুমি স্বয়ংই সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। "কাল" অনুজ্ঞা—প্রবর্ত্তনারূপ অনুমতি ও প্রতিবন্ধ (বাধা, অবরোধ) দ্বারা সংসারের সৃষ্টি,

---

*"পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা সমাতরম্। তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে। তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩

† "স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য পরব্রহ্মণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকায়া মায়াশক্তেশ্চ প্রাণিকর্ম্মপরিপাকজনিতসম্বন্ধবশাজ্জায়মানা সোকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা যা পারমেশ্বরী সিসৃক্ষাবস্থা সা লৌকিক বিবাহত্বেন রূপ্যতে।"—অথর্ব্ববেদ ভাষ্য।

স্থিতি, সংহার এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহের নির্ব্বাহক। আম্রাদি বৃক্ষ সমূহের ফল প্রসব শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, ইহারা সর্ব্বদা ফল প্রসব করিতে পারে না, ইহাদিগকে কালের অনুজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয়। জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, ও বিনাশ, এই ষড়বিধভাব বিকার কাল শক্তির অধীন। বিশ্বের জন্মাদি বিকার যে, যুগপৎ হয় না, ক্রমানুসারে হয়, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।* বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও যে, যুগপৎ হয়না, পরিণাম মাত্রেই যে, ক্রম পরিণামী, তাহা তুমি জান, কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যুগপথ হয় না কেন, পরিণাম মাত্রেই যে, ক্রম পরিণামী তাহার হেতু কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? কালের স্বরূপ যথার্থভাবে অবলোকিত না হইলে, এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমীচীন সমাধান হইতে পারেনা। কাল সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে, "দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার তত্ত্ব" নামক সম্ভাষণে কালের স্বরূপ যথা প্রয়োজন বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি ও নাগেশভট্ট বলিয়াছেন, সকল বিকার বা কার্য্যশক্তিকে (কারণগর্ভে বিদ্যমান থাকিলেও) কালের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, কাল যখন ইহাদিগকে কার্য্য করিতে অবসর দেন, তখন ইহারা কার্য্য করে, কাল যখন নিষেধ করেন, তখন ইহারা নিবৃত্ত ক্রিয় হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিলে জানিতে পারিবে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বা নিয়তিই কাল শক্তি। "পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বা নিয়তিই কালশক্তি," যোগবাশিষ্ঠের এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ সুসাধ্য নহে।

অথর্ব্ববেদে কালের স্বরূপ

কাল স্বর্গের উৎপাদক, কাল পৃথিবীর জনক, বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত এই ত্রিবিধ জাগতিক অবস্থার কালই প্রবর্ত্তক, কালই ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই দ্বিবিধ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ভূতজাত কালে অধিষ্ঠিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহ কালাশ্রিত, কাল সর্ব্বেশ্বর, কাল প্রজাপতির পিতা, কাল বিশ্বজগতের প্রবর্ত্তক, কাল হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে। কাল নিখিল ভুবনের পোষণ বা ধারণ কর্ত্তা, কালই সমগ্র ভুবন ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, পিতৃরূপেও তিনি, আবার পুত্ররূপেও তিনি, অর্থাৎ কালই

---

* "পূর্ব্বসম্ভাবে—সত্তারূপ ব্রহ্মসদ্ভাবে করিষ্যমাণ সংসারস্যানুজ্ঞাপ্রতিবন্ধাভ্যাং সৃষ্টি-স্থিতি সংহার নিগ্রহানুগ্রহ নির্ব্বাহক মায়ায়া পরিণাম ইতি"—নাগেশভট্ট কৃত মঞ্জুষা

বিশ্বকারণ এবং কালই বিশ্বকার্য্য। * বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবে, অখণ্ড দণ্ডায়মান এবং কলনাত্মক, কালের এই দ্বিবিধ রূপ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও অথর্ব্ববেদে কালের এই দ্বিবিধ রূপই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি স্বল্প এবং দিবস পক্ষাদি বৃহৎ কালাবয়ব সমূহ দ্বারা সমারূঢ়—সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়াতে সম্বৎসর প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে, মূর্ত্তকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু অধিসত্ত্ব—অর্থাৎ মূর্ত্ত বা ব্যাবহারিক কালের যিনি উৎপাদক, শ্রুত্যন্তরে "কাল-কাল" এই নামে যিনি লক্ষিত হইয়াছেন, সেই চিন্ময় পরমাত্মা, শাস্ত্র দৃষ্টিভিন্ন অন্য দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হন না ("অণুভিশ্চ মহদ্ভিশ্চ। সমারূঢ়ঃ প্রদৃশ্যতে। সম্বৎসরঃ প্রত্যক্ষেণ। নাধিসত্ত্ব প্রদৃশ্যতে।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থেও অখণ্ড দণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক ভেদে কালকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে কাল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থিতি-ও-নাশ কারণ, যে কাল অমূর্ত, তাহা অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, এবং যে কাল, জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যে কাল নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক বা খণ্ডকাল। ভগবান্ ধন্বন্তরিও কালকে স্বয়ম্ভু, অনাদি-মধ্য-নিধন বলিয়াছেন ("কালো হি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভুরনাদিমধ্যনিধনোঽত্র" * * *—সুশ্রুতসংহিতা)।

সূর্য্যকে কালাত্মা ও কালচক্র প্রণেতা বলা হইয়াছে কেন ?

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কলনাত্মক কালের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে—'সূর্য্য স্বীয় সন্তাপনী শক্তি দ্বারা জগৎকে নিরন্তর সন্তপ্ত করিতেছেন, জগৎ এইজন্য নিরন্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যদি কোন দ্রব্যকে উত্তাপিত

---

* "কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমা পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বিতিষ্ঠতে॥
কালে হ বিশ্বাভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি।
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্॥
কালে হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ।
তেনেষিতং তেনজাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।"—
অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯।৫৩।৫-৯

করা হয়, তাহা হইলে তাপের তারতম্যানুসারে উত্তাপিত দ্রব্যের অণুপুঞ্জের গতি বৃদ্ধি হয়, সন্তাপ বিশিষ্ট দ্রব্যের আণবিক বিশ্লেষণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়, দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণ শক্তি শিথিল হয়, উহার ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাগত পরিণাম হয়। ইহাকেই "পাক ক্রিয়া" বলে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক তা'ই বলিয়াছেন, 'সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূতজাতোপরি তাপ প্রদান করাতে, যে পাক ক্রিয়া হইতেছে, সেই পাক ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কাল বিশেষ নিশ্চিত হইয়া থাকে ("সূর্য্যোমরীচিমাদত্তে সর্বস্মাদ্ভুবনাদধি। তস্যাঃপাক বিশেষেণ। স্মৃতং কাল বিশেষণম্॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)।

মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব, "কাল পরিমাণিনা" (পা ২।২।৫) এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'যাদ্দারা তরু, লতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমদ্ দ্রব্যজাতের কদাচিৎ উপচয়, কদাচিৎ অপচয় লক্ষিত হয়, তাহাকে "কাল" বলে। "কাল" যদিও নিত্য, এক অখণ্ড, বিভু পদার্থ, তথাপি উপাধিক (Conditional) ভেদ নিবন্ধন সর্ব্বগত আকাশবৎ ইহাঁর ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উপাধি যুক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীমান হয়েন। কাল, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, দিবসরূপে, একরূপ ক্রিয়া যুক্ত হইলে, রাত্রিরূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, বৎসররূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, যুগ রূপে বিশেষিত হইয়া থাকেন। কাল কিরূপ ক্রিয়াযুক্ত হওয়াতে দিবসাদি রূপে বিভক্ত হ'ন? মহাভাষ্যকারের উত্তর, আদিত্যাদির গতি বিশেষরূপ ক্রিয়া যুক্ত হইয়া, ইনি দিবসাদি ভেদে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। আরিস্ততাল্ (Aristotle) কালের স্বরূপ চিন্তা করিয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। আরিস্ততাল্ বলিয়াছেন, দেশ ও কাল এই দুইটীই সর্ব্বপ্রকার গতির সার্ব্বত্রিক উপাধি (Universal Condition)। গতির (Motion) পৌর্ব্ব পর্য্যাত্মক মাণকে আরিস্ততাল্ "কাল" (Time) বলিয়াছেন। গ্রহগণের সমচক্রাবর্ত্তই (Uniform Circular motion) কালের পরিমাণাবধারণের উপযুক্ত প্রমাণ। ভাষা পরিচ্ছেদের বা বৈশেষিক দর্শনের কথা স্মরণ কর। ষ্টোয়িকদিগের (Stoics) মতে জগতের গতি সন্তানই (Extention of the motion of the world) "কাল" পদার্থ। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ত'ই ইহা অসীম ("It is infinite both in the direction of the past and of the future")। লাইব্‌নীজ (Leibnitz) পরিণাম বা ঘটনা পুঞ্জের ক্রম পারম্পর্য্যকে কাল (Time) বলিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরির "ক্রমই কালের ধর্ম্ম" (ক্রমোহি

ধর্ম্মঃ কালস্থ * * *) এই কথা মনে কর। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন—সর্ব্বপ্রকার সহজ বুদ্ধির (Intuitions) কালই অভিব্যক্তি হেতু, কালই আশ্রয়, জন্য পদার্থ জীবের কালই জনক। ভিন্ন-ভিন্ন কাল, এক কালেরই উপাধিক ভেদ।

কলনাত্মক কাল ও পরিস্পন্দনাত্মিকা (Vibratory) ক্রিয়া বা গতি (Motion) এক পদার্থ। সূর্য্যই যে, জগতের সবিতা, সূর্য্যই যে, জগতের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া শক্তির মূল, সূর্য্যই যে রাসায়নিক (Chemical) ও ভৌতিক (Physical) পরিণামের কারণ, আধুনিক বিজ্ঞানও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (" It is interesting to note that all or almost all energy now available has been derived at some time or other from the Sun"—Properties of Matter by C. . JL. Wagstoff M. A.)। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোল্‌জের সূর্য্য সম্বন্ধীয় কথা স্মরণ কর। সূর্য্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা, ইনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের স্বরূপভূত, ইনি অখিল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কার্য্যবর্গের কারণ ("সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"—ঋগ্বেদসংহিতা)। সূর্য্যকে যে নিমিত্ত কালাত্মা বা কালচক্র প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে, "সবিতা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল।

কাল সম্বন্ধে এস্থলে এত কথা বলিবার কারণ।

কাল সম্বন্ধে এস্থলে এত কথা বলিলাম কেন, তোমার মনে কি এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই ?

জিজ্ঞাসু—আমার মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠে নাই, আমি নিবিষ্ট চিত্তে আপনার উপদেশ শ্রবণ করিতেছি, অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্রকে যে কালের পিতা বলা হইয়াছে, সে কালের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে, "শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা," শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব সম্ভাব হইতে কালের জন্ম হইয়াছে, এই রামায়ণী পবিত্র কথার অভিপ্রায় যথার্থ ভাবে জানা সম্ভব হয় কি ? আমার মনে হইতেছে, কাল সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শ্রবণ করিতে হইবে, এসম্বন্ধে বহু সংশয়ের নিরসন করিতে হইবে। রামায়ণকে যাঁহারা অসভ্যাবস্থার অপরিপুষ্ট কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, রামচন্দ্র যাঁহাদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ, তাঁহাদের ভাল না লাগিলেও, আপনার এই সকল কথা আমার অমৃতোপম মনে হইতেছে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, জগতের

ইতিহাস সম্যগ্রূপে জানিতে হইলে, কলনাত্মক কালের তত্ত্ব জানিতেই হইবে। যাহাতে ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয় চক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রের আবর্ত্তন এবং কোন্ চক্রের আবর্ত্তনের কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম সকল সংঘটিত হইয়া থাকে, তদুপদেশ আছে, তাহাই বিশ্বের পূর্ণ ইতিহাস। এই অবিকলাঙ্গ ইতিহাস কি অন্য কোন দেশে আছে? থাকা ত দূরের কথা, ইতিহাসের এইরূপ পূর্ণ চিত্র কল্পনাতূলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারেন, ভারতবর্ষ ভিন্ন এপর্য্যন্ত অন্য কোন দেশে তাদৃশ কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, "বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস," আহা! যে দিন এই অমূল্যোপদেশের প্রকৃত আশয় কি, তাহা উপলব্ধি হইবে, সেই দিন জীবন সার্থক হইল মনে করিব। পূর্ণভাবে কালের তত্ত্ব দর্শন না হইলে কি, আপনার এই সকল পরম হিতকর উপদেশের মূল্য কত, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়? কালের স্বরূপ দর্শন না হইলে, কি, শ্রীরামচন্দ্রের (যাঁহাকে কালের পিতা বলা হইয়াছে) স্বরূপ জানিতে পারা যায়? কালের স্বরূপ দেখিতে না পাইলে কি, কালভয় নিবারিত হইতে পারে? আহা! শ্রীরামচন্দ্র কাল-কাল, শ্রীরারচন্দ্র কালের পিতা, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে, এই কথার মর্ম্ম যথাযথভাবে উপলব্ধ হইলে, আমি যে কৃতকৃত্য হইব, আমি যে নির্ভর হইব, আমি যে সদানন্দ-ময় হইব, আমি যে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণাভিরাম রামপদে লুণ্ঠিত-বিলুণ্ঠিত হইতে সমর্থ হইব। আপনি বলিয়াছেন জীবগণ দিবসে কর্ম্ম করে, রাত্রিতে নিদ্রা যায়, সূর্য্যদেব যথা কালে যথা নিয়মে উদিত হ'ন, যথাকালে যথা নিয়মে অস্তমিত হইয়া থাকেন, কোন জীবের দৈনন্দিন কর্ম্ম শেষ হয় নাই বলে, সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতে বিলম্ব করেন না, তোমার কর্ম্ম শেষ হোক্ আর নাই হো'ক্, কাল যথানিয়মে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করেন, কাহার ও জন্য প্রতীক্ষা করেন না। শাস্ত্র এই নিমিত্ত সুহৃদ ভাবে মধুর বচনে উপদেশ করিয়াছেন, যাহা কল্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি অসম্ভব না হয়, তবে অদ্যই তাহা কর, অপরাহ্ণে যাহা করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছ, তাহা (যদি পার) পূর্ব্বাহ্ণে সম্পাদন কর, কারণ তোমার কর্ত্তব্য কৃত হোক্ বা না হোক্ মৃত্যু যথা সময়ে তোমাকে গ্রহণ করিবেনই, কালের কেহ প্রিয় বা দেষ্য নাই, নিয়তিকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, সর্ব্ব সমাহর কাল স্বীয় পিতাকেও যথা কালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। "কাল স্বীয় পিতাকেও যথাকালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না," আপনার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা

ভাল বুঝিতে পারি নাই। কালের পিতা কে, অগ্রে তাহাই স্থির করিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম শ্রীরামচন্দ্রই কালের পিতা। রামায়ণ পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, কাল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'দেবতাদিগের বিপদ্ উপস্থিত হইলেই আপনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। যখনি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনি আপনি ধর্ম্ম স্থাপনার্থ বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। হে বিশ্বপতে! এইজন্য দশাননকে নিধন পূর্ব্বক ভীত ও উপদ্রুত প্রজাগণের শান্তি সংস্থাপনার্থ আপনি রামরূপে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে, একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, আপনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। এখন আপনার সেই কাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আপনাকে ইহা বিজ্ঞাপন করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে। মহারাজ! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যদি আপনার আরো কিছুকাল এইভাবে, প্রজা পালন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আপনি এই মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করুন, আর যদি অমরধামে গমনের বাসনা হইয়া থাকে, তবে বিষ্ণুরূপে দেবতাদিগকে পুনর্ব্বার সনাথ করুন, তাঁহারা বিগত জ্বর হোন্, আপনার বিষ্ণুরূপে আগমন সমস্ত দেবতার সুখজনক হোক্।' * রামায়ণের এই কথা পাঠ পূর্ব্বক আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বিষ্ণুও কি কালের অধীন? তাঁহাকেও কি কালের অনুজ্ঞা ও প্রতিবন্ধানুসারে কর্ম্ম করিতে হয়?

বক্তা—তোমার এই জিজ্ঞাসা ত রামায়ণই বিনিবৃত্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মা, কাল দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'যদি আপনার মর্ত্ত্যধামে আরো কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আপনি এইখানে থাকুন, আর যদি তাহা না হয়, তবে পূর্ব্বসংকল্পানুসারে স্বধামে, বিষ্ণুরূপে প্রত্যাগমন করুন। এতদ্দ্বারা

* "যদি ভূয়ো মহারাজ প্রজা ইচ্ছস্যুপাসিতুম্। বস বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ॥ অথ বা বিজিগীষা তে সুরলোকায় রাঘব। সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥ শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তং বাক্যং কালসমীরিতম্। রাঘবঃ প্রহসন্বাক্যং সর্বসংহারমব্রবীৎ॥ শ্রুত্বা মে দেব দেবস্য বাক্যং পরমমদ্ভুতম্। প্রীতির্হি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভবা। ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্য্যার্থং মম সম্ভব। ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ॥ হৃদ্গতো হ্যসি সংপ্রাপ্তো ন মে তত্র বিচারণা। ময়াহি সর্ব্বকৃত্যেষু দেবানাং বশবর্ত্তিনাম্॥ স্থাতব্যং সর্বসংহার যথা হ্যাহ পিতামহঃ।"—শ্রীমৎবাল্মীকি রামায়ণে উত্তরাকাণ্ড সর্গ ১০৪।

কি ভগবানের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয় নাই ? তিনি যে, আমাদের ন্যায় কালের অনুজ্ঞা ও প্রতিবন্ধের অধীন নহেন, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায় না কি ? আর এক কথা, ভগবান ত স্বয়ংই নিয়ম করিয়া আসিয়াছিলেন, একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যধামে থাকিবেন, অতএব এই কালপূর্ণ হইলে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ পূর্ব্বক তিনি স্বধামে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কালের অধীন মনে করিতেছ কেন ? ভগবান্ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন, স্বএর—স্বকৃত নিয়মের অধীন। রাজা স্বয়ং নিয়ম করিয়া, যদি তাহার অনুবর্ত্তন করেন, স্বীয় নীতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার স্বাধীনতা ব্যাহত হয় কি ? ঈশ্বর শক্তি সত্ত্বেও নিজ নিয়মের মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না, পুত্রের (কালের) সম্মান রক্ষা করেন। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় কালের অধীন বলাতেও ঈশ্বরের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে, কারণ কাল তাঁহা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন। কাল সর্ব্বসংহারক, কাল যথা কালে সকলকে সংহার করেন, সংহার করিয়া, সংহৃত পদার্থ সকলকে যে স্থানে রক্ষা করেন, সে স্থান যে, কাল-কাল বা মহাকালেরই—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরই অনন্ত শান্তিময়, সর্ব্বজন বাঞ্ছিত ক্রোড়। সর্ব্বসংহারক কালের মুখে পিতামহের অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাল-পিতা—কাল-কাল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, আমি দেব-দেব ব্রহ্মার অনুপম বাক্য শুনিয়া, পরমসুখী হইলাম, তোমার আগমনে আমার মহতী প্রীতি হইয়াছে। ত্রিভুবনের হিতার্থ আমার অবতার হইয়াছিল, আমার যাহা হৃদগত ভাব, পিতামহ তোমা দ্বারা তাহাই বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তোমার মঙ্গল হোক্। যে স্থান হইতে আমি আগমন করিয়াছি, সেই স্থানেই গমন করিব, গমন বিষয়ে আমার অন্য বিচারণা নাই। আমি ভক্ত-পরতন্ত্র, দেবতারা আমার অনুগত, আমাকে তাঁহাদের কার্য্যেই থাকিতে হইবে, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব।

জিজ্ঞাসু—তবে আপনি কাল পিতাকেও যথাকালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না, এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ?

বক্তা—ভগবান্ যখন অবতার হ'ন, তখন তাঁহাকেও কালের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাঁহার স্বকৃত বিধি বা নিয়তির অনুবর্ত্তন করিতে হয়। কাল পূর্ণ হইলে, যে প্রয়োজন বশতঃ ভগবান্ অবতীর্ণ হ'ন্, তৎপ্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, তিনি অবতারের উপসংহার করেন। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় যে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা জানাইবার জন্য এবং কাল ও পরমেশ্বর যে ভিন্ন পদার্থ নহেন, কালই পুত্র ও কালই যে, পিতা, বেদ প্রকটিত এই সত্যের রূপ (অথর্ব্ববেদের

কথা মনে কর) দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমি বলিয়াছি, কাল নিজ পিতাকেও যথাকালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীরামচন্দ্রকে যিনি কালের পিতা বলিয়া ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার কি আর কাল ভয় থাকে ? মৃত্যুকে তিনি যথার্থ প্রাণ বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। শ্রীরামোত্তরতাপিণী উপনিষদে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাণ বলা হইয়াছে, তাঁহাকে অমৃত বলা হইয়াছে, আবার তাঁহাকেই 'মৃত্যু' বলা হইয়াছে ("যশ্চ প্রাণঃ। যশ্চান্তকঃ। যশ্চমৃত্যুঃ। 'যচ্চামৃতম্।") যে কারণ হইতে প্রাণের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই কারণকে জানিতে পারেন, কর্ম্মানুসারে এতদিন আমাকে এই দেহে বাস করিতে হইবে, তৎপরে আমি প্রাণের প্রাণ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইব, যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে চলিয়া যাইব, যে ভাগ্যবানের এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাঁহার আর মৃত্যু হয় না, লোকে মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাঁহার তাদৃশ মৃত্যু হয় না, এবং তাঁহার আয়ুঃ তাঁহার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকে ("যস্তদ্বেদ যত আবভূব। সন্ধাং চ যাং সংদধে ব্রহ্মণৈষ। রমতে তস্মিন্নুত জীর্ণে শয়ানে। নৈনং জহাত্য হস্সু পূর্ব্বেষু॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। "কাল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র," রামায়ণ এই সত্য জানাইয়া, কাল ভয় ভীত ও কালভয় নিবারণেচ্ছুদিগের যে, কত উপকার করিয়াছেন, ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সম্যগ্রূপে তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তুলসী দাস গোস্বামি বিরচিত রামায়ণে শ্রীরামতত্ত্ব বিষয়ক মহামুনি ভরদ্বাজও যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

জিজ্ঞাসু—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তুলসীদাস গোস্বামি বিরচিত রামায়ণে যে শ্রীরামতত্ত্ব বিষয়ক মহামুনি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মূল পাওয়া যায় কি ? শ্রীমৎ তুলসী দাস গোস্বামী কোথা হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। গোঁসাইজী, স্বকপোল কল্পিত অমূলক কথা নিজ রামায়ণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমি তাহা কখনও মনে করি নাই, কখন করিব না। শ্রীমৎ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে পাওয়া যায়না এমন কথা, তুলসীদাসের রামায়ণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বক্তা—"শ্রীমৎ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে পাওয়া যায় না, এমন কথা তুলসী

দাসের রামায়ণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে," তোমার এই কথা শুনিয়া, আমি দুঃখিত হইলাম, ইহা বিশুদ্ধ শাস্ত্র-সংস্কৃত মতির কথা নহে, তুমি যে, শাস্ত্রের সকল কথা বিশ্বাস করনা, তোমার এই কথা হইতে তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। "আদ্য কবি বাল্মীকি কর্ত্তৃক শতকোটি সংখ্যক রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল," * তুমি কি এই শাস্ত্র বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না? কবিশ্রেষ্ঠ, ভক্তবরিষ্ঠ, জ্ঞানি-পুঙ্গব শ্রীমৎজয়দেব বলিয়াছেন—'আদ্য কবি বাল্মীকি কর্ত্তৃক শতকোটি রামায়ণ বিরচিত হইয়াছে, শশিমৌলি (চন্দ্রশেখর—শঙ্কর), কাক, বায়ুতনয় (হনুমান) এবং অন্যান্য কবিগণও রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন ("বাল্মীকিনাদ্যকবিনা শতকোটি সংখ্যং রামায়ণং বিরচিতং শশিমৌলিনাচ। কাকেন বায়ুতনয়েন তথা পরেণ" * * * শ্রীরামগীত গোবিন্দ)।

জিজ্ঞাসু—আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অদ্যাপি যে, শাস্ত্র বিশ্বাস স্থির হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বক্তা—তুলসী দাসের রামায়ণেই ত উক্ত হইয়াছে, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত অগস্ত্য ঋষি স্বীয় আশ্রমে, জগজ্জননী সতীভবাণীর সহিত সমাগত মহেশ্বরের কাছে রাম কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, অগস্ত্যবর্ণিত রাম কথা শ্রবণ পূর্ব্বক শঙ্কর পরম সুখী হইয়াছিলেন, এবং হরিভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, ভগবান শঙ্কর অগস্ত্যকে হরিভক্তি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণের অধিকারী জানিয়া, তাঁহার

---

*"ব্রহ্মণা চোদিতং তচ্চ শতকোটি প্রবিস্তরম্।
ব্যাহৃতং নারদেনৈব বাল্মীকায় নিবেদিতম্॥"
"চরিতং রঘুনাথস্য শত কোটি প্রবিস্তরম্।
একৈ কমক্ষরং পুংসাং মহাপাতক নাশনম্॥"

আনন্দ রামায়ণে রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাতব্য। (আনন্দ রামায়ণে অনেক রামায়ণের সংবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণ বেদচন্দ্রিকার রামায়ণ তত্ত্বশীর্ষক প্রস্তাবে) আনন্দ রামায়ণের রামায়ণ সম্বন্ধীয় কথা জানাইবার ইচ্ছা আছে। "রামায়ণ বেদের উপবৃংহণ, রামায়ণ বেদমূলক, গায়ত্রীই, রামায়ণের বীজ, চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মিকা গায়ত্রীর অর্থই রামায়ণে বাল্মীকি কর্ত্তৃক চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে," রামায়ণ তত্ত্বশীর্ষক প্রস্তাবে এই সকল শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা জানাইবার চেষ্টা করা হইবে।

সমীপে হরিভক্তির বর্ণন করিয়াছিলেন।† যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, মুনিবর ভরদ্বাজকে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রাম ভক্ত হর-গৌরীর লীলারই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব তুলসীদাস যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই শাস্ত্রমূলক, বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ সুবিস্তর। কোন্ মন্ত্রে স্তব করিলে, শ্রীরামচন্দ্র বিশেষতঃ প্রীত হন, স্বাত্ম প্রদর্শন করেন, ভরদ্বাজ তাহা প্রশ্ন করিলে, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, শ্রীরামোত্তরতাপিণী উপনিষদে তাহা উক্ত হইয়াছে। তুমি কি ইহা জান না?

জিজ্ঞাসু—আমার উহা নিত্যপাঠ্য।

বক্তা—এখন তুলসীদাসের রামায়ণে মহর্ষি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বিষয়ক সংবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—ভরদ্বাজ মুনি প্রয়াগে বাস করিতেন, ইহাঁর রামপদে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তপস্বী, শান্ত স্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, দয়ানিধান এবং পারলৌকিক মার্গে পরম চতুর ছিলেন। মাঘমাসে মকর সংক্রান্তিতে দেব, রাক্ষস, কিন্নর, মনুষ্য সকলেই প্রয়াগতীর্থে স্নানার্থ আগমন করেন, সকলেই আদরের সহিত ঐ সময়ে ত্রিবেণীতে স্নান করেন। পূর্ব্বে ঋষি ও মুনিদিগের এই সময়ে সমাজ হইত, ত্রিবেণীতে স্নান করিবার পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমে এই সময়ে ঋষিগণ সম্মিলিত হইতেন, এবং ভগবানের গুণগান হইত, সম্মিলিত ঋষিদিগের ব্রহ্মনিরূপণ, ধর্ম্ম, বিধি (কর্ম্মকাণ্ড মীমাংসা), "তত্ত্ব বিভাগ" (সাংখ্যশাস্ত্র) ভক্তি, উপাসনা, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য বিষয়ক সম্ভাষণ হইত। এক সময়ে মকর সংক্রান্তিতে স্নান করিয়া, ঋষিগণ যখন নিজ, নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন, তখন ভরদ্বাজ পরমজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যকে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া, কিছু কাল স্বীয় আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। তাপস শ্রেষ্ঠ, শান্ত স্বভাব ভরদ্বাজ অত্যন্ত প্রেমের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন স্বামিন্! আমার একটী বড় সন্দেহ হইয়াছে, নিখিল বেদের তত্ত্ব আপনার করতলে আছে। আমার যে সন্দেহ হইয়াছে, আপনাকে তাহা

†"একবার ত্রেতা যুগ মাহীং শম্ভু গয়ে কুম্ভজ ঋষি পাহী।
সঙ্গ সতী জগজননি ভবানী পূজে ঋষি অখিলেশ্বর জানী॥"
"রাম কথা মুনিবর্ষ বখানী সুনী মহেশ পরমসুখমানী।
ঋষি পূঁছা হরিভক্তি সুহাই কহী শম্ভু অধিকারী পাই॥"
তুলসীদাস কৃত রামায়ণ

জানাইতে আমার ভয় ও লজ্জা হইতেছে। আমার যে বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে, ভয় ও লজ্জা বশতঃ যদি আমি আপনাকে তাহা না জানাই, তাহা হইলে, অত্যন্ত অবিহিত কার্য্য হইবে। আমার সন্দেহ আপনাকে জানাইতে ভয় হইবার কারণ, পাছে আপনি মনে করেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছি; আমি নিজ সন্দেহ আপনাকে জানাইতে যে, লজ্জিত হইতেছি, তাহার কারণ পাছে আপনি মনে করেন, বৃদ্ধ হইয়াছ, এখনও তুমি এই বিষয় জানিতে পার নাই। হে প্রভো! সাধুরা এইরূপ নীতি বলিয়া থাকেন, শ্রুতি এবং পুরাণেও এতাদৃশী উক্তি আছে, গুরুদেবকে গোপন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, হৃদয়ে বিমল জ্ঞানের উদয় হয় না। আমি এইরূপ বিচার করিয়া, নিজ অজ্ঞান আপনার কাছে প্রকাশ করিতেছি, আপনি এই দাসের উপরি কৃপা পূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া দিন।

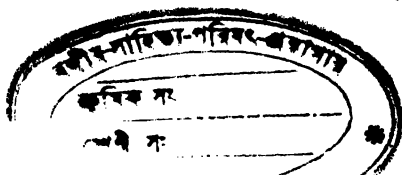
প্রভো! 'রাম' নামের অমিত প্রভাবের কথা ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা বলিয়া থাকেন, পুরাণে এবং উপনিষদেও রাম নামের মাহাত্ম্য বহুশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে, জ্ঞান ও সদ্‌গুণ সাগর, মঙ্গলময় অবিনাশী শম্ভু অবিরাম রাম নাম জপ করেন, জীব চতুর্দ্দিক হইতে ৺কাশীধামে আগমন পূর্ব্বক, দেহ ত্যাগ করিয়া, শ্রীরাম নাম প্রভাবে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিরাজ! একি নাম মহিমা? কৃপানিধি শঙ্কর যে রাম নামের উপদেশ প্রদান করেন, সে রাম কে? স্বামিন্! আমি আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিন। এক 'রাম' অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র ছিলেন, তাঁহার চরিত্র সকল সংসারে প্রসিদ্ধ আছে। সেই রাম স্ত্রীবিয়োগ হেতু অপার দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া, যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। প্রভো! ত্রিপুরারি কি, সেই রামের নাম নিরন্তর জপ করেন? এই রামই কি পরমাত্মা? অথবা যে রামের নাম শঙ্কর অবিরাম জপ করেন, যে রামের নাম প্রভাবে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সেই রাম অন্য কেহ? আপনি সত্যধাম, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি জ্ঞান দ্বারা বিচার পূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন, যাহাতে আমার এই বিপুল সংশয় বিদূরিত হয়, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রভুতা তুমি ত সবিশেষ অবগত আছ, তুমি ত মনে, বচনে, কর্ম্মে রামভক্ত, আমি তোমার এই চতুরতা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমার মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের গম্ভীর গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষী

হইয়াছ, এবং এইভাবে প্রশ্ন করিতেছ, তুমি যেন কিছুই জাননা, তুমি যেন অতি মূঢ়। হে মিত্র! তুমি যখন আমার মুখ হইতে রাম কথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর কথা বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অতিমাত্র ভয়ঙ্কর এক অজ্ঞানরূপ মহিষাসুর আছে, পবিত্র রাম কথা, ঐ অজ্ঞানরূপ মহিষাসুরকে মারিবার করাল-বদনা কালিকা-সদৃশী-রাম কথা চন্দ্রমার কিরণ সমান, সাধুরূপ চকোর উহা পান করিয়া থাকেন। পার্ব্বতীও (লোকহিতার্থ) এই প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং মহাদেব ব্যাখ্যান পূর্ব্বক পার্ব্বতীকে তাঁহার সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, আমি যথামতি সেই উমা-শম্ভু-সংবাদ তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যে সময়ে যে কারণে এইরূপ হইয়াছিল, হে মুনিবর! তাহা শ্রবণ কর, তাহা শ্রবণ করিলে, তোমার বিষাদ মিটিয়া যাইবে।*

ক্রমশঃ

" * *রাম নাম কর অমিত প্রভাবা সন্ত পুরাণ উপনিষদ গাবা॥
সন্তত জপত শম্ভু অবিনাশী শিব ভগবান জ্ঞান গুণরাশী।
আকর চারিজীব জগ অহহী কাশী মরত পরম পদলহরী॥
সোপি নাম মহিমা মুনিরায়া শিব উপদেশ করত করি দায়া।
রাম কৌন প্রভু পূঁছো তোহী কহহু বুঝায় কৃপানিধি মোহী॥
এক রাম অবধেশকুমারা তিনকর রচিত বিদিত সংসারা।
নারীবিরহ দুখ সহেউ অপারা ভয়উ রোষরণ রাবণ মারা॥
প্রভু সোই রাম কি অপর কোউ, জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্য ধাম সর্ব্বজ্ঞ তুম্, কহহু বিবেক বিচারি॥
রামভক্ত তুম মন ক্রম বাণী চতুরাই তুম্হারি মৈ জানী।
চাহো সুনা রামগুণ গূঢ়া কীন্হো প্রশ্ন মনহু অতিমূঢ়া॥
রামকথা শশি কিরণসমানা সন্তচকোর করহি তেহি পানা।
ঐ সেই সংশয় কীন্হ ভবানী মহাদেব তব কহা বখানী॥"

তুলসী দাস কৃত রামায়ণ





অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

বনবাস পর্ব্ব।

১ম অধ্যায়।

বালক বৃদ্ধ বিহাই গৃহ, লগে লোক সব সাথ।
তমসা তীর নিবাস কিয়, প্রথম দিবস রঘুনাথ ॥ তুসলীদাস।

জগৎকে এ শিক্ষা আর কে দিয়াছে কে দিতে পারে? সংসার মায়াকে পদদলিত করিতে আর কে পারে? শ্রীভগবান দেখাইতেছেন সংসারে মানুষকে এইরূপে থাকিতে হইবে। এই মুহূর্ত্তে রাজরাজেশ্বর পরমুহূর্ত্তেই বাকল পরিয়া ভিখারী। সকল অবস্থার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সমস্তই অসার—একটি মাত্র সার বস্তু ভিন্ন গ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই। তাঁহারই জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজ্য আসিল তাহাতেও হর্ষ নাই—গেল তাহাতেও বিচলিত হওয়া নাই।

রথ শ্রীভগবানকে লইয়া ছুটিয়াছে। যে রাজপথ বর্ত্তমান সময়েও যায়-জাবাদ কালীবাড়ী হইতে নন্দী গ্রাম, তমসা—শেষে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—সেই রাজপথ ধরিয়া রথ দ্রুতবেগে ছুটিল। অযোধ্যার নরনারী সীতারাম লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য আর একটি বার শেষ দেখা দেখিবার জন্য রাজপথের দুই ধারে একত্রিত হইয়াছে—দেখিতে দেখিতে রথ লোক সঙ্ঘ পার হইল—আর যাহারা সমর্থ তাহারা রথের পশ্চাৎ ছুটিল—যাহারা অসমর্থ—তাহারা কি করিল? চক্ষু জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ হাহাকার করিতেছে—কেহ বা যেন এইভাবে বলিতেছে—

অপরাধ সহস্রাণি, ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়ং ইতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর ॥

আহা! দিবারাত্র সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি। তথাপি প্রভু আমি দাস এই জানিয়া আমাকে ক্ষমা কর। নতুবা আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই

তুমিই আমার আশ্রয়। হে পরমেশ্বর তুমি অপার দয়ার সাগর। আমায় রক্ষা কর।

রথ ত ছুটিল আর কেহই ত সঙ্গ ছাড়িল না। রাজা রাণী ফিরিয়াছেন কিন্তু অযোধ্যাবাসী প্রায় সকলেই রথ চিহ্ন ধরিয়া সীতারাম লক্ষ্মণের পশ্চাৎ ছুটিল। রথ ত আর দেখা যায় না কিন্তু সকলে যেন দেখিতেছে বিদ্যুৎ জড়িত নব জলধর ছুটিয়া চলিয়াছে। হৃদয়ের মূর্ত্তি বাহিরে আসিয়া সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকালে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও নরাকার মূর্ত্তি ধরিয়া দ্রুতবেগে সরিয়া যায় মানুষ অবশ হইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিবে না ত আর কি করিবে? এই কার্য্য বুঝি শ্রীভগবানের সাধা। পরবারে আসিয়াও বৃন্দাবনে গোপ গোপীদিগকে এই ভাবে কাঁদাইতে কাঁদাইতে পশ্চাৎ ছুটাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়? তিনি যে মঙ্গলময়।

সকলেই রামে অনুরক্ত— সকলেই বনবাসের জন্য রামের অনুগমন করিতে লাগিল। অমাত্যগণ বলপূর্ব্বক রাজা দশরথ ও তৎপরিবার বর্গকে ফিরাইয়া লইয়া গেল কিন্তু পৌরবর্গ ফিরিল না—রামের রথের অনুগমন করিতে লাগিল। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী পুরুষগণের নিকট পূর্ণচন্দ্রের মত প্রিয় ছিলেন। কতবার তাহারা রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল রাম কিন্তু পিতৃসত্য পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিছুতেই ফিরিলেন না। রামচন্দ্র রথ হইতে পুত্র সদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিতে ছিলেন হে অযোধ্যাবাসিগণ—

"যা প্রীতির্বহুমানশ্চ মযাযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্॥"

তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান্য করিয়া থাক—আমার প্রিয় হইবার জন্য ভরতকেও তদপেক্ষা অধিক করিও। কল্যাণ চারিত্র কৈকেয়ী—আনন্দ বর্দ্ধন ভরত যথাযথ ভাবে তোমাদের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য করিবে। ভরত বয়সে বালক কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধ, অতিশয় বীর্য্যশালী কিন্তু মৃদু-স্বভাব তিনি তোমাদের অনুরূপ ভর্ত্তা ও ভয়ত্রাতা হইবেন। রাজার যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত যুবরাজ ভরতে তাহা আমা অপেক্ষা অধিক আছে ইহা আমি দেখিয়াছি সেই জন্য ভরতে তোমাদের প্রীতি অধিক হওয়া উচিত আর রাজাজ্ঞা পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভরত এখন মহারাজা; আমি বনবাসে গমন করিলে যাহাতে এই

মহারাজের কোন সন্তাপ না হয় তাহাই তোমাদের করা উচিত, আর ইহাতেই তোমরা আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিলে।

যথা যথা দাশরথি ধর্ম্ম মেবাশ্রিতোঽভবৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতি মকাময়ৎ॥

দাশরথি যতই রাজবাক্য পরিপালনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে লাগিলেন প্রজাবর্গ ততই তাঁহাকেই পতি কামনা করিতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত যেন সেই অশ্রুজলপূর্ণ দীন পুরবাসীজন সমূহকে আপন গুণ দ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন ত্রিবিধ বৃদ্ধ—বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহারা অতি বৃদ্ধ—পশ্চাৎধাবনে অশক্ত তাঁহারা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শিরঃ কম্পন করিতে করিতে দূর হইতে অশ্বগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে উত্তম জাতীয় অশ্বগণ তোমরা রামকে দ্রুতবেগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, আর যাইও না—প্রতি নিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা অতিক্রম করিও না--যাহাতে রামের হিত হয় তাহাই কর।

কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
যূয়ং তস্মান্নিবর্ত্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতা॥

সকল প্রাণীই কর্ণবন্ত বিশেষতঃ অশ্বগণ। অতএব আমাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া তোমরা নিবৃত্ত হও বধির হইয়া ছুটিও না। রাম বিশুদ্ধাত্মা, বীর, দৃঢ়ভাবে শুভব্রত পালন পরায়ণ—ধর্ম্মতঃ রামকে নগর হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া তোমাদের উচিত নহে, প্রত্যুত নগরের ভিতরে লইয়া আসাই উচিত।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এই ভাবে আর্ত্ত হইয়া প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন—রাম ইহা দেখিলেন এবং সহসা রথ হইতে অবতরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণও অবতরণ করিলেন।

বনপরায়ণ রাম তখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধীর পদে অরণ্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। দয়া-চক্ষু শ্রীভগবান সর্ব্বদা সজ্জন-বৎসল। ব্রাহ্মণগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া দ্রুতগামী রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। এই সময়ে ভগবানের কমল নয়নে কোন্ ভাব ফুটিয়া উঠিয়া ছিল—ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত রথাবতরণে ভগবানের আকার প্রকারে কোন ভাব খেলিতে ছিল তাহা ত ধ্যানের বিষয়।

রামকে পদব্রজে ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখিয়া দ্বিজগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ব্যাকুল চিত্তে বলিতে লাগিলেন "বৎস! বেদ রক্ষক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সকলেই তোমার অনুগমন করিতেছেন—অগ্নি সমুদায় ও বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার অনুগামী হইয়াছেন। আমাদের বাজপেয় যজ্ঞ লব্ধ ছত্র সকল দর্শন কর। "জলাত্যয়ে মেঘানিব" জল ফুরাইলে শরৎ কালীন মেঘের ন্যায় ইহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে। তুমি ছত্র পাও নাই-যখন সূর্য্য কিরণে তাপ পাইবে তখন ইহা দ্বারা তোমার ছায়া দান করিব। আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী—বেদাভ্যাসানুসরণশীলা আমরা তোমার জন্য তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। "বেদা যে নঃ পরং ধনম্" যে বেদ আমাদের পরম ধন সেই বেদ সততই আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমাদের সহধর্ম্মিণী সকল স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া গৃহে বাস করিবেন। যখন আমরা তোমার অনুগমনে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি, তখন অরণ্য গমনে অনুপপত্তি আর কি হইবে? কিন্তু দেখ, তুমি যদি আমাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হও তবে বল দেখি ধর্ম্ম পথে অবস্থান আর কে করিবে? আমরা আমাদের এই হংসবৎশুক্লকেশশোভিত মস্তক সাষ্টাঙ্গ প্রণামে ধূলি লুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি—তুমি ঈশ্বর—তুমি আমাদেরও প্রণম্য আরও "রাজ্ঞো বিষ্ণুংশত্বেন নতৌ ন দোষঃ"—রাজা বিষ্ণুর অংশ বলিয়া প্রণামে দোষ নাই—আমরা প্রণাম করিয়াই প্রার্থনা করিতেছি তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হও। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এখানে সমাগত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন—বৎস ইঁহাদের যজ্ঞ সমাপ্তি তুমি নিবৃত্ত না হইলে হইবে না।

ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয়॥

ইহলোকের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করে—শুধু আমরাই যে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি তাহা নহে—সকলেই প্রার্থনা করিতেছে—তুমি নিবৃত্ত হও—ভক্তের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। ঐ দেখ—ঐ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ভূগর্ভ মূলবদ্ধ বলিয়া গতি শক্তি রহিত হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগামী হইতে না পারিয়া বায়ু বেগজ শাখ চালন শব্দে যেন রোদন করিতে করিতে তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ পক্ষী সকল আহারান্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বৃক্ষের শাখায় নিস্পন্দ দেহে উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, তুমি সর্ব্বভূতের উপরে অনুকম্পা প্রদর্শন কর—বনগমনে নিবৃত্ত হও।

রামের বনগমন নিবৃত্তি জন্য ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে অদূরে তমসা নদীও যেন রামকে নিবারণ করত পরিদৃশ্যমানা হইলেন। সুমন্ত্র তখন পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিলেন, তাহাদের শ্রম দূর করিবার জন্য ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত করাইলেন। অশ্বগণকে জলপান করাইয়া স্নান, করাইলেন এবং তমসা তীরভূমির নিকটে তৃণভক্ষণ করাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ দূরে— ভগবান কিন্তু আর অযোধ্যা মুখে ফিরিলেন না। চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কখনও একপদও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ইহাই তাঁহার বনবাসের প্রতিজ্ঞা। রাম ধীরে ধীরে চলিলেন আর ব্রাহ্মণগণ দ্রুতপদে আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলে তমসা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২য় অধ্যায়।

বনবাসে—প্রথম নিশা।

"রাম চরণ পঙ্কজ প্রিয় জিনহী, বিষয় ভোগ বশ করহিঁ কি তিনহী।"
"করুণাময় রঘুনাথ গুসাঁই, বেগী পাইয়ে পীর পরাই।"

"শ্রীরাম পাদপদ্ম যাঁর প্রিয়, বিষয় ভোগ কি তাঁর ভাল লাগে ?" রঘুপতি অত্যন্ত করুণাময়, পরের যাতনায় বড়ই দুঃখ বোধ করিলেন। তুলসীদাস দেখিলেই কি দেখা হয় ? না—যে দেখায় শোক তাপ সমস্ত দূর হয়, যে দেখায় সমস্ত পাপক্ষয় হয়, যে দেখায় মন প্রাণ শান্ত হইয়া জ্ঞাতসারে স্বরূপে ডুবিয়া যায়—সে দেখা শুধু চক্ষের দেখায় হয়না ? অর্জ্জুন ত শ্রীভগবানের সখা—কত দেখিয়াছিলেন—কত সঙ্গ করিয়াছিলেন তথাপি অর্জ্জুনের শোক মোহ দূর করিতে শ্রীভগবানকে কতই করিতে হইয়াছিল—তথাপি অভিমন্যুর শোকে অর্জ্জুন হত চেতন হইয়াছিলেন, শ্রীমুখ হইতে তত্ত্ব কথা সম্পূর্ণভাবে শুনিয়াও অনুগীতায় বলিয়াছিলেন—যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ ! তুমি আমায় যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলে—আমি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি, তুমি আবার বল। কৌশল্যা ত রামকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন—কত বার বক্ষে ধরিয়াছিলেন—কত বার স্তন্য দিয়াছিলেন কত আদর করিয়াছিলেন—কতই সেবা করাইয়াছিলেন এই মাতা বলিতেছেন—

"জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥
ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ ॥

রাম ত্বং জগতামাদিরাদিমধ্যান্ত বর্জ্জিতঃ।
পরমাত্মা পরমানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ॥
জাতোঽসি মে গর্ভগৃহে মমপুণ্যাতিরেকতঃ।
অবসানে মমাপাস্থ সময়োভূদ্রঘূত্তম।
নাস্থাপ্য বোধজঃ কৃৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ত্ততে॥
ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্ত্তকম্।
যথা সঙ্ক্ষেপতো ভূয়াত্তথা বোধয় মাং বিভো॥

ভাবার্থ এই—জানি তুমি নারায়ণ—তুমিই জগতের আদি—আর আদি অন্ত মধ্য বর্জ্জিত তুমি—পরমাত্মা তুমি—পরমানন্দ, পূর্ণ, পুরুষ, ঈশ্বর তুমি। আমার বহু পুণ্য ফলে আমার গর্ভে জন্মিয়াছ। জরা জর্জ্জরিত আমি—রঘূত্তম! আমার শেষ সময় আসিয়া পড়িল—অদ্য পর্য্যন্ত সংসার বন্ধন নিবৃত্তি করিতে পারে এমন সমগ্র বোধ আমার জন্মাইলনা। ভববন্ধ নিবর্ত্তক জ্ঞান যাহাতে আমার হয়—সংক্ষিপ্ত উপদেশ দ্বারা তাহাই করিয়া দাও।

তবে ত শুধু দেখায়, শুধ সেবায়, শুধু সখা হওয়ায় বা মা হওয়ায় বা শান্ত, দাস্য, মধুবাদি হওয়াতেও সব হয় না—আরও কি বাকি থাকে? দেখা হয় বটে কিন্তু কি দেখা হয়?

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ মায়া সমাবৃতঃ"

যোগমায়া দ্বারা আমি আমাকে আচ্ছন্ন রাখি সেইজন্য সকলের নিকটে আমি প্রকট হইনা। আমি আমার ভক্তের নিকটে আত্মপ্রকাশ করি। আমার যোগমায়া হইতেছে "যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং।" সৈব মায়া যোগমায়া। সত্ত্ব রজঃ স্তম গুণের যে যুক্ত হওয়া ভাব—তাহাই মায়া—ইহাই যোগমায়া। অথবা ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ। তদ্বশবর্ত্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া। অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের যে সঙ্কল্প তাহাই যোগ। সেই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া। অথবা চিত্ত সমাধির্বা যোগঃ ভগবতঃ। তৎকৃতা মায়া যোগমায়া। ভগবানে চিত্ত সমাধি বা চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। তৎকৃতা যে মায়া তাহাই যোগমায়া। অস্পন্দ স্বভাব—সর্ব্বশক্তিশালী ভগবান্ যখন শক্তির স্বাভাবিক স্পন্দনে স্পন্দ স্বভাবে আসিয়া সঙ্কল্প তুলেন—সেই সঙ্কল্পে গুণসমূহ যুক্ত হইয়া সৃষ্টি ব্যাপারে যখন নিযুক্ত হয়—যদ্বারা ইহা হয় তাহাই যোগমায়া। ভগবান্ আপন প্রকৃতি সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া সত্ত্ব রজ স্তমের

সাম্যাবস্থা হইতে - যখন মায়া সাহায্যে সগুণ হয়েন, জীব সাজেন এবং মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার হয়েন তখনই তিনি যোগমায়া সাহায্য গ্রহণ করেন। শ্রুতিও বলিতেছেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি" যোগমায়া সাহায্যে জীবভাবও ঈশ্বরভাব গ্রহণ—ইহা কল্পিত মাত্র। কল্পনা সাহায্যেই ইহা হয় বস্তুতঃ তিনি আপনি আপনিই সর্ব্বদা থাকেন। মিথ্যা মায়া বা সঙ্কল্পে তিনি বহু হওয়া মত হয়েন। তিনি সর্ব্বদাই আপনি—আপনি। সঙ্কল্প ভাসিলে সেই সঙ্কল্পই নানাভাবে যেন তাঁহাকে আচ্ছাদিত করে। এই যোগমায়ার প্রভাবে—মহামায়া প্রভাবতঃ -মানুষ তাঁহাকে চিনিতে পারেনা—না পারিয়া—শোক মোহে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় —জরা মরণে সর্ব্বদা মিথ্যা তরঙ্গে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া হাহাকার করে। ভগবানকে দেখিতে হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেই হইবে। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন মায়াকে অতিক্রম করিবার অন্য পথ নাই। শরণাপন্ন হওয়াই ভক্তি করা। ভক্তি করা হইতেছে আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করা। ক্রম হইতেছে প্রথমেই শ্রীভগবান্ কিরূপ, কোথায় থাকেন—তাঁহার স্বরূপ কি, তাহার কর্ম্ম কি, তাঁহার গুণ কি কি, তাহার রূপ কিরূপ এই সমস্ত শুনিতে হয়, শুনিতে শুনিতে তিনি যে "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" তিনি যে সর্ব্বভূতের সুহৃৎ "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" এই বিশ্বাস হয়—তখন তাঁহার আজ্ঞাপালন-রূপ নিত্যকর্ম্মে রুচি হয়, তখন তাঁহাকে না জানাইয়া কোন কিছু করিতে পারা যায় না—তথাপি প্রকৃতির তাড়নায় মানুষ যখন তাঁহাকে ভুলিয়া নানা প্রকারে অপরাধী হইয়া যায়, জানিয়া শুনিয়াও নানাপ্রকার পাপ করিয়া ফেলে তখন কাতর হইয়া তাঁহার নিকটেই জানাইতে হয়, তাঁহার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়, ক্ষমা সার তিনি, করুণাবরুণালয় তিনি, মন্ত্রমূর্ত্তিতে, গুরুমূর্ত্তিতে, ইষ্টমূর্ত্তিতে আশ্বাস দিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিয়া নির্ম্মল করিয়া "তবাস্মি" বাঞ্ছা করিতে বলেন। এই ভাবে চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া তিনিই দেখাইয়া দেন সেইই তুমি—তোমার চৈতন্যই আমি। এই যে তিনিই আমি ইহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানে দুঃখ নিবৃত্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তি। আহা! পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও মানুষ যখন পারে না—নাপারিয়া আপনার স্বরূপ সেই ভগবানকে ভাবনা করিয়া বলে আমার চৈতন্য আমার দেবতা—এইত আমি—আমিত পূর্ণ—পূর্ণ হইয়া একি ইচ্ছা করিতেছি একি ভাবিতেছি—একি করিতেছি তখন শান্তি পায়—তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরণ করিয়া "দাসোঽস্মি" হইয়া—তোমার আমি হইয়া—ভগবানের

কর্ম্ম ভিন্ন—কামাদির কর্ম্ম আর করে না—না করিয়া আবার নির্ম্মল হইয়া পূর্ণ হইয়া অবস্থান করে। তাই ত বলিতেছি—দেখার জন্য ও সাধনা করা চাই। তবেই ঠিক দেখা হয়—সেই দেখায় ভরিত হওয়া হয়—তাহা আর ফুরাইয়া যায় না, আর অপূর্ণ হওয়া হয় না।

শ্রীভগবান তমসা তীরে আসিলেন। তমসাও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হায়! তমসার ভাগ্য! দুঃখরাশি পরিবেষ্টিত আনন্দ। আরও একবার দ্বাদশবর্ষের জন্য এইরূপ হইয়াছিল। তমসাতীরে ভগবান বাল্মীকি যাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহাকে পাইয়াও এইরূপ হইয়াছিল।

এখনও যে রাজপথ নন্দীগ্রাম হইয়া তমসাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে এখান হইতে যে রাজপথ—ভগবান ভরদ্বাজের আশ্রম পার হইয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে এই কি সেই ত্রেতার পথ—যে পথে শ্রীভগবান আসিয়াছিলেন? কে বলিবে সেই এই কিনা? কে জানে পথেই বা কি আছে—কেনই বা প্রাণ এই পথে লুণ্ঠিত হইয়া—এই পথের ধূলিকণা শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্ব গাত্রে মাখিয়া ধন্য হইতে চায়। আহা! শ্রীভগবান যে এই পথে গিয়াছিলেন।

রাঘব রমণীয় তমসাতীরে উপবেশন করিলেন—করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া সৌমিত্রীকে বলিতে লাগিলেন—

ইয়মদ্য নিশাপূর্ব্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্।
বনবাসস্য ভদ্রন্তে ন চোৎ কণ্ঠীতু মর্হসি॥

সৌমিত্রে! বনবাসের প্রথম রাত্রি এই আজ উপস্থিত হইল। ভালই হউক। তুমি অযোধ্যা পুরীর কথা স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না।

তমসা তীরে বনরাজি। রাম বলিতে লাগিলেন দেখ লক্ষ্মণ এই সন্ধ্যাকালে কানন সমূহে পক্ষিগণ ও মৃগগণ আপন আপন আলয়ে বিলীন হইতেছে, ইহাদের অন্তর্লীন শব্দ ব্যাপ্ত এই শূন্য কানন সমূহ যেন রোদন করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া ইহারাও যেন খিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে, আজ হইতে আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীর স্ত্রী-পুরুষগণ আমাদের বনবাস জন্য নিশ্চয়ই শোক করিবে। তাহারা সকলেই বহুগুণে রাজার, আমার, তোমার ও ভরত শত্রুঘ্নের অনুরক্ত। পিতার জন্য ও যশস্বিনী মাতার জন্য আমার ক্লেশ হইতেছে; তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ আমাদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ না হইয়া যান তবেই মঙ্গল। ভরত কিন্তু ধর্ম্মাত্মা—সে আমার পিতা মাতাকে ধর্ম্মার্থ-কাম-যুক্ত বাক্যে আশ্বাসিত করিবে। ভরতের সেই অক্রূরতা—সেই অমায়িক ভাব স্মরণ

করিলে পিতা মাতার জন্য কষ্ট হয় না। নরব্যাঘ্র! তুমি আমার অনুগমন করিয়া ভালই করিয়াছ নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে অন্যের সাহায্য লইতে হইত। আজকার এই রাত্রি জলপান করিয়াই থাবিক। এখানে বন্য ফলমূল যথেষ্টই আছে তথাপি ইহাই আমার অভিরুচি। পরে রাম সুমন্ত্রকে অশ্বগণের প্রতি সাবধান হইতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেবের অস্তসময় সমুপাগত হইল। সুমন্ত্র অশ্বগণকে যথাযোগ্য বন্ধন করিয়া, এবং সন্মুখে প্রভূত ঘাস রাখিয়া রামের নিকটে আসিলেন।

উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্টা রাত্রিমুপস্থিতাম্।
রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ॥

রাত্রি আসিতেছে দেখিয়া সুমন্ত্র হিতকারিণী সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের শয়নস্থান পরিস্কার করিতে লাগিলেন। তমসাতীরে বৃক্ষপত্র দ্বারা শয্যা প্রস্তুত হইল। রাম সীতার সহিত শয্যায় শয়ন করিলেন। পরিশ্রান্ত রঘুনাথকে ভার্য্যার সহিত নিদ্রিত দেখিয়া লক্ষণ সুমন্ত্রকে ভগবানের বহুগুণের কথা বলিতে লাগিলেন। গুণ কীর্ত্তণ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল এবং সূর্য্যদেব গগনে উদিত হইলেন।

গোকুলবহুল তমসা উপকুলের অনতিদূরে রাম প্রজাগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া এবং প্রজাবর্গকে তখন পর্য্যন্ত নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া রাম লক্ষণকে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ দেখ প্রজাগণ গৃহধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল আমাদের মুখাপেক্ষী এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য ইঁহাদের যেরূপ যত্ন দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় ইঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন তথাপি সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না। এখনও ইঁহারা নিদ্রিত, আইস আমরা এই অবসরে রথারোহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। আর যেন ঐ সমস্ত ইক্ষ্বাকু পুরবাসীদিগকে আমার জন্য বৃক্ষতলে শয়ন করিতে না হয়।

পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্বিপ্রমোক্ষ্যা নৃপাত্মজৈঃ।
নতু খলাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিণঃ॥

রাজকুমারগণের উচিত পুরবাসীদিগকে তাহাদের আত্মকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করা কিন্তু তাহাদিগকে আত্মদুঃখে লিপ্ত করা কিছুতেই শ্রেয় নহে।

আপনার পরামর্শ অতি উত্তম—বিলম্বে কাজ নাই, শীঘ্র রথে আরোহণ করুণ— সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ এই কথা বলিলেন। তখন সুমন্ত্রকে শীঘ্র

রথ আনিতে বলা হইল। রথ আসিল। ভগবান্ অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত রথে রাখিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিয়া আবর্ত্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। পরে ভয়দর্শীর ও অভয় রাজমর্গে রথ চলিল। কতকদূর গিয়া রাম রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রজাবর্গের চিত্তবিভ্রমের জন্য সুমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত্র! তুমি রথ লইয়া একাকী উত্তর মুখে গিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। যাহাতে পৌরগণ আমার গমনের পথ নির্ণয় করিতে না পারে তুমি সাবধান হইয়া তাহাই কর। সারথি তাহাই করিলেন, তখন সকলে আবার রথে আরোহণ করিলেন।

সুমন্ত্র বন পথে অশ্বচালনা করিলেন। গমন মঙ্গলার্থ সারথি প্রথমে রথকে উত্তরাস্তে রাখিলেন, তৎপরে রথ তপোবনের পথে চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

খ্যাপার ঝুলি।

নুতন (গ)

স্বরাজ

খ্যাপা তখন তুলসী কাষ্ঠের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাম রাম জপ করিতেছিল, দেশভক্ত ভদ্র লোকটী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল "হাঁ মহাশয়, সকলেই স্বরাজের জন্য চেষ্টা করছেন আর আপনি শুধু নীরবে বসে আছেন?"

খ্যাপা। না বাবা, আমি স্বরাজের জন্য খুব চেষ্টা করছি তবে ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে?

দেশভক্ত। কৈ আপনি মহাত্মার কোন আদেশইত পালন করেন না কি করে স্বরাজের চেষ্টা কচ্ছেন?

খ্যাপা। মহাত্মা কি আদেশ করেছেন বাবা?

দেশভক্ত। তিনি বলেছেন এ দাসত্বের যদি প্রতিবিধান চাও তা'হলে অসহযোগী হও, হিংসা বর্জ্জন কর, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কর, চরকা কাট, তাঁত বোনো, ইহার দ্বারাই স্বরাজ লাভ করতে পারবে।

খ্যাপা। মহাত্মার এ বাণী প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই আমি স্বরাজ লাভের জন্য ঐ উপায়ই অবলম্বন করেছি। ছদ্মবেশী অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট

শ্রীগুরু স্বরাজ লাভের জন্য ঠিক ঐ আদেশ গুলিই করেছেন, আমি তখন হইতেই সে আদেশ পালন করিয়া স্বরাজ লাভের চেষ্টা কর্‌ছি।

দেশভক্ত। আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌লাম না।

খ্যাপা। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। কতদিন হ'তে যে আমি দাস হ'য়েছি তাহা মনে পড়ে না, দাসখৎ লিখে দিয়ে শুধু দাসত্ব কর্‌ছি, শুধু তাই কি? একজন কার শত শত লোকের শত শত ভাবের শত শত দ্রব্যের দাসত্ব কর্‌ছি, স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের দাসত্ব কর্‌ছি। আমি রাজা এ কথা ভুলে গিয়ে ক্রীতদাসের মত কুকুরের মত তাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাদের হাসি মুখ দেখ্‌লে কৃতার্থ হয়ে যাই একটা মিষ্ট কথা শুন্‌লে আপনাকে ধন্য বলে মনে করি, সারাদিন পরিশ্রম করে, যা পেলুম তাদের চরণে অকুণ্ঠিত চিত্তে উৎসর্গ কর্‌লাম, তার বিনিময়ে, আমি পেলাম্ দড়ির উপর দড়ি, বাঁধনের উপর বাঁধন, এই ত গেল মানুষের দাসত্ব। তারপর বাড়ী, ঘর, দ্বার, বাগান, পুকুর, জামা, জুতা, ছাতি, ঘটী, বাটী, থালা, গরু বাছুর ধান, চাল, খড়, সকলের দাস আমি, দিন নাই রাত নাই লাঠী কাঁধে সকলের পাহারায় নিযুক্ত আছি, সকলের যেন বিনা মাহিনার দেহ রক্ষক। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! একদিন দেব মন্দিরের বাহিরে জুতা রেখে আরতি দেখ্‌তে গেলাম। ওঃ হরি! সেখানে জুতা গিয়ে চোক রাঙিয়ে বল্‌লে আমি বাহিরে পড়ে আছি, তুই আরতি দেখছিস্, আয় শীগগীর চলে আয়। চোক উদাস ভাবে দেব প্রতিমা দেখ্‌লেও মন জুতার ধ্যান কর্‌তে লাগ্‌ল। কি কর্‌ব জুতার দাস আমি তাড়াতাড়ি জুতার কাছে ছুটে এলাম—সেদিন হতে দাসত্বে কেমন ঘৃণা হ'ল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়ের দাসত্ব কর্‌ছি। শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মুহূর্ত্ত কাল না ক'রে থাক্‌তে পারি না। তারপর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এদের ত কথাই নাই, এরা পায়ের তলায় ফেলে অবিরত পদাঘাত কর্‌ছে। উঃ কি কষ্ট, এই রকম দাসত্ব কর্‌তে কর্‌তে মনে অত্যন্ত ঘৃণা আসিল, ভাব্‌লাম এর কি কোন উপায় হয় না? সম্মুখে দেখি শ্রীগুরু—তাঁর চরণ জড়িয়ে ধর্‌লাম্, বল্‌লাম ঠাকুর আমার দাসত্ব ঘুচিয়ে দাও, আমার একটা উপায় কর। তখন তিনি আদেশ কর্‌লেন "অসহযোগী হও"।

"নিঃসঙ্গ নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ"।

তবে তোমার দাসত্ব ঘুচ্‌বে। সেই কথা শুনে আমি চুপি চুপি স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বাড়ী ঘর টাকাকড়ি রূপ রস গন্ধ চক্ষুকর্ণ নাসিকা কাম ক্রোধ প্রভৃতির সঙ্গে

অসহযোগিতা কর্‌তে লাগ্‌লাম। তাহাতে অনেক ফল পেলাম। দেখ, বাবা, আমি মহাত্মার আদেশ পালন কচ্ছি কিনা। এই মিত্রবেশী শত্রুদের জয় কর্‌তে হ'লে সহযোগিতা বর্জ্জন ছাড়া উপায় নাই, তাই, বাবা, এই মালা নিয়ে রাম রাম ক'রে সহযোগিতা বর্জ্জন কর্‌ছি।

তারপর শ্রীগুরু দ্বিতীয় আদেশ কর্‌লেন "অহিংস হও" তুমি সহযোগিতা বর্জ্জন কর কিন্তু তুমি কার হিংসা ক'রো না, দূরে থাক, কাহাকে মার্‌বার চেষ্টা করো না, বরং রাম রাম করে মার খাইও, এই অসহযোগিতাতে তোমার পূর্ব্ব প্রভুর দল এমন ক্রীতদাসটী যায় দেখে তোমায় ভীষণ আক্রমণ কর্‌বে, খুব প্রহার কর্‌বে, তুমি কোন রকম প্রতিকার না ক'রে প'ড়ে প'ড়ে মার খাবে আর রাম রাম কর্‌বে, তারা নিজেরাই ক্লান্ত ও প্রহার কর্‌তে অক্ষম হয়ে পলায়ন কর্‌বে। হিংসা ত্যাগ কর কেহ তোমার শত্রুতা কর্‌তে পার্‌বেন না

"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"।

প্রাণ যায় তাহাও স্বীকারে তথাপি অসহযোগিতা অহিংসতা ত্যাগ কর্‌বে না। বাবা, আমার কথা বুঝতে পার্‌ছ।

দেশভক্ত। সব হেঁয়ালী ব'লে বোধ হচ্ছে।

খ্যাপা। প্রথম সবই হেঁয়ালী বলে বোধ হয় পরে সব সরস হয়। তারপর শ্রীগুরু আদেশ কর্‌লেন "অস্পৃশ্য বর্জ্জন কর" অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট করে দাও সবই আমি, স্পৃষ্য অস্পৃশ্য কি বিচার কর্‌বে? তুমি সমদর্শী হও

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"॥

যতদিন পর্য্যন্ত তুমি ব্রাহ্মণ গো হস্তী কুক্কুর চণ্ডাল সকলকে এক না দেখ্‌বে ততদিন তোমার রাগদ্বেষ যাবে না, তুমি সকলের মধ্যে এক আমায় দেখে শান্ত হও। হাঁ—তারপর, বাবা, মহাত্মা কি বলেছেন?

দেশভক্ত। বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ কর্‌তে ও খদ্দর পর্‌তে বলেছেন।

খ্যাপা। হাঁ আমার শ্রীগুরু ঐ কথাই বলেছেন। তুমি তিন খানা বিদেশী বস্ত্র পরিধান কর্‌ছ—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রূপ তিন খানি বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ না কর্‌তে পার্‌লে স্বরাজ লাভ কর্‌তে পার্‌বে না—তাই এই কাপড় তিন খানা পোড়াবার চেষ্টা কর্‌ছি, ধ্যানের খদ্দর ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করেছি। তারপর কি কর্‌তে বলেছেন।

দেশভক্ত। নিত্য চরকা চালাতে বলেছেন।

খ্যাপা। আমার শ্রীগুরু ও তাই বলেছেন "মনোময় চরকা অনিবার চালাও" সুতা কাট। তাই আমি মনোময় চক্রে সংস্কার তুলা দিয়ে নামের সুতা অনিবার কাটতে লাগলাম। প্রথম প্রথম মোটা হয়, খাই হারিয়ে যাই, ছিঁড়ে যায়, এইরূপ হ'তে লাগল। বেশী দিন সে রকম রহিল না। প্রথমে হৃদয়ে তারপর ভ্রূমধ্যে, শেষে সহস্রারে গিয়ে চাকা চালাতে আরম্ভ কর্‌লাম। একদিন দেখি না! গুহ্য দেশ হতে মস্তক পর্য্যন্ত লম্বা খুব বড় এক গাছা সুতো হয়ে গেছে। কি উজ্জ্বল দেখ্‌তে! অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠ্‌ল। এত সরু, ধ্যান না কর্‌লে সে সরু ঠিক বোঝা যায় না। ওই যা, খাই হারিয়ে গেল! হাঁ হাঁ তারপর ভক্তি নলিতে সেই সুতো জড়াতে লাগ্‌লাম সেই সময় মনে হ'ত দূরে যেন বড় ঘণ্টা বাজ্‌ছে। ঘণ্টার শব্দ শুনতুম্ আর সুতো জড়াতুম। ওই যা খাই হারিয়ে গেল। হাঁ তারপর—

দেশভক্ত। মহাত্মা তাঁত বুন্‌তে বলেছেন।

খ্যাপা। আমিও শ্রীগুরুর আদেশে গুহ্যদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেই সুতো দিয়ে "প্রেমের তাঁতে" "ধ্যান" "খদ্দর" বুন্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। ওই যা খাই হারিয়ে গেল। হাঁ সেই ধ্যানের মোটা খদ্দর যখন পর্‌লাম তখন এমন ঝিঁঝিঁ পোকা ডাক্‌তে লাগল শরীরটা যেন অবশ হয়ে—ওই যা খাই হারিয়ে গেল! ধ্যান হ'ল খদ্দর, দিগম্বর হ'ল ব্রহ্মা—সদ্ভাব। এই উত্তম নয়?

আপন ভাবে আপনি হাঁসে
আপনি গায় আপনি কাঁদে
আপনি আবার যায় গো ডুবে।

কেমন বাবা, দেখদেখি আমি স্বরাজের জন্য চেষ্টা কর্‌ছি কি না—হাঁ বাবা তোমরা স্বরাজ পাচ্ছ না কেন?

দেশভক্ত। 'অনুপযুক্ততা' কারণ, বিদেশী দেখায়।

খ্যাপা। ওই গো বাবা অনুপযুক্ততা বিন্দুটা পার হ'তে পার্‌লেই স্বরাজ, ঐ বিন্দুতেই গোলমাল, ঐ বিন্দুটা ভেদ করতে পারছি না।

দেশভক্ত। আপনার কথা আধ্যাত্মিক এখন বুঝতে পার্‌ছি। কংগ্রেসে যোগ দিলেন না কেন?

ক্রমশঃ

বিদ্যয়া—দেবতাজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোৎকর্ষেণ ব্রহ্মজ্ঞানেন চ [সত্যানন্দঃ]

অমৃতমশ্নুতে দেবতাত্মভাবং প্রাপ্নোতি। তৎহি অমৃত মুচ্যতে যদ্দেবতাত্ম-গমনম্ [আচার্য্যঃ]

অমৃতমশ্নুতে—অমরত্বং প্রাপ্নোতি [ভাস্করানন্দঃ]

অমৃতং—মোক্ষং [উবটাচার্য্যঃ]

অমৃতং—ব্রহ্মাত্মত্বং প্রাপ্নোতি স এব ভবতীত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ]

অমৃতং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি। উক্তং হি শ্রীগীতায়াং ভগবতা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

সাংখ্য যোগশব্দৌ জ্ঞানকর্ম্মপরৌ—[অনন্তাচার্য্যঃ]

যদা তু জ্ঞান কর্ম্মণোরেব সমুচ্চয়ো নতু তজ্জ্ঞানয়ো স্তদোপাযোপেয় শব্দৌ বিহায়াঽত্মজ্ঞান শব্দস্থলে চ দেবতাজ্ঞান মিতি শব্দং পঠিত্বা—আভূত সংপ্লবং স্থান মমৃতত্বং হি ভাষ্যত ইতি ন্যায়েন অমৃতং ব্রহ্মলোক মিতি ব্যাকুর্য্যাৎ [শঙ্করানন্দঃ]

দ্বিবিধং তৎ পরং ব্রহ্ম সগুণং নির্গুণাত্মকম্।
নির্গুণং বাস্তবং ব্রহ্ম সগুণং পরিকল্পিতম্ ॥
কর্ম্ম বিদ্যাং চৈকীকৃত্য যস্তদ্বেদোভয়ং বুধঃ।
মৃত্যুং তীর্ত্বা কর্ম্মণাতু বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥
হিরণ্যগর্ভমাত্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনম্।
তং প্রাপ্য তেন সার্দ্ধং তু পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

বিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং কর্ম্ম, যে এই উভয়ই একত্রে এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় ইহা জানে সে ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্মও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দেবতাজ্ঞান দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়—দেবতাকেই আত্মভাবে প্রাপ্ত হয় ॥ ১১

মুমুক্ষু—(১) দেবতা জ্ঞান নাই শুধু কর্ম্মানুষ্ঠানই করিয়া যায় এইরূপ জ্ঞান শূন্য কর্ম্ম মানুষকে অধোযোনিতে লইয়া যায়—শ্রুতি জ্ঞানশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করেন।

(২) বেদ বিহিত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করা নাই শুধু দেবতার সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করে, করিয়া দেবতাকে জানিতে ব্যস্ত থাকে এইরূপ কর্ম্ম শূন্য

জ্ঞানী আরও অধোযোনিতে গমন করে—শ্রুতি এই কর্ম্মশূন্য জ্ঞানেরও নিন্দা করিলেন।

(৩) জ্ঞান শূন্য কর্ম্ম ও কর্ম্ম শূন্য জ্ঞান বর্জ্জন করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, দেবতা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেদ বিহিত কর্ম্ম করিয়া চল যাহারা কর্ম্মী বা ভক্ত তাহারা ত এই ভাবেই চলিবে?

শ্রুতি—হাঁ। এখন বল প্রকৃত ভাবে কর্ম্ম করিলে কি হয়?

মুমুক্ষু-দেবতা চিন্তার সঙ্গে যিনি বেদ বিহিত কর্ম্ম করেন তিনি বেদ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন। স্বাভাবিক কর্ম্ম যখন আর রাগ দ্বেষে চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না তখন চিত্ত শুদ্ধি হয়। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক কর্ম্ম ও স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম অশুদ্ধ। ইহা যখন শুদ্ধ হয় তখন মানুষ অমরত্ব লাভ করে।

শ্রুতি—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমকালে অনুষ্ঠান করিতে করিতে অবিদ্যা বা কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা যায় এবং দেবতা চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা অমরত্ব লাভ হয়। এই অমরত্ব কিরূপ তাহা কি বুঝিয়াছ?

মুমুক্ষু—মা! "সেই আমি" ইহার অনুভবই জ্ঞান। জ্ঞানীর অমরত্ব যাহা তাহাতে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—এইখানেই ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ জ্ঞানীর হয়। কিন্তু কর্ম্মীর অমরত্ব এরূপ নহে। কর্ম্মীর অমরত্ব হইতেছে দেবতাগণের অমরত্ব। দেবতাগণের অমরত্ব প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি। কিন্তু জ্ঞানীর অমরত্ব অনন্ত অনন্ত কালের জন্য ব্রহ্মভাবে স্থিতি। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মী মৃত্যুর পরে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন, সেখানে ব্রহ্মার সহিত কল্পান্তে মুক্তি লাভ করেন।

শ্রুতি—যাহা বলিলে তাহার প্রমাণ দিতে পার?

মুমুক্ষু—জ্ঞানীর মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন **"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে"** জ্ঞানীর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—এইখানে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়—জ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। আর কর্ম্মীর সম্বন্ধে পুরাণ বলেন—

"আভূত সংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত যে অবস্থিতি তাহাকেই অমৃতত্ব বলে। ইহাই দেবভাব প্রাপ্তি।

শ্রুতি—কর্ম্মীর গতি সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলেন?

মুমুক্ষু—ছান্দোগ্য শ্রুতি কর্ম্মীর গতি দেখাইয়াছেন। যে কর্ম্মী পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন মৃত্যুর পরে ইঁহার যে গতি

হয় তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি" ।৫।৯ ছান্দোগ্য।

মৃতকের আয়ুঃ শেষ হইলে, যাহাতে সে পরলোকের পথে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার পুরোহিত বা পুত্রগণ সেই শব দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য গ্রাম হইতে দূরে লইয়া যায়। সেখানে গিয়া যে অগ্নি হইতে শ্রদ্ধাদি আহুতি দ্বারা সে এই মনুষ্য শরীর লাভ করিয়াছিল সেই অগ্নিতে এই শরীর আহুতি দান করে।

তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্।

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন সেই গৃহিগণ এবং যাঁহারা বনে থাকিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তপস্যা করেন সেই বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য প্রথমে জ্যোতির্লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট গমন করেন। ঐ দেবতা তাঁহাদিগকে অহর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট লইয়া যায়। ঐ দেবতা আবার শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দেন তিনি আবার উত্তরায়ণ দেবতার নিকট লইয়া যান। সেখান হইতে সংবৎসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট, সেখান হইতে যথাক্রমে সূর্য্য লোকের দেবতা এবং পরে চন্দ্রলোকের দেবতার নিকট আগমন করেন। চন্দ্র দেবতার সহিত বিদ্যুল্লোকে আনীত হন। তখন ঊর্দ্ধ হইতে এক অমানব পুরুষ নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহা দেবযান পথ।

শ্রুতি—আর যাহারা জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম করে শ্রুতি তাহাদের গতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন জান?

মুমুক্ষু—অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষ মপর পক্ষাৎ যান্ ষড় দক্ষিণৈতি মাসাং স্তান্নৈতে সম্বৎসরমভি প্রাপ্নুবন্তি।

মামেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশং মাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।

যাহারা গ্রামে থাকিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বাপীকূপাদি খনন, যথাশক্তি দান প্রভৃতি কর্ম্মেই লিপ্ত থাকেন তাহারা মৃত্যুর পর ধূমলোকের দেবতার নিকট যান। পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের দেবতাগণের সাহায্যে পিতৃলোকে যান। কেবল-কর্ম্মীরা সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে পাননা। পরে তাঁহারা অন্তরীক্ষলোক পরে চন্দ্রলোকে আগমন করেন। চন্দ্রের আর এক নাম সোম, ইনি ব্রাহ্মণগণের রাজা ; চন্দ্র কিন্তু দেবতাগণের অন্ন—দেবতারা ইঁহাকে ভক্ষণ করেন।

পুণ্য কর্ম্মের ফল যতদিন ভোগ না হয় কেবল-কর্ম্মী ততদিন চন্দ্রলোকে বাস করেন। পরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। পুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে তাঁহাদের জলময় দেহ জলে বিলীন হয়। সেখান হইতে (চন্দ্রলোক হইতে) অন্তরীক্ষ লোকে পতন হয়। সেখান হইতে বায়ুলোকে আসিয়া বায়ুভূত হইয়া থাকেন। ক্রমে ধূম্রবর্ণ বাষ্প, জলপূর্ণ মেঘ, পরে বর্ষণকারী মেঘ পরে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতন। এখানে আসিয়া ধান্য যব তিল ইত্যাদি শস্য অথবা বৃহৎ বনস্পতি হইতে হয়। এই শস্যাবস্থা হইতে বাহির হইয়া উন্নত অবস্থা লাভ করা বড় ক্লেশকর। যে সকল প্রাণী ঐ শস্য ভক্ষণ করে—তাহাদের শরীর হইতে কুৎসিত দ্বার দিয়া রমণী শরীরে আসিতে হয় পরে ঐ যোনিতে জন্ম হয়। যাঁহাদিগের পূর্ব্ব জন্মের শুভ কর্ম্ম করা থাকে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বর্ণে জন্মেন আর যাহারা পাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা "**কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্ব যোনিং বা শূকর যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বা**" তাঁহারা কুৎসিৎ যোনিতে—কুকুর, শূকর, চণ্ডাল প্রভৃতি হীন জাতিতে জন্মেন।

শ্রুতি—আর যাহারা কর্ম্মশূন্য জ্ঞানের আলোচনা করে তাহাদের গতি ?

মুমুক্ষ—যাহারা উপাসনা বা কর্ম্মানুষ্ঠান করেনা—জ্ঞানের বা দেবতার গল্প মাত্র করে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুরূপে জন্মিয়া জনন মরণ প্রবাহে ঘুরিতে ঘুরিতে চলে—তাহাদের না হয় উন্নতি, না হয় ভোগ। "**তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষ শ্লোকঃ**।—আহা ! শ্রুতি এই স্বভাব বাদীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন কোন প্রকার শাস্ত্রীয় উপাসনা শূন্য বা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম শূন্য সংসার-জীবন বড়ই ঘৃণিত—বড়ই ক্লেশময়।

মা! আমার মনে আর এক প্রশ্ন উঠিতেছে।

শ্রুতি—বল!

মুমুক্ষু—জ্ঞান মার্গ ত বড়ই লোভনীয়। কিন্তু সকলে এই পথে যাইতে পারে না। আর এই কলিকালে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞও প্রায় লোপ পাইতেছে—এখন যাহারা কর্ম্ম করিবে—তাহাদের জ্ঞান সহিত কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে?

শ্রুতি—সন্ধ্যা উপাসনা ব্রাহ্মণের জন্য এবং ইষ্টদেবতার ধ্যান, গায়ত্রী জপ এই কর্ম্ম ব্রাহ্মণেতর সকলের জন্য। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার মধ্যেও প্রধান অংশ হইতেছে গায়ত্রী জপ। তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই কার্য্য দ্বারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করা হয়। সকল সাধকেরই প্রাণায়ামাদি অবশ্য করণীয়। প্রাণায়াম ব্যাপার ও ভিতরকার অগ্নিহোত্র।

"আত্মাগ্নিহোত্র বহ্নৌ তু প্রাণায়াম বিবর্দ্ধিতে" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यांरताः ॥ १२

[যে অসম্ভূতিং উপাসতে [তে] অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি। য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ ভূয় ইব তমঃ [প্রবিশন্তি]

[অধুনা ব্যাকৃত—অব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে] আচার্য্যঃ।

সরলার্থঃ—যে নরা **असम्भूतिं** সম্যগ্‌ ভবনং ভূতিরুৎপত্তির্যস্য কার্যস্য তদ্ভিন্নাং কারণরূপামব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং অজাপ্রকৃতিং মায়াং অবিদ্যাং কামকর্ম্মবীজভূতাং অদর্শনাত্মিকাং **उपासते** চিন্তয়ন্তি **ते अन्धंतमः** অদর্শনাত্মিকাং প্রকৃতিং **प्रविशन्ति** প্রকর্ষেণ বিশন্তি পৌরাণিকোক্তং প্রকৃতিলয়ং প্রাপ্নুবন্তি **तं यथा यथोपासते तदेव भवतीति श्रुतेः**। মায়া পরমেশ্বরস্যোপাধিঃ। **मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं** ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধাঽত্রাসম্ভূতিশব্দেনোচ্যতে—ন ব্রহ্ম। * * সাংসারিক দুঃখানুভব—অভাবেন চ সুষুপ্তিবৎ প্রকৃতিলয়স্য পুরুষেণার্থ্যমানতাঽপ্যুপপদ্যতে। ফলং চ কর্ম্মোপাসন ইব প্রকৃত্যুপাসনেঽপি পরমেশ্বর এব দাস্যতি। ততো জড়ত্বাৎ প্রকৃতেঃ ফল দাতৃত্বানুপপত্তেরুপাস্যত্বানুপত্তিরিতি। **य उ** যে তু **सम्भूत्यां** কার্য্যব্রহ্মণি প্রকৃতিকার্য্যে হিরণ্যগর্ভাখ্যে **रताः** আসক্তা তদুপাসকা ইত্যর্থঃ **ते ततः** প্রকৃতিলয়াৎ **भूय इव** বহুতরমিব স্বরূপা-

জ্ঞানেন সংসরণ হেতুত্বাৎ বহুতরমিব—অনর্থকং তমঃ প্রবিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। প্রকৃতিরবিবেকাদের্জননী-হিরণ্যগর্ভশ্চ তদ্বান্—ফলং চোপাস্য-স্বভাব-সদৃশ মেবেতি ভাবঃ।

যদ্বা

যেঽবিদ্যামুপাসতে তেঽন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যুক্তম্। তত্র অবিদ্যাস্বরূপং উচ্যতে—অসম্ভূতি মিতি। যে অসম্ভূতিং উপাসতে মৃতস্য পুনঃ সম্ভবো নাস্তি—অতঃ শরীরান্তে অস্মাকং মুক্তিরেব—যমনিয়মাদি সম্বন্ধবান্ অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা বিজ্ঞানাত্মা কচিন্নাস্তি ইতি যে সিদ্ধান্তয়ন্তি তে অন্ধং তমঃ অজ্ঞান লক্ষণং তমঃ প্রবিশন্তি। তথা যে চ সম্ভূত্যামেব রতাঃ সম্ভবত্যস্যা ইতি সম্ভূতিঃ পরদেবতা তত্রৈবাঽসক্তাঃ কর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ স্ববুদ্ধি মালিন্যমজানানা আত্মজ্ঞানমাত্র এব রতা আত্মৈবাস্তি নান্যৎ কর্ম্মাদ্যদিতি কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়বন্তঃ তে নরাস্ততোঽন্ধাত্তমসো ভূয় ইব বহুতরং তমো বিশন্তি॥ ১২॥

যাহারা অসম্ভূতিকে—অজাপ্রকৃতিকে—মায়াকে উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারময় তমোমধ্যে প্রবেশ করে। আর যাহারা সম্ভূতি—কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে তাহারা আরও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে॥ ১২

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে কি বলা হইতেছে?

শ্রুতি—অসম্ভূতির যেমন উপাসনা হয়, সম্ভূতিরও সেইরূপ উপাসনা হয়। উভয়ের একত্র—সমুচ্চয়ে উপাসনা করা উচিত। পৃথক ভাবে এই উভয় উপাসনাই যে অনিষ্ঠ ফলপ্রদ তাহাই দেখান হইতেছে।

মুমুক্ষু—অসম্ভূতি কি—অসম্ভূতির উপাসনা কিরূপ?

শ্রুতি—যাহার উৎপত্তি নাই তাহার নাম অসম্ভূতি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই নাম সম্ভূতি। অসম্ভূতি বলে জগতের মূল কারণ প্রকৃতিকে। এই অজাপ্রকৃতি কোন নামরূপে অভিব্যক্ত নহেন বলিয়া ইঁহাকে অব্যাকৃতও বলে। এই অনাত্মক-জড়রূপা অব্যাকৃত প্রকৃতিতে জীবের সুখ ও দুঃখের কারণীভূত কর্ম্মবীজ নিহিত থাকে।

যে পুরুষ এই কারণ প্রকৃতি—অব্যাকৃত মায়া—কামকর্ম্মের উৎপাদিকা জড়রূপা প্রকৃতিকে উপাসনা করেন—প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভকে পৃথক করিয়া উপাসনা করেন—তিনি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া অদর্শনাত্মক অজ্ঞান

অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি উভয়কে এক ভাবিয়া উপাসনা করেন তবে অবিদ্যারূপ যে কর্ম্ম তাহা দ্বারা তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং পরে তিনি জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সম্ভূতি বলে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে। প্রকৃতির কার্য্য হইতেছে হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভের কার্য্য হইতেছে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য লোভে—পৃথক্‌ভাবে হিরণ্যগর্ভের যে উপাসনারূপ কার্য্য তাহাতে রত্নাদি জড় ঐশ্বর্য্যভাব লাভ হয়। তাহাতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়—বৃক্ষ পাষাণাদিতে জন্ম হয়। জড়া প্রকৃতির উপাসনায় অন্ধতম নরক এবং প্রকৃতি সম্ভূত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় আরও অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ।

মুমুক্ষু—পৃথক্ ভাবে প্রকৃতি বা শক্তি বা জড় উপাসনা এবং পৃথক ভাবে প্রকৃতি সম্ভূত হিরণ্যর্ভের উপাসনা অণিমাদি প্রাপ্তি জন্য হইলেও ত সমূহ বিপদ আছে দেখিতেছি। অথচ সমুচ্চয়ে এই সমস্ত উপাসনা, চিত্ত শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। মা! কিরূপ ভাবে এই সমস্ত উপাসনা করিলে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করা যায় এবং শেষে জ্ঞানে অধিকারী হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহাই বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিউন।

শ্রুতি—উপাসনা একমাত্র আত্মারই হয়। শক্তিকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে এবং হিরণ্যগর্ভাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তি—এই ভাবে ইঁহাদিগকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিলে তবে গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাইবে।

মুমুক্ষু—মা! এখন আমি বুঝিতেছি শিব মানস পূজার স্তবে "আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ" ইত্যাদি এবং শক্তির স্তবে "আত্মা এবাসি মাতঃ" কি জন্য বলা হইয়াছে।

শ্রুতি—বৈদিক উপাসনা ও তান্ত্রিক উপাসনাতে গায়ত্রীরই উপাসনা করিতে হয়। গায়ত্রী উপাসনা—ব্রহ্মেরই উপাসনা। বৈদিক গায়ত্রীতে জ্ঞান মার্গে এবং তান্ত্রিক গায়ত্রীতে ভক্তি মার্গে ভজনা করিতে হয়। ইহা তুমি বুঝিয়াছ কি?

মুমুক্ষু—আপনার কৃপায় যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব কি?

শ্রুতি—বল।

মুমুক্ষু—বৈদিক গায়ত্রী উপাসনায় ভাবনার কথা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি।

দেহাভিমানী আমি—যে আমি শত চেষ্টা করিয়াও দেহাভিমান ছাড়িতে ***পারিনা—"সেই আমি" দেহাভিমান শূন্য—নির্ম্মল আত্ম চৈতন্যকে লক্ষ্য***

করিয়া বলিতেছেন—তুমিই প্রণব—সৃষ্টিশক্তি—স্থিতিশক্তি লয় শক্তি—তুমিই নাদ বিন্দু—তুমিই জগৎনাশে যে শব্দমাত্র অবশিষ্ট থাকে—তাহারও বিনাশে যে বিন্দু থাকেন—জগতের বিনাশে—শব্দের লয় অবস্থায়—দৃশ্যদর্শন মুছিয়া গিয়া—নিরালম্ব-অনন্তের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ বিন্দুস্থানে আসিয়া—যে প্রণব অনন্ত হইয়া—অনন্তরূপে নিত্যস্থিত হইয়াও—মিথ্যা ইন্দ্রজাল তুলিয়া—তাহাও ত্যাগ করিয়া স্থিতি লাভ করেন—আহা! তুমিই সেই প্রণব—তুমিই সেই উপাসনার শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আবার তুমিই ভূর্ভুবঃস্বর্লোক—ভূর্ভুবঃস্বঃমহ জন তপ সত্য লোকে যাহা কিছু আছে, ছিল, থাকিবে, তাহার আকার ধারণ করিয়া সমষ্টিভাবে সগুণ ব্রহ্ম এবং ব্যষ্টিভাবে অনন্ত জীব চৈতন্য—আবার তুমিই সেই ক্রীড়াশীল সগুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ—জগৎ বরেণ্য জ্যোতিঃ স্বরূপ - আপনাতে আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও—আপনার পূর্ণ বক্ষে, পূর্ণের অভাব ভাবনারূপ ইন্দ্রজাল তুলিয়া—মায়া তুলিয়া—মিথ্যা কল্পনা তুলিয়া—জগৎ প্রসবিতা হইয়া—সেই জগৎ প্রসবিতার বরেণ্য ভর্গরূপ ধারণ করিয়া—সুন্দর মূর্ত্তিতে হৃদয়ে বিরাজ কর—বাহিরে প্রকাশিত হও—জগতের পূজনীয়—সেই প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তি ধারণ কর তুমি—আমি—দেহাভিমানী আমি মিথ্যা দেহাভিমান ছাড়িতে না পারিয়া—আমি—আমার চৈতন্যের মূর্ত্তি তুমি—তোমাকে ধ্যান করি—তুমিই আমি এই ভাবনা নিত্য অভ্যাস করি—তুমিই আমি—ইহার অভ্যাসে রস না পাইলে "তোমার আমি" এই দ্বিতীয় প্রকারের ধ্যান করিতে অভ্যাস করি—চেষ্টা করি—"তোমার আমি" ভাবিয়া ভাবিয়া—তোমার আজ্ঞা পালনকেই জীবনের ব্রত করি—করিতে চেষ্টা করি—করিয়া বুঝিতে পারি—এই ধ্যানই আমাদের বুদ্ধিকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া যায়—ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপে সত্য সত্যই তোমার ক্রোড়ে—তোমার স্বরূপে পৌঁছিবার পথ নাই—ইহাই বেদ কথিত শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

শ্রুতি—বেশ বলিয়াছ। এখন বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনার পার্থক্য দেখাও এবং তান্ত্রিক উপাসনা বিশদরূপে দেখাও।

মুমুক্ষু—মা! বৈদিক উপাসনা মুখ্যভাবে জ্ঞানমার্গ। অদ্বৈততত্ত্ব যিনি ধারণা করিতে না পারেন, সর্ব্বভীতি শূন্য অদ্বৈত ভাবকে যিনি ভয়ের বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করেন—যিনি **দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি** ধারণা করিতে পারেন না—যিনি অভয়ে ভয়দর্শী—এরূপ ব্যক্তিও যাহাতে জ্ঞানমার্গে পৌঁছিতে পারেন তান্ত্রিক উপাসনায় সেই ভক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে।



শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪৷৷০ টাকা, মোট ১৩৷৷০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৵০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৷৵০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

১৯শ বর্ষ।] চৈত্র, ১৩৩১ সাল। [১২শ সংখ্যা।



মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—•—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৯শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩১ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

শ্রীগুরু স্তোত্র।

ভব সাগর তারণ কারণ হে!
রবি-নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে!
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়াকর দীন জনে॥

হৃদিকন্দর তামস ভাস্কর হে!
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে!
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়াকর দীন জনে॥

মন বারণ শাসন-অঙ্কুশ হে!
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে!
গুণগান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে!
হৃদিগ্রন্থি বিদারণ কারক হে!
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে!
সুখশান্তি বরাভয় দায়ক হে!
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে!
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে!
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

তব নাম সদা শুভ সাধক হে!
পতিতাধম মানব পাবক হে!
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি জনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে!
ভবরোগ বিকার বিনাশক হে!
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন—শ্রীশিশির কুমার বক্সী।

———

বর্ষ শেষে—সৌন্দর্য্যের রাণী।

জানি সকহু তে জানহু, নিগুর্ণ সগুণ স্বরূপ।
মম হিয় পঙ্কজ ভৃঙ্গইব, বসহু রাম নররূপ॥
যার শক্তি আছে জানুক সেজন, নিগুর্ণ সগুণ তোমার স্বরূপ।
আমার হৃদয়পদ্মে, ভৃঙ্গ সম মহানন্দে, বস তুমি রাম নররূপ॥

মহাত্মা তুলসীদাস রামকে নিগুর্ণ সগুণ জানিয়াও বলিয়াছেন, নিগুর্ণ সগুণ—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" ইত্যাদি বিচারে যিনি ক্ষমবান্, তিনি রামকে নিগুর্ণ সগুণই জানুন—আমি কিন্তু চাই নিরাকার রাম নরাকার শ্যামলরূপে আমার হৃদয়পদ্মে বসিয়া মহানন্দে যেন মধুপান করেন। ভক্তের এই সাধ কেন হয়?

নিরাকার নিগুর্ণে বা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অব্যক্তরূপে রস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মানব হৃদয়, মানুষ আকার দেখিয়া যে রস পায় তাহাতে রস অনেক অধিক। অবতারে, নিগুর্ণের, সগুণের, আত্মার, সবই থাকে কিন্তু ভগবান্ মানুষ আকার ধরিয়া তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ প্রদান করেন। অবতার হইয়া শ্রীভগবান্ যখন বলেন "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" আমাকে যে সর্ব্বত্র দেখে, আর আমাতে সমস্ত দেখে—তখন আমাকে দেখিয়া দেখিয়াই ত সগুণ দেখিতে দেখিতে, সর্ব্বব্যাপী দেখিতে দেখিতে সব হারাইয়া নিগুর্ণে স্থিতিলাভ হয়। সেই জন্যই ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা নিরাকারের নরাকার রূপই ভাল বাসেন। আবার বলি কেন বাসেন? সকল সৌন্দর্য্য যে শ্রীভগবানের দেহে—ভক্ত আর কোথায় কি দেখিতে ছুটিবেন?

যাঁহার অবলোকনে সকল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাঁহাকে দেখাই ত জীবন সার্থক করা। চক্ষে কি আছে তাহাত বলা যায় না। চক্ষে চক্ষু স্থাপনে যে কত সুখ তাহা যে জানিয়াছে সেই জানিয়াছে। ইহা ফুটাইয়া বলিতে হয় না। অন্ততঃ কল্পনাতেও যে তার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়াছে সে জানে যে সে নিরাকার হইয়াও সব রূপে রূপ মিশাইয়া তার দিকেই চাহিয়া আছে। সুনীল আকাশে সুন্দর নক্ষত্র ভাসে, ভক্ত মনে করে, নক্ষত্রের ভিতর দিয়া সেই আমাকে দেখিতেছে; বৃক্ষ লতা মানুষ পশুপক্ষী আপন মনে খেলা করে, ভক্ত দেখেন সবাই যেন তাঁহাকেই দেখিতেছেন। আহা! যদি কেহ মনে রাখিতে পারেন

নীল আকাশ স্থির হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন, চঞ্চল নীলাম্বু, তরঙ্গ ভঙ্গে তাঁহাকেই দেখিয়া দেখিয়া কি বলিতেছেন, যদি কেহ দেখেন পাখীর কাকলীতে, পশুর দৃষ্টিতে, বৃক্ষের এই ধ্যায়তীব লেলায়তীব রূপে সেই আমার দিকে চাহিয়া আছে তবে তাঁহার কি হয়? আমরা বর্ষ শেষে সৌন্দর্য্যের রাণীর কথা বলিতেছি।

শেষও বলিতে পারি না, আরম্ভও বলিতে পারি না। যে চিরনূতন তাহার আরম্ভই বা কোথায় আর শেষই বা কোথায়? যিনি অনাদি তাঁহার আদি কোথায়? তথাপি লৌকিক ব্যবহারে বলিতে হয় চৈত্রই বর্ষ শেষ।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য কি শেষের পরিচয়? মানুষের শেষ ত দেখি—সেখানে সৌন্দর্য্য কোথায়? অনুগ্রাহক দেবতা বৃন্দ যখন এই বাহির ত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন তখন বাহিরের সৌন্দর্য্যত থাকেনা। সূর্য্যদেব চক্ষু ত্যাগ করিলে চক্ষুত আর সুন্দর থাকেনা। বাহির নীরস শুষ্ক হইয়া গেল—সুন্দর কিছুই দেখা গেলনা, ভিতরে কিন্তু অপূর্ব্ব প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সব শেষ হইবে, কিন্তু নির্ব্বাণ কালে দীপ শিখার মত, শেষের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা শ্রীফুটিয়া উঠে। এ সৌন্দর্য্য কিন্তু সেরূপ নহে।

যাঁহারা দেখিতে জানিতেন—জানিয়া যাঁহারা সকলকে দেখাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ভিতরে বাহিরে কত শোভাই দেখিতেন।

"চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ" পুণ্য চৈত্র মাস। এই পবিত্র মাসে—এই মধুমাসে কুসুম সমলঙ্কৃত বন ভূমিতে কে আসিল যে এত শোভা পুষ্পিত কাননে ছড়াইয়া পড়িল? কেমন করিয়া বলা যায় যে ইহা বর্ষ শেষ! এত ভরা সৌন্দর্য্য ত যৌবনেরই পরিচয় দেয়।

তোমার আমার বয়স ত শেষ হইয়া আসিল। এখন ত কোথাও আর সৌন্দর্য্য ফুটেনা। তুমি আমি পুরাতন হইলাম বলিয়া কি সবই পুরাতন হইয়া গেল? না তাহা হয় নাই। দেখিবার দোষে পুরাতন দেখায়—যে চিরনূতন সে কি কখন পুরাতন হয়?

সৌন্দর্য্যের রাণি! এ সৌন্দর্য্য তুমি পাইলে কোথায়? কলিকাতা হইতে ৺কাশীধামের পথে চল—চক্ষু চাহিয়া চল—দেখিবে কত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যের রাণী নিজের ভরিত সৌন্দর্য্য যেন কাহাকেও দেখাইতে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোথাও কোন বৃক্ষে একটিও পত্র নাই শুধু ফুল—গাছভরা শুভ্র পুষ্প কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও নূতন পল্লব—বায়ুর সহিত খেলিতেছে আর বৃক্ষ যেন কত কথা কহিতেছে। আমরা কি, দেখিতে

জানি যে, শোভা দেখিব ? একটি বৃক্ষ পত্রে কত সৌন্দর্য্য কিন্তু পত্রটিকে যদি বৃক্ষ হইতে পৃথক করিয়া দেখ তবে আর কতটুকু শোভা দেখিবে ? কিন্তু পত্রকে সমস্ত বৃক্ষের সঙ্গে দেখ—প্রতি মানবকে, প্রতি জীবকে বিরাটের সঙ্গে দেখ—সৌন্দর্য্য রাণীর সঙ্গে দেখ—দেখ দেখি সৌন্দর্য্যের রাণী কত সুন্দরী। হয়না কি ? এই ভরিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মস্তক অবনত হয়না কি ? আহা ! নূতন পল্লবভরা বৃক্ষ দেখিয়া কাহাকে যেন প্রণাম করিতে মস্তক আপনি অবনত হইয়া পড়ে। গাছে গাছে নূতন পাতা নূতন ফুল দেখিয়া কত আনন্দ-স্বর যেন আপনিই ছুটিয়া আইসে। কত পাখী কত ভ্রমর যেন প্রাণ ঢালিয়া কত সুর লহরী তুলে।

বলিতে ছিলাম—সৌন্দর্য্যের রাণি ! তুমি এত সৌন্দর্য্য পাও কোথায় ? সধবা স্ত্রীজনের সৌন্দর্য্য ত স্বামীর সৌন্দর্য্য। বিধবা হইলে বাহিরে শোভা ত আর দেখা যায়না। আবার ভিতরে দেখিতে পাইলে সধবাই কি আর বিধবাই কি—সর্ব্বদাই যেন সেই রমণীয় দর্শনকেই দেখা যায়। আহা ! কত সুন্দর সে—যার সৌন্দর্য্য অঙ্গে মাখিয়া তুমি আজ আদরিণী। কত ধন তাঁর আছে যাঁর ধনে আজ তুমি ধনী ! তোমার সুখ্যাতি যখন কেহ করে তখন তোমার সুমিষ্ট নয়ন কার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কার কথা বলে ? আমার শোভা নাই—তার শোভাই আমাকে সৌন্দর্য্যের রাণী করিয়াছে। মানুষ কেন ইহা শিক্ষা করেনা ? ধনবান্ হইয়াছে, রূপবান্ হইয়াছে, রূপবতী হইয়াছে, কিন্তু অহঙ্কার করে কেমন করিয়া ? আমার আমার বলিয়া অভিমান কর কিরূপে ? সৌন্দর্য্য কি তোমার, যে, কেহ প্রশংসা করিলে ভাব তোমার প্রশংসা করিতেছে ? হায় অভিমান ! তুমি প্রচ্ছন্ন বেশে মানুষকে কত দুঃখেই ডুবাইয়া রাখ। তুমি কপট, তুমি পাপ। পাপের মত কপট বুঝি আর কেহ নাই। সত্যই মানুষের এরূপ শত্রু আর কেহই নহে। শ্রুতি ও বলিতেছেন "জুহুরাণং এনঃ" পাপ কুটিল, পাপ প্রবঞ্চক, একটু মিথ্যা সুখের আভাস দেখাইয়া কুটিল লোক মানুষকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দেয়। দেয় না কি ? অল্পের জন্য মানুষ কত কি করিতেছে। কিন্তু অল্পে কি সুখ দিতে পারে ? শ্রুতি এই জন্যই মানুষকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন মানুষ—যাহা অল্প, যাহা খণ্ডিত, যাহা ক্ষণবিধ্বংসী, যাহা দেখিতে দেখিতে দেখা যায় না—তাহার দিকে ছুটিওনা। যাহা চিরস্থায়ী তাহার পানে ছুট "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা ভূমা—যাহা অখণ্ড, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই সুখ—অল্পে সুখ নাই। ছুটিবে কি এই ভূমার পানে ? যদি ভূমাকে দেখিতে ছুটিতে পার তবে দেখিবে তোমার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই—তোমার গ্রীবা বক্র করিয়া শির

উন্নত করিবার কিছুই নাই। সবই তার। তার বস্তু তারে দিয়া তার দাস হইয়া—তার দাসী হইয়া থাক। অহংকার করিবার তোমার কিছুই নাই। অভিমান ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সকল গর্ব্ব ছাড়িয়া, তাঁরে নমোনম কর, জীবন নূতন হইয়া যাইবে—চির নূতন হইয়া রহিবে। হওনা কেন প্রাচীন আর একবার নূতন জীবন গড়িতে কি চাও? দুদিনের জন্য ও যদি চেষ্টা করিবার অবসর ও পাও তথাপি সে তোমার বাসনা অপূর্ণ রাখিবেনা। সে যে বড় করুণা বরুণালয়।

দৃঢ় সঙ্কল্প—পারিবে কিনা বিচার কর।

বচনে প্রতিজ্ঞা বহু বহু হইল কিন্তু কর্ম্মে কিছুই করা হইল না—অর্থাৎ "বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা ন কৃতং ময়া"—জীবনে ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিল তথাপি আবার সঙ্কল্প করিতে বলিতেছি—দৃঢ় চেষ্টা করিতে বলিতেছি, শ্রীভগবানকে জানাইয়া চেষ্টা করিতে বলিতেছি। পারি নাই—একবার, দুইবার, তিনবার, বহুবার পারি নাই—না পারি তথাপি জীবন ধন্য করার কার্য্য ছাড়িবে কেন? ছাড়িয়া কি লইয়া থাকিবে? শুভ ছাড়িয়া অশুভ লইয়া থাকিবে কেন? তাই আবার চেষ্টা করিতে বলিতেছি।

কে বলিয়াছিল স্মরণ আছেত "মম মরণমেব বরমতি বিতথ কেতনা" আমার মরণই মঙ্গল—দেহ ধারণ নিতান্তই ব্যর্থ। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, দেহ বাধা দেয়—বল—মরণেত ভয়? মরণেই বা ভয় কেন হইবে? মরণইত শ্রেয়ঃ। তোমার পাইবার চেষ্টা না করা অপেক্ষা চেষ্টা করিতে করিতে মরাইত ভাল। "মম মরণমেব বরং"। যখনই আলস্য অনিচ্ছা বাধা দিবে, মন শরীরের বিকলতা দেখাইবে—তখনই কি বলিতে পারিবেনা চেষ্টা না করা অপেক্ষা মরাই ভাল। করিয়া দেখ বল পাও কিনা? উদ্যম জাগে কিনা? দয়ার সাগর শ্রীগুরু আবার আলস্য অনিচ্ছা ইত্যাদি দূর করিবার কত কার্য্যাই ত দিয়াছেন।

দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই—কাজেই ঠিক ঠিক বিরহ তোমার লাগে নাই। তাহাকে ত পাওনা—কিন্তু কত তালেই নাচিতেছ তাহাও ত দেখ।

তোমার সংবাদ যখন তাহার কাছে যায়, যখন তারে ছাড়িয়া অপরকে লইয়া তোমার কত কি করার সংবাদ সে পায়, বল দেখি তখন সেই সংবাদ,—তার কাছে কেমন লাগে ? যদি তোমার তেমন তেমন হইত তবে সে তোমায় দেখা দিতে কি বিলম্ব করিত ? সেই যে একজনের হইয়াছিল—তোমাকে না পাইয়া কত দীন-হীন হইয়া সে থাকিত।

নিন্দতি চন্দনমিন্দু—কিরণমনুবিন্দতি খেদ মধীরম্।
ব্যাল-নিলয়—মিলনেন গরল মিব কলয়তি মলয় সমীরম্॥

আহা কতই খেদ করে, কতই অধীর হয়। চন্দনকে নিন্দাকরে, চন্দ্রকিরণ ও সহিতে পারে না। মলয় সমীরণ স্পর্শে সর্পনিবাস স্থান চন্দনতরুর সংসর্গ আছে ভাবিয়া মলয় স্পর্শেও গরল জ্বালা অনুভব করে।

বহতি চ গলিত-বিলোচন—জলধর মানন-কমল মুদারম্।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দলন-গলিতামৃতধারম্॥

আহা ! কতই সে কাঁদে। তাহার সুন্দর মুখচন্দ্র, বিরহ রাহু যখন চর্ব্বণ করে, তখন বিকট রাহুর চর্ব্বণে গলিত সুধাধারার মত তাহার সুন্দর নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে নয়ন জল ঝরিতে থাকে।

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধা নিধিরপি তনুতে তনু দাহম্॥

প্রতিপদক্ষেপে এই বলে মাধব আমি তোমার চরণে পতিত হইতেছি—তুমি বিমুখ হইলে সুধানিধি হইয়াও চন্দ্র অতিশীঘ্র আমার দেহ দগ্ধ করে। আহা ! আরযে সে সহ্য করিতে পারেনা। বলে "মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু যামিনী" হরি ! হরি ! এই মধুর বাসন্তী রাত্রি আমাকে বিকল করিতেছে। বলে—

অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণং।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহু-দূষণম্॥
কুসুম সুকুমার তনুমতনু শর লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতি-বিষম শীলয়া॥

আহা—হরি বিরহ-অনল বহন করিতে করিতে বলয়াদি মণিময় অলঙ্কারও বড়ই সন্তাপ কর মনে করিতেছি। কুসুম সুকুমার এই তনু—আমার বক্ষে এই কুসুম মালা—ইহাই আজ আমাকে অতি দারুণ স্বভাব পঞ্চবাণ মত নিপীড়ন করিতেছে। বলিতেছিলাম তার অদর্শনে কতটুকু জ্বালা তুমি অনুভব কর,

কতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ কর ? যদি তেমন অনুরাগ না লাগিয়া থাকে তবে সেই যেশুধু সকল সৌন্দর্য্যের আধার—প্রতিক্ষণ ইহা ভাবনা কর। চিত্ত সুন্দর দেখিতেই পাগল। আর সৌন্দর্য্য কোথাও নাই, তাতেই আছে। আর যে যাহা সৌন্দর্য্য পাইয়াছে তাহা সমস্ত তার। তাকে পাইলেই সব সুন্দরকে পাওয়া হইল। তাকে একটু ভালবাস, বাসিয়া সে যাহা করিতে বলিয়াছে কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর সবই আসিবে।

বলিতেছিলাম পাইতে কি চাও তাহাকে—সত্য সত্যই কি পাইতে চাও ? অতি মূর্খও যদি হও—কিছুই যদি না জানিয়া থাক—তথাপি সহজেই তারে পাওয়া যায়। সংসার আয়ান যে দেখিয়াছে, "জুহুরাণং এনঃ" যে জানিয়াছে সে কি সংসারের বৃথা আলিঙ্গনে আর ভুলিতে পারে ? পাপের কুটিল প্রলোভনে আপনা হারা আর হইতে পারে ? মনের ঘসর মসরই পাপ চিন্তা—পাপ জনিত অসম্বন্ধ প্রলাপ। মনের প্রলাপ বন্দ কর—ঘন ঘন নাম করিয়া, সে ছাড়া অপর চিন্তা ডুবাইয়া ফেল। সর্ব্বদা নাম জপ। পারিবে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে ?—সর্ব্বদা নাম জপিব এই উগ্র সঙ্কল্প করিতে ? এমন জপ করিবে যে রাত্রিতেও আর ঘুমাইবার অবসর পাইবেনা। তবেত সর্ব্বদা জপ চলিবে। প্রথম প্রথম অল্প অল্প করিয়া অনেকবার ধরিয়া অভ্যাস কর—ক্রমে বাড়াও—আরও বাড়াও। শেষে নিদ্রা ছাড়িয়া নাম জপিয়া জপিয়া রাত্রি অতিবাহিত কর। যখন পারিবে তখন দেখিবে তোমার সকল ভার সে লইয়াছে। তুমি তার নাম কর বলিয়া সে তোমার সকল সুবিধা বহন করে। কোন কিছু ভাবিতে হয়না, কি খাইবে, কোথায় থাকিবে কিছুই তোমাকে ভাবিতে হইবে না, তুমি নিরন্তর তাকে ডাক আর সে তোমার সব করিয়া দিতেছে দেখিয়া যাও। এই যদি পার তবে এই জন্মেই তারে পাইয়া পূর্ণ হইয়া যাইবে।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

সন্ধ্যা, পূজা, যোগ ও উপাসনা বিষয়ক সাধারণ কথা।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল,

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি" * * *—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

বিদ্যা দ্বারা—(বিজ্ঞান যুক্ত হইয়া) যে কর্ম্ম করিতেছি, তাহার বিজ্ঞান জানিয়া, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক—যাহা করিতেছি, তাহা করিলে নিশ্চয় এই ফল প্রাপ্ত হইব, এবম্প্রকার আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া, অপিচ যোগযুক্ত হৃদয়ে—একাগ্র চিত্তে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর হয়, তৎকর্ম্মের অধিকতর ফল হইয়া থাকে। অবিদ্বানের কর্ম্মের ফল অধিক হয় না বটে, কিন্তু একেবারে নিষ্ফল হয় না, ভাষ্যকার পূজ্যচরণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "বীর্য্যবত্তর" শব্দ প্রয়োগের ইহাই অভিপ্রায় ("অবিদ্বৎকর্ম্মণোঽধিকফলং ন ভবতীতি। বিদ্বৎকর্ম্মণোবীর্য্যবত্তর বচনাদবিদুষোঽপি কর্ম্ম বীর্য্যবদেব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ")। অবিদ্বানের যে কর্ম্মে অধিকার নাই, তাহা নহে ("ন চাবিদুষঃ কর্ম্মণ্যনধিকারঃ"—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য। অবিদ্বানের কর্ম্মে অধিকার আছে, কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীনের কর্ম্মে অধিকার নাই, আপনার শ্রদ্ধাতত্ত্ব শীর্ষক সম্ভাষণে উক্ত হইয়াছে, 'শ্রদ্ধাই' সিদ্ধির হেতু। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতাতে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যদি শ্রদ্ধা না

থাকে, তাহা হইলে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইওনা, শ্রদ্ধা বিনা কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয় না ("যো বৈ শ্রদ্ধামনারভ্য যজ্ঞেন যজতে নাস্যেষ্টায় শ্রদ্ধধতে"।—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা)। যোগযুক্ত হৃদয়ে বা একাগ্রচিত্তে কর্ম্ম করিলে, যে উহা বীর্য্যবত্তর হয়, তাহা বুঝিতে পারি, তাহা অনেকেরই অনুভব সিদ্ধ।

সন্ধ্যা করি, কিন্তু সন্ধ্যা করিলে যাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইবার কথা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হয় নাই। শ্রদ্ধা, বিদ্যা, ও একাগ্রচিত্ততার অভাব বা অল্পতাই বোধ হয়, তাহার কারণ। যথোচিত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিজ্ঞান জানিয়া, যোগযুক্ত চিত্তে সন্ধ্যা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

"সন্ধ্যা," "পূজা", "যোগ" ও "উপাসনা" ইহারা পৃথক পদার্থ নহে।

আপনাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, "সন্ধ্যা", "পূজা", "যোগ" ও "উপাসনা" ইহারা পৃথক্ পৃথক্ নাম হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে। "সন্ধ্যা", "পূজা", "যোগ" ও "উপাসনা" ইহারা যে বস্তুতঃ এক পদার্থ অদ্যাপি তাহা সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিতে পারি নাই, এ সম্বন্ধে অদ্যাপি বহু প্রশ্ন উদিত হয়। জানিতে ইচ্ছা হয়, 'সন্ধ্যা' ও 'পূজা' ইহারা যদি বস্তুতঃ এক পদার্থ হয়, তাহা হইলে 'প্রাতঃ সন্ধ্যা' না করিলে পূজা করিবার অধিকার হয় না, প্রাতঃসন্ধ্যার পর পূজা কর্ত্তব্য, পূজা করিবার অধিকার লাভার্থ সন্ধ্যার উপাসনা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে কেন? 'উপাসনা' ও 'যোগ' যে এক পদার্থ, আপনার কৃপায় অনেক সময়ে তাহা উপলব্ধি হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধেও সর্ব্বথা নিরস্ত সংশয় হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যোগকে একটু আদর করেন, যোগাভ্যাস করিতে ইচ্ছুক হ'ন, কিন্তু সন্ধ্যা—পূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, সন্ধ্যা-পূজা নিম্নাধিকারীরাই করিয়া থাকে, অধুনা যেন এইরূপ মতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। যাঁহারা যোগকে একটু আদর করেন, কিন্তু সন্ধ্যা-পূজাকে অনাদর করিয়া থাকেন, সন্ধ্যা-পূজাকে নিম্নাধিকারীদিগের সাধনা বলিয়া অবধারণ করেন, 'সন্ধ্যা', 'পূজা', 'যোগ' ও 'উপাসনা' ইহারা বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, বলা বাহুল্য, তাঁহারা স্বীকার করেন না।

"হিন্দুরাই সন্ধ্যা-পূজা করিত, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাস বশতঃ এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে সন্ধ্যা-পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু কোন সভ্যজাতি অসভ্য হিন্দুদিগের ন্যায় সন্ধ্যা-পূজা করে না, সম্ভবতঃ কখন করে নাই"

ইদানীং শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে বহুজনকে এই প্রকার মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ধ্যার ভূয়সী প্রশংসা আছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ঋষিরা দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করিতেন, তাই দীর্ঘায়ুঃ, প্রজ্ঞা (সুতীক্ষ্ণ সদ্‌বুদ্ধি) যশঃ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ জ্ঞাননিধি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি বিষ্ণু বা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, এতদ্বারা তিনি দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হ'ন। যম বলিয়াছেন, যাঁহারা সতত সংশিতব্রত (বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মাবলম্বী) হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা বিধুত পাপ হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সন্ধ্যাতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সন্ধ্যার কার্য্যকারিতা নিরূপিত হইয়াছে। শ্রুতির উপদেশ—অহরহ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে ("অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।") 'অহরহঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে', এই শ্রৌতবচনের অর্থ চিন্তা করিলে আপাত দৃষ্টিতে 'সন্ধ্যা' ও 'উপাসনা' যে অভিন্ন পদার্থ তাহা বোধ হয় না। "সন্ধ্যার উপাসনা করিবে" এই স্থলে সন্ধ্যাকে উপাস্যারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'উপাস্যা' ও 'উপাসনা', ভিন্ন পদার্থ সন্দেহ নাই।

'যোগ' শব্দ চিত্তবৃত্তির নিরোধ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব (সম্মিলন—সংযোগ), অপিচ চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্মিলনের উপায় বা সাধনের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হওয়া, উপাস্যের সহিত মিলিত হওয়া, 'চিন্তন', 'মনন', 'সেবা', 'পূজন', 'উপাসনা' শব্দের এই সকল অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অমর কোষে 'বরিবস্যা', 'শুশ্রূষা', 'পরিচর্য্যা', ইহারা উপাসনার পর্য্যায়রূপে ধৃত হইয়াছে। উপাসনার এই সকল অর্থ যে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, আপনার কৃপায় তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় অনুভব হইয়াছে। চিত্তের একাগ্রতাই যে, উপাসনার মুখ্য প্রয়োজন ("উপাসনস্য চিত্তৈকাগ্র্যং পরং প্রয়োজনম্") তাহা কিয়দংশে বুঝিতে পারিয়াছি। "যোগ" শব্দ যে, চিত্তের একাগ্রতার—সমাধির বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইয়াছি। অতএব যোগ ও উপাসনা ইহারা যে, পৃথক সামগ্রী নহে, তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। শাস্ত্রে উপাসনা পদ্ধতির বিবিধ প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যোগেরও বহুপ্রকার ভেদের কথা শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়। "যোগ" ও "উপাসনা" সম্বন্ধে শাস্ত্রে আপাত দৃষ্টিতে বিবিধ মতভেদের কথা থাকিলেও, আপনার কৃপায় উপলব্ধি হইয়াছে,

উহাদের সমন্বয় হইতে পারে। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে, শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে কর্ম্ম না করিলে, বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায় না, কোন বিষয়ের সংশয় বিরহিত জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না। উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই কেহ কৃত কৃত্য হয় না, উপদেশ শ্রবণানন্তর পরামর্শ (গুরু মুখ হইতে শ্রুত বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক বিচার) না করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। সকৃৎ (একবার) উপদেশ শ্রবণ করিলে, যদি জ্ঞানের অভিব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে, উপদেশের আবৃত্তি কর্ত্তব্য। রাগাদি দ্বারা মলিনীভূত চিত্তে উপদেশ বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, যোগানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়াযুক্তেরই যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে, ক্রিয়া-বিহীনের যোগসিদ্ধি হইবে কেন? যোগশাস্ত্র পাঠ মাত্রে যোগ সিদ্ধি হয় না। * এইরূপ বহু অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, ইহারা যে, অতিমাত্র সারগর্ভ, ভাগ্য বশতঃ ভবদীয় সঙ্গলাভ হওয়ায় তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। অমুক এসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, অমুকের এবিষয়ে এইরূপ মত, বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এবম্প্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি এখন ক্ষীণ হইয়াছে। বাবা! যে ভাবে আছি, ঠিক সেই ভাবে ভবধাম ছাড়িয়া যাইবার প্রবল অনিচ্ছা হইয়াছে। মানবজীবনের লক্ষ্য কি, তাহা ত বহুবার শুনিয়াছি, শুনিতেছি, অনেক শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছি, অন্যকে শুনাইয়াছি, কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তদনুসারে কার্য্য করিতেছি কৈ? এখন অনেক সময়ে মনে হয়, কিছুই উন্নতি হয় নাই, যেখানে ছিলাম যেন সেই স্থানেই আছি। সন্ধ্যা, পূজা, যোগ ও উপাসনা, ইহারা যে বস্তুতঃ এক পদার্থ, ভাল করে তাহা বুঝাইয়া দিন, যথার্থভাবে সন্ধ্যা, পূজা, যোগ ও উপাসনা করাইয়া আমাকে কৃতকৃত্য করুন। যাবার দিন যে, ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাবা! যোগশিখোপনিষৎ হইতে 'যোগ' ও 'উপাসনা' সম্বন্ধে যাহা শুনাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব, তাহা পরম রমণীয়, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ও শ্রবণকালে আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়িভাবে সে আনন্দ ভোগ করিবার নিমিত্ত যথোচিত সাধনা করিয়াছি কৈ? যোগশিখোপনিষদে সর্ব্ব-প্রকার যোগের অপরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, 'যোগ' ও 'উপাসনা' সম্বন্ধে কোনরূপ

---

* "নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ ॥"--সাং দং ৪।১৭

"ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ। ন শাস্ত্রপাঠ মাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥"

—হঠযোগপ্রদীপিকা।

সংশয় উদিত না হয়, সর্ব্বলোক শঙ্কর জ্ঞান-বিজ্ঞানময় যোগাত্মা করুণাসাগর শঙ্কর হিরণ্যগর্ভকে লোক হিতার্থ তাদৃশ উপদেশই প্রদান করিয়াছেন, শ্রীমুখ হইতে যোগশিখোপনিষদের মনোহর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যথোচিত লাভ হয় নাই, না হইবারই কথা। যথাবিধি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। গুরু ও শাস্ত্র মুখ হইতে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি তৎসমুদায়ের যথার্থভাবে মনন করি নাই, নিদিধ্যাসন বা সমাধি দ্বারা তৎসমুদায়কে আত্মীকৃত—আত্মসাৎ (To make my own) করিবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করি নাই। অভ্যাস বিনা যোগ, বা উপাসনা যে হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। "অভ্যাস" ও 'উপাসনা' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাদের স্বরূপাবলোকনের নিমিত্ত যে আলোক প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক আছে, তাহা স্মরণ করিবামাত্র অদ্যাপি চিত্ত আনন্দে ভরিয়া যায়। "উপাসন" শব্দের আপনি ক্ষেপণার্থক "অস্" ও উপবেশনার্থক "আস" এই দ্বিবিধ ধাতু হইতে উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। অমরকোষে শরক্ষেপ-শিক্ষার্থ শরাভ্যাস "উপাসন" শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে *। "অভ্যাস" শব্দটীও 'অভি' উপসর্গ পূর্ব্বক ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৌনঃপুন্যভাবে আবৃত্তি, গুরু-মুখ হইতে আকর্ণন (শ্রবণ), গুরুমুখ হইতে শ্রুত বিষয়ের যুক্তাযুক্তত্ব বিচার, অভ্যাস শব্দ ইত্যাদি অর্থের বাচক ব্যবহৃত হয়। অভ্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই যে, এই সকল অর্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। পাতঞ্জলদর্শনে অভ্যাসকে চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগসিদ্ধির সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজস ও তামস বৃত্তি রহিত চিত্তের প্রশান্ত বাহিতার—বিমলতার—সাত্ত্বিক বৃত্তি বাহিতার—একাগ্রতার নাম "স্থিতি"। এই স্থিতির নিমিত্ত যে প্রযত্ন—স্বভাবতঃ বহিঃ প্রবাহশীল চিত্তকে আমি সর্ব্বথা নিরোধ করিব এইরূপ যে উৎসাহ পতঞ্জলিদেব তাহাকেই যোগসিদ্ধি হেতু "অভ্যাস" বলিয়াছেন (তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।"—পাংদং ১।১৩) অতএব

---

* "শরাভ্যাস উপাসনম্"—অমরকোষ।

"উপাস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে শরা অত্র—উপ+অস্ক্ষেপে+অধিকরণে ল্যুট্।"—শব্দকল্পদ্রুম।

"অভ্যাস" ও "উপাসন" সমানার্থক। এই অভ্যাস ব্যতিরেকে যে, কোনরূপ সিদ্ধি হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা কোনরূপ সিদ্ধি (Success) লাভ করেন, তাঁহারাই যে অভ্যাস দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন, শিল্পী বা জড়-বিজ্ঞানবিৎগণও তাহা স্বীকার করেন সন্দেহ নাই। আপনি "শিল্প" শব্দের মূল অর্থ হইতেই বুঝাইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের নামই "শিল্প"। "শীল" ধাতু হইতে "শিল্প"পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, "শীল" ধাতু উপধারণ, সমাধি এতদর্থের বাচক। শীলন—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসনই (Repeated practice, Continued and exclusive concentration) "শিল্প" পদার্থ। * ইতঃপর আপনি বলিয়াছেন মননশীল মানুষমাত্রেই (বিশুদ্ধ বা পূর্ণভাবে না হইলেও) "সন্ধ্যা" করে, "পূজা" করে, "যোগ" বা "উপাসনা" করে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই "সন্ধ্যা," "পূজা", "যোগ" বা "উপাসনার" ফল। আপনার এই অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমার নাই, তথাপি আপনার অনুগ্রহে যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহাতেই অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছি, বর্ব্বরোচিত সন্ধ্যা, পূজা করিব কেন,যোগ বা উপাসনা করিব কেন, আপনি বলিয়াছেন, যাঁহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ পরিণামের আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের মুখ হইতে এইরূপ কথার পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা, পূজা, যোগ বা উপাসনা করিব না কেন, সন্ধ্যা, পূজা বা যোগ ও উপাসনা না করিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব হইবে কিরূপে? কি করে যথার্থ সুখী হইতে পারিব? উন্নতি সাধনে সমর্থ হইব? কি করেই বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প কলার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইব এতাদৃশ বাক্যই উচ্চারিত হইবে। বাবা! যে দিন সন্ধ্যা, পূজার বা যোগ ও উপাসনার প্রকৃত ছবি হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইবে, সেই দিন আপনার মানুষ-মাত্রের হিতকর প্রকৃত মানুষের হৃদয় রমণ অপূর্ব্ব উপদেশ সমূহের মূল্য কত পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইব।

বক্তা—শ্রদ্ধাতত্ত্ব নামক সম্ভাষণে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যে কোন কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হয় না, শ্রদ্ধার উদয় না হইলে যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সন্ধ্যা-পূজা না করিলে, সন্ধ্যা-পূজার শাস্ত্রোক্ত

---

* "শীল উপধারণে" (চুরাদি পং) "শীল সমাধৌ" (ভূরাদি পং)।
"শীলয়ন্তি পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তি তদিতি শিল্পম্।"—নিঘণ্টুটীকা।

ফলপ্রাপ্তি না হইবারই কথা। বিজ্ঞান জানিয়া ও যোগ যুক্ত হৃদয়ে কর্ম্ম করিলে যে কর্ম্মের সমধিক ফল লাভ হয়, তাহা বলা বলা বাহুল্য। বহুদিন সন্ধ্যা করিয়াও, সন্ধ্যা দ্বারা, যে ফল প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে আছে, তুমি যে তাহা পাও নাই, বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা করা হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। তোমার এখন বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে অবগত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত, বিজ্ঞান জানিয়া, এবং একাগ্রচিত্তে কর্ম্ম করিলে যে, কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর হয়, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? সন্ধ্যা, পূজা, যোগ ও উপাসনা ইহারা যে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, "যোগের সমান বল নাই" যোগি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা অতিমাত্র সারবতী। যাঁহারা ধন, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হ'ন, বিবিধ বিদ্যাচার্য্য হ'ন, রাজ্যেশ্বর হন, অন্যের উপরি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হ'ন তাঁহারা চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকেন, ছান্দোগ্যোপনিষদের এই উপদেশ সত্যময়। ইদানীং অনেকে সন্ধ্যা-পূজাকে নিম্নাধিকারীর সাধনা বোধে উপেক্ষা করেন, তোমার এই কথা যে মিথ্যা নহে আমি তাহা জানি। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে (আমি তখন ৺কাশীধামে অবস্থান করিতাম), একব্যক্তি (ইনি এম, এ,) যোগশিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি সন্ধ্যা করেন? আমার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া, উপেক্ষা-ব্যঞ্জক স্মিতবদনে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'আপনার মুখ হইতে যে, এইরূপ কথা শুনিতে হইবে, তাহা আশা করি নাই। সন্ধ্যাত নিম্নাধিকারী-দিগের সাধনা। এখনও কি তাহা করিতে হইবে? এখনও কি, সেই অজ্ঞোচিত সাধনা কর্ত্তব্য? এখনও কি, অগ্নি, জল, সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থ সমূহকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করা উচিত? আমি ইঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া, দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা পাঠপূর্ব্বক ইঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ব্রহ্মবিদগণেরও বিধ্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে যোগী যোগসাধনাবস্থায় দুঃখবোধে বিধ্যুক্ত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করেন, তাঁহার নিরয়ে (নরকে) নিলয় (স্থান) হইয়া থাকে। তপোনিধি যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী ললামভূতা, তপোধনা গার্গী দেবীকে এইকথা বলিয়া, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, বাদরায়ণ, বাল্মীকি, নারদ প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত তপস্বী মুনিদিগের (যাঁহারা যোগি যাজ্ঞবল্ক্যের যোগবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন) উপরি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, ঋষিবৃন্দ! আপনারা এখন বিধিপূর্ব্বক

সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, স্ব-স্ব আশ্রমে গমন করুন.* এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব সন্ধ্যা নিম্নাধিকারীদিগের সাধনা নহে, বিশ্বামিত্রাদি যোগীদিগেরও যোগশিক্ষক যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সন্ধ্যা করিতেন, বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণও যথাকালে সন্ধ্যার উপাসনা করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী জগদ্গুরু, যোগতত্ত্ববিৎ সদা যোগনিষ্ঠ বিশ্বপূজ্যচরণ ঋষিগণকর্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত সন্ধ্যাকে যিনি নিম্নাধিকারীর, অল্পজ্ঞের সাধনা বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাকে যোগ শিখাইবার, যোগবিষয়ক উপদেশ দিবার শক্তি আমার নাই। ক্রমশঃ।

---

* "বিধ্যুক্তং কর্ম্মকর্ত্তব্যং ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ নিত্যশঃ।
প্রয়োগকালে যোগানাং দুঃখমিত্যেবঃ যস্ত্যজেৎ॥
কর্ম্মাণি তস্য নিলয়ো নিরয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ।
ঋষীনালোক্য নেত্রাভ্যাং বাক্যমেতদভাষত॥
সন্ধ্যামুপাস্যবিধিবৎ পশ্চিমাং সুসমাহিতঃ।
গচ্ছন্তু সাম্প্রতং সর্ব্বে ঋষয়ঃ স্বাশ্রমংপ্রতি॥"

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো-গণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

"সিদ্ধিতত্ত্ব"।

(Philosophy of Success and perfection.)

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস, সি, এম, বি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

সিদ্ধির তত্ত্বান্বেষণের প্রয়োজন ও অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়।

জিজ্ঞাসু—কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা হইতে ধারণা হইয়াছে, সিদ্ধির তত্ত্ব নিরূপিত না হইলে, পূর্ণভাবে কর্ম্মের স্বরূপাবলোকন হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মের নিষ্পত্তি—অবিগুণ কর্ম্মফলপ্রাপ্তিই সিদ্ধি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ 'কর্ম্মণাং সিদ্ধিং—ফল নিষ্পত্তিং'—গীতার শাঙ্কর ভাষ্য)। কর্ম্মের ফল, কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থা ও "সিদ্ধি," আমার বিশ্বাস হইয়াছে সমান পদার্থ।

বক্তা—"সিদ্ধি" শব্দের বহু অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এক শব্দ যে, বহু অর্থে, এবং বহু শব্দ যে, একার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা তোমার জানা আছে, কিন্তু তাহা হয় কেন, তাহা বোধ হয় তোমার জানা নাই।

জিজ্ঞাসু—এক শব্দের বহু অর্থে এবং বহু শব্দের এক অর্থে প্রয়োগ হইবার কারণ কি, দুই একবার আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু বিশেষ জিজ্ঞাসা হয় নাই বলিয়া, এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহার মনন করি নাই—তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করি নাই।

বক্তা—যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, যাহা হয়, তাহা কেন হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর না হইয়া থাকিতে পারে না। যথাসময়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে, তোমার কি কারণে এখন সিদ্ধির তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহা বল, সিদ্ধির তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন কি?

জিজ্ঞাসু—সংসার কর্ম্মভূমি, এখানে সকলকেই কোন না কোন রূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্মভূমিতে ক্ষণকালও কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করা অসম্ভব। ('নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। গীতা ৩।৫)। যাঁহা করিতে হয়, যাহাতে তাহা যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যে ভাবে কৃত হইলে, তাহা অভীষ্ট ফল সম্পন্ন হয়, কর্ম্মি মাত্রের তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কর্ম্মিমাত্রেই যখন সিদ্ধির প্রার্থী, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবিগুণ ফল পাইবার অভিলাষী, তখন কোন্ নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে না, কর্ম্মি মাত্রেই যে, তাহা স্থির করিতে একান্ত কৌতূহলী হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। "সিদ্ধি" কোন্ পদার্থ, তাহা যিনি জানেন, সিদ্ধির তত্ত্বান্বেষণের প্রয়োজন কি, তিনি কখন এইরূপ প্রশ্ন করিবেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ মানুষ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী প্রেমময়, করুণা-বরুণালয়, সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু সিদ্ধির (success) তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন কি, কখনও এই কথা (যদি মনুষ্যত্বের একেবারে অভাব না হয়) বলিতে পারিবে না। যাহারা কর্ম্মানুসারে অবশ-ভাবে কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছে, যাহারা পূর্ব্ব কর্ম্মের বশে, অবশ ভাবে ভাল, মন্দ বিবিধ কর্ম্ম করিতেছে, সিদ্ধির জন্য যাহারা সদা চঞ্চল, নিয়ত ব্যাপার রত, তাহারা সিদ্ধির তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এই কথা বলিবে কিরূপে? ধনার্জ্জনের নিমিত্ত যাঁহারা সর্ব্বদা বাণিজ্যাদি নানা প্রকার ব্যাপার করেন, কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কি, তাঁহারা তাহা জানিতে একান্ত অভিলাষী না হইয়া, থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি ভেদে মনুষ্য ভিন্ন-ভিন্ন রূপ কর্ম্ম করে; যিনি যাদৃশ কর্ম্মই করুন তাহা ঈপ্সিত ফল প্রসব করুক, কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের মধ্যে সকলেরই এবম্প্রকার প্রার্থনা হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধির তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্তি হিতাহিত বিবেক শক্তি বিশিষ্ট মানুষমাত্রের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। সিদ্ধির (success, perfection) তত্ত্বান্বেষণের প্রয়োজন কি, এবং কি নিমিত্ত আমার সিদ্ধির তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, যথাশক্তি তাহা নিবেদন করিলাম।

বক্তা—"সিদ্ধি" যে কর্ম্মের নিষ্পত্তি, কর্ম্মের ফল, তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইল, তুমি তাহা বুঝিয়াছ। যাহা যাহার নিষ্পন্ন অবস্থা, তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, তাহার আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই ত্রিবিধ অবস্থারই স্বরূপ অবশ্য দ্রষ্টব্য। কর্ম্মের নিষ্পত্তিকে (completion, accomplishment) "সিদ্ধি" বলা হয়; অতএব সিদ্ধির স্বরূপাবলোকন করিতে হইলে, কর্ম্মের

আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থার স্বরূপ দেখিতেই হইবে। বেদে যৎপদার্থ সর্ব্বজগতের মূল কারণ রূপে অবধারিত হইয়াছে (তপোহি জজ্ঞে কর্ম্মণস্তৎতে জ্যেষ্ঠমুপাসত।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১শ কাণ্ড। "দেব মনুষ্যাদি রূপস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ম্মৈবমূল কারণমিত্যর্থঃ।"—অথর্ব্ববেদভাষ্য); জীবের কর্ম্ম বিচিত্র, অনন্ত প্রকার, এই নিমিত্ত তদনুযায়িনী সৃষ্টিও বিচিত্র—অনন্ত প্রকার; কর্ম্মের প্রবাহ অনাদি, প্রকৃতি অনাদি কর্ম্মের বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন, সাংখ্য দর্শন যে কর্ম্ম পদার্থ সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন ("কর্ম্ম বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্র্যম্"—সাং দং৬।৪১ "কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ।"—সাং দং ৩।৬২), বেদান্ত দর্শন যাহাকে অনাদি ও সৃষ্টি বৈষম্যের হেতুরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, ("ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।"—বেদান্তসূত্র ২।১।৩৫)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও যৎপদার্থকে বিশ্বজগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যৎপদার্থকে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, মন, ইত্যাদি হইতে অভিন্নরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, * সেই "কর্ম্ম" পদার্থের অন্তপর্ব্বই—নিষ্পন্ন অবস্থাই "সিদ্ধি", অতএব সিদ্ধির স্বরূপ নির্ণীত না হইলে, শক্তি বা কর্ম্মের স্বরূপ, জগতের তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারেনা। জগতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে, কারণ জগতের তত্ত্বানুসন্ধান ও কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান ভিন্ন নহে। কর্ম্মই জগতের রূপ।

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম বা পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়াই যে, জগতের রূপ, আমার বোধ হয়, নবোদিত বিজ্ঞান (Modern Science), বেদ মূলক যোগবাশিষ্ঠাদির ন্যায় পূর্ণভাবে না হইলেও, ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। মানস কর্ম্ম বা মানস শক্তিই যে, নিখিল ভৌতিক শক্তির আদ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ, কেহ অধুনা যেন এইরূপ অনুমান করিতেছেন। ভূততত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রাণবিদ্যা, ইত্যাদি অখিল বিজ্ঞান শাখাই যে, ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম্মের ব্যাখ্যান-পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "সিদ্ধি" শব্দের যে অর্থ অবগত হইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, যথোক্ত বিজ্ঞান, কর্ম্মের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই অবস্থাত্রয়ের

* "কর্ম্মবীজং মনঃ স্পন্দঃ কথ্যতেঽথানুভূয়তে। ক্রিয়াস্তু বিবিধাস্তস্য শাখাশ্চিত্রফলান্তরো॥ মনো যদনুসন্ধত্তে তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। সর্ব্বাঃ সম্পাদ যন্ত্যোতাস্তস্মাৎকর্ম্ম মনঃ স্মৃতম্॥ মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং কর্ম্মাথ কল্পনা। সংস্মৃতির্বাসনা বিদ্যা প্রযত্নঃ স্মৃতিরেব চ॥ ইন্দ্রিয়ং প্রকৃতির্মায়া ক্রিয়া চেতীতরা অপি।"—যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ।

স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক শিরোমণি টিন্‌ড্যাল স্পষ্ট স্বরে বলিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) কোন পদার্থের আত্মাবস্থার স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হয় নাই, বিজ্ঞেয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের মধ্য ও অন্ত্যাবস্থার কিছু সংবাদ দিতে পারিলেও, ইহাদের আত্মাবস্থার কোন সংবাদ দিতে পারে নাই। *

ভূত ও ভৌতিক শক্তির আত্মাবস্থার স্বরূপ যথাযথভাবে অবলোকিত না হইলে 'কর্ম্ম ও মন অভিন্ন পদার্থ,' যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের এই অতিমাত্র সারগর্ভ উপদেশের মূল্য অবধারিত হইবে না। যোগস্বরূপ চন্দ্রিকাতে আপনি হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ প্রদর্শন কালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হইয়াছে, কর্ম্ম ও মনঃ অভিন্ন পদার্থ, সূক্ষ্ম স্পন্দন (Vibration) বা প্রাণই, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ। প্রাণ ও রয়ি হইতে স্থূল জগতের বিকাশ হয়, ইহারাই স্থূলজগতের উপাদান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 'মোশন' (Motion) ও 'ম্যাটার' যে যথাক্রমে প্রাণ ও রয়ির কিয়দংশে সমান পদার্থ তাহা বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ 'অগ্নি' ও 'সোম' এই পদার্থ দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, (ম ১ সূক্ত ৯৩ এবং ম, ২ সূক্ত ৪০) তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, আধুনিক সত্যানুসান্ধৎসু বৈজ্ঞানিকদিগের ম্যাটার, এনার্জী, প্রাণ, মনঃ, ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক শুদ্ধ বোধের উদয় হইবে, বহু বিবাদাস্পদ বিষয়ের সমাধান হইবে। প্রশ্নোপনিষদে 'হিরণ্যগর্ভ', 'রয়ি' ও 'প্রাণ' এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, (আপনি বলিয়াছেন) মানস শক্তি এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বিষয়ক বিবাদের অনেকতঃ মীমাংসা হইতে পারে। যাহা হোক্ কর্ম্ম এবং তৎসিদ্ধির স্বরূপ যথার্থভাবে অবলোকন করিতে পারিলে, মানুষের যে কত লাভ হইবে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

বক্তা—কর্ম্ম বা তাহার অবিগুণ নিষ্পত্তি—ফল সম্পত্তি ভিন্ন আর কি পুরুষার্থ আছে? কর্ম্মের ফল নিষ্পত্তি বা সিদ্ধিই, গৌণ ও মুখ্য প্রয়োজন। বাৎস্যায়ন মুনি স্বপ্রণীত ন্যায় সূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'যৎ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, সকলে কর্ম্মে

---

* "Science knows nothing of the origin and destiny of nature. Who or what made the sun, and gave his rays their alleged power? Who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of veried interaction? Science does not know" Fragments of Science.

প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্ম প্রবৃত্তির যাহা কারণ তাহা প্রয়োজন ("যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্।")। সকল প্রাণীই, সকল কর্ম্মই, সকল বিদ্যাই প্রয়োজন ব্যাপ্ত ("অনেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, সর্ব্বাশ্চবিদ্যা ব্যাপ্তাঃ"—বাৎস্যায়ন ভাষ্য।) সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার এই দুইটীই মুখ্য প্রয়োজন, এতদ্দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই, সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে, কি করিলে সুখপ্রাপ্তি হইবে, বাধা বিদূরিত হইবে, তাহা জানিবার ও অন্যকে জানাইবার নিমিত্ত অখিল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি ও ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে সকলেই অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না বটে, কিন্তু সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি এই দুইটীই যে, নিখিল কর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়াছেন। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সাংখ্য দর্শনে মুখ্য সিদ্ধি রূপে নিরূপিত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শন অষ্ট সিদ্ধি বলিতে মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ প্রয়োজনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহা ভূমা—নিরতিশয়, তাহাই প্রকৃত বা পূর্ণ সুখ, পরিচ্ছিন্ন বা অল্পে যথার্থ সুখ নাই, অল্প অধিক তৃষ্ণার হেতু, সুতরাং অল্প দুঃখ বীজ, নিরবচ্ছিন্ন—নিরতিশয় সুখই মুখ্য প্রয়োজন, মুখ্য সিদ্ধি। * "সিদ্ধি" শব্দ কি নিমিত্ত "মোক্ষ" শব্দের বাচক রূপে ব্যবহৃত হয়, সাংখ্যদর্শন কিনিমিত্ত দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়াছেন, যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা তাহা সুখবোধ্য হইবে।

জিজ্ঞাসু—অত্যন্ত পুরুষার্থ, অত্যন্ত পুরুষার্থ হইলেও, নিরতিশয় সুখ, মুখ্য প্রয়োজন বা চরম সিদ্ধি হইলেও লোকে সাধারণতঃ ইহাকে অত্যন্ত পুরুষার্থ, মুখ্য প্রয়োজন বা মুখ্য সিদ্ধি বলিয়া বুঝে না, অল্প, সাতিশয় বা পরিচ্ছিন্ন, দুঃখ বীজ হইলেও, মন্দ পুরুষার্থ হইলেও, তাহাকে পাইবার নিমিত্তই সাধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব বিদ্যা প্রয়োজন ব্যাপ্ত ; প্রয়োজন ও সিদ্ধি যে, এক পদার্থ, তাহা বোধ হয়, এখন তোমার উপলব্ধি হইয়াছে; অতএব তুমি স্বীকার করিবে, মন্দ পুরুষার্থ বা গৌণ প্রয়োজনই সাধারণ কর্ম্ম প্রবৃত্তির

* "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস।"—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥"—ছান্দোগ্যোপিনিষৎ

লক্ষ্য, ভূততত্ত্ব (Physics), রসায়নতত্ত্ব (Chemistry প্রাণবিদ্যা (Biology) ইত্যাদি জড়বিজ্ঞান সমূহ গৌণ প্রয়োজন ব্যাপ্ত, গৌণ সিদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়াই ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়াছে, হইতেছে, মুখ্য সিদ্ধি ইহাদের লক্ষ্য নহে। অমর কোষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, মোক্ষধী—মোক্ষ বিষয়িণী বুদ্ধি, জ্ঞান, এবং শিল্প ও শাস্ত্র (শাস্ত্র শব্দ এস্থলে ব্যবহারিক শাস্ত্র—বা যাহা বিজ্ঞান—(Science) নামে প্রসিদ্ধ, মোক্ষ যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে)—বিষয়িণী যে ধী—যে বুদ্ধি তাহা বিজ্ঞান। * অতএব ইহা সুখ বোধ্য বিজ্ঞান ও শিল্পের মন্দ পুরুষার্থ বা গৌণ সিদ্ধিই লক্ষ্য, মুখ্য সিদ্ধি ইহাদের লক্ষ্য নহে। কথাটা যে সত্য, অত্যল্প চিন্তাতেই তাহা উপলব্ধি হয়। কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান ও দর্শন পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতির সর্ব্ব বিদ্যার তুলনামূলক সমালোচনা কর, প্রতীতি হইবে বৈদিক আর্য্যের সর্ব্ব বিদ্যার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ অত্যন্ত পুরুষার্থই মুখ্য সিদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য কিন্তু অন্য জাতির তাহা নহে।

জিজ্ঞাসু—আমি ইতঃপূর্ব্বে "শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়িণীধীকে বিজ্ঞান বলে" অমরকোষের এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। অমরসিংহ কি নিমিত্ত শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধিকেও "বিজ্ঞান" বলিয়াছেন, আজ তাহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধির উদয় হয় না, অমর সিংহের মতে তাহাও বিজ্ঞান পদবাচ্য, অমরসিংহ "শাস্ত্র" বলিতে এ স্থলে মোক্ষভিন্ন অন্য ফল প্রাপ্তির হেতু, শিল্পাদি বিষয়ক বুদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'সিদ্ধি' পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আভাস পাইলাম, তাহাতে ধারণা হইয়াছে, সিদ্ধির পূর্ণরূপ বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদশাস্ত্রনিষ্ঠ বৈদিক আর্য্যজাতিই লৌকিক ও অলৌকিক এই দ্বিবিধ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেদ—শাস্ত্রের অনুগ্রহে এই জাতিই সিদ্ধির (Success or Perfection) বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপ অবলোকন পূর্ব্বক কৃতার্থ

* "মোক্ষেধীর্জ্ঞানম্ অন্যত্র বিজ্ঞানম্ শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"—অমরকোষ।

"মোক্ষফলিকা ধীর্জ্ঞানম্ (একং মোক্ষোপযোগিবুদ্ধেঃ অন্যফলিকা শিল্পে শাস্ত্রে যা ধীঃ সা বিজ্ঞানম্।"—

শ্রীভানুজিদীক্ষিত কৃত টীকা।

হইয়াছিলেন। অশক্তি নিবন্ধন সিদ্ধির পূর্ণরূপ বুদ্ধিদর্পণে পতিত হয় না; অশক্তিই সিদ্ধির অঙ্কুশ স্বরূপ (Curles of perfectness)।

বক্তা—তুমি যে আমার উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেছ, তাহা অবগত হইয়া, আমি সুখী হইতেছি। তবে আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি; বলিতেছি, পূর্ণভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিনা কোন বিষয়ের যে পূর্ণ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান হয় না, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইওনা, কোন বিষয়ের কখনও ঝটিতি সিদ্ধান্ত করিওনা। পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন, আধ্যাত্মিক চিন্তা এই সকল স্বরূপতঃ সমান কথা। নিদিধ্যাসন চিত্তের পরিমার্জ্জক, ইহার যথা যোগ্য আবৃত্তিতে—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে, বুদ্ধির অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সর্ব্ববিভাসক সত্ত্ব (বুদ্ধি) তখন অত্যন্ত নির্ম্মল হয়। এই প্রণালীর জ্ঞান "প্রতিভা" নামে খ্যাত, ইহা যোগিগণের যোগজধর্ম্ম, এই প্রণালীতে বিকাশ প্রাপ্ত সত্য জ্ঞান পৌরাণিক দিগের দিব্য জ্ঞান। দার্শনিকদিগের ইহাই অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ভর্ত্তৃহরিদেব ইহাকেই বেদ বলিয়াছেন। বেদ বা শব্দ জ্ঞানই যথোক্ত প্রতিভার মূল ("ভাবনানুগতা দেতদাগমাদেব জায়তে।"—বাক্যপদীয়)। জগতে এপর্য্যন্ত যে কিছু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা এই প্রাতিভ জ্ঞানের প্রসাদে হইয়াছে, সকলে বুঝুন না বুঝুন, তাহা বেদের কৃপায়। গ্যালিলিয়ো, নিউটন্ প্রভৃতি সুধীবর্গের পার্থিব গতিজ্ঞান ও মাধ্যাকর্ষণাদির আবিষ্কার যদি বস্তুতই নূতন হয়, অনাবিষ্কৃত পূর্ব্ব তথ্যের আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে, ইহাঁদের উক্ত জ্ঞানকে প্রাতিভ জ্ঞান বলিতে হইবে, উহাঁরা যে বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ বেদের প্রণোদন—স্পন্দন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা মানিতে হইবে, কেন হইবে "প্রতিভাতত্ত্ব" নামক সম্ভাষণে তাহা বিশদীকৃত হইবে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, বিবেকখ্যাতির নিমিত্ত যথা প্রয়োজন সংযম করিলে, বিবেক খ্যাতিসূচক প্রাতিভ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রাতিভ জ্ঞান অনৌপদেশিক—এ জ্ঞান উপদেশের অপেক্ষা করেনা, এজ্ঞান প্রতিভা হইতে উত্থিত, সর্ব্ববিষয়ক যথার্থ জ্ঞান শক্তি স্বরূপ, এ জ্ঞান লাভার্থ সংযমাদি কোন প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না, এই জ্ঞান প্রভাবে যোগী বিনা সংযমে সব জানিতে পারেন ("প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্।"—পাঃ দঃ ৩।৩৩)। আমি এস্থলে এই সকল কথা বলিতেছি কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছ ?

জিজ্ঞাসু—পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, কিছু বুঝিতে পারিতেছি, এই

সকল কথা শুনিয়া আনন্দ হইতেছে, একেবারে বুঝিতে না পারিলে, আনন্দ হইত না। আমার বোধ হইতেছে, সিদ্ধির পূর্ণরূপ দেখাইবার নিমিত্ত, অপিচ সকল সিদ্ধিই যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, চমৎকার বা অলৌকিক সিদ্ধি সমূহকে যাঁহারা কল্পনা প্রসূত বলিয়া, অপ্রাকৃতিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা যে, অল্পদর্শী, তাঁহারা যে, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের পূর্ণরূপ দেখেন নাই, সিদ্ধির স্বরূপ যথার্থভাবে দেখাইতে হইলে, তাহা প্রতিপাদন করিতেই হইবে। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতে, বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন প্রাপ্তি, উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগ বা মানস চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিবৃত্তি, সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞান লাভ, সন্দর্শন পরীক্ষা ব্যতিরেকে, উপদেশ নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্তি, মৃতকে পুনর্জীবিত করা, ভূত ও ভৌতিক শক্তির উপরি প্রভুত্ব করা বিহঙ্গমবৎ স্বচ্ছন্দে আকাশে বিচরণ করা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই যে, প্রাকৃতিক তাহা সপ্রমাণ না হইলে, সিদ্ধির বিশুদ্ধরূপ জ্ঞান নেত্রে পতিত হইতে পারেনা, আমার বিশ্বাস আপনি এই নিমিত্ত এস্থলে এই সকল কথা বলিতেছেন।

বক্তা—সাধারণ মনুষ্য হইতে দৈবী সম্পত্তিযুক্ত মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বল অধিক হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ নিরন্তর ভাবনা বা যোগাভ্যাস দ্বারা পরমাত্মার সহিত যে মহাত্মার একতা উৎপন্ন হয়, তিনি সামান্য মানুষের অজ্ঞেয়, বহু সূক্ষ্ম ঐশ বা প্রাকৃত নিয়ম জানিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন, তিনি অনন্ত শক্তিমান্ হইয়া থাকেন্। অতএব সিদ্ধির স্বরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি বা কর্ম্মের তত্ত্বান্বেষণ করিতে হইবে, কোন্ শক্তির কিরূপ সিদ্ধি, কোন্ কর্ম্ম দ্বারা কিরূপ ফল নিষ্পত্তি হইতে পারে, তৎসমুদায় জানিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন তুষ্টির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। অকস্মাৎ কিছু হয়না, যাহা হয়, তাহার কারণ আছে, আমি যাহা বিশ্বাস করিতে পারিনা তাহাই অবিশ্বাস্য নহে, তাহাই অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃতিক নহে, কাল্পনিক নহে।

জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, 'অসম্ভব' শব্দ অকর্ম্মণ্য মূর্খের শব্দবোধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ("There is nothing impossible in the world, and the word impossible will be found in the dictionary of fools") নেপোলিয়ানের এই সারগর্ভ কথা মনে কর।

জিজ্ঞাসু—"সিদ্ধিতত্ত্ব" কীদৃশ গম্ভীর, কিরূপ প্রমেয় বহুল, তাহার একটু

আভাস পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। জার্ম্মণ দেশীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হেকেল্ ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, প্রাণ বিদ্যা প্রভৃতির আধুনিক অপূর্ব্ব উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যাহা কিছু বস্তুতঃ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, যে সকল কার্য্যের কারণাবধারণ করিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ অলৌকিক, অতি প্রাকৃতিক চমৎকার ইত্যাদি নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকি, কিন্তু ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, প্রাণ বিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব উন্নতি নিবন্ধন যে সকল কার্য্যকে আমরা অতি প্রাকৃতিক বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদের কারণাবধারণে আমরা সমর্থ হইতেছি। জড়বিজ্ঞান কুশল হেকেলের এই সকল কথা শুনিয়া আমি যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। বর্ত্তমানকালে জড়বিজ্ঞানের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে, কোন কার্য্যেরই কারণ বিশুদ্ধ ভাবে নির্দ্ধারিত হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ, অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। *

বক্তা—হেকেল্ইত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, প্রত্যেক প্রাকৃতিক পরিণামের তত্ত্ব আমাদের অবিজ্ঞেয় হইয়াই আছে। †

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্যের প্রয়োজন বা সিদ্ধি ও অন্য জাতির প্রয়োজন বা সিদ্ধি যে অনেকতঃ বিভিন্ন এই বিষয়ে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা বলা হয় নাই, আমার তাহা শুনিবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছে।

---

* "We say a phenomenon is miraculous or wonderful when we cannot explain it and trace its causes.

* * * The great triumph of the progress of Science in the nineteenth century, its theoretical value in the formation of a rational philosophy of Life, and its practical value on the various sides of modern civilization, consist above all in the absolute recognition of fixed laws."—

Wonders of Life—Miracles

† "our knowledge is limited. The force of crystalization, the force of gravitation, and Chemical affinity remain in themselves just as incomprehensible as do Adaptation and Inheritance."—The History of Creation Vol I P. 32

বক্তা—সিদ্ধিতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ করিবার সময়ে তাহা বলিব।

জিজ্ঞাসু—প্রতীচ্য তত্ত্ব চিন্তকদিগের সিদ্ধি বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক উপলব্ধি হইয়াছে, লৌকিক সিদ্ধিকেই ইঁহারা প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিই যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, কোন সিদ্ধিই যে অকস্মাৎ হয় না, এবং চিত্তের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা, সংকল্পের দৃঢ়তা ইত্যাদিই যে, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, তত্ত্ব চিন্তকদিগের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে প্রধানতঃ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। * তাঁহাদের উপদেশ ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু সিদ্ধি সম্বন্ধে আমার যাহা জিজ্ঞাসা (পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি) সিদ্ধি বিষয়ক প্রতীচ্য তত্ত্ব চিন্তকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাহা বিনিবৃত্ত হয় নাই।

বক্তা—প্রতীচ্য বুধগণের "সিদ্ধি" (success) বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তুমি যে তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, তাহার কারণ হইতেছে, কোন্ নিয়মানুসারে সাংসারিক দৃষ্টিতে মহান্ হওয়া যায়, ধনেশ্বর হওয়া যায়, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, পার্থিব জীবনকে কথঞ্চিৎ বাধা রহিত করিতে পারা যায়, ইহারা প্রধানতঃ তাহাই

* "Success in any business or undertaking comes through the working of a law. It never comes by chance: in the operations of nature's Laws, there is no such thing as chance or accident."—Essays of Prentice Mulford—The Law of Success.

"We have seen that the Threefold key of Attainment is composed of (1) Insistent desire; (2) Confident expectation; and (3) Persistent Will.—The Psychology of Success by W. W. Atkinson P. 83

"I know that everyman that is willing to pay the price can be a success. The price is not in money, but in effort. The first essential quality for success is the desire to do—to be somethiug. The next thing is to learn how to do it; the next to carry it into execution"—

The Power of Concentration by Theron Q Dumont P

বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন. মানসশক্তির রোগপ্রতিকারাদি বিবিধ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ইঁহারা অনেক কথা বলিয়াছেন। ইঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট ঈশ্বর প্রিয় অকল্পিত সিদ্ধি সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ লৌকিক সিদ্ধির (success) কথাতেই পূর্ণ। যোগশিখোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কল্পিত সিদ্ধি অনিত্য, অল্পবীর্য্য, অকল্পিত সিদ্ধি নিত্য, মহাবীর্য্য, অকল্পিত সিদ্ধি বাসনা রহিত আত্ম যোগৈকনিষ্ঠদিগের স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির কথা ইঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সম্ভাব্যতাতে ইঁহাদের ঠিক বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মোক্ষ বা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে ইঁহারা সিদ্ধির চরমাবস্থা বলিয়া অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই, চিত্ত লৌকিক বাসনা রহিত না হইলে, অত্যন্ত পুরুষার্থের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব অনুভূত হইতে পারে না। মন্ত্র সিদ্ধি সম্বন্ধে ইঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে, কোন কথা জানিতে পারা যায় না। অতএব বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট সিদ্ধিতত্ত্বের রূপ যাঁহার জ্ঞান নেত্রে পতিত হইয়াছে, তিনি কখন প্রতীচ্য সিদ্ধিতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক তৃপ্ত হইতে পারিবেন না। সিদ্ধি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন চিন্তা করা হইল, এখন সিদ্ধিতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক্।

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমোগণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যোনমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ

বৈদিক আর্য্য।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল,

বৈদিক আর্য্যের ইতিহাস শ্রবণে কাঁহাদের কৌতূহল হইবে ?

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্যের যথার্থ ইতিহাস জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হয়।

বক্তা—তাহা হওয়াই ত উচিত, বৈদিক আর্য্যের যথার্থ ইতিহাস জানিতে কৌতূহল বৈদিক আর্য্যের না হওয়াই বিস্ময়জনক। যাঁহারা পূর্ণভাবে উন্নত

হইবার অভিলাষী, বৈদিক আর্য্যের ইতিহাস, তাঁহাদের যে পরমোপকারক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্য্যের ইতিহাস পূর্ণ উন্নতি পদবীতে অধিরোহণের অধিরোহিণী (সিঁড়ী) স্বরূপ। মহতের জীবনী যে কারণে হিতকরীরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, বৈদিক আর্য্যের জীবনী সেই কারণে উন্নতিপ্রার্থী মানুষমাত্রের হিতকরীরূপে বিবেচিত হইবে। বৈদিক আর্য্যের তত্ত্বানুসন্ধান উন্নতিপ্রার্থী মানব মাত্রের কর্ত্তব্য, অতএব এই অধঃপতিত, নিতান্ত শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী, দুর্ভাগ্য বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের যে, ইহা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত, তাহা বলা বাহুল্য। যে জাতি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না, যে জাতি গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়, পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা করিয়া সুখী হয়, সে জাতির কখন উন্নতি হয় না, সে অধঃপতিত দুর্ভাগ্য জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। শামুয়েল স্মাইল্ বলিয়াছেন—'আমি প্রখ্যাত জাতি সম্ভূত, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্বে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমাকে আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমার চিরস্থাপক হইতে হইবে', যে ব্যক্তির এইরূপ সংকল্প হয়, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতীত সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দৃষ্টিপ্রেরণ, বর্ত্তমান জীবনকে সুস্থির করে, উন্নমিত করে, সমুদ্ভাসিত করে। অতএব বৈদিক আর্য্যের, বৈদিক আর্য্যের যথার্থ ইতিহাস জানিবার কৌতূহল হওয়া প্রাকৃতিক। আর যাঁহারা পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধানে আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহারাও বোধ হয়, এই অতি পুরাণজাতির ইতিহাস শুনিতে কৌতূহলী হইবেন।

পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধানে আনন্দ হয় কেন ?

বলিতে পার, যাঁহারা পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু, যাঁহারা ইতিহাসের অত্যন্ত অনুরাগী, তাঁহারা যে, পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধানপূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করেন, ইতিহাস জানিয়া সুখী হন, তাহার কারণ কি ? প্রকৃতিভেদে যে, রুচিভেদ হয়, প্রবৃত্তি ভেদ হয়, তাহা সুবিদিত বিষয়, আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, কি লাভ হয় ? প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাঁহারা জীবন যাপন করেন, তাঁহারা এতদ্বারা কি সুখ পান ? ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের আলোচনা করিতে করিতে যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহার

হেতু কি? সুখ না পাইলে, কেহ কোন কর্ম্ম করেন না, অতএব যাঁহারা পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জীবন কাটাইয়াছেন, কাটাইতেছেন, তাঁহারা যে, ইহা করিয়া সুখ পান, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণতত্ত্ব বা ইতিহাস জানিয়া কেন সুখ হয়?

জিজ্ঞাসু—আমি আপনার এই প্রশ্নের সাধারণভাবে এই উত্তর দিতে পারি, যে কারণে জ্ঞানপিপাসুর কোন নূতন বিষয় জানিতে পারিলে, সুখানুভব হয়, সেই কারণে পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধান বা ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিয়া, মানুষ আনন্দ পাইয়া থাকে।

বক্তা—যাহা জানিতাম না, তাহা জানিতে পারিলে, যে আনন্দ হয়, তাহার কারণ কি? জ্ঞান সুখপ্রদ হয় কেন? আর এক কথা, সকলেই কি, জ্ঞানকে সুখপ্রদ বলিয়া বুঝেন? সকলেই কি, অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হন?

জিজ্ঞাসু—অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, সুখ হয়, কিন্তু কেন সুখ হয়, তাহাত ইতঃপূর্ব্বে ভাল করে ভাবি নাই।

বক্তা—আত্মার অবাধিত বা নিরর্গল অবস্থা সুখ, এবং ইহার বাধিত বা অবরুদ্ধ অবস্থা দুঃখ নামে পরিচিত পদার্থ। আত্মাস্বরূপতঃ জ্ঞানময়, আনন্দময়, অমৃত স্বরূপ। স্বভাবতঃ জ্ঞানময়, আনন্দময়, অমৃতস্বরূপ—অমরণধর্ম্মা আত্মা অজ্ঞানাবৃত হইলে, আনন্দশূন্য হইলে, মৃত্যু বা পরিবর্ত্তনের ভয়ে ভীত হইলে, দুঃখানুভব করিয়া থাকেন, স্বভাব বাধিত হওয়ায় অসুস্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সকলেই জ্ঞানপিপাসু হয় না কেন? সকলেই অজ্ঞানকে দূর করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয় না কেন? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এইবার দিতে হইবে।

"স্বাধীনতাই সুখ" সকলে মুখে এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বাধীনতা কাহাকে বলে, সকলেই তাহা ঠিক বুঝেন বলিয়া মনে করিওনা। 'স্ব' শব্দের অর্থ 'আত্মা', 'স্ব' বা আত্মার অধীন, "স্বাধীন"। যিনি পরের অধীন নহেন, তিনিই স্বাধীন, তিনিই "স্বতন্ত্র", তিনিই যথার্থ সুখী। যিনি জ্ঞান চাননা, তিনি যে, আত্মার স্বরূপাবস্থা কি, তাহা বুঝেন না, তিনি যে মূঢ়, অবিদ্যা রূপ নীহার প্রাবৃত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি জ্ঞানকে ভাল বাসেননা, যাঁহার

জ্ঞানে প্রীতি নাই, তিনি আত্মজ্ঞান বিহীন, তিনি সদা পরাধীন, তাঁহার সুখলেশ নাই, তিনি বস্তুতঃ চিরদুঃখী। সুখই আমাদের ঈপ্সিততম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহা আমাদের ঈপ্সিততম, আমরা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি, বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জনিত পরিবর্ত্তন বিশেষকেই আমরা সুখ বলিয়া জানি, বৈষয়িক সুখই আমাদের সমীপে "সুখ" নামে পরিচিত পদার্থ। বৈষয়িক সুখ বিষয়াসক্তের যে, পরিচিত পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পান্থশালাতে মিলিত, স্বল্পস্থিতি পথিক সমূহের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পরিচয় হইয়া থাকে, বৈষয়িক সুখ ও বিষয়াসক্তের মধ্যেও তাদৃশ পরিচিতিই আছে। এক পথিক পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য এক পথিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু তাহার নাম, ধাম বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্ত, বিষয় ভোগ কালে, ইহা সেই জাতীয় পদার্থ, যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষয়িক সুখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা অবগত নহেন। "খ" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, খ হেতুক—ইন্দ্রিয় জন্য—অনুকূল বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত মানস বিকারের নাম "সুখ"? অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম, তাহা 'সুখ'? কিম্বা যাহা পরব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ সুখকে খনন করে, নাশ বা পরিচ্ছিন্ন করে, আবৃত করিয়া রাখে তাহা 'সুখ'? নিরুক্ত ও তাহার টীকাতে 'সুখ' শব্দের যে সকল নির্ব্বচন আছে তাহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় "সুখ" পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন ভেদ দ্বিবিধ। পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত মানস বিকার, অপরিচ্ছিন্ন সুখ আত্মার স্বরূপাবস্থিতি। অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে 'সুখ' হয় সত্য, কিন্তু অভীষ্ট প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা চিন্তা করিলে, প্রতীতি হইবে, সুখান্বেষণকারি-চিত্ত সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখপ্রদ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া, নিজদেহ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সুখান্বেষণার্থবহির্মুখচিত্ত অন্তর্মুখ হয়, নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহাকে ভোগ করিবে বলিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখ হইলেই, স্বাভিমুখ দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, ইহাতেই বিষয় প্রাপ্তি জন্য সুখানুভব হইয়া থাকে ("বিষয়সুখমপি ন স্বরূপসুখাদতিরিচ্যতে। বিষয় প্রাপ্তৌসত্যাং অন্তর্মুখেমনসি স্বরূপ সুখস্যৈব প্রতিবিম্বনাৎ। স্বাভিমুখে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ।"—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি)। অল্পবুদ্ধি মানব মনে করে বিষয়ে সুখ দিল, বিষয়োপভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু ইহা সত্য নহে, সুখময়

আত্মাই বস্তুতঃ সুখ দেন, * আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ, আত্মা চিন্ময়, অতএব জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। মানুষ যে অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে চায়, তাহার কারণ, মানুষ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অবাধিত অবস্থাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, মানুষ যে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার কারণ মানুষের আত্মা বস্তুতঃ অমরণধর্ম্মা, মানুষের আত্মা মৃত্যুর অধীন নহে। অজ্ঞান বশতঃ মানুষ আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় না, তা'ই মানুষ স্বরূপতঃ সুখময় হইয়াও দুঃখী, বস্তুতঃ অমর হইয়াও মৃত্যুভয়ে ভীত।

ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে, ইতিহাস বা পুরাণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা বস্তুতঃ এককথা।

জিজ্ঞাসু—ইতিহাস বা পুরাণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা আত্মার স্বরূপ দর্শনার্থীর স্বভাবতঃ হইয়া থাকে; আমি এই কথাটী একটু বিশদভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করি।

বক্তা—শ্রুতি বলিয়াছেন ভাব বা সত্তা কারণাত্মা ও কার্য্যাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ—ভাবের মধ্যে কারণাত্মভাব নিত্য—অপরিণামী; কার্য্যাত্মভাব-অনিত্য পরিণামী; কার্য্যাত্মভাব ত্রিগুণময়ী মায়ার ভাব, ইহা জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারাত্মক। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তভাব কার্য্যাত্মভাব। বর্ত্তমান—পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ, অতীত কালীক জগৎ এবং অনাগত-ভাবিকালের সমুদায় জগৎ, পরম পুরুষ পরমাত্মার অবয়ব স্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালাত্মক জগৎ পরমাত্মার এক পাদমাত্র, পরমপুরুষ পরমাত্মার আর তিনটী পাদ বা অবস্থা আছে, উক্ত পাদত্রয় অমৃত স্বরূপ। পরম পুরুষ পরমাত্মার এক পাদ—একাংশ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায়

---

* "সুখং কস্মাৎ? সুহিতং খেভ্যঃ, খং পুনঃ খনতেঃ"।—নিরুক্তভাষ্য।

"সুহিতং সুষ্ঠুহিতমেতৎ খেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। খং পুনঃ ইন্দ্রিয়ম্ খনতেঃ ধাতোঃ।" দুর্গাচার্য্যকৃতটীকা।

"অতিশয়েন হিতং পুরুষস্য, খেভ্যঃ খহেতুকমিত্যর্থঃ। হিতং বা পুরুষে আত্মধর্ম্মত্বাৎ সুখাদীনাং ধর্ম্মাধিকরণত্বাচ্চ ধর্ম্মিণাম। * * * খং পুনঃ খনতেঃ, উৎপূর্ব্বস্ত উৎখনতি বিনাশয়তি, কিম্? পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখম্, কথম্? কায়সুখ প্রবৃত্তেরধোগমনাৎ ইতি সুখম্।"—শ্রীদেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টুটীকা।

পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। সৃষ্টিকালে পরমাত্মা মায়া দ্বারা দেব তির্য্যগাদি বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হন, সাশন, অর্থাৎ ভোজনাদি ব্যবহারযুক্ত চেতন প্রাণিজাত, এবং অনশন—তদ্‌রহিত অচেতন গিরি, নদী, সাগর প্রভৃতিস্বয়ংই এই উভয়রূপে দ্বিবিধ হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। পরমাত্মার দ্বিবিধ অবস্থাই—এই দ্বিবিধ ভাবই "সত্য" শব্দের অভিধেয়। পরমাত্মার পারমার্থিক অবস্থা—পারমার্থিক ভাব পারমার্থিক সত্য,এবং ইহার ব্যাবহারিক অবস্থা ব্যাবহারিক ভাব ব্যাবহারিক সত্য। ব্যাবহারিক সত্য ত্রিগুণাত্মক, ব্যাবহারিক সত্যই জগৎ। মধ্যে বিশুদ্ধ তত্ত্ব, এবং রাগ-দ্বেষাত্মক রজঃ ও তমঃ উভয় পার্শ্বে, পরমাত্মার ব্যাবহারিক অবস্থার ইহাই স্বরূপ। পরমাত্মার ব্যাবহারিক অবস্থা প্রবাহরূপে নিত্য। ধীমান্ হিচ্‌কক্ বলিয়াছেন—বীজে যেরূপ অঙ্কুর শক্তি অব্যপদেশ্যভাবে বিদ্যমান থাকে, ভবিষ্যৎ বা আগামী জগৎও সেইরূপ বর্ত্তমান গর্ভে অব্যক্তভাবে বিরাজ করে; বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে যে পার্থক্য, বর্ত্তমান জগৎ ও ভবিষ্যৎ জগতের মধ্যে তাদৃশ পার্থক্যই আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ পার্থক্য নাই। হিচ্‌ককের এই সকল কথা যেন বেদ ও শাস্ত্রের অনুবাদ। বেদ বলিয়াছেন বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্পেও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন ("সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।৮।৪৮)। বসন্তাদি ঋতু চক্রের যেরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হয়, সত্যাদি যুগ সমূহেরও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন হইয়া থাকে। সৃষ্টি ও প্রলয়ের যদিও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, তথাপি কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যে রূপে ও যে যে নামে বস্তু সকল বিদ্যমান থাকে পর সৃষ্টিতেও সেই সেই রূপে ও সেই সেই নামে উহারা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বে ও পরে কোন ভেদ নাই, উত্তর সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির সদৃশী, কোন সৃষ্টিই প্রকৃত প্রস্তাবে আদ্য সৃষ্টি নহে, এবং 'বেদ' ষড়্‌ভাববিকারাত্মক জগতের ষড়্‌ভাববিকারের ক্রম প্রতিপাদক, প্রজাপতি হইতে গুরু পরম্পরালব্ধ নিত্যগ্রন্থ, "বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস।" অনাদি নিধনা, বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদময়ী দিব্যবাণী বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইতেই সমুদায় বৃত্তান্ত অখিল জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। * ধীমান্ হিচ্‌কক্ অনেকতঃ এইরূপ মতই প্রকাশ

* "যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু॥ তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্টাং প্রতিপেদিরে। তান্যেব প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব তথা মনুসংহিতা।

করিয়াছেন। হিচ্‌কক্ বলিয়াছেন—'বর্ত্তমান জগৎ অতীতের আলেখ্য, মানব যতই পরমেশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করে, যতই তাঁহার প্রকৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ততই তাহার বিশ্বাস হয় যে, জড়, অজড় দ্বিবিধ জগৎই প্রবাহরূপে নিত্য, জড় অজড় এই দ্বিবিধ জগৎই অবিচালি-তত্ত্বপ্রতিষ্ঠ, চিদচিদাত্মক জগৎ বস্তুতঃ দিব্যা প্রকৃতির প্রতিলিপি, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরিণাম পুনরাবৃত্তি, কোন পরিণামই অভূতপূর্ব্ব নহে' বিশ্ব সম্রাটের রাজ্যে কোন নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন হয় না। *

যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলে, স্বীকার করিবে, বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস আছে, স্বীকার করিবে, যাঁহারা প্রবাহরূপে নিত্য বিশ্বজগতের ষড়্‌ভাববিকারের বা পরমাত্মার ব্যাবহারিক অবস্থার সার্ব্বকালিক পরিণামক্রমের তত্ত্বদর্শন করিতে ক্ষমবান্, তাঁহারাই প্রকৃত পুরাণতত্ত্ববিৎ। তাঁহারাই বিশ্বের পূর্ণ ইতিহাসজ্ঞ। হার্ব্বার্ট সেপন্সার বলিয়াছেন— অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায়

"সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।"—বেদান্তসূত্র ১।৩।৩০

"ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরা সৃষ্টির্নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে।"—শারীরকভাষ্য।

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥"—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

* But the longer a man studies the works of God, the more inclined will he be to regard the universe, material and immaterial, as founded on eternal principles; as, in fact, a transcript of the divine nature; and that all the changes in nature are only new developments of unchanging fundamental laws not the introduction of new laws. * * And although a future condition of things may be as different from the present as the plant is from the seed out of which it springs, shall, as the seed contains the embryo of a future plant, as the future world may, as it were, lie coiled up in the present."—The Religion of Geology P. 298.

আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন, জগতের স্বরূপ। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন এবং স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে। অতএব জগতের অথবা কোন এক জাগতিক বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে, উহার অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের, উহার স্থূল, সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থার স্বরূপ দর্শন করিতে হয়। কোন পদার্থের পূর্ণ ইতিহাস উহার জন্মাদি ষড়্ভাব বিকারের বিবরণাত্মক গ্রন্থ।

ইতিহাস শব্দের অর্থ।

"ইতিহ" শব্দটী পারম্পর্য্য উপদেশবাচী অব্যয়। "ইতিহ" এই অব্যয়পূর্ব্বক "আস" ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় করিয়া "ইতিহাস" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ইতিহ"—পারম্পর্য্য উপদেশ আছে যাহাতে তাহা "ইতিহাস"। পূর্ব্বাচরিত গ্রন্থ বুঝাইতে অমরকোষে "ইতিহাস" ও "পুরাবৃত্ত" এই দুইটী পদ ধৃত হইয়াছে।*

হিস্‌টোরী শব্দের অর্থ। (History)

হিস্‌টোরী (History) গ্রীক্ হিস্‌টোরিও (Historio) এই শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "হিস্‌টোরী" শব্দ অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত, অন্বেষণ দ্বারা সমধিগত বৃত্তান্তের, কোন ঘটনার বিবরণের—পুরাবৃত্তের বাচক (A story or statement of facts obtained by enquiry, an account of an event).

---

* "History in the objecive sense is the process by which nature and spirit are developed. History in the subjective sense is the investigation and statement of this objective development."—History of philosophy vol. I P. 5.

"An entire history of anything must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible."—First Principles P. 278.

হিস্‌টোরির বিষয়ী ও বিষয়াত্মক (Subjective and Objective) ভেদে দ্বিবিধ অর্থের কথা।

য়ুবারওয়েগ্ (Ueborweg) হিস্‌টোরীর বিষয়ি বিষয়াত্মক ভেদে দ্বিবিধ অর্থ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রকৃতি ও আত্মার বিপরিণামক্রম—বিপরিণাম পদ্ধতি হিস্‌টোরীর বিষয়াশ্রিত—বিষয়াত্মক অর্থ। প্রকৃতি ও আত্মার বিপরিণামক্রম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও বিবরণই হিস্‌টোরীর বিষয়ী—আত্মক অর্থ। "ইতিহাস" ও হিস্‌টোরীর যে অর্থ বলা হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে, জগতের বা কোন জাগতিক পদার্থের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় গমনের স্বরূপ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহা ইতিহাস বা হিস্‌টোরী। যাঁহারা জগৎকে প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাঁহারা অতীত ও অনাগতকে স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইতিহাসকে আত্মতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপক, বিশ্বজগতের সংবাদবাহী নিত্যগ্রন্থ বলিয়া আদর করিবেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কতবার সৃষ্ট হইয়াছে কতবার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইহার কোন অংশের একেবারে নাশ হয় নাই, জগৎ স্থূল অবস্থা ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থায় গমন করে, আবার সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, আমরা কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কতবার অবশভাবে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি। আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের প্রকৃত ইতিহাস জানার চেষ্টা আত্মজ্ঞানের বিকাশপথে মহদুপকার সাধন করে। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু পূর্ণ সত্যানুসন্ধিৎসু এই নিমিত্ত বিশ্বের পূর্ণ ইতিহাস জানিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন, পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধানে আনন্দানুভব করেন, শোক বিজয়ী হন। কোন বস্তুই বস্তুতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, অতীত এবং অনাগত ও স্বরূপতঃ সৎ, প্রকৃত পুরাণতত্ত্ববিৎ পূর্ণ ঐতিহাসিক এই সত্যের রূপ দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ ভাক্ হইয়া থাকেন, পুরাণতত্ত্বের অনুসন্ধানে তিনি যে কত সুখ পান, বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস স্মরণ করিয়া, তিনি যে কত আনন্দ পান, তাহা বর্ণনীয় নহে, সে আনন্দ বস্তুতঃ অতুলনীয়। বিশ্বজগতের প্রকৃত ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে কোন ব্যক্তির, কোন জাতির হৃদয় অভিমান রাহুগ্রস্ত হইতে পারে না, কোন মানুষের হৃদয় গর্ব্বমল দ্বারা মলীমস হইতে পারে না, পরপীড়নাদি পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না; যাহা প'ইয়া এখন

অভিমানে স্ফীত হইতেছি, কতবার কত জন্মে তাহা পাইয়াছি, আবার হারাইয়াছি, রাজা হইয়াছি, আবার পথের ভিখারী হইয়াছি, সংসারের ইতিহাস, সংসারের সদা চাঞ্চল্যময় রূপই নয়ন সম্মুখে ধারণ করে, মৃত্যুর ভীম মূর্ত্তিই দেখাইয়া থাকে। বিশ্বের নিত্য ইতিহাস বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিলে,জানিতে পারা যায়,কতবার কত দেশ সর্ব্বজন পূজিত হইয়া. সর্ব্বজন পদদলিত হইয়াছে, এই ভারতবর্ষ এক সময়ে অমর বৃন্দেরও প্রার্থিত বাস হইয়াছিলেন, আবার এখন ইহার কি দুরাবস্থা হইয়াছে!! স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যজাতি, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ জ্ঞানকারী বৈদিক আর্য্যজাতি, ব্রহ্মার আনন্দেও (অনিত্য ও অল্প এই জ্ঞান হেতু) বীতরাগ বৈদিক আর্য্যজাতি, আজ পরামুখাপেক্ষী হইয়াছেন, আজ অসভ্য বা ঈষৎ সভ্য বোধে অবগণিত হইতেছেন, আজ বেদ প্রাণ, বেদনিষ্ঠ, বেদকে ঈশ্বরবোধে, নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য প্রসূতি জ্ঞানে. বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস বলিয়া আদরকারী বৈদিক আর্য্য জাতিকে বেদের, বেদোপদিষ্ট পরম হিতকর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা শ্রবণ করিতে হইতেছে। যে বৈদিক আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প কলার আদ্যুপদেষ্টা ছিলেন, যে বৈদিক আর্য্যজাতি উন্নতির চরম সীমাতে উপনীত হইয়াছিলেন, মানুষ মাত্রে যে জাতির কাছে অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী, সে জাতির ইতিহাস জানিবার, সে জাতির জন্মাদি ষড়্ভাব বিকার তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবার কৌতূহল কোন প্রকৃত মানুষের না হইয়া থাকিতে পারে কি? যাঁহারা পূর্ণ উন্নতি প্রার্থী, তাঁহাদের কাছে, পূর্ণ উন্নতি পদে সমারূঢ় বৈদিক আর্য্য জাতির ইতিহাস অমৃতের ন্যায় বোধ না হইয়া থাকিতে পারে কি? ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের লৌকিক ও অলৌকিক, এই দ্বিবিধ উপায় জানিবার যাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা হইবে, বৈদিক আর্য্য জাতির ইতিহাস শ্রবণ, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। উন্নতির যে রূপ বৈদিক আর্য্য জাতির ইতিহাস শ্রবণ করিলে নয়নে পতিত হয়, উন্নতির সে পূর্ণ রূপ, উন্নতির সে সর্ব্বজন কমনীয় রূপ, অন্য কোন জাতির ইতিহাস শ্রবণ করিলে নয়ন পথে পতিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনার্থ—গ্রন্থ পরিচয়।

১। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিবৃতি মূল্য ।৵৹ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেবশর্ম্মা। প্রাপ্তিস্থান—১। উৎসব অফিস। ২। শিবপুর সানাপাড়া ২৯ গোপাললাল চৌধুরীর লেন বোটানিক গার্ডেন পোষ্ট আফিস জেলা হাওড়া।

২। বৃহন্নারদীয় পুরাণ পয়ারাদিছন্দে মূল্য ৸৹ শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন কৃত প্রাপ্তিস্থান—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন কবিরাজ—মাণিকগঞ্জ।

৩। পন্থা মূল্য ১৲ টাকা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বিদ্যারত্ন।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র গুহ মুস্তফী ৯ অখিল মিস্ত্রির লেন কলিকাতা

৪। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ) মূল্য ৸৹ আনা। শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত।

৫। প্রভাতী (জ্ঞান—কর্ম্ম-ও ভক্তি) মূল্য ৸৹ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—৫৫ অপার চিৎপুর রোড যোড়াশাঁকো—কলিকাতা।

৬। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। মূল্য ১৲ টাকা। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ১৷৹ কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা সোনারপুরা চৌরাস্থা বারাণসী ২। নিগমাগম পুস্তকালয় জগৎগঞ্জ বারাণসী।

৭। আলোচনা চতুষ্টয় মূল্য ।৹ শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান— পূর্ব্বের মত।

উপরির লিখিত পুস্তকগুলি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের অবসর অতি অল্প ও উৎসব পত্রের স্থানও সঙ্কীর্ণ এজন্য আমরা যথাযথ সমালোচনা করিতে অসমর্থ। কোন পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইলে গ্রন্থকারের মন যে ভূমিকায় পৌঁছিয়া ভাব প্রসব করিয়াছে সেইখানে পৌঁছিতে হয়। বিশেষতঃ যে বিষয় লেখা হইতেছে সেই বিষয়ে যাহা উত্তম বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সেই বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিন্তা যাহা জগতে প্রচারিত সেই সমস্ত সমালোচনায় থাকা আবশ্যক। বলিতে ছিলাম আমাদের অবসর আদৌ নাই। আগামী বর্ষে সময় করিয়া সমালোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

১৩৩১ সালের বর্ষ সূচী।

খ

গ

চ

ছ

জ

ত

দ

শ্রুতি—তান্ত্রিক উপাসনার কথা এখন বল।

মুমুক্ষু—তান্ত্রিক উপাসনায় প্রথমেই রূপ দেখান আছে। রূপ দেখাইয়া মূর্ত্তি দেখাইয়া—বলা হইতেছে এস আমরা আত্মার এইরূপ দেখিয়া বলি—এইরূপের ধ্যান করিয়া বলি—এস আমরা ইঁহাকে জানি—ইঁহাকে ধ্যান করি—পরেই বলা হইতেছে—হায়! কেমন করিয়া জানিতে হয়—কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয়—মূর্খ আমি—দেহাভিমানী আমি—আমি যে এই জ্ঞানও পারিনা—ধ্যানও পারিনা। পিতা তুমি—রাজা তুমি—মা তুমি—দেবী তুমি—আমি তোমার আশ্রিত—তোমার একান্ত শরণাগত—তুমি আমাকে তোমার জ্ঞানে—তোমার ধ্যানে—সামর্থ্য দিয়া—তোমার কাছে লইয়া চল—যাহা করিলে তোমার ক্রোড়ে স্থিতি লাভ করিতে পারি—তুমি তাহাই করিয়া দাও—ইহা ভিন্ন আমার উদ্ধারের আর অন্য পথ নাই।

শ্রুতি—এই দ্বাদশ শ্রুতি মন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে শক্তিকে, আত্মা না জানিয়া যিনি উপাসনা করেন—তিনি অসম্ভূতির—অজা প্রকৃতির-মায়ার উপাসনা জন্য অন্ধতমে প্রবেশ করেন—আর যিনি অবতার-বীজ হিরণ্যগর্ভের—সম্ভূতির উপাসনা করেন—সম্ভূতিকে আত্মা না ভাবিয়া উপাসনা করেন তিনি আরও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করেন। শক্তি উপাসনাই কর—বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাই কর—যদি অসম্ভূতি বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া ভাবনা না করিতে পার, আর সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভকে যদি আত্মা বলিয়া জানিতে না পার তবে তোমাকে ইতর জীব বা বৃক্ষ পাষাণাদিরূপে জন্মিতে হইবেই। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে—অসমুচ্চিত ভাবে—যাঁহারা শক্তি উপাসনা করেন—বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন—তাঁহাদের গতি শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। কিন্তু সমুচ্চিত ভাবে ভজিলে সাধক ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে এবং শেষে জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। এক্ষণে উপসংহার কর।

মুমুক্ষু—উপাসনা—আত্মরই হয়। যেখানে আত্মাতে লক্ষ্য থাকেনা অথচ ভূতজয় বা প্রকৃতিজয় জন্য ধারণা ধ্যান সমাধি হয় সেখানে অসদ্গতিই হয়। এক্ষেত্রে শেষ কথা হইতেছে এই:—"তুমিই আমি" এই ধ্যান করিলে দেখি কোন কর্ম্মই আর থাকেনা। তুমি পূর্ণ—"তুমিই আমি" এই পূর্ণের ভাবনায় পূর্ণ হইয়া গেলে "কর্ম্ম" আর কোথায় থাকিবে? স্বরূপে স্থিতি হইলে কর্ম্ম আর হইতেই পারেনা।

স্বরূপটি "অনেজৎ"—সর্ব্বপ্রকার কম্পনশূন্য—চলনশূন্য—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ

স্বরূপই। স্থিতিতে গতি থাকেনা—"তুমিই আমি" ভাবনায় সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়।

কিন্তু যেখানে "তবাস্মি" বা তোমার আমি সেখানে নিষ্কাম ভাবে তোমার আজ্ঞামত চলাই আমার কার্য্য—সেখানে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্মশূন্য অবস্থা লাভ করা যায়।

শ্রুতি—বেশ বলিয়াছ।

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

শ্রুতি—বল।

মুমুক্ষু—অসম্ভূতি ও সম্ভূতির অর্থ কেহ কেহ অন্যপ্রকার করেন।

শ্রুতি—কিরূপ ?

মুমুক্ষু—মানুষের মৃত্যু হইলে আত্মারও নাশ হয়—কোন আত্মাই তখন থাকেনা—ইহার পুনরায় জন্মের সম্ভাবনাই থাকেনা। এইজন্য আত্মাকেই অসম্ভূতি বলে। যাহারা এইরূপ নিশ্চয় করে তাহারা অত্যন্ত অন্ধ কুক্কুর শূকরাদি শরীর রূপ নরক প্রাপ্ত হয়।

সম্ভূতি বলে—যাহার জন্ম সম্ভব অর্থাৎ এই শরীর। এই শরীরকেই কেহ কেহ আত্মা বলে। এই দেহাত্মবাদী মনুষ্য অধিকতর অন্ধকার পূর্ণ বৃক্ষ পাষাণাদি জড় ভাব বারংবার প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত লোক মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিষয় বাসনায় পূর্ণ হইলেও ইহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলায়। ইহারা শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া শাস্ত্রীয় সন্ধ্যা বন্দন, জপ, শ্রাদ্ধ তর্পণ, অগ্নিহোত্রাদি কোন কর্ম্মই করেনা। ইহারাই ঘোরতর অন্ধকারে গমন করে। যাহারা অসম্ভূতি অর্থে আত্মা আর সম্ভূতি অর্থে এই শরীর বলে তাহাদের গতি ত এইরূপ ?

শ্রুতি—হাঁ।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১২ ॥

[সম্ভবাৎ অন্যৎ এব ফলং আহুঃ [ধীরা ইতি শেষঃ] অসম্ভবাৎ অন্যৎ [পৃথক্ ফলং] আহুঃ। যে তৎ নঃ বিচচক্ষিরে [তেষাং] ধীরাণাং ইতি শুশ্রুম]

সরলার্থঃ—**সম্ভবাৎ**—সম্ভূতেঃ হিরণ্যগর্ভাখ্য—কার্য্য ব্রহ্মোপাসনাৎ—সম্ভূতিরূপ কার্য্য—প্রজাপত্যুপাসনাৎ **অন্যৎ এব** ভিন্নমেব—পৃথগেব অণিমাদি সিদ্ধিরূপং ফলং, তত্ত্বজ্ঞা **আহুঃ** বদন্তি—ব্যাখ্যাতবন্তঃ। তথা **অসম্ভবাৎ** অসম্ভূতিরূপ কারণ—অব্যাকৃতাখ্য প্রকৃত্যুপাসনাৎ **অন্যৎ** পৃথক্ ফলং প্রকৃতিলয়াখ্যং ফলং আহুঃ কথয়ন্তি। **যে** ধীরাঃ জ্ঞানিনঃ **নঃ** অস্মভ্যং অস্মাকং **তৎ** সম্ভূতি—অসম্ভূতি—উপাসনা ফলং **বিচচক্ষিরে** ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং **ধীরাণাং ইতি** বাক্যং **শুশ্রুম** বয়ং শ্রুতবন্তঃ॥ ১৩॥

কার্য্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ উপাসনার ফল পৃথক্ আচার্য্যগণ ইহা বলেন। অব্যাকৃত প্রকৃতি উপাসনার ফল পৃথক্ ধীর পণ্ডিতগণ ইহাও বলেন। এই প্রকার আচার্য্যগণের বাক্য আমরা শুনিয়াছি। এই ধীর আচার্য্যগণ আমাদিগকে ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফল ব্যাখ্যান করিয়াছেন॥ ১৩॥

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে কি বলা হইল?

শ্রুতি—প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের অপৃথক্ ভাবে উপাসনা করাই উচিত। তজ্জন্য এক একটি হইতে কি কি ফল উৎপন্ন হয় তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইতেছে।

মুমুক্ষু—দ্বাদশ মন্ত্রে ত প্রকৃতিও হিরণ্যগর্ভের পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিলে কি হয় তাহা দেখাইয়া পৃথক্ ভাবে উভয় উপাসনারই নিন্দা করিলেন। ইহাতে ত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার নিন্দা করা হয় নাই কিন্তু পৃথক্ ভাবে উপাসনারই নিন্দা করা হইয়াছে?

শ্রুতি—হাঁ তাহাই। এখন বল পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিলে হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতেই বা কি হয় আর অজ প্রকৃতির উপাসনাতেই বা কি হয়।

মুমুক্ষু—**তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুতিঃ** ব্রহ্মকে যে যে ভাবে উপাসনা করে দেহান্তে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়—শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভের সকাম উপাসনার ফল অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। আর অসম্ভূতি বা অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনার ফল অন্ধতম নরকে প্রবেশ এবং পৌরাণিকগণ কথিত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকা।

শ্রুতি—প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভ—ইহারা কিরূপ তাহা ভাল করিয়া ধারণা করিয়াছ ত?

মুমুক্ষু—মা! অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতেছেন অব্যক্ত প্রকৃতি, অজা প্রকৃতি—ইনি নাম রূপে আদৌ অভিব্যক্ত নহেন। আর হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন কার্য্যব্রহ্ম। প্রকৃতি হইতেছেন কাম কর্ম্ম বীজ ভূতা—বীজরূপে ইহাতে কাম কর্ম্ম সমস্তই থাকে কিন্তু তাহাদের অভিব্যক্তি নাই এইজন্য অসম্ভূতি বা প্রকৃতি অদর্শনাত্মিকা। কিন্তু হিরণ্যগর্ভে কাম কর্ম্মাদি বিরাট দেহে অভিব্যক্ত।

শ্রুতি—অসম্ভূতি বা আদি কারণ অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনার ফল প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকা—ইহা কিরূপ ধারণা করিয়াছ?

মুমুক্ষু—মানুষের মনকেও মায়া বলা হয়। কোন উপায়ে মনের কার্য্য বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকাকেই অসম্ভূতির উপাসনা বলা যাইতে পারে। মনকে ফাঁকা করিয়া যাঁহারা বসিয়া থাকেন তাঁহারাই অজ্ঞানাত্মক প্রকৃতির উপাসনা করেন। ইহাঁরা "অব্যক্ত চিন্তকাঃ"। আর "দশমন্বন্তরানীহ চিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ" প্রকৃতি বা অব্যক্তের উপাসকগণ দশামন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন থাকেন। আবার ব্যুত্থান হইলেই যাহা ছিল তাহাই দেখা শুনা।

শ্রুতি—আর সম্ভূতি বা আদিকার্য্য হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় ঐশ্বর্য্য লাভ কিরূপ?

মুমুক্ষু—"ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ" ভূতজয়ে অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্র কামাবসায়িত্ব এই অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ।

অণিমা—তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ। স্থূল হইয়াও অতিসূক্ষ্ম অণু হওয়ার শক্তি।

লঘিমা—লঘিমা লঘুর্ভবতি। গুরুভার হইয়াও হালকা হওয়ার শক্তি।

মহিমা—মহিমা মহান্ ভবতি। অতিক্ষুদ্র হইয়াও হস্তি পর্ব্বতাদি বৃহদাকার ধারণ করার শক্তি।

প্রাপ্তি—প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং। ভূমিতে থাকিয়াও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রাদি স্পর্শ করার শক্তি।

প্রাকাম্য—প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ—ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে—ইচ্ছার অনভিঘাত বাধা না হওয়া। যেমন ভূমিতেও জলের মত উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইবার শক্তি। ভূমি ভেদ করিয়া উঠা বা জলে নিমগ্ন হওয়া মত ভূমিতে ডুব দেওয়া।

বশিত্ব—বশিত্বং ভূত ভৌতিকেষু বশীভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাং—আপন ইচ্ছায় পৃথিবী আদি ভূত ও গো-শকটাদি ভৌতিক পদার্থকে চালাইবার শক্তি—অন্য কাহারও বশ না হওয়া।

ঈশিত্ব—ঈশিত্বং তেষাম্প্রভবাপ্যয় ব্যূহা নামীষ্টে—ভূত-ভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন করা—নাশ করা—অবয়ব সংস্থান করার শক্তি। মূল প্রকৃতি জয় হইলে প্রকৃতির সমস্ত কার্য্য ইচ্ছা মত করা যায়।

যত্র কামাবসায়িত্ব—যত্র কামাবসায়িত্বং—সত্যসঙ্কল্পতা— যথা সঙ্কল্পস্তথাভূত প্রকৃতীনামবস্থানম্। ন চ শক্তোঽপি পদার্থ বিপর্য্যাসং করোতি কস্মাৎ অন্যস্য যত্র কামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি। ইহা লাভ হইলে সত্য সঙ্কল্পী হওয়া যায়। যেমন সঙ্কল্প করা যাইবে সেইরূপেই ভূত ও প্রকৃতিকে অবস্থান করিতে হইবে। যত্র কামাবসায়ী যোগী সমর্থ হইলেও জগতের পদার্থের বৈপরীত্য—যেমন সূর্য্যকে চন্দ্রকরা—চন্দ্রকে সূর্য্য করা ইত্যাদি বিপর্য্যয় করিতে পারেন না কেবল পদার্থের শক্তির অন্যথা করিতে পারেন। বিপর্য্যয় করিতে যে পারেন না তাহার কারণ হইতেছে পূর্ব্বসিদ্ধ যোগী হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর আপনার সঙ্কল্প দ্বারা যে জগৎ রচনা করিয়াছেন তাহার বিপরীত করা অন্য যোগীর সাধ্য নহে।

সম্ভূতি কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। কিন্তু পৃথক ভাবে উপাসনা করিলে গতি হয় অতি অন্ধকার নরকে। আর অসম্ভূতি বা প্রকৃতির উপাসকগণ অদর্শনাত্মক অন্ধঃতমে গমন করেন। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে সম্ভূতি ও অসম্ভূতি যে এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় তাহাই বলা হইতেছে।

শ্রুতি—এখানে কি করিতে বলা হইতেছে এবং পরের মন্ত্রেও বিশেষ করিয়া বলা হইবে তাহা বুঝিয়াছ ত ?

মুমুক্ষু— যাহা বুঝিছি বলিব ?

শ্রুতি—বল।

মুমুক্ষু—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" "বিদ্যয়া দেব লোকঃ" ইহা বলা হইয়াছে। ইহাও শাস্ত্র বলিতেছেন "আত্মযাজীশ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ"। সাধককে শাস্ত্র বলিতেছেন—

সর্ব্বত্র পরমাত্মা ভাবনা পুরঃ সরং নিত্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনা পুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ান্ ইতি নির্ণয় কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্ম দেব লোকস্য, কামনা পূর্ব্বং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকমিত্যর্থঃ॥

জ্ঞান রহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয় আর জ্ঞান সহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের ফলে দেব লোক প্রাপ্তি ঘটে এবং পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, পরে আত্মজ্ঞান লাভে মুক্তি।

যাহারা কেবল দেবতার আরাধনা করেন, কামনা পূর্ব্বক দেবতার উপাসনা করেন, এইজন্য সকাম কর্ম্মিগণ দেবযাজী। আর যাঁহারা সর্ব্বত্রই পরমাত্মা আছেন এই ভাবনা মনে করিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্য নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন—কোন ভোগ কামনা রাখেন না এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মিগণ আত্মযাজী। সকাম কর্ম্মী ও নিষ্কাম কর্ম্মী ভেদে কর্ম্মী দুই প্রকার দেখান হইল। সকাম কর্ম্মী—পিতৃযানে ও নিষ্কাম কর্ম্মী দেবযানে গমন করেন। নিষ্কাম কর্ম্মী ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন। ইঁহারাই জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শেষে মুক্তি লাভ করেন। ইহা পূর্ব্বে ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

[যঃ [অ] সম্ভূতিং চ বিনাশং চ তৎ উভয়ং সহ বেদ [সঃ] বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা [অ] সম্ভূত্যা অমৃতং অশ্নুতে]

সরলার্থ—**যঃ** পুমান্ সম্ভূতিং চ ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ অবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। অসম্ভূতিং অব্যাকৃত প্রকৃতিং তস্য উপাসনম্ ইত্যর্থঃ। **বিনাশং চ** চেত্যর্থে। ব্যাকৃত হিরণ্যগর্ভাদিং চ **তৎ উভয়ং** কার্য্যকারণোপাসনাদ্বয়ং **সহ** সমুচ্চিত ফলদমিতি; একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেয়ম্ ইতি **বেদ** জানাতি সঃ **বিনাশেন** হিরণ্যগর্ভাখ্য কার্য্য ব্রহ্মণঃ উপাসনেন **মৃত্যুং** অনৈশ্বর্য্যাদি দুঃখ জাতং অধর্ম্মকামাদি দোষজাতং **তীর্ত্বা** অতিক্রম্য সম্ভূত্যা—অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া **অমৃতং** প্রকৃতি লয়ম্ **অশ্নুতে** প্রাপ্নোতি।

চূর্ণিকা। সম্ভূতিং—অসম্ভূতিং "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ প্রকৃতিলয় ফল শ্রুত্যনুরোধাৎ [আচার্য্যঃ]

সম্ভূতিং চ সমস্তস্য জগতঃ সম্ভবৈক হেতুং চ পরব্রহ্ম [উবটাচার্য্যঃ]

সম্ভূতিং কার্য্যরূপং চ বিনাশং কারণাত্মকম্ [ব্রহ্মানন্দঃ]

সম্ভূতিং চাবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ অসম্ভূতিং প্রকৃতিং [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

সম্ভূত্যা—অত্র অকারলোপশ্ছান্দসঃ [আনন্দভট্টঃ]

[অনন্তাচার্য্যঃ] সম্ভূতিং সকল জগৎ সম্ভবৈক হেতুং পরব্রহ্ম। বিনাশং বিনাশোঽস্যাস্তীতি বিনাশম্। অর্শ আদিভ্যোঽচ্চিতাচ প্রত্যয়ঃ। বিনাশ ধর্ম্মকং শরীরাদি সংসারং তদুভয়ং শরীরি-শরীররূপং দ্বয়ং যো যোগী সহৈকীভূতং বেদ জানাতি। নিত্যানিত্যং বস্তু বিবেচয়তীতার্থঃ। দেহভিন্নোঽহং দেহীবাঽহসং কর্ম্ম নিমিত্তমিতি জ্ঞাত্বা শরীরেণ জ্ঞানোৎপত্তি করাণি নিত্যানি কর্ম্মাণি কৃত্বা ঈশ্বরে অর্পয়তীতি ভাবঃ। স জ্ঞানী বিনাশেন বিনাশবতা শরীরেণ সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুং তীর্ত্বা অন্তঃকরণ শুদ্ধিং সম্পাদ্য সম্ভূত্যা আত্মজ্ঞানেন অমৃতত্বং অশ্নুতে মুক্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

যে পুরুষ [অ] সম্ভূতি অর্থাৎ আদি কারণ প্রকৃতি এবং বিনাশ অর্থাৎ আদিকার্য্য হিরণ্যগর্ভাখ্য কার্য্যব্রহ্ম—এই উভয়কে এক সঙ্গে আরাধনা করিতে হয় জানেন তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি দ্বারা অমৃত ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে ত অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে মিলাইয়া—ইহারা একই পুরুষেরই উপাসনীয় জানিয়া—উপাসনা করিতে হইবে ইহাই ত বলা হইল ?

শ্রুতি—হাঁ। এখন বল বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা কিরূপ ?

মুমুক্ষু—বিনাশ বলা হইয়াছে বিনাশ ধর্ম্ম শীল সম্ভূতিরূপ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে। এক একটি ব্যষ্টি জীবের যেমন সূক্ষ্মশরীর আছে সেইরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট যিনি তিনিই হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির আদি কারণ মায়া, মায়া হইতে সৃষ্টির আদি কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ। সূক্ষ্মশরীর সমষ্টিরূপ যে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ তিনিও মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লয় হয়েন বলিয়া ইনি বিনাশী। সেই জন্য সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভকে বিনাশ বলা হইতেছে।

হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন কার্য্য ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় ভূত জয় হয়। "স্থূল—স্বরূপ—সূক্ষ্ম—অন্বয়—অর্থবত্ত্ব সংযমাৎ ভূতজয়ঃ" বিভূতপাদ ৪৪ সূত্র। আকারাদি এবং পার্থিব শব্দ এই স্থূলে ধারণা ধ্যান সমাধি এই স্থূল সংযম ; "মূর্ত্তি-ভূমিঃ" (মূর্ত্তিকাঠিন্য)"স্নেহো জলং","বহ্নিরুষ্ণতা","বায়ুঃ প্রণামী" অর্থাৎ বহনশীল (গমনাগতি) "সর্ব্বতোগতি র্বাকাশঃ"—স্বরূপ শব্দে এই কয়টি বুঝায় ; তৃতীয় হইতেছে ভূতগণের সূক্ষ্ম অবস্থা—ভূতের কারণ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রাই সূক্ষ্ম অবস্থা ; ভূতগণের চতুর্থরূপ হইতেছে অন্বয় অর্থাৎ কার্য্য মাত্রেরই অনুগামী সত্ত্ব রজস্তমোগুণ ;

স্বরূপ হইতেছে অর্থবত্ব—অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করাই গুণত্রয়ের স্বভাব। এই গুণত্রয় তন্মাত্র ও পঞ্চভূতে অনুগত আছে সুতরাই জড়বর্গ মাত্রই অর্থবৎ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ সাধক। স্থূল সূক্ষ্মাদি পঞ্চভূতে সংযম করিলে সেই সেই রূপের সাক্ষাৎকার ও বশীকার জন্মে। সংযম দ্বারা ভূতগণের পঞ্চবিধ স্বরূপ বশীভূত করিলে যোগী ভূতজয়ী হয়েন। গাভী যেমন বৎসের অনুগমন করে পঞ্চভূতও সেইরূপ সিদ্ধ যোগীর সঙ্কল্পের অনুসরণ করে। এই সমস্ত যোগী ইচ্ছা করিলে পঞ্চভূতকে পৃথক করিয়া দেহটাকেও লয় করিতে পারেন। হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ ভূতজয় করিলে পরে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েন। তখন অনৈশ্বর্য্য-রূপ মৃত্যু অতিক্রম ইহারা করেন।

শ্রুতি—বিনাশের উপাসনায় পরে অসম্ভূতির উপাসনায় কি হয় বল।

মুমুক্ষু—অসম্ভূতি অর্থাৎ সম্ভব রহিত আদিকারণ যে প্রকৃতি—ইনি পরমাত্মার সত্তায় স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিতেছেন। নিষ্কাম ভাবে প্রকৃতির উপাসনায় দেহান্তে প্রকৃতিতে লয় হওয়া রূপ অমৃতকে ইনি প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রে এই জন্য সম্ভূতি আদি কার্য্য হিরণ্যগর্ভ এবং অসম্ভূতি আদি অব্যাকৃত অব্যক্ত প্রকৃতি এই দুয়ের সমুচ্চয়ে যিনি উপাসনা করেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি এবং প্রকৃতি লয় এই উভয় ফল লাভ হয়। ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ইনি প্রকৃতি লয় রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু পৃথক ভাবে উপাসনা করিলে সম্ভূতির উপাসক অন্ধতম এবং অসম্ভূতির উপাসক অধিক অন্ধতম নরকে গমন করেন।

শ্রুতি—এই মন্ত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাও?

মুমুক্ষু—কেহ কেহ এই মন্ত্রে সম্ভূতিকে অসম্ভূতি অর্থে ব্যাখ্যা করেন না—বলেন সকল জগতের সম্ভবের হেতু যে পরব্রহ্ম দেহী তিনিই সম্ভূতি। আর বিনাশ অর্থে বলেন বিনাশ ধর্ম্মী শরীরাদি সংসার। এই শরীরী এবং শরীর এই দুইকে একীভূত যে যোগী জানেন—নিত্য ও অনিত্য যিনি বিবেচনা করেন—আমি দেহ হইতে ভিন্ন—কর্ম্ম নিমিত্তই দেহধারণ ইহা জানিয়া শরীর দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি কর নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম সমূহ যিনি ঈশ্বরে অর্পণ করেন সেই জ্ঞানী বিনাশ দ্বারা অর্থাৎ—বিনাশশীলশরীর দ্বারা সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু অতিক্র করিয়া—চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া সম্ভূতি বা আত্মজ্ঞান লাভে মুক্ত হয়েন।

শূন্য রাখা উচিত, ইহাকে ভোগক্ষম করা উচিত এই মূঢ় বাসনা জাগিল। এইরূপে আশাপাশ নিবদ্ধ হইয়া তাহারা সর্ব্বদাই কাতর ভাবে থাকিত। পূর্ব্বে অহংকার শূন্য দাম ব্যাল কট তৎপরে রজ্জুতে সর্প দেখার মত মূঢ় হইয়া "আমার" "আমার" রূপ মমতা কল্পনা করিল।

আপাদমস্তকো দেহঃ কথং মে ভবতু স্থিরঃ।
মমেতি তৃষ্ণা কৃপণা দীনতাং তে সমাযযুঃ ॥ ১১
স্থিরোভবতু মে দেহঃ সুখায়াস্তু ধনং মম।
ইতি বদ্ধধিয়াং তেষাং ধৈর্য্যমস্তার্দ্ধিমাযযৌ ॥ ১২

কিসে আমার আপাদমস্তক দেহ চিরস্থায়ী হইবে—অবিনাশী হইবে—এই "আমার" "আমার" তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাহারা দীন হইয়া পড়িল। আমার দেহ খুব হৃষ্ট পুষ্ট হউক, আমার ধন সুখের জন্য হউক এই সকল ভাবনা বদ্ধমূল হইয়া তাহাদের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিল। শরীর বাসনা প্রবল হওয়ায় তাহাদের সামর্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, আর তাহারা শত্রুগণকে প্রহারে সমর্থ হইল না। আমরা অমর হইব কিরূপে এই চিন্তায় আকুল হইয়া ইহারা সলিলহীন পদ্মের ন্যায় ম্লান হইয়া পড়িল। এইভাবে অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে তাহারা রমণী ভোগ ও অন্নপানাদি ভোগে আসক্ত হইয়া মহা বিষয়ানুরাগী হইয়া পড়িল। এক্ষণে রণক্ষেত্রে তাহারা আত্মজীবনের প্রতি মমতা করিতে লাগিল। দেবতাগণের আক্রমণে তাহারা মরণ ভয়ে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল এবং অসুর সেনাগণ নানাভাবে বিনষ্ট হইল। ঐ যে তাহারা চিন্তা করিত "মরিষ্যামো মরিষ্যামঃ" এই চিন্তাই তাহাদের অধঃপাত ঘটাইয়াছিল।

স্থিতি ৩০ সর্গঃ।

দাম ব্যাল কটের জন্মান্তর চিত্র।

দামব্যাল কট পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া শম্বরাসুর তাহাদের প্রতি কুপিত হইল; ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল কোথায় তাহারা? শম্বর ভয়ে ইহারা সপ্তম পাতালে পলায়ন করিল। এখানে যম হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। যম কিঙ্করেরা এখানে বাস করে। যম কিঙ্করেরা এই শরণাগত অসুরত্রয়কে "চিন্তাইব ঘনাকারাঃ কুমারীশ্চ দদুঃ ক্রমাৎ" এক একটি মূর্ত্তিমতী দুশ্চিন্তা সদৃশী কন্যা প্রদান করিল। সেখানে তাহাদের দশ হাজার বৎসর কাটিল। তাহারা কুবাসনার বশীভুত হইয়া "এই আমার কামিনী" "এই আমার কন্যা" "আমার প্রভুত্ব এই"—এইরূপে সুদৃঢ় স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। কোন সময়ে ধর্ম্মরাজ মহানরক কার্য্য পরিদর্শনার্থ সপ্তম পাতালে আগমন করিলেন। দাম ব্যাল কট তাঁহাকে চিনিত না। তাহারা সামান্য যম কিঙ্কর মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ধর্ম্মরাজের ভ্রূস্পন্দনে তদীয় অনুচর বর্গ ঐ অসুরত্রয়কে প্রজ্বলিত অঙ্গার যুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল। তাহারা তাহাদের স্বজন বর্গের সহিত সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মীভূত হইল। তাহাদের ক্রূর বাসনা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তরে পাতিত করিল। যম কিঙ্করগণের সহবাসে থাকায় তাহাদের বাসনায় বাসিত হইয়া, প্রথমতঃ বন্ধন ও বধ প্রভৃতি ক্রূর কর্ম্মকারী কিরাত যোনিতে তাহারা জন্মিল এবং কিরাত রাজের কিঙ্কর হইল। সে দেহ অন্তে তাহারা বায়স জন্ম; পাইয়া গর্ত্ত মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মের পরে গৃধ্র জন্ম, তৎপরে শুক যোনি প্রাপ্ত হইল। পরে তাহারা ত্রিগর্ত্তে শূকর, পরে বিবিধ পর্ব্বতে পার্ব্বতীয় মেষ, পরে মগধ দেশে কীট দেহ প্রাপ্ত হইল। হে

রাম! সেই কুবুদ্ধি সম্পন্ন অসুরত্রয় ঐ সমস্ত ও অন্যান্য জন্ম লাভ করিয়া এক্ষণে কাশ্মীর দেশীয় অরণ্যে এক ক্ষুদ্র কুৎসিত পল্বলে মৎস্য হইয়া আছে। তাহারা অতি প্রতপ্ত কর্দ্দমময় জলবিন্দু পান করিয়া না জীবিত না মৃত অবস্থায় জর্জ্জরিত হইয়া অতিকষ্টে তথায় বাস করিতেছে।

বিচিত্র যোনি সংরম্ভমনুভূয় পুনঃ পুনঃ।
ভূত্বা ভূত্বা পুনর্নষ্টা স্তরঙ্গা জলধাবিব ॥ ১৭

পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে আপন বাসনার অনুরূপ জন্ম লাভ করিয়া জল লহরীর ন্যায় তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মিল পুনঃ পুনঃ মরিল। আহা! আপন আপন ধর্ম্মে না থাকিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মানুষ মনুষ্য জন্ম হারাইয়া অবশ হইয়া বহু যোনিতে ভ্রমণ করে। পূর্ব্বে মানুষ কোথায় ছিল এবং এই জন্মের পরে কোথায় যাইবে যদি মানুষ জানিতে চায় তবে ভৃগু সংহিতা দ্বারা জন্ম কুণ্ডলী গণনা করুক—এই ঘোর কলিযুগেও ভাগবান্ ভৃগুদেবের কৃপায় তাহা বুঝিতে পারিবে।

ভব জলধি গতাস্তে বাসনাতন্তুমুগ্ধা
স্তৃণমিব চিরমূঢ়া দেহরূপৈস্তরঙ্গৈঃ।
উপশম মুপযাতা রাম নাপ্যাপ্যনন্তং
পরিকলয় মহত্বং দারুণং বাসনায়াঃ ॥ ১৮

বাসনাতে কি অনর্থই না করে? বাসনা রজ্জুতে যাহারা বদ্ধ তাহারা এই অসুরত্রয়ের মত অপার ভবসাগরে পতিত হইয়া দেহরূপ তরঙ্গ দ্বারা তৃণ খণ্ডের ন্যায় দেশ দেশান্তরে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারা এখনও উপশম পায় নাই।

স্থিতি ৩১ সর্গঃ।

দাম ব্যাল কটোপাখ্যানে শিখিবার কথা।

বশিষ্ঠ—রাম তোমার প্রবোধের জন্য দাম, ব্যাল, কটের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলাম দাম ব্যাল কটের ন্যায় অবস্থান তোমার যেন না হয়। চিত্ত অবিবেকের অনুগামী হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগের জন্য ঐরূপ আপদ পরম্পরা অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত হয়। রাম! তুমিই দেখ দাম ব্যাল কটের সেই অমর বিধ্বংসী শম্বর সেনাপতিত্বই বা কোথায় আর এই আতপতপ্ত জম্বাল জাল জর্জ্জর মৎস্যত্বই বা কোথায়? তাহাদের সেই অমর সৈন্য বিদ্রাবণকর মহৎ ধৈর্য্যই বা কোথায় আর এই কিরাত রাজের ক্ষুদ্র কিঙ্করত্বই বা কোথায়? তাহাদের সেই অহঙ্কার শূন্য চিৎসত্তার উদয় জন্য উদার ধীরতাই বা কোথায় আর এই মিথ্যা বাসনা বশে অহংকারের কুকল্পনাই বা কোথায়?

শাখাপ্রতানগহনা সংসার বিষমঞ্জরী
অহঙ্কারাঙ্কুরাদেব সমুদেতীয় গাতত্তা॥ ৬

রাম—শাখা প্রশাখা-জটিল এই সংসার বিষবল্লী অহঙ্কার হইতেই সমুদিত হইয়া সমন্তাৎ বিস্তৃতি লাভ করে।

অহঙ্কারমতো রাম মার্জ্জয়ন্তঃ প্রযত্নতঃ।
অহং ন কিঞ্চিদেবেতি ভাবয়িত্বা সুখী ভব॥ ৭

এই জন্য রাম অতিশয় যত্ন করিয়া অহঙ্কারকে বিদূরিত কর। অহংটা কিছুই নয় এই ভাবনা দ্বারা সুখী হও। অহঙ্কার-মেঘে আচ্ছন্ন হইলে, রসায়নময়—আনন্দৈকরস—অমৃতময়, শীতল—তাপত্রয় শূন্য পরমার্থ রূপ চন্দ্রমণ্ডল অদৃশ্যই হইয়া থাকে। অহঙ্কার পিশাচ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দাম ব্যাল কট নামক অসুরত্রয় মায়িক হইলেও—অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় সত্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা মায়িক—অসত্য

হইলেও একমাত্র অহঙ্কার পিশাচের কবলে পড়িয়া এখনও কাশ্মীর দেশে মহা অরণ্যবর্ত্তী পল্বল মধ্যে—ক্ষুদ্র জলাশয় মধ্যে শৈবাল ভক্ষণ লালসায় সত্যবৎ মৎস্যরূপে অবস্থান করিতেছে।

রাম— নাসতোবিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
তে হ্যসন্তঃ কথং সত্তাং সম্পন্না ইতি মে বদ ॥ ১১

ভগবন্ অসতের বিদ্যমানতা নাই এবং সতের অবিদ্যমানতা নাই। তবে দামাদি অসৎ হইয়াও কিরূপে সৎভাব প্রাপ্ত হইল তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ—মহাবাহো রাম! তুমি সত্যই বলিয়াছ "নাসৎ সম্ভবতি ক্বচিৎ" অসৎ যাহা তাহা কখন জন্মেই না—শত মায়া দ্বারাও বন্ধ্যার পুত্র কখন হইতে পারে না, কিন্তু সৎ যাহা তাহা বৃহৎ হইতে পারে, সূক্ষ্মও হইতে পারে। সতের আবির্ভাব দৃষ্টে বলা হয় বৃহৎ আর তিরোভাব দৃষ্টে বলা হয় সূক্ষ্ম। আচ্ছা বল দেখি তুমি কি ভাবে অসৎ ও সতের স্থিতি বলিতেছ? ভাল করিয়া প্রশ্নটি বল আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বোধ জন্মাইতেছি।

রাম—হে ব্রহ্মন্ আমরা আছি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সুতরাং আমরা সৎ। কিন্তু দাম ব্যাল ও কট শম্বরের বাসনা মাত্র এজন্য মায়িক—মিথ্যা—মূলতঃ তাহারা নাই। তবে তাহারা সৎ কিরূপে হইল?

বশিষ্ঠ—দাম ব্যাল কট—মায়াময়; ইহারা শম্বর অসুরের কল্পনা হইতে উদ্ভূত। তুমি, আমি, সুরাসুর সকলেই মায়াময়। চিন্তা করিয়া দেখ বুঝিবে সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই কল্পনা হইতে, মায়া হইতে জাত। একমাত্র চিদাকাশরূপী পরব্রহ্মই আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। আর কিছুই নাই; কিছুই জন্মাইতেছে না; জীব ও জন্মে নাই। চিদাকাশ রূপী পরব্রহ্মই পূর্ণ। তাঁহাতে অন্য কিছুই উঠিতেছে না। স্মরণ কর পূর্ব্বে কেন বলিয়াছি "অতোবিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ"—বিশ্ব সৃষ্টই হইতেছে না। যাহা কিন্তু সৃষ্ট বলিয়া দেখা যাইতেছে তাহা সেই চিদাকাশ পরব্রহ্মই। কিরূপে বিশ্ব দেখা যাইতেছে যদি জিজ্ঞাসা কর—উত্তরে বলিব অস্পন্দ স্বভাব চিদাকাশরূপী পরব্রহ্ম পূর্ণ

এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তি আছে বলিয়া পূর্ণ যিনি তিনি পূর্ণের অভাবও কল্পনা করিতে পারেন। ধন যাহার আছে সে ধনের অভাব কল্পনা করিতে না পারিবে কেন? বাস্তবিক বলিতে গেলে এই ভাব ও অভাব লইয়াই পূর্ণতা। জ্ঞান, জ্ঞানের অভাব কেঁও কল্পনা করিতে পারেন। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞান কল্পনা করেন। আমি অন্যরূপ ইহাই অজ্ঞান কল্পনা। এই কল্পনা হইতেই সৃষ্টি। এই জন্য সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই কল্পনা—মায়া। কল্পনাই সৃষ্টিরূপে ভাসে। রূপ সামর্থ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্মে এ সামর্থ্য আছে; যাহা নাই তাহার কল্পনাই ব্রহ্ম করেন। মানুষ যাহা আছে তাহার কল্পনা ও করে, যাহা নাই তাহারও কল্পনা করিতে পারে। ব্রহ্মের কল্পনা মায়াময় হইলেও যখন মায়া সৃষ্টিরূপে কল্পিত হয়েন তখন সত্য সঙ্কল্প পুরুষ সর্ব্বদা আপনি আপনি থাকিয়াও, সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার মায়িক সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও সত্য মত বোধ হয়। ব্রহ্মের জীব সাজা মায়া মাত্র। কিন্তু মায়িক জীব ব্রহ্মের কল্পনায় ভাসিলেও একটা কাল্পনিক সত্তা লাভ করে। সেইজন্য বলিতেছি মরীচিকা যেমন মিথ্যা—সেইরূপ যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্মরণ করা যায়—সমস্ত পদার্থ মরীচিকার মত মিথ্যা হইলেও তুমি, আমি, জগৎ যেন সত্যমত প্রতীয়-মান হয়। দাম ব্যাল কটের উপাখ্যান মরীচিকাটা বুঝাইবারই জন্য। আমরা দাম ব্যালকটের ন্যায় মায়াময়-মিথ্যা—তথাপি আমরা গমনা-গমন করি, সংসার করি, আহার বিহার শয়নাদি করি—আমরা সত্য ব্যবহারের আস্পদ হইতেছি। যেমন স্বপ্নে কেহ দেখিল সে মরিয়াছে—ইহা যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তুমি, আমি, তিনি, জগৎ—এই সকল ভাবও মিথ্যা। স্বপ্নে স্বমরণ যেমন মিথ্যা, জগৎ বিশ্বাসটাও সেইরূপ মিথ্যা। জগতের সত্যতা যাহারা নিশ্চয় করে তাহারা অতি মূঢ়। মূঢ় ব্যক্তির কাছে এই জগৎ মিথ্যা এইরূপ বলা শোভন নহে।

"অভ্যাসেন বিনোদেতি নানুভূতেরপহ্নবঃ" ॥ ১৯ পরমার্থ তত্ত্ব বিচারাভ্যাসেন বিনা জগৎ সত্যত্বানুভূতেরপহ্নবঃ অপলাপঃ ন উদেতি।

পরমার্থ তত্ত্ববিচারের অভ্যাস বিনা জগৎ যে সত্য এই সত্যতার অপলাপ—এই সত্যতার মিথ্যাত্ব কিছুতেই উদিত হইবে না। দেহ মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা—ইহা কোটি কল্প চীৎকার করিলেও কখন মিথ্যা হইবে না যতক্ষণ না অহরহঃ বিচার দ্বারা নিশ্চয় কর পরমার্থ তত্ত্বই, পরব্রহ্ম চিদাকাশই, পরব্রহ্ম পরমপদই একমাত্র সত্য।

নিশ্চয়োন্তঃ প্ররূঢ়ো যঃ সম্পন্নোভ্যসনং বিনা।
নাশমায়াতি লোকেস্মিন্ ন কদাচন কস্য চিৎ॥ ২০

অন্তরে যাহার যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ় প্ররূঢ় হইয়া গিয়াছে—বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, পরমার্থ বিচারাভ্যাস ভিন্ন এই জগতে তাহার "নাই নিশ্চয়" কদাচ নষ্ট হইতে পারে না। এই পরমার্থ বিচারাভ্যাস হইতেছে শাস্ত্রমত তত্ত্বাভ্যাস। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, এই সমস্ত হইতেছে তত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব স্থিতিতত্ত্ব, লয়তত্ত্ব—পুনঃ পুনঃ বিচার কর তবেই ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছিবে। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকেই মায়া সৃষ্টিরূপে দেখাইতেছে, ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া মায়াই গমনাগমন, পান ভোজন, নিদ্রা জাগরণ ইত্যাদি ব্যবহারিক স্থিতি দেখাইতেছে আবার লয়তত্ত্বে বুঝিতে পারা যায় ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে মহাপ্রলয়ে সমস্ত লয় হইয়া গেলে একমাত্র সেই আপনি-আপনি পরমপদই আছেন। পুনঃ পুনঃ এই ভাবে বিচার কর তবেই জগৎ যে মিথ্যা তাহা নিশ্চয় হইবে। রজ্জুতে সর্প দেখার মত জগদ্দর্শন মিথ্যা। রজ্জু দর্শন ভিন্ন যেমন সর্প দর্শন বিনষ্ট হয় না সেইরূপ সত্য বস্তুর বিচার ভিন্ন মিথ্যাকে দূর করা যায় না। এই জগৎ অসৎ, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে তাহারা মূঢ়; তাহাদের উপহাস উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র।

অক্ষীব ক্ষীবয়োরৈক্যং ক কিলেহাজ্ঞতজ্জ্ঞয়োঃ।
অন্ধপ্রকাশয়োর্ব্বোধে স্যাচ্ছায়াত পয়োরিব॥ ২২

ক্ষীব বলে মদিরা মত্তকে। অক্ষীব হইতেছে যে মদোন্মত্ত নয়—বিজ্ঞ। মদিরামত্ত এবং বিজ্ঞ ইহারা এক হয় কিরূপে? অন্ধকার

এবং আলোক, ছায়া এবং আতপ ইহাদের ঐক্য যেমন কদাপি হয় না সেইরূপ বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞের একত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। বহু চেষ্টা করিলেও শব যেমন পদোত্তলন করিয়া ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ অতি যত্নে বুঝাইয়া দিলেও অজ্ঞলোক অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে দ্বৈতভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহারা কখনও অদ্বৈত যে সত্য আর দ্বৈত মিথ্যা—এই সত্য ধরিয়া মিথ্যাত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে না। অভয়পদ যে অদ্বৈত সেই—"অভয়ে ভয় দর্শিনঃ" সেই অভয় পদের নামেই অজ্ঞগণ নিতান্ত ভীত।

ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদিতি বক্তুং নাজ্ঞস্য যুজ্যতে।
তপোবিদ্যানমুভবে স তদেবানুভূতবান্॥ ২৪

ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ—এই কথা অজ্ঞের মুখে আসিবে না। যদিও মুখে বলে অন্তরে তাহার এভাব থাকিবে না। কারণ তপস্যা, বিদ্যা ইত্যাদি অনুভবের বাহির থাকিয়া—তপোবিদ্যাদির অনুভব জনিত সংস্কারের অভাব থাকায়, এই সকল অজ্ঞজন চিরকাল কেবল সংসার-ভাবই সন্দর্শন করে। শ্রুতি বলেন "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" জ্ঞানে অধিকার লাভ জন্য তপ উপাসনাদির বিধান শ্রুতি করেন। অজ্ঞলোকের মধ্যে এই সমস্ত সংস্কার থাকে না—সেই জন্য অজ্ঞকে কখন উপদেশ দিতে নাই যে ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ। কারণ তপস্যার সংস্কার নাই বলিয়া ইহারা কিছুতেই ইহা বুঝিবে না—উপদেশ দিলে অনিষ্টই হইবে।

রাম পূর্ব্বে যে বলিয়াছি নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজ্‌জ্ঞঃ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্—অত্যন্ত অজ্ঞ যে তাহার এই শাস্ত্রে অধিকারই নাই আর যাহার জ্ঞান হইয়া গিয়াছে তাঁহারও এই শাস্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই—ইহাই যথার্থ কথা। যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ—কেবল সাংসারিক বুদ্ধি বিশিষ্ট আর যাঁহারা জ্ঞানী এই উভয় কোটার মধ্যবর্ত্তী যাহারা—অর্থাৎ যাহারা অল্প প্রবুদ্ধ হইয়াছে তাহাদের প্রতিই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ বাক্য শোভা পায় নতুবা যিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানী তাঁহাকেও